Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩৩২ সাল। [১ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
[illegible]নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩২ সাল। { প্রথম সংখ্যা।

নববর্ষে আশার বাণী।

সুগভীর ঘননীল শ্যাম সিন্ধুতীরে
এ হেন বিজন বনে নিবিড় তিমিরে
বসে আছি ভাসাইয়া এই ভাঙ্গা ভেলা
সুদূরের পানে চাহি কাটে সারা বেলা।
দিবা অবসান হ'ল ধীরে ধীরে ধীরে
সাঁঝের মলিন ছায়া নামে কাল নীরে;
না জানি অজানা কোন্ বহুদূর দেশে
ভেলা মোর বায়ুভরে যাবে ভেসে ভেসে।
সেথা কি সফল হবে সাধের সাধনা
অবসান হ'বে চির মরম বেদনা,
নিতি নিতি যারে হেথা করে অন্বেষণ
মিলিবে কি অন্তরের সে প্রেম-রতন?
সেথা কি মিটিবে তা'র কোটি যুগ তৃষা
পোহাইবে ঘন ঘোর দীর্ঘ দুখ-নিশা?

উৎসব।

দুদিনের এই খেলা গেল বুঝি টুটে
ওপারে অরুণ উষা উঠে যেন ফুটে
নয়ন সমুখে মোর। হেমন্তের শেষ
বসন্ত গাহিছে গান মিলনের দেশে।
অপূর্ণ যতেক আশা গোপন ক্রন্দন
নিমিষে বিদায় লয়ে সুখ চিরন্তন
বরিবে সে জাগরিত নব সুপ্রভাতে
প্লাবিয়া আঁধার গেহ কিরণ সম্পাতে।
ঝরে পড়ে জীবনের জীর্ণ পাতা গুলি
ঐ দূরে আসে বুঝি বিদায়-গোধূলি
রাঙ্গায়ে গগন ধীরে অস্ত গেল রবি
শুকায়ে ঝরিল ভূমে প্রাতের করবী।
ভয় নাই, দেখ দূরে উদয় অচলে
পূর্ণিমার শশী শোভে নীলাকাশ তলে।
কেন তবে হাহাকার তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস
গোপন পরাণে রাখি অটল বিশ্বাস
চেয়ে থাক্ শুধু ঐ শ্যামশশী পানে
উদিবে সাঁঝের তারা দিবা অবসানে।
নব বধূরূপে যেন সেই ভাব লোকে
বরণ হইবে তোর নবীন আলোকে
ভানুদেব ভালে দিবে সিন্দূরের টীপ
উঠিবে পরাণে জ্বলে প্রেমের প্রদীপ।
নাহি সেথা অবসাদ, বিষাদের রোল
ফাগুন আসিয়া নিতি দিবে প্রাণে দোল,
দগধ না হবে হিয়া বিরহ অনলে
শাশ্বত প্রেমের দীপ নিত্য সেথা জ্বলে।
সীমাহীন নীলাম্বুর পরপার হতে
আসিছে আশার বাণী মোর শ্রুতি পথে।
পুরাতন চলে যায় পাথারের তলে
আসিতে নূতন হয়ে। নবমালা গলে

ভুলে তার, এই বিশ্বে নাহি কভু ক্ষয়
অসীমের কিছু নাহি হবে অপচয়।
হিমানীর অবসানে ঝরে পত্রদল,
ফিরে আসে নবরূপে হয়ে সুশ্যামল
মধুমাসে সুকোমল বায়ুর পরশে
জাগে তারা নবসাজে মাধুর্য্যের রসে।
বসন্তের চিরসখা কুহুকুহু রবে
নবীন বারতা আনে পুরাতন ভবে;
এমনি অনাদি কাল ভরসার বাণী—
মানবের পাশে নিতি দেয় বিশ্ব আনি।
কত যুগধরে এক সুন্দর মধুর
বিকশিছে নবরূপে বিরহ-বিধুর।
দুঃখ কেন হেথা যদি পাই অবহেলা
সাঙ্গ হয় যদি এই কদিনের খেলা?
বন্ধুর জীবন-পথে বন্ধু চলে সাথে
এইটুকু যেন সদা জাগে এ হিয়াতে।
কঠিন কণ্টকাকীর্ণ তপ্তমরুভূমে
অলস অবশ হিয়া ঢুলে পড়ে ঘুমে;
বারে বারে তারে তাই জাগাইয়া তুলি
চিরমধু মিলনের গুণি দিনগুলি।
নিভৃত নিকুঞ্জবনে হৃদয়-রতন
হয়ত আপনি তুমি দিবে দরশন;
ভাবের মঞ্জরী নব উঠিবে বিকশি
তোমার চরণ ধ্বনি এ শ্রবণে পশি।
এ হেন আশার বাণী শুনি আজ কাণে
আছে শান্তি, আছে সুখ, দুঃখ অবসানে।

———•———

নববর্ষে ভাল বাসিবে কাহাকে ?

দেখ দেখি এই নূতন বৎসরে প্রকৃতি কাহাকে ভাল বাসিয়া ফুটিয়া উঠিল। দেখিতেছনা—"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে" বায়ুসকল কাহার জন্য মধু বর্ষণ করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" নদী বা সমুদ্র সকল কাহার জন্য স্বকীয় রস ক্ষরণ করিতেছে, "মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ" আমাদের জন্য ওষধী সকল মধুমতী হউক, "ওঁ মধুনক্ত মুতোষসঃ" রাত্রি আমাদের জন্য মধুমতী হউক উষা হইতে সমস্ত দিন আমাদের জন্য মধুময় হউক "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" পৃথিবীর লোক সকল আমাদের সম্বন্ধে মধুময় হউক। "মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা" আমাদের পিতা—পালনকারী দ্যুলোক আমাদের সম্বন্ধে মধুময় হউক "ওঁ মধুমান্নো বনস্পতিঃ" বনস্পতি আমাদের জন্য মধুময় হউক "মধু মা অস্তুঃ সূর্য্যঃ" সূর্য্য আমাদের জন্য মধুময় হউক। "মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ" ধেনুসকলও আমাদের জন্য মধুময় হউক। এই মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইল—দেখনা এই বসন্তকাল তাহা কি ভাবে পূর্ণ করিতেছে। যার ভালবাসা আছে সে সকলকেই মধুময় দেখে। তুমি দেখিবে ? তাই বলিতেছি একটু ভাল বাসিবে ?

কাহাকে ভাল বাসিবে জান ? নিজের চিত্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখ দেখি চিত্ত কি চায় ? মানুষের চিত্ত বড়ই সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। চিত্ত সৌন্দর্য্য দেখিলে যত সুখ পায়—যতখানি ভরিত হইয়া যায় তত আনন্দ—তত ভরিত হওয়া ইহার আর কিছুতেই হয় না। বলিতেছি চিত্ত সুন্দর দেখিয়া বড় সুখ পায়।

দেখিবে এই সৌন্দর্য্য নিধিকে ? ভালবাসিবে ইহাকে ? সে যে সকল সৌন্দর্য্যের নিধি—ইহা জান, ভাল বাসিতে পারিবে। যাঁহারা ও মুখ দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন "কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলী ও মুখের তুলনা হয় না" গোবিন্দ মুখারবিন্দ দেখিয়া মনকে বিচার করিয়া বলিতে বল মন বলিবে "ভানু কোটি চন্দ্র কোটি কোটি মদন হারো"—ও রূপের কাছে কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র কোটি মদন হার মানে। তুমি কল্পনায় আঁক—দেখিবে তোমার দেবতা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। এখানে ওখানে যা রূপ দেখ তাহা তার রূপের কণা মাত্র। এত রূপের সমুদ্র যে তাহাকে দেখিতে চিত্ত কি লুব্ধ হয় না ? চিত্ত লুব্ধ হইয়া যদি

হরি হরি করে তবে হরি লালসে ভরা চিত্ত কি তারে দেখিতে পায় না ? পায় বৈকি ? তুমি রাম রাম কর না, রাম সেই রূপরাশি লইয়া, সেইরূপ অত্যন্ত রমণীয় দর্শন হইয়া, তোমার সম্মুখে আগাইয়া আসিবে। বিশ্বাস করিতে পার তাহাকে ভাল বাসিয়া—দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, রাম রাম করিলে সে দেখা দিবে ? তবে হতাশ হইবে কেন ? তুমি করিয়া যাও তার যখন ইচ্ছা হইবে সে তখন দেখা দিবেই ! ভাল বাসাত হইল না। অনুরাগে ভালবাসা গেল না। এইত বলিতেছ ? আচ্ছা আরও উপায় আছে। সাধারণ মানুষেও যে ভালবাসাবাসী করে তাহা কেন করে ? উপকার যে করে, তোমাকে যে খাইতে দেয়, তোমার পিপাসা যে নিবৃত্তি করে, যে তোমাকে দেখাতে সুন্দর হইয়া সাজে তাকে না ভাল বাসিয়া তুমি থাকিতে পার কি ? যে তোমার ক্ষুধায় অন্ন দেয়, যে তোমায় পিপাসায় জল দেয়, যে তোমায় দেখিয়া প্রসন্ন হয়, যে তোমায় দেখিতে দেখিতে কিসে ভরিয়া যেন ফুটিয়া উঠে তাকে নিশ্চয়ই ভালবাসা যায়।

এখন দেখি এস ঋষিরা এই ভালবাসা ফুটাইবার জন্য কিরূপ ভাবনা করিতে বলিয়াছেন। ধর এই জল—জল মরুভূমিতে আছে, জলময় দেশেও আছে, সমুদ্রেও আছে আবার ক্ষুদ্র কূপে ও আছে। এই জলকে একটু ভাল বাসিবে ? ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে তাঁহারা বলিতেছেন এই জলকে ভাল বাসিয়া। তুমি বলিবে জল ত জড় বস্তু। এটাকে লইয়া উপাসনা কি আবার চলে ? আমি বলিব জড় যদি চৈতন্যের দেহ হয় তবে চৈতন্যকে লোক লোচনের সম্মুখে আনিবার জন্য জড়ের দরকার হয়। যদি জড় সৃষ্টি না হইত তবে বল দেখি সৃষ্টি কর্ত্তা চৈতন্যের কথা কে বলিতে পারিত ? দেহ না থাকিলে দেহীর কথা কে বলিতে পারে ? তাঁহার দেহ নাই তিনি কিন্তু দেহ সৃষ্টি করিয়া দেহবান্‌ও হয়েন। তোমার রক্ত মাংসময় দেহ থাকিতে পারে আর ঈশ্বরের দেহ সৃষ্টি সকল বস্তু দিয়াই হইতে পারে। তিনি রক্ত মাংসের দেহও ধরেন, তিনি পৃথিবী দেহও ধরেন—আবার জল দেহও তাঁর, অগ্নি বায়ু আকাশ ইত্যাদি দেহও তাঁর। পৃথিবী তাঁর দেহ। "ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া কার পূজা কর ? আপনার দেহ যিনি তোমার জন্য পাতিয়া রাখিয়াছেন তিনি কে বল দেখি ? প্রেমিককে ত বলিতে শুনিয়াছ—আহা মনে হয় তুমি যে পথে চলিবে সে পথে আমার হৃদয় পাতিয়া রাখি তুমি আমার হৃদয়ের উপরদিয়া গতাগতি কর। আবার যে বুঝিতে পারে সে সত্যই দেখে তাহার যাবার পথে কে যেন বক্ষ পাতিয়া দিয়াছে। সেই যে এক পা তুলিয়াছে আর পদ ফেলিতে যাইবে—

ফেলিতে গিয়াত শিহরিয়া উঠে, থম্‌কে দাঁড়ায়, বলে চলিতে ত পারি না, সে যে বুক পাতিয়া পড়িয়া আছে—আহা তার বুকের উপর দিয়া কি চলা যায়? সে যে প্রেম ভরে বলিয়া উঠে "যদি চলি পথে পথে শ্যাম যায় আমার সাথে সাথে চরণে চরণ ছোয়াইয়া" কত প্রেমিক সে, যে ক্ষিতি মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার চরণ ফেলিবার পথে পড়িয়া থাকে—পাছে তোমার পা ফেলিতে কষ্ট হয়। ক্ষিতি মূর্ত্তি এই "সর্ব্ব" এই সর্ব্ব-ঈশ্বর তোমার ব্যবহারের জন্য তাঁহার এই পৃথিবী দেহ বিছাইয়া রাখিয়াছেন। আবার বল "ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ," এই জল মূর্ত্তি যে সেই "ভব"ঈশ্বরের দেহ; ঈশ্বরের দেহ তোমার জন্য কত কার্য্য করিতেছে আর তিনিও সঙ্গে আছেন, দেহী হইয়া। জলের উপাসনা কি জড়ের উপাসনা হইতে পারে? দেহী আছেন বলিয়াই ত দেহের অস্তিত্ব। দেহীর সহিত দেহকে দেখ দেখিবে জল তোমাকে কত কি দিতেছে, জল তোমার কত উপকার করিতেছে। এই যে বেদের মন্ত্র "আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জ্জে দধাতন মহেরণায় চক্ষসে" আহা! এই মন্ত্র কত সুন্দর! এই মন্ত্রের মধ্যে একটু প্রবেশ কর—জল দেহকে ভালবাসিয়া জলদেহধারী বা জলদেহ ধারিণীকে ভাবিতে শিক্ষা কর তুমি ধন্য হইয়া যাইবে।

বলিতেছিলাম যে তোমার উপকার করে স্বভাবতঃ তাহাকে তোমার ভাল লাগিবেই—যদি পশুও হইয়া থাক তথাপি যে খাইতে দেয় তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিবেই, ভালবাসা হইবেই। জল কি তোমায় খাইতে দিতেছেনা? তুমি যে অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ কর—সে অন্ন উৎপন্ন করিতেছে কে? সূর্য্যদেব সমুদ্র নদী তড়াগ হইতে জল শোষণ করেন, সেই জল আকাশে মেঘ হয়, সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টি হইতে ব্রীহী যব ধান্যাদি শস্য জন্মে, বৃক্ষ লতা ফল ফুল ধরে। যদি জল না থাকিত তবে কি শস্য জন্মিত? তবে কি তুমি খাইতে পাইতে? তবে জলই ত শস্য উৎপাদন করিয়া তোমার প্রাণ ধারণ করান। এত বড় উপকার যিনি করেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া—কৃতঘ্ন না হইয়া—একটু ভালবাসা কি জন্মে না—নিশ্চয়ই জন্মে। তার পরে যখন প্রখর রবিকরে সব দগ্ধ হইতে থাকে, যখন এই শরীরের উত্তাপ আর সহ্য করা যায় না তখন তোমার শরীরকে শীতল কে করে? জ্বলিত দেহকে জলে নিমজ্জিত করিয়া যখন জুড়াইয়া যাও তখন একবার কি মনে হয় না—মা জলময়ি! তুমিই আমায় বাঁচাইতেছ—তুমি ভিন্ন আমি আর শীতল হইতে পারিতাম না। তার পরে যখন পিপাসার শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া জল পান কর তখনও কি তোমার প্রাণে হয় না—মা তুমি না থাকিলে

এখুনি আমার প্রাণ যাইত। ক্ষুধা পিপাসার ক্লেশ শান্তি জন্য মাই তাঁর দেহ তোমায় দিতেছেন। মার দেহ তুমি আহার কর মার দেহ তুমি পান কর। বল দেখি তোমাকে ভাল বাসিয়া জল তোমাতে আত্ম দান করিতেছেন কিনা? তার পরে দেখ—তোমার চিত্ত বড় সৌন্দর্য্য লোলুপ। ফলে ফুলে তৃণ পল্লব দলে সাজিয়া কে তোমার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে? কে তোমার চিত্তকে তাহার শোভায় ভরিত করে? জল যদি না থাকিত—সব যদি শুষ্ক হইয়া থাকিত বল দেখি তুমি প্রকৃতির কোন্ শোভা দেখিয়া ভরিত হইতে? প্রকৃতির শোভা প্রদান করেন এই জল—তোমর তৃপ্তি জন্য মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা সকলকে সরস করিয়া তোমার নিকট ধরিতেছেন। বল দেখি এতখানি উপকার আর কে করে? এত উপকার যার কাছে পাও তারে একটু ভাল বাসিতে কি প্রাণ চায় না? এই জন্য বেদ বলিতেছেন জল তুমি ময়োভুবঃ—তুমি আমাদের সুখের উৎপাদক। এইত দেহের উপকারিতা। এখন একবার দেহীর দিকে ফির। দেহ দেখিয়া একবার দেহীকে ভাবনা করিতে শিক্ষা কর। আহা "মহেরণায় চক্ষসে হে জলসকল তোমরা! আমার রমণীয় দর্শনকে একবার দেখিতে দাও। কেন রমণীয় দর্শনকে দেখিতে চাই? জল তোমরা যে উপকার কর তাহাও ক্ষণিক—কতবারইত উপকার পাইলাম—কিন্তু আবার ফুরাইয়া যায়—আবার চাহিতেও হয়—আহা! ইহাতে আমার তৃপ্তি হয় না—ক্ষণিক তৃপ্তিতে আমি ভরিত হইয়া যাই না। আমি চিরতরে জুড়াইয়া যাইতে চাই। তুমি কি আমাকে তাহা দিতে পার? জল! তুমি তোমার দেহীকে দেখাইয়া দাও—সেই রমণীর দর্শন—সেই অত্যন্ত রমণীয় দর্শনকে দেখিতে দাও—আহা ইহাতেই আমি ভরিতহইয়া থাকিব—আর আমার যাওয়া আসা থাকিবে না, আর আমার উন্মজ্জন নিমজ্জন থাকিবে না, আমি চিরতরে জুড়াইয়া যাইব। এই ভাবে জল দেখিয়া জল দেহীকে প্রার্থনা করা হইতেছে। সন্ধ্যামন্ত্রে ইহা আছে। তুমি একটু ভিতরে প্রবেশ কর—দেখ তোমাকে ভাল বাসিয়া তোমাকে ভাল করিবার জন্য ঋষিগণ কি রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাই তোমার পৈতৃক সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তি ফেলিয়া দিয়া কোন্ সম্পত্তি উপার্জ্জনে চেষ্টা করিতেছ? তাহাতে ত জুড়াইতে পারিতেছ না। তাই পিতার ধন বুঝিয়া লও আর সুখী হও।

নূতন জীবন--আবার।

বুঝিলাম অনেক বার বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে হইবে কিন্তু কর্ম্মে তাহা পারিলেনা—আচ্ছা আর একবার চেষ্টা করি এস। মরিয়া ত নূতন জীবন পাইবে, তাহাতে বালক যুবক আবার সাজিতে হইবে, আবার অজ্ঞানের অভিনয়, দুঃখের অভিনয় কতই ত করিবে, ভাল আর কিছুই করিতে পারিবেনা—বহু অজ্ঞান থাকিয়া যাইবে—বহু কাল বিলম্ব করিতে হইবে। বলিতেছি মরিয়া আবার নূতন জীবন পাওয়া অপেক্ষা জীবন্তেই আর একবার নূতন জীবন পাওনা কেন? ইহাতে বাল্যাবস্থার মত সব ভুল হইয়া যাইবেনা—সবই মনে রাখিয়া নূতন ভাবে আবার জীবন আরম্ভ করিতে পারিবে। যদি বল—

"বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাস কাসাতি সারৈঃ
কর্ণাঘ্রাণাক্ষিহীনঃ প্রগলিত দশনঃ ক্ষুৎপিপাসভিভূতঃ।'

বৃদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিহীন হইতেছি, শ্বাস কাস অতিসারাদি রোগে অবশ দেহ হইতেছি, কর্ণ আর শোনেনা, ঘ্রাণের আর শক্তি নাই চক্ষু আর দেখেনা--গলিত দন্ত হইলাম, সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইতেছি—এখন আর কি করিয়া কি করিব—অথবা

বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিগতগতি মতি শ্চাধি দৈবাধিতাপৈঃ
পাপৈ রোগৈর্ব্বিয়োগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনং।
মিথ্যা মোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মন মনো ধূর্জ্জটে র্ধ্যান শূন্যং

বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয় সকলের গতি মতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধি দৈবিক তাপে তাপিত আমি, পাপে, রোগে, বিয়োগে দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, আমি উৎসাহ হীন দীন হইয়া পড়িলাম—পাপ মন মিথ্যা মোহে ছুটিয়া বেড়াইতেছে—এখন কি আর ধূর্জ্জটির ধ্যান হইবে—না জগদম্বার ভজন হইবে—সত্য কথা তথাপি নূতন জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সবাই ত্যাগ করিয়া যাইতেছে—আমিও সকলকে ত্যাগ করিনা কেন? জীবন ধরিয়া যাহা করিয়া ফেলিয়াছি তাহা বেশ মনে আছে তাহার জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা ত করিতে পারি—ইন্দ্রিয় কখন নিগ্রহ করি নাই তুমি রোগ দিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ মনের নিগ্রহ করিয়া দিতেছ—এখন ত সত্য সত্যই আমার কেহ নাই—হরি হরি এখনও কি বলিতে পারিবনা ঠাকুর আমায় রক্ষা কর—আমায় অপরাধ ক্ষমা কর—আমি তোমার চরণতলে পতিত রহিলাম—আমায় উদ্ধার কর।

আর যদি এইরূপ অবস্থা না হয়, যদি এখনও কিছু সামর্থ্য থাকে, যদি বাক্য এখনও বশে থাকে—কথা কহিবার শক্তি টুকুও থাকে তবে এখনও অনেক আছে—এখনও হইবার অনেক আশা আছে। কথা কহিবার শক্তি যদি থাকে—তবে তার সঙ্গে কথা কওনা কেন? কে তোমার দুঃখের কথা শুনিবে—কে তোমার কাছে আসিবে বল? কেহ আসিবেনা—আর কোন কিছুর আশা তোমার নাই। কথা কহিবার শক্তিটুকু যখন আছে তখন নিজের কর্ম্ম স্মরণ কর আর কাঁদিতে কাঁদিতে রাম রাম কর—যখন জপের সামর্থ্য থাকেনা—জপ রুচি পূর্ব্বক পারনা—তখন কথা কও—আহা আমি বড় পাপী তুমি ক্ষমা কর—আহা! আমি বড় নির্ল্লজ্জ হইয়া অতি ঘৃণিত কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছি—তুমি আমায় ফেলিয়া দিওনা—তুমি আমায় দাস বলিয়া স্বীকার কর—প্রভু আমায় দেখাইয়া দাও তুমি কৃপাসার—তুমি ক্ষমাসার—আমার মত কৃপা পাত্র, ক্ষমা পাত্র আর যে নাই।

যদি ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তি থাকে যদি এখনও কিছু মনের বল থাকে তবে ইন্দ্রিয় গুলিকে তিরস্কার কর আর বল হতভাগ্য তোমরা তোমাদের প্রভুকে, তোমাদের সেই স্মেরানন ক্ষমাসার দয়াময়ের রূপ দেখিবার জন্য মনের কাছে চল আর মনকে বল মন সেইরূপের গুণের স্বরূপের কথা যাহা শুনিয়াছ তাহাতেই ডুবিয়া যাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা কর।

নূতন জীবনে শম অভ্যাস কর আর দম অভ্যাস কর বড় বেশী কাজ পাইলে—আর পাইলে আরএক কাজ—সকলকে সেই বলিতে অভ্যাস কর—আরযাহা যাহা ভাগ্যবশে আসিতেছে তাহা, তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যতদূর পার সহিয়া যাও—না পার তখন তাহাকে ডাকিয়া বল আর যে পারিনা—ঠাকুর তোমার আজ্ঞায় আমার এই সমস্ত যাতনা শান্ত হউক। করিয়া দেখ কি হয় আপনিই বুঝিবে—সে নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিবে।

আর কোন ইন্দ্রিয় দিয়া কোন কিছু ভোগ করিওনা; পূর্ব্বাভ্যাস বশে কিছু হইতে চাহিলেই—দুর্গা দুর্গা বলে এখন নয়ন মুদে থাক—মন অসম্বন্ধ কিছু তুলিলেই মনকে তাহার সঙ্গে কথা কহিতে নিযুক্ত করিয়া দাও—আর যদি পার ত

চরণ কমলের উপরে মনটাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ এটা কেমন শান্ত হইয়া যায়।

করিবে এইরূপ জীবন আরম্ভ? সব ত হইয়া গিয়াছে। এখন আবার বালক হও আবার বালিকা হও। এখন নির্ম্মল হইয়া জগতের কোন বস্তু আর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিওনা। তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর যাহা কিছু স্বভাব বশে আইসে তাহার কর্ম্ম মনে করিয়া তাহার জন্য করিতেছি ভাবিয়া কর আর যদি পার তাহার সহিত বিবাহ গৃহস্থালী করিবে তাহারই অপেক্ষা কর সেই জন্য বড় হও—সব রূপ হউক। এই সব না চাও শুধু তাহাতে স্থির হইয়া যাও যদি পার।

ধ্যানের প্রভু।

ধুলার খেলা সাঙ্গ করে এবার খেলা তোমার সনে ;
নীরব তুমি তোমার তরে নীরব খেলা মনে মনে।
মুখের বাণী বন্ধ হ'ল এবার কথা গভীর দেশে ;
ধ্যানের প্রভু এবার এস অন্তরেতে মোহন বেশে।
নয়ন মুদি দেখব আলো আশার বাণী শুনব কানে ;
তোমায় আমি বাসব ভাল মধুর ভাবে সকল প্রাণে।
তোমার মাঝে আমায়, প্রভু রাখব সদা মগন করি'
সখার রূপে তোমায় কভু দেখব আমি পরাণ ভরি।
সকল মায়া অলীক খেলা সবার পারে আমায় লহ ;
যে গান শুনি ভোরের বেলা আমায় প্রাণে এবার কহ।
সকল বাধা দাও হে টুটি বরিষ নাথ কৃপার বারি ;
আঁধার হ'তে আলোক ছুটি আসুক হৃদে প্রেমের বারি।
এবার তুমি, এবার আমি কোথায় কেহ নাইত ভবে
জীবন ভরি দিবস যামী পূর্ণ থাকি বাঁশীর রবে!
দিনের শেষে আকাশ ভরি ছড়িয়ে গেল কিরণ ধারা ;

তাহার মাঝে সিনান করি ধন্য হ'নু আপন হারা।
পরাণ মাঝে জ্বলল্ বাতি পূর্ণহিয়া তোমার প্রেমে ;
কাটল বুঝি দুখের রাতি সাগর তলে গেলাম নেমে।
কোথায় আমি, কোথায় তুমি আমায় বুঝি যায় না দেখা ;
মিলন দিনে কেবল তুমি, নাইত মম জীবন-রেখা।

শ্রীবিভাস

——————

গায়ত্রী—তুমিই আমি—তোমার-আমি।

(১)

প্রথমে আত্মচৈতন্যকে লক্ষ্য করা হউক। "আমি আছি" ইহা সকলেই অনুভব করেন। এই আমিই আত্মচৈতন্য।

আকাশ ঘট প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটাকাশে উদিত হইল। আকাশ আকাশই আছে—ঘট হইবার পূর্ব্বেও ছিল, ঘট হইলেও আছে—ঘট ভাঙ্গিলেও থাকিবে। আকাশ ত আকাশই। উপাধি ভাসিলে খণ্ডমত ঘটাকাশ। এই খণ্ডমত প্রতীয়মান ঘটাকাশ শুধু ভ্রমে। আকাশের খণ্ড হয়ই না।

এক অপরিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ চৈতন্য। চৈতন্যের খণ্ড হয় না। তথাপি দেহ ভাসিলে তিনিই যেন খণ্ড হইলেন, হইয়া হইলেন জীব চৈতন্য। শ্রুতি বলিয়া দিলেন "ময়ি জীবত্ব মীশত্বং কল্পিতং বস্তুতো নহি" অখণ্ড, পরিপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ চৈতন্যে জীবভাব এবং ঈশ্বর ভাব কল্পিত মাত্র—বস্তুত নাই—সর্ব্বদাই চৈতন্য, অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ পরিপূর্ণ।

এই সর্ব্ব সাধারণের অনুভূত "আমি আছি"—চৈতন্য আছেন—আমার, তোমার, সকলের ভিতরে বাহিরে আকাশের মত আছেন প্রথমে ইহাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। যাঁহার খণ্ডভাব হইতেই পারেনা তাঁহাকেই ভ্রমে—অবিদ্যার প্রভাবে—মায়ার ইন্দ্রজালে—ক্ষুদ্র জীব মনে করা হইয়াছে। এই স্বরূপ বিস্মৃতির ভিতরে জীবের সকল দুঃখ, সকল দৈন্য, জগতের সকল হাহাকার, জীবের সকল অতৃপ্তি থাকিয়া যাইতেছে।

শাস্ত্র এই দুঃখ দূর করিবার জন্য জীবকে স্বরূপ দেখাইয়া দিতেছেন। স্বরূপ দেখাইয়া তাহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে বলিতেছেন। জীবকে বলিতেছেন তুমি জীব নও—তুমিই সেই। ইহাই সাধনা। জীবন ধরিয়া এই সাধনা করিতে বলিতেছেন। এই জীবনে যাঁহার এই সাধনা পূর্ণ হইল তিনি সদ্যোমুক্ত হইলেন। শ্রুতি বলিলেন "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি—ইহৈব সমবলীয়ন্তে"—আর তাঁহাদের প্রাণ প্রয়াণ কালে প্রাণের উৎক্রমণ হইলনা—স্বরূপ দর্শনে এইখানেই স্বরূপে স্থিতি হইল। সদ্যোমুক্তি যাঁহাদের হইলনা তাঁহাদের সাধনা শেষ হইলনা—সাধনা চলিল—ইঁহাদের মুক্তি—ক্রমমুক্তি—ইহাদেরও সংসারে পুনরাবৃত্তি নাই—ক্রমে ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ লোকে গতি—শেষে মুক্তি—বা স্বরূপ লাভ।

শ্রুতি কোন্ সাধনা দিলেন? ইহাই গায়ত্রী সাধনা! শুধু ব্রাহ্মণের জন্যই ইহা নহে ব্রাহ্মণেতর সকলকেই গায়ত্রী সাধনা দিলেন। তবে উচ্চ অধিকারীকে যেরূপ ভাবে সাধনা করিতে বলিলেন নিম্ন অধিকারীকেও সেই গন্তব্য স্থানই দেখাইলেন—কিন্তু একটু নীচে নামিয়া—একটু সহজ করিয়া—নতুবা ইহারা পারিবে না বলিয়া। কোন পক্ষপাত করেন নাই—অধিকারী অনধিকারী বচারে অনুদারতা নাই—পক্ষপাত নাই—কার্পণ্য নাই—দ্বেষ ভাবও নাই। ঈশ্বর কাহারও উপর পক্ষপাত করেন না—যাহার যেরূপ ধরিলে হয়—তাহা ধরাইয়াই একস্থানে লইয়া যাইতেছেন।

(২)

শ্রেষ্ঠ অধিকারীর গায়ত্রী ধরিয়াই সাধনার কথা-বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। যে "আমি আছি" সকলেরই অনুভূত সেই "আমিকে" সেই "চৈতন্যকে" সেই দীপ কলিকাকার হৃদয়গুহাশায়ী জ্যোতির্ম্ময়কে লক্ষ্য করিয়াই অভ্যাস করিবার জন্য—নিত্য অনুষ্ঠান করিবার জন্য—নিত্য জপ করিবার জন্য—অর্থ ভাবনার সহিত নিত্য মনন করিবার জন্য বলিতেছেন—

তুমি ওঁ—আপনি-আপনি—পরিপূর্ণ চৈতন্য—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ওঁকারই কি পরমপদ, পরমব্যোম, সচ্চিদানন্দ, অনেজৎ, এক, পরমব্রহ্ম—নিরবয়ব, নিরাকর নিগুণ পরমাত্মা?

ওঁকার সেই পরমপদে পৌঁছিবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। শ্রুতি বলিয়া দিলেন "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।"

ওঁকার এমনই একটি চিহ্ন যাঁহার অর্থ ভাবনায়—যাঁহার জপে, যাঁহাকে অবলম্ব নকরিয়া প্রাণায়ামে পরমাত্মা প্রকাশিত হয়েন। আত্মার মধ্যে যে

চৈতন্য তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল তুমি নিরাকার নিরবয়ব, নির্গুণ, গুণাতীত, পরব্রহ্ম—তুমিই স্বরূপ।

শ্রুতি ইহা বলিয়াই নিরস্ত হইলেন না---আবার বলিলেন তুমি ভূলোক, অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্লোক---তাহার উপরেও যে মহজন তপ সত্য লোক—এই সমস্ত লোকে তুমি—এই সমস্ত লোকে যাহা কিছু আছে তাহা তোমারই মূর্ত্তি। তুমি স্বরূপে নিরাকার, নিরবয়ব, নির্গুণ, গুণাতীত হইয়াও—কখন আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত না হইয়াই—কখন আপন স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই বিশ্বরূপ—সগুণ ব্রহ্ম। তবেই ত সমকালে তুমি নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম। এই যে আত্মা রূপে আমার মধ্যে আমি সাজিয়া আছ—এই যে আত্ম চৈতন্য---তুমিই ওঁ তুমিই —ভূর্ভুবস্বঃ—তুমিই নির্গুণ ব্রহ্ম—তুমিই সগুণ ব্রহ্ম সমকালে।

শ্রুতিই এই খানেই শেষ করিলেন না—বলিলেন তুমি আবার এই সগুণ ব্রহ্মের—এই মায়া শবলিত চৈতন্যের—এই সবিতার—এই জগৎ প্রসবিতার—এই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় ভর্গ—জগৎ বরেণ্য তেজ। এই তোমার প্রথম রূপ। ভর্গই রূপ ধরেন রূপ ধরান।

নির্গুণ—সগুণ—হইয়াই রূপের আধার তুমি—রূপ ধরাও তুমি—রূপ ধর তুমি। রূপ ধরিয়া কি হও? নিরাকার নরাকার ধারণ কর—নার্য্যাকার ধারণ কর।

এই আমার আত্মা—এই আমার আমি—নির্গুণ হইয়াও সগুণ—সগুণ হইয়াও আকার ধারী—আকার ধারিণী।

এই আকার ধারিণীই প্রাতে কুমারী, মধ্যাহ্নে যুবতী এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধা। এই আকার ধারীই সমস্ত অবতার। তাই ভগবান্ সনৎ কুমার বলিতেছেন—

"রাজরাজং রঘুবরং কৌশলানন্দবর্দ্ধনং"

ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্॥"

সমস্ত অবতারই—কি শিব—কি কৃষ্ণ—কি গণেশ—কি সূর্য্য সকলেই এই "ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং।"

আহা! আমার আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে অভ্যাস করিতে বলা হইতেছে—নিত্য সাধনা করিতে বলা হইতেছে—তুমিই ওঁ তুমি ভূর্ভুব-স্বঃ —তুমিই তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য।

আহা! আমি আমাকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া, আকাশ আপনাকে ঘটাকাশ মানিয়া লইয়া কল্পনায় ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছি। শ্রুতি আমাদের অবতার রূপ—আমাদের

সগুণ বিশ্বরূপ—আমাদের নির্গুণ আপনি আপনি স্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। আর বলিতে বলিলেন এস আমরা ধ্যান করি। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—ইহারা কেহই ক্ষুদ্র নহে। চক্ষুই সূর্য্য—কর্ণই দিগ্‌দেবতা, মনই চন্দ্রমা, বুদ্ধি ব্রহ্মা, অহং শঙ্কর। চিত্ত বিষ্ণু, জিহ্বা বরুণ, ঘ্রাণ অশ্বিনীকুমার, বাক্ অগ্নি, হস্ত ইন্দ্র, পদ বামন, উপস্থ প্রজাপতি, বায়ু যম—এস অজ্ঞানে ক্ষুদ্র সাজিয়া আর দুঃখ করিয়া কাজ নাই—এস আমরা ধীমহি—ধ্যান করি—স্বরূপ চিন্তা করি—আমিই সেই ভাবনা করি। এই ভাবনা ত করিতেও পারি না--আহা নির্গুণ,সগুণ, অবতার রূপী তুমি—তুমিই আমাদের বুদ্ধিকে—তুমি আমাদের চৈতন্য দেখিবার স্থানকে, তোমার কাছে লইয়া চল—তখন এই বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই যে তুমি তাহা দেখিয়া আমি তুমিই হইয়া যাইব। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি।

এই কার্য্যের জন্য গায়ত্রী ধ্যানের পরে গায়ত্রী জপ—জপের পরেই ইষ্ট জপ। ইষ্টমন্ত্র জপে চক্ষু দেখিবে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ইষ্টদেবতার জ্যোতির্ম্ময় বা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয় গুহায় বা ভ্রূমধ্যে—কর্ণ শুনিবে ইষ্টনাম—মন ভাবনা করিবে তুমি নির্গুণ সগুণ অবতার আত্মা সমকালে—এই সাধনায় মানুষের সংসার দুঃখ আর থাকিবেনা। জপকালে ত্রিসন্ধ্যায় ত এই ভাবনা। আবার ব্যবহারিক কার্য্য কালে নিত্য স্মরণ—আমি এত বড় হইয়া কি ক্ষুদ্রতা করিতেছি—কি অজ্ঞানে শোক করিতেছি—আমার যে সর্ব্বদা স্মরণ করিবার কথা—

অহং দেবো (দেবী বা) ন চান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।

জগদ্রামী রামায়ণও দুর্গা পঞ্চরাত্রের লেখক প্রাচীন কবি জগদ্রাম পার্ব্বতী ও রাম সংবাদে নাম নামী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শ্রীরাম-পার্ব্বতী সংবাদ।

আপনি পুরুষ আমি আপনি সে নারী।
নানা মতে লীলাকরি নানা দেহধরি ॥
আপনি করিয়ে নাশ পালিয়ে আপনি।
মোরে কেহ নাহি জানে আমি সব জানি ॥
ভূমি জল অনল অনিল ব্যোমময়।
আমি চন্দ্র সূর্য্য হয়ে করিয়ে উদয় ॥
সকল শরীরে আছি নাম আত্মারাম।
আত্মাতে রমণ মোর আত্মা নিত্যধাম ॥
সাধুতে চিনায়ে দিলে আত্মারামে চিনে।
আপনারে যেবা চিনে সে আমারে জানে ॥
আপনারে না জানি মোরে জানিবারে
চায়।

কোটি কোটি যুগ ভ্রমে তবু নাহি পায়॥
আত্মতত্ত্ব বিনা পুত্র মোরে নাহি চিনে।
আমায় জানিতে নারে আমি তুমি জ্ঞানে॥
ব্রহ্মরূপ পৃথিবীতে শয়ন গমন।
জলব্রহ্ম সদা দেখ স্নানাদি ভক্ষণ॥
অন্ন ব্রহ্ম জীব সদা করয়ে ভোজন।
অনল ব্রহ্মেতে নিত্য পাকাদি কারণ॥
বায়ু ব্রহ্ম অন্তর বাহেতে একাকার
আকাশ সে ব্রহ্মময় ব্যাপিত সংসার॥
সব ব্রহ্মময় তবে কেবা ব্রহ্ম নয়।
স্থাবর জঙ্গম সব দেখ ব্রহ্মময়॥
ব্রহ্মহয়ে ব্রহ্মের চরণ সেবা করে।
কোন ব্রহ্ম রাখে তাকে কোন ব্রহ্ম মারে॥
শুন রাম ঘন শ্যাম আমার উত্তর।
তুমি অন্তর্যামী স্বামী দেব পরাৎপর॥
তুমি ব্রহ্ম তব মর্ম্ম কর্ম্মে নাই সীমা।
হরিহর বিধি যার না পেল মহিমা॥
বেদে ভেদ নহে অন্ত অনন্ত না জানে।
সারদা সর্ব্বদা উন্মত্ত গুণ গানে॥
ঈষৎ ইচ্ছাতে তব মোর জন্ম হরি।
আত্মাশক্তি হয়ে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করি॥
অনন্ত তোমার লীলা অন্ত কেবা পাবে।
চৈতন্য জড়তা রূপে বিহর এ ভবে॥
স্ত্রীপুরুষ অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ এক সঙ্গে।
রসরাজ নামে নিত্য ধামে কর রঙ্গে॥
সর্ব্বদা সাকার তুমি কিন্তু নিরাকার।
সগুণ নির্গুণ হইয়ে বিহার তোমার॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যতেক আকার।
সেই সেই রূপ তব কিন্তু নিরাকার॥

নির্ম্মল স্থানেতে পুনঃ নির্ম্মল জ্ঞানেতে।
গুরু উপদেশে তোমা দেখি এইমতে॥
ঊর্দ্ধ শূন্য অধঃ শূন্য স্থান নিরাময়।
শূন্য মধ্যে শূন্যাকারে তোমার উদয়॥
অন্তরে বাহিরে সবাকার দেহে আছ।
অথচ কাহারও দেহে লিপ্ত না হয়েছ॥
সংসার তোমাতে আছে তুমি সংসারেতে।
না তোরে সংসার লিপ্ত না তুমি জগতে॥
সগুণে সকার দেহ নির্গুণে চৈতন্য।
সগুণে নির্গুণে রস ভোক্তা তুমি ধন্য॥
ত্রিলোকে যতেক আছে পুরুষ কি নারী।
স্থাবর জঙ্গম স্থূল সূক্ষ্ম আদি করি॥
সর্ব্ব মূর্ত্তি হৈয়া রস ভুঞ্জ গোবিন্দাই।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে এক রাম বই নাই॥
তেঁই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ত্ব।
পঞ্চ মুখে রাম নাম পাইয়া উন্মত্ত॥
জৈষ্ঠ পুত্র গণপতি ভজে তব নাম।
কার্ত্তিক সাত্বিক সদা জপে রাম রাম॥
এই রাম নাম মোরে শিক্ষা দিল পতি।
রাম জপি বৈষ্ণবী বলায় এ পার্ব্বতী॥
নন্দি মহাকাল মগ্ন শুনি রাম নাম।
বৃষভ করয়ে নৃত্য মত্ত অবিশ্রাম॥
ডম্বরু শিঙ্গাতে সদা রাম রাম বলে।
ইন্দুর ময়ূর সিংহে নাচে কুতূহলে॥
মহেশের পরিবার যেথানে যে আছে।
কেবল তোমার নামে ভরস করেছে॥
সীতাপতি পার্ব্বতীরে প্রণাম করিল।
শঙ্করী রামের পদে প্রণত হইল॥

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমোগণেশায়
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যোনমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ

বৈদিক আৰ্য্য।

(পূৰ্ব্বানুবৃত্তি)

বৈদিক আৰ্য্যজাতির ইতিহাস দ্বারা মানুষের কি উপকার হইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্যজাতির ইতিহাস দ্বারা মানুষের কি উপকার হইতে পারে, তাহা এখন কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছি। ইতিহাসের যে লক্ষণ পাইলাম, তাহাতে বলিতে পারি, পূর্ণ ইতিহাসই পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ ইতিহাসই পূর্ণ বিজ্ঞান, পূর্ণ ইতিহাস প্রবাহরূপে নিত্য বিশ্বজগতের জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, ও নাশ এই ষড়্ভাব বিকাশের নিত্য আলেখ্য। ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বা অবস্থাগত পরিবর্ত্তনকেই আমরা অতীত ও অনাগত বলিয়া নির্দ্দেশ করি, যাহা যাহার স্বরূপ, তাহা সকল কালেই থাকে, কোন কালেই বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। পরিবর্ত্তন বা একভাব বর্জ্জন পূর্ব্বক ভাবান্তরে গমনই উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বা অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'উৎপত্তি,' পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'স্থিতি,' পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'বিপরিণাম,' পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'বৃদ্ধি', পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'অপক্ষয়,' এবং পরিবর্ত্তন বিশেষের নামই 'বিনাশ'। ভাববিকার—ভাব বা সত্তার বিকার—ভাব বা সত্তার পরিণাম। ধর্ম্মীর এক ধর্ম্মের অপায় হইলেই ধর্ম্মান্তরের উদয় হয়, এক ভাবের তিরোভাব হইলেই ভাবান্তরের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অবস্থিত দ্রব্যের পূর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া, ধর্ম্মান্তরের উৎপত্তির নাম 'পরিণাম' ("অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি" যোগসূত্রভাষ্য)। কোন শক্তিরই তত্ত্বতঃ নাশ হয় না (অতীতানাগতং স্বরূপতো হস্ত্যধ্ব ভেদাৎ ধর্ম্মাণাম্।"—পাং দং ৪।১২)। শক্তির তত্ত্বতঃ ধ্বংসরাহিত্য—স্থিতিশীলত্ব (conservation) শক্তি সাতত্য (persistence) আধুনিক প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক দিগের নব আবিষ্কৃত অত্যন্ত শ্লাঘ্য রূপে সমাদৃত এই সকল তথ্যের স্মরণাতীত

কাল হইতে বৈদিক আর্য্যজাতি বেদের কৃপায় পূর্ণরূপ দেখিয়াছিলেন। এই সকল তথ্যের পূর্ণরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়াই ত তাঁহারা বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য, উত্তরসৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সর্ব্বতোভাবে সদৃশী, সাঙ্গোপাঙ্গবেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, নিত্য বেদ হইতেই জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, হইতেছে। শক্তি সাতত্যের পূর্ণরূপ বিশুদ্ধ ছবি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহেই বিরাজমান আছে।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, যাঁহারা শক্তি সাতত্যের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা বেদকে বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস বলিতে, জগৎকে প্রবাহ-রূপে নিত্য বলিতে, ক্রমবিকাশবাদের বর্ত্তমান রূপকে অসম্পূর্ণ বলিতে, বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি হইয়াছে, কোন দেশে কোন কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই, এইরূপ মতের অসারত্ব অনুভব করিতে, কোনরূপ বাধা অনুভব করিবেন না। যে অবস্থাতে উপনীত হইলে, অবস্থান্তর প্রাপ্তির ইচ্ছা একেবারে উপশমিত হয়, যে অবস্থাতে উন্নীত হইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, আমাদের যাহা প্রাপ্তব্য, আমরা তাহা পাইয়াছি, যাহা জ্ঞাতব্য আমরা তাহা জানিয়াছি, যাহা হাতব্য তাহা আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমাদের আর কিছু পাইবার, আর কিছু জানিবার, আর কিছু ত্যাগ করিবার অবশিষ্ট নাই, মানুষ এইরূপ কথা বলিতে পারে, তাহাই উন্নতির পর্য্যবসান ভূমি—শেষ পর্ব্ব। চিত্তের রজস্তমোময় নিখিল আবরণ মল যখন ধর্ম্মমেঘ দ্বারা বিশেষতঃ অস্তত—বিনষ্ট হয়, তখন জ্ঞানের—বিশুদ্ধ বুদ্ধ্যালোকের—আনন্ত্য—অপরিচ্ছিন্নত্ব নিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞেয় (knowable) গগনে খদ্যোতবৎ অল্প হইয়া থাকে ("তদাসর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।"—পাং, দং, কৈ, পা ৩১ সূত্র)। অন্য কোন দেশে, কোন জাতি কি এইরূপ কথা বলিতে পারিয়াছেন? পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্থূলরূপে সংযম করিলে, অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি (পৃথিবীতে থাকিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রাদি স্পর্শন) এই সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে, এইরূপ স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই চতুর্ব্বিধ রূপে সংযম করিলে সত্য সংকল্পত্ব, ভূতনিয়ন্তৃত্ব, বশিত্ব, ঈশিতৃত্ব (ভূতস্রষ্টৃত্ব) এই সকল বিভূতির বিকাশ হইয়া থাকে ("ততোঽণিমাদি প্রাদুর্ভাবঃ কায়সং পত্তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ"—পাং দং, বি, পা, ৪৭ সূত্র) অন্য কোন দেশে, কোন জাতি মানবের এতাদৃশ যোগ্যতার বিকাশ হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি? আধুনিক অভ্যুদয়শীল পুরুষগণ উন্নতি বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা উন্নতি

হইলেও, তাহাই উন্নতি নহে, তাহাকে উন্নতির পূর্ণরূপ বলা যায় না, তাদৃশ উন্নতি দ্বারা মানুষ কখন কৃতকৃত্য হইলাম, মনে করিতে পারিবে না, পূর্ণ সুখে সুখী হইতে সমর্থ হইবে না। অতএব উন্নতির পূর্ণরূপ দেখিতে হইলে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র বর্ণিত লৌকিক ও অলৌকিক (Natural and Super natural) এই দ্বিবিধ উন্নতিরই স্বরূপ দ্রষ্টব্য, বৈদিক আর্য্যজাতির ইতিহাস অবশ্য জ্ঞাতব্য। উন্নতির স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া "আগস্ত্ কোমৎ' (August Comte) বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের ক্রমবিকাশই উন্নতি, নিখিল সম্ভাব্য উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়মগর্ভে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে, অতএব প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের প্রব্যক্ত অবস্থাকেই উন্নতি বলিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের ক্রমবিকাশ যে উন্নতি তাহা সত্য, আগস্তকোমতের এই কথা বেদ ও শাস্ত্র বচনেরই প্রতিধ্বনি। কথা হইতেছে, প্রকৃতির স্থূল-সূক্ষ্মাদি সর্ব্বভূমির নিখিল নিয়মাবলীর তত্ত্ব নিশ্চয় না হইলে উন্নতির স্বরূপ পূর্ণভাবে অবধারিত হইতে পারে কি? সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাশ না হইলে পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে না। ইহলোক ব্যতীত লোকান্তর আছে, তাহা মানিব না, স্থূল ইন্দ্রিয় ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব জ্ঞান গোচর হয়, তাহাদেরই ক্রমবিকাশকে উন্নতি বলিয়া বুঝিব, অলৌকিক নিয়ম সমূহের প্রব্যক্ত অবস্থাকে উন্নতি বলিব না, প্রকৃতির অলৌকিক পর্ব্ব-সমূহের অনুসন্ধান করিব না, যাঁহারা তাহা করিয়াছেন, যাঁহারা তাহা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে করিব, উপেক্ষা করিব, এবম্প্রকার মতি, পূর্ণ উন্নতি প্রাপক পথের সম্পূর্ণ বাধা প্রদায়িনী। অতএব যাঁহারা পূর্ণ উন্নতির প্রার্থী, যাঁহারা পুর্ণভাবে উন্নত হইতে অভিলাষী, বৈদিক আর্য্যজাতির ইতিহাস তাঁহাদের যে পরমোপকারক, তাহা স্থির। বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ—"শ্রদ্ধাই সিদ্ধির হেতু", "শ্রদ্ধাই সত্যকে পাইবার একমাত্র উপায়," "আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিব," এইরূপ বিশ্বাসই মানুষকে সিদ্ধ মনোরথ করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহার সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। বৈদিক আর্য্যজাতির তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, তাঁহারা সত্যময় বেদের কৃপায় অবগত হইয়াছিলেন, এবং বিশ্বাস করিয়াছিলেন, 'কিছুই অসম্ভব নহে'। 'কিছুই অসম্ভব নহে' এই বিশ্বাসের প্রভাবেই বৈদিক আর্য্যগণ কোন্ উপায়ে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, অনন্ত বা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবান্ হওয়া যায় তাহা জানিয়া, তাঁহারা অনন্তজ্ঞানবান্ হইয়াছিলেন, প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের

অধিকারী হইয়াছিলেন, যোগের সমান বল নাই, কৃপাপূর্ব্বক জগতে এই সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে যাহার সঙ্গ করে, তাহার চিত্ত তদ্ভাবে ভাবিত হয়, সঙ্গীর গুণ শনৈঃ শনৈঃ সংক্রমণ করে। মহতের সঙ্গ করিলে, হৃদয় মহৎ ভাবে ভাবিত হয়, শ্রদ্ধাবানের সঙ্গ করিলে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়া থাকে, উৎসাহ বিহীনের হতাশ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে চিত্ত নিরুৎসাহ হয়, বীর্য্যহীন হয়, নাস্তিকের সঙ্গ করিলে মনে নাস্তিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বৈদিক আর্য্যজাতির, ইতিহাস পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, ভগবদ্বিশ্বাস, ভগবদনুরাগ, সাহস, উৎসাহ প্রতিজ্ঞদার্ঢ্য, অধ্যবসায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান পিপাসা, সত্যানুরাগ, সত্যানুসন্ধিৎসা, ধৃতি, দম, দয়া, নির্ভীকতা বিষয় বৈরাগ্য, ত্যাগশীলতা, সরলতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ গ্রাম বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়কেই যেন উপযুক্ত বাসভূমি বলিয়া স্থির করিয়াছিল। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতিতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের চরণের সঙ্গ, জগৎ পূজিত, অমরগণ সম্মানিত পূর্ব্বপুরুষ দিগের গৌরবের স্মরণ নিয়ত কর্ত্তব্য। বৈদিক আর্য্যজাতির বিশুদ্ধ ইতিহাস, মানবকে কৃতকৃত্য করিবার, তাহার জীবনকে মহৎ করিবার প্রধান উপায়। অধঃপতিত বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের যদি আবার উন্নতি হয়, তবে পূর্ব্ব পুরুষদিগের ইতিহাস শ্রবণ, তাঁহাদেব অতীত গৌরবান্বিত জীবনের স্মরণ এবং তাঁহাদের উপদেশের অনুবর্ত্তন দ্বারাই তাহা হইবে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা অসভ্য ছিলেন, বর্ব্বর ছিলেন, আমরা নিতান্ত অবনত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছি, এইরূপ ভাবনা দ্বারা বৈদিক আর্য্যজাতির মহতী ক্ষতি হইয়াছে, মহতী ক্ষতি হইবে।

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্যের স্বরূপান্বেষণের প্রয়োজন কি, তাহা সুন্দর ভাবে বুঝিয়াছি, বৈদিক আর্য্যজাতির ইতিহাস দ্বারা মানুষের কি উপকার হইতে পারে, তাহা বিশদভাবে উপলব্ধি হইয়াছে, এখন “বৈদিক” ও “আর্য্য” এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি, বৈদিক আর্য্যজাতির জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারের বৃত্তান্ত বা ইতিহাস কি, তাহা জানিবার কৌতূহল হইয়াছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক “বৈদিক” ও “আর্য্য” এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা বলুন, এবং বৈদিক আর্য্যজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং
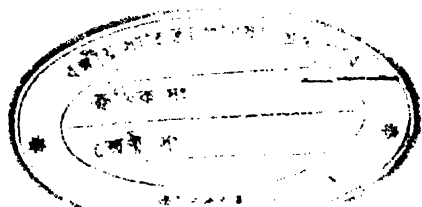
নমোগণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীশ্রীসীতারামচরণকমলেভ্যো নমঃ।

"বৈদিক আর্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত"

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবনা।

বক্তা—শিবশঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দ কিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল, (B.L.)

ভূতপূর্ব্ব মুনসেফ (Ex. Munsif)

বৈদিক আর্য্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া

জিজ্ঞাসুর কি লাভ হইয়াছে, কোন্

কোন্ বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—"বৈদিক আর্য্যজাতি" সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বিশেষতঃ উপকৃত হইয়াছি, আমার বহু বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, মুক্তকণ্ঠে ও সরল হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, আমি অনেক নূতন কথা শুনিয়াছি, আমি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

বক্তা—আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে জানিয়া আমি সুখী হইলাম। বৈদিক আর্য্যজাতি সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা শুনিয়া তোমার কি উপকার হইয়াছে, তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইয়াছে, কি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহা বল, শুনি।

জিজ্ঞাসু—"বৈদিক" ও "আর্য্য" এই পদদ্বয়ের যে অর্থ শুনাইয়াছেন, আমার তাহা নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে। "আর্য্য" শব্দের পূর্ব্বে "বৈদিক" এই বিশেষণ পদটীর প্রয়োগ করাতে, বৈদিক আর্য্যজাতিকে যথার্থভাবে লক্ষ্য করিবার পথ সুপরিষ্কৃত হইয়াছে, কেবল "আর্য্য" শব্দ দ্বারা বৈদিক আর্য্য জাতি যথাযথ ভাবে লক্ষিত হন না। যে নাম দ্বারা ঠিক যে পদার্থকে জানা যায়, যে নাম উচ্চারিত

হইলে, যে অর্থ ব্যতিরিক্ত অর্থান্তরের বোধ হয় না, সেই নাম তাহার ঠিক নাম। যদ্দ্বারা কোন বস্তু লক্ষিত হয়, বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা লক্ষিত বা জ্ঞাত পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম। সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা কোন পদার্থকে বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া যায় না। অতএব সামান্য ধর্ম্ম কোন পদার্থের লক্ষণ হইতে পারেনা, ইতর ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্মই (যে ধর্ম্ম অন্য হইতে পৃথক্ করে, বিশেষ করে, তাহা ইতর ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্ম) লক্ষণ হইয়া থাকে। যাহা চতুষ্পদ জন্তু তাহা "গো," 'গো' এর ইহা ঠিক লক্ষণ নহে, কারণ, ব্যাঘ্র, সিংহ, মহিষ প্রভৃতিও এই লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। এক একটী সত্ত্ব—বা ভাব বহু কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেও, বিবিধ ক্রিয়াবান্ হইলেও, যাহা যৎকর্ম্ম বিশেষতঃ—অতিশয়িত ভাবে সম্পাদন করে, তদনুসারেই তাহার নাম হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাবের বিশিষ্ট বা অতিশয়িত ক্রিয়া কারিত্বই তাহার ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ। "আর্য্য" (Aryan) শব্দ ইদানীং ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মন্ ইত্যাদি বহুজাতির বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব "আর্য্য" শব্দদ্বারা "বৈদিক আর্য্যজাতি" বিশিষ্টভাবে (যথাযথ ভাবে) লক্ষিত হন্ না। "আর্য্য" শব্দের পূর্ব্বে "বৈদিক" এই বিশেষণ পদটীর প্রয়োগ এই নিমিত্ত সার্থক হইয়াছে। যে জাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, যে জাতি ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যে জাতির ধ্রুব বিশ্বাস,অনাদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যই সৃষ্টি;বৈচিত্র্যের হেতু, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে জাতির অসাধারণ ধর্ম্ম, যে জাতি আসন্নচেতন নহেন, যে জাতি পরমকারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছুক, অতীত এবং অনাগত ও স্বরূপতঃ সৎ, অতীত ও অনাগতের তত্ত্বানুসন্ধান মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য, যে জাতির ইহা সহজ প্রত্যয়, ইন্দ্রিয়গম্য প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের তথ্যনির্দ্ধারণই, যে জাতির চরম লক্ষ্য নহে, অতীত ও অনাগতের চিন্তা যে জাতির বিবেচনায় অত্যাবশ্যক, জড় বিজ্ঞানের উন্নতিকেই, যে জাতি অত্যন্ত পুরুষার্থ জানিয়া বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায়, নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, এই মর্ত্ত্য শরীরে বাস করিয়া, যে জাতি অমৃতত্ত্ব লাভ করিতে সদা উৎসাহী, এই মর্ত্ত্য শরীরে বাস করিয়াও, যে জাতি জীবন্মুক্ত হইতে সদা সচেষ্ট, যে জাতিমধ্যে বহু ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, প্রকৃতিকে জয় করিয়াছেন, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রকৃতির এই দ্বিবিধ অবস্থাই সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যোগ সাধন দ্বারা মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, যোগ সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া, ত্রিকালদর্শী হইয়া অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া, যে জাতি পরোপকারার্থ এই সকল সত্যের প্রচার করিয়াছেন, মৃত্যুকে জয় করিবার উপায়

দেখাইয়া গিয়াছেন, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবার সাধন বলিয়া গিয়াছেন, বেদ বিশ্বজগতের প্রসূতি, বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস, বেদ হইতে নিখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের, বিবিধ শিল্প-কলার আবির্ভাব হইয়াছে, বেদের কৃপায় ইহা অনুভব করিয়া, যে জাতি এই পরমোপকারক সত্যকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, যে জাতির প্রত্যেক কার্য্যই পরাপর ধর্ম্মের সাধন, যে জাতির সর্ব্ববিদ্যাই পরমার্থতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা, যে জাতির ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, চিকিৎসাতন্ত্র প্রভৃতিও পরমার্থতঃ মোক্ষশাস্ত্র, যে জাতি বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচাচারকে পরমহিতকর জ্ঞান করিতেন, পিতৃযজ্ঞকে যে জাতি অসভ্যোচিত কর্ম্ম মনে করিতেন না, বেদের কৃপায় যে জাতি লোকান্তর প্রাপ্ত পিতৃ-পুরুষদিগকে স্থূল নয়নের বিষয়ীভূত করিতে পারিতেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করাইতে পারিতেন, "আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়াছি," শ্রাদ্ধ-কালে সমাগত পিতৃপুরুষদিগের মুখ হইতে এইরূপ কথাশ্রবণ পূর্ব্বক যে জাতি পরম সুখী হইতেন, * যে জাতির বিশিষ্ট কর্ম্ম সংস্কার বা বাসনা বশতঃ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে জন্ম হয় না, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান, গর্ভাধানাদি (যথার্থভাবে বেদ ও শাস্ত্র গ্রহণ যোগ্যতা প্রাপক) আত্মসংস্কার, অন্য দেশে হইতে পারেনা বলিয়া, স্বভাবের নিয়মে ভারতবর্ষই যে জাতির জন্মভূমি, যে জাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত, সর্ব্বভূতের আশ্রয় রূপে অধিগন্তব্য. সেই জাতিই "বৈদিক আর্য্যজাতি", আপনার বৈদিক আর্য্যজাতি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ইহা উপলব্ধি হইয়াছে। "বৈদিক" এই বিশেষণ পদটির প্রয়োগ না করিলে, যথোক্ত বৈদিক আর্য্য জাতি যে লক্ষিত হইতে পারেনা, আমার তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যজাতির আদি জন্মভূমি কোথায় ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্, ভূতত্ত্ববিদ্ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী, ধীমান্ পুরুষবৃন্দ কত চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন, কিন্তু আপনি বেদও শাস্ত্র প্রমাণে, বেদ ও শাস্ত্রানুসারিণী যুক্তি দ্বারা বৈদিক আর্য্য জাতির মূল জন্মভূমি সম্বন্ধে যে রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া, অন্যে কি বলিবেন, কিরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বৈদিক আর্য্য জাতির, ভারতবর্ষই স্বাভাবিক

---

* অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত
স্বভানবো বিপ্রা ন বিষ্ঠয়া মতী যোজান্বিন্দ্র তে হরী"
শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা, ৩।৫১

জন্মস্থান এই সিদ্ধান্তই সৎ সিদ্ধান্ত, আপনার এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিকা যুক্তি, আমার সমীপে অপূর্ব্ব ও মনোহর রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে এইরূপ যুক্তি অন্য কেহ দেখাইয়াছেন কিনা, জানি না। ভাষাগত সাম্যকে যাঁহারা বৈদিক আর্য্যজাতির এসিয়ার কোনস্থান আদি বাসস্থান ছিল, এইরূপ মতের সমর্থক বলিয়া বিবেচনা করেন, আমার বিশ্বাস, তাঁহারা আপনার শব্দতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলে, আনন্দানুভব করিবেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত সত্যসন্ধ না হইলে, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে, আপনার শব্দতত্ত্ব বিষয়ক মহামূল্য উপদেশ, কাহারও হৃদয়গ্রাহী হইবে না। আপনার বৈদিক আর্য্য জাতি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক বেদের যে রূপ নয়নে পতিত হইয়াছে, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, বেদের সে নয়নাভিরাম, সে হৃদয়রঞ্জন অপরূপ পূর্ণরূপ, ইতঃপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। প্রতিভা, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্ম লাভ করে, বেদ হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হয়, পরমাণু ও বেদ এক পদার্থ, শক্তি ও বেদ এক পদার্থ, অগ্নি ও সোম, প্রকৃতি ও পুরুষ, রয়ি ও প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা; সকলেই বেদ স্বরূপ। জগতে যত প্রকার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, তৎসমস্তই বেদ মূলক, বেদই তৎসমস্তের বীজ, বেদই বিশ্বের প্রাণ, বেদের এ রূপ আমার অদৃষ্ট পুর্ব্ব। দ্বৈতবাদ ও একত্ব বাদাদি যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বাদের আবির্ভাব হইয়াছে, পুরুষের বুদ্ধি, প্রতিভা বা সংস্কার ভেদই তাহাদের আবির্ভাবের কারণ, বেদের উপদেশই প্রতিভা ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গৃহীত হওয়ায়, পৃথক পৃথক বাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনার বৈদিক আর্য্যজাতি বিষয়ক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক, আমি এই সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তাই বলিতেছি, বৈদিক আর্য্যজাতি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি বিশেষতঃ লাভবান্ হইয়াছি, অপূর্ব্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন "বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, "বৈদিক আর্য্য জাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, "বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এই প্রবচনের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা জানিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

———

"বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য।

বক্তা—বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, অতএব বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত, "ঈশ্বরভক্তি" ও "রাজভক্তি", অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যাবৎ অগ্নি অগ্নিভাবে এবং জল জলভাবে বিদ্যমান থাকে, তাবৎ যেমন অগ্নি তাপ-শূন্য বা জল শৈত্যবিরহিত হয় না, সেইরূপ "বৈদিক আর্য্য জাতি" যাবৎ স্বভাবে অবস্থান করেন, যাবৎ ইহার স্বভাবচ্যুতি হয় না, তাবৎ এ জাতি ঈশ্বরভক্তিশূন্য হন্ না, তাবৎ এজাতি রাজভক্তিবিরহিত হইতে পারেন না। আমার এই কথা শুনিয়া তোমার কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, বিনা সংকোচে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই কথা শুনিয়া, আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, "বৈদিক আর্য্যজাতি" স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, নিসর্গতঃ রাজভক্ত, তাপ যেমন অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সেইরূপ ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই প্রবচন যে সত্য, তাহা কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব? বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যে কি কখনও ঈশ্বরভক্তি বিহীন, রাজভক্তি বিরহিত পুরুষ ছিলেন না?

বক্তা—যে জাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত ও রাজভক্ত নহেন, সে জাতি বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি নহেন, সে জাতিকে আমি বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতি বলিয়া গ্রহণ করি না। বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যে ব্যক্তি ঈশ্বরভক্তি বিহীন হন্, পরলোকের অস্তিত্বে সন্দিহান, বা অশ্রদ্ধাবান্ হ'ন্ সে ব্যক্তিকে আমি বৈদিক আর্য্যজাতি ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করি।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বর ভক্তি" ও "রাজভক্তি" বৈদিক আর্য্যজাতির অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা সাধ্য, সিদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। রাজভক্তি ব্যতীত বৈদিক আর্য্যজাতির, পরলোক বিশ্বাসাদি বহু ইতর ব্যাবর্ত্তক স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম গ্রহণ না করিয়া "রাজভক্তিকেই" আপনি যে, বৈদিক আর্য্যজাতির ইতর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? "রাজভক্তি", "ঈশ্বরভক্তি" ইহারা অন্য জাতিরও অল্প বিস্তর আছে, অতএব বৈদিক আর্য্যজাতির ইহারা ঠিক ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ হইতে পারে কি?

বক্তা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সামান্য ধর্ম্ম কোন পদার্থের লক্ষণ হইতে পারে না, ইতর ব্যবচ্ছেদক ধর্ম্মই লক্ষণ হইয়া থাকে। প্রত্যেক ভাবের বিশিষ্ট বা অতিশয়িত ক্রিয়াকারিত্বই, তাহার ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ। যাহা যৎকর্ম্ম বিশেষতঃ—অতিশয়িত ভাবে সম্পাদন করে, তদনুসারেই তাহার নাম হইয়া থাকে। "রাজভক্তি" অন্য জাতির থাকিতে পারে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যজাতির রাজভক্তি, অন্য জাতির রাজভক্তি হইতে বিশিষ্ট। বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে "ঈশ্বর ভক্তি" ও "রাজভক্তি," স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। যাঁহার যথার্থ ঈশ্বর ভক্তি নাই, রাজাতে স্বভাবতঃ দেবতা বুদ্ধি নাই, তাঁহার প্রকৃত "রাজভক্তি" হইতে পারে না। অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে ঈশ্বর, বেদ বা ধর্ম্মই প্রকৃত রাজা, সার্ব্বভৌম যথার্থ শাসনকর্ত্তা বা সর্ব্ব পদার্থের নিত্য-নিয়ন্তা। পরলোকে যাঁহার বিশ্বাস নাই, যিনি আসন্ন চেতন (নিকটবর্ত্তী বা স্থূল প্রত্যক্ষ-গম্য পদার্থের অস্তিত্বেই যাঁহার বিশ্বাস আছে, তদ্ব্যতীত পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস নাই) শাস্ত্র তাঁহাকে প্রকৃত আস্তিক বলেন না। প্রকৃত আস্তিক না হইলে, প্রকৃত ঈশ্বরভক্ত বা যথার্থ রাজভক্ত হওয়া সম্ভব নহে। অনাদি কর্ম্মতত্ত্বে যাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় নাই, অনাদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যই এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিবিধ সৃষ্টি বিচিত্রতার কারণ, যিনি ইহা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অপারগ, কর্ম্মবশতঃ জীব জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মবশতঃ লয় প্রাপ্ত হয়, কর্ম্ম দ্বারা জীব নরক প্রাপ্ত হয়—জীবের নীচগতি হয়, কর্ম্ম দ্বারাই জীবের সুখময় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্ম দ্বারা জীব দেবত্ব লাভ করে, উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্ম নিবন্ধন রাক্ষসাদি হইয়া থাকে, জীবের পশু-পক্ষ্যাদি নিকৃষ্ট যোনিতে উৎপন্ন হইবার কর্ম্মই কারণ। কর্ম্ম জীবের বন্ধনের হেতু, আবার কর্ম্ম জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়, কর্ম্ম উন্নতির হেতু, কর্ম্ম পতনের কারণ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সকলই কর্ম্মাশ্রিত। কর্ম্মবশতঃ এক ব্যক্তি রাজা হ'ন, নিয়ামক বা প্রভু হ'ন, কর্ম্ম নিবন্ধন অপর এক ব্যক্তি প্রজা বা নিয়োজ্য হইয়া থাকেন। *

---

* * * * "কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে॥ কর্ম্মণা নরকং সূত স্বর্গং যাতি চ কর্ম্মণা। দেবত্বমাপ্নুয়াজ্জীবো রাক্ষসত্বং চ কর্ম্মণা॥ কর্ম্মণা বন্ধমাপ্নোতি মোক্ষমাপ্নোতি কর্ম্মণা। কর্ম্মণা পতনোচ্ছ্রায়ৌ নৃণাং জন্মনি জন্মনি॥ সুখং দুঃখং চ যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং কর্ম্মাশ্রিতং যতঃ।"

—বৃদ্ধ সূর্য্যারুণকর্ম্ম বিপাকঃ।

"তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্মচান্তর্মহত্যর্ণবে।

তপোহজজ্ঞে কর্মণস্তৎ তে জ্যেষ্ঠমুপাসত ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।১০।৬

জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের তপঃ (তপঃ করিয়া জগৎস্রষ্টা, জগৎ সৃষ্টি করেন, এই প্রসিদ্ধ শ্রৌত উপদেশের এবং পর্য্যালোচনাই তপঃ শব্দের অর্থ, ইহা স্মরণ কর) কল্পান্তরের প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পরিপক্ক—ফলোন্মুখ পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠ, অসঙ্গ, উদাসীন, ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উন্মুখত্ব, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব, কোন্ স্রষ্টব্য পদার্থ কিরূপ বাসনা বা সংস্কার বিশিষ্ট, কাহার কিরূপ পরিণাম হওয়া উচিত ইত্যাদি পর্য্যালোচনাত্মক (উপবাসাদি রূপ তপঃ নহে) তপঃ প্রাণি গণের কর্ম্ম পরিপাক নিমিত্ত হইয়া থাকে। দেব মনুষ্যাদি রূপ অখিল জগতের, কর্ম্মই মূল কারণ ("দেবমনুষ্যাদিরূপস্য সর্ব্বস্য জগতঃ কর্মৈব মূল কারণম্ ইত্যর্থঃ"—অথর্ব্ববেদভাষ্য)। বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের মূল কারণ এই কর্ম্ম পদার্থের স্বরূপ যাঁহাদের নয়নে যথাযথ ভাবে পতিত হয় নাই, তাঁহাদের কোন তথ্যের সম্যগ্‌দর্শন হইতে পারে না; তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বরের স্বরূপাবধারণ করিতে ক্ষমবান্ নহেন, রাজনীতির যথার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিতে তাঁহারা কখনও সমর্থ হ'ন না, রাজা ও প্রজার প্রকৃত রূপ তাঁহাদের বুদ্ধি দর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারে না, একপ্রভুক বা এক রাজায়ত্ত রাজ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত, অথবা সাধারণ বা প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত, কিরূপ রাজ্য যথার্থ হিতকর, পাশ্চাত্য রাজনীতিকুশল, বৈজ্ঞানিকগণের তাহা স্থির করিতে যাইয়া বুদ্ধি যে আকুলীভূত হয়, তাহার কারণ হইতেছে, ইহাঁরা কর্ম্মতত্ত্বের বিশুদ্ধরূপ দেখেন নাই, ইহাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত নহেন, ইহাঁরা রাজা-ও-প্রজাতত্ত্বের অনুসন্ধান সম্যগ্‌রূপে করিতে পারেন নাই, ধর্ম্মই যে প্রকৃতি নিয়ামক, তাহা তাঁহাদের যথাবৎ প্রতীতি হয় নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি ধীমান্ ক্রমবিকাশবাদীরা যে, "ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস," "রাজাতে দেবতা বুদ্ধি" প্রাথমিক অল্পজ্ঞ অসভ্য মানুষদিগেরই হইয়া থাকে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই তাহার কারণ, রাজা ও প্রজাতত্ত্বের অসম্যগ্‌ দর্শনই তাহার হেতু, কর্ম্মতত্ত্বের অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহার নিদান, বৈদিক সংস্কারাভাব বশতঃ বেদের অবিকৃত বা পূর্ণরূপ দেখিতে না পাওয়াই তাহার মূল কারণ।

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম অনাদি, অতীত কল্পে কৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্ম সমূহই

তাবি প্রপঞ্চের বীজ স্বরূপ, এই সকল কর্ম্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, সর্ব্ব কর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার উদয় হইয়া থাকে, "কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক কৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ" এই সকল কথা কোন্ প্রমাণে সপ্রমাণ হয়? আপ্তোপদেশই বোধ হয় এই সকল কথার সত্যতা নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, কারণ ইহাদের যাথার্থ্য প্রতিপাদক প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে পারে না।

বক্তা—ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক কৃতকর্ম্মই যে, বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ, তাহা বেদ বা অলৌকিক অবাদিত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ঋগ্বেদ ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণের অনুভবকেও এই বিষয়ের প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহকে ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সমাধি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন। *

জিজ্ঞাসু—কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহকে ত্রিকালদর্শী যোগীরা সমাধি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন, আমার বোধ হয়, বেদের এই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা বিরল হইয়াছে, বর্ত্তমান কালের বেদজ্ঞ বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যেও বেদের এই কথাতে ঠিক শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। যোগীরা সমাধি দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ইত্যাদি সর্ব্ব পদার্থকে জানিতে পারেন, শাস্ত্র মুখ হইতে বহুদিন হইতে বহুবার এই কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু সমাধি দ্বারা কিরূপে সর্ব্ব পদার্থকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহা বোধগম্য হয় না। যিনি কল্পান্তরে প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহকে সমাধি নেত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, নিরস্ত-সর্ব্ব-সংশয় হওয়ায়, অজ্ঞানান্ধকার একেবারে প্রোৎসারিত হওয়ায়, যাঁহার একই ক্ষণে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান সর্ব্ব বিষয়ের সর্ব্বথা গ্রহণ হয়, যিনি সব জানিতে পারেন, আহা তিনি কত সুখী? "আপনি কি ভারতবর্ষীয়গণের অথবা গ্রীক্ ও হিব্রুদিগের সৃষ্টি বিষয়ক সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন"? হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, কোন বহুজ্ঞ (Well-informed)

---

* "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা
৮।১১।১২৯

ব্যক্তি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম মনে করিয়া থাকেন। † প্রত্যেক জীব জাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈবমাধ্যস্থ্য (Divine interposition) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের আশ্রয় করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তবে "আমরা বিশ্বাস করি" তাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা কদাচ সম্ভব নহে ; বিশ্বাস, বিশ্বস্ত পদার্থের অনুভব মূলক, বিশেষ, বিশেষ জীব জাতির শরীর দৈব মাধ্যস্থ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস অনুভব মূলক হওয়া সম্ভব নহে। *

ত্রিকালদর্শী যোগী হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিবেন, সন্দেহ নাই, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই সকল কথা যে বালকোচিত, আমরাই তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি, যোগীর কথাত দূরের, হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের এই যুক্তিশর সমূহ অন্যান্য দেশের অদৃঢ়, সুযুক্তিরূপ প্রাকারপরিখাদি দ্বারা সম্যগ ভাবে অপরিবেষ্টিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদরূপ দুর্গকে ভেদ করিতে পারিলেও, আমাদের বিশ্বাস সত্যগুপ্তি দ্বারা দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না, বেদ ও শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সমূহ চিরদিন সুদৃঢ় গাত্র হিমাদ্রির ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।

---

† "Ask any well-informed man whether he accepts the cosmogony of the Indians, or the Greeks, or the Hebrews, and he will regard the question as next to an insult"—The Principles of Biology

Vol 1. P. 419.

*"Those who entertain the proposition that each kind of organism results from a divine interposition, do so because they refrain from translating word into thoughts. They do not really believe, but rather *believe they believe.* For belief, properly so called, implies a mental representation of the thing believed, and no such mental representation is here possible."
The Principles of Biology by Herbert Spencer, vol I P. 421.

বক্তা—ঋগ্বেদের মুখ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি ও জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করা যায় বেদমূলক দর্শন শাস্ত্র সমূহ বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ যে, বেদ ও শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, তাহা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বেদ ও শাস্ত্র সমূহ যে, বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অভ্যুপগম করিয়াছেন, যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদকে আদর করিয়াছেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার গভীর চিন্তাশীল ও বহুশ্রুত হইলেও, সে বৈশেষিক সৃষ্টি বাদের রূপ দেখিতে পান নাই, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, যদি সে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে, তিনি বা তাঁহার লক্ষিত কোন বহুশ্রুত (Well informed) ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সৃষ্টিবাদ কি আপনি অঙ্গীকার করেন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম মনে করিতেন না, তাহা হইলে, তিনি যে ক্রমবিকাশ বাদের (Evolution Theory) পক্ষপাতী, যে ক্রমবিকাশ বাদের প্রতিষ্ঠা প্রার্থী, সেই ক্রমবিকাশ বাদ যে, অত্যন্ত বিকলাঙ্গ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইত, তাহা হইলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের, ভাবের সহিত অভাবের বা হাঁর সহিত নার সম্বন্ধ স্থাপন কিরূপে করিব বলিয়া, তাঁহাকে সঙ্কটে পড়িতে হইত না। যাহা হোক্ যাঁহারা "ঈশ্বর বিশ্বাস," "রাজাতে দেবতা বুদ্ধি" অসভ্যাবস্থার লোকদিগের হৃদয়েই স্থান পায়, বিনা বাধায় এই কথা বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে অত্যন্ত অদূরদর্শী, তাঁহাদের মানবীয় বুদ্ধির যে অদ্যাপি সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্তি হয় নাই, তাঁহাদের মননশীলতা যে বালকোচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"যেত আসীদ্ ভূমিঃ পূর্ব্বামদ্ধাতয় ইদং বিদুঃ।
যো বৈ তাং বিদ্যান্নামথা স মন্যেত পুরাণবিৎ॥"

—অথর্ব্ববেদ সংহিতা ১১.১০।৭

অর্থাৎ এই পুরোবর্ত্তিনী ভূমির পূর্ব্বভাবিনী অতীত কল্পস্থা যে ভূমি বিদ্যমান ছিল, তপঃপ্রভাব দ্বারা সমাসাদিত সার্ব্বজ্ঞ্য (তপঃ প্রভাব দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছেন) অতীত ও অনাগতজ্ঞ মহর্ষিরাই তাহা জানেন, অন্য কেহ তাহা জানিতে পারেন না। অতীত কল্পস্থা ভূমি এবং ঐ ভূমিতে অতীত কল্পে যে যে নামে যে যে বস্তু বিদ্যমান ছিল, তপঃ প্রভাবে মহর্ষিরা তাহা জানেন,

ইহাদিগকেই বস্তুতঃ পুরাণবিৎ—পুরাণ অর্থের বেদিতা বলা যায়, ইহাঁদিগকেই বিদ্বান্ বলিয়া মনে করা উচিত। ইদানীন্তন সর্ব্বভূমিকেও তাঁহারা জানিতে সমর্থ।

অন্য কোন দেশে কোন ব্যক্তি কি মানুষের এইরূপ শক্তিমত্তাকে কল্পনা তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন? মানুষ হইতে মানুষ হয়, কি বানর হইতে মানুষের উৎপত্তি হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার শক্তি, যোগ বিকাশিত দৃষ্টি, আবির্ভূত প্রকাশ, ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত, এক স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ত্রিলোকের দ্রষ্টা, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, যাঁহারা সমাধি দ্বারা অতীত কল্পের জীবগণ কৃত কর্ম্ম সমূহকে জানিতে পারিতেন, যাঁহারা অতীত কল্পস্থ ভূমিকে সমাধি নেত্র দ্বারা দেখিতে পাইতেন, অতীত কল্পের ভূমিতে বিদ্যমান বস্তু সকলের নাম অবগত হইতে পারিতেন, কিরূপ পূর্ব্বকর্ম্ম কিরূপভাবের উৎপত্তির হেতু হয়, তপঃপ্রভাবে, যাঁহারা তাহা সম্যগ্ রূপে বিদিত ছিলেন, তাঁহাদিগেরই আছে। দেবতা আছেন কি না, ঋষি বা সিদ্ধ পুরুষের অস্তিত্ব শুদ্ধ কল্পনা প্রসূত কি না, তাহা বলিয়া দিবার সামর্থ্য, যাঁহারা দেবতাকে দেখিয়াছেন, দেবতাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছেন, দেবতাদিগ দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদেরই আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস অসভ্যাবস্থায় মানুষেরই হইয়া থাকে, দেবতার মাধ্যস্থের উপরি প্রত্যয় প্রাথমিক মানুষের হৃদয়েই স্থান পাইয়া থাকে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার এবং তাঁহার সমানধর্ম্মা পুরুষগণ এতদ্ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারেন কি?

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ।

শ্রীরামঃ শরণং মম।

শ্রদ্ধাতত্ত্ব।

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

জিজ্ঞাসু—শ্রীঅক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণ এম, এ,
বি, এল, মুন্‌সেফ

শাণ্ডিল্য সূত্রে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ

"শ্রদ্ধা" ও "ভক্তি" এক পদার্থ নহে।

বক্তা—শাণ্ডিল্য সূত্র "শ্রদ্ধা"কে "ভক্তি" হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াছেন।

"নৈবশ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ"—শাণ্ডিল্য সূত্র।

অর্থাৎ ভক্তিকে সর্ব্বথা "শ্রদ্ধা" হইতে অভিন্ন মনে করা উচিত নহে, কারণ "শ্রদ্ধা" একটী সাধারণ অঙ্গ, যত প্রকার কর্ম্ম আছে, শ্রদ্ধা তৎসমুদায়ের নির্ব্বাহক। ভগবদ্ভক্তি তাহা নহে, ভগবদ্‌ভক্তি কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে। ("ভক্তিন´ সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্বেন শঙ্কনীয়া শ্রদ্ধয়াঃ কর্ম্মমাত্রাঙ্গত্বাৎ ন চৈবমীশ্বরভক্তিরিতি"—স্বপ্নেশ্বর কৃতভাষ্য।)

জিজ্ঞাসু—"শ্রদ্ধা কর্ম্মমাত্রের সাধারণ অঙ্গ, ভগবদ্ভক্তি তাহা নহে," এতদ্বাক্যের যথার্থ আশয় কি?

বক্তা—শ্রদ্ধা না থাকিলে, কাহার কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না, শ্রদ্ধা কর্ম্মমাত্রের প্রবর্ত্তক, কিন্তু ভক্তি কে শ্রদ্ধার ন্যায় কর্ম্ম মাত্রের প্রবর্ত্তক বলা যায় না।

জিজ্ঞাসু—কোন পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইলে, তাহা কোন্ জ্ঞাত পদার্থের সমান বা অসমান, তাহা স্থির করিতে হয়। "শ্রদ্ধা" কোন্ পদার্থ? এই প্রশ্নের শ্রদ্ধা অমুক জ্ঞাত পদার্থের সমান, অথবা অমুক জ্ঞাত পদার্থের

অসমান এই কথা বলিতে হয়, ভক্তিকে সর্ব্বথা শ্রদ্ধা রূপে দেখা উচিত নহে, এই কথা শুনিলে মনে হয়, ভক্তি শ্রদ্ধার স্বরূপ না হইলেও একেবারে বিরূপ নহে। "ভক্তি" যদি শ্রদ্ধার একেবারে বিরূপ হইত, তাহা হইলে ভক্তিকে সর্ব্বথা শ্রদ্ধা রূপে দেখা উচিত নহে, এই প্রকার কথা বলিবার প্রয়োজন হইত কি? ভক্তি শ্রদ্ধা নহে, কারণ শ্রদ্ধা কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ, ভক্তি কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ নহে। ভক্তি কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ নহে, এই কথা শ্রবণ করিবার পর ভক্তি তাহা হইলে কর্ম্মের অসাধারণ অঙ্গ, এই প্রকার বোধ হওয়া কি ন্যায় সঙ্গত? ইহা ইহার সাধারণ অঙ্গ নহে, এই কথা শুনিলে কি, ইহা ইহার একেবারে কোন অঙ্গ নহে, ইহা, ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ এবম্প্রকার বুদ্ধির উদয় হয় কি? ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "ভক্তি সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্ব রূপে শঙ্কনীয় নহে," ভক্তি সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্বরূপে শঙ্কনীয় নহে, ভাষ্যকারের এইরূপ কথার অভিপ্রায় কি? ভক্তি সর্ব্বথা শ্রদ্ধা পদার্থ নহে, এই কথা বলিলে, আমার মনে হয়, "ভক্তি" শ্রদ্ধা নামক পদার্থ হইতে একেবারে ভিন্ন, শাণ্ডিল্য সূত্র ও তৎভাষ্যের এই প্রকার আশয় নহে। "শ্রদ্ধা কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ" কারণ শ্রদ্ধা বা ইহা এইরূপ ফল উৎপাদন করিবে, এতদ্বারা অবশ্য ফল লাভ হইবে, এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যতিরেকে কেহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু "ভক্তি" বা ঈশ্বরে অনুরক্তি প্রীতি কর্ম্মের অঙ্গ নহে, ভগবদ্ভক্তি কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে। এই সকল কথা শুনিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি পদার্থ সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত জ্ঞানের উদয় হয় নাই।

বক্তা—"ভক্তি ও শ্রদ্ধা সর্ব্বথা সমান পদার্থ নহে" এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ইহাদের সাদৃশ্য—বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে হইবে।

ভক্তির লক্ষণ ও প্রকার ভেদ।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন—ঈশ্বরে অনুরাগই পরা-শ্রেষ্ঠা ভক্তি ("সা পরানুক্তিরীশ্বরে")।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বরে অনুরাগই পরা (শ্রেষ্ঠা) ভক্তি," এই কথা শুনিবার পরে ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকেও (পরা-শ্রেষ্ঠা না হইলেও "ভক্তি" বলা যায়; এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি? অনুরক্তি, প্রীতি বা প্রেম মাত্রেই "ভক্তি"; এই অনুরক্তি যখন ঈশ্বর বিষয়িনী হয়, তখন উহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হয়, প্রীতির

পাত্রের উৎকর্ষানুসারে, প্রীতিরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে, তখনই উহা "পরাভক্তি" এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে, শাণ্ডিল্য ঋষির ভক্তি লক্ষণ সূত্রটীর কি ইহাই অভিপ্রায়?

বক্তা—সকল বিষয়েই মতভেদ আছে, অতএব কোন বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন, শ্রদ্ধার ভেদানুসারে, প্রতিভা বা সংস্কারের ভিন্নতা বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ মতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, মানুষ যতদিন বিবিধ সংস্কার বিশিষ্ট মনের বশে বিচরণ করে, তাবৎ তাহার কোন বিষয়ের সংশয় বিরহিত যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না, অবিদ্যা বদ্ধ মানুষ যাবৎ ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ প্রথমোৎপন্ন আদিভূত জ্ঞানকে প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহাকে সংশয় দোলায় দুলিতে হয়, তাবৎ তাহার স্বীয় প্রতিভা বা সংস্কারানুসারে পদার্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান ভুলিয়া—চিত্ত বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া আদিভূত জ্ঞান বা "ইহা এই রূপই" এবম্প্রকার বিতর্ক রহিত শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইলে, তবে মানুষের সত্য জ্ঞানের উদয় হয় ("ন বিজানামি যদি বেদমস্মি নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি। যদামাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ২।৩২১।২২

"ভক্তি" পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে। শাণ্ডিল্য ঋষির ভক্তি লক্ষণ সূত্রটীর অনেকে স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "অনুরাগই" "ভক্তির" সাধারণ লক্ষণ সন্দেহ নাই। পিতার প্রতি অনুরাগকে "পিতৃভক্তি," মাতার প্রতি অনুরক্তিকে "মাতৃভক্তি", গুরুদেবের প্রতি অনুরাগকে "গুরুভক্তি" বলা হইয়া থাকে। সাধারণ অনুরাগ বুঝাইতে "ভক্তি" শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, তথাপি ঈশ্বরানুরাগ বুঝাইতেই ইহার বিশেষতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ কেহ "ঈশ্বরের প্রতি পরানুরক্তিই বা পরাপ্রীতিই ভক্তি" শাণ্ডিল্য ঋষির ভক্তি লক্ষণ সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঈশ্বরানুরাগ—ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি যাবৎ চরম বা পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত না হইবে, তাবৎ তাহাকে "ভক্তি" বলা যাইবে না, "ঈশ্বরের প্রতি পরানুরক্তিই ভক্তি," ভক্তি লক্ষণ সূত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কেহ, কেহ বলিয়াছেন, ভক্তি শাস্ত্রে ভগবৎ প্রীতির অঙ্কুরাদি অবস্থা হইতে যে, ক্রমশঃ একাদশবিধ অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, "ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির চরমাবস্থাই ভক্তি",ভক্তির এইরূপ লক্ষণ করিলে ভক্তি শাস্ত্রপ্রদর্শিত ভগবৎ প্রীতির অঙ্কুরাদি অবস্থা সমূহের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব "ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই

শ্রেষ্ঠ ভক্তি," শাণ্ডিল্য ঋষির ভক্তি লক্ষণ সূত্রের ইহাই যথার্থ অর্থ। ভক্তি "পরা", ও "অপরা" ভেদে দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ ভক্তির মধ্যে পরা বা শ্রেষ্ঠা ভক্তি প্রধান, এই নিমিত্ত শাণ্ডিল্য ঋষি প্রথমেই পরা ভক্তির লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তি লক্ষণ সূত্রের "সা পরা" (শ্রেষ্ঠা) এই অংশ লক্ষ্য নির্দ্দেশ, এতদ্দ্বারা লক্ষ্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং ঈশ্বরে অনুরক্তি, ইহা লক্ষণ, ইহা লক্ষ্যের স্বরূপ নির্দ্দেশক, এতদ্দ্বারা "সা পরা" এই লক্ষ্য লক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বরানুরাগ ব্যতিরিক্ত অন্যের প্রতি অনুরাগেরও বাচক রূপে "ভক্তি" শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। পিতাতে অনুরক্তি—"পিতৃভক্তি", গুরুতে অনুরক্তি "গুরুভক্তি," মাতাতে অনুরক্তি "মাতৃভক্তি," "ভক্তি" শব্দের যখন এই প্রকার ব্যবহার হয়, তখন "ঈশ্বরের প্রতি পরা অনুরক্তিই ভক্তি," ভক্তি শব্দের এইরূপ লক্ষণ হইতে পারেনা।

জিজ্ঞাসু—পিতা, গুরু, মাতা প্রভৃতিতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে যথার্থ "পিতৃভক্তি," "গুরুভক্তি" বা "মাতৃভক্তি" হয় না, অতএব "ভক্তি" শব্দ ঈশ্বর বিষয়িনী প্রীতিরই বাচক, ঈশ্বর ভিন্ন বিষয়ে প্রীতির বাচক নহে, কোন কোন ব্যক্তিকে এইরূপ কথা বলিতেও শুনা যায়। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে, যথার্থ "গুরুভক্তি" হয় না, মাতা, পিতা প্রভৃতিতে দেবতা বুদ্ধি না হইলে, মাতা-পিতার প্রতি প্রকৃত ভক্তি হয় না। শ্রুতি বোধ হয় এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

বক্তা—"মাতৃদেবোভব", "পিতৃদেবোভব," "আচার্য্যদেবোভব," "অতিথি-দেবোভব"।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক। সায়ণাচার্য্য এই শ্রুতির ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বলিয়াছেন, মাতা প্রভৃতিতে মনুষ্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবতা বুদ্ধি স্থাপন করিয়া ইহাঁদের পূজা কর্ত্তব্য, এই কথা জানাইবার নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, "মাতা" যাঁহার বুদ্ধিতে রুদ্র, বিষ্ণু, বিনায়কাদিরূপ দেবতা, তিনি "মাতৃদেব," এইরূপ "পিতা" যাঁহার বুদ্ধিতে রুদ্রাদি দেবতা, তিনি "পিতৃদেব," "আচার্য্য" যাঁহার বুদ্ধিতে রুদ্রাদি দেবতা, তিনি "পিতৃদেব," "আচার্য্য" যাঁহার বুদ্ধিতে রুদ্রাদি দেবতা তিনি "আচার্য্যদেব," "অতিথি" যাঁহার বুদ্ধিতে দেবতা, তিনি "অতিথিদেব"। যাঁহারা মাতা প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়া জানেন, তাঁহাদেরই মাতা প্রভৃতির প্রতি প্রকৃত ভক্তি হইয়া থাকে। অতএব "মাতৃদেব" হও "পিতৃদেব" হও "আচার্য্যদেব" হও, "অতিথিদেব" হও।*

---

* "অথ মাত্রাদিষু মনুষ্যত্ববুদ্ধিং পরিত্যাগেন দেবতা বুদ্ধ্যা পূজাং বিধত্তে। মাতৈব পূজনীয়ো রুদ্র-বিষ্ণু-বিনায়কাদি রূপো দেবো যস্য সোঽয়ং মাতৃদেবঃ। এবমুত্তরত্রাপি।"--তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, দেবতা ও গুরুতে নিরুপাধিক ভক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, তপ্তশিরস্কের যেমন জল রাশির অন্বেষণ ভিন্ন সাধনান্তর নাই, ক্ষুধার্ত্তের যেমন ভোজন ব্যতিরেকে অন্য সাধন নাই, সেইরূপ পরমেশ্বরে এবং ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেষ্টা গুরুদেবে পরা-শ্রেষ্ঠা ভক্তি বিনা ব্রহ্ম বিদ্যার্থীর অন্য সাধন নাই। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যকার ও দীপিকাকার দিগের মতে "দেব" শব্দ এস্থলে পরমেশ্বরের বাচক। * শঙ্করানন্দ কৃত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দীপিকাতে "ভক্তি" শব্দের আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত ভজন ক্রিয়ার ঈশ্বর বা শ্রীগুরু দেবে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমর্পণ এই অর্থ উক্ত হইয়াছে ("আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্তা ভজন ক্রিয়া কায়েন্দ্রিয় মনসাং তস্মিন্ সমর্পণমিত্যর্থ"—শঙ্করানন্দ কৃত দীপিকা)

শাণ্ডিল্য সূত্রকারের মতে দেবভক্তি বলিতে এখানে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতার প্রতি ভক্তি বুঝিতে হইবে, গুরু এই পদের সাহচর্য্যই ("দেব" পদের সহিত "গুরু" এই পদের ব্যবহারই) ঐরূপ বুঝিবার কারণ। দেবতান্তরে ভক্তিরই গুরু ভক্তির সহকারিতার অপেক্ষিণী হওয়া সম্ভব, ঈশ্বর ভক্তি অন্যের সহায়তা অপেক্ষা করেনা, "ঈশ্বরভক্তি" স্বতন্ত্রভাবে সকল অভীষ্ট সাধনে সমর্থ ("দেবভক্তি বিতরতস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ"—শাণ্ডিল্যসূত্র। * * * "অত্রহেতুমাহ সাহচর্য্যাৎ, গুরুভক্তি সাহচর্য্যাৎ। তৎসাহচর্য্যংহি দেবতান্তর ভক্তিরেব ভবতি, নত্বীশ্বরভক্তেঃ, তস্যা স্বাতন্ত্র্যেণেতর নিরপেক্ষয়া এব সকলেষ্ট সাধনত্বাৎ।"—মৈথিল শ্রীভবদেব ভট্ট বিরচিত শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্য)। স্বপ্নেশ্বরও ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। স্বপ্নেশ্বরের উক্তি—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যে দেবভক্তির কথা আছে, তাহা গুরুপদের সাহচর্য্য নিবন্ধন ঈশ্বরেতরদেবে ভক্তি এইরূপ বুঝিতে হইবে ("অত্র দেবভক্তিরীশ্বরেতরস্মিন্ দেবে মন্তব্যা কুতঃ গুরুভক্তি সাহচর্য্যাৎ।"—শাণ্ডিল্য সূত্র ভাষ্য)।

জিজ্ঞাসু—ভক্তি সূত্রকার এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, বেদ, গুরু ও ঈশ্বর একপদার্থ, পাতঞ্জল দর্শনেও উক্ত হইয়াছে, "ঈশ্বর, কপিলাদি পূর্ব্ববর্ত্তি উপদেষ্টা

---

* "অখণ্ডৈকরসে সচ্চিদানন্দপরজ্যোতিস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরোৎকৃষ্টা নিরূপচরিতা ভক্তিঃ।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্য।

দিগের ও গুরু—উপদেষ্টা"। "ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই" "গুরু", এই নামে অভিহিত হয়েন। তবে আমার ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির, "যাঁহার দেবে পরাভক্তি এবং দেবে যেমন ভক্তি গুরুতেও তাদৃশী ভক্তি" এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি? "ঈশ্বর" ও "জ্ঞানদাতা গুরু" যদি অভিন্ন পদার্থ হ'ন, তাহা হইলে, যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি, গুরুতেও তাদৃশী ভক্তি এইরূপ কথা বলা যুক্তি সঙ্গত হইবে কিরূপে, আমি তাহা বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—"দেবতা ও গুরুভক্তি বিশিষ্ট পুরুষেরই গুরু-প্রকাশিত বিদ্যার যথার্থ-ভাবে অনুভব হইয়া থাকে," এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহার দেবতাতে ও গুরুদেবে পরাভক্তি আছে, তাঁহারই গুরু প্রকাশিত বিদ্যার যথাযথভাবে অনুভব হয়, তাদৃশ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকারী। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত স্থলে "পরাভক্তি" এই পদ উক্ত হইয়াছে, সূত্রকার ভক্তির লক্ষণ করিবার সময়ে স্বয়ংই বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই পরাভক্তি"। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যখন "পরাভক্তি" এই পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন উক্ত স্থলে "দেবতা শব্দ" ঈশ্বরেরই বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অনেকতঃ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গুরু বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, তাহা সকলের যথার্থভাবে জানা না থাকিতে পারে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন; যিনি "ব্রহ্মবিৎ" নহেন, যিনি জীবন্মুক্ত নহেন, তিনি কখন ব্রহ্মজ্ঞান দাতা হইতে পারেন না, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বোধ হয় এই নিমিত্ত গুরুর স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, "গুরু ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন," এই বোধকে দৃঢ় করিবার জন্য "যাঁহার দেবতা বা পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে, এবং ব্রহ্মবিদ্যাদাতা গুরুতেও যিনি শ্রেষ্ঠা ভক্তি সম্পন্ন, ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুকে যিনি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বুঝেন না, তাঁহারই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়া থাকে" এইরূপ কথা বলিয়াছেন। "ঈশ্বর" ও "গুরু" অভিন্ন পদার্থ, যদি এই জ্ঞান থাকে; ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই "পরাভক্তি" যদি ইহাই ভক্তি লক্ষণ সূত্রের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ব্যবহৃত "দেব" শব্দ গুরুপদের সাহচর্য্য বশতঃ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতার বাচক এইরূপ কথা বলিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে পরাভক্তি হইতে পারে না, ইহা যদি সত্য হয়, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি যখন "দেবে পরাভক্তি," "গুরুতে পরাভক্তি" এইরূপ বাক্যের ব্যবহার করিয়াছেন, তখন "দেব ও গুরু" বস্তুতঃ অভিন্ন সামগ্রী শ্বেতা-শ্বতর শ্রুতি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত, দেব শব্দের সহিত গুরুশব্দের প্রয়োগ

করিয়াছেন, এবম্প্রকার অনুমান করা বোধ হয় ন্যায় বিরুদ্ধ হইবে না। তাহা হইলে ভক্তি সূত্রকারের এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় কি, এখন তাহা চিন্তনীয়।

ভক্তি সূত্র প্রণেতা, গুরু যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, বোধ হয় তাহা স্বীকার করেন নাই। "পরাভক্তি" বলিতে ভক্তি সূত্র প্রণেতা যৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ঠিক তদর্থে উক্ত পদের ব্যবহার করেন নাই, ভক্তি সূত্রকারের বোধ হয় ইহাই বিশ্বাস হইয়াছিল; অতএব তিনি স্ব মতের স্থাপনার্থ বলিয়াছেন, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি "দেব" শব্দ ঈশ্বর ভিন্ন দেবতার বাচকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

ঈশ্বর ভক্তি, অন্য কাহার ভক্তির সহায়তা অপেক্ষা করে না, এই কথা যথার্থ। তবে এস্থলে ইহাও স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি, সংহারশক্তি ইত্যাদি শক্তি সমূহের মধ্যে অনুগ্রহ শক্তিই গুরু এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। "শাস্ত্র" বা "ঈশ্বর" হইতেও যে স্থলে গুরুকে গরীয়ান্ বলা হইয়াছে, সে স্থলে ঈশ্বরের "অনুগ্রহ শক্তিই" লক্ষিত হইয়াছেন ("তস্মাচ্ছাস্ত্রাদী-শ্বরাচ্চগরীয়ান্ গুরু রুচ্যতে")। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসু, প্রকৃত মুমুক্ষু যে জ্ঞান পাইতে ইচ্ছুক, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি ভিন্ন, অন্য কোন শক্তির সে জ্ঞান দিবার সামর্থ্য নাই। ঈশ্বরভক্তি অন্য কাহার ভক্তির সহায়তা অপেক্ষা করে না, একথা যে রূপ সত্য, ঈশ্বরের অনুগ্রহশক্তি বা গুরু ভিন্ন ঈশ্বরের অন্যান্য শক্তির ব্রহ্ম জ্ঞান দিবার সামর্থ্য নাই, এই কথাও তদ্রূপ সত্য। অতএব ব্রহ্মবিবিদিষু মুমুক্ষু, বিনা বাধায় বলিতে পারেন, হে পরমেশ্বর! তোমার অনুগ্রহশক্তি বা গুরু রূপই আমার ভজনীয়, তোমার সৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি আমার উপাস্যা নহেন। ঈশ্বরভক্তি অন্য কাহার সাহায্য অপেক্ষা করেনা বটে, কিন্তু যে ভক্ত ভব সাগর পার হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ, ভগবানের শরণাগত হইবার নিমিত্ত ভগবদ্‌ভক্তির উপাসনা করিতেছে, সে ভক্তকে ভগবান্ স্বীয় অনুগ্রহশক্তিরূপেই শ্রদ্ধা মূর্ত্তিতেই দর্শন দিয়া থাকেন, তাদৃশ ভক্ত কৃতার্থ হইয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, বলিবেন, হে শরণাগত বৎসল! তোমার অন্যান্য শক্তি হইতে এই অনুগ্রহশক্তিই উপাস্যা, তাদৃশ ভক্তের ভগবানের অনুগ্রহশক্তির প্রতিই শ্রেষ্ঠ অনুরাগ হইবে, পরাভক্তি হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসুকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই তোমার প্রয়োজন সাধন করিবার উপযুক্ত; অতএব তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিকেই বিশেষতঃ আশ্রয় কর, ঈশ্বরের

অন্য কোন শক্তির দিকে না তাকাইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি বা শ্রীগুরুদেবের প্রতি যাহাতে নিরুপাধিক অনুরাগ হয়, তন্নিমিত্ত একান্ত ভাবে চেষ্টা কর, গুরুকৃপা বিনা তারকজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই,শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি, বোধ হয়, এই কথা জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন "যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি এবং যাঁহার গুরুতে—ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিতে পরাভক্তি, সেই পুরুষই সংসার তারক, সর্ব্ব কল্যাণ নিদান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার যথার্থ অধিকারী। যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি, এই কথা বলিবার পর আবার যাঁহার গুরুতে পরাভক্তি, এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্" তুমি তাঁহার শরণাগত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে যাহা প্রার্থনা করিবে, তিনি তোমাকে তাহাই দিবেন, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাপিপাসু হইয়া, তুমি তাঁহার সৃষ্টি শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির অনুরাগী হইও না, ঈশ্বরের অন্যান্য শক্তির সমীপে কিছু প্রার্থনা করিও না, আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত হইয়া, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিকেই প্রাণভরে ভক্তি কর, তোমার শরীর ইন্দ্রিয় মন তাহাতে সমর্পণ কর, তাহা করিতে পারিলেই তুমি কৃতকৃত্য হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন যাঁহার দেবে—ঈশ্বরে পরাভক্তি, এবং ঈশ্বরে যেমন ভক্তি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান দাতা গুরু দেবের প্রতিও যাঁহার তাদৃশী অনুরক্তি, তাঁহার হৃদয়েই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ হইয়া থাকে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও যে ব্রহ্ম জ্ঞান দিবার, অজ্ঞান তিমিরান্ধের জ্ঞান নেত্রের উন্মীলন করিবার শক্তি নাই, তাহা পরম সত্য, অতএব গুরুকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন রূপে ভাবনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহার দেবতাতে পরাভক্তি আছে, তাঁহার কি দেবতা ভিন্ন পদার্থে পরাভক্তি থাকার প্রয়োজন থাকে? পরাভক্তি কি একাধিক পদার্থে হইতে পারে? "শ্রেষ্ঠভক্তি", পরাঅনুরক্তি অনেকের প্রতি হওয়া অসম্ভব। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, পিতা, মাতা, আচার্য্য ইত্যাদি আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ ভাবে উপলভ্যমান পদার্থ সমূহকে এক ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা কর,তাহা করিতে পারিলে তোমার বিশ্বজনীন প্রেমে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে। আত্মবৎ সর্ব্বভূতে যে প্রীতি তাহাই যে, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, তাহাই যে প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞান তাহা সম্পূর্ণ সত্য, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি না হইলে প্রকৃত পরাভক্তি হইতে পারে না। জ্ঞানদাতা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, যিনি এইরূপ মতি বিশিষ্ট তাঁহার কি ঈশ্বরে যথার্থ ভক্তি হইতে পারে?

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর ভিন্ন দেবতাদিতে কি "পরাভক্তি" হইতে পারে?

বক্তা—যিনি শ্রেষ্ঠ যাঁহা হইতে কেহ উৎকৃষ্টতর হইতে পারে না, যাঁহা হইতে কাহাকেও উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয় না, তাঁহার প্রতিই পরাভক্তি হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার প্রতি "পরাভক্তি" হয় না, হইতে পারে না। যাঁহার যাঁহার প্রতি পরাভক্তি হয়, তাঁহার তাঁহাতে ঈশ্বর বুদ্ধিই হইয়া থাকে। শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্রেই উক্ত হইয়াছে, "বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসাদিতে ব্রহ্মরূপে প্রসিদ্ধ দেবতা মাত্রের প্রতি যে ভক্তি তাহাও পরাভক্তি" ("এবং প্রসিদ্ধেষু"—শাণ্ডিল্য সূত্র ২।১।৩১)। বেদে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ব্রহ্মরূপেই স্তুতি করা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে "যাঁহার দেবে পরাভক্তি" এইস্থলে "যাঁহার ঈশ্বর ভিন্ন দেবতাতে পরাভক্তি" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ "গুরু" শব্দের সাহচর্য্য।

বক্তা—শাণ্ডিল্য সূত্র তাহাই ত বলিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—জ্ঞান দাতাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বুদ্ধিতে না দেখিলে, "গুরু" ও "ঈশ্বর" এক পদার্থ, এই প্রকার বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত স্থলে ব্যবহৃত "দেব" শব্দের "ঈশ্বর" এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না কি ?

বক্তা—যাঁহার "দেবে পরাভক্তি" এই কথা বলিলেই ইষ্ট সিদ্ধি হইত, গুরুতেও যাঁহার দেবভক্তিবৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি আছে এই বলিবার প্রয়োজন হইত না, এই কথা বলাতেই ত বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—গুরুতেও যাঁহার দেবভক্তিবৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি আছে,এই কথা বলিবার আপনি যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া, আমি অনেকতঃ শান্তি পাইয়াছি। আমার অনুভব হইয়াছে, "গুরু" ও "ঈশ্বর" যে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহেন, ঈশ্বরই যে গুরুরূপ ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞান প্রদান করেন, এই সত্য জানাইবার উদ্দেশে শ্রুতি "দেবভক্তি" ও "গুরুভক্তি" এই দ্বিবিধ ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস হইয়াছে, গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থির হইলেই, আপনা হইতে তাঁহার প্রতি পরাভক্তির উদয় হয়, এবং মানুষের অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। "গুরু," "ঈশ্বর" ও "দেবতা" এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ সম্যগ্‌ভাবে জানাইবার নিমিত্ত, অপিচ পরাভক্তি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য শাণ্ডিল্য সূত্র এইরূপ তর্ক করিয়াছেন।

বক্তা—"সকল বস্তুই ব্রহ্ম," এই প্রকার ধারণা দৃঢ় হইবার পর, স্ত্রী-পুত্রাদিকে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়া, উহাদের প্রতি যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে ঐ প্রীতি ভগবদ্ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে। পণ্ডিতেরা এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবের

পর জপ, জল্পনা বা শিল্প ইত্যাদি যাহা কিছু করিবে তৎসমস্তই ব্রহ্ম বিষয়ক হইবে। দেহকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া পরমাত্মার স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, মন যে বস্তুতে যাইবে তাহাতেই ব্রহ্মবোধে ইহা একাগ্র হইবে। * অতএব গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হওয়া, গুরুতে পরাভক্তি হওয়া শাস্ত্র বা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, অতএব যাঁহার দেবে পরাভক্তি, এবং যাঁহার গুরুতে (ঈশ্বর বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ায়) পরাভক্তি হইয়াছে তাঁহার সুবিমল শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই কথা বলাতে কোন দোষ হয় নাই। ভক্তি বিষয়ক সম্ভাষণে এই বিষয়ের বিস্তার পূর্ব্বক আলোচনা করা যাইবে, অধুনা "শ্রদ্ধা" ও "ভক্তি" এক পদার্থ কি ভিন্ন পদার্থ, তাহা বিচার করা যাক্।

"ভক্তি সর্ব্বথা শ্রদ্ধা পদার্থ নহে"
ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত
যে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—"ভক্তি" ও "শ্রদ্ধা" সর্ব্বথা এক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে এই উভয়ের স্বরূপ অগ্রে নিরূপণীয়, আপনি এই নিমিত্ত ভক্তির লক্ষণ ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছেন। আমার বিশ্বাস "ভক্তি" ও "শ্রদ্ধা" সর্ব্বথা এক পদার্থ নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, "শ্রদ্ধার" স্বরূপ সম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করা উচিত, শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্রে ও ইহার ভাষ্যে শ্রদ্ধার স্বরূপ সম্বন্ধে ততদূর চিন্তা করা হয় নাই। আপনি বেদ ও বেদ-মূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে শ্রদ্ধার যে রূপ দেখাইয়াছেন, শ্রদ্ধার সেই সম্পূর্ণরূপ যথাযথভাবে নয়নে পতিত হইলে, "ভক্তি" ও "শ্রদ্ধা" বস্তুতঃ ভিন্ন কি অভিন্ন পদার্থ তাহা যথার্থভাবে বিনিশ্চত হইবে। "ভক্তি" ও "শ্রদ্ধা" এক পদার্থ নহে কেন, তাহা বুঝাইতে যাইয়া শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র, প্রথমতঃ বলিয়াছেন, "ভক্তি"

---

* "তেনাজ্ঞানদশায়াং স্ত্রীপুত্রাদের্বস্তুত ঈশ্বরাভিন্নত্বেঽপি,তৎপ্রীতির্ন ভক্তিঃ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি অবধারণানন্তরং ব্রহ্মত্ব প্রকার কালম্বনা সাপি ভগবদ্ভক্তিরেবেতি। অতএবোক্তমভিযুক্তৈঃ জপো জল্পঃ শিল্পমিত্যাদি।

'দেহাভিমানে গলিতে বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥ ইতি"

—শাণ্ডিল্য সূত্রের ভবদেবকৃতভাষ্য।

ও "শ্রদ্ধা" এক নহে, কারণ শ্রদ্ধা একটী সাধারণ অঙ্গ। সূত্রে আছে, শ্রদ্ধার সাধারণ্য নিমিত্ত ইহা ভক্তি নহে ("নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ")। বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহে, শ্রদ্ধার যে রূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, "শ্রদ্ধা" জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনেরই নিদান। বেদ শ্রদ্ধাকে পরব্রহ্মের প্রথমজা — প্রথম জাতা বিশ্বের পোষয়িত্রী, জগতের প্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন, অতএব যথোক্ত লক্ষণ শ্রদ্ধা কেবল কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ নহে, শ্রদ্ধা জ্ঞানও ঈশ্বরানুরাগেরও সাধারণ অঙ্গ, "শ্রদ্ধা" জ্ঞান ও ভক্তিরও কারণ। জ্ঞান বলিতে যদি প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলেও প্রতিপন্ন হইবে, "এইরূপ" বা "এইরূপ নহে" এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ জ্ঞানের (প্রমার) স্বরূপ। যাহাকে আমরা সুখ বা সুখের হেতুভূত পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাতেই আমাদের অনুরাগ হয়, এবং যৎ পদার্থ তদ্বিপরীত রূপে নিশ্চিত হয়, তাহাতে আমাদের দ্বেষ হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, "ইহা এইরূপ" এবম্প্রকার জ্ঞান "অনুরাগ" ও "দ্বেষ" এই উভয়েরই সাধারণ কারণ। পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে, সুখাভিজ্ঞের সুখের অনুস্মৃতি পূর্ব্বক সুখে বা সুখসাধনে যে তৃষ্ণা, যে লোভ হয়, তাহার নাম রাগ ("সুখানুশয়ী রাগঃ"— পাঃদং ২।৭) অনভিজ্ঞের—সুখ বা সুখের সাধনকে যে জ্ঞাত নহে, তাহার সুখ বা সুখসাধনের স্মৃতি হইতে পারে না, অতএব স্মর্য্যমাণ সুখে যে অনুরাগ হয়, তাহা অনুভূত সুখের অনুস্মৃতি পূর্ব্বক। প্রিয় বস্তু দর্শন জন্য সুখ হোক্, এইরূপ ইচ্ছার নাম অনুরক্তি। "ইহা এইরূপ" এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই শ্রদ্ধা পদার্থ। অতএব বলা যাইতে পারে শ্রদ্ধা অনুরাগের বা ভক্তির কারণ। শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যেমন কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় না; সেইরূপ শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে ভক্তি বা অনুরাগেরও প্রবৃত্তি হয় না। আপনি পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) শ্রদ্ধার অনুগ্রহাধীন। আমি এই নিমিত্ত (পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি) বুঝিতে পারি নাই, শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র শ্রদ্ধাকে কেবল কর্ম্মের সাধারণ অঙ্গ বলিয়াছেন কেন।

"নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ" এই ভক্তি সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে,—'ভক্তি ও শ্রদ্ধা কখন এক হইতে পারেনা, কারণ শ্রদ্ধা একটী সাধারণ অঙ্গ, অর্থাৎ যত কিছু বিহিত কর্ম্ম আছে, শ্রদ্ধা তৎসমুদায়েরই সাধারণ অঙ্গ-নির্ব্বাহক; ভগবদ্ভক্তি ফল সম্বন্ধে আধিক্যের প্রয়োজিকা হইলেও, কোন কর্ম্মের অঙ্গ নহে। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে, শ্রদ্ধা না থাকিলে, কোন প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহার

প্রবৃত্তি হয় না, শ্রদ্ধার সহিত যদি ভক্তির যোগ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের ফলাধিক্য হয় মাত্র, তাহা বলিয়া শ্রদ্ধার ন্যায় ভক্তিকে কর্ম্ম মাত্রেরই প্রবর্ত্তক বলা যায় না। দেখ, কি শ্রুতি, কি স্মৃতি কোন স্থানেই ভক্তিকে কোন কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই।' ভাষ্যকারের এইরূপ তর্কের প্রকৃত আশয় কি, আমার তাহা বোধগ য হয় নাই। *

"শ্রদ্ধা" ও "ভক্তি", যদি বস্তুতই এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা এই পদদ্বয়কে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইত, তাহা হইলে, "শ্রদ্ধা ভক্তি সমন্বিত" এইরূপ বাক্যের ব্যবহার হইতনা, তাহা হইলে গীতাতে "যে শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্য আমাকে ভজনা করে" ("শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্।"—গীতা ৬।৪৭) ইত্যাদি বাক্যে শ্রদ্ধাকে যে, ভক্তির অঙ্গ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতি শূন্য হয়, কারণ অভিন্ন বা একই বস্তুতে কখন অঙ্গাঙ্গিভাব থাকিতে পারেনা (তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ" ।—শাণ্ডিল্য সূত্র ১।২।২৫)।

শাণ্ডিল্য সূত্রে "ভক্তি শ্রদ্ধা নহে", ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভিন্ন পদার্থ, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম, এখন আপনার মুখ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে, তাহা শুনিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। শ্রদ্ধা যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনেরই সাধারণ অঙ্গ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

---

* "নৈবেতি—সা প্রীতিলক্ষণা ভগবদ্ভক্তিঃ শ্রদ্ধা নৈব, শ্রদ্ধা স্বরূপা ন ভবত্যেব, তত্র হেতুঃ—সাধারণ্যাৎ শ্রদ্ধাহি বিহিতকর্ম্মণাং সর্ব্বেষামেব সাধারণ্যেনাঙ্গং ভগবদ্ভক্তিস্তু ফলেহ অতিশয় প্রযোজিকাপি কস্যাপি কর্ম্মণো নাঙ্গম্। অঙ্গত্বেন তস্যাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা অপ্রতিপাদনাৎ।"—শাণ্ডিল্য সূত্রের ভবদেব কৃতভাষ্য।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী

বনবাস-পর্ব্ব।

তৃতীয় অধ্যায়।

অদর্শনে-বিলাপ।

"রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্" বাল্মীকি।

(১)

শর্ব্বরী প্রভাতা হইল। রাম নাই। পৌরজনগণ রামকে না দেখিয়া শোকোপহত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। সজল নয়নে তাঁহারা চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। রথোদ্ধত ধূলি পর্য্যন্ত দেখা গেলনা। আহা! কত দুঃখে তাঁহারা ক্লিন্ন হইলেন? রাম নাই, তাঁহারা বিষাদে আর্ত্তবদন হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—

ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতনাঃ।
নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথূরস্কং মহাভুজম্॥

ধিক্ আমাদের নিদ্রাকে। আমারা নিদ্রার প্রভাবেই চেতনাশূন্য হইয়া রহিলাম। সেই বিশালবক্ষঃ মহাবাহু রামকে তাই আর দেখিতে পাইলাম না। নিদ্রাইত ভগবানের মায়া। হায়! ইহার আবরণে আজ ভগবদ্দর্শন হারাইলাম। আহা! সেই অমোঘ কার্য্য মহাবাহু রাম কিন্তু কিরূপে তাঁহার ভক্ত জনগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে গমন করিলেন? পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে পালন করেন সেইরূপে যিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন হায়! সেই রঘুশ্রেষ্ঠ কি বলিয়া আমাদের সকলকে ফেলিয়া বনগমন করিলেন? এইখানেই আমরা মরিব অথবা মহাপ্রস্থান করিব—মরণ-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তর মুখে গমন করিব "রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্"—রামশূন্য হইয়া আমাদের জীবনে কি শুভ হইবে? এই তমসা-বনে অনেক শুষ্ক কাষ্ঠ আছে—চিতা জ্বালিয়া আমরা সকলেই তাহাতে প্রবেশ করি এস। লোকে যখন রামের কথা জিজ্ঞাসা করিবে তখন আমরা কি বলিব? কোন্ প্রাণে বলিব সেই প্রিয়ম্বদ

অসূয়া শূন্য রামকে বনে দিয়া আসিলাম? আমরা রামশূন্য হইয়া নগরে প্রবেশ করিলে সেই দীনা অযোধ্যার আবালবৃদ্ধ-বনিতা কতই নিরানন্দ হইবে? আমরা রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কিরূপে অযোধ্যাপুরী দর্শন করিব? দুঃখার্ত্ত জনগণ বাহু উত্তোলন করিয়া এইরূপে পুষ্ট দুগ্ধবত্তাদিগুণা হৃতবৎসা-ধেনুর ন্যায় নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে ইঁহারা কতক্ষণ রথরেখা ধরিয়া গমন করিয়া আর রথমার্গ দেখিতে পাইলেন না। তখন বিষণ্ন মনে সকলে বলিতে লাগিলেন হায় একি? এক্ষণে আমরা কি করি? আমরা দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইলাম। এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারেই তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ব্যথিত-সজ্জনের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অযোধ্যায় সকলেই রাম বিরহে আকুল। তদ্দর্শনে উঁহাদের মনও বিকল হইয়া উঠিল। তাঁহারা শোক পীড়িত হইয়া অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে।
আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃত পন্নগা॥
চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্।
অপশ্যন্নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ॥

হায়! রামরহিতা এই নগরীর ত আর কোন শোভাই নাই। হ্রদ হইতে গরুড় কর্ত্তৃক সর্প উদ্ধৃত হইয়াছে; হইলে সেই হ্রদে-প্রবিষ্ট জলরাশি দেখিয়া চিত্ত যেমন হয়, চন্দ্রহীন আকাশ এবং জলহীন সাগর দেখিয়া প্রাণ যেমন করে, নিরানন্দ অবধপুরী দেখিয়া পৌরজনগণের চিত্ত সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা আপন আপন সুসজ্জিত গৃহে দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া প্রবেশ করিয়াও যেন প্রবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। অতি দুঃখে অভিহিত তাহাদের চিত্ত, কে তাহাদের স্বজন, কে পরজন—দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইতে ছিলেন না।

(২)

গৃহ প্রবেশ কালে পৌরজনগণের প্রাণ যেন বাহির হইতেছিল। সকলে পুত্র কলত্রে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখ বিকাশাদিরূপ শরীর হর্ষোদয় নাই—কাহারও আর আন্তর হর্ষলক্ষণও লক্ষিত হইল না। বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ আর আপণ প্রসারিত করিলনা—করিলেও

পণ্যদ্রব্য সকল যেন সকলের নিকট বিষবোধ হইতে লাগিল। গৃহমেধিগণ স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিলেন। নষ্ট ধনের বিপুলাগম দেখিয়াও কেহ হৃষ্ট হইলনা। জননী প্রথম জাত পুত্র পাইয়াও নিরানন্দ রহিলেন। গৃহে গৃহে মহিলাগণ দুঃখার্ত্তা হইয়া গৃহাগত স্বামিগণকে র্ভৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—যাহারা রামকে আর দেখিতে না পাইল তাহাদের গৃহে, ধনে, জনে, সুখে আর প্রয়োজন কি? জগতে লক্ষ্মণই একমাত্র সাধুপুরুষ কারণ তিনি সীতারামের পরিচর্য্যার জন্য রামের অনুসরণ করিলেন। রামের গমন পথে যে সকল নদী পদ্মিনী শোভিত সরোবর পড়িবে, যাহাতে রাম স্নান করিবেন আহা! সেই সকল নদী সরোবরই ধন্য। রম্য-কানন-শোভিত অরণ্য, অনূপ-দেশ-বাহিনী নদী, সশৃঙ্গ পর্ব্বত—কাননই হউক বা শৈলই হউক যাহার নিকট দিয়া রাম গমন করিবেন—তাহারা রামকে প্রিয় অতিথির ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

বিচিত্র কুসুমা পীড়া বহু মঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্গিরয়ো রামমাগতম্॥
প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ।
বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্।
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্।
যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ॥

বিচিত্র কুসুমের শিরোভূষণ পরিয়া, বহু মঞ্জরী—বহু পুষ্পস্তবক ধারণ করিয়া ভ্রমর চুম্বিত বৃক্ষ সকল রামকে আপন আপন শোভা প্রদর্শন করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রামকে অর্চ্চনা করিবে। অকালে মুখ্য পুষ্প ও ফল সকল দর্শন করাইয়া পর্ব্বত সকল অনুকম্পা পুরঃসর বৃক্ষদ্বারা রামকে অভ্যর্থনা করিবে। বিবিধ বিচিত্র মহীধর-নির্ঝরিণী সকল নির্ম্মল জল প্রবাহ প্রসব করিয়া রামকে আপনাদের শোভা দেখাইবে। পর্ব্বতাগ্রস্থিত পাদপ সকল স্বমূলাকীর্যমাণ পল্লব কুসুম রচিত শয্যা প্রস্তুত করিয়া রামকে আনন্দিত করিবে। রাম শূর। যেখানে তিনি সেখানে কোন ভয় নাই, পরাভবও নাই। চল মহাবাহু রাম বহুদূর যাইতে না যাইতে আমরা তাঁহার অনুগমন করি।

পাদচ্ছায়া সুখং ভর্ত্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ।
স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্॥

তাদৃশ রক্ষাকর্ত্তা মহাত্মার চরণচ্ছায়া আমাদের সুখকর হইবে। তিনি এই সকল লোকের নাথ, গতি, আশ্রয়স্থান। আমরা সীতারাণীর পরিচর্য্যা করিব আর তোমরা রামের সেবা করিবে। দুঃখার্ত্তা পুরস্ত্রিগণ আপন আপন স্বামী-গণকে এইরূপ বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগক্ষেমং বিধাস্যতি।
সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি॥

অরণ্যে রাঘব তোমাদের অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত রক্ষার বিধান করিবেন এবং সীতা দেবী নারীগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা করিবেন। বল বল এত অসুখ লইয়া, এত উৎকণ্ঠা লইয়া, এত ভগ্ন হৃদয় লইয়া, কে এই হর্ষ শূন্য বাসে বাস করিয়া সন্তুষ্ট হইবে? যদি এই রাজ্য কৈকেয়ীর হয়, তবে ত ইহা অধর্ম্মযুক্ত ও অনাথবৎ হইবে, বল তখন জীবনেই বা কি প্রয়োজন? আর ধন পুত্রাদির ত কথাই নাই। যে ঐশ্বর্য্যের জন্য পতি পুত্র ত্যাগ করিল সেই কুল-পাংসনী কুল কলঙ্কিনী কৈকেয়ী অতঃপর আর কাহাকে না ত্যাগ করিবে? কৈকেয়ীর রাজ্যে আমরা তাহার পোষিত হইয়া বাস করিবনা। পুত্রের উপরে শপথ করিয়া বলিতেছি জীবন থাকিতে কথনও এখানে থাকিব না। ঘৃণা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া যে পার্থিবেন্দ্রের পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিল সেই দুষ্টচারিণী অধর্ম্ম নিরতার অধীনে থাকিয়া কে সুখে থাকিতে পারে? এই রাজ্য উপদ্রুত হইল, অরাজক হইল, যাগ-যজ্ঞ বিনষ্ট হইল, কারণ ইহার চালক আর রহিল না। "কৈকেয্যাস্ত কৃতে সর্ব্বং বিনাশমুপযাস্যতি" কৈকেয়ী যাহা করিল তাহাতে সবই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাম বনবাসী হইলেন—মহারাজা আর বাঁচিবেন না। দশরথের মৃত্যু হইলে সব ছারখার হইবে। আমাদের পুণ্যক্ষয় হইয়াছে, দুঃখের সময় আসিয়া পড়িয়াছে; এস আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষপান করি, অথবা রামের অনুগমন করি অথবা যথায় কৈকেয়ীর নাম গন্ধ নাই সেইখানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত অকারণে মিথ্যা বর কল্পনায় প্রব্রজিত হইলেন, এক্ষণে আমরা পশুবধস্থানে—ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতে নিবদ্ধ হইলাম। পূর্ণচন্দ্রানন, শ্যাম কলেবর, কমল নয়ন রাম, চন্দ্রেরন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন। আহা! রাম কত সুন্দর! কত মধুর স্বভাব। তিনি সত্যবাদী, দেখা হইলে প্রথমেই সহাস্য মুখে আলাপ করেন। তিনি আজানুলম্বিত-বাহু, তাঁহার কণ্ঠাস্থি অপ্রকাশিত। তিনি শত্রু দমনকারী, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম। অধুনা ঃ রামের পদস্পর্শে বনভূমি অলঙ্কৃত হইবে।

পুর বনিতাগণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুজনক ভয়াগমে মানবেরা যেমন ক্রন্দন করে, সেইরূপ ক্রন্দনধ্বনি গৃহে গৃহে উত্থিত হইল।

রামের জন্য সকলে শোক করিতেছে আর সেই দুঃখ সহিতে না পারিয়া যেন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং রজনী আগত হইল।

নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায় সৎকথা।
তিমিরেণাভুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ॥

তৎকালে নগর মধ্যে আর হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল না, কোথাও আর অধ্যয়ন ও সৎকথালাপ রহিল না, অন্ধকার আসিয়া চারিদিক অবগুণ্ঠিত করিল। লোকে বড়ই বিষণ্ণ, বড়ই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। সুখের অযোধ্যা আজ নষ্ট তারকা আকাশের মত দেখা যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক সকল আপন পুত্র বা ভ্রাতা নির্ব্বাসিত হইলে যেরূপ বিলাপ করে সেইরূপে রামের জন্য আতুর হইয়া, আর্ত্তস্বরে, দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল—কারণ রাম তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তানের অপেক্ষা প্রিয় ছিলেন।

প্রশান্ত গীতোৎসব নৃত্য বাদনা
বিভ্রষ্টহর্ষা পিহিতা পণোদয়া।
তথা হ্যযোধ্যা নগরী বভূব সা
মহার্ণবঃ সংক্ষ্ভিতোদকো যথা॥

অযোধ্যা নগরে আর নৃত্যগীত বাদ্য নাই, বণিকগণের ক্রয় বিক্রয় নাই, কাহারও আনন্দ নাই। অবধপুরী যেন ক্ষীণোদক মহা সাগরের মত প্রতীতা হইল।

আহা! রাম বিয়োগ বিধুরা শোক সন্তপ্তা অযোধ্যায় আজ একি দশা? আর তুমি? তুমি ত চিরদিন রাম শূণ্য। কখন ত রাম দেখ নাই। কিন্তু ভাবনায় কি এই দুঃখ আনিবে না? রামায়ণ ত বেদ। রামায়ণ পাঠে বেদ পাঠ হয়। বড় হৃদয় পবিত্র কর এই রাম লীলার শ্রবণ মনন। সকল সৌন্দর্য্যের আধার এই রাম। এই সৌন্দর্য্য দেখিতে চিত্ত কি লুব্ধ হয় না? এমনটি আর নাই। এত সহজে চিত্তশুদ্ধি বুঝি আর কোথাও হয় না। মনে মনে যদি আপনাকে অযোধ্যার একজন করিতে পার তবে সহজেই তোমার সব হয়।

বনবাস পর্ব্বে—চতুর্থ অধ্যায়।

বনবাসের দ্বিতীয় দিন—শৃঙ্গবের পুরে।

"রাম লখণ সিয় যান চঢ়ি, শম্ভু চরণ নাই"
সচিব চলায়উ তুরত রথ ইত উত খোজ দুরাই" তুলসীদাস।

"শম্ভু পদে শির নত করিয়া সীতার সহিত রাম লক্ষ্মণ রথে চড়িলেন। সুমন্ত্র বেগে রথ চালাইল সন্ধানের পথ রহিল না"।

জীবন গঠনের—জীবনকে সাধুপথে চালাইবার—এমন সমৃদ্ধ উপাদান আর কোথায় পাওয়া যায়? শ্রীভগবান্ যখন শ্রীলক্ষ্মণের ক্রোধ শান্তি জন্য বুঝাইতে ছিলেন তাঁহার রাজ্যনাশ ও বনবাস দৈব কর্ত্তৃক সংঘটিত, এখানে দেবী কৈকেয়ীর কোন অপরাধ নাই আর শ্রীলক্ষ্মণ উন্মত্তচেষ্টাকে পুরুষকার বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে ছিলেন—শ্রীভগবান্ বুঝাইলেন তথাপি লক্ষ্মণ বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর আর কোন কথা না কহিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! আমি সাধুপথে—পিতৃসত্যপালনে নিযুক্ত—ইহাই তুমি স্থির জানিও। যে বুঝিবে না তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা, বৃথা জানিয়া নিজেই নিবৃত্ত হইতে হয় ইহাই লোক ব্যবহারে কর্ত্তব্য। আবার কৌশল্যা জননীর অন্ধহৃদয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াও যখন রাম দেখিলেন, মাতা বুঝিলেন না, তখন রাম মাতাকে প্রণাম করিলেন—মা প্রসন্ন হউন—আমি সত্য পথে চলিতেছি, স্বেচ্ছাচারে কোন কিছুই করিতেছি না—নূতন কোন কিছুই করিতেছি না। যখন জ্ঞানাঙ্কুশ প্রহারেও কাহারও মদোন্মত্ত মন সত্যপথে আসিল না, তখন এইরূপ ব্যবহারই সাধু ব্যবহার। এক্ষেত্রে গুরুজনকে প্রণাম করিয়াই প্রসন্ন করা চাই, আর কনিষ্ঠকে বলা চাই আমি ন্যায় পথে চলিতেছি, তুমি এখন বুঝিতে পার বা না পার, পরে বুঝিবে, শান্ত হও। যখন রামের বনগমনে অযোধ্যায়—

অচেতন কোন জন কেহ ভূমে গড়ে।
হায় বলি বাহু তুলি কেহ শ্বাস ছাড়ে॥
শত শত জন কোন স্থানে পড়ি আছে।
বৎস তুচ্ছ করি ধেনু রোদন করিছে॥
মুনি ছাড়িলেন বেদ যোগী ছাড়ে যোগ।
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ॥
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস।
রন্ধন ভোজন নাই লোকে উপবাস॥

যামিনীতে কামিনী না যায় পতি পাশ।
সংসার হইল শূন্য সকলে নিরাশ॥
পাষাণ গলিছে পশুপক্ষীরা ব্যাকুল।
বৃক্ষ উপাড়িয়া পড়ে ভাঙ্গি ডাল মূল॥
রাত্রিদিন কান্দে লোক করে জাগরণ।
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

তখনও ভগবান্ চিত্তের দুর্ব্বলতা দেখাইয়া প্রতিজ্ঞা শিথিল করিলেন না। আবার পুরবাসি প্রজাপুঞ্জ যখন কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িতে পারিল না তখন ভগবান্ কৌশল করিয়া—প্রজাপুঞ্জকে নিদ্রিত অবস্থাতেই ত্যাগ করিলেন।

তখনও রাত্রি আছে। শ্রীভগবান্ রাত্রি থাকিতে থাকিতেই সুবিধা দেখিয়া তমসা ত্যাগ করিলেন। লোকে রথনেমিগত মার্গ দেখিয়া বুঝিতে না পারে রাম কোন্ পথে গিয়াছেন এই ভাবে রথের গতি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাম রথ চালাইতে বলিলেন।

জাগে সকল লোক ভয়ে ভোরু।
গয়ে রঘুনাথ ভয়ো অতি শোরু॥

প্রভাতে জাগ্রত হইয়া সকলে দেখিলেন রাম চলিয়া গিয়াছেন। রথের সন্ধান ও কেহ কোথাও পাইল না। জাহাজ সমুদ্রে ডুবিল আর বণিক সমাজ বিকল হইল।

একহিঁ এক দেহিঁ উপদেশূ, তজেউ রাম হম জানি কলেশূ॥
নিন্দাহি আপু সরাহহিঁ মীনা, ধিক্ জীবন রঘুবীর বিহীনা॥
জো পই প্রিয় বিয়োগ বিধি কীন্‌হা, তৌ কস্ মরণ না মাঁগে দীন্‌হা॥
য়হিবিধি করত বিলাপ কলাপা, আয়ে অবধ ভরে পরিতাপা॥
বিষম বিয়োগ ন জায় বাখানা, অবধি আশ রাখহিঁ প্রাণা॥
রাম দরশ হিত নেমব্রত, লগে করন নরনারী।
মনহুঁ কোক কোকী কমল, দীন বিহীন তমারি॥

একজন আর একজনকে বলিতে লাগিল করুণাময় রঘুনাথ আমাদের ক্লেশ জানিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। লোকে নিজকে নিন্দা করিতে লাগিল আর বক্তজাতিদিগের প্রশংসা করিতে লাগিল—বলিতে লাগিল রাম

শূন্য আমাদের এই জীবনে ধিক্। বিধি যদি প্রিয় বিয়োগ ঘটাইল তবে যাচ্ঞা করিলেও মরণ দিল না কেন? এইরূপ বিলাপ করিয়া—পরিতাপে হৃদয় পূর্ণ করিয়া পুরবাসী সকলে অযোধ্যায় ফিরিল। প্রবল বিরহ-দুঃখ বর্ণনাতীত। রাম আবার আসিবেন এই আশায় মানুষ প্রাণধারণ করিয়া রহিল।

রাম দর্শন আশায় ব্রত নিয়ম করিয়া নরনারী অযোধ্যায় রহিল। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে পদ্মকে সঙ্কুচিত দেখিয়া চক্রবাক চক্রবাকীর মত অযোধ্যাবাসী বড় দুঃখে রাম আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে রথ অতি দ্রুতবেগে ছুটিল। অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যে রথ বহুদূরে আসিল। দেখিতে দেখিতে মঙ্গলময়ী রজনী শেষ হইল। প্রভাত আসিল। নিত্যকর্ম্ম যথাসময়েই কর্ত্তব্য, ভগবান্ লোক শিক্ষার জন্যই আসিয়াছেন। প্রাতঃ-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন। হল কর্ষিত ক্ষেত্র ও কুসুমিত কানন অবলোকন করিতে করিতে তিনজনে চলিয়াছেন। রামের বনগমন সংবাদ চারিদিকে চড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকেরা রাজা দশরথের ও রাণী কৈকেয়ীর নিন্দা করিতে ছিল। কথা তাঁহাদের কর্ণে আসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে রথ কোশল দেশের অন্ত্যসীমায় উপনীত হইল। স্বচ্ছ জলশালিনী বেদশ্রুতি নদী পার হইয়া রথ অগস্ত্য সেবিত দক্ষিণাভিমুখে চলিল। অদূরে সাগর গামিনী শীতল জল বাহিনী গোমতী। উহার কচ্ছদেশে গো সকল সঞ্চরণ করিতেছে। রাম গোমতী পার হইয়া পরে ময়ূরহংস ধ্বনি প্রতিধ্বনিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পুরাকালে রাজা মনু ইক্ষাকুকে যে স্ফীত রাজ্য প্রদান করিয়া ছিলেন রাম বৈদেহীকে তাহাই দেখাইতে ছিলেন। সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া মত্তহংসস্বর পুরুষোত্তম শ্রীমান্ রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন সূত! আবার কবে পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া আমি সরযুর পুষ্পিত বনে মৃগয়া করিব।

স্ত্রীদ্যূত মৃগয়া মদ্য বাক্‌পারুষ্যোগ্রদণ্ডতাঃ
অর্থস্য দূষণঞ্চেতি রাজ্ঞাং ব্যসন সপ্তকম্॥

স্ত্রীলোক, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্য, কঠিন কথা প্রয়োগ, উগ্রদণ্ড, অযথা কার্য্যে অর্থ ব্যয়—রাজগণের এই সপ্ত প্রকার ব্যসন এই জন্য মৃগয়া আমার প্রতি প্রীতিকর নহে; কিন্তু পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ সম্মত বলিয়া ইহা নিষিদ্ধও নহে। রাম এইরূপ আলাপ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

(২)

রথ কোশল দেশ অতিক্রম করিতেছে। ঐ জনপদের লোক সকল সীতা রাম লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য আসিতেছে। রাম জন্মভূমি অযোধ্যার দিকে ফিরিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—

আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থ পরিপালিতে।
দৈবতানি চ যানিত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ॥
নিবৃত্ত বনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ।
পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ॥

হে রঘুকুল প্রতিপালিতে পুরিশ্রেষ্ঠে! তোমকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস করেন ও তোমাকে রক্ষা করেন আমি তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া এবং পিতাকে অঋণী করিয়া পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতে পারি।

এই যে অচেতন পদার্থকেও চেতন ভাবে দেখিয়া প্রার্থনা, ইহাতে কি সূচিত হইতেছে? রামায়ণে বহু স্থানেই এইরূপ প্রার্থনা দেখা যায়। সীতা হরণ কালে জনকনন্দিনী বলিয়াছিলেন "আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্"

ক্ষিপ্রং রামায় সংসদ্ধং সীতাং হরতি রাবণ॥
হংস সারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্। ইত্যাদি

জনস্থানকে, পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকলকে, গোদাবরী নদীকে, মৃগ পক্ষী সকলকে, জগন্মাতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আর ও দেখা যায় গঙ্গাকে, শ্যামচ্ছায় বটতরুকে প্রার্থনা করার কথা। রামায়ণে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র যে সাধনা দেখাইয়াছেন তাহা এই কলির মানুষের সর্ব্বদা আদর্শস্থানীয়।

ভগবান্ নিজে আচরণ করিয়া দেখাইতেছেন দ্বিজগণের সন্ধ্যা সর্ব্বথা করণীয়। সন্ধ্যাকৃত্যের পরে পৃথক করিয়া গায়ত্রী জপের ব্যবস্থাও দেখা যায়। সন্ধ্যা করা, জপ করা এবং সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করা রামায়ণে এই তপস্যা দেখা যায়। আত্মযাজী হইতেই ভগবান্ শিক্ষা দিতেছেন। আত্মযাজীও দেবযাজী সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়—"সর্ব্বত্র পরমাত্মন-ভাবনা পুরঃসরং নিত্যকর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনা পুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতী আত্মাযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয় কৃতঃ। অতো জ্ঞান পূর্ব্বকং কর্ম্ম দেবলোকস্য, কামনাপূর্ব্বং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকম্"।

কর্ম্ম দুই প্রকার (১) জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম (২) জ্ঞান রহিত কর্ম্ম। পরমাত্মাই ঈশ্বর জগদাত্মক জগতরূপে ভাসিতেছেন ইহা জানিয়া সর্ব্বত্র পরমাত্মা ভাবনা পূর্ব্বক নিত্য কর্ম্মের যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা আত্মযাজী। আর কামনা পূর্ব্বক দেবতার আরাধনা যাঁহারা করেন তাঁহারা দেবযাজী। ইহারা শুধু ধর্ম্মকর্ম্ম করেন ফলপ্রাপ্তির আশায় কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য নহে। আত্মযাজী নিষ্কাম কর্ম্মী এবং দেবযাজী সকাম কর্ম্মী। এই দুয়ের মধ্যে আত্মযাজীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মে দেবলোক প্রাপ্তি হয় কিন্তু কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মে পিতৃলোকে গতি হয়। শাস্ত্র এই জন্যই বলেন "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ বিদ্যয়া দেবলোকঃ।" আত্মযাজী ও দেবযাজী ইঁহাদের মধ্যে আত্মযাজী জ্ঞানের সাধক, বা বিদ্যাভ্যাসী। আর দেবযাজী ফল লাভের আশায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন। কিন্তু জ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা এই উভয় হইতে পৃথক্। জ্ঞানী হইবার জন্য আত্মযাজী হইতে হয়। তাই বলিতেছিলাম রামায়ণে শ্রীভগবান্ নিজে আত্মযাজীর সাধনা দেখাইতেছেন।

অযোধ্যার নিকট প্রার্থনা করিয়া রুচির তাম্রাক্ষ-মনোহর রক্তলোচন রাম দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে সমাগত জনপদবাসীদিগকে বলিলেন তোমরা আমার প্রতি যথাযোগ্য আদর ও কৃপা করিয়াছ কিন্তু "চিরং দুঃখস্য পাপীয়ো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে" বহুক্ষণ দুঃখিত ভাবে থাকা উচিত নহে [পাপীয়ঃ অশোভনম্] অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও আমরাও স্বকার্য্য সাধনে গমন করি। জনপদবাসিগণ অগত্যা মহাত্মা রামকে প্রণাম করিল, প্রদক্ষিণ করিল, আর অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিল। রাম দর্শনে তৃপ্ত না হইয়া তাহারা "ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ" যাইতে যাইতে এক একবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাম "অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে" সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের মত তাহাদের নয়ন পথে অদৃশ্য হইলেন। রথ আবার দ্রুতবেগে চলিল। এখন কোশল দেশের ভিতর দিয়া রথ চলিতেছে। একালের সভ্যদেশ আমরা দেখিতেছি কিন্তু তখন কার উন্নতি কাহাকে বলিত ভগবান্ বাল্মীকি তাহাই দেখাইতেছেন। এখন নগর সহরে শুনা যায় যমরাজ্য গমন কোলাহল। আর তখন ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীল জনান্ শিবান্।
অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাং চৈত্যযূপ সমাবৃতান্॥

উদ্যানাম্রবনো পেতান্ সম্পন্ন সলিলাশয়ান্।
তুষ্ট-পুষ্ট-জনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্॥
রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্।
রথেন পুরুষ ব্যাঘ্রঃ কোশলামত্যবর্ত্তত॥
মধ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্।
রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌধৃতিমতাংবর॥

জনপদ সকল ধনধান্য-সমন্বিত, দানশীল জন পূর্ণ; সেই সকল রমণীয় দেশে মানুষ অকুতোভয়ে অবস্থান করিত। সেখানে বহুস্থানে চৈত্যবৃক্ষ—দেবতাধিষ্ঠান বৃক্ষ এবং যূপ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠস্তম্ভ ছিল। সেখানে স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান, আম্র-কানন, জলপূর্ণ সরোবর। সেখানকার মানুষ তুষ্ট-পুষ্ট গোশালা বহুস্থানে। সেই রমণীয় দেশ রাজগণ রক্ষিত—বেদধ্বনি নিনাদিত। পুরুষ ব্যাঘ্র রামচন্দ্র রথারোহণে কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন। পরে তিমি রম্যোদ্যান সমাকুল, প্রমুদিত, নরেন্দ্র ভোজ্য বহু রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শীতল জলবাহিনী শৈবাল রহিতা ঋষি নিষেবিতা ত্রিপথ গামিনী মনোহারিণী গঙ্গা নয়ন পথে পতিত হইল। গঙ্গার অতি নিকটে শত শত সুন্দর আশ্রম। কালে কালে অন্তঃপূর্ণ-হ্রদা এই গঙ্গার শুভজলে অপ্সরাগণ আনন্দে জলক্রীড়া করেন। গঙ্গা দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর উপশোভিতা; কত নাগপত্নী, কত গন্ধর্ব্ব পত্নী এই শুভজলা গঙ্গার সেবা করেন। দেবতাগণের শত শত ক্রীড়া পর্ব্বতশোভিতা, দেবতা দিগের উদ্যানশোভিতা এই গঙ্গা, দেবতাগণের স্নান পানাদি প্রয়োজন সাধনার্থ আকাশে মন্দাকিনী নামে প্রসিদ্ধা—সেখানে ইনি দেবভোগ্য হেম পদ্মবতী। জাহ্নবী কোথাও জলাঘাত শব্দে যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন, কোথাও ইনি যেন নির্ম্মলহাসিনী। কোন স্থানে গঙ্গার দুই তিন প্রবাহ বেণীর আকারে মিলিতেছে, কোথাও আবর্ত্ত তুলিতেছে। কোথাও গঙ্গা স্তিমিত গম্ভীরা—ইহার অগাধ জলরাশি নিশ্চল; কোথাও গঙ্গা প্রচণ্ডবেগশালিনী; কোথাও ইহার তরঙ্গ ভঙ্গধ্বনি মৃদঙ্গাদিবৎ গম্ভীর, কোথাও বজ্রধ্বনি তুলিয়া ইনি ভৈরব নিস্বনা। কোথাও দেব মজ্জ ইহার জলে অবগাহন করেন, কোথাও ইনি নির্ম্মলোৎপল সঙ্কুলা। কোথাও গঙ্গা বিশাল সৈকতা কোথাও নির্ম্মল বালুকাময় তট সমন্বিতা। স্থানে স্থানে হংস সারস শব্দ করিতেছে, কোথাও ইনি চক্রবাক শোভিতা আর সর্ব্বদা ইনি প্রমত্ত বিহগনাদে প্রতিধ্বনিতা। কোন স্থানে তীরতরু মালার

ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও ফুল্লোৎপল, জলরাশি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও পদ্মবন, কোথাও কুমুদ কোরক শোভা পাইতেছে। প্রমত্ত প্রমদার মত গঙ্গা কোথাও নানাপুষ্প পরাগ সংযুক্তা। এই গঙ্গা সর্ব্বপ্রকারে মলনাশিনী। ইঁহার স্বচ্ছ জলরাশি মণির মত নির্ম্মল। দিগ্‌গজ, বন্যগজ, দেবরাজ বহন যোগ্য মদমত্ত উৎকৃষ্ট হস্তীর বৃংহতি ইঁহার তীরস্থিত বনভূমিকে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উত্তম অলঙ্কারে সযত্ন ভূষিতা প্রমদার ন্যায় এই গঙ্গা ফল পুষ্প গুল্ম বিহগাদি ভূষিতা। এই গঙ্গা বিষ্ণুপাদচ্যুতা দিব্যা ও বিশুদ্ধা; দর্শনমাত্রে পাপনাশিনী। শিশুমার—(জলকপি বিশেষ-শুশুক) নক্র-ভুজঙ্গ-সমন্বিতা গঙ্গা শঙ্কর জটাজূট ভ্রষ্টা। ভগীরথ তপ-প্রভাবে গঙ্গা স্বর্গ হইতে ভূতলে আগমন করিয়াছেন। মহাবাহু রাম, ক্রৌঞ্চ নাদিতা, সাগরমহিষী শৃঙ্গবের পুরপ্রস্থিতা গঙ্গা প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাম সেই ঊর্ম্মিমালাযুক্তা, আবর্ত্ত সমন্বিতা গঙ্গা দেখিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করিব। নিকটেই সুমহান্ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। রথ ইঙ্গুদী বৃক্ষতলে আসিল। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়াদিলেন এবং সেবা করিবার নিমিত্ত রামের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন।

এই দেশের রাজা গুহ। বলবান্ নিষাদরাজ গুহ রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। রাম এই দেশে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া গুহ রামের নিকটে আগমন করিলেন। রাম দূর হইতে প্রিয় সখাকে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। গুহ প্রিয় সখাকে আলিঙ্গন করিলেন। রামের বল্কল বাস দেখিয়া গুহ অত্যন্ত আর্ত্ত হইলেন। "তমার্ত্ত সম্পরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ"। জগদ্রামী রামায়ণ লিখিতেছেন।

ক্রমশঃ।

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

আমরা ত বলি—প্রার্থনা করি—আমাদের এই করিয়া দাও, আমাদের ঐ করিয়া দাও। অভাব নানাবিধ, বিঘ্নও বহু, চাওয়া—তোমার কাছে চাওয়া—তোমার ভক্তের কাছে চাওয়া ত থাকিবেই। তা থাকুক কিন্তু "সে" যদি বলে যা চাও, তার জন্য নিজে কতটুকু কি কর তাই আগে বল? এই খানেই গোল

বাধে। যাহা আমার চাই তার জন্য আমাকেও ত বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা যে করে তার বুঝি চাইতেও হয় না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করুক—কখন চেষ্টা সফল হয়, কখন বিফল হয়—তা হউক, সে সব সফল বিফল অগ্রাহ্য করিয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া, চেষ্টা করিয়া চলুক—মানুষ বুঝিবেই "সে" সাহায্য করিতেছে। যে নিজে নিশ্চেষ্ট—অথবা শুধু ইহা দাও, উহা দাও এইরূপ প্রার্থনা করে আর দুই একদিন প্রার্থনা করিয়া আবার অন্য তালে ন্যাচে—যা চাই তার জন্য চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়, আবার নূতন কিছু চাই—এরূপ লোকের কথা কি ভগবান্ শুনিবেন? রোগ—দুরারোগ্য ব্যাধি আসিয়াছে, তার প্রতীকার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা হইতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সাধু সজ্জন মহাপুরুষের কাছে প্রার্থনা হইতেছে এক্ষেত্রে প্রার্থনায় কার্য্য হয়। যেখানে হয় না সেখানে যতটুকু যত্ন হওয়া উচিত—সেই যত্নেরই কোথাও ক্রটী থাকিয়া যায়, তাই ফল হয় না। সম্পূর্ণ যত্ন করিলে সিদ্ধ হয় না এমন কোন কিছু জগতে নাই। আবার! যে পুনঃ পুনঃ যত্ন করে, দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, আলস্য অনিচ্ছা প্রাণপণে নিবারণ করিয়া যতদূর ক্ষমতায় কুলায় ততদূর করিতে প্রাণপণ করে, সে নিশ্চয়ই শ্রীভগবানের কৃপা পায়, শ্রীভগবানের ভক্তের আশীর্ব্বাদ দেখিতে পায়, "সে আপনি" তাহার ইষ্ট করিতেছে; সাধক ইহা বেশ বুঝিতে পারে।

নিজের চেষ্টা নাই, শততালে নাচি আর সংসারের ব্যাপারে ঝালা পালা হইয়া, নিজের শক্তির অভাব দেখিয়া অথবা কোন বই পড়িয়া বা সৎসঙ্গে শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হইয়া, প্রার্থনা করি, ভগবান আর যেন আমাকে সংসারে আসিতে না হয়, তুমি আমার ইহাই করিয়া দাও অথবা আমাকে জীবন্মুক্ত কর, আমাকে আত্মজ্ঞান দান কর, আমি যেন সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করিতে পারি, যেন কোন বস্তুতে আমার লোভ না থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা কি ভগবান্ পূর্ণ করেন? কোথায় তোমার সেই আন্তরিকতা—তোমার আকাঙ্ক্ষা যে ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন হইয়া যাইতেছে ভগবান্ ইহার কোন্‌টি শুনিবেন? তোমার নিজের কোন একটি পূর্ণ ভাবে ধরা নাই তোমার প্রার্থনা কে পূর্ণ করিবে?

একটি প্রার্থনা ধর, প্রাণের সহিত তাহা চাও, তার জন্য নিজে পূর্ণ চেষ্টা কর—সমস্ত প্রাণ দিয়া উহাই প্রার্থনা কর—অন্য কিছুই চাহিও না—যতদিন না তোমার ঐ প্রার্থনা পূর্ণ হয়, ততদিন উহারই জন্য ব্যাকুল হও—কর দেখি এই ভাবে প্রার্থনা? দেখ দেখি ভগবান্ দেন কিনা? তা নয়, আমি নানা

[illegible] নাচিব আর সাধুর কাছে গিয়া বলিব—আপনি ছুঁইয়া দিন আমি ভাল হইয়া যাই—বল এ প্রার্থনা কি পূর্ণ হয় ?

কলির মানুষ কঠিন তপস্যা ত পারিবে না, সহজ তপস্যাও ত ভগবান্ দিয়াছেন। সহজ তপস্যা নাম জপা। যে সর্ব্বদা নাম জপিতে পারে তার সিদ্ধ অবস্থা। সর্ব্বদা যে পারিবেনা তাহার জন্য প্রথমে আলস্য অনিচ্ছা, ত্যাগ করিয়া অবসর যাহা পাও সেই সময়টা জপে কাটাইতে হইবে—বাজে কথা কহিওনা, বাজে কাজে সময় নষ্ট করিও না। সংসারের আবশ্যকীয় কার্য্য যাহা আছে তাহা সারিয়া নামকে বিশ্রামের বস্তু কর। ক্রমে যত যত আন্তরিকতা বাড়িবে তত তত সংসারের কার্য্যও কম হইয়া আসিবে। শ্রীভগবান্ উহা করিয়া দিবেন। শেষে আর সংসার করিতে দিবেনই না। সর্ব্বদাই কাছে রাখিবেন। বুঝিলে নাম কর—করিয়া করিয়া মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ দূর কর। মন ভাল থাকিলে ঈশ্বরকে ডাকা যায়—এখন মন ভাল নাই এখন কি ডাকা যায় ? এইটি উলটাইয়া লইতে হইবে। কারণ শেষকালে ত মন ভালই থাকিবে না। সকল মন্দ সকল কষ্ট আসিয়া পড়িবে। সেই জন্য মন যখন ভাল থাকেনা তখনই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর—ডাক, তবেত শেষ কালে ফাঁকি পড়িবে না। বৎসরের প্রথম হইতে অভ্যাসটা পাকা কর না। অন্ততঃ ইহার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর ভাল হইবে।

চাওয়া

নব বরষের প্রণতি মম
আর নিবেদন চরণে।
আমার সাধন ভজন সকল করমে
চেও গো করুণা নয়নে॥
আলস্য অনিচ্ছা হাসি গল্পে যেন
যায়না বরষ চলিয়া।
প্রতি শ্বাসেশ্বাসে জপি প্রিয় নাম
বাহিরের সঙ্গ ছাড়িয়া॥
নব বরষের প্রীতি ভক্তি সহ
পুনঃ পুনঃ করি বন্দনা।
রাম তবে দাও ক'রে সমাহিত
নিবৃত্তি করিয়া কল্পনা॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবৎ। ভাগবতের সার দশম অধ্যায়। দশমের সার রাস পঞ্চাধ্যায়। **প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য** কর্ত্তৃক সেই রাস পঞ্চাধ্যায় অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। হিতবাদী, বসুমতী, চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, মানসী, The Hindoo Patriot, The Amrita Bazar Patrika, ভক্তি, হিন্দুপত্রিকা, অর্চ্চনা, পল্লীবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার যে সকল সমালোচনা হইয়াছে, এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ভক্ত সাধকগণ প্রভুপাদের পুস্তক গুলি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখনও পাঠক বৃন্দের সমীপে উপস্থিত করিবার সময় হয় নাই। যাঁহারা বলেন যে "এই পুস্তক শুধু পড়িয়া গেলেও সাধনা হয়," তাঁহাদের সে উক্তিতে কিছু মাত্র অত্যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না! সংস্কৃত ভাষায় কিছুমাত্র অধিকার না থাকিলেও গুরূপদেশ ব্যতীত অতি সহজে বালক ও স্ত্রীলোকেও ইহা পাঠে ভগবানের মধুর লীলা অবগত হইয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে পারেন। ভক্তি সাধনার সকল কথাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে মূল, অন্বয় শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা বঙ্গানুবাদ এবং অতি সরল বঙ্গভাষায় শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবরণ সহ অতি সুন্দর কাগজে ৪২৯ পৃষ্ঠায় কাপড়ের বাঁধাই প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।০ মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে, কলিকাতা ১৪ নং রিসরকার লেন, চোরবাগান, প্রভুপাদের নিকট, ১৪।২।১, বাহির মৃজাপুর রোড শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষালের নিকট ১৮ নং অদ্বৈত চরণ মল্লিকের লেন, বিডন স্কোয়ার আমার নিকট "উৎসব" অফিস ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট পাওয়া যায়।

বিনীত—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু।

পুরাতন "উৎসবের" মূল্য হ্রাস।

"উৎসব" প্রথম বৎসর ১৩১৩ সাল হইতে ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে "মনোনিবৃত্তি বা নিত্যসঙ্গী" নাম দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নূতন গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ১৩২৪।২৫।২৬ এবং ২৭ সালের "উৎসব" প্রতি বৎসর ২৲ স্থলে ১।০ পাইবেন। ২৮ সাল হইতে ৩৲ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি"।

উত্তম বাঁধাই—মূল্য ১৷৷০ টাকা

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) প্রণীত।

স্থানাভাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই ইহার পরিচয়।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।০ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল
বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

পি, সরকার

বি, সরকারের পুত্র।

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার।

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

একমাত্র গিনি সোনার গহনা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং তাগা, বালা ও নেকলেস ইত্যাদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের গহনার পান মরা হয় না। বিস্তারিত ক্যাটলগে দেখিবেন।

অধ্যাত্ম-গীতা।

১৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ও দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাতে আছে (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মুল শ্লোক (২) অন্বয় ও পদবিচ্ছেদ (৩) বিশদ টীকা ব্যাখ্যা (৪) বঙ্গানুবাদ (৫) আধ্যাত্মিক ভাব (৬) যোগতত্ত্ব সাধকগণের শিক্ষা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৩৲ টাকা ; ভি, পি, ডাক মাশুলাদি ৷৹ অতিরিক্ত। অধ্যাপক শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ঠিকানা কাঁকশিয়ালী, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী।

Books on Comparative Religion & Vedanta PHILOSOPHY.

BY

Shyamananda Brahmachary, Ph, D.A.

1. Truth Revealed or Problems of Life and Death and Moksha—Rs. 1/8/-
2. The Soul Problem and Maya Rs.—1/8/-
3. Self Realisation (in the Press.)
4. তত্ত্বদর্শন (in preparation.)

The books contain many original research and have been accepted as Text Books by the Self culture University, Tinnevelly. Many **practical** hints on spiritual life." "Full of sounds philosophy." Highly **interesting**" "**Admirable** in all respectd. "Abstruse tenets clearly explained." Get up goo's

Priced Cheap. Postage Extra.

Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল। [২য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩, তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:ঃ—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২০শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সাল। { ২য় সংখ্যা।

ভগবান্ বশিষ্ঠের উপদেশ।

শ্রীগীতার ৩।৩০ শ্লোকের প্রশ্নোত্তরে এই কথার সহিত অনেক আবশ্যকীয় কথা বলা হইয়াছে।

ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন তাঁহাদিগকে, যাঁহারা সংসার দেখিয়া চমকিত হইয়াছেন—যাঁহাদের আশা, যাঁহাদের সাধ এখানে প্রতিহত হইয়াছে—যাঁহারা বুঝিয়াছেন প্রাণপন না করিলে এই মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়া যাইবেনা। নিতান্ত অজ্ঞ যাহারা তাহারাই আহার নিদ্রা ইত্যাদির আয়োজনে দিন কাটায়—একটু চক্ষুষ্মান্ আর এখানে আলস্যে বা আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে পারে না। কেমন করিয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইবে যখন জানা নাই কখন্ মৃত্যু তোমার উপরে উল্লম্ফন ত্যাগ করিবেন। এস এস জীবন যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ কর—খেয়ার কড়ি যুটাও নতুবা পার হইতে পারা যাইবেনা।

বশিষ্ঠ দেব বলেন—

যতদিন না জপ সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ হইতেছে ততদিন প্রথম অবস্থায় চিত্তের ২ ভাগ ভোগাদিতে, ১ ভাগ শাস্ত্র শ্রবণে ও মননে এবং ১ ভাগ গুরু সেবায় রাখ। দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত একটু ব্যুৎপন্ন হইলে ভোগের জন্য ১

ভাগ, গুরু শুশ্রূষা ২ ভাগ এবং শাস্ত্রার্থ চিন্তন ১ ভাগ। তৃতীয় অবস্থায় ২ ভাগ শাস্ত্র চিন্তা ও বিষয় বৈরাগ্য অভ্যাস ও অপর ২ ভাগ ধ্যান ও গুরু পূজায় পূর্ণ কর।

যাহাদের সময় আছে ও ইচ্ছা আছে তাঁহাদের জন্য ইহা।

প্রথম অবস্থা—১২ ঘণ্টার মধ্যে ৬ ঘণ্টা সংসার ৩ ঘণ্টা শাস্ত্র ৩ ঘণ্টা গুরু সেবা।

দ্বিতীয়ে ৩ ঘণ্টা সংসার চেষ্টা ৩ ঘণ্টা শাস্ত্র ৬ ঘণ্টা গুরু সেবা তৃতীয়ে ৬ ঘণ্টা শাস্ত্র ও বিষয় বৈরাগ্য এবং ৬ ঘণ্টা ধ্যান ও গুরু পূজা। প্রথম দুইটী অবস্থা পার হইলে তৃতীয়ে শ্রীভগবান্ যোগক্ষেম বহন করিয়া দিবেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শাস্ত্র আজ্ঞা পালন চেষ্টায় জীবন দিলেও শুভ। জন্মান্তরেও ফল আছে। রাত্রির অবস্থাও ঐরূপ। এখন যাহার যেমন সুবিধা।

শ্রীবাল্মীকি।

প্রস্তাবনা।

শ্রীগুরু স্মরণে স্বরূপ ভাবনা।

ভরদ্বাজ দেখিলেন কি এক অপার্থিব জ্যোতি ও হাস্যে তাঁহার শ্রীমুখকমল সমুদ্ভাসিত হইয়া যেন স্থানটিকে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিয়াছে, এ অনন্ত মহিমোজ্জ্বল স্নিগ্ধোদ্দীপ্ত প্রশান্ততপোপূত শ্রীগুরুর, সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, সর্ব্বোপরি তাঁহার অসীম করুণা, প্রাণভরা স্নেহ, স্মরণ করিয়া ভরদ্বাজ মনে মনে ভাবিতেছেন, ঠাকুর! তুমি আমার কে? বুঝি তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! আমার পিতা মাতা বন্ধু সখা প্রভু ইষ্ট মন্ত্র গুরু সব তুমি, তুমি আমার আত্মা, আমার দেবতা, শুধু আমার কেন, তুমি সকলের আত্মা, এই বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়া এক তুমিই আছ, ক্ষুদ্র তৃণকীট হইতে, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তুই তোমা দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে পরিপূর্ণ; সব সাজিয়া সব হইয়া সব রূপে রূপ মিশাইয়া আবার তুমি নিরাকার নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ এক তুমিই আছ, জল স্থল অম্বর যখন কিছুই থাকে না তখন তুমিই আপনি আপনি; আবার সৃষ্টি ভাসাইয়া তুমিই সর্ব্বেশ্বর, প্রতি ব্যষ্টিতে, প্রতি বস্তুতে, তুমিই আত্মা, তোমার সৃষ্টি রক্ষা করিতে তুমিই

অবতার। সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গের উত্থান পতনের মত এ জগৎ তোমাতেই ভাঙ্গে ভাসে, তুমিই জগতের আদিভূত, জগতের আধার, জগতের আশ্রয়, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার তুমিই ; এই তুমিই আমার শ্রীগুরু, শ্রীগুরুই ব্রহ্ম, বেদ তোমায় বলিতে পারে না—মন ধারণা করিতে না পারিয়া কুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে, বাক্যের দ্বারা তোমার প্রকাশ হয় না। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য লাভেও শান্তি লাভ হয় না, জপ পূজা স্বাধ্যায় করিয়াও যদি তোমার শ্রীপাদপদ্মে চিত্ত যুক্ত না হয়, তবে হস্তী স্নানের ন্যায় স্নানান্তে জীব আবার বাসনার পঙ্ক মাখিয়া বসে। তুমি স্বপ্রকাশ—স্বপ্রকাশের আত্মপ্রকাশ জন্য যেন তোমার জগৎ রচনা, তুমিই নিজবোধ স্বরূপ, তোমার স্বরূপ চিন্তায়, তোমার তত্ত্ব ভাবনায় জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত বিষম দেহাত্ম বোধও মুছিয়া যায়। হায়! পঞ্চভূতের গড়া তুচ্ছ দেহে আত্মাভিমান করিয়া, দৃশ্য দর্শনের আপাত রমণীয় অনিত্য সৌন্দর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া, সুখ স্বরূপ নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ চির সুন্দর তোমায় দেখি না। তুমি স্বস্বরূপে সমাহিত থাকিয়াও পরিপূর্ণ চতুষ্পাদের বিন্দু পরিমিত স্থানে যেন তোমার ইচ্ছার স্পন্দন তুলিয়া থাক। সেই বিন্দুর বাহিরে অনন্ত কোটি, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া, ত্রিগুণাত্মিকা তোমার মায়া রাণীর আশ্রয়ে তখন তুমি মায়াধীশ সাজিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া থাক, বিন্দুর বাহিরে মায়িক জগৎ, বিন্দুর ভিতরে এক সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম তুমি—তুমিই আছ, তোমার দেশের প্রবেশের দ্বার এই বিন্দু, বিন্দু চিন্তায় জগৎ চিন্তা লয় হইয়া দৃশ্য দর্শন মুছিয়া যায়, বিন্দু চিন্তায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া এক পরম সত্য তোমাকেই প্রকাশ করায়, বিন্দু ভাবনায় দেখি এ ক্ষুদ্র শিশির কণাকে তোমার হৃদয় কমলে তুলিয়া তোমাতে মিশাইয়া লইয়াছ, ক্ষুদ্র জীব নদী অপার ব্রহ্ম সাগরে যখন মিশিয়া যায়, তখন আমার আমিকে আর খুঁজিয়া পাই না, কি এক অপূর্ব্ব মিলনানন্দে ভরিয়া যাই। প্রভু! আমি যে সব অহংটুকু তোমায় দিয়া তোমার হইতেই চাই, এ দৃশ্য দর্শন সমস্ত মুছিয়া, ঘটাকাশকে মহাকাশে মিশাইয়া দিয়া, তোমার আমি, তোমারই হইয়া থাকিতে চাই, এ ক্ষুদ্র প্রাণটা তোমার সেবায় অর্পণ করিয়া, তোমার ওই সদা প্রফুল্ল সুখস্মিত প্রফুল্লানন হৃদয় পটে দেখিয়া দেখিয়া, তোমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণ করিতে চাই, তোমার জীব সেবায়, তোমার সেবাসুখ অনুভব করিয়া, তোমাতে তন্ময় হইয়া, তোমাতেই স্থিতি পাইতে চাই। দয়াময়! আর কি বলিব বহু অপরাধে অপরাধীজনকেও

তুমি ত্যাগ করিতে পার না, হৃদয়ের রাজা তুমি, হৃদয়—কমলে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সদসৎ বিচারে সতত জীবের কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছ—কিন্তু হায়, মন্দ কর্ম্মলিপ্ত হতভাগ্য জীব তোমার বাক্য অবহেলা করিয়া, আপন স্বেচ্ছাচারে নিরন্তর ধ্বংস পথে ধাবিত হইতেছে, পরম দয়াল তুমি, তখনও তার সাথে সাথে গিয়া তোমার করুণা কটাক্ষে তার সকল কল্মস নষ্ট করিয়া, তোমার চির শীতল অঙ্কে উঠাইয়া লইতেছ, ওগো! এমন ক্ষমাসার, এমন সুন্দর, এমন আপনার, এমন তুমি, সতত আশীর্ব্বাদের জন্য এমন গুরুজন যাহার আছে সে যে এই মৃত্যু সংসার সাগরের আবর্ত্তের মাঝে পড়িয়াও চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া যায়, তাই আমার নিরাকারের নরাকার এইরূপ দেখিতে এত ভাল লাগে, তাই একাধারে আনন্দময় জ্ঞানময় শ্রীগুরু মূর্ত্তি আমার এত প্রিয়, দেখি, জগৎ তোমার মাঝে, তুমিও জগৎ মাঝে, শ্রীগুরু গোবিন্দ আমার বিশ্বরূপে, আবার প্রতি দৃশ্য দর্শনে দেখি শ্রীগুরু মূর্ত্তি, দেখিতে দেখিতে তখন আপনাকে হারাই, তোমার ওই কমনীয় মুখ কমলের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য, বিরাট শান্তিময় গাম্ভীর্য্যের মধুর ভাবে, আমাকেও কোন্ মধুর রাজ্যে ডুবাইয়া দেয়, তাই অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়ি। কত আর বলিব ঠাকুর? এ বলার দেখার ভাবিনার সীমা কোথায়? ওই অভয় শীতল চরণাম্বুজে সর্ব্বেন্দ্রিয় লুটাইয়া শত সহস্র বার বলি

"নমঃ সত্যায় ধর্ম্মায় ভবসাগর সেতবে।
চৈতন্য জ্যোতিষে তুভ্যং সর্ব্বকল্যাণ হেতবে॥"

তুমিই সত্য, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই চৈতন্য, তুমিই জ্যোতি, ভবসাগরের সেতু তুমি, সর্ব্ব কল্যাণের হেতু তুমি, তোমাকে নমস্কার।

"সর্ব্বসিদ্ধি প্রদাতারং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্"

শান্ত ব্রহ্ম সমুদ্র স্বরূপ তুমি, চঞ্চল তরঙ্গ মত তোমা হইতে আমি উত্থিত হইয়া মিথ্যা বস্তুতে আমিত্ব স্থাপন করিয়া আমাকে আমি ছোট করিয়াছি—আমার এই জীবভাব—মিথ্যা চঞ্চলতা মুছিলেই জল বুদ্বুদের, জলে মিশ্রণের, মত তোমার আমি তোমাতেই ডুবিয়া মিশিয়া তোমাতেই স্থিতি লাভ করিব—তোমারই আশীর্ব্বাদে তোমার মধুর নাম রসনায় জপ করিতে করিতে তোমার তত্ত্বে ডুবিব, তোমার মধুর নাম গ্রহণ করিলে মিথ্যার অস্তিত্ব আপনি বিলুপ্ত হইবে।

শ্রীভরদ্বাজের উগ্র চিন্তায়, মহামুনির ধ্যান নিবিষ্ট, উদাস নয়ন উন্মীলিত হইল, তিনি প্রিয় শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন, সে কোন গভীর ভাব সমুদ্রে ডুবিয়া এ রাজ্যের সমস্ত ভুলিয়াছে, তখন তিনি স্নেহ মধুর স্বরে বলিলেন, বৎস!

"অকর্দ্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সংমনুষ্যো মনো যথা॥"

সৎ মনুষ্যের মন কামাদি দোষ রহিত বলিয়া যেমন নিত্য প্রসন্ন, সেইরূপ হে ভরদ্বাজ! দেখ দেখ অবতরণ প্রদেশে পঙ্ক রহিত গঙ্গার অনতিদূরবর্ত্তিনী এই তমসাতীর্থের বারি কতই রমণীয়।

বহুকাল যাবৎ আমরা উভয়ে এই তমসাতীর্থে তপস্যা করিলাম, এক্ষণে আমি চিত্রকূটে গমন করিব, তুমি প্রয়াগতীর্থে গমন কর, আমি ধ্যানে জানিয়াছি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূটে আগমন করিবেন, আমি তাঁহার অপেক্ষায় থাকিব। আর বৎস! তোমার উগ্র তপস্যায়, ঐকান্তিক ভক্তিতে, শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে তোমার আশ্রমে উপনীত হইয়া পরে চিত্রকূটে আগমন করিবেন, শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া পুরুষার্থ সাধনে যত্নবান হইলে, অনন্ত দয়াধার দয়াল আপনি আসিয়া তাঁহার নিত্যধামে লইয়া যাইবেন, আর কি বলিব, আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার মোক্ষ লাভ হউক, এই বলিয়া মুনি বাল্মীকি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শিষ্যের মস্তক স্পর্শ করিলেন।

আনন্দের আধিক্যে ও কৃতজ্ঞতায় ভরদ্বাজের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া প্রেমাশ্রুগদ্‌গদ্ কণ্ঠে শ্রীগুরু চরণে মস্তকের সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয় লুণ্ঠিত করিয়া বলিলেন—

"শিবতত্ত্ব প্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিনে
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে"

শ্রীগুরু পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া তপস্যার জন্য ভরদ্বাজ প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন,—ইষ্ট দর্শন আশায় আনন্দ অন্তরে মুনি বাল্মীকি চিত্রকূটে যাত্রা করিলেন, উভয়েরই উদ্দেশ্য তপস্যা এবং শ্রীভগবানের দর্শন লাভ!

শ্রীভারত লেখিকা।

খ্যাপার গান।

দ্বিতীয় মাত্রা।

সহস্র বাসনা মলিন হৃদয়ে
এ কিরে আসন কার ?
কে বিছায়ে গেল কখন বা আসি
বলিহারি যাই তার ॥

ত্রিকালজ্ঞ সেই ভৃগুমুনি মুখে
আশার বাণী শুনিয়া।
হৃদয় মাঝারে উল্লাহ পুলকে
উঠেছে জীব জাগিয়া ॥

সর্ব্বত্র বিজয় বলেছেন তিনি
আর কি মরণে ভয়।
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
সাধুসঙ্গ জয় জয় ॥

স্বরূপ হারনি জীব রে আমার
বসে বসে নাম কর।
বেড়ায়ে বেড়ায়ে দাঁড়ায়ে অথবা
যেমনেতে তুমি পার ॥

নাম লয়ে ব'স উঠ নাম লয়ে
শুয়ে শুয়ে বল নাম।
নামেতে ঘুমাও জাগরে নামেতে
দিবানিশি জপ রাম ॥

কণ্টকিত দেহ নেত্র জল তোর
দেখাবে মোক্ষের দ্বার।
আসিবে বৈকুণ্ঠ নামিয়া সেথায়
যেথা হয় নাম তাঁর ॥

তথায় শ্রীহরি সগণ সহিতে
করেন বসতি নিত্য।

(যথা,) আপন হারায়ে প্রেমাশ্রু পুলকে
নাম করে তাঁর ভৃত্য ॥
বৃষভ বাহনে সেই পঞ্চানন
রাম রাম বলি মুখে।
বাজায়ে ডমরু আসেন সেথায়
রাখিতে ভক্তেরে সুখে ॥
হংসে আরোহিয়া ব্রহ্মা পিতামহ
দেবগণে ল'য়ে সঙ্গে।
আসেন সেথায় গাহিবারে নাম
আলো করি পুরী রঙ্গে ॥
বীণাযন্ত্র করে দেবর্ষি নারদ
করি হরি গুণগান।
সে পুণ্য ভবন করি নিনাদিত
হন আসি অধিষ্ঠান ॥
আসে'রে প্রহ্লাদ আ'সেন উদ্ধব
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ!
আসেন ধ্রুব আ'সেন বাল্মীকি
ব্যাস, শুক সনাতন্ ॥
আসে হনুমান পবন নন্দন
যতেক গোপ রমণী।
আসেন যশোদা বসুদেব নন্দ
দেবকী আর রোহিণী ॥
যে যেথা আছেন ভক্ত শিরোমণি
শুনিতে গাহিতে নাম!
আসিয়া সেথায় ভক্তের সহিতে
নাম গান অবিরাম ॥
স্বরূপ হারান জীব্‌রে আমার
দেখ্‌রে (কত) সহায় তোর।
তথাপি কেনরে থাকিবি ভুলিয়া
নামেতে হবি না ভোর ॥

বল বল নাম বৈখরীতে বল
সদাজপ মধ্যমায়
পশ্যন্তীতে তুই আপনা হারায়ে
যারে—ডুবিয়া পরায় ॥
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ ॥

তোমার আমি হইবার সাধনা।

তোমার আমি হওয়া যত সহজ ভাব তত সহজ নয়। তুমি কে আর আমিইবা কে যদি বিচার করিতে পার তবে আরও উপরের সম্পর্ক পাও। তোমার আমি হওয়া সেই সকলের উপরের অবস্থা লাভেরই জন্য। সেইটি না হইলে তোমার চির বিশ্রান্তি হইবে না।

উপরের সম্বন্ধের বিচার যদি না করিতে পার তবে তোমার আমি কিরূপে হওয়া যায় তাহার সাধনায় নাবিয়া আইস। তোমার আমি হইতে পারিলে সেই তোমার সর্ব্ব সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলে আপনিই পৌছাইয়া দিবে। তারই কথা "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ" তারই কথা "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"।

তোমার আমি হইতে হইলে কি করিতে হইবে জান? তুমি ভিন্ন আমার [illegible]বিবার আর কিছুই থাকিবে না—তুমি ভিন্ন আমার দেখিবার কিছুই থাকিবে না—তোমার কথা ভিন্ন আমার আর কাহারও কথা শুনিবার ইচ্ছাও থাকিবে না ইত্যাদি।

পারিবে এই সাধনা করিতে? যদি ইচ্ছা হয়—যদি দৃঢ়সঙ্কল্প করিতে পার —মরিতে হয় মরিব তথাপি এই সাধনা ছাড়িব না—এই সাধনা করিয়াই না

হয় মরিব, যদি এই দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইতে পার তবে এস এই সাধনার কথাই একটু আলোচনা করা যাউক।

অগ্রে ভাবিবার কথা। তোমাকে ভাবিতে যে পারে তার কি অন্য কিছু ভাবিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে? অসম্ভব! তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া যে ডুবিয়া যাইতে পারে সে আর কোথায় ডুবিতে চাহিবে? ডুবিবার বস্তু তুমি ভিন্ন আর কিছুই ত নাই। তুমি ভিন্ন আর যাহাতেই মানুষ ডুবিবে—তাহা হইতে আবার উঠিতে হইবেই। তোমার ভাবনায় ডুব দেওয়া ভিন্ন মানুষের চিরতরে ডুবিয়া থাকিবার আর কিছুই নাই।

তোমাতে ডুবিবার ভাবনা করিতে গেলে যাহাদের মন নানাপ্রকার "ঘসর মসর" তুলে তাহাদের আগে ঐ ঘসর মসর তাড়াইতে হইবে। প্রথমে তোমার নাম করিয়া করিয়া ঘসর মসর দূর করিতে হয়। সেই জন্যই নাম জপ। নাম করিতে গিয়াও যখন ঘসর মসর কাটাইতে পারনা তখন ভূত দেখিলে মানুষ যেমন উচ্চৈঃস্বরে রাম রাম করে সেইরূপ করিয়া বৈখরীতে "আথালি পাথালি" নাম করিতে অভ্যাস কর। লোকে হাসে হাসুক তোমার তাতে কি? তুমি তার হইবে তাহাতে আবার লজ্জা ঘৃণা ভয় করিবে কোথায়?

নাম করিতে করিতে নাম জমাট বাঁধিয়া যায় না কেন জান? নাম কর কিন্তু মনকে একস্থানে ধরিয়া ত নাম করনা! যাঁহারা জাপক তাঁহারা বলেন নাম করিতে করিতে ভ্রূমধ্যে একটি জ্যোতি দেখা যায়। সেইটি কিন্তু আত্ম জ্যোতি। কাতর হইয়া, দুঃখ দূর করিয়া দাও এই প্রার্থনা করিতে করিতে জ্যোতির মধ্যে মন বসাইয়া জপ কর।

তুমি একবার সূর্য্যের দিয়া চাহিয়া চক্ষু বন্ধ কর—দেখিবে ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ভাসিবে। শ্রীগুরু প্রক্রিয়া দ্বারা এই জ্যোতি দেখাইয়াও দিয়া থাকেন। ঘন নীল আকাশের মত একটি কিছু—তার চারিদিকে জ্যোতির বৃত্ত। সেই বৃত্তের ভিতরে যে নীল তার মধ্যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতির্ব্বিন্দু। তুমি এই বিন্দুটি অন্ততঃ কল্পনা করিয়া লইয়া তার মধ্যে তোমার ইষ্ট মূর্ত্তি ভাবিয়া ভাবিয়া জপ করিতে থাক। অর্থাৎ ভ্রূমধ্যে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি মানসে দেখিতে দেখিতে জপ কর। যখন জপ করিবে—সংখ্যা রাখিয়াত করিবে নিত্য ক্রিয়ার সময়ে—কিন্তু যখন সংখ্যা না রাখিয়াও জপ করিবে তখন ঐ জ্যোতির মধ্যেই জপ করিও। ইহার পূর্ব্বে কিছু দিন ধরিয়া প্রথমে

নাভিচক্রে মন রাখিয়া জপ করিতে অভ্যাস করিও। অর্থাৎ প্রতিদিনের কর্ম্মে অগ্রে নাভিতে মন রাখিয়া জপিয়া পরে ভ্রূমধ্যে জপে আইস।

এই জপও বেশ ঘনাইয়া আসিবে যদি এই জ্যোতির্ব্বিন্দুস্থিত তোমার দেবতার ভাবনা একটু করিতে পার। এই বিন্দুটি বিন্দু নহে ইহাই সিন্ধু। আকাশের গায়ে সূর্য্য যেমন বিন্দুমত ভাসেন—সূর্য্য কিন্তু এত বড় যে জগতের সব লোক সব স্থান হইতে ইহাকেই দেখেন—সেইরূপ এই বিন্দুর আবরক যাহা—তাহা সরাইতে পারিলে—যখন দূরত্ব কাটিয়া যাইবে তখন দেখিবে অনন্ত জ্যোতিরাশির মধ্যে তোমার ক্ষুদ্র অহং কোথায় হারাইয়া গেল। ইহাই অহংকে পূর্ণ করা। তুমি অহংকে দেহে রাখিয়াছ বলিয়া কষ্ট পাও— এই অহংকে বর্দ্ধিত কর যাহার অহং তাহাকে দিয়া দাও—অহংপূর্ণ হইয়া অহং ফুরাইয়া গেল আর তোমারও চির বিশ্রান্তি লাভ হইল।

এই একরূপ ভাবনা। তার পরে এইযে জ্যোতিরাশি—যে জ্যোতি অবলম্বনে তিনি আত্ম প্রকাশ করেন—তিনি স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াও তোমার জন্য আত্মপ্রকাশ করেন, এই জ্যোতিই বরণীয় ভর্গ—এই জ্যোতিই গায়ত্রী—এই জ্যোতিই তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়—অন্য প্রকাশ যাহা তাহা অবরণীয়—তাহা সংসারের বস্তুই প্রকাশ করে।

এই বরণীয় ভর্গ ও ভর্গাধিপতি এক বস্তু। গায়ত্রীই ব্রহ্ম। তুমি বিন্দুর উপরে গায়ত্রী জপিতে থাক। কি দেখিবে তখন? কুশের ব্রাহ্মণের উপরে গায়ত্রী জপিয়া দিলে তাহাও যখন ব্রহ্ম হইয়া যায় তখন বিন্দুর উপরে গায়ত্রী জপিলে দেখিবে বিন্দুই সিন্ধু।

এই ভাবনা করিতে হইলে আরও ভাবিও মহা প্রলয়। মহাপ্রলয়ে আর কিছুই নাই—শুধু তিনিই আছেন। যাহার তুমি হইতে চাও—তিনি আপনি, আপনিই আছেন। প্রত্যহ মহাপ্রলয় চিন্তাতে তিনিই আছেন ভাবিও। সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া সগুণ ব্রহ্ম। আবার নির্গুণ সগুণ যিনি তিনিই জীবে জীবে আত্মা। আবার নির্গুণ সগুণ আত্মা যিনি তিনিই বিপদ কালে তোমার জন্য তোমার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া ভিতরে বাহিরে ভাসেন। ইহাকে ভাব—ভাবিয়া বল তোমার আমি। ধর রাম অবতারের কথা। দেখ দেখি পৃথিবী তোমার দেহের মত পাপভারে কলঙ্কিত হইয়াছে —রাবণের উৎপীড়নে ধরা পিতার নিকটে দুঃখ জানাইতে গিয়াছেন। মানুষের পাপ হওয়ায় তাহারা দেবতার জন্য কিছুই করিতে পারে না। দেবতাগণ

হবির্ভোজী। যাগ যজ্ঞ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেবতাদের ক্লেশ অতিশয়। মানুষ দেবতার জন্য কিছুই করিতে পারে না—দেবতাগণও মানুষের জন্য কিছুই করেন না। পৃথিবীর হাহাকার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। দেবতাগণের ক্লেশ ও পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবার জন্য ভগবান আসিবেন—আশা দিয়া গিয়াছেন। দেবতাগণ ছদ্মবেশে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে "পর্ব্বত বৃক্ষ যোধিন" হইয়া তাঁহারই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজা রাণী ভগবানকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার কতযুগ ধরিয়া পাষাণী রাম রাম করিতেছেন, স্বয়ংপ্রভা পাতালের আশ্রমে শ্রীভগবানের অপেক্ষা করিতেছেন, শবরী চণ্ডালিনী শ্রীভগবানের আসিবার পথ প্রত্যহ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেছেন—ঋষিগণ তাঁহার অপেক্ষায় আছেন। আবার যাহারা পৃথিবীর পাপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে তাহারাও শুভমুহূর্ত্তে প্রার্থনা করিতেছে তুমি এস—তোমার হাতে মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। এই ভাবে ঠাকুরকে ভাবনা করিয়া তোমার আমি হইতে হইবে। ভাবিতে হইবে ইঁহাকে, দেখিতেও হইবে ইঁহাকে—লীলাকালে কতরূপে তিনি লীলা করিয়াছেন—ইহা দেখিতে দেখিতে তাঁহাতেই ডুবিয়া থাক—আবার ইঁহারই কথা—ইনি ভক্তের সঙ্গে সাধকের সঙ্গে যে কথা কহিয়াছেন, সেই কথাই শ্রবণ কর। অন্য কিছুই ভাবিওনা আর কিছুই দেখিও না আর কোন কথাই শ্রবণ করিওনা। হাতে পায়ে কার্য্য কর, ভাবনা কর ভগবান লইয়া।

বৈরাগ্য কর বিষয়ে, মনকে করাও শম অভ্যাস অর্থাৎ সব যসর মসর ছাড়াইয়া ভগবানে বসাও—আর চক্ষু কর্ণকে করাও দম অভ্যাস—অর্থাৎ আর কি দেখিবে আর কি শুনিবে ?—তাঁকেই দেখ, তাঁর কথাই শ্রবণ কর। এই ভাবে "তোমার আমি" হওয়ার সাধনা কর। এই ভাবে জীবন কাটাইয়া দাও। সর্ব্ব শান্তি ইহাই।

"তোমার আমি" সাধনা করিতে করিতে অনুভব করিতে পারিবে "তুমি আমার"। শেষে যাহা, তাহার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ—বা মুখ্য সন্ন্যাস। "তোমার আমি" সাধিয়া ফল সন্ন্যাস কর, করিয়া গৌণ ভাবে নিত্য সন্ন্যাসী হও—তারপরে সব ত্যাগ করিয়া মুখ্য সন্ন্যাস কর। জীবনকে এই জন্মে সফল করিবার জন্যই এই সমস্ত সাধনা।

বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সর্ব্বদর্শী বেদ বলিয়াছেন—পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ ইন্দ্র ছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র হইতে ইদানীন্তন ইন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এইরূপ সোম হইতে সোমের, অগ্নি হইতে অগ্নির, ত্বষ্টা হইতে ত্বষ্টার এবং ধাতা হইতে ধাতার জন্ম হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব, পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে ইদানীন্তন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সৃষ্ট হইয়াছেন। অথবা ইন্দ্রত্ব প্রাপক কর্ম্ম হইতে ইদানীন্তন ইন্দ্রের অভিব্যক্তি হইয়াছে। অতএব ইহাই সংসিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য হইতে বা মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্ম্ম হইতে মানুষের সৃষ্টি হয়। *

জিজ্ঞাসু— নবীন ক্রমাভিব্যক্তিবাদের সমালোচনার ইহা উপযুক্ত অবসর না হইলেও, যে নিমিত্ত আপনি এই সকল কথা বলিলেন, তাহা আমি একটু বুঝিতে পারিয়াছি, এ স্থলে এই সকল কথা বলিবার যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। বেদচিত্রিত রাজা ও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে হইলে, যথাযথভাবে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার ভাবের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদ ও বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের পর্য্যালোচনা যে অত্যাবশ্যক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ রাজার দৈবতত্ত্ব, রাজত্ব প্রাপক যোগ্য কর্ম্ম হইতে রাজার উৎপত্তিতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে রাজা বলিয়া মানিব কেন, তাঁহাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, তাঁহারা এই নিমিত্ত এক রাজায়ত্ত রাজ্যের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্র রাজ্যের প্রার্থনা করেন। যাঁহারা ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাঁহারা কি কখন রাজাতে দেবতাবুদ্ধিকে অস্তোচিত না বলিয়া থাকিতে পারেন? ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বস্তুতঃ এক পদার্থ, এই কথার অভিপ্রায় কি, বিশুদ্ধভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশুদ্ধভাবে 'ঈশ্বর,' 'রাজা' ও 'ভক্তি' এই তিনটী পদার্থের তত্ত্ববিচার যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। "ঈশ্বর" ও "রাজা" এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইলে,

---

* "ইন্দ্রাদিন্দ্রঃ সোমাৎ সোমো অগ্নেরগ্নিরজায়ত।
ত্বষ্টা হ জজ্ঞে ত্বষ্টুর্ধাতুর্ধাতাজায়ত ॥"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।১০।৯

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের রূপ নয়নে পতিত হইবেই। যে কোন পদার্থ হোক্, তাহার তত্ত্ববিচার করিতে যাইলেই, কর্ম্মতত্ত্বের বিচার যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা উপলব্ধি হয়, কারণ কর্ম্মই দেবমনুষ্যাদি জগতের মূল কারণ। কার্য্যের স্বরূপাবধারণ যে কারণের স্বরূপ নির্ণয়কে অপেক্ষা করে, তাঁহা নিঃসন্দেহ। আপনি এই নিমিত্ত কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছেন। হেকেল্ তাঁহার মানুষের ক্রমবিকাশ (The Evolution of Man) নামক গ্রন্থে মানুষের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ও রূপের বর্ণন করিয়াছেন, তিনি প্রোটিষ্ট্ পূর্ব্বপুরুষ (Protist ancestors), কৃমিসদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Wormlike ancestors), মৎস্যসদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Fishlike ancestors) বানর পূর্ব্বপুরুষ (Ape ancestors), মানুষের এই সকল পূর্ব্বপুরুষের নাম, রূপ, কর্ম্ম ও বন্ধুবর্গের বিবরণ করিয়াছেন। প্রাণিদেহের সংস্থানগত সাদৃশ্যকে ক্রমবিকাশবাদিগণ এক জাতীয় জীব হইতে যে ক্রমশঃ অসংখ্যেয় জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ, শরীর ভোগায়তন, পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত শরীরের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহে লগ্ন হইয়া থাকে, পূর্ব্বশরীরে যে জীব, যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই জীবের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-শরীর তদুপযুক্ত স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভাগ বৈষম্য-বশতঃ যতপ্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, ভোগায়তন দেহ তত প্রকার হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের উৎপত্তি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্রা বা ছন্দানুসারে হইয়া থাকে। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইলে, পরমাণু সকল পরস্পর যত সংখ্যায়, যে ভাবে সম্মূর্চ্ছিত হইয়া, যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহা স্থির আছে। অতএব কর্ম্মতত্ত্বের বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন কার্য্যের সম্যগ্‌জ্ঞানের যে উৎপত্তি হইতে পারেনা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমবিকাশবাদীরাও যে কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে তাঁহারা বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র প্রদ্যোতিত কর্ম্মতত্ত্বের স্বরূপ যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সদোষ হইয়াছে। এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করুন। "ঈশ্বরভক্তি" ও "রাজভক্তি" বৈদিক আর্য্যজাতির অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করুন। "রাজভক্তি" ব্যতীত বৈদিক আর্য্যজাতির পরলোক বিশ্বাসাদি বহু ইতর ব্যাবর্ত্তক স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে, তাহাদের নাম

গ্রহণ না করিয়া রাজভক্তিকেই আপনি যে বৈদিক আর্য্যজাতির ইতর ব্যাবর্ত্তক অসাধারণ ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? আমার এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিন। আপনি বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে "ঈশ্বরভক্তি" ও "রাজভক্তি" স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। যাঁহার ঈশ্বর ভক্তি নাই, রাজাতে স্বভাবতঃ দেবতা বুদ্ধি নাই, তাঁহার প্রকৃত রাজভক্তি হইতে পারেনা। অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির দৃষ্টিতে "ঈশ্বর", "বেদ" বা ধর্ম্মই প্রকৃত রাজা, সার্ব্বভৌম যথার্থ শাসনকর্ত্তা বা সর্ব্বপদার্থের নিত্যনিয়ন্তা। আপনি বলিয়াছেন, পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই, যিনি আসন্ন চেতন, শাস্ত্র দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃত আস্তিক নহেন এবং প্রকৃত আস্তিক না হইলে, প্রকৃত "ঈশ্বরভক্ত" বা যথার্থ "রাজভক্ত" হওয়া সম্ভব নহে। আপনি বলিয়াছেন, "অনাদি কর্ম্মতত্ত্বে যাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় নাই, অনাদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যই এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের বিবিধ সৃষ্টি-বিচিত্রতার কারণ, যিনি ইহা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে অপারগ, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদের, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে তাঁহারা কখনও সমর্থ হন না, রাজা ও প্রজার প্রকৃতরূপ তাঁহাদের বুদ্ধি দর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারেনা"। আপনি বলিয়াছেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি ধীমান্ ক্রমবিকাশবাদীরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, রাজাতে দেবতা বুদ্ধি প্রাথমিক অল্পজ্ঞ, অসভ্য মানুষদিগেরই হইয়া থাকে, এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের অভাবই তাহার কারণ, রাজা ও প্রজাতত্ত্বের অসম্যগ্দর্শনই তাহার হেতু, কর্ম্মতত্ত্বের অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহার নিদান, বৈদিক সংস্কারাভাব বশতঃ বেদের অবিকৃত বা পূর্ণরূপ দেখিতে না পাওয়াই তাহার মূল কারণ। আপনার এই সকল অতিমাত্র গম্ভীরার্থক, সারবৎ, বিশ্বতোমুখ উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য যদি পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে, আমার যে কত উপকার হইবে, আমি যে কিরূপ লাভবান্ হইব, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি যাহাতে আপনার এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপে ইহাদের প্রকৃত আশয় কি, তাহা বুঝাইয়া দিন। "ঈশ্বরভক্তি" ও "রাজভক্তি" বৈদিক আর্য্যজাতির অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত, ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি

বৈদিক আর্য্যজাতির অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই কথা শুনিয়া তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের বিশেষতঃ জিজ্ঞাসা হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু—স্বভাবের অন্যথা হয়না, স্বভাব অনপায়ী, বৈদিক আর্য্যজাতি যদি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত হন, নিসর্গতঃ রাজভক্ত হন, অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বৈদিক আর্য্যজাতির যদি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে কি এ জাতির কখন রাজভক্তির হ্রাস হইতে পারে ? তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যজাতিতে কি নাস্তিক থাকিতে পারে ? বৈদিক আর্য্যজাতিতেও চার্ব্বাক্ ছিলেন, জৈন ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন, নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, যিনি মুক্তকণ্ঠে নির্ভয়ে এই কথা বলিয়াছেন, যুক্তি দ্বারা এই মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন সেই কপিল যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বুদ্ধাদির সর্ব্বজ্ঞত্ব (অস্মদাদিবৎ পুরুষত্ব বশতঃ, আমরা যেমন পুরুষ, বুদ্ধাদিও সেইরূপ পুরুষ, আমরা যে নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ নই, বুদ্ধাদিও সেই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ নহেন) যে প্রকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই প্রকার জগৎস্রষ্টা প্রজাপতির জগৎস্রষ্টৃত্ব নিষেধ্য, প্রজাপতিরও সেই প্রকার জগৎস্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না, জগৎস্রষ্টার আমাদিগ হইতে সহজ আতিশয্য প্রতিপন্ন হয় না, বিশিষ্ট ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে, সাধারণ লোক হইতে স্রষ্টার কখন আতিশয্য সিদ্ধ হইতে পারেনা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, * যে কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা এই বৈদিক আর্য্য জাতিতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি কত রাজা অবিনীততাদোষে দূষিত হওয়ায়, সৈন্য, দ্রব্য এবং করি-তুরগাদি সম্পৎ সম্পন্ন হইয়াও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার কত রাজা বনস্থ হইয়াও, সম্পদ্বিহীন হইয়াও বিনয় বলে, অনায়াসে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, বেণ, নহুষ, যবন পুত্র সুদাস, সুমুখ, নিমি, ইঁহারা সকলেই অবিনয় দোষে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, নিসর্গতঃ

---

* সর্ব্বজ্ঞবন্নিষেধ্যাচ স্রষ্টুঃ সদ্ভাবকল্পনা
ন চ ধর্ম্মাদৃতে তস্য ভবেল্লোকাদ্বিশিষ্টতা।"—শ্লোকবার্ত্তিক সম্বন্ধাক্ষেপ।

রাজভক্ত, অগ্নির তাপের ন্যায়, জলের শৈত্যের মত ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, কিরূপে ইহা সপ্রমাণ হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—"স্বভাব অনপায়ী," "স্বভাবের অন্যথা হয় না," তুমি এই কথা শুনিয়াছ,কিন্তু তুমি এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের, "স্বভাব" পদার্থের তত্ত্ব জানিবার যথোচিত চেষ্টা কর নাই।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইতে পারে, "স্বভাব" শব্দের অর্থ কি, তাহা বলিয়া দিন, "বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এই স্থলে "স্বভাব" শব্দ কোন্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—"নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়না" সাংখ্য দর্শনে এই কথা থাকিলেও সাংখ্য দর্শনকে আস্তিক দর্শন শ্রেণীতে পরিগণিত করা হইয়াছে কেন, কুমারিল ভট্ট, প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণের বিরচিত গ্রন্থ সকল, বৈদিক আর্য্যদিগের কাছে আদর পাইয়াছে কেন, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? যাহা হোক্ যথা প্রয়োজন এবং যথাশক্তি, আমি তোমার এই সকল জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব, তোমার যে সকল বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের সংশয় মিটাইবার যত্ন করিব, আপাততঃ "স্বভাব" শব্দের অর্থ এবং "বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এই স্থলে যে অর্থে "স্বভাব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" এই বিষয়ের আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য কি, এই বিষয়ের আলোচনা দ্বারা কি লাভ হইতে পারে, তাহা তুমি চিন্তা করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—"বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত" ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি? আমি পূর্ব্বেই আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি।

বক্তা—তুমি পূর্ব্বে যে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমার মনে আছে, আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়াছ কিনা, যদি তুমি এ সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া থাক, তবে বল শুনি, তোমার এ সম্বন্ধে কি ধারণা হইয়াছে? তুমি কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ?

জিজ্ঞাসু—রোগের স্বরূপ জানিতে হইলে, দেহ ও মনের স্বাভাবিক অবস্থার—স্বাস্থ্যের স্বরূপ প্রথমে নিরূপণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে, কারণ স্বভাব বা স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিই রোগ। রাজভক্তি বৈদিক আর্য্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্যজাতি রুগ্ন না হইলে, স্বভাব বিচ্যুত না হইলে, রাজবিদ্বেষী হইতে পারিতেন না। স্বভাবতঃ রাজভক্ত বৈদিক আর্য্যজাতির ইদানীং রাজভক্তির হ্রাস হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, মানিতে হইবে, বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা রাজভক্তি বিরহিত হইয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে রাজবিদ্বেষ স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য বিচ্যুতি হইয়াছে, তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। রুগ্নাবস্থার পুনঃ সন্ধান করাই, রুগ্নকে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থাতে লইয়া যাওয়াই চিকিৎসা। আপনার প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক ধারণা হইয়াছে, চিকিৎসা ও প্রায়শ্চিত্ত সমানার্থক, চরকসংহিতাতে প্রায়শ্চিত্ত চিকিৎসার প্রতিশব্দ রূপে ধৃত হইয়াছে।* দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তিই পুরুষার্থ, দুঃখ পরিহার ও সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত সকলে কর্ম্ম করিয়া থাকে, দুঃখ পরিহার ও সুখপ্রাপ্তিই কর্ম্মের প্রয়োজন। বৈদিক আর্য্যজাতির কি করিলে দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, রুগ্ন বৈদিক আর্য্যজাতির রোগের প্রতিক্রিয়া হইবে, নষ্ট বৈদিক আর্য্যজাতির পুনঃ সন্ধান বা প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহা স্থির করিতে হইলে, বৈদিক আর্য্যজাতির স্বাভাবিক অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি বৈদিক আর্য্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রুগ্ন বা স্বভাবচ্যুত বৈদিক আর্য্যজাতির চিকিৎসার্থ ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তি যে বৈদিক আর্য্যজাতির স্বভাব তাহা প্রতিপাদন করিতেই হইবে। "বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ রাজভক্ত," ইহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি, তাহা চিন্তা করিয়া আমার যাদৃশ অনুভব হইয়াছে তাহা আমি নিবেদন করিলাম।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি সুখী হইলাম। পরে যথা প্রয়োজন এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে, অধুনা "স্বভাব" শব্দের অর্থ বিচার করা যাক্।

---

* "চিকিৎসিতং ব্যাধিহরং পথ্যং সাধনমৌষধম্।
প্রায়শ্চিত্তং প্রশমনং প্রকৃতিস্থাপনং হিতম্॥ ১
বিদ্যাদ্ভেষজনামানি ভেষজং দ্বিবিধঞ্চতৎ।
স্বস্থস্যোর্জস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্তস্য রোগনুৎ॥"—২—চরক সংহিতা
চিকিৎসিতস্থান

শ্রীসীতা শরণং মম।

রমাবোধ।

সীতাতত্ত্ব।

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

"ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তিত্রয়ং যদ্ভাবসাধনম্।
তদ্ব্রহ্মসত্তাসামান্যং সীতাতত্ত্বমুপাস্মহে॥"*

বক্তা—রমা! আজ সীতা নবমী।

জিজ্ঞাসু—পাঁজীতে (গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা) একখানি ছবি দেখিয়াছি, ঐ ছবির নীচে লেখা আছে "শ্রীশ্রীসীতানবমীব্রতম্"। দাদা এই মাসের এই তিথিতে সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তা'ই কি, ইহার নাম "সীতানবমী" হইয়াছে?

বক্তা—হঁ্যা, আজ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বকীর্ত্তিময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধার কার্য্য-কারণময়ী, ইচ্ছা-জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিময়ী বিশ্বমাতা মহালক্ষ্মী সীতাদেবীর জগতের হিতার্থ স্থূলরূপে পৃথিবীতে অবতরণের দিন, আজ পৃথিবীর কত আনন্দের দিন, কত সৌভাগ্যের দিন। জগৎকে বিশুদ্ধ জ্ঞান, ভক্তি শিখাইবার নিমিত্ত, নিখিল কোমল ভাবের

---

* সীতাতত্ত্ব কি, উদ্ধৃত শ্লোকটী দ্বারা তাহাই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ের স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা যে ভাব বিমল বুদ্ধি দর্পণে প্রতিফলিত হয়, সেই ব্রহ্মসত্তাসামান্য—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম ভাবই সীতাতত্ত্ব। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী ("সা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী" *** - সীতোপনিষৎ)। "সীতা সর্ব্ববেদময়ী" এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, বেদের স্বরূপ প্রথমে জানিতে হইবে। ঋগাদি বেদত্রয় যে, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি স্বরূপ যথাস্থানে তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইবে।

বিমলরূপ দেখাইবার জন্য জগন্মাতার এই দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে স্থূলরূপে প্রকটিত হইবার দিন। আহা! কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত সর্ব্বাভিরাম রামরূপ ভিন্ন অন্তরূপে গমন করেনা, যাঁহার চরিত্র স্মরণ করিলে পাতিব্রত্যের বিমল ছবি নয়নে পতিত হয়, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, কোন কালে, কোন কবি যাঁহার আদর্শ চরিত্রের পূর্ণ ছবি কল্পনা তূলিকা দ্বারাও আঁকিতে পারেন নাই, যাঁহার মাতৃভাবের উপমা নাই, পাতিব্রত্যের তুলনা নাই, যাঁহার ধৈর্য্যের সীমা নাই, কোমলতার দৃষ্টান্ত স্থল নাই, যাঁহার বিমল তেজস্বিতা অনুপমেয়; যাঁহার শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রেম, দুঃখিতের প্রতি করুণা অতুলনীয়, যাঁহার সুস্নিগ্ধ সোমময় হৃদয় দেখিয়া, অগ্নিকেও শীত বীর্য্য হইতে হইয়াছিল, যাঁহার সমান তপস্বিনী ত্রিলোকে নাই, পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত জীবের কি ভাবে সাধনা করিতে হয়, যিনি কৃপা পূর্ব্বক জীবকে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন, অজ্ঞানের নাশের জন্য কিরূপ কঠোর তপশ্চরণ আবশ্যক, জগৎ স্বামীকে স্বামিরূপে লাভ করিতে

"সীতা" শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, সে ভাব হইতে সীতাকে সর্ব্ববেদময়ী বলিয়া অবধারণ করা অসম্ভব। "সীতা ভগবতী জ্ঞেয়া মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিতা"—সীতোপনিষৎ। সীতোপনিষৎ বলিয়াছেন, "সীতাকে মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিত ভগবতী বলিয়া জানিবে"। সীতোপনিষদের এই কথাও যে দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাচ্ছক্তিরিতি" ॥—সীতোপনিষৎ

অর্থাৎ সীতাদেবী শক্ত্যাত্মাতে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও সাক্ষাৎ শক্তিভেদে ত্রিবিধা। সীতোপনিষদে সীতাদেবীকে মূল প্রকৃতি ও প্রণব স্বরূপিণী বলা হইয়াছে ("মূল প্রকৃতিরূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিঃ স্মৃতা। প্রণব প্রকৃতিরূপত্বাৎ সা সীতা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥"—সীতোপনিষৎ)। সীতাদেবীকে মূল প্রকৃতি বা প্রণব স্বরূপিণী বলাতেই (পরে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে) সীতাদেবী যে, সর্ব্ববেদময়ী, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই শক্তিত্রয়ের তত্ত্বজ্ঞানই যে সীতাতত্ত্বের প্রকাশক তাহা সূচিত হইয়াছে। "জ্ঞান," "ক্রিয়া" ও "ইচ্ছা" ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিরই কার্য্য। "অথাতস্ত্রিগুণাত্মকঃ সংসার ইত্যুচ্যতে। সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতিগুণা ভবন্তি। তাদৃশ জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াক্রমনিয়মেন গুণাঃ বেদিতব্যা ভবন্তি।"—মহর্ষি গার্গ্যায়ন প্রণীত প্রণববাদ।

হইলে, কিরূপ সাধনা করিতে হয়, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে যিনি "বেদবতী" রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বেদের আশ্রয় চ্যুত হইলে, শাস্ত্রের কিরূপ দুর্গতি হয়, বেদ ছাড়া শাস্ত্র ও রাম ছাড়া সীতা যে সমান, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যিনি বিবিধ লীলা করিয়াছেন, ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত কামোপহত অবিবেকীর কিরূপ দুরবস্থা হয়, জগৎকে যিনি স্পষ্টভাবে তাহা শিখাইয়াছেন, যাঁহার কৃপায় মৃত জীবিত হইয়াছে, সর্ব্ববিঘ্নাশবীরিণী সেই সীতাদেবীর আজ পৃথিবীতে স্থূলরূপে অবতরণের শুভদিন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! সীতা রাম কে, তাহা জানিনা, কিন্তু শিশুকাল হইতেই এই মধুর নাম শুনিয়া আসিতেছি, "সীতারাম" নাম শুনিতে শুনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, ভাঙ্গিয়া থাকে, এই মধুময় নাম শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়াছি, এখনও হইতেছি। দাদাগো! শুনিয়াছি, এই নাম শুনিতে, শুনিতেই নাকি আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আপনার শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত এই নাম প্রভাবেই নাকি আমার মাতৃদেবীর অসহ্য প্রসব বেদনার উপশম হইয়াছিল। আমি মার প্রথম সন্তান, এ দুঃখিনীকে প্রসব করিতে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি আমার মাতৃদেবীকে নাকি বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাতনা যখন অসহ্য হইয়াছিল, শুনিয়াছি, মা তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া সুহৃদগণকে বিগলিত করে এমন স্বরে বলিয়াছিলেন, "বাবাগো! তুমি যে, সকলের দুঃখ দূর কর, তুমি যে করুণাময়, তবে আমার এত কষ্ট দেখিয়াও, তোমার দয়া হইতেছে না কেন? আমি যে, আর সহিতে পাচ্চিনে"; মা'র ক্ষীণ স্বরের এই কাতর প্রার্থনা আপনার সহজ কোমল হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল, আপনি তখনি "জয় সীতারাম জয় সীতারাম" এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ধন্য সীতারাম নামের প্রভাব, ধন্য আপনার নাম বিশ্বাস, মা আমার তৎক্ষণাৎ আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, মা'র সকল কষ্ট তখনি দূরীভূত হইয়াছিল। তা'ই বলিতেছি দাদা! "সীতারাম" কে, তাহা জানি না, কিন্তু শিশুকাল হইতে এই মধুর নাম শুনিয়া আসিতেছি, অর্থ না জানিলেও, দুঃখহর এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি। সীতাদেবী সম্বন্ধে আপনি কত কথা বলিলেন, আমার বড় কষ্ট হচ্চে, আমি আপনার ঐ মধুময় কথা সকলের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। তবে অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, ঐ সকল কথা শুনিয়া খুব আনন্দ হচ্চে।

বক্তা—যে সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছ না, সেই সকল কথা শুনিয়া তোমার যে আনন্দ হচ্চে, তাহার কারণ কি, বলিতে পার রমা?

জিজ্ঞাসু—তাহাত বলিতে পারি না দাদা!

বক্তা—অঙ্ক (কোল)-শায়ি শিশু, সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া হর্ষযুক্ত হয়, বিষধর সর্প বংশীধ্বনি শুনিয়া ফণা বিস্তার ক'রে আনন্দে দুলিতে থাকে, মৃগ মনোরম সঙ্গীত শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাধের হাতে প্রাণ সমর্পণ করে। দেখ ইহাদের মধ্যে কেহইত সঙ্গীত কি, তাহা জানে না, তথাপি মধুর সঙ্গীত শুনিয়া যে কারণে ইহাদের আনন্দ হয়, সেই কারণে "সীতারাম" এই নামের অর্থ কি, সীতারাম কে তাহা না জানিলেও সঙ্গীতময় মধুর "সীতারাম" এই ধ্বনি তোমার হৃদয়কে আনন্দে পূর্ণ করে, সেই কারণে সীতাদেবী সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা বলিলাম তাহা শুনিয়া (তাহাদের অর্থ না বুঝিলেও) তোমা'র আনন্দ হইয়াছে, ইহা নামের শক্তি। আমি যাহা বলিলাম, তাহার অভিপ্রায় কি, তুমি কি বুঝিতে পারিলে?

জিজ্ঞাসু—ভাল বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, তাদৃশ শব্দ শুনিলে যে, আনন্দ হইতে পারে, তাহা একটু বুঝিতে পারিয়াছি বলে মনে হইতেছে।

বক্তা—আমি যে সকল উপদেশ দিব, তুমি যাবৎ সেই সকল উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিবে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, তাবৎ জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত বা ভীত হইও না। যথার্থ জিজ্ঞাসা হইলেই জানিতে পারা যায়, যথার্থ জিজ্ঞাসা না হইলে, কেহ কিছু জানিতে পারে না, কেহ কোন প্রাপ্তব্যকে লাভ করিতে পারে না। সীতাদেবী কে, শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ কি, যদি তোমার তাহা জানিবার যথার্থ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সীতারামের কৃপায় তুমি ইঁহাদের স্বরূপ কি, নিশ্চয় তাহা জানিতে পারিবে। যে কেহ যাহা কিছু জানিতে পারে, যে কেহ যাহা কিছু পাইয়া থাকে, তাহা সীতারামের কৃপা, সীতারামের কৃপা বিনা, কেহ কিছু জানিতে বা পাইতে পারে না, কিন্তু সকলে ইহা বুঝিতে পারে না, যিনি বস্তুতঃ কর্ত্তা, যিনি বস্তুতঃ সর্ব্বকার্য্যের কারণ, যিনি বস্তুতঃ সকলের সব, সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না, অজ্ঞান বশতঃ তাঁহাকে জানিতে চায় না। সীতারাম কে, তাহা না জানিলেও, সীতারাম নামের অর্থ কি, তাহা না বুঝিলেও এই নাম শুনিলে (স্বভাবতঃ মধুরতম বলিয়া) তোমার আনন্দ হয়, আহা! যে দিন পূর্ণ ভাগ্যোদয় হইবে, করুণাময়, সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বদেবময়, সীতারামের কৃপায় যে দিন সীতারাম কে যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিবে, সেইদিন সীতারামই যে মধুময়, তাহা উপলব্ধি হইবে, সেইদিন সীতারামকে ছাড়িয়া অন্য কোন বিষয়ে মন ধাবিত হইবে না,

সেইদিন সীতারাম ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে মধুর বলিয়া মনে হইবে না, সেইদিন নয়ন সর্ব্ব পদার্থে প্রাণাভিরাম সীতারামকে দেখিতে থাকিবে, সেইদিন কর্ণ সর্ব্বত্র "সীতারাম" ধ্বনিই শ্রবণ করিবে, সেইদিন ভিতর বাহির সীতাময় হইয়া যাইবে, সেইদিন যথার্থ জপ হইবে, সেইদিন প্রকৃত ধ্যান হইবে, সেইদিন সর্ব্বতোভাবে অভয় হইবার, সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইবার শুভদিন সমাগত হইবে।

জিজ্ঞাসু—আবার বলিতেছি, সকল কথার অর্থ, বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই কথাগুলি যে অমৃতময়, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। দাদা! কিরূপে এই সীতারামকে জানিতে পারিব? কিরূপে এই সীতারামকে জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে? আপনি বলিয়াছেন, সীতাদেবী সর্ব্ববেদময়ী, সীতাদেবী সর্ব্বদেবময়ী, আপনার এই সকল কথার অর্থ কি? "বেদ" কি, তাহাত আমি জানিনা, শুনিয়াছি, স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই। দাদা! যাহাদের বেদে অধিকার নাই, তাহারা কিরূপে সর্ব্ববেদময়ী সীতাদেবীকে জানিতে পারিবে? দাদা! স্ত্রীজাতির বেদে অধিকার নাই কেন? জগন্মাতা ত স্ত্রীরূপেই স্বরূপ (বেদরূপ) প্রকাশ করিয়াছেন, বেদবতী রূপত স্ত্রীরূপ, তবে বেদে স্ত্রীজাতির অধিকার থাকিবে না কেন? যিনি সর্ব্বশক্তিময়ী, তিনি কি অনধিকারীকে, অধিকারী করিতে পারেন না?

বক্তা—রমা! তোমার প্রশ্ন অতি সুন্দর, আমি তোমার এই প্রশ্নের পরে (স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে) বিশদভাবে সমাধান করিয়া দিব, আপাততঃ সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, সীতাদেবী কেবল বেদময়ী নহেন, সীতাদেবী সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, পুরাণ, ইতিহাস, (যাহাতে স্ত্রী জাতিরও অধিকার আছে, যাহারা বেদেরই সরল ও মধুর ব্যাখ্যা) দর্শন ইত্যাদি সর্ব্ববিদ্যাই অনুগ্রহশক্তি স্বরূপিণী সীতাদেবীরই রূপ।

যাহার যাহা করিবার অধিকার বা যোগ্যতা নাই বেদ বা শাস্ত্র তাহাকে তাহা করিবার অধিকার দেন নাই, তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, অধিকার বা যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক বিধি নিষেধের ব্যবস্থা হইয়াছে, যাহার যাহা করিবার

অধিকার নাই, বেদ শাস্ত্রে তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। পরাশরাদি স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, অবগত হওয়া যায়, যোগ্য স্ত্রীগণ যুগান্তরে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন। বেদে অনেক স্ত্রী ঋষির নাম দৃষ্ট হয়। অতএব স্ত্রীজাতির কখনও বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না, তাহা নহে। যাহার যাহা বুঝিবার অধিকার নাই, তাহাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে কোন লাভ হয় কি? প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বুঝিতে পারা যায়, যাহার যাহা করিবার যোগ্যতা নাই, প্রকৃতি তাহাকে তাহা করিতে নিষেধ করেন, তাহারও এই নিমিত্ত তাহা করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে দ্বিজগণের মধ্যে যথার্থভাবে বেদ পড়িবার প্রবৃত্তি যে অত্যল্পেরই হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণের (বেদাধ্যয়ন যাঁহার নিষ্কারণ ধর্ম্ম) বেদ পড়িতে অনিচ্ছা হইবার কারণ কি? বেদ পড়িবার অধিকার নাই, তাই এ কালের ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতঃ বিধিপূর্ব্বক বেদ পড়িতে অনিচ্ছুক।

বেদে স্ত্রী ও পুরুষের অলৌকিক বিভাগ এবং উদারতার পরাকাষ্ঠা

"স্ত্রিয়ঃ সতীঃ। তা উ মে পুংস আহুঃ।"—

ঋগ্বেদসংহিতা, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, প্রপা ১। অনু ১১

বেদ তত্ত্বজ্ঞানকেই প্রশংসা করিয়াছেন, অজ্ঞানকে নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের অভিপ্রায় হইতেছে, স্তনবৃদ্ধ্যাদি স্ত্রী লক্ষণ বিশিষ্টাকেই "স্ত্রী" বলিয়া—উপেক্ষা করিও না, জ্ঞানহীনা, বা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে অনধিকারিণী বলিয়া নিশ্চয় করিওনা। স্ত্রী লক্ষণ বিশিষ্ট, প্রসিদ্ধ স্ত্রীগণের মধ্যেও সদ্‌গুরুর কৃপা কটাক্ষে যথার্থ সতী—ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন, এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ 'পুরুষ' বলিয়াই গ্রহণ করেন। পুরুষোচিত তত্ত্ব জ্ঞান বিশিষ্টা স্ত্রী ও যথার্থ পুরুষ বলিয়া গ্রাহ্য এবং পুরুষোচিত তত্ত্বজ্ঞান বিহীন শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষ লক্ষণযুক্ত পুরুষবৃন্দও স্ত্রীরূপে পরিগণণায়। বেদ-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে স্ত্রীজাত্যুচিত মোহাদি যুক্তত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান বিমুখত্বই স্ত্রীত্ব। "স্ত্রীর বেদে অধিকার নাই," এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় হইতেছে, স্ত্রীজাতিসুলভ মোহ

বিশিষ্টের বেদে অধিকার নাই। * সীতাদেবী বেদ-শাস্ত্রময়ী, তুমি যদি তাঁহার শরণাগত হইতে পার, মা! আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, তুমি আমার উপায় ভূত, সর্ব্বাশ্রয় তুমি আমার আশ্রয় হও, আমাকে তোমার সর্ব্বাধার চরণে গ্রহণ কর, সর্ব্বান্তঃকরণে, সরলভাবে এইরূপে তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি কৃতার্থ হইবে। যে ব্যক্তি এইভাবে সীতাদেবীর প্রপন্ন হইতে পারেন, তাঁহার সর্ব্ব অভাব বিনষ্ট হয়, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার তপঃ কৃত হয়, তাঁহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতীর্থে গমন, সর্ব্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্বদান প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, মোক্ষ তাঁহার করগত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। †

জিজ্ঞাসু—দাদা! কি অমৃতময় উপদেশই দান করিতেছেন। আমি কিরূপে সীতাদেবীর চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারিব? কি করে তাঁহাকে জানিতে পারিব, তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইব? ক্রমশঃ

---

* "যা লোকে প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ সতীঃ সদ্রূপা গুরু কটাক্ষেণ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং সদ্বস্তু বুদ্ধ্যা তদনুভবেন তদ্রূপা বর্ত্তন্তে, তা উ তা অপি স্ত্রিয়ো মে মতে পুংস আহুর্ঋ্ক্ষিদিঃ পুরুষান্ কথয়ন্তি। যদ্যপি শরীরে স্তনবৃদ্ধ্যাদি স্ত্রীলক্ষণং :দৃশ্যতে, তথাপি পুরুষোচিতং তত্ত্বজ্ঞানমস্তীতি পুরুষ লক্ষণ সদ্ভাবাৎ পুরুষত্বং তাসামভিজ্ঞাঃ কথয়ন্তি।" * * * *—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

† "কৃতাত্মনেন সর্বানি তপাংসি তপতাং বর।
সর্ব্বেতীর্থাঃ সর্ব্বযজ্ঞাঃ সর্ব্বদানানি চ ক্ষণাৎ॥
কৃতাত্মনেন মোক্ষশ্চ তস্য হস্তে ন সংশয়ঃ।"—অহিবুর্ধ্ন্য সংহিতা ১৭ অধ্যায়

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

রমা বোধ

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—রমা

জিজ্ঞাসু—দাদা! শিবরাত্রি কি? শিবরাত্রিতে অনেকে উপবাস করেন, শিবপূজা করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, কেন করেন? শুনিয়াছি, শিবরাত্রিতে উপবাস করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিলে, আশুতোষ বড় সন্তুষ্ট হন, যে যাহা চায়, তাহাকে তাহা দেন, শিবরাত্রি ব্রত করিলে শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহার কারণ কি? শিবচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত জাগিলে, আশুতোষের সন্তোষ হয় কেন, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। কিরূপে শিবপূজা করিতে হয়, আমি তাহা জানিনা, ভাল করে শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি দয়া করে আমাকে ভাল করে শিবপূজা করিতে শিখাইয়া দিন, শিবচতুর্দ্দশী ব্রত করিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—শিবরাত্রি কি, শিবরাত্রি ব্রত করিলে, আশুতোষ বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন কেন, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিলে কি ফল হয়, তাহা জানা উচিত, আমি তোমাকে এই সকল বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। "শিবরাত্রি" কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে "শিব" ও "রাত্রি" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা জানিতে হইবে। 'উপবাস' ও 'রাত্রিজাগরণ' করিলে কি ফল হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, "উপবাস" কাহাকে বলে, 'রাত্রি' ও 'জাগরণ' এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। পূজা কি? যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, তাহা না জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পূজা করিতে পারেনা। অতএব ভাল করে পূজা করিতে হইলে, "পূজা" কাহাকে বলে কিরূপে পূজা করিতে হয়, আগে

তাহা অবগত হইতে হইবে। তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব।

জিজ্ঞাসু—দাদা! বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শব্দের অর্থ না জানিলে জ্ঞান হয় না, অর্থ না জানিয়া শব্দের উচ্চারণ করিলে, মন্ত্র জপ করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। আমি কোন শব্দেরই ত ঠিক অর্থ জানিনা,আমার কি হবে দাদা! যে সকল শব্দের ব্যবহার করি, কি করে আমি তাহাদের অর্থ জানিব? মুখে "শিব" "শিব" বলি, কিন্তু "শিব" কে, তাহাত জানিনা। শিবের ছবি দেখিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই ছবি ভাবিবার চেষ্টা করি, পূজা করিতে হইলে ধ্যান করিতে হয়, শিবের "ধ্যায়েন্নিত্যং" ইত্যাদি ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়াছি, শিব পূজা করিবার সময়ে সেই কণ্ঠস্থ ধ্যানের আবৃত্তি করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিনা, শিবের ধ্যান কালে কতকগুলি শব্দেরই উচ্চারণ করিয়া থাকি, মনে মনে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহাদের যে কি অর্থ, তাহা জানি না। মনে হয়, কতকগুলি শব্দের যাহাদের অর্থ জানিনা তাহাদের উচ্চারণ ধ্যান নয়, ইহা করিয়া আনন্দ হয় না। যে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, তাহাদের অর্থ জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। "শিব ভগবান্," "শিব পরমাত্মা" অনেকেই এই কথা বলেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, শিব, কে তাহা জানিতে পারিলাম না বলিয়া, আনন্দ হয় না, 'শিব ভগবান্,' 'শিব পরমাত্মা', 'শিব',কে? এই প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়, আমিও অন্যের কাছ থেকে শুনিয়া, 'শিব,'কে, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারি। 'ভগবান্' কি? পরমাত্মা কোন্ সামগ্রী, তাহাইত জানিনা, অতএব 'শিব ভগবান্' 'শিব পরমাত্মা' এই কথা শুনিয়া 'শিব.'কে, তাহা জানিব কেমন করে?

বক্তা—রমা! তোমার কথা শুনে আমার খুব আহ্লাদ হচ্চে। যাঁহাকে জানিনা, যাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে ধ্যান করা যায় না। 'ধ্যায়েন্নিত্যং' ইত্যাদি শব্দ সমূহের অর্থ না জানিয়া উচ্চারণ করিলে যে, শিবের ধ্যান হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব, "শিব" শব্দের অর্থ না জানিয়া, "শিব" শব্দের অর্থের ভাবনা না করিয়া, অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখে 'শিব' 'শিব' শব্দ উচ্চারণ করিলে, জপ হয় না, এই প্রকার জপ করিলে, জাপক (যিনি জপ করেন) জপের ফল পান না, হৃৎপদ্মে আরাধ্য দেবকে দেখিতে সমর্থ হন না। ধ্যানে যে মনোহর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে মনোহর রূপ তাঁহার চিত্তে প্রতিফলিত হয় না।

জিজ্ঞাসু—দাদা! যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে, কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়? 'শিব' শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন?

বক্তা—তাহাতে কি, বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে রমা!

জিজ্ঞাসু—আপনাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, শিবকে, কি তেমনি ভাবে দেখা যায়? কষ্ট হ'লে, যেমন আপনাকে ডাকি, আমার ডাক শুনিয়া, আপনি যেমন তখনি উত্তর দেন, কেন ডাকিতেছ? 'কি হয়েছে রমা,' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করে দেন, শিবকে কি তেমনি ভাবে দেখা যায়? কষ্ট হলে শিবকে ডাকিলে কি, তিনি তখনি উত্তর দেন? 'কি হয়েছে রমা' জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করিয়া দেন?

বক্তা—আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেছ, ঠিক তেমনি ভাবে শিবকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে, তুমি তেমনি ভাবেই শিবকে দেখিতে পাইবে। শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্রে তিনি শরীর ধারণ করিতে পারেন, তিনি করুণাসাগর, স্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ভক্ত পরতন্ত্র, তিনি ভক্তগম্য। ভক্ত ডাকিলে, তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে দেখা দেন, তিনি সদা ভক্ত পালনে তৎপর, ভক্তের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার স্বভাব। তবে 'শিব', কে, তাহা জানিতে হইবে, 'শিব' তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, শিব সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেম পারাবার, তিনি করুণাবরুণালয় (দয়ার সাগর) হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই।

জিজ্ঞাসু—দাদা! 'শিব' আমার কে? 'শিব' আমার কে, তাহা না জানিলে, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? শিব করুণাময়, 'তিনি সর্ব্বশক্তিমান্' 'শিব ভক্তাধীন', ইহা না জানিয়া, যদি কেহ দুঃখে পতিত হয়ে তাঁহাকে ডাকে, শিব কি, তাহার ডাক শুনেন না? তাহার দুঃখ দূর করেন না?

বক্তা—কষ্ট হ'লে, তুমি আমাকে ডাক, মাকে ডাক, বাবাকে ডাক, অন্যান্য আত্মীয় জনকে ডাক, কিন্তু যাঁহাদের চেন না, যাঁহাদের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে বলে তুমি জান না, তাঁহাদিগকে ডাক কি? "আমার দুঃখ দূর করে দিন," তাঁহাদের কাছে কি, এইরূপ প্রার্থনা কর? যাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার মুখে শুনিয়াছি, 'শিব সকলের', 'শিব সর্ব্বজ্ঞ,'

'জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, ধনী, নির্ধন, সকলেই তাঁহার সন্তান', তবে তিনি জ্ঞানহীন সন্তানকে কৃপা করিবেন না কেন? যে তাঁহাকে ডাকিতে জানে না, যে তাঁহাকে মাতা-পিতা বলিয়া বুঝেনা, বিশ্বমাতা, বিশ্বপিতা সেই মূঢ় সন্তানকে স্বয়ং দেখা দিবেন না কেন? প্রার্থনা না করিলেও, তাহার কষ্ট নিবারণ করিবেন না কেন?

বক্তা—'শিব সকলেরই শিব', "সকলেই তাঁহার সন্তান', 'তিনি সর্ব্বজ্ঞ', 'তিনি সর্ব্বশক্তিমান্,' 'সকল সন্তানকেই তিনি সমভাবে পালন করেন,' এই কথা সত্য, আবার 'শিব ভক্তাধীন, 'ভক্ত সন্তান তাঁহার প্রিয়তর', 'ভক্ত ডাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন', 'ভক্ত দেখিতে চাহিলে', তিনি তখনি দেখা দেন, এ কথাও মিথ্যা নহে।

জিজ্ঞাসু—এই দুই কথাই সত্য? এই দুই কথাই কিরূপে সত্য হইতে পারে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন্।

বক্তা—এই দুই কথাই যে, সত্য, তোমাকে তাহা বুঝাইতে হইলে, "শিব", কে, "শিব" শব্দের অর্থ কি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় তোমাকে আগে বুঝাইতে হইবে। 'শিব কে', তুমিত তাহা জান না, তুমি আমার মুখ হইতে শুনিয়াছ মাত্র, "শিব সকলেরই শিব" 'সকলেই তাঁহার সন্তান', কিন্তু "শিব সকলেরই শিব, 'সকলেই তাঁহার সন্তান' এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তোমার অদ্যাপি ঠিক জানা হয় নাই। অতএব "শিব,কে" তাহা শ্রবণ কর। "শিব",কে তাহা বুঝাইবার পর, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি তাহাদের উত্তর দিব।

শিব কে?

জিজ্ঞাসু—"শিব", কে, তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।

বক্তা—স্থায়ী ও প্রকৃত কৌতূহল হইলে, যথার্থ জিজ্ঞাসা হইলে, মঙ্গলময়, করুণাসাগর, বিশ্বের নিত্য অনুগ্রহ শক্তি শিবের অনুগ্রহে 'শিব', কে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

"শী" ধাতু হইতে "শিব" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "শী" ধাতুর অর্থ শয়ন করা, নিদ্রা যাওয়া। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যাঁহাতে বা যৎ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সকলে অবস্থান করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, স্থিতি কালে যাঁহাতে ধৃত হইয়া থাকে, লয়

কালে যাঁহাতে লীন হয়, তিনি "শিব"। অথবা যিনি বিকার রহিত, যাঁহার কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, যিনি সর্ব্বদা একভাবে অবস্থান করেন, নির্ব্বিকার বলিয়া সদা শান্ত বলিয়া, যিনি তরঙ্গ রহিত সমুদ্রের ন্যায় সুষুপ্তের মত সর্ব্বদা স্থিরভাবে বিদ্যমান তিনি "শিব"। পরিবর্ত্তন (একভাব হইতে অন্যভাব প্রাপ্তি) যাহার স্বভাব, সেই জগৎ যে স্থির—ধ্রুব আধারে শয়ন করিয়া থাকে, তিনি "শিব" ("শেতে তিষ্ঠতি সর্ব্বরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে—গুণাবস্থা রহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ।"—উণাদিবৃত্তি) কেহ কেহ বলিয়াছেন, যিনি অশুভের হ্রাস করেন, অশুভ বা অকল্যাণকে কমাইয়া দেন, বিনাশ করেন, যিনি সুখ স্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি "শিব"। *

জিজ্ঞাসু—"যাহাতে জগৎ শয়ন করে," এবং যিনি, স্বয়ং সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি সকলকে ধরিয়া রাখেন, যিনি সুখময়, তিনি "শিব", আমি এই সকল কথার মানে কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। যাহাতে সকলে শয়ন করে, এই কথার অর্থ কি? আমরা যাহাতে শয়ন করি, তাহাকে বিছানা (শয্যা) বলে।

বক্তা—তুমি যাহাতে শয়ন কর, সেই বিছানা, কাহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে?

জিজ্ঞাসু—খাট চৌকী অথবা ভূমি বা পৃথিবী কর্ত্তৃক তাহা ধৃত হইয়া থাকে।

বক্তা—"ভূমি" বা "পৃথিবী" কি, তাহাত জাননা। "ভূমি" বা "পৃথিবী" কাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর, তাহা জানিবার চেষ্টা কর।

জিজ্ঞাসু—আমিত চিন্তা করিতে জানিনা, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় দাদা! চিন্তা করা কাহাকে বলে?

বক্তা—যে বিষয়ের চিন্তা করিবে, মনকে সেই বিষয়েই ধরিয়া রাখিতে হয়, মনকে সেই বিষয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সেই বিষয় হইতে মন অন্য বিষয়ে না যাইতে পারে, এইরূপ যত্ন করিলে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে চিন্তা করা হয়।

জিজ্ঞাসু—কি করে চিন্তা করিতে হয়, চিন্তা করা কাহাকে বলে, তাহাত এখনও বুঝিতে পারিলাম না। মন যে, চঞ্চল, মন যে, সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে যায়, তাহা বুঝিতে পারি। "মন" কি দাদা?

বক্তা—এই দেখ রমা, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়, তাহা তুমি শিখিতেছ।

জিজ্ঞাসু—কি শিখিতেছি, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা।

---

* "শুভিতনূকরোত্যশুভমিত্যৌণাদিকাৎ শ্যতের্ড্বিঃ।"—অমরকোষ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।

বক্তা—মনকে এক বিষয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের নিয়মানুসারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, ইহা কি, ইহা কেন, মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকে। সতত চঞ্চল চিত্তে তাহা হয় না, যাহাদের চিত্ত যত অস্থির, তাহাদের চিন্তাশীলতা তত কম। 'চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি' তাহা বুঝাইবার সময়ে তোমাকে চিন্তা করা কাহাকে বলে, মনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইব, আপাততঃ "যঁাহাতে সুখলে শয়ন করে" শিবের এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহাই শ্রবণ কর। ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ।

বৈদিক আর্য্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈদিক শব্দের অর্থ বিচার।

বক্তা—"বৈদিক আর্য্য" এই পদের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, 'বৈদিক' এই বিশেষণের এবং 'আর্য্য' এই বিশেষ্য পদের অর্থ কি, তাহা বলিতেই হইবে। 'বৈদিক' শব্দের তুমি যে যে অর্থ অবগত আছ তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—যিনি বেদজ্ঞ, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি বেদনিষ্ঠ, যিনি বেদোপদিষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ, যে যে রূপ আত্মসংস্কৃতি দ্বারা জীবাত্মা ছন্দোময় হন, যে যে রূপ আত্মসংস্কার জীবাত্মাকে বেদময় করে, যে জীবাত্মা সেই সেইরূপ আত্ম-সংস্করণ দ্বারা বেদময় হইয়াছেন, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার সমূহ দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছেন, 'তিনি বৈদিক' এবং যাহা বেদ হইতে উদ্ভূত, যাহা বেদোক্ত, যাহা বেদবিহিত,

যাহা বেদসম্মত (Derived from or conformable to the Vedas), তাহা বৈদিক, 'বৈদিক' শব্দের আমি আপনার মুখ হইতে এই সমস্ত অর্থ শ্রবণ করিয়াছি।

বক্তা—যিনি বেদ জানেন, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি বৈদিক, বৈদিকের এইরূপ লক্ষণ দ্বারা যে পুরুষ লক্ষিত হন বা হওয়া উচিত, তাঁহার স্বরূপ কি, তাহা চিন্তা কর। আজকাল অনেকেই বেদ জানেন, অন্ততঃ অনেকে আমরা বেদ জানি, আমরা বেদজ্ঞ, এবম্প্রকার অভিমান করেন, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় আজকাল বহুব্যক্তি বেদ পাঠ করেন, যিনি বেদ জানেন, যিনি বেদ পাঠ করেন, তিনি বৈদিক, বৈদিকের এই লক্ষণানুসারে, তুমি ইহাঁদিগকে 'বৈদিক' বলিয়া লক্ষ্য করিবে কি না? কাশীধামে পূর্ব্বের তুলনায় এখন সংখ্যায় অনেক হ্রাস হইলেও, কেহ কেহ বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে এখনও কিছু, কিছু বেদের পঠন, পাঠন হইয়া থাকে। সংস্কৃততে এম্, এ পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে যাহারা বেদে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের কোন কোন নির্ব্বাচিত অংশ অধ্যয়ন করিতে হয়, বেদতীর্থ বা শাস্ত্রী (পঞ্জাব য়ুনিভারসিটির) উপাধি পরীক্ষার্থী দিগকেও 'বেদ' পড়িতে হয়, বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশীয়, বিদেশীয় ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, ভাষাতত্ত্ববিবিদিষু মানব জাতির প্রাচীন অবস্থা জিজ্ঞাসু পুরুষেরা বেদপাঠ করিয়া থাকেন। বেদে যেমন পৃথিবীর বালকভাবের আলেখ্য, যেমন বালকোচিত অনর্থক উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন পুস্তকে তেমন বালক ভাবের আলেখ্য, তেমন বালকোচিত অনর্থক উক্তি সমূহ দেখিতে পাওয়া যায় না, বেদজ্ঞ বলিয়া আদৃত মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোবিদগণ এই নিমিত্ত শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক বেদ পড়িয়া ছিলেন, * এই উদ্দেশ্যে

---

* "My object in quoting these passages is simply to show the lowest level of Vedic thought. In no other literature do we find a record of the world's real childhood to be compared with that of the Veda. It is easy to call these utterances childish and absurd. They are childish and absurd. But if we want to study the early childhood, if not the infancy, of the human race, if we think that there is something to be gained from that study, as there is from a study of the scattered boulders of unstralified rocks in geology, then even these childish sayings are welcome to the student of religion, welcome for the simple fact that, whatever their chronological age may be, they cannot easily be matched anywhere else."

—Physical Religion by Max Muller, Lect. V.

এখনও কেহ কেহ বেদ পড়িয়া থাকেন। ভূতত্ত্বানুসন্ধানে নিরত সুধীগণের সমীপে একখানি পুরাতন পাষাণময় কুঠারের যে কারণে আদর হইয়া থাকে, তাদৃশ কুঠার দ্বারা ভূতত্ত্বানুসন্ধান নিরত পুরুষগণের যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, মানবজাতির পুরাতন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের বেদ দ্বারা তাদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, বেদের যাঁহারা এতাবন্মাত্র প্রয়োজন অনুভব করিতে পারগ হইয়াছেন, তাঁহারাও যথাপ্রয়োজন বেদ পড়িয়া থাকেন। আমি জানিতে চাহিতেছি, 'যিনি বেদজ্ঞ, যিনি বেদ পাঠ করেন, তিনি বৈদিক' বৈদিকের এই লক্ষণানুসারে যথোক্ত বেদজ্ঞ ও বেদপাঠীদিগকে তুমি 'বৈদিক' বলিয়া গ্রহণ করিবে কিনা?

জিজ্ঞাসু—না, 'বৈদিক' বলিতে আমি এতাদৃশ পুরুষদিগকে লক্ষ্য করি নাই।

বক্তা—কেন? ইঁহারা ত বেদজ্ঞ, ইঁহারা ত বেদ পাঠ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—যে ভাবে, যেরূপ অধিকারী হইয়া বেদপাঠ করিলে, বেদের স্বরূপ চিত্তমুকুরে যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়, ইঁহাদের মধ্যে সেই ভাবে, সেইরূপ অধিকারী হইয়া কেহ বেদপাঠ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন বলিয়া, আমার বিশ্বাস হয় না।

যে ভাবে, যেরূপ অধিকারী হইয়া বেদাধ্যয়ন করিলে, বেদের যথার্থরূপ বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়।

বক্তা—কি ভাবে, কিরূপ অধিকারী হইয়া, বেদপাঠ করিলে, বেদের স্বরূপ চিত্তমুকুরে যথাযথভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে?

জিজ্ঞাসু—বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, ভগবান্ যাস্ক (প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানতৎপরপ্রতীচ্য সুধীদিগ দ্বারা যিনি খ্রীষ্টের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিক বিশ্বাসের, বৈদিক অনুষ্ঠানের, বৈদিক আচার-ব্যবহারের কালে জীবিত ছিলেন, এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে) বলিয়াছেন, যাঁহারা ঋষি (—সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব) নহেন, যাঁহারা তপস্বী নহেন, বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট রীত্যনুসারে তপঃ সাধন দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্দ্দগ্ধ কল্মষ (নিষ্পাপ) হয় নাই, যাঁহাদের বেদার্থ-পরিজ্ঞান পথের প্রতিবন্ধক কারণ সকল অপনোদিত হয় নাই, মন্ত্রমর্ম্ম গ্রহণ করিবার তাঁহারা অধিকারী নহেন, বেদের প্রকৃত রূপ তাঁহাদের চিত্ত পটে প্রতিফলিত হয় না। *

---

* "ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি।"—নিরুক্ত ১৩।১।১২

"ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মন্ত্রঃ।"—বৃহদ্দেবতা

বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণ মহর্ষি শৌনকও, ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছেন। মন্ত্রার্থই স্বয়ং বিদ্যাবস্থান ভাবে—বিশ্ববিদ্যারূপে বিষগ্‌ভূত (সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত) এবং লোক ব্যবহার ভাবে বিপ্রকীর্ণ হইয়া, বিজৃম্ভিত হইতেছেন ("মন্ত্রার্থএব স্বয়ং বিদ্যাবস্থান ভাবেন বিষগ্‌ভূতো লোক ব্যবহার ভাবেন চ বিপ্রকীর্ণো বিজৃম্ভতে ইতি"—নিরুক্তভাষ্য), নানারূপে বিবর্ত্তিত মন্ত্রার্থই জগৎ। যত প্রকার বিদ্যা আছে তৎ সমস্তই মন্ত্রার্থমূলক। অতএব সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী না হইলে, পূর্ণভাবে মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞান হয় না। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাঁহারা পারবর্য্যবিদ্—পরম্পরাভাবে লব্ধ মন্ত্রার্থ—যাঁহারা প্রকৃত বেদজ্ঞ গুরু পরম্পরাক্রমে বেদ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা ভূয়োবিদ্য—বহুবিদ্যা পারঙ্গত, মন্ত্রার্থ বিজ্ঞানে, তাঁহারাই প্রশস্ত। যাঁহার মন যে ভাবে গঠিত, যাঁহার যাদৃশী প্রতিভা, যাঁহার যেরূপ অধিকার বেদবিদ্যা তাঁহার সমীপে তদ্ভাবেই সমুপস্থিত হইয়া থাকেন।

বক্তা—মন্ত্রের মর্ম্ম যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে কাহারা উপযুক্ত, তাহা বুঝাইবার সময়ে বেদজ্ঞ যাস্ক, শৌনক প্রভৃতি সাক্ষাৎকৃত নিখিল বস্তুতত্ত্ব ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের স্বদেশীয় বিদেশীয় বেদজ্ঞ পুরুষগণ তাহা শুনিয়া নিশ্চয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। নবীন বেদজ্ঞ বলিবেন, আমরা জ্ঞান বৃদ্ধ জনের সেবা করি নাই, আমরা তপস্যা বা ব্রহ্মচর্য্য পালন করি নাই, উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে বাস করি নাই, গুরু পরিচর্য্যা করি নাই, তথাপি আমরা যখন বেদজ্ঞ হইয়াছি, বেদ যে, কিছুই নয়, ইহা যে বালকোচিত অন্ধবিশ্বাস পূর্ণ, অসভ্য লোকদিগ দ্বারা রচিত গ্রন্থ বিশেষ, বেদস্পর্শ মাত্রেই আমরা যখন তাহা নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমরা প্রাচীন কালের যাস্ক, শৌনক প্রভৃতির কথাতে আস্থাবান্ হইব কেন ?

জিজ্ঞাসু—বেদ পাঠ পূর্ব্বক বেদ সম্বন্ধে যাঁহাদের এবম্প্রকার জ্ঞান হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে 'বেদজ্ঞ' বা 'বৈদিক' বলিয়া গ্রহণ করিনা, আপনার মুখ হইতে শ্রুত ঋগ্বেদের বচনানুসারে বলিতেছি, বেদের স্বরূপদর্শনের চক্ষু নাই বলিয়া, বেদ্ ইহাদিগের সমীপে নিজ প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেন নাই, ইহারা এই নিমিত্ত বেদের যথার্থরূপ, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ বেদের যেরূপ দেখিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, বেদের সেইরূপ দেখিতে পান নাই। * যাহা হোক্

---

* "উতত্বঃ পশ্যন্নদদর্শ বাচমুতত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতোত্বস্মৈতন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"—ঋগ্বেদ, ৮ম অষ্টক।

আমি বেদজ্ঞ বলিতে শাস্ত্র ও আপনার কৃপায় যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করি, ইহাঁদের মধ্যে একজনও তাহা নহেন। বেদ অধ্যয়ন করিয়া, যাঁহারা বেদ হইতে বিশ্ববিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, হইয়া থাকে, বেদ বিশ্ববিদ্যার যোনি, যাঁহাদের এই সত্য জ্ঞানের উদয় হয় না, বেদ অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা 'বিশ্বজগৎ বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,' মর্ত্ত্য—মরণধর্ম্মা ও অমৃত—অমরণধর্ম্মা এই দ্বিবিধ পদার্থই বেদসম্ভূত ("বাগেব বিশ্বভুবনানি জজ্ঞে। বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চমর্ত্ত্যম্॥"—ঋগ্বেদ) এই বেদোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হন নাই, শব্দ বা বেদ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দ বা বেদ হইতে অমরবৃন্দও জন্ম লাভ করিয়াছেন, বেদান্ত সূত্র কর্ত্তৃক প্রচারিত, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ এই তথ্য যাঁহাদের হৃদয়ে পরম তথ্যরূপে প্রতিভাত হয় নাই, আমি তাঁহাদিগকে 'বেদজ্ঞ' বা 'বৈদিক' বলিয়া গ্রহণ করিনা। 'বৈদিক' শব্দের অর্থ নিরূপণ করিবার সময়ে আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, 'যিনি বেদজ্ঞ, যিনি বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি বেদনিষ্ঠ, যিনি বেদোপদিষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ, যে যে রূপ আত্মসংস্কার জীবাত্মাকে বেদময় করে, সেই সেইরূপ গর্ভাধানাদি আত্মসংস্কার দ্বারা যিনি বেদময় হইয়াছেন, যাঁহার যথার্থভাবে বেদ গ্রহণ যোগ্যতার বিকাশ হইয়াছে, তিনি প্রকৃত বৈদিক, তিনি বস্তুতঃ বেদজ্ঞ।

বক্তা—যে যে রূপ আত্মসংস্করণ দ্বারা জীবাত্মা বেদময় হন, সেই সেই রূপ আত্মসংস্করণ দ্বারা যিনি বেদময় হইয়াছেন, তিনিই বৈদিক, তিনিই বস্তুতঃ বেদজ্ঞ, তোমার এই সকল কথার আশয় কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল।

"যিনি যথাবিধি আত্মসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হৃদয় হইয়াছেন, বেদময় হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈদিক" এই কথার আশয়

জিজ্ঞাসু—শিষ্য বৎসল গুরুদেব, পুত্রবৎসল পিতৃদেব শিষ্য ও পুত্রের মুখ হইতে ভাল কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, শিষ্যবৎসল গুরুদেব বা পুত্রবৎসল পিতৃদেব নিজ কথাই শিষ্য মুখ হইতে বা পুত্র মুখ হইতে যখন যথোপদিষ্ট ভাবে বহির্গত হয়, তখন তাঁহারা আনন্দে পুলকিত হন, শিষ্য বা পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন। আপনি তাই আমার মুখ হইতে, আপনারই কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি প্রায় বিংশতি বৎসর আপনার সঙ্গ করিয়াছি, এই দীর্ঘকাল মধ্যে বহু অমূল্য কথা আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। যে সকল কথা

শুনিয়াছি, তৎসমুদায়কে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, আপনার সকল কথার তাৎপর্য্য গ্রহণেও সমর্থ হই নাই। অতএব আমি আপনার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি অবিকল সেই সেই কথা বলিতে পারিনা, তথাপি যাহা বলিতে পারি, তাহা শুনিয়াই আপনি কত সুখী হন, আমাকে কত উৎসাহিত করেন, কত আদর করেন। 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই গুরু', শাস্ত্রের এই উপদেশ যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আপনার অনুগ্রহে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, কৃতার্থ হইয়াছি। "যিনি যথাবিধি আত্মসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হৃদয় হইয়াছেন, বেদময় হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈদিক," এই কথার আশয় কি, আপনার মুখ হইতে এ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, যথাশক্তি তাহা শুনাইতেছি।

বিধি পূর্ব্বক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার না হইলে, বেদ শ্রদ্ধা জন্মেনা, শাস্ত্রের কথাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা আমাদের যে কোন উপকার হয়, সকলের না হইলেও ইদানীং বহুব্যক্তিরই তাহা বিশ্বাস হয় না। কোন সংস্কারই আজ, কাল, যথাবিধি হয় না, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার সমূহের কার্য্যকারিতা বিষয়ে শ্রদ্ধার হানি হইবার, ইহাই প্রধান কারণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিল্পকে 'দেবশিল্প' ও 'মানুষ শিল্প' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। জীবাত্মার বেদময় জন্মপ্রাপকরূপ সংস্কার সমূহ দেবতার প্রীতি হেতু বলিয়া 'দেবশিল্প' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবশিল্প দ্বারা জীবাত্মা ছন্দোময়—বেদাত্মা—বেদস্বরূপ হন ("আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।'—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।১)।

বক্তা—'দেবশিল্প দ্বারা আত্মা ছন্দোময় হন,' এই বেদোপদেশের তাৎপর্য্য কি, তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার সমূহের যে বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে, তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। অঙ্গিরা ঋষি বলিয়াছেন, চিত্রকর্ম্ম যে প্রকার অল্প, অল্প করে অনেক অঙ্গ দ্বারা উন্মীলিত (প্রব্যক্ত) হয়, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ্য—যথার্থভাবে বেদগ্রহণ যোগ্যতা বিধিপূর্ব্বক গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।* তুমি যাহা বলিতেছিলে তাহা বল।

---

* "চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎস্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥"—রঘুনন্দন কৃত স্মৃতিতত্ত্বের সংস্কার তত্ত্ব।

জিজ্ঞাসু—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "দেবশিল্প দ্বারা আত্মা ছন্দোময় হ'ন", এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, দেবশিল্প দ্বারা জীবাত্মার বেদগ্রহণ যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে, নচেৎ হয় না। যথাবিধি আত্মসংস্কার ব্যতিরেকে বেদ-ও-শাস্ত্র শ্রদ্ধা হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় সংস্কার বিহীনের শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্মোপলব্ধি হইতে পারেনা কেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বক্তা—আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, যদি স্মরণ থাকে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার যেরূপ সংস্কার, যে প্রকার প্রতিভা, তিনি তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, প্রতিভাকে অতিক্রম পূর্ব্বক কেহ কোন রূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না। তর্ক দ্বারা কাহারও মত পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য; যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, পূর্ব্ব বাসনা বা সংস্কার নাই, বহু চেষ্টা করিলেও, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বিহিত ও অবিহিত (অপ্রতিষিদ্ধ ও প্রতিষিদ্ধ) কর্ম্ম এবং পূর্ব্বপ্রজ্ঞা—অতীত কর্ম্মফলানুভবের বাসনা, ইহলোক ত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকগামী আত্মার অনুগমন করে, এই বাসনাই ভাবি-শরীর, মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষভাবে পরিণাম হেতু, ইহাই ভিন্ন, ভিন্নরূপ অপূর্ব্ব কর্ম্মারম্ভের ও কর্ম্মবিপাকের কারণ। এই বাসনা বা পূর্ব্বসংস্কার ব্যতিরেকে কেহ কোন কর্ম্ম ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। অনভ্যস্ত বিষয়ে যে ইন্দ্রিয়াদির কুশলতা (পটুতা) হয়, তাহা সর্ব্বজনের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এখন যে যাহা করিতে পারে না, কিছুদিন অভ্যাস করিলে, তাহার তাহা করিবার যোগ্যতা হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভবের বাসনা বা সংস্কার বশতঃ প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়াদির দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান দেহের আভাস ব্যতিরেকে, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মপটুতা হইয়া থাকে, জন্ম হইতেই বহু ব্যক্তির ইদানীন্তন অভ্যাস বিনা চিত্রকর্ম্মাদিতে কুশলতা হয়। *

বল্লকীর (বেহালা—Harp) যে তন্ত্রীর যাহা নিজস্বর, যে স্বরে যে তন্ত্রী বাঁধা,

---

* "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্ব প্রজ্ঞা চ॥"—বৃহদারণ্যকোনিষৎ।

"পূর্ব্বানুভববাসনা প্রবৃত্তানাং হীন্দ্রিয়াণামিহাভ্যা সমন্তরেণ কৌশল মুপপদ্যতে। দৃশ্যতে চ কেষাঞ্চিৎ কাসুচিৎ ক্রিয়াসু চিত্রকর্ম্মাদিলক্ষণাসু বিনৈবেহাভ্যাসেন জন্মত এব কৌশলং কাসুচিদত্যন্ত সৌকর্য্যযুক্তাস্বপ্য কৌশলং কেষাঞ্চিৎ।"—ঐ শাঙ্করভাষ্য।

সে তন্ত্রী সেই স্বরে আহুত হইলেই উত্তর দেয়, যাহা যাহার নিজ স্বর নহে, সে স্বরে আহ্বান করিলে, সে উত্তর দেয় না। এক স্বরে বাঁধা, পরস্পর নিকটবর্ত্তী দুইটি বাদ্য যন্ত্রের, একটিকে আঘাত করিলে, অনাহত অপরটীও সেই আঘাত জনিত শব্দ গ্রহণ করে, এবং আহত যন্ত্রটীর সহিত সমস্বরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। স্নেহসূত্রে বদ্ধ, সমানচিত্ত ব্যক্তির বেদনা, দূরে থাকিয়াও, অনুভব করা যায়, কিন্তু একস্বরে বাঁধা না হইলে, স্নেহসূত্রে বদ্ধ বা সমানচিত্ত না হইলে, এইরূপ হয় না। †

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "দেবশিল্প দ্বারা আত্মা ছন্দোময় হ'ন, এবং ছন্দোময় হইলে, তবে ব্রাহ্মণ্য—বেদগ্রহণ যোগ্যতা হইয়া থাকে," এই বাক্যের আশয় কি, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে কোন, কোন ব্যক্তির তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ যাঁহার যেরূপ প্রতিভা হইয়াছে, যাঁহার মন যে ছন্দে আকারিত (Moulded) হইয়াছে, যাহার হৃদয় তন্ত্রী যে স্বরে বাঁধা হইয়াছে, তিনি তদনুরূপ কর্ম্ম করেন, তাঁহার জ্ঞান, বিশ্বাস, তাঁহার রুচি, তাঁহার সংকল্প, তাঁহার জন্ম তদনুরূপ হইয়া থাকে। কেবল মানুষের নহে, প্রাণিমাত্রের স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপিত হয়, 'ইহা এইরূপ' বা 'এইরূপ নহে,' পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ (বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা) সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারেই তাহা অবধারণ করে। মানুষের মধ্যে যে, কেহ আস্তিক হন, কেহ নাস্তিক হন, কেহ ধার্ম্মিক হন, কেহ অধার্ম্মিক হন, কেহ জড়ৈকত্ববাদী হন, কেহ দ্বৈতবাদী হন, কেহ ক্রম বিকাশবাদী হন, কেহ বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের সমর্থক হন, প্রতিভাভেদই তাহার কারণ, প্রতিভাভেদ বশতঃ এই প্রকার বিচিত্রতা হইয়া থাকে। ‡

---

† "If we take two tuning forks tuned to precisely the same pitch and sound one in the immediate neighbourhood of the other, the untouched fork will pick up the sound and vibrate in harmony with it. This is what is called sympathetic vibration."—Elements of Physiological Physics, chap. XXXIII, by T. M'gregor-Robertson, M. A., M. B., C. M.

‡ * * * "But that act of will, however wise and good it may have been, was in no sense free ; it was the direct consequence of the powerful motives excited in his mind

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কারের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, এতদ্দ্বারা চিত্ত বৈদিক প্রতিভান্বিত হইয়া থাকে। চিত্ত বৈদিক প্রতিভান্বিত হইলে, বেদের কথায়, আর সন্দেহ হয় না, বেদের উপদেশ আর বালকোচিত বলিয়া মনে হয় না, অনর্থক জ্ঞানে হেয় হয়না, তখন বেদের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়, আর অপ্রবৃত্তি হয় না, বেদজ্ঞ, বেদপ্রাণ, বেদপাদপূজক, বেদের কৃপায় কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ, যোগতত্ত্ববিদ্ যোগনিষ্ঠ ঋষিগণ বেদকে (যে বেদকে আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য স্বদেশীয় বিদেশীয় সুধীগণ অসভ্য অবস্থার কৃষকের গান বলিয়া, অনর্থক বলিয়া উপেক্ষা করেন, সেই বেদকে) কেন 'ব্রহ্ম' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, কেন তাঁহারা বেদের আজ্ঞাকে, বিনা সংশয়ে শিরোধার্য্য

---

by the persuasive arguments of other persons, which overmastered for the occasion the less conscious impulses of his nature. But these latter will not fail to come up again and the man's habitual actions will be in conformity with his nature, which, though it may be silenced for the nonce, can never be expelled."—The Physiology of mind by Henry Maudsley, M. D., chap VII.

Sir Humphrey Davy এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতাতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—"* * * I do not know now far his (Michael Faraday's) experiments and others have been pushed in this matter, but one fact is clear to me, that diamagnetism is a law of the mind' to the full extent of Faraday's idea; namely, that every mind has a new compass, a new north, a new direction of its own, differencing its genius and aim from every other mind;—as every man, with whatever family resemblances, has a new countenance, new manner, new voice, new thoughts, and new character, whilst he shares with all mankind the gift of reason, and the moral sentiment, there is a teaching for him from within, which is leading him in a new path, and, the more it is trusted, separates and signalizes him, while it makes him more important and necessary to society. We call this speciality the bias of each individual."

করিয়াছিলেন, কেন তাঁহারা বেদকে বিশ্ববিদ্যার আকর বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, 'বেদ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে' বর্ত্তমান কালে অনেকেরই হাস্যোদ্দীপক, অনেকেরই সমীপে অসার বাক্য জ্ঞানে অবজ্ঞাত এই কথা নির্ভয়ে, মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুখ বোধ্য হয়, বৈদিক সংস্কার বিহীনের দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য হইলেও, বৈদিক সংস্কার বিশিষ্ট পুরুষের অনায়াস বোধ্য হইয়া থাকে।

যেরূপ অধিকারী হইয়া যে ভাবে বেদাধ্যয়ন করিলে প্রকৃত বেদজ্ঞ বা যথার্থ বৈদিক হওয়া যায়।

বক্তা—যেরূপ অধিকারী হইয়া, যে ভাবে বেদাধ্যয়ন করিলে, প্রকৃত বেদজ্ঞ বা যথার্থ বৈদিক হওয়া যায় তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র ও আপনার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি। যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিতে হইলে, প্রথমে আত্মার সংস্কার করিতে হইবে, শাস্ত্রোপদিষ্ট তপশ্চরণ করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, যোগতত্ত্ব ও যোগসাধন তৎপর সদ্গুরুর সেবা করিতে হইবে, তাঁহার সকাশ হইতে বেদ গ্রহণ করিতে হইবে, স্বাধ্যায় করিতে হইবে, অন্যে বেদ দান করিতে হইবে, এবং বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম করিতে হইবে। মহাভাষ্যকর্ত্তা, জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'আগমকাল' (সদ্গুরুর সকাশ হইতে বিদ্যা গ্রহণ কাল) 'স্বাধ্যায় কাল' (অভ্যাস কাল), প্রবচন কাল (অধ্যাপন কাল) ও 'ব্যবহার কাল' (কর্ম্মানুষ্ঠান কাল) এই চতুর্ব্বিধ প্রকারে বিদ্যা উপযুক্ত হইয়া থাকে ("চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈ বিদ্যাপযুক্তাভবতি—আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচন কালেন, ব্যবহার কালেনেতি"—মহাভাষ্য)। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যিনি যথাবিধি বেদ্য ও বেদিতাকে (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে) জানিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি যোগবিৎ, যিনি যোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ববিৎ হইয়াছেন তিনি যথার্থ বেদবিৎ—প্রকৃত বেদজ্ঞ, তিনি বেদপারগ, তদ্ব্যতীত অন্যে বেদচিন্তক, বেদবিৎ নহেন। যিনি ঋগ্বেদ জানেন, তিনি সমগ্র বেদ জানেন, যিনি যজুর্ব্বেদ জানেন, তিনি যজ্ঞ জানেন, যিনি সামবেদ জানেন, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, যিনি

যোগবিৎ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি নিখিল বেদবিৎ। * অতএব যোগবিৎ না হইলে, প্রকৃত বেদবিৎ হওয়া সম্ভব নহে।

বক্তা—যেরূপ অধিকারী হইয়া, যে ভাবে বেদাধ্যয়ন করিলে, প্রকৃত বেদজ্ঞ হওয়া যায়, বেদপারগ হওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তুমি যাহা বলিলে, তাহা অত্যন্ত সার-গর্ভ কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা শুনিয়া, বর্ত্তমান কালে, সাধারণের বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া, মনে হয় না। বৈদিক সংস্কার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ইদানীং বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির চিত্ত প্রতীচ্য উন্নতি দেখিয়া, বিস্মিত হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে, শাস্ত্রের কথাতে ইহাঁদের আর আস্থা নাই, শাস্ত্রের কথা শুনিতে, ইহাঁদের আর উৎসাহ হয় না, শাস্ত্রের কথাকে এখন বৃদ্ধপিতামহীর গল্পের ন্যায় সারহীন বলিয়াই ইহাঁরা মনে করেন। তুমি যে কথাই বল না কেন, সত্য হইলেও, যুক্তি সঙ্গত হইলেও, প্রতীচ্য দেশ শাস্ত্র না মানিয়া যখন এত উন্নত হইয়াছেন, হইতেছেন, তখন আমরা আবার সেই কুসংস্কারপূর্ণ, স্বল্পসার বা অসার শাস্ত্রকে মানিয়া চলিব কেন, অনেকের মনে এইরূপ ভাবই জাগিয়া উঠিবে।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, আর কি কোন উপায় নাই? সত্যের জয় কি অবশ্যম্ভাবী নহে?

বক্তা—কোন উপায় নাই, একথা বলিতে পারিনা, 'সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী' এ কথাও পরম সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যে উপায় আছে, সে উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুমোদিত পুরুষকার করিবার লোক যে বিরল হইয়াছে, যে প্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা হন্,—অভীষ্ট ফল প্রসবে সমর্থা হ'ন্, সেই প্রকারে বিদ্যাকে উপযুক্তা করিতে হইবে, যে প্রকারে প্রকৃত বেদজ্ঞ হওয়া যায়, সেই প্রকারে প্রকৃত বেদজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, কেবল মুখে শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি করিলেই চলিবে না, বেদ-শাস্ত্রোপদেশের ব্যবহার করিতে হইবে, ফল না পাইলে, বিশ্বাস হইতে পারে না, 'ইহা করিলে, এই হয়,' যোগীরা এইরূপ শক্তি

---

* "ঋচশ্চ যো বেদ স বেদ বেদান্যজূংষি যো বেদ স বেদ যজ্ঞম্। সামানি যো বেদ স বেদ ব্রহ্ম যো মানসং বেদ স বেদ সর্বম্॥—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

"বেদস্য বেদিতা যোবৈ বেদ্যং বিন্দতি যোগবিৎ। তং বৈ বেদবিদং প্রাহুস্তং প্রাহুর্বেদপারগম্॥ বেদ্যঞ্চ বেদিতব্যঞ্চ বিদিত্বা বৈ যথাবিধি। এবং বেদবিদিত্যুক্তো নান্যো হি বেদচিন্তকঃ॥"—বায়ুপুরাণ।"

সম্পন্ন ছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রকার উন্নতি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের অভ্যুদয়শীল কোন জাতিই অদ্যাপি তাদৃশ উন্নতি করিতে পারে নাই, কেবল এইরূপ বাক্যোচ্চারণ করিলে, কি ফল হইবে?

জিজ্ঞাসু—আপনার কথা যথার্থ, ক্রিয়াই সিদ্ধির হেতু, কর্ম্ম না করিলে, সিদ্ধিলাভ হইবে কেন? এবং সিদ্ধিলাভ না হইলে, ফল না পাইলে কাহার বিশ্বাস হয় না।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গুহক পুলকে কয় শুন দয়াময়।
চিন্তামণি চণ্ডালে পরশ বিধি নয়॥
এ চণ্ডালে কোল দিলে অখিলের পতি।
অগতির গতি বলে কৈলে নামে খ্যাতি॥
পতিত পাবন নাম করিতে প্রচার।
হীন দেখি দীননাথ কৈলে অঙ্গীকার॥
মোর জন্ম স্বার্থ আজ ভাগ্যকরে মানি।
আমার আলয়ে আজ চল রঘুমণি॥
অপর শ্রীরঘুবর মোর শুন কথা।
দশা হেন দেখি অতি মনে পাই ব্যথা॥
বাকল বসন কেন হীন আভরণ।
সঙ্গে পাত্র মিত্র সৈন্য নাহি কি কারণ॥
দাসে সবিশেষ কথা বল সীতাপতি।
বল হরি কৃপা করি কি হৈল দুর্গতি॥

মূলে স্পষ্ট করিয়া এত কথা নাই, তবে আভাস আছে। রামরসায়ণে ভাব পুষ্টির জন্য আরও অনেক কথা আছে। প্রয়োজন ত ভক্তি। বাঙ্গালার কবিগণ ভক্তি ভাব জাগাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বিশেষ প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়। গোস্বামী রঘুনন্দন সুমন্ত্রের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন—

দূর হইতে দেখি রাম আপন মিতারে।
গা তুলি চলিলা তাঁর সঙ্গে মিলিবারে॥
আস্থ মিতা বলি দোঁহা দোঁহে আলিঙ্গিয়া।
স্তম্ভিত হইয়া রহে আনন্দে মজিয়া॥
দোঁহার নয়নে বহে প্রেম অশ্রুধার।
পুলকে প্রফুল্ল তনু হৈল দোঁহাকার॥

এই ভাব যিনি কল্পনাতেও দেখাইতে পারেন তিনি মানুষের বড় উপকার করেন। গোস্বামী আবার বলিতেছেন—

তবে রাম করে ধরি গুহে বসাইলা।
তাহা দেখি শ্রীসুমন্ত্র ভাবিতে লাগিলা॥
কিবা গুহকের পুণ্য কহিতে না পারি।
প্রভু যাঁরে কৈলা সখ্য ভক্তি অধিকারী॥
কোথা এ চণ্ডাল জাতি কদর্য্য আহার।
কোথা রামে হেন সখ্য-ভক্তি অধিকার॥
বুঝিলাম জাতি গুণ কুলশীল ধন।
প্রভু পরিতোষ প্রতি না হয় কারণ॥
এক মাত্র ভক্তি, বশ করে নারায়ণে।
প্রত্যক্ষ হইল আজি গুহের দর্শনে॥
ভব বিধি যারে দেখি করে অভ্যুত্থান।
গুহে দেখি তিঁহ আগে করিলা পয়ান॥
চতুর্ম্মুখ পায় নাই যাহা কোন কালে।
দিলা হেন আলিঙ্গন শ্রীরাম চণ্ডালে॥

ব্রহ্মাদি দেবতা অপেক্ষা চণ্ডাল ভক্ত ও বড় এরূপ কথা কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ বড় একটা দেখান নাই। মূলেও এরূপ নাই, অধ্যাত্ম রামায়ণে ব্রহ্মাকে ব্রহ্মার মতই বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন গুহ রামকে বলিতে লাগিলেন "অযোধ্যাও যেমন তোমার, আমার এই রাজধানীও সেইরূপ তোমার। বল আমি তোমার কি করিব? তোমার মত প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই লাভ হয়। গুহ নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন করিয়া বলিলেন সখে এই সমগ্র পৃথিবী তোমার, তুমি আমাদের ভর্ত্তা আর আমি তোমার ভৃত্য, তুমি আমার এই রাজ্য শাসন কর। গুহ তখন চর্ব্য,

চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন, মুখ্য মুখ্য শয়ন, এবং অশ্বগণের জন্য ঘাস সম্মুখে স্থাপন করিলেন। রাম তখন গুহকে বলিলেন নিষাদ রাজ! তুমি যে দূর হইতে পাদচারে আগমন, এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে ইহাতেই আমাদের অর্চ্চনা করা হইল এবং আমরা সম্যগ্ হর্ষ লাভ করিলাম। ভগবান্ এই বলিয়া বর্ত্তুল বাহু যুগল দ্বারা গুহকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—বলিলেন গুহ! ভাগ্যবশতঃই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম। তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি আমার জন্য প্রীতি পূর্ব্বক যাহা আনিয়াছ তৎসমস্ত আমি স্বীকার করিতেছি কিন্তু উহা আমি প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াছি, আমার কেবল অশ্বগণের খাদ্যে প্রয়োজন আছে, অন্য দ্রব্যে আমার প্রয়োজন নাই। এই সমস্ত অশ্ব পিতার অতিশয় প্রিয়; ইহাদের খাদ্য প্রদান করিলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ সন্তুষ্টমনে তাহাই করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিল। রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন।

> ততশ্চীরোত্তরা সঙ্গঃ সন্ধ্যা মন্বাস্য পশ্চিমাম্।
> জল মেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্॥

লক্ষ্মণ গঙ্গাজল আনিলেন আর ভগবান্ গঙ্গাজল মাত্র পান করিলেন। প্রথম দিন ও অনাহার দ্বিতীয় দিনও তাই।

রাম তখন সীতার সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাদের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে এক তরুমূল আশ্রয় করিলেন। গুহ সুমন্ত্রের সহিত লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপ করিয়া জাগিয়া রহিলেন।

উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া, হয় আমরা ব্রত শিথিল করি অথবা লোকের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করিয়া নিজের জিদ্ বজায় রাখি। মধুর শ্রীভগবান্ কিন্তু গুহের সহিত ব্যবহারে নিজের ব্রতও শিথিল করিলেন না, আর গুহের প্রাণেও ক্লেশ দিলেন না। এই সমস্ত ভগবান্ আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে তাহাই করিতে বলিতেছেন। আমরা যদি না শিক্ষা করি, আমরা যদি মনে ভাবি রামায়ণ ও মহাভারতের জঘন্য শিক্ষা পাইয়া এই জাতিটা এত হীন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যদি আমাদের এইরূপ কুবুদ্ধি হয় তবে আমাদের কি গতি হইবে? শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কাছেই প্রার্থনা করি প্রভো! তোমার আজ্ঞায়

আমরা যেন এই আসুরী ও রাক্ষসী বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারি আমাদের এই করিয়া দাও।

তার পরে শ্রীলক্ষ্মণের সেবা? শ্রীসীতারামের শয়ন কালে চরণ প্রক্ষালন? কত সন্তর্পণে শ্রীলক্ষ্মণ সেই অরুণদল বিশিষ্টা কমলিনীর ন্যায় স্নিগ্ধ পাদারবিন্দ প্রক্ষালন করিলেন আর কত যত্নে সেই উদ্যোত্ দ্যুতিরক্ত শ্যামল কমলযুগল ধুলিশূন্য করিলেন—আর সেই সময়ে সীতারামের মুখ কমলে কি দেখিলেন, দেখিয়া দেখিয়া কি হইয়া গেলেন তাহা অভক্ত জনে আর কি করিয়া বলিবে? এ যে ভক্তের প্রাণকে শীতলাহ্লাদে ভরিত করিয়া রাখে—ইহা কি অভক্ত জনে বর্ণনা করিতে পারে?

বনবাস পর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীরাম বনবাসে দ্বিতীয় নিশা—গুহ লক্ষ্মণ সংবাদ।

"সোবত প্রভুহি নিহারী নিষাদা।
ভয়উ প্রেমবশ হৃদয় বিসাদা॥
তনু পুলকিত জল লোচন বহই।
বচন সপ্রেম লক্ষ্মণ সন কহহি॥" তুলসীদাস

গুহ সুন্দর ইঙ্গুদি বৃক্ষতলে শয্যা রচনা করিয়া দিলেন আর সীতারাম কুশ শয্যায় শয়ন করিলেন। প্রভুকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া

"কচ্ছুক দূরি সাজি বান শরাসন"
জাগন লগেউ বৈঠী বীরাসন".

শ্রীলক্ষ্মণ কিছু দূরে শরাসনে বাণ সাজাইয়া বীরাসনে উপবেশন করিয়া জাগিয়া রহিলেন। গুহ স্থানে স্থানে বিশ্বাসী প্রহরী স্থাপন করিলেন। গুহের কটিদেশে তূণ, চাপে শর—গুহ লক্ষ্মণের নিকটে গিয়াছেন। প্রভুকে বৃক্ষমূলে শয়ান দেখিয়া নিষাদ প্রেমবশে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইতেছেন। শরীর কণ্টকিত চক্ষে অশ্রুধারা—গুহ প্রেমভরে লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন "ভ্রাতঃ রঘুপতিকে দেখ—

"শয়ানং কুশ পত্রৌঘ সংস্তরে সীতয়া সহ"
যঃ শেতে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে"

আহা! যিনি ইন্দ্রভবন তুল্য উত্তম ভবনে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করেন তিনিই আজ সীতার সহিত কুশপত্রের শয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। ভ্রাতঃ আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা কর। তুমিও নিয়ত সুখোচিত—তোমার জন্য ঐ সুখ সাধিকা শয্যা রচিত হইয়াছে—তুমিও আজ যথাসুখে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। আমরা নিষাদ—বিবিধ ক্লেশ সহিষ্ণু—আমিই আজ তোমাদের জন্য জাগিয়া থাকিব।

ন হি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন।
ব্রবীম্যেব চ তৎ সত্যং সত্যেনেব চ তে শপে॥

রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার এই পৃথিবী মণ্ডলে আর কেহ নাই—সত্যের উপর শপথ করিয়া আমি এই সত্যই বলিতেছি। ইহার প্রসাদে ধর্ম্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে আমার যশোলাভ হইবে ইহারই আমি প্রত্যাশা করি। এই স্থানে আমার বহু জ্ঞাতিগণ আসিয়াছেন, আমি ইহাদের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতার সহিত আমার প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। এই বনে আমি সর্ব্বদা বিচরণ করি—এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই। যদি অন্যের চতুরঙ্গ সেনাও আক্রমণ করে তাহাও আমি সহজে নিবারণ করিতে পারিব।

শ্রীলক্ষ্মণ গুহের কথা রক্ষা করিতে পারিলেন না, বলিলেন নিষাদ রাজ তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে—আর তুমি যখন আমাদের রক্ষার ভার লইতেছ তখন আমাদের কোন ভয়েরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ আজ আমার প্রভু ভূমি-শয্যায় সীতার সহিত শয়ন করিয়া আছেন আমি কোন্ সুখে নিদ্রা যাই, আমার জীবনেই বা কি প্রয়োজন আর সুখেই বা প্রয়োজন কি? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, দেখ—তিনিই আজ তৃণশয্যায় পত্নীর সহিত শয়ন করিয়া আছেন। যিনি মন্ত্র তপস্যা ও অশ্বমেধাদি বিবিধ অনুষ্ঠানলব্ধ, যিনি পিতার মুখ্য পুত্র, পিতার সমস্ত গুণে ভূষিত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন—ইঁহাকে বনবাসে দিয়া রাজা আর কয় দিন থাকিবেন? "বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি" মেদিনী অচিরাৎ বিধবা হইবেন। আহা! উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরনারিগণ এতক্ষণ বোধ হয় শ্রান্তি নিবন্ধন উপরত হইয়াছেন আর রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়াছে। দেবী কৌশল্যা, রাজা এবং আমার জননী যে জীবিত আছেন তাহা আমি সম্ভব মনে করিনা, আর যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা হয়ত শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু বীরপ্রসবিনী কৌশল্যা যদি পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ করেন ইহাই আমার

দুঃখ। রামানুরক্ত জনাকীর্ণা, সমস্ত লোকের সুখালোকরূপ প্রীতিদায়িনী সেই অযোধ্যা রাজা দশরথের মরণ দুঃখে সংস্পৃষ্ট—আহা! এই পুরী বিনষ্ট হইবে। হায় মহাত্মা জ্যেষ্ঠপুত্রকে না দেখিয়া রাজার প্রাণ কিরূপে শরীরে অবস্থান করিবে? রাজার বিনাশে দেবী কৌশল্যার বিনাশ হইবে অনন্তর আমার মাতাও আর বাঁচিবেন না। রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া সেই অতিক্রান্ত মনোরথ লাভে অসমর্থ হইয়াই রাজা সব নষ্ট হইল—সব নষ্ট হইল এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন ত্যাগ করিবেন। ভরতাদি যাঁহারা পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার অগ্নি সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেত কার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। রমণীয় চত্বর সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথ বিরাজিতা, বিবিধ হর্ম্মপ্রাসাদ বিভূষিতা, উৎকৃষ্ট গণিকাগণালঙ্কৃতা, রথ অশ্ব গজ পরিব্যাপ্তা, তূর্য্যধ্বনি নিনাদিতা, সমস্ত সুখকর দ্রব্য পূর্ণা, হৃষ্টপুষ্ট জনাকুলা, আরাম উদ্যান সম্পন্না, সামাজিক উৎসব শালিনী আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যাতে যাঁহারা সুখে বিচরণ করিবেন তাঁহারাই ভাগ্যবান্। হায়! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সঙ্গে মঙ্গলে মঙ্গলে কি অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব? লক্ষ্মণের বিলাপে গুহ নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। "জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ" অতি স্নেহ —জ্বরাতুর গুহ ব্যথাতুর গজের মত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তুলসী দাস লিখিতেছেন :—

ভয়উ বিষাদ নিষাদ হি ভারী।
রামসিয় মহিশয়ন নিহারী॥

রাম সীতাকে মহীতলে শয়ান দেখিয়া নিষাদের প্রাণ বিষাদে ভরিয়া উঠিল। গুহ বলিতে লাগিলেন—

কেকয়নন্দিনী মন্দমতি, কঠিন কুটিল প্রাণ কিহ্ন।
জেহি রঘুনন্দন জানকীহি, সুখ অবসর দুখ দীহ্ন॥

ভই দিনকর-কুল-বিটপকুঠারী, কুমতি কীহ্ন সব বিশ্ব দুখারী॥

কেকয় নন্দিনী বড়ই মন্দমতি—আহা! বড়ই কঠিন কুটিল পণ করিয়া রামকে, জানকীকে সে বনে পাঠাইল। আহা! সুখের সময় সে বড়ই দুঃখ দিল। সূর্য্যবংশরূপ বৃক্ষের কুঠার স্বরূপিণী এই কৈকেয়ী। আহা! এই কুমতি রাণী বিশ্বকে দুঃখে পূর্ণ করিল।

বোলে লষণ মধুর মৃদুবাণী, জ্ঞান বিরাগ ভক্তিরস সানী॥

লক্ষ্মণ তখন মৃদু মধুর বাক্যে—জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

আমরা এইখানে অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে শোক শান্তির উৎকৃষ্ট মহৌষধ স্বরূপ গুহের প্রতি শ্রীলক্ষ্মণের মহামূল্য উপদেশ উদ্ধৃত করিতেছি। যাঁহারা শাস্ত্র ধরিয়া জীবন গঠন করিতে চাহেন তাঁহাদের শোকতাপদগ্ধ জীবনে ইহার এক একটি কথা অমৃতধারা বর্ষণ করে। "সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা" এই শ্লোকটির নিরন্তর অভ্যাস কত মানুষকে দেবতা করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন—

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে শৃণু বচো মম॥
কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা।
স্ব পূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মৈব কারণং সুখ-দুঃখয়োঃ॥
সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
স্ব-কর্ম্ম সূত্র-গ্রথিতো হি লোকঃ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন দ্বেষ্য মধ্যস্থ বান্ধবাঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম তথা তত্র বিভাব্যতে॥
সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ।
যদ্ যদ্ যথা গতং তত্তৎ ভুক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ॥
ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগ বিবর্জ্জনে।
আগচ্ছ ত্বথমাগচ্ছ ত্বভোগবশগোভবে॥
যস্মিন্ দেশেচ কালেচ যস্মাদ্বা যেন কেন বা।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্যথা॥
অলং হর্ষ বিষাদাভ্যাং শুভাশুভ ফলোদয়ে।
বিধাত্রা বিহিতং যদ্যৎ তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ॥
সর্ব্বদা সুখ দুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুদ্ধতে।
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তূনামলঙ্ঘ্যং দিন-রাত্রিবৎ॥

"সুখ মধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখ মধ্যে স্থিতম্ সুখম্।
দ্বয়মন্যোন্য সংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ॥
তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ॥

নিষাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীলক্ষ্মণ বলিতে লাগিলেন সখে, আমার বাক্য শ্রবণ কর—কে কার দুঃখের হেতু? কেই বা কার সুখের হেতু? আপন আপন পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই সুখদুঃখের কারণ।

সুখ বা দুঃখের দাতা কেহই নহে। অপর কেহ সুখ দুঃখ দিতেছে ইহা মনে করাই কুবুদ্ধি। আর যদি কেহ এরূপ ভাবে যে আমি এরূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ যাহাতে কেবল সুখ হইত—ইহাও বৃথা অভিমান মাত্র কারণ আপন আপন কর্ম্মসূত্রে সকলেই আবদ্ধ—এখানে স্বতন্ত্রতা নাই। এই কর্ম্মসূত্র—এই কর্ম্মের ডুরী সকলের গলায় বাঁধা। আর কর্ম্ম ডুরী গলায় বাঁধিয়া জীবকে কে নাচাইতে জান?

যথেন্দ্র জালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।
কৃত্বা নর্ত্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্॥
তথা নর্ত্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তং স দেবাসুর মানুষম্॥

ঐন্দ্রজালিক যেমন দারুময় পুত্তলিকা হস্তে লইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে নাচায়, মায়াও সেইরূপ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থাবর জঙ্গম নাচাইতেছেন।

যথা কৃত্রিম নর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া।
তদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী॥

ঈশ্বরের অধীনে এই বহুরূপিণী নর্ত্তকী কর্ম্মডুরী হাতে লইয়া জগৎ নাচাইতেছে। প্রতি জীবের কৃত কর্ম্মের ডুরী যাঁহার হাতে, তিনি যাহার যেমন কর্ম্ম, তাহাকে সেইরূপে ঘুরাইতেছেন, ফিরাইতেছেন, ইহাতেই জগতে বিচিত্র প্রকারের হাসি কান্না সুখ দুঃখ জন্মিতেছে। মানুষ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি মায়া হইতে জীবকে পরিত্রাণ করেন। (ক্রমশঃ)

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

[হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য মুখম্ অপিহিতম্। [হে] পূষন্ ত্বং সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে তৎ অপাবৃণু]

সরলার্থঃ—**হিরন্ময়েন** হিরণ্যস্য বিকারো হিরন্ময়ং তদিব প্রকাশাত্মকং তেন হেমবৎ প্রকাশময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন **পাত্রেণ** পাত্রাকারেণ পিবন্তি রশ্ময়ো রসান্ যত্র স্থিতাস্তেন বিম্বেন—তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন **সত্যস্য** আদিত্য মণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ "**তস্য হ বা ব্রহ্মণো নাম সত্য**" ইতি শ্রুতেঃ যদ্বা আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতঃ **মুখং** দ্বারং মুখোপলক্ষিতং স্বরূপং তৎ প্রাপ্তিমার্গদ্বারম্ যদ্বা মুখমিতি সর্ব্ববিগ্রহোপলক্ষণং—লীলা বিগ্রহ স্বরূপং অথবা মুখং প্রধানং রূপং "**অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ**" ইতিশ্রুতেঃ **অপিহিতং** আচ্ছাদিতং সর্ব্বজনৈরজ্ঞাতম্ "**আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ**" ইতি শ্রুতেঃ **তৎ** আচ্ছাদনং তেজঃ সমূহাত্মকম্ হে **পূষন্** হে জগৎপোষকসূর্য্য। পুষ্ণাতীতি পূষা তৎ সম্বোধনং হে ভক্তপোষক কর্ম্মফল বিধানেন জীবানাং পোষক। যদা জীবাঃ স্থূলশরীরেভ্য উৎক্রামন্তি তদা তদনন্তরং দেবঃ পূষা তান্ স্বস্বকর্ম্মোচিতান্ মার্গান্ প্রাপয়তি। "**বয়মু ত্বা পথস্পতে রথং ন বাজসাতয়ে, ধিয়ে পূষন্নযুজ্মহি**" ঋগ্বেদ সংহিতা ৬।৫৩।১ "**অভি পথো বাজসাতয়ে দিশুহি বি মৃধো জহি, সাধন্তামুগ্র নো ধিয়ঃ**" ঋ, সং ৬।৫৩।৪ "**পথো অন্তম নো ভব**" ঋ, সং ৬।৫৫।১ "**বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু** ঋ, সং ৬।৫৮।১ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। **ত্বং অপাবৃণু** পৃথক্ কুরু অনাচ্ছাদিতং কুরু অপসারয়। কস্মৈ? কিমর্থং? **সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।** সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকং তদ্রূপং ধারয়তি হৃদয়ে চিন্তয়তীতি—সত্যং ধর্ম্মো যস্য সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে সত্যধর্ম্মস্য মদাদি ভক্ত জনস্য **দৃষ্টয়ে** দর্শনায় সাক্ষাৎকারায়—তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে। যদ্বা সত্যধর্ম্মায় সত্যধর্ম্মা উপাস্যদেবঃ তং প্রাপ্তুং যা দৃষ্টির্দর্শনং তস্যা তস্মৈ গন্তুমিতি ভাবাঃ। "**আদিত্য**"

গচ্ছন্ত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনম্" ইতি শ্রুতেঃ ছাঃ ৮।৬।৫
স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ সসামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং। স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। প্রশ্নোপনিষদ্ ৫।৫

(১) [মানুষ দৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতি লয়ান্তম্। এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃপরং পূর্ব্বোক্তম্ **"আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ"** ইতি সর্ব্বাত্মভাব এব সর্ব্বৈষণা সন্ন্যাস জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তি লক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধ লক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্যবেদার্থস্য প্রকাশনে অতঊর্দ্ধং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম্। তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া তদুক্তং **"বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"** ইতি। তত্র কেন মার্গেণ অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যুচ্যতে—**"তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ—য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ"**—যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ, এতদুভয়ং সত্যং ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্ত কর্ম্মকৃচ্চ যঃ, সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে— হিরন্ময়েণ পাত্রেণ।
[আচার্য্যঃ]

(২) এবং যথোক্তোপাসনং কুর্ব্বন্ উপাসকঃ স্বদেহস্যান্তকালে প্রাপ্ত আত্মনোঽমৃতত্বপ্রাপ্তিদ্বারভূতমাদিত্যং যাচতে [আনন্দ ভট্টঃ]

(৩) এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি পরমাত্মস্বরূপং নিরূপ্য তৎ সাক্ষাৎকারো মোক্ষসাধনমিত্যতীত গ্রন্থেনোক্তম্। স চ ঈশ্বর সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদি মাত্রেণ ভবতি। নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎকারমাত্রেণ কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব। **"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বামিতি** শ্রুতেঃ অতোঽনুষ্ঠিত শ্রবণ মননাদি কেনাপি সাক্ষাৎকারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং যথা ভগবৎপ্রার্থনং কার্য্যং তৎপ্রকার প্রদর্শনার্থা হিরণ্ময়েণ পাত্রেণেত্যাদ্যুত্তর মন্ত্রাঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

(৪) বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যো র্বা সমুচ্চয়কারিণামমৃতত্বমুল্লিখ্য কেন মার্গেণ তদমৃতত্বং ভবতি মৃত্যুকালীন প্রার্থনাচ্ছলেন তৎ প্রদর্শয়তি চতুর্ভির্মন্ত্রৈ-হিরণ্ময়েন পাত্রেণেত্যাদিভিঃ [সত্যানন্দঃ]

(১) এই মন্ত্র কয়েকটি মৃত্যুকালের প্রার্থনা মন্ত্র। যাঁহারা শাস্ত্রমত উপাসনা করেন, শাস্ত্রমত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আত্মলাভের জন্য তাঁহাদিগকে "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়।

শরীর পটুকারী গো, ভূমি, হিরণ্যাদি সাধন সম্পত্তি হইতেছে মানুষবিত্ত। দৈববিত্ত হইতেছে দেবতাজ্ঞান। মানুষ ও দৈববিত্ত সাধ্য যে সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ম্ম তাহার ফল হইতেছে প্রকৃতি লয়। প্রবৃত্তি মার্গের গতি এই পর্য্যন্ত। ইহাতে সংসার মুক্তি বা মোক্ষ হয় না। কিন্তু সর্ব্ব প্রকার এষণা বা ইচ্ছা ত্যাগ রূপ সন্ন্যাসের ফল জ্ঞাননিষ্ঠা—"আমিই জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম" এই ভাবে আত্মাকে জানিয়া সর্ব্বাত্ম ভাবে স্থিতি। পূর্ব্ব মন্ত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। এই দুই প্রকার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি লক্ষণ রূপ বেদার্থ এখানে প্রকাশিত। প্রবর্গকাণ্ড ব্রাহ্মণে প্রবৃত্তি লক্ষণ বৈদিক ধর্ম্মের বিধি নিষেধ সমস্তই প্রকাশিত। নিবৃত্তি লক্ষণ বেদার্থ প্রকাশিত হইয়াছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। যাঁহারা নিষেকাদি শ্মশানান্ত—গর্ভাধান হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করিয়া দশম মন্ত্রোক্ত অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

আচ্ছা কিরূপে অমৃতত্ব লাভ হইবে যদি জিজ্ঞাসা কর উত্তরে বলি "**तद् यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यः, य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः, यश्चायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषः एतदुभयं सत्यं**" ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্ত কর্ম্ম কৃচ্ছ যঃ সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে" অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন এই আদিত্যই সত্য পুরুষ। এই আদিত্য মণ্ডলে যে পুরুষ এবং এই দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ এই উভয়ই সত্য ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম পুরুষের উপাসনা করিলে এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে—মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়া এই সাধককে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মাকে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হয়। (আচার্য্য)

(২) এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপাসনা শেষ করিয়া উপাসক দেহান্ত কাল প্রাপ্ত হইলে আত্মার অমৃতত্ব প্রাপ্তিদ্বারভূত আদিত্য দেবকে যাচ্ঞা করিতেছেন [আনন্দভট্টঃ]

(৩) অনন্তাচার্য্য বলিতেছেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রে অধিকার প্রাপ্ত শিষ্যকে পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারই মোক্ষ সাধন ইহা বলা

হইয়াছে। আত্মার সাক্ষাৎকার কিন্তু শ্রবণাদি দ্বারাই হয় না। আরও মোক্ষ প্রাপ্তিও সাক্ষাৎকার দ্বারাই হয় না, কিন্তু ভগবদনুগ্রহ দ্বারাই হয়। শ্রুতিই ইহা বলেন "**নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বামিতি**" এই জন্য সাক্ষাৎকার জন্য শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে মোক্ষের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা চাই। প্রার্থনার প্রকার এই "হিরণ্ময়েন মন্ত্রেণ" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইতেছে। এই মন্ত্রে আদিত্যের উপাসনা উক্ত হইতেছে।

(৪) বিদ্যা ও অবিদ্যা বা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি সমুচ্চয়ে সাধনার কথা বলিয়া কোন্ মার্গে সেই অমৃতত্ব লাভ হয় ইহাই মৃত্যুকালীন প্রার্থনাচ্ছলে দেখাইবার জন্য হিরন্ময়েন পাত্রেণ ইত্যাদি মন্ত্র বলা হইতেছে। [সত্যানন্দ]

চূর্ণিকা। **হিরন্ময়েন পাত্রেণ** হিরন্ময়মিব হিরন্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন [আচার্য্যঃ]

(২) হেমবৎ প্রকাশময়েন পাত্রেণ পাত্রাকারেণ তব মণ্ডলেনেতি যাবৎ [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) যদ্যপি হিরন্ময়রূপেণ পাত্রেণ—পিবন্ত্যস্মিন্নবস্থিতাস্রসাব্রশ্ময়ইতি পাত্রং মণ্ডলং—মণ্ডলেন [উবটাচার্য্যঃ]

(৪) দ্বারং বিনা কথং গন্তুং শক্যতে ব্রহ্ম তৎপরম্।
সত্যলোকস্য চাহস্থানং সূত্রভূতং সনাতনম্॥
তৎপ্রাপ্তি সাধন দ্বারং মন্ত্রঃ পঞ্চদশ স্বয়ম্।
প্রবর্ত্ততে প্রার্থয়িতুমাদিত্যং সর্ব্বরূপকম্॥
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য ব্রহ্মণোমুখম্।
তীক্ষ্ণেন জ্যোতিষা ব্যাপ্তং গন্তুং নৈব তু শক্যতে॥
রশ্মিজালং নিরাকৃত্য দ্বারং মে দেহি ভাস্কর।
সত্যলোকস্য সত্যাখ্যং ব্রহ্ম গন্তুং চ মে প্রভো॥
ভৃত্যবৎ ত্বাং নৈব যাচে স্বরূপোঽহং তবাচ্যুত।
অহং ব্রহ্মৈব পরমং ভবান্ ব্রহ্মৈব কেবলম্॥

আবয়োরেকতা নিত্যং সত্যমেতৎ ব্রবীম্যহম্।
পূর্ণত্বাৎ পুরুষশ্চায়ং যোঽসৌ বাদিত্যমণ্ডলে॥
দেহেন্দ্রিয়ধিয়াং সাক্ষী সোঽসাবহমিতি স্বয়ম্।
ব্রহ্ম বৈ পরমং শুদ্ধং ব্রহ্মৈবাহং সদদ্বয়ম্॥

[ব্রহ্মানন্দঃ]

(৫) সুবর্ণ বিকারেণ জ্যোতির্ম্মণ্ডলেন পাত্রেণ শরাব সদৃশেন

[শঙ্কারনন্দঃ]

(৬) হিরণ্ময়েন হিরণ্যস্য বিকারো হিরণ্ময়ং তদিব প্রকাশাত্মকং তেন পাত্রেণ—পিবন্তি রশ্ময়ো রসান্ যত্র স্থিতা স্তেন বিম্বেন [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

(৭) জ্যোতির্ম্ময়েন আধার ভূতেন—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ দ্বারস্যাপিধানং কৃতম্ [আনন্দ ভট্টঃ]

(৮). হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ পাত্রং—পিবন্তি যত্র স্থিতা রশ্ময়ো যত্র স্থিতানিতি পাত্রং সূর্য্যমণ্ডলং তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন

[অনন্তাচার্য্যঃ]

সত্যস্য মুখং অপিহিতং

(১) সত্যস্যৈব আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণোঽপিহিতমাচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্

[আচার্য্যঃ]

(২) সত্যস্বরূপোপাস্য দেবস্য মুখম্ তৎপ্রাপ্তি মাত্রমার্গ দ্বারম্ আচ্ছাদিতম্

[ভাস্করাচার্য্যঃ]

(৩) যদ্যপি সত্যস্যাবিনাশিনঃ পুরুষস্যাপিহিতমন্তর্হিতং মুখং শরীরং তথাপি যোঽসাবাদিত্যে পুরুষো যোগিভিরুপলভ্যতে সোঽসাবহমস্মি। ইত্থং চোপাসনাং কুর্য্যাৎ।

ওঁ খং ব্রহ্ম। ওমিতি নামনির্দ্দেশঃ। খমিতিরূপ নির্দ্দেশঃ। আকাশরূপং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ। আত্মত্বেন মনোক্তুরচেতন আকাশশ্চেতনস্তাত্মা তদ্যথা বিজ্ঞানম্ ঘনানন্দং ব্রহ্ম তত্র আনন্দ প্রতিপাদকং বাক্যং তথা স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবতীত্যুপক্রম্যাথ যে শতং প্রজাপতি লোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দ ইত্যন্তম্। তথা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং দর্শয়তি—এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীত্যুপক্রম্য স্থাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠত ইতি। তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং দর্শয়তি—তদ্যথা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রিত্যাদি। তথা সত্যসঙ্কল্পাদয়োঽস্য গুণাঃ শ্রূয়ন্তে

সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যধৃতিরিত্যাদয়ঃ। এবং তর্হি এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি যস্মিন্নাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সামান্যাদ্যাকাশশব্দেনৈব এতদ্রূপং ব্রহ্মাভিহিতং স্যাদিত্যয়মেব ব্রহ্মবিৎ সিদ্ধান্তঃ [উবটাচার্য্যঃ]

(৪) সত্যস্য বাধরহিতস্য অপিহিতং আচ্ছাদিতং মুখং প্রতীকং প্রধানভূতং তৎ হিরণ্ময়ং পাত্রং ত্বং কার্য্যকারণাত্মা পূষন্ হে পুষ্টিকারিন্ অপাবৃণু অপসারয় [শঙ্করানন্দঃ]

(৫) সত্যস্য সত্যমিতি শ্রুতের্ব্রহ্মণো মুখং মুখমিব মুখং প্রধানং রূপমপিহিতং আচ্ছাদিতং সর্ব্বজনৈরজ্ঞাতমস্তি [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

(৬) সত্যস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতো মুখং মুখমিতি সর্ব্ববিগ্রহোপলক্ষণং। লীলাবিগ্রহস্বরূপম্ অপিহিতং আচ্ছাদিতং বর্ত্ততে যৎ তৎ মুখং [অনন্তাচার্য্যঃ]

(৭) সত্যস্য ব্রহ্মণঃ। "**তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং**" ইতি শ্রুতেঃ ছান্দোগ্য ৮।৩।৪ মুখং মুখোপলক্ষিতং স্বরূপং। "**অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ**" ইতি শ্রুতেঃ [সত্যানন্দঃ]

পূষণ্ (১) জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবি স্তৎ সম্বোধনে [আচার্য্যঃ—আনন্দ ভট্টঃ]

(২) সূর্য্য [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) হে পুষ্টিকারিন্ [শঙ্করানন্দঃ]

(৪) পুষ্ণাতীতি পূষা তৎ সম্বোধনং হে ভক্তপোষক পরমাত্মন্

[অনন্তাচার্য্যঃ]

(৫) কর্ম্মফল বিধানেন জীবানাং পোষক! জগতঃ পোষক!

[সত্যানন্দঃ]

সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে

(১) তব সত্যস্য উপাসনাৎ সত্যং ধর্ম্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ মহ্যম্ অথবা যথাভূতস্য ধর্ম্মস্যানুষ্ঠাত্রে দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে [আচার্য্যঃ]

(২) সত্যধর্ম্মা উপাস্যদেবঃ তং প্রাপ্তুং যা দৃষ্টি দর্শনং তস্য তস্মৈ গন্তুমিতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

(৩) অপসারণে কারণমাহ—সত্যধর্ম্মায় অবিতথভাবায় ভবতে দৃষ্টয়ে দর্শনার্থং তব দর্শনার্থমিত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ]

(৪) সত্যধর্ম্মায়—সত্যস্য তব উপাসনাৎ অহমপি সত্যধর্ম্মোজাতঃ। সত্য ধর্ম্মো যস্য স সত্যধর্ম্মা তস্মৈ সত্যধর্ম্মায় মহ্যং তৎ অপাবৃণু। ষষ্ঠ্যা ব্যত্যয়ঃ সত্যধর্ম্মায় সত্যধর্ম্মস্য তৎ দৃষ্টয়ে [আনন্দভট্টঃ]

(৫) কিমর্থং অপাবৃণু? সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাত্মক তদ্রূপং ধারয়তি হৃদয়ে চিন্তয়তীতি সত্যধর্ম্মা তস্মৈ চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে। সত্যধর্ম্মস্য মদাদি ভক্ত জনস্য দৃষ্টয়ে দর্শনায় সাক্ষাৎকারায় [অনন্তাচার্য্যঃ]

(৬) সত্যং ধর্ম্মো যস্য সোঽহং সত্যধর্ম্মা তস্মৈ সত্যধর্ম্মাশ্রিতায় মহ্যং। কিমর্থং? দৃষ্টয়ে সত্যস্বরূপস্য আদিত্যপুরুষস্য প্রত্যক্ষত্বায়। অনেন মন্ত্রেণ সত্যধর্ম্মনামাদিত্যপুরুষ প্রাপ্তিরুক্তা। আদিত্যাত্তে ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তি। **"আদিত্যং গচ্ছন্ত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনম্"** ইতি শ্রুতেঃ ছান্দোগ্য ৮।৬।৫

তেজোময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। তাহা হে সূর্য্য! তুমি অপসারিত কর—সত্যধর্ম্মা আমি—আমি তাঁহাকে দেখিব বলিয়া।

মুমুক্ষু—হিরণ্ময় পাত্র ত এখানে সূর্য্যমণ্ডল। সূর্য্যমণ্ডলকে পাত্র বলিতেছেন কেন?

শ্রুতি—পান করা যায় যদ্দ্বারা তাহা পাত্র। সূর্য্যের রশ্মিজাল ঐ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর রস পান করেন এই জন্য তেজোময় সূর্য্যমণ্ডকে হিরণ্ময় পাত্র বলা হইল।

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে ত প্রার্থনা করা হইতেছে?

শ্রুতি—হাঁ। বিদ্যা ও অবিদ্যা বা সম্ভূতি ও অসম্ভূতির সমুচ্চয় উপাসনা শেষ করিয়া উপাসক দেহান্তকালে আত্মার অমৃতত্ব প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ সূর্য্যকে প্রার্থনা করিতেছেন।

মুমুক্ষু—সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। এখানে কি লক্ষ্য করা হইতেছে?

শ্রুতি—তুমি কি বুঝিয়াছ তাহাই বল।

মুমুক্ষু—"সত্যের মুখ" ইহার দুই প্রকার অর্থ করা হইয়াছে।

(১) সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রহ্মের দ্বার আচ্ছাদিত।

(২) সত্যস্বরূপ উপাস্য দেবতার প্রাপ্তি দ্বার আচ্ছাদিত। আদিত্য মণ্ডলস্থ অবিনাশী পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের বিগ্রহ আচ্ছাদিত।

ব্রহ্মে প্রবেশ করিবার পথ তেজোময় আদিত্য মণ্ডল দ্বারা আচ্ছাদিত ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতে সত্য অর্থে ব্রহ্ম এবং মুখ অর্থে প্রবেশ দ্বার। অন্যরূপে যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের মতে সত্য হইতেছেন উপাস্য দেবতা—শ্রীভগবান্—নারায়ণ। মুখ অর্থে বিগ্রহ, শরীর।

শ্রুতি—নিরাকার ব্রহ্ম অথবা সাকার ভগবান্ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আচ্ছাদিত—জ্ঞানমার্গের ও ভক্তিমার্গের এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার প্রমাণ দিতে পার?

মুমুক্ষু—সত্য অর্থ ব্রহ্ম। **"তস্য হ বা ব্রহ্মণো নাম সত্য"** ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।৩।৪—ইহা বলিতেছেন।

ঐ ছান্দোগ্য শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন **"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণ:"** ইহাতে ভগবানের মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। এই শ্রুতি অবলম্বনে শাস্ত্রান্তরে যে নারায়ণের ধ্যান বলা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার রূপের কথা এইরূপ—"ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ূরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খ চক্রঃ"।

শ্রুতি—নিরাকার ও সাকারের সমন্বয় করিতে পার?

মুমুক্ষু—শ্রুতি বহুস্থানেই **"সত্যমেব সঃ"** **"সত্যং ব্রহ্মেতি"** **"সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম"** ইত্যাদি সোপাধিক ব্রহ্ম উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক ৫ম অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণ। সচ্চ ত্যচ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তঞ্চ সত্য ব্রহ্ম পঞ্চভূতাত্মমিত্যেতৎ।

বৃহদারণ্যক পঞ্চমের প্রথম ব্রাহ্মণে আছে **"ওঁ খং ব্রহ্ম"**। ভগবান্ উবটাচার্য্য এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় যে উপাসনার কথা বলিয়াছেন তাহাতে সমুচ্চয়ের উপদেশ আছে। উবটাচার্য্য বলিতেছেন—

ওঁ খং ব্রহ্ম। ওঁ ইতি নাম নির্দ্দেশঃ। খমিতি রূপ নির্দ্দেশঃ। আকাশরূপং ব্রহ্ম ধ্যায়েৎ। (৩২ পৃষ্ঠা দেখ)

যেমন সাকার উপাসনায় নাম ও রূপ থাকে সেইরূপ এখানে ওঁ হইতেছে নাম এবং আকাশ হইতেছে রূপ। ওঁ নাম জপিয়া আকাশরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিবে। আপনাকে উপাস্যরূপে ভাবনা করাই উপাসনার শ্রেষ্ঠ প্রকার। এখানে আকাশরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে আপনাকে সর্ব্বব্যাপী আকাশ মত ভাবনা করিবে। যে আমি দেহে অভিমান করিয়া দুঃখী সেই আমি আকাশের মত

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥৹ টাকা, মোট ১৩॥৹ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৹ আবাঁধা ১৷৹।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৷৹ আনা বাঁধাই ১৷৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥৹ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৷৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৷৹ আনা (৩) লক্ষীরাণী—১॥৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—॥৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.
Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

মূল্য বাঁধাই ১৷৹। আবাঁধা মূল্য ১৷৹ পাঁচসিকা

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ—নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ত্ব, লীলা, নাম কীর্ত্তন—সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে ঋষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ত্তনের জন্য ইহা বিরচিত।

মূল্য বাঁধাই ॥৹ আট আনা। আবাঁধা ।৹ চারি আনা

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল

বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৷৹ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজামবাহাদুর, শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ত্রিবাঙ্কুর, যোধপুর, ভরতপুর, পাতিয়ালা ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাদুরগণের এবং অন্যান্য স্বাধীন

রাজন্যবর্গের অনুমোদিত, বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত—

কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের

জবাকুসুম তৈল।

গুণে অদ্বিতীয়! **শিরোরোগের মহৌষধ** গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকে না, মাথায় টাক পড়ে না। যাঁহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে জবাকুসুম তৈল নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ হইতে সামান্য কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে মুগ্ধ। জবাকুসুম তৈলে মাথার চুল বড় নরম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া, রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্য্যন্ত অতি আদরের সহিত জবাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাশুল ।০ আনা। ভিঃ পিতে ১।৵০। ডজন (১২ শিশি) ৮৸০ আনা।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন।

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রিট,—কলিকাতা।

বিজ্ঞাপনদাতাকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "উৎসবের নাম উল্লেখ করিবেন

[illegible]

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্ত ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

২০শ বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩৩২ সাল। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

[illegible]

শ্রীভগবানের কৃপায় "উৎসব" বিংশ বৎসরে পদার্পণ করিল। যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগৎ নিয়ন্ত্রিত, "উৎসবে" শাস্ত্র প্রচারও তাঁহারই ইচ্ছায় চলিতেছে, নতুবা এই দুর্দ্দিনে ইহার এইরূপ দীর্ঘজীবন কদাচ সম্ভবপর হইত না। আমরা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক কৃপা ভিক্ষা করিয়া "উৎসবের" গ্রাহক, গ্রাহিকা এবং অনুগ্রাহকগণকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভ্রম, প্রমাদ এবং ক্রটী থাকা খুবই সম্ভব। তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। "উৎসব" সাধারণের, আমরা কেবল সেবক মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—"উৎসবের" গ্রাহক মহোদয়গণ মধ্যে যদি কেহ "উৎসব" পাঠে উপকৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন—তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা ইহার প্রচার এবং স্থিতিকল্পে তাঁহারা যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহাদের বন্ধু, বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন মধ্যে ইহার প্রচার জন্য চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিব।

গ্রাহক মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত "উৎসবের" চাঁদা দেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব মনিঅর্ডার করিলে বাধিত হইব।

বিনয়াবনত—

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে ॥

২০শ বর্ষ } আষাঢ় ১৩৩২ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

নীরব সঙ্গীত।

নীরব নিথর নিশা বসুধায় নাহি কলরোল,
অন্তরে বাহিরে এবে থামিয়াছে সকল কল্লোল;
আত্মারাম আপ্তকাম ধ্যানমগ্ন তাপসের মত
সুবিশাল আকাশের স্নেহ-আর্দ্র আঁখি দুটী নত।

এ হেন বিশ্রাম-সুখে সুপ্ত যবে ধরণীর প্রাণী
কোন মহাশূন্য হতে আসে কালে অসীমের বাণী?
নিখিল ভুবন যেন এক ক্ষণে লভেছে নির্ব্বাণ,
নীরব বীণায় তুলে কেবা হেন সুমধুর তান?

সীমাহীন মহাউর্দ্ধে বাজে যেন অনাহত ধ্বনি
সেই গান শুনি একা কেটে যায় বিনিদ্র রজনী,
বরষার ধারা সম সে নীরব সঙ্গীত মাধুরী
ঝরে পড়ে ত্রিভুবনে সুনিবিড় মহাকাশ জুড়ি'।

কোথা সেই ভূমালোক যেথা নিত্য গীত-উৎস হ'তে
অনাদি নীরব গান উথলিয়া আসে শ্রুতি পথে!

এমন কি চিরদিন সুমহান সে চরণ ঘেরি'
উঠে নব নব গীত, কভু বাজে অনাহত ভেরী।

ঘন যবনিকা ঢাকা স্তব্ধ শান্ত গগনের তলে
রণিয়া রণিয়া সুর উঠে বিশ্বে প্রতি পলে পলে
প্রলয় ঝটিকা শেষে মৌনী যেন প্রকৃতি সুন্দরী
নীরব সঙ্গীতে পূজে নিজ দেবে হেন রূপ ধরি'।

নিবিড় আঁধার কোলে ঘুমন্ত এ ধরণীর মাঝে,
কি জানি কোথায় কোন কুঞ্জবনে বিশ্ববীণা বাজে,
নৈশ নীরবতা গর্ভে সেই ধ্বনি ধীরে হয় লীন
শুধু ঝঙ্কারের রেশ খেলে প্রাণে অতি মৃদু ক্ষীণ।

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গাঙ্গুলী এম, এ।

পরিশ্রান্তের বিশ্রাম।

শ্রাবণের বারিধারার মত অবিরত চিন্তায় চিত্ত পরিশ্রান্ত। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মন নিরন্তর ছুটিতেছে। বাহিরে যাহা দেখিতেছে, যা শুনিতেছে তাহাতেই চিত্ত বেগে ধাবিত হইতেছে। শান্ত করিতে গেলে ইহা শান্ত হয় না। শান্ত হইবার জন্য ইহার সম্মুখে যা আন তাহাই এ বড় লোক সমুদ্রের মৃত তীরে ফেলিয়া দিয়া মদোন্মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যেখানে ইচ্ছা সেখানে ধাবিত হইতেছে। চিত্ত গজ অঙ্কুশ প্রহার অগ্রাহ্য করিতেছে। আহা! এই করিব, এই করিতে হইবে ইহা লইয়াও এটা বড় ব্যস্ত বড় পরিশ্রান্ত।

যেখানে গেলে কোন চিন্তা থাকেনা, কোন আশঙ্কা থাকেনা, কোন ইচ্ছা থাকেনা, কোন দৃশ্য দর্শন থাকে না, যেখানে গেলে চিত্তটা পূর্ণ হইয়া গিয়া শান্ত স্থির হইয়া যায় তাহাই ইহার বিশ্রাম স্থান। প্রতিদিন সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে এটা সে স্থানে যায় সত্য, কিন্তু থাকিতে পারে না, স্বভাব ছাড়িতে পারেনা। ঈশ্বর ভাবনায় এটা যদি সেই নাড়ী পথে যাইতে পারে তবে এই পরিশ্রান্ত চিত্তের বিশ্রাম হয়।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে "সত্যপরং ধীমহি" মনে ভাসিল। এই "সত্যংপরং" আপন মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া অবস্থিত। এই পরম সত্য ভিন্ন অন্য যাহা কিছু দৃশ্য দর্শন সমস্তই মায়ার কুহক। এই সত্যং পরং এর উপরে এই বিচিত্র সৃষ্টি ভাসিয়া সত্যের মুখ ঢাকিয়া এই সত্যকেই মিথ্যা জগৎ রূপে দেখাইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত কিসে ডুবিয়া গেল আর কোন শব্দ কর্ণে আসিল না কোন ভাবন ও চিত্তে ভাসিল না। আহা কি সুন্দর অবস্থা। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! যখন সব স্থির হইয়া গিয়াছে তখন গৃহে কে আসিল—ঐ অবস্থা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। স্মৃতিতে উহাই জাগিতেছে সত্য—আবার যাইতে চেষ্টা করিলাম—যাইতে পারিলাম না। মহাপুরুষ বলেন "শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই শ্রীগুরু"। শ্রীগুরুর কৃপা না হইলে ঐ অবস্থায় স্থিতি লাভ হইবে না—ঐ অবস্থা আয়ত্বে আসিবে না।

ভগবান্ কৃপা কর—পরিশ্রান্তকে বিশ্রাম ভূমিতে আনিয়া দাও। দিনত আর নাই। সকলইত সংক্ষেপ হইয়া আসিল। কৃপা কর, কৃপা কর— আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

এই দৃশ্য দর্শনটাই প্রবল মায়া। ইহা তোমারই মায়া। বড় দুরত্যয়া এই মায়া। শরণ লইলাম প্রভু কৃপা কর। চক্ষুকে ভিতরে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে সুন্দর, যাহার মূর্ত্তির মত আর কিছুই নাই—সেই তোমার মনোভিরাম নয়নের সন্ধানে নিযুক্ত করিলাম, কর্ণকে তোমার মনোভিরাম কথা শ্রবণে—অন্য সকল কথা শ্রবণ হইতে নিরস্ত করিয়া—স্থির হইয়া—অপেক্ষা করিয়া থাকিতে নিযুক্ত করিলাম। আহা অপেক্ষা করা যে বড় সুখকর। অপেক্ষার সুখে তোমার আগমনের সাড়া যেন হৃদয়ে আইসে। তুমি ডাকিবে আমি কাণ পাতিয়া সেই অপেক্ষায় আছি। গুরু বলিয়া গেলেন শবরি! রাম আসিবেন এই পথে। তুমি প্রত্যহ এই পথ পরিষ্কার করিয়া তাঁহার আগমনের জন্য অপেক্ষা কর। তিনি আসিবেনই। প্রত্যহ পথ পরিষ্কার করি আর চক্ষু বুঝিয়া স্থির হইয়া শুনি তার পায়ের সাড়া বুঝি এই পাই। তোমার চরণ কমল আমার মস্তকে যেন স্থাপিত হইল।—এই যেন ধীরে ধীরে চরণ কমল আমার জ্বলিত মস্তক স্পর্শ করিতেছে—আমি স্থির অতি স্থির হইয়া সেই স্পর্শ যেন এই আসিল এই আসিল—ভাবনা করিয়া স্থির হইয়া আছি। এই ভাবে চক্ষুকর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বককে তোমার অপেক্ষায় বসাইয়া রাখিতে হয়। বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয় যাহা পারে করুক কিন্তু ভিতরে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি তাহাদের রাজার সহিত তোমার সাড়ার অপেক্ষায় থাকুক আর বুদ্ধি তোমার

"সত্যংপরং"—তোমার তেজোমণ্ডিত করিয়া অক্ষিত স্বরূপের ভাবনা করুক—এই ভাবে জীবন কাটাইতে পারিলে বুঝি বিশ্রান্ত পাই। তাই তোমার শরণ লই। তাই তোমার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। আহা! হইবে কি এই অপেক্ষা?

নিত্য ক্রিয়াদি করিয়া "বিজয়" মা মা করিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কবে মা আসিয়া ডাকিবেন "বিজয়" এই অপেক্ষা করিতেছে। বড় স্থির হইয়া এই অপেক্ষায় থাকিতে হয়। যে চরণের জন্য তুমি বড় ব্যস্ত এই নাও সেই চরণ। আর ধীরে ধীরে শ্রীগুরু শ্রীভগবানের হস্ত ধরিয়া পাষাণীর বক্ষে ইহা স্থাপিত করিতে বলিলেন। যুগ যুগান্তরের পাষাণ। পাষাণ ভেদ করিয়া সুন্দর কে ভাসিল। বাহিরের খোলস ছুটিয়া গেল। সুন্দর মূর্ত্তি—সুন্দর চক্ষু সেই পদ্ম-পলাশলোচনে বসিল। ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখ পদ্মে স্থির হইয়া গেল। আহা এই অপেক্ষা বড় সুন্দর।

অপেক্ষা কর মিলিবেই। ভিতরে মিলন—কল্পনাতেই মিলন হউক—বাহিরে সে আসিবেই। ইহাই পরিশ্রান্তের বিশ্রাম।

মনে রাখিয়া কাজ করিতে পারিবে ত? নাম ত জপ কর। সেই সত্যং পরং এর মুখ হিরণ্ময় পাত্রে আচ্ছাদিত। যদ্দারা পান করা যায় তাহাই কিন্তু পাত্র। তীব্র জ্যোতিতে মুখ ঢাকা। মনে রাখ ইহা। তার পরে সে আসিয়া নাম ধরিয়া ডাকিবে—এই ডাক শুনিবার জন্য তুমি কর্ম্মেন্দ্রিয় যে বাক্য তাহা দ্বারা জপ করিয়াও জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে করিতে জপিতেছ—এই ভাবে জপ কর—হইবেই নিশ্চয়। নিশ্চয় ভিতরে পাইবে। শেষে বাহিরে।

নিদানের বিধান অভ্যাস।

অদ্ভুত স্থান—অদ্ভুত বিক্ষেপ। সন্ধ্যার সময়, জপের সময় চমৎকার বিক্ষেপ উঠিতেছে। এইরূপ বিক্ষেপ উঠিলে পূর্ব্বে কত ভয় হইত, এখন কিন্তু ভয় হইলনা, হাসি আসিল। মনে হইল, এইরূপেই বুঝি নিদানের বিধান দেখান হইতেছে।

মনে হইল তুমি মঙ্গলময়—যেন তুমি দেখাইয়া দিতেছ—যখন এই দেহ ছাড়িয়া যাইবে তখন কিন্তু এইরূপ ভাবেই বিক্ষেপ উঠিবে। তখন কিন্তু কাহাকেও

কথা কহিয়া বলিবার উপায় থাকিবেনা। এখন হইতে যদি উপায়টা অভ্যাস করিয়া রাখা যায় তবে বুঝি নিদানের বিধানে তোমার করুণা অনুভবে আসিলেও আসিতে পারে—আহা! তখন তুমি না দেখিলে আর কে দেখিবে?

এখন বিক্ষেপ ত উঠিতেছে—আর তাহা অগ্রাহ্য করিয়া নাম করাও হইতেছে। তখনও বিক্ষেপ উঠিবে—লোকে কিন্তু তাহা জানিবেনা, বা দেখিবেনা, ভিতরেই চলিবে।

নিদান কালে বন্ধু বান্ধব, কন্যাপুত্র—নাম ডাকিবে, নাম শুনাইবে, গীতা পড়িবে, রামায়ণ শুনাইবে।

শেষের দিনের অবস্থায় আপনাকে আনিয়া নাম জপ করিতে বলি—আপনাকেই বলি -অন্যে যদি শুনিতে চায় তাহাদিগকেও বলি।

শেষকালে—যদি সে সৌভাগ্য থাকে—তবে লোকে ত নাম ডাকিবেই। এখন কিন্তু এই—বিক্ষেপ কালে, এই বিক্ষেপকেও সেই বিক্ষেপ মনে ভাবিয়া, নিতান্ত অসহায় এই নিজেকে নিজেই নাম ডাকাও। কূটস্থে প্রণবের বিন্দুতে চক্ষু আটকাইয়া, জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর ভিতরে ইষ্ট দেবতাকে, পরমেশ্বরকে ভাবিয়া ভাবিয়া—ধ্যান করিতে করিতে—নাম কর—নাম শুনাও। এই অভ্যাস—যতটুকু পার—করিয়া চল; শুধু আমার বুঝি কিছুই হইলনা—কিছুই হইবে না—ভাবিয়া বিমনায়মান হওয়ায় লাভ কি? যা হয় হউক—সহ্য কর আর "তোমার আমি" বলিয়া বলিয়া নাম কর। আর ক্ষমাসার তুমি—করুণা বরুণালয় তুমি—ইহা স্মরিয়া স্মরিয়া নাম কর।

ঐ শুন—লোকটি—লোকে বলিতেছে পাগল—কিন্তু সর্ব্বদা কেমন নাম করিতেছে। আহা! কি সুন্দর অভ্যাস করিয়াছে—কেমন সর্ব্বদা, দিবারাত্রি দীর্ঘ প্রণবের সঙ্গে বলিতেছে—

ওঁ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

লোকটি প্রণবের সঙ্গে নাম করিতেছে—সকলে যখন প্রণবের অধিকারী নহে তখন প্রণব বাদ দিয়া নাম কর বড় ভাল হইবে। যাঁহার অধিকার আছে, ঋষিগণ যাঁহাকে সে অধিকার দিয়াছেন তিনি দীর্ঘ-প্রণবের সঙ্গেই নাম করিতেও পারেন।

তাই বলিতেছিলাম নিদানের বিধান এখন হইতেই আরম্ভ কর। কবে নিদান কাল দেখা দিবে তাহাত সঠিক জানা নাই—কিন্তু প্রথম হইতেই প্রস্তুত থাকাই অত্যন্ত মঙ্গল জনক।

চিরশান্তি-চিরতৃপ্তি-চিরপ্রেম-চিরকরুণা।

ছোট করিয়া দেখ—অশান্তি—অতৃপ্তি—অপ্রেম—অকরুণা। বড় হইয়া দেখ চিরশান্তি—চির করুণা--চির প্রেম—চির তৃপ্তি।

যাহা চির শান্তিময়—চির করুণাময়—চির প্রেমময়—চির তৃপ্তিময়—কেমন তুমি? কেমন আমি?

যাহার যেমন রুচি—যাহার যেমন অধিকার। কেহ ভালবাসেন

প্রাতঃ স্মরামি হৃদি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বং
সচ্চিৎ সুখং পরম হংসগতিং তুরীয়ম্।
যৎ স্বপ্ন জাগর সুষুপ্তমবৈতি নিত্যং
তৎ ব্রহ্ম নিষ্কলমহং ন চ ভূতসংঘঃ।

এই প্রভাত কাল—এই মাত্র জাগিলাম—কোথায় যেন ছিলাম—কোথা হইতে যেন আসিলাম—বাহিরে যেন কে ঠেলিয়া আনিতেছে—এখনও কিন্তু পূর্ণ বাহিরে আসি নাই। এখনও হৃদয়ে আছি। স্মরণ করিতেছি হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের স্ফুরণ—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—পরমহংস গতি—তুরীয় (চতুর্থ)। ইনিই জাগিতেছেন—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ইনিই নিত্য অভিমান করেন। সদা জাগ্রত থাকিয়াও সুষুপ্তিতে যেন আসেন। আসিয়া দেখেন "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি-ভাতি সর্গৈব ব্রহ্মবৎ" সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নবৎ প্রকাশিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টিবৎ প্রকাশিত। আগ আমিই এই স্বরূপ আমিই এই আত্মতত্ত্ব—পূর্ণব্রহ্ম—আর সমস্তই ভূত—ভূত সংঘ আমি নই। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ"—স্বরূপই প্রাপ্তির বস্তু অন্য সমস্তই স্বরূপের উপরে মায়ার ইন্দ্রজাল। আবার কেহ ভাল বাসেন—

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথ মুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশাল নেত্রম্।
কর্ণাবলম্বি-চল-কুণ্ডল-শোভি গণ্ডং
কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়নং নয়নাভিরামম্॥

এই প্রভাতে প্রভাতী গাহিয়া হৃদয়গুহাশায়ী জগন্নাথকে কেহ জাগাইতেছেন "জাগিয়ে কৃপানিধান পঞ্ছীগণ বোলে। শশী কি কিরণ মন্দভই, চকই পিয়া

মিলন গই, ভৃঙ্গ করত গুঞ্জগান, পল্লব দ্রুমডোলে।" আহা! ইনি জাগিয়াছেন—হৃদয়ে জাগিয়া বসিয়াছেন—আমি দেখিতেছি—দেখিতেছি "গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো—কোটি চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মদন হারো"—আহা! স্মরণ করিতেছি রঘুনাথের মুখারবিন্দ—আহা! কি সুন্দর কি সুন্দর! কি সুন্দর! মন্দ মন্দ হাস্য—কি সুন্দর মধুর বাক্য—কত সুন্দর এই বিশাল নেত্রের মধুর দৃষ্টি। কর্ণে চঞ্চল কুণ্ডল—আহা! চলৎ কুণ্ডল সুন্দর শ্যাম গণ্ডস্থলে প্রতিফলিত হইয়া গণ্ডস্থলের কি শোভা বিস্তার করিয়াছে। আর এই কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়নের দয়মান দৃষ্টি কি মনোভিরাম। "দেখ হুঁ খোঁজি ভুবন দশচারী। কহঁ অস্ পুরুষ কাঁহা অসি নারী॥ চতুর্দ্দশ ভুবন খুঁজিয়া দেখ রামের মত পুরুষ কোথায় আর সীতার মত নারীই বা কোথায়?

রুচি ভেদে—অধিকার ভেদে—দর্শন ভেদ। নতুবা শ্রুতি এই একেকেই এই এই রূপে দেখাইতেছেন—যে যেমন ভাবেন তিনি সেইরূপই দেখেন।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশা ১৫

হিরণ্ময়—জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা—হেমবৎ প্রকাশময়—পাত্রাকারে—রসপান-কারী রশ্মি সকল যেখানে অবস্থিত সেই তেজোময় মণ্ডল দ্বারা সত্যস্বরূপ আদিত্য মণ্ডল স্থিত ব্রহ্মের—আদিত্যমণ্ডলস্থিত পুরুষোত্তমের—রবিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সীতারামের মুখ—স্বরূপ অথবা লীলাবিগ্রহরূপ—প্রধান রূপ আচ্ছাদিত। হে সূর্য্যদেব! হে জগৎপোষক তুমি—তোমার রশ্মি জাল অপসারিত কর। আমি ভৃত্যভাবে বলিতেছিনা—সত্যধর্ম্মা আমি—আমি আমার স্বরূপ দেখিব। ঐ রূপ দেখিব।

বলিতেছিলাম রুচিভেদে—অধিকারী ভেদে দর্শন ভেদ।

২

স্থির সুখাসনে উপবেশন কর। করিয়া ভাব দেখি কোন অভাব নাই—কোন সঙ্কল্প নাই—কোন কর্ম্ম ও নাই। আমি—আমি—আমি—জপ দেখি কি পাও? আছি—আছি—আছি—দেখিতেও পাইনা—আঁকিতেও পারিনা—অনুভবে পাই "আছি" কোন আকার নাই, কোন অবয়ব নাই—শুধু আছির অনুভব। জরামরণ নাই, ক্ষুধা পিপাসা নাই, শোক মোহ নাই—এই আমি—স্বরূপ আমি। ভাবিতে পার ইহা? যদি পার—চিরতরে পার—তবে চিরশান্তি—

চিরতৃপ্তি বুঝিবে। না হয়, যতক্ষণ পার—ততক্ষণ শান্তি—ততক্ষণ তৃপ্তি বুঝিবে।

সকল দিন এই "তুমিই আমি" ভাবনায় কি রস পাও? নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিয়া স্থির হইয়া যখন ভাবনা কর আমার কোন সঙ্কল্প নাই, বাসনা নাই, ভাবনা নাই, কর্ম্ম নাই—আমি পূর্ণ—আমিই আছি—আর কিছুই নাই—অতি ক্ষণ-কালের জন্য হইলেও কিছু একটা অবস্থা হয়। হয় বটে কিন্তু থাকেনা। থাকিবে কিরূপে? সদাচার নাই, আহার শুদ্ধি নাই, মনের নিগ্রহ নাই, চক্ষু কর্ণের নিগ্রহ নাই—সাধনায় অভ্যাস নাই—থাকিবে কেন? তুমিই আমি যখন স্থিরত্ব না আনে তখন না হয় অভ্যাস কর "তোমার আমি"। তোমার আমি ভাবনাতেও তোমার রূপে গুণে, লীলায় দৃষ্টি পড়িলেও স্থিরত্ব আসিবে—আনন্দের স্থির স্থির ভাব দেখা দিবে। আসে বটে ইহাও কিন্তু থাকেনা—সকলই যে ক্ষণিক হইয়া যায়? অনুগ্রহ ভিন্ন কিছুই স্থায়ী হইবে না।

৩

সত্যই—অনুগ্রহ ভিন্ন কিছুই হইবে না। অনুগ্রহ কোথায় হয় জান? মহাপুরুষ বলেন শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই গুরু। এই শ্রীগুরুর অনুগ্রহ চাই। অনুগ্রহ প্রাপ্তি জন্য কি চাই? আপনাকে নিগ্রহ কর ভগবানের অনুগ্রহ পাইবেই। অনুগ্রহ অনুভবের একমাত্র লক্ষ্য কি? অনুগ্রহ ও নিগ্রহের অর্থ বুঝিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইবে। অনু অর্থ পশ্চাৎ গ্রহ অর্থ গ্রহণ। আর নি অর্থাৎ নির্গত আর গ্রহ অর্থ গ্রহণ সর্ব্ব প্রকার গ্রহণ আপনা হইতে নির্গত করিয়া ফেল, পশ্চাৎ দেখিবে ভগবান গ্রহণ করিয়াছেন। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি। চক্ষু কতই দেখিল, কর্ণ কতই শুনিল—চক্ষু কর্ণাদি রূপাদি গ্রহণ করা ছাড়িল কৈ বিচার কর। যদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে অভ্যাস কর তবে তুমি কিছু না কিছু পাইবেই। ভগবানকে লাভ করিবার প্রথম কার্য্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। ইন্দ্রিয় যাহা এত দিন ধরিয়া দিল তাহা কতক্ষণের জন্য? সবই ত ক্ষণিক—তবে আর কি দেখিবে—কি ভোগ করিবে বল? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর। নিগ্রহ করিয়া ফাঁকা হইয়া থাকিতে পারিবে না। চক্ষু কর্ণাদিকে গোবিন্দ মুখারবিন্দ দেখাইতে—সীতারাম চরণার-বিন্দ দেখাইতে—তাঁহার কথা শুনাইতে ব্যাকুল কর। তুমি ত কখন দেখিলেনা—শাস্ত্রে যাঁহারা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন তাঁহাদের দেখা শুনায় নিজে দেখিতে শুনিতে চেষ্টা কর—করিয়া তৃপ্তি অনুসন্ধান কর—স্থির হইয়া যাও।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহের পরে মনোনিগ্রহ। মনত কতদিন ধরিয়া কত ভাবিল, কত, পুরাতন ভাবনার "জাত্তর" কাটিল—কি পাইলে বল? কিছু না—সব ক্ষণিক—সব অসার। মনকে পুরাতন ভাবনা ছাড়াও নূতন ভাবনা দাও। খুব ঘন ঘন—আগ্খালি পাতালি—শব্দ করিয়া নাম কর। ক্ষণ কালের জন্যও ভাবনা ছাড়ে কিনা দেখ। এই ক্ষণকে দীর্ঘ কর। করিয়া মনকে ঈশ্বর ভাবনা করাও। সব ক্ষণিক—সব অসার—কি আর ভাবিবে? ভাবিতে হয় মহাপ্রলয়ের ভাবনা কর—কিছু নাই একমাত্র তিনিই আছেন—আপনি আপনি সগুণ হইলেন—স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষ লোকে—যাহা আছে সব হইলেন—সকলের ভিতরে আসিয়া আত্মা হইলেন—আবার এই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম, বাচোভিরাম মূর্ত্তিতে আসিয়া পৃথিবীর পাপভার দূর করিয়া গেলেন—আবার আসিবেন—আবার দূর করিবেন। এই ভাবনায় মনের অন্য ভাবনা দূর কর। শেষে স্বরূপ ভাবনায় স্থির শান্ত তৃপ্ত হইতে অভ্যাস কর পরং সত্য তিনি—তিনিই মায়ার সমস্ত কুহক দূর করিয়া নিজ মহিমায় অবস্থিত এই সত্যংপরংকে ধ্যান কর। আর সব মায়া।

বুঝিলে নিগ্রহ করিলে অনুগ্রহ লাভ কিরূপে হয়? পুত্র যদি কিছুই গ্রহণ না করে—কিছুই যদি না চায় তবে পিতা মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করেন। তুমি জগতের কোন কিছু গ্রহণ করিতে যখন না চাও—কোন ভোগই যদি তোমার রুচিকর না হয় তবেই ত ঈশ্বর তোমায় কোলে লইয়া পূর্ণ করিয়া দিবেন। তুমি কিছুই চাওনা বলিয়া ঈশ্বর তোমার হইবেন--হইয়া তোমায় পূর্ণ করিয়া দিবেন। ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ কর—হুঁসিয়ারে থাকিয়া ইন্দ্রিয়কে মনকে ভোগ ত্যাগ করাও—আর ঈশ্বরের পশ্চাৎ গ্রহণ বা অনুগ্রহ অনুভব কর।

নিগ্রহ করিয়া অনুগ্রহ অনুভব কর, যত যত পারিবে ততই শান্তি, তৃপ্তি, প্রেম, করুণা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। এই জন্যই শাস্ত্র ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ও মনো নিগ্রহের সাধনার কথা এত বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম দম সাধনা আর মনো নিগ্রহের নাম শম সাধনা।

শম দম সাধনা সতর্ক হইয়া কর—বড় উপকার হইবে—এই সাধনা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে।

ভাষা-ভাব-মন।

ভাবের পুটলী ভাষা, আবার ভাষার পুটলী ভাব, ভাষা ও ভাবের আলম্বন মন। সাধু ভাষা—শ্রুতি, অনুশীলন কর, দেখিবে চিত্তাকাশে রাশি রাশি সদ্‌ভাব-নিচয় নানা রঙ্গে খেলিতে থাকিবে, ইহাও যেমন ঠিক, তেমনই সাধু ভাব জাগাও· সাধুভাষা আপনি নির্গত হইতে থাকিবে। সাধুভাব কিরূপে জাগাইবে জান? চিত্ত ভূমি হইতে স্বভাবজ চিন্তা রাশি মুছিয়া ফেল, চিত্ত সত্ত্ব মার্জ্জিত কর, উহা হইতে নিত্যোদিত আত্মদেবের রশ্মি ছটার ন্যায় বিশুদ্ধ ভাবগর্ভিণী মাধ্যমিকা বাক্‌ বা বিশুদ্ধ ভাষা নির্গত হইবে।

কিন্তু এই কলিমল দূষিত চিত্তের এমন সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না—সকল সময়ে মার্জ্জিত চিত্তোচিত সদ্ভাব কুসুম প্রস্ফুটিত হয় না—ঋষি চিত্ত-জাত অম্লান কুসুম-শ্রুতি, ইহার সৌরভ ও সকল সময়ে সাধারণ চিত্ত ধরিয়া রাখিতে পারে না। যদি পারিত—তাহা হইলে বুদ্ধি বিকাশের পর হইতে এপর্য্যন্ত কত সুচিন্তা কত সদ্ভাব ও ত এচিত্তে ফুটিয়াছে—কিন্তু দুঃসময়েত তাহার একটী ও সাথের সাথী হয় না। সেই উচ্ছ্বলিত ভাব-প্রবাহ যাহা এক সময়ে উদ্বেলিত হইয়া অন্যের বেদনা-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের ম্লানতা দূরীকৃত করিয়া ছিল, আজ তাহা আপনারই হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর করে না কেন? অথচ ইহা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ মানব-ভাবের হাতে খেলার পুতল। ভাব যখন যে ভাবে হৃদয় রঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে—আত্ম-বিস্মৃত জীব সেই ভাবেই নাচিতে বাধ্য হয়, তাই ভাব-পরবশ জীবের কর্ত্তব্য—ভাবের দিনে দুর্দ্দিনের সম্বল ভাব-সঞ্চয় করিয়া রাখা। এই চিন্তা লইয়া কতগুলি ভাবোদ্বোধক ভাষা সংগ্রহ করা হইল। উদ্দেশ্য দুর্ব্বলতার সময় স্বচিত্তের বলাধান। যদি ইহা দর্শনে সমধর্ম্মী দুর্ব্বল জীবের কোনও উপকার হয়, ইহাই উৎসবে প্রকাশের উদ্দেশ্য। চরম উদ্দেশ্য শ্রীভগবৎ প্রীতি, সাময়িক চিন্তায় ইহা শুভ বলিয়া বোধ হইল, তাই বুঝিলাম ইহাতে তাঁহার প্রীতি হইবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত তাই লিখিতে আরম্ভ করিলাম, যদি প্রীতিকর হয় এই অনুষ্ঠান বাড়িয়া চলুক, অশুভ হয়, চিত্তাকাশের চপলা আপনিই লুকায়িত হইবে।

অন্যমনস্কতা।

শ্রুতি বলেন—যাং হ্যন্যমনা বাচংবদত্যা
সূর্য্যাবৈ সা বাগদেব জুষ্টা

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৫)

মানব অন্যমনস্ক হইয়া যে বাক্য উচ্চারণ করে উহা আসুরী বাক্, উহা দেব ভোগ্য নহে। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, যজ্ঞ—যাহাই করিবে অন্যমনে কর, দৈবী সম্পদ্ জাগিবে না আসুরী সম্পদ্ বাড়িয়া যাইবে। একদিকে শক্তির উপচয়ের পরিবর্ত্তে শক্তির অপচয় হইবে, পক্ষান্তরে ভগবদ্ ভাবের পরিবর্ত্তে অহঙ্কার জাগিবে।

সপত্নীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করা শাস্ত্র বিহিত,—সস্ত্রীকো ধর্ম্ম মাচরেৎ। অধ্যাত্ম রাজ্যে মন পতি, বাক্ পত্নী, এই দম্পতি যখন অনুরাগ সূত্রে গ্রথিত হইয়া জপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করেন, তখন কর্ম্ম সফল হয়, কর্ম্মের সাফল্য শ্রীভগবৎ প্রীতি-চিত্ত শুদ্ধি।

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ,
সহকারী সম্পাদক।

সত্যের সন্ধান।

মন জগতকে মিথ্যা বলিতে গিয়া, কেন ফিরিয়া আসিতেছ, সত্যই তাই, সত্যই জগৎ মিথ্যা, জগৎ সত্যই কল্পিত

শ্রূয়তে দৃশ্যতে যৎ যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা।
অসদেব হি তৎসর্ব্বং যথা সপ্ন মনোরথো॥

শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ।

যা শ্রবণ করা যায়, যা দেখা যায়, যা স্মরণ করা যায়, স্বপ্ন মনোরথের মত সে সমস্তই অসৎ। শাস্ত্র আশ্রয় কর, শাস্ত্র এক বাক্যে বলেছেন, জগৎ মিথ্যা, সবই মায়ার খেলা, সবই মায়া—

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতি রিত্যুক্তা, সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা।

শ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণ—

ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত, যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, একমাত্র সত্য পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ময় অদ্বয় রাম। বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না, প্রত্যক্ষ জগৎ দেখ্‌ছ, ওই সূর্য্য উঠিল,

ওই অস্ত গেল, ওই চন্দ্র তারাগণ সহ আকাশে শোভা পাইতেছে, এ কথন মিথ্যা হয়, এই পৃথিবী, এই জল, এই অনল, এই অনিল, ওই গগন, সবই কল্পিত একি সম্ভব? ওই বৃক্ষ শাখে পাখী ঝঙ্কার তুলিল, এ কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, অনুসন্ধান কর, বুঝিবে সব মিথ্যা, যাহা ভোগ্য বলিতেছ, তাহা মিথ্যা, যাহা অভোগ্য ভাবিতেছ তাহা মিথ্যা, অর্থের অভাব বলিয়া দুঃখী হইতেছ, তাহা মিথ্যা, অর্থাগমে সুখী হইতেছ, তাহাও মিথ্যা। ওই যে রমণীকে দেখিয়া কত সুখ দুঃখের কল্পনা করিতেছ, কত হাঁসি কান্নায় আকুল হইতেছ, কখন ভোগের আগুণ বুকে জ্বেলে, হাহাকার কর্‌ছ, কখনও বা ভোগ ত্যাগের জন্য উন্মাদ হইতেছ, এ দুইটাই মিথ্যা, বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? যদি বল এই নয়ন সমক্ষে সব দেখ্‌ছি, মিলনে সুখ, বিরহে দুঃখ, অনুভব কর্‌ছি, আমি বন্ধন গ্রস্ত হইয়া আছি, বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পরিত্রাহি চীৎকার কর্‌ছি, এ মিথ্যা কি প্রকারে হইতে পারে? দেখ তোমার দেখা, সুখ, দুঃখ, বন্ধন, পরিত্রাণ, সকলই মিথ্যা, তোমার রাম মহা ঐন্দ্রজালিক, তোমার সম্মুখে ভোজের বাজী হইতেছে; ওই যে জগৎ সংসার ঘর বাড়ী বৃক্ষ লতা নরনারী পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ দেখিতেছ, সব সেই ঐন্দ্রজালিকের খেলা, সেই একলা বহুরূপে খেলা কর্‌ছে, আর তুমি, খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে রামকে ভুলেছ, নিজেকে ভুলেছ, সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ, আরও শুন্‌বে, তোমার দেহটাও মিথ্যা। চমকিত হইও না, আরও শুন্‌বে মন তুমিও মিথ্যা; তাহা হইলে এ সব কে বল্‌ছে, কে শুন্‌ছে, শ্রোতা বক্তা কৈ? মন—এ স্থূল দেহ ছাড়া আর এক দেহ আছে, তাহার নাম সূক্ষ্ম দেহ।

পঞ্চপ্রাণ মনো বুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥

পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন তুমি ও বুদ্ধি এই লইয়া সেই সূক্ষ্ম দেহ—তাহার পর কারণ দেহ, সকলের অতীত আমি আছি, সেই আমি তোমায় বল্‌ছি কল্পনা ত্যাগ কর, স্বস্বরূপে ফিরে চল, মন জন্ম জন্মান্তরের সহস্র সহস্র কর্ম্মের বন্ধনে, কত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছ, একবার সব মিথ্যা ধারণা কর, তোমার স্বরূপ তুমি দেখ্‌তে পাবে, দিবানিশি যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছ, সব যন্ত্রণার অবসান হবে, ভোগ যে কত দুঃখের তাতো বুঝিতেছ, মিথ্যা বলে ত্যাগ কর, মিথ্যা মিথ্যা সব মিথ্যা, হায় বুঝেও বুঝি না, জেনেও জানি না, হে ঐন্দ্রজালিক আমি তোমার শরণাপন্ন,

হে প্রাণেশ্বর এ রহস্য ভেদ করা এ দীনের সাধ্যাতীত, আমি তোমার—আমি তোমার, ওগো আমি তোমার, আমার হাত ধরে নিয়ে চল, নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারলাম না, শক্তি দাও, তোমার করে নাও, মিথ্যা বুঝায়ে দাও, আর পারি না, ভোগের আসক্ত দূর করে দাও, ঘোর অন্ধকারময় কামনা তমসাচ্ছন্ন হৃদয় গুহা, ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতে ত আলোকিত হবে না, হে স্থির জ্যোতিঃ তুমি স্থির ভাবে এসে দাঁড়াও, আমার হারাণ জিনিস, সেই আমার "আমির" সন্ধান করিয়া লই, যেওনা আস্তে আস্তে ফিরে যেওনা, কামনার অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে যেওনা, সত্য সত্য নাথ প্রাণেশ্বর বলবার শক্তি দাওনা গা, আমি তোমায় ভাল বাসব, তোমার সঙ্গে প্রেম করব, আমায় শক্তি দাওনা গা, তোমার নাম পতিতপাবন, তোমার নাম দীন তারণ, আমার মত পতিত আর নাই, একথা বুঝিতে পারি না বুঝিয়ে দাওনা গা, দাও দাও দাও।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত

প্রবোধ

(দিগসুই চতুষ্পাঠি।)

"অনসূয়া"

অনসূয়া নিজ চরিত্র ও তপস্যা বলে প্রাচীন ভারতে রমণী গণের শীর্ষ স্থানীয়া ছিলেন। ইনি ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্তর্ষি দিগের অন্যতম মহর্ষি অত্রির পত্নী। এবং ভগবান চন্দ্রমা, দত্তাত্রেয়, ও দুর্ব্বাসার জননী। দণ্ডকারণ্যের পথে সীতাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। কবি কৃত্তি-বাস অনসূয়ার তৎকালের যে চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন উহা অতি হৃদয় মুগ্ধকর। তাহা হইতে আমরা দেবী অনসূয়ার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। কবি অনসূয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"দেখি মুনি পত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥
শুক্লবস্ত্র পরিধানাশুক্ল সর্ব্ববেশ।
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ॥
তপস্যা করিয়া মূর্ত্তি ধরেন তপস্যা।
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা॥"

দেশের এ দুর্দ্দিনে এস মা "অন্নপূর্ণা এস ঘরে ঘরে বিরাজ কর, এবং তোমার কৃপায় দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয়ের ন্যায় শত শত সন্তান আসিয়া দেশের দুঃখ দূর করুক॥

কুমারী সুধাহাসিনী রায়,
গৌরীপুর।

তমসা তীরে।

সুখ প্রসন্ন তমসার বারি। বাসনা বিমুক্ত যোগীর চিত্তের ন্যায় স্বচ্ছ ও রমণীয়। কুমুদ কহ্লার দামে সুসজ্জিত হইয়া ব্রীড়া বিহ্বলার ন্যায় তরঙ্গ ভঙ্গ রূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষঃস্থল আন্দোলিত করিয়া সুমন্দ গমনে তমসা কি জানি কাহার উদ্দেশে কুলকুল রবে ছুটিয়াছে? নদীর আকুলি বিকুলি আর কেহ শুনুক বা না শুনুক নদী কিন্তু আপন ভাবে আপন উচ্ছ্বাসে আপনি আত্মহারা। কি জানি কাহার জন্য নদীর এ ব্যাকুলতা? কোন সীমাশূন্য বস্তুর হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া আপনার সাধ আশা সকল তরঙ্গ ভঙ্গ লয় করিতে পারিলেই বুঝি নদীর নদী জীবন সার্থক হয়। উৎপত্তি স্থানে না মিশিতে পারিলে বুঝি কেহই শান্ত হইতে পারে না।

উপরে নীল আকাশে ভাঙা ভাঙা কুঙ্কুম বর্ণের মেঘমালা খেলা করিতেছে, নদী তীরে ছায়াদান করিয়া নীলবর্ণ বনরাজি বিচিত্র কুসুম পুঞ্জ ও কোমল রক্ত পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া নদীর কল গাথা শুনিতে যেন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মৃদুমন্দ পবন, কানন অঞ্চল ধীরে ধীরে দুলাইয়া তটিনীর বক্ষ স্পর্শ করিয়া যেন উভয়ের সখীত্ব সংস্থাপনে চেষ্টা করিতেছে, বন বিহগকুল কলোচ্ছ্বাসে বনভূমি পূরিত করিয়া যেন প্রীতিভাবে কাহার জয় গান করিতেছে। বলিতে ছিলাম মুনি বাল্মীকি তপস্যা দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছেন, বাল্মীকি সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তমসার মুকুর তুল্য স্বচ্ছ সলিল পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার হৃদয়ের ছবি দেখিতেছেন, নির্ম্মল হৃদয় নবদুর্ব্বাদল শ্যাম শ্যাম রূপে ভরিয়া গিয়াছে,

নদী বক্ষে শ্যাম শ্যাম ছায়া, শ্যাম শস্য শীর্ষ শ্যামল বনভূমি, আকাশ গিরি কানন সব জুড়িয়া, ভুবন ভরিয়া যেন শ্যাম স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুনি বাল্মীকির অন্তরও যেন শ্যাম শ্যাম রূপে ছাইয়া গিয়াছে, আপন হৃদয়ের সরসতা লইয়া যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই খানেই অনুরাগের রূপ অঙ্কিত দেখিয়া পুলকাঙ্কিত কায়ে শিহরিয়া উঠিতেছেন, মুনি ভাবিতেছেন, এমন সুন্দর আর কি আছে? অন্তরময় আত্মারামে যে রমণ করিতে পারে বাহ্য বস্তু দেখিবার শুনিবার তার অবকাশ কোথা? বহুরূপা প্রকৃতির লাস্য লীলায় সে তাহারই ঈপ্সিতের রঙ্গ দেখে, প্রকৃতির বহুরূপে সে আপন ইষ্ট মূর্ত্তিই দর্শন করে। সর্ব্ব-গুণাতীত সকল রসাধার রাম দর্শন যে করিয়াছে, রাম রাম জপ করিয়া রাম রসে যে মজিয়াছে, প্রকৃতি আর তাহাকে কোন্ প্রলোভনে কোন্ অনিত্য রসে কোন্ রূপে মুগ্ধ করিবে? সে দেখে প্রকৃতির এই সুন্দর মালা তাহারই প্রিয় অঙ্গের আভরণ, এই অলঙ্কার সেই পরম পুরুষের অঙ্গ সংলগ্ন বলিয়া প্রকৃতি এত সুন্দরী।

মুনি বাল্মীকি আজ প্রকৃতির সব রূপে আপন ইষ্টের মধুর রূপ দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—

সহসা—

"রণয়ণ মহতীং বীণাং গায়ন্ নারায়ণং বিভুম্"

জল স্থল অম্বরতল, কাননভূমি বীণা ঝঙ্কারে নাম গানে পরিপূরিত করিয়া শারদ শশীর তুল্য সুবিমল দীপ্তিতে সে স্থান জ্যোতির্ম্ময় করিয়া নারদ আগমন করিলেন।

পুষ্প মুকুল যেন এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল, মুনিবরের অর্চ্চনার জন্য ফুটিয়া উঠিল। তমসার বারি পুণ্যচরণ স্পর্শে পবিত্র হইবার জন্য উছলিত হইয়া ছুটিয়া আসিল, কুসুম পরাগ অপহরণ করিয়া মৃদুমন্দ পবন মহামুনিকে ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিল।

তমসা তীরে সেই নির্জ্জন বনভূমিতে উভয়ের সৎসমাগম উভয়কেই সুপ্রীত করিল, উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিয়া তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনু-রাগীর হৃদয়ে অনুরাগের ভাষাই ফুটিয়া উঠিল।

আপন প্রিয়ের নামোল্লেখ না করিয়া অন্যের নিকট তাহার গুণ শ্রবণে ভারি একটা বুঝি আনন্দ আছে?

বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! আপনি তো তপস্যা স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান লইয়া নিরন্তর হরিগুণ গানেই রত থাকেন, স্নানাদি দ্বারা শরীর শুদ্ধি

দেব দ্বিজ গুরু পূজা, সেবা প্রণাম ব্রহ্মচর্য্য, শরীর দ্বারা হিংসা না করা,—কায়িক তপস্যা,—আর প্রিয় শীতল ও সত্য বাক্য বলা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রণবের অর্থ ধারণা, বেদাভ্যাস, বাচিক তপস্যা, চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখা মৌন একাগ্রতা আত্মচিন্তা মনোনিবৃত্তি মানস তপস্যা,—সমস্তই আপনার লাভ হইয়াছে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এই পৃথিবীতে এমন কাহাকেও কি আপনি জানেন, যিনি বীর্য্যবান্ ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ সত্যবাদী সদা নিয়ম প্রতিপালন কারী, আর পবিত্র চরিত্রবান্ সর্ব্বভূত হিতে রত, বিদ্বান্, সকল কার্য্যে সমর্থ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়দর্শন, আত্মকাম, জিত ক্রোধ তপস্যা প্রভাবে অগ্নিকল্প, যিনি পরের গুণে দোষারোপ করেন না, সমরে যাঁহার ক্রোধ দেখিলে দেবতারাও ভয় পান, দেবর্ষে। আপনি যদি এমন কাহাকেও জানেন তবে আমাকে বলুন, এরূপ লোক দেখিতে আমার তীব্র বাসনা জন্মিয়াছে।

ত্রিকালজ্ঞ নারদ বাল্মীকির বাক্যে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, হে মুনে।

"বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা গুণাঃ"

তুমি যে সমস্ত গুণের কথা বলিলে, তাহা একাধারে নিতান্ত দুর্লভ, কিন্তু এমন লোক একজন আছেন যাঁহাতে এই সমস্ত গুণই পরিলক্ষিত হয়।

তখন দেবর্ষি বলিলেন "ইক্ষাকু বংশ প্রভবো রামোনাম জনৈঃশ্রুতঃ—ইক্ষাকু বংশে জন্মিয়াছেন, নাম তাঁহার রাম, নাম রূপ গুণ কর্ম্ম সকলই তাঁহার সুন্দর, সেই নিত্য সুন্দর চির সুন্দরকে চিন্তা করিলে অসুন্দরও সুন্দর হইয়া যায়, তেমন মনোভিরাম নয়নাভিরাম বচোভিরাম শ্রবণাভিরাম সততাভিরাম সদাভিরাম পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই, বর্ণ তাঁর স্নিগ্ধ, তিনি দ্যুতিমান্ কম্বুগ্রীব সুললাট পীনবক্ষ বিশালাক্ষ, সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্যামবর্ণ পুরুষ, ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ প্রজাহিতৈষী সাধু-স্বভাব সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্ব শাস্ত্রাভিজ্ঞ, তিনি সমস্ত জীবের রক্ষাকর্ত্তা সকল ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, এমন সর্ব্বলোকপ্রিয় এমন সাধু এমন অদীনাত্মা আর নাই, এমন প্রিয় দর্শন কেহ কখন দেখে নাই। তিনি—

"সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ"॥

মহাসাগরের জলরাশি যেমন অসীম, তেমনি রামের কোন আশয়ের সীমা কেহই করিতে পারে না, স্থির হিমালয় গিরিকে কিছুতেই যেমন কম্পিত করিতে

পারে না, রামের মনও সেইরূপ কি যুদ্ধে কি ইষ্টবিয়োগে কিছুতেই বিচলিত হয় না, সামর্থ্যে তিনি বিষ্ণুর মত, চন্দ্রের ন্যায় সকলের প্রিয় দর্শন, প্রলয়কালে অগ্নি জ্বালা যেমন অসহনীয়, ক্রোধকালে ইনিও সেইরূপ, ক্ষমা অর্থে—প্রতীকার সামর্থ্য সত্বেও অপকার সহিষ্ণুতা, এই ক্ষমাতে তিনি পৃথিবীর ন্যায়, ধন ত্যাগ বিষয়ে তিনি নব নিধীশের মত, আর সত্য বাক্য ব্যবহারে তিনি দ্বিতীয় ধর্ম্মের মত। শ্রীভগবানের অসীম গুণরাশি স্মরণে ভক্তের সর্ব্বাঙ্গে হর্ষজ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল, পুনঃ পুনঃ পুলকে প্রকম্পিত হইয়া ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ আবার বলিলেন—হে মুনে! সেই অনন্ত করুণাধারের অনন্ত গুণের কথা আর বা আমি কত বলিব? তাঁহার গুণ চিন্তায় আমার আমিত্ব হারাইয়া কোন এক মধুর ভাবে আমার সকল ইন্দ্রিয় গুলিকে ডুবাইয়া দেয়, তখন আর বলা কওয়া কিছুই হয় না।

আহা সত্যই তো! এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন লোকাভিরাম পুরুষকে দেখিতে পাইলে, এমন পুরুষের রূপ গুণ লীলা স্বরূপ স্মরণে কার না প্রাণ জাগিয়া উঠে? এমন মনের মানুষের সঙ্গ পাইলে এক দণ্ডও কি ছাড়িয়া থাকা যায়? এ মানুষের সন্ধান যে পায়, এ মানুষের সহিত যাহার পরিচয় হয়, এ মানুষের রূপ যে একবারও দেখিয়াছে, তার কি অন্য দেখা, অন্য অভিলাষ আর থাকে? এ মানুষকে পাইলে, এ মানুষকে দেখিলে, তখন আর কোন দেখা পাওয়াকে অধিক বলিয়া মনে হয় না, সে তখন সতত মনের মানুষকে মনে রাখিয়া এই মানুষের রূপ ধ্যান, এই মানুষের লীলা স্মরণ, এ মানুষের গুণকীর্ত্তন, এ মানুষের স্বরূপচিন্তা ভিন্ন ক্ষণমুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, সে তখন সবের মাঝে তার মনের মানুষকে দেখিয়া দেখিয়া আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। যাহাতেই চিত্ত একাগ্র করা যায় সেই একাগ্রের বস্তুই যে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমব্যোমে স্থিতিলাভ করাইয়া দেয়।

ভগবান্ বাল্মীকি তো এই মায়া মানুষে মন ধারণা করিবার জন্যই তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিয়াছিলেন। ঋষিগণের মতে ঘোর কলিযুগ অতিক্রম করিবার ইহা বড় সহজ উপায়। তুমি, আমি যদি এই লঘূপায় অবলম্বন করি, তবে সর্ব্ববিধ কল্যাণ হওয়াই সম্ভব, অভ্যাস করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? আহা সেই স্নিগ্ধবর্ণ একবার চিন্তা কর না? স্নিগ্ধবর্ণ কি কখন চিন্তা করিয়াছ? নবীন মেঘের বর্ণ স্নিগ্ধবর্ণ বটে, নব দুর্ব্বাদলের বর্ণও স্নিগ্ধবর্ণ, কালাম্ভোধর কান্তি স্নিগ্ধবর্ণ বটে, চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখনা কি স্নিগ্ধ রাম রাম রং মাখান! এই

তরুলতা, এই পর্ব্বত, এই হরিৎবর্ণ ক্ষেত্র, এই আকাশ কানন, কখন কি এই সকল দেখিয়া দেখিয়া তারে স্মরণ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক, তবে সেই পুণ্য চরিত্র হৃদয়ে একটু আলোচনা করিয়া পরে সেই স্নিগ্ধ রূপ রাশিতে চক্ষু রাখিতে অভ্যাস কর, বড় সহজেই শ্রীভগবান্ লইয়া থাকিতে পারিবে, আর তোমার ত্রিতাপতাপিত দেহ মন প্রাণ সব স্নিগ্ধ হইয়া যাইবে। দেবর্ষি রূপ ও গুণের কথা বলিয়া লীলার কথা বলিতে লাগিলেন।

এই রাম যৌবরাজ্যে সংযুক্ত হইবার দিনই পিতৃবাক্য পালন জন্য বনগমন করেন, প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করেন, শ্রীরামের প্রাণতুল্য হিতকারিণী পত্নী সর্ব্বশুভলক্ষণসম্পন্না নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বধূ, জনক কুলে আবির্ভূতা সীতাও শশীর অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায় রামের অনুগমন করেন।

নারদ তখন অন্তোপান্ত সমস্ত রামায়ণের ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া পরে বলিলেন, ইহাঁর রাজত্বে অকাল মৃত্যু থাকিবেনা, কোন রমণীকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না, সকল রমণীই পতিব্রতা হইবে, কাহারও অগ্নি বায়ু তস্কর ক্ষুধা কি জ্বরহেতু কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, তাঁহার রাজত্বে সত্য যুগের ন্যায় প্রজাগণ প্রমুদিত থাকিবে, রামরাজ্যে সমস্ত প্রজালোক হর্ষান্বিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, পুষ্ট ধার্ম্মিক হইবে, শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিবেন, তুমি এই রাজার চরিত্র বর্ণনা কর, এই রাজার পাপঘ্ন পুণ্য চরিত্র শ্রবণে বা পাঠে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হইবে, আর দুঃখী জীবের গতি লাগিবে। মুনে! তোমার মনোভূমিই রামের জন্মস্থান, ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি যাহা রচনা করিবে, শ্রীভগবান্ সেই সমস্ত লীলা প্রকাশ করিবেন, মুনে! তুমি যে চরিত্র লিখিবে তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগীশ্বর হইবে, ক্ষত্রিয় ভূপতি হইবে, বৈশ্য বাণিজ্যে লাভবান্ হইবে, শূদ্র মহত্বশালী হইবে।

বাক্যবিশারদ পুণ্যাত্মা বাল্মীকি ভক্তমুখে আপন প্রিয়তমের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ চিত্তে দেবর্ষিকে যথাবিহিত পূজা করিলেন।

হরিগুণ-গান-রত নারদও তখন বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া আপন হৃদয়-তারে বীণা ঝঙ্কারে নাম গান করিতে করিতে সুদূর সপ্তর্ষি লোকে গমন করিলেন।

শ্রীরামঃ শরণং মম

রমাবোধ

চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায়।

"যোগের সমান বল নাই"

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

মনকে স্থির করিবার চেষ্টা, যথার্থ আত্মকল্যাণ প্রার্থীর না হইয়া থাকিতে পারে না।

বক্তা—মনকে স্থির করিবার উপায় কি? বহুদিন হইতে তুমি আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আজ আমি তোমাকে মনকে স্থির করিবার উপায় কি, এই বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক কিছু উপদেশ দিব। মনকে স্থির করিতে না পারিলে, কিছুই জানা যায় না, যাহার মন অস্থির, সে কখন আত্ম-পরের কোন উপকার করিতে সমর্থ হয় না, তাহার কোনরূপ উন্নতি হয় না, তাহার জীবন অনর্থক হইয়া থাকে। কোন কার্য্য সাধন করিতে হইলে, মনের একাগ্রতা—মনের স্থিরতা একান্ত আবশ্যক, ইহা অনেকেরই সুবিদিত বিষয় যে, মনের একাগ্রতার উপরিই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি নির্ভর করে। যাঁহার মন যে মাত্রায় অচঞ্চল, তিনি সেই মাত্রায় মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন, পৃথিবীতে যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই মনের একাগ্রতা বা চিত্তের স্থিরতা বশতঃ মহান্ হইয়াছেন। অতএব কি করে চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পারা যায়, তাহা জানা অত্যাবশ্যক। শ্রীরামচন্দ্রের পরমভক্ত, জ্ঞানি-ও-যোগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি শিরোভূষণ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যোগের সমান বল নাই"। "যোগের সমান বল নাই", মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই উপদেশের অভিপ্রায় হইতেছে, মনের বলই শ্রেষ্ঠবল, যাঁহার চিত্ত একাগ্র, তিনি সব করিতে পারেন, তাঁহার কিছুই অসাধ্য নহে। জগন্নাথ হৃষীকেশ (ভগবান বিষ্ণু) পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, স্বল্প বা অধিক কোন প্রকার দুঃখই যোগীকে ব্যথিত করিতে পারে না, অধিকতর যোগাভ্যাস দ্বারা

যোগীর প্রভূত (বহু) বলের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যোগাভ্যাস হেতু প্রভূত বল সম্পন্ন যোগীর হস্তকর্তৃক তাড়িত হইলে, ব্যাঘ্র, শরভ, হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বলবান জন্তুগণও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। * যোগাভ্যাস দ্বারা যে শরীরের বলও সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হৃষীকেশের উক্ত বচনের ইহাই তাৎপর্য্য। "ব্যাঘ্র. হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বলবান জন্তুগণও যোগীর হস্ত কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়", এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে রমা? তোমার কি, মনে হইতেছে, ইহা বাড়ান কথা।

জিজ্ঞাসু—না দাদা! আমার তাহা মনে হয় নাই, হৃষীকেশের কথা কি বাড়ান বা মিথ্যা হইতে পারে? আমি এসম্বন্ধে কিছুই জানিনা। "মনের বল, শ্রেষ্ঠ বল," "যাঁহার চিত্ত একাগ্র, তিনি সব করিতে পারেন, তাঁহার কিছুই অসাধ্য নহে," আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া, আমার অত্যন্ত বিস্ময় হইতেছে, মনের বল কাহাকে বলে, কিরূপে মনের বলকে বাড়ান যায়, 'যোগ কি সামগ্রী', এই সমস্ত বিষয় জানিবার আমার অতিমাত্র কৌতূহল হইতেছে। আপনি দয়া করে, আমাকে কত মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমার মন চঞ্চল এবং বুদ্ধি ও ধারণা শক্তি কম বলে, আমি আপনার এই মহামূল্য উপদেশ সমূহকে ঠিক ভাবে মনে ধরিয়া রাখিতে পারিনা, আপনার সকল কথা আমি বুঝিতে পারি না, আমার তাই বড় কষ্ট হয়, আহা! আপনি আমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ বলে, আমি অধিকারিণী নয় বলে আপনার পরিশ্রম বৃথা হচ্চে। আমি যখন ইহা ভাবি তখন আমার চোক্ দিয়া জল পড়ে। আপনার মুখ হইতে অনেকবার শুনিয়াছি, যাহার মন অস্থির, সে কিছু শিখিতে পারেনা, তাহার কোনরূপ উন্নতি হয়না, আমি এইজন্য চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহা জানিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। যোগ কি, আপনি তাহা ত আমাকে আজ পর্য্যন্ত (আমি অযোগ্য বলে) বলেন নাই। আচ্ছা দাদা! রামমূর্ত্তি প্রভৃতি যে, অসাধারণ শারীর বল সম্পন্ন হইয়াছিলেন তাহার কারণ কি? তাঁহারা কি, যোগের অভ্যাস করিয়া শারীর বলকে এত বাড়াইয়াছিলেন?

বক্তা—তুমি হতাশ বা নিরুৎসাহ হইওনা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, ভগবানের

---

* "ব্যাঘ্রো বা শরভো বাপি গজো গবয় এব বা সিংহো বা যোগিনা তেন ম্রিয়ন্তে হস্ততাড়িতাঃ॥"—যোগতত্ত্বোপনিষৎ

কৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে রমা ? যাঁহাতে ভগবানের চরণে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, তজ্জন্য যত্নবতী হও, তাঁহার কৃপা হইলে, কুঞ্জর (হস্তী) মূর্খও নিমেষ মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান হইতে পারে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘনে, জন্মান্ধ দৃষ্টি শক্তি লাভে সমর্থ হয়। ভগবান্ কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কেবল সর্ব্বজ্ঞ ও ন্যায়বান্ নহেন, তিনি করুণাসাগর, তিনি প্রেমময়, তিনি ভক্তবৎসল, তিনি শরণাগত-পালক।

রামমূর্ত্তি প্রভৃতি যে, অসাধারণ শারীর-বলবান্ হইয়াছিলেন, তাহা যোগাভ্যাসেরই ফল। এখন বুঝিতে না পারিলেও, পরে এই কথা বুঝিতে পারিবে। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা, পেশী, স্নায়ু প্রভৃতি শারীর যন্ত্রের উপরি ক্রিয়া করে। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা দ্বারা শারীর যন্ত্র সকলের এবং প্রাণশক্তিরও একাগ্রতা হয়, ইহাদের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মনের সহিত প্রাণশক্তির ও পেশী প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

জিজ্ঞাসু—দাদা! কি করিলে ভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়? কি করিলে আমি তাঁহার নিত্যদাসী হইতে পারিব? তাঁহার শরণাগত হইতে সমর্থ হইব?

বক্তা—কিরূপে ভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়, আমি তোমাকে পরে তাহা বলিব, আপাততঃ মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহাই শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—মন চঞ্চল হয় কেন? এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিনা কেন? "মন" কোন্ পদার্থ?

বক্তা—চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি, তাহা বলিতে হইলে, মন কেন চঞ্চল হয়, তাহাও বলিতেই হইবে। "মন কেন চঞ্চল হয়," তাহা বুঝাইতে হইলে, "মন" কোন্ পদার্থ, তাহা না বুঝাইলে চলিবে কেন? তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, সাবধান হইয়া আমার উপদেশ শ্রবণ কর।

চঞ্চল মনকে স্থির করা যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে নিগ্রহ করিবার উপায় আছে, অস্থির মনকে স্থির করা, দুঃসাধ্য হইলেও, অসাধ্য নহে। এ বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জ্জুনের সংবাদ তোমাকে প্রথমে শুনাইতেছি।

অর্জ্জুন উবাচ।—"যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৬।৩৩-৩৪

শ্রীভগবানুবাচ—"অসংশয়ং মহাবাহো! মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ৬।৩৫

পরমযোগী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কে তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আত্মার সহিত তুলনা করিয়া, সর্ব্বত্র—সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি হ'ন, সর্ব্বজীবে সুখ ও দুঃখ সমান দেখেন, নিজ সুখ যেমন প্রিয়, পরের সুখও যাঁহার তদ্রূপ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, নিজ দুঃখ যেমন অপ্রিয়, অন্যের দুঃখও, যাঁহার সেইরূপ অপ্রিয় বলিয়া অনুভব হয়, আপনার সুখের জন্য যাঁহার যাদৃশ চেষ্টা হয়, অপরের সুখের নিমিত্ত যাঁহার তাদৃশ চেষ্টা হইয়া থাকে, নিজ দুঃখ বা দুঃখহেতুকে দূর করিবার যেমন যত্ন হয়, অপরের দুঃখ পরিহার করিতে যিনি তেমনি যত্নবান্, যিনি আত্মদৃষ্টি দ্বারা অন্যের সুখ-দুঃখ বিচার করেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন তিনিই পরম—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী ("আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমোমতঃ॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।৩২)। ভগবানেরই উপদেশ—যিনি আমাকে (সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা বা শ্রীভগবানকে) সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন, এবং সমস্ত ভূতকে আমাতে অবস্থিত দেখেন, আমি তাঁহার (তাদৃশ নিত্যযোগীর) কখন অদৃশ্য হইনা, তিনিও কখন আমার অদৃশ্য হ'ন না ("যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬।৩০)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, যাহা আত্মার প্রতিকূল, যাহা তুমি ভালবাসনা, যাহা তোমার বাধাপ্রদ বলে মনে হয়, বিশ্বাস করিও অন্যেরও তাহা প্রতিকূল, অন্যেও তাহা ভালবাসেনা, অন্যেরও তাহা দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবনা স্থির করিয়া কর্ম্মকরাই, প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান। * মহাভারতের এই উপদেশ সর্ব্বদেশের ধর্ম্মগ্রন্থে কর্ত্তব্যনীতিমূলক শ্রেষ্ঠ—সার্ব্বভৌম উপদেশ রূপে গৃহীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনাকে দৃঢ় রাখিয়া কর্ম্ম করেন, তিনিই বস্তুতঃ পরম ধার্ম্মিক, তিনিই পরম যোগী। আপাততঃ শুনিয়া রাখ, এই সকল শ্রুতিরই উপদেশ। পরম যোগী, কে, ভগবানের মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যে সর্ব্বত্র সমত্ব দর্শনরূপ

---

* "ন তৎপরস্য সংদধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্ম্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে॥"—মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব।

পরম যোগের কথা বলিলে, মনের চঞ্চলতা বশতঃ আমি ইহার স্থির স্থিতি দেখিতেছিনা, যাঁহার মন রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, অতএব যাঁহার মন চঞ্চল, যাঁহার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হয় নাই, তাঁহার যে এই সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যোগ হইতে পারে, আমার তাহা মনে হইতেছে না, যাঁহার চিত্ত চঞ্চল তিনি কখন অব্যভিচারিভাবে এই পরম যোগের সাধন করিতে সমর্থ হ'ন না। হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল, শুধু তাহা নহে, ইহা প্রমাথি—প্রমথনশীল, ইহা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের বিক্ষোভক, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে ইহা পরের বশীভূত করে, অপিচ ইহা বলবৎ—কোন উপায়েই ইহাকে নিবারিত করা যায় না, ইহার নিরোধ সুদুষ্কর, সহস্র বিষয় বাসনা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় ইহা তন্তুনাগের (জলচর দৃঢ় গাত্র জন্তু বিশেষ) ন্যায় অচ্ছেদ্য—দুর্ভেদ্য। এইরূপ মনকে নিরোধ করাকে আমি বায়ুকে নিরোধ করার ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি। অর্জ্জুন এই স্থানে ভগবান্‌কে যে, 'কৃষ্ণ' এই নাম দ্বারা সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহার অভিপ্রায় কি, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাহা বুঝাইয়াছেন। যিনি ভক্তজনের পাপাদি দোষ সমূহকে আকর্ষণ করেন, অনিবার্য্য হইলেও পাপাদি দোষ সমূহকে নিবারণ করেন, সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকার) অপ্রাপ্য—অসাধ্য পুরুষার্থকেও যিনি পাওয়াইয়া দেন, তিনি "কৃষ্ণ"। মহামতি অর্জ্জুনের এই স্থলে 'কৃষ্ণ' নাম দ্বারা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, যদিও আমার মন চঞ্চল, অতএব যোগ সাধনের অনুপযুক্ত, অনির্ব্বচনীয় সমাধি সুখ ভোগ করিবার অযোগ্য, তথাপি তুমি যে, 'কৃষ্ণ'! তোমার কৃপা হইলে, এই সুদুষ্কর কার্য্যও সুসাধ্য হইতে পারে, তোমার অনুগ্রহ শক্তি আমার ন্যায় চঞ্চল মতিকেও সমাধিশীল করিতে সমর্থ॥ *

ভগবান্ অর্জ্জুনের এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হে মহাবাহো! স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা যে দুষ্কর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,

---

* "চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপং ভক্তজন-পাপাদিদোষাকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ।" শাঙ্কর ভাষ্য। "ভক্তানাং পাপাদি দোষান্ সর্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যানপি কৃষতি নিবারয়তি তেষামেব সর্ব্বথা প্রাপ্তুমশক্যানপি পুরুষার্থানাকর্ষতি প্রাপয়তীতি বা কৃষ্ণস্তেন রূপেণ সংবোধয়ন্ দুর্নিবারমপি চিত্তচাঞ্চল্যং নিবার্য্য দুষ্প্রাপমপি সমাধিসুখং ত্বমেব প্রাপয়িতুং শক্নোষীতি সূচয়তি।" মধুসূদন সরস্বতী।

তথাপি হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহাকে ক্রমশঃ (শনৈঃ শনৈঃ) নিরোধ করা যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও মহামতি অর্জ্জুনের এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে ? কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে ? এই সকল কথা শুনিয়া তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিলে ?

জিজ্ঞাসু—কিছুই যে বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে।

বক্তা—কি বুঝিতে পারিয়াছ ? তোমার কি মনে হইতেছে ?

জিজ্ঞাসু—যথার্থ যোগী হওয়া, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে স্থির করা যে, কিরূপ দুঃসাধ্য, তাহা একটু বুঝিয়াছি। মহামতি অর্জ্জুন যাহাকে সুদুষ্কর বলিয়াছেন, এই ক্ষুদ্রমতি বালিকার তাহা করিবার চেষ্টা যে, উন্মত্তের অনর্থক চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নহে, তাহা বুঝিয়াছি। দয়ার সাগর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন, "স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিরোধ করা দুষ্কর, সন্দেহ নাই, তবে ইহা একেবারে অসাধ্য নহে, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমশঃ স্থির করিতে পারা যায়"। ভগবানের এই উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, ভগবান্ চঞ্চল মনকে স্থির করিবার যে উপায় বলিয়াছেন, তাহা মহামতি অর্জ্জুনের ন্যায় যোগ্যপাত্রের পক্ষেই উপায়, আমার মত অনধিকারীর উপায় নহে।

বক্তা—তুমি কি মনে কর, 'কৃষ্ণ' কেবল অর্জ্জুনেরই 'কৃষ্ণ', আর কাহার 'কৃষ্ণ' নহেন, আর কোন শক্তিহীনকে, অনধিকারীকে, তিনি দয়া করেন না, শক্তি প্রদান পূর্ব্বক অধিকারী করেন না ?

জিজ্ঞাসু—তাহা মনে করিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কিন্তু শুনিয়াছি ভগবান্ অর্জ্জুনের মত ভক্তেরই 'কৃষ্ণ', আমি যে ভক্তিহীন, ভগবান্ কি ভক্তিহীনেরও কৃষ্ণ, অভক্তকেও কি, তিনি দয়া করেন ? ভক্তিহীন অযোগ্যকেও কি, যোগ্য করেন ? ভক্তি দিয়া কৃতার্থ করেন ? তিনি কি পাপিমাত্রের পাপহারি—হরি ? তিনি [illegible] অবশ্য ভোক্তব্য প্রারব্ধের ও নাশ করেন ?

[illegible]মা ! তুমি বালিকা হইয়াও, বয়সে বড়, জ্ঞানীর মত কি সুন্দর [illegible]হ করিলে। তোমাকে সজল নয়নে সরলান্তঃকরণে এইরূপ সুন্দর প্রশ্ন করিতে শুনিয়া, আমার মনে হইতেছে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের তোমার প্রতি কৃপা হইয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া, আমার একটী গল্প মনে পড়িল। তুমি এই গল্পটী শোন। এক ভাগ্যবতী স্ত্রী, প্রতিকূল প্রারব্ধ বশতঃ অনিচ্ছায়,

পরের প্রলোভনে চরিত্র হারাইয়াছিল; পরিশেষে সে দুরবস্থার শেষ পর্ব্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, কারাবদ্ধ হয়। বহু কয়েদীর মধ্যে কেহ কেহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভগবান্‌কে স্মরণ করিত, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিত, শুনিয়াছি, তুমি কেবল পুণ্যবানের নও, তুমি কেবল বিদ্বানের নও, তুমি কেবল বড় লোকের নও, মহাপাপীরও তুমি, দীনেরও তুমি, মূর্খেরও তুমি; হে সর্ব্ব-পাপহারি! হে দয়ারসাগর! হে দীননাথ! তাই করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে নিষ্পাপ কর, আমরা যেন আর পাপ না করি। যে ভাগ্যবতী কারারুদ্ধের কথা বলিতেছি, সে কয়েদীদিগের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিত, কিন্তু তাহার ইহাদের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিবার সাহস হইত না। হে পতিতপাবন! তুমি কি পতিত মাত্রকেই শুদ্ধ কর? তুমি কি আমার মত পতিতেরও পাবন? দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার যে তাহা বিশ্বাস হয় না, আমার যে এই সকল কয়েদীর মত মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে সাহস হয় না, আমি তা'ই নীরবে নয়ন জলে তোমার পবিত্র চরণ ধুইয়া দিই, কিন্তু তাহা করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না, তাহা করিয়াও, আমার সুখ হয়না, ভয় হয়, এই পতিতের উষ্ণ নয়নজল, হয়ত তোমার কোমল পবিত্র চরণে পতিত হইলে, উহা ব্যথিত হইবে। কি করিব প্রভো! নয়ন বারিকে যে রোধ করিতে পারিনা। পাপ করিয়াছি, তা'ই পাপের ফল ভোগ করিতেছি, অপাপবিদ্ধ তুমি, প্রেমময় তুমি, বাৎসল্যের পারাবার তুমি, আমি যে তোমাকে বড় ভালবাসিতাম, অসহ্য কষ্টে পড়িলেও, তোমার কষ্ট হবে বলে, আমি যে কোন দিন তোমাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ কষ্ট জানাই নাই; এখন অধিকার না থাকিলেও, যখন অধিকার ছিল, যখন হৃদয় বিমল ছিল, আহা তখনও যে, কোনদিন, তোমার কষ্ট হবে বলে, তোমাকে দুঃখ জানাই নাই, এখন ত আমি পতিত, এখন ত আর আমার তোমাকে কিছু বলিবার অধিকারই নাই। তথাপি মন বুঝে না, একটী প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারি না, দুঃখানলে দগ্ধ কর, হে পাবক! আমার অ[illegible] পাপকে দগ্ধ কর, দাসীর অন্তঃকরণকে বিমল কর, দাসীকে, "আমি তো[illegible] অবিরাম এইরূপ ভাবিবার অধিকারিণী কর, তোমা ছাড়া আর কিছু যেন, আমার প্রিয় বলে বোধ না হয়, এইরূপ দয়া কর। উক্ত ভাগ্যবতীর এইরূপ প্রার্থনা ভগবানের প্রেমময় হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল, সে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিল, তাহার অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন, অভীষ্টদেবকে দেখিবামাত্র ভাগ্যবতী তাঁহার চরণে নশ্বর পাপবিদ্ধ দেহ বিসর্জ্জন

পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তা'ই বলিতেছি রমা! 'কৃষ্ণ' সকলেরই "কৃষ্ণ", তিনি কেবল অর্জ্জুনের নহেন। (ক্রমশঃ)

সীতাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সীতা কে?

জিজ্ঞাসু—"সীতাদেবী বেদ-শাস্ত্রময়ী," 'তুমি যদি তাঁহার শরণাগত হইতে পার', "মা! আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, তুমি আমার উপায়ভূত হও, সর্ব্বাশ্রয় তুমি, অতএব তুমি, আমার আশ্রয় হও, আমাকে তোমার সর্ব্বাধার চরণে গ্রহণ কর,' সর্ব্বান্তঃকরণে, সরলভাবে এইরূপে যদি তুমি তাঁহাকে আত্মনিবেদন করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি কৃতার্থ হইবে।" দাদা! আমি আপনার এই সকল কথার মানে কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—ইহাদের কোন্ কোন্ কথা তোমার বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—ইহাদের মধ্যে কোন কথাই আমার সুখবোধ্য বলিয়া মনে হয় নাই, ইহাদের মধ্যে কোন কথারই মানে আমি বুঝিতে পারি নাই। "সীতাদেবী বেদ-শাস্ত্রময়ী" এই কথার অর্থ কি? বেদ কি, শাস্ত্র কি, তাহা আমি ঠিক জানি [illegible]। বেদ ও শাস্ত্র ইহারা গ্রন্থ-বিশেষের নাম, 'বেদ' ও 'শাস্ত্র' সম্বন্ধে আমার [illegible] ধারণা আছে। সীতাদেবী যে জনক রাজার কন্যা ও শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী, আমি তাহা জানি। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি ভয়ঙ্কর, দুষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ রাবণাদি রাক্ষসগণকে বধপূর্ব্বক ধর্ম্মস্থাপন করিবার নিমিত্ত, অশান্তি সাগরে মগ্ন, সর্ব্বদা উপক্রত লোকদিগকে শান্তি দিবার জন্য, নিরুপদ্রব করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুসারে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সীতাদেবী সাক্ষাৎ জগন্মাতা কমলা, ইনি লীলায় মানুষ রূপ ধারণ করিয়াছেন।

বক্তা—তুমি যে, দিনের মধ্যে অনেকবার "সীতারাম" "সীতারাম" "সীতারাম" এই কাণজুড়ান, হৃদয়রমণ নাম উচ্চারণ কর, তাহার কারণ কি? তুমি যখন "সীতারাম" "সীতারাম" এই নাম উচ্চারণ কর, তখন তোমার মনে কাঁহাদের ছবি পতিত হয়? "সীতারাম" নাম উচ্চারণ কালে তোমার মনে কি রাজা জনকের কন্যার ও রাজা দশরথের পুত্রের ছবিই প্রতিফলিত হয়?

জিজ্ঞাসু—শৈশবাবস্থা হইতে এই নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, যেদিন হইতে শুনিবার শক্তি হইয়াছে, সেইদিন হইতে এই মধুময় ধ্বনি শুনিয়া আসিতেছি। "সীতারাম" এই মনোহর নাম বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, তাই এই নাম বড় ভাল লাগে, তা'ই এই নামকে বড় ভালবাসি। সীতারাম এই নামকে বড় ভালবাসি, কিন্তু এই কাণজুড়ান মধুর নাম কোন নয়ন তৃপ্তিকর রূপের নাম, তাহা জানিনা, আজিও তাহা জানিবার ভাগ্যোদয় হয় নাই। চিত্রকরদিগদ্বারা অঙ্কিত সীতারামের ছবি দেখিয়াছি, সীতারাম নাম শুনিলে, 'সীতারাম' নাম উচ্চারণ করিলে, কখন, কখন সেই ছবিই মনে পড়ে, কখন বা কোন ছবিই দেখিতে পাইনা। একটু একটু রামায়ণ পড়িয়াছি, আপনার মুখ হইতে সীতারাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি, করিয়া থাকি। রামায়ণ পড়িতে খুব ভাল লাগে, সীতাদেবীর ও শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণন শুনিলে, বড় আনন্দ হয়, কিন্তু সীতারাম কে, অদ্যাপি তাহার যথার্থ ধারণা হয় নাই। সীতাদেবী জনক রাজার অযোনিসম্ভবা কন্যা, ইনি ভূমি কর্ষণ কালে লাঙ্গলের মুখ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়াছি; সীতাদেবী মূল-প্রকৃতি, সীতাদেবী সাক্ষাৎ জগন্মাতা কমলা, সীতাদেবী সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বশাস্ত্রময়ী ইত্যাদি কথাও বহুবার কাণে প্রবেশ করিয়াছে, করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন কথারই অর্থ বুঝিতে পারিনা। 'যে সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারা যায়না, সেই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ হয় কেন,' আপনি তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, আমার তাহা শুনিয়া তৃপ্তি হইয়াছে। সুমধুর সঙ্গীত যে কারণে, সঙ্গীত কি, তাহা না জানিলেও, অঙ্কশায়ি শিশুকে হর্ষযুক্ত করে, বিষধর সর্প যে কারণে সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দে দুলিতে থাকে, মৃগ, মনোরম সঙ্গীত শুনিয়া, যে কারণে ব্যাধের হাতে প্রাণ সমর্পণ করে, সীতারাম কি বস্তু, সীতারামের প্রকৃত রূপ কি, তাহা না জানিলেও, সঙ্গীতময় এই মধুর নাম শুনিয়া, সেই কারণে আমার আনন্দ হয়, সেই কারণে এই নাম শুনিতে ভালবাসি, এই নাম উচ্চারণ করিতে একান্ত অভিলাষী। ঠিক বুঝিতে পারিনা

কেন, কষ্ট হইলেই জিহ্বা অবশভাবে এই নাম উচ্চারণ করে, কোন রূপ বিপদে পড়িলে, কেহ যেন এই বিপদভঞ্জন নাম উচ্চারণ করিতে প্রেরণ করেন। আপনার সঙ্গ ও শিক্ষা যে, ইহার প্রধান কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বক্তা—এমন অনেক শব্দ আছে, যাহাদের বাস্তব অর্থ নাই, অথবা বাস্তব অর্থ থাকিলেও, সাধারণ মানুষ উহাদের বাস্তব অর্থ গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। তাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়াও, মানুষের মনে এক প্রকার অস্ফুট জ্ঞান হয়, বোধ হয়, এই সকল শব্দের যেন একটা বাস্তব অর্থ আছে।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।

বক্তা—তুমি বুঝিতে পার, এমন ভাবে ত এই কথা বলা হয় নাই, তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, সেইভাবে বলিতেছি। "আকাশ কুসুম" এই শব্দটার ব্যবহার হয়, তুমি বোধ হয়, 'আকাশ কুসুম' এই শব্দের ব্যবহার কর, কিংবা অন্যকে ব্যবহার করিতে শুনিয়াছ।

জিজ্ঞাসু—অলীক বিষয়কে—যে বিষয় বস্তুতঃ নাই, তাহাকে বুঝাইবার সময়ে 'আকাশ কুসুম' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

বক্তা—আকাশ আছে, কুসুমও সৎপদার্থ, কিন্তু আকাশে কুসুম জন্মায় না, আকাশে কুসুম জন্মিতে পারে, কেহ ইহা প্রত্যক্ষ করেন নাই। অতএব 'আকাশ কুসুম' শব্দের বাস্তব অর্থ নাই, 'আকাশ' ও 'কুসুম' এই শব্দদ্বয় উচ্চারিত হইলে, যেমন ইহাদের বাস্তব অর্থ আছে, বলিয়া মনে হয়, 'আকাশ কুসুম' শব্দ উচ্চারিত হইলে, সেইরূপ ইহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, বলিয়া মনে হয় না। 'অনন্ত' এই শব্দের ব্যবহার অনেকেই করিয়া থাকেন, বালকেরাও 'অনন্ত' শব্দের ব্যবহার করে। 'যাহার অন্ত নাই' তাহা 'অনন্ত', অনন্ত শব্দের ইহাই অর্থ। যাহার অন্ত নাই, এমন পদার্থকে কি, আমরা ঠিক ভাবে ধারণা করিতে পারি? নিশ্চয় পারিনা; না পারিলেও, 'অনন্ত' শব্দ উচ্চারিত হইলে, একরূপ বাস্তব অর্থের অস্ফুট জ্ঞান হইয়া থাকে। 'মানুষ' ও 'দেবতা' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ সকলের কাছে সমান রূপে 'বাস্তব' বলিয়া বোধ হয়না। 'মানুষ' শব্দের উচ্চারণ শুনিলে, মানুষ মাত্রেই ইহার যে, বাস্তব অর্থ আছে, তাহা বিশ্বাস করে, 'মানুষ' শব্দের বাস্তব অর্থ আছে, আকাশ কুসুম শব্দের ন্যায় ইহার অর্থ অবাস্তব বা অলীক নহে, মানুষ মাত্রেই তাহা করে। কেন তাহা করে? যে যাহা নহে, সে কখন তাহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই পূর্ণ মানুষের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেনা। যে পরিমাণে

মনুষ্যত্বের—মনুষ্যোচিত ধর্ম্মের বিকাশ হয়, মানুষ সেই পরিমাণে 'মানুষ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ণ মানুষ হইলে, তবে পূর্ণ মানুষের বাস্তব অর্থের গ্রহণ হইয়া থাকে। এইরূপ 'দেবতা' না হইয়া, মানুষভাবে দেবভাব আনিতে না পারিলে, কেহ 'দেবতা' শব্দের বাস্তব অর্থ জানিতে পারে না। দেবতাকে যথার্থভাবে জানিতে হইলে, দেবতা হইতে হইবে। বেদে ও শাস্ত্রে এইজন্য উক্ত হইয়াছে, দেবতা হইয়া দেবতার অর্চ্চনা কর, শিব হইয়া শিবের অর্চ্চনা কর, রাম হইয়া রামের অর্চ্চনা কর। কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, শাস্ত্রোক্ত পূজাবিধির তত্ত্ব কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কিরূপে পূজ্য বা উপাস্য দেব হইতে হয়, পূজার বিধি বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন। অতএব অনন্ত না হইলে, 'অনন্ত' শব্দের বাস্তব অর্থের বোধ হইতে পারেনা, দেবতা না হইয়া কেহ দেবতার যথার্থ অর্থ জানিতে সমর্থ হয় না। স্কন্দ পুরাণ বলিয়াছেন, 'সীতা কমলা, ইনি জগন্মাতা', ইনি লীলায় মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ; ইনি দেবত্বে দেবদেহা (দেব শরীরিণী), মানুষত্বে মানুষী, ইনি বিষ্ণু দেহের অনুরূপ নিজদেহ ধারণ করেন (কমলেয়ং জগন্মাতা লীলামানুষবিগ্রহা। দেবত্বে দেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥" স্কন্দপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্যম্)।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমি বড় শান্তি পাইতেছি। সীতা কে, 'শ্রীরামচন্দ্র'কে, আমি কেন তাহা জানিতে পারিনা, এখন তাহা একটু অনুভব হইতেছে। মানুষদেহে, মানুষভাব লইয়া জন্মিয়াছি, মনুষ্যত্বের পূর্ণভাব কি, তাহাত (পূর্ণ মানুষ হইতে পারি নাই বলিয়া) বুঝিনা ; অতএব মানুষে দেবতাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিব কেন? সীতা কমলা, সীতা জগন্মাতা, সীতা সর্ব্ববেদময়ী ইত্যাদি বাক্য সমূহ যে, আমার কাছে আকাশ কুসুমের মত বাস্তব অর্থশূন্য রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাইত প্রাকৃতিক। মানুষে যাহা যাহা করিতে পারে, করিয়া থাকে, সীতাদেবী তাহা তাহাই করিতে পারেন, তাহা তাহাই করিয়াছেন ইহাই আমার মত লোকের বিশ্বাস হইবে, বিশ্বাস হইয়া থাকে। যদি মানুষত্বে দেবত্বকে আনিতে পারি, যদি মানুষত্বের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়, তবে বেদ বা শাস্ত্রে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের যে ছবি চিত্রিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বকলুষনাশন পবিত্র ছবিকে যথার্থভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইব।

কোন শব্দেরই যথার্থ অর্থ বোধ তোমাদের নাই," আপনার এই কথার অভিপ্রায় কত গম্ভীর, কত সত্য, আপনার কৃপায় কিয়ৎপরিমাণে আজ তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি।

বক্তা—শতপথ, ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, মানুষ অনৃতবাদী—মানুষ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র—বিশুদ্ধজ্ঞানের অভাব বশতঃ, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী বলিয়া, সত্য বলিতে পারে না, দেবতারা সত্যবাদী।*

শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। একটু নিবিষ্ট চিত্তে ধ্যান করিলে, উপলব্ধি হইবে, শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সত্য কথা বলিয়াছেন, ইহা শুনিয়া বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। দেবত্ব না আসিলে, ভ্রম রহিত জ্ঞানবান্ না হইলে, হৃদয় হইতে রাগ-দ্বেষকে তাড়াইতে না পারিলে, কেহ সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র সত্যবাদী হইতে পারেন না। মহাভারতের বনপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হওয়াতেই দেবতারা ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরোচিত বিশিষ্ট শক্তিমত্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ("রাগ-দ্বেষ বিনির্ম্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ।")। দেবতা না হইয়া, দেবতার স্বরূপ যথাযথভাবে জানা যে, সম্ভব নহে, ধীমান্ পুরুষ-মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। লীলা মানুষ হইয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও জগন্মাতা কমলা, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী সীতাদেবী, দেবতা ও মানুষ এই উভয়েরই যে, কত উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে, হৃদয় বিস্মিত হয়, কৃতজ্ঞতাতে পরিপূর্ণ হয়। মানুষ কিরূপে পূর্ণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবতী সীতাদেবী জগৎকে তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। যাহা বলিলাম তাহা যে, সত্যের সত্য, সীতাতত্ত্বে তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সীতা উপনিষদে সীতা, কে, পূর্ণভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সীতা উপনিষদে সীতাদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা উক্ত হইয়াছে, সম্যগ্‌রূপে তাহা ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই। সীতা উপনিষদে সীতাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, সম্যগ্‌রূপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বেদের স্বরূপ দেখাইতে হইবে, নিখিল শাস্ত্র বা বিদ্যার স্বরূপ দেখাইতে হইবে,

---

*"কোহইতি মনুষ্যাঃ সর্বং সত্যং বদিতুং সত্য সংহিতা বৈ দেবা অনৃত সংহিতা মনুষ্যা ইতি—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। দ্বে সত্যং চৈবানৃতং চ সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যা ইদমহমনৃতাৎ সত্য মুপৈমীতি তন্মনুষ্যেভ্যো দেবামুপৈতি।"—শতপথ ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বপ্রকার শক্তির তত্ত্ব প্রদর্শন করিতে হইবে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মতত্ত্বই যে 'সীতাতত্ত্ব' সীতা উপনিষৎ তাহাই বুঝাইয়াছেন। সীতা 'সর্ব্ববেদময়ী,' 'সর্ব্বদেবময়ী,' 'সর্ব্বলোকময়ী' সীতা ভগবতী মূল প্রকৃতি, সীতা প্রণব স্বরূপিণী, সীতা ইচ্ছাশক্তি, ইনি ক্রিয়াশক্তি, ইনি সাক্ষাৎশক্তি, সীতা ত্রিগুণাত্মক সংসার, সীতা ত্রিগুণাতীতা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ী। সীতাদেবী শ্রী বা মহালক্ষ্মী, যাহাতে নয়ন পতিত হইলে, নয়ন তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না, যাইতে পারে না, যাহা রমণীয়, যাহা সৌন্দর্য্যের আকর, মাধুর্য্যের খনি, যাহাকে দেখিবার জন্য দৃকশক্তি দৃকশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, যাহাই সকলের লক্ষ্য, যাঁহাকে সকলে আশ্রয় করিয়া আছে, যাঁহাকে সকলে আশ্রয় করিতে অভিলাষী, তাহা লক্ষ্মী, তাহা শ্রী, সীতাদেবী সেই লক্ষ্যমাণা-লক্ষ্মী বা সর্ব্বাশ্রয়ময়ী শ্রী ("শ্রীরিতি লক্ষ্মীরিতি লক্ষ্যমাণা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।"—সীতোপনিষৎ)। সীতাদেবী সর্ব্বপ্রাণির রোগ প্রশমনী, সীতাদেবী সর্ব্বপ্রাণির পোষণী শক্তিরূপা ("সর্ব্বোষধীনাং সর্ব্বপ্রাণিনাং পোষণার্থং সর্ব্বরূপা ভবতি।" সীতা উপনিষৎ)। সীতা উপনিষদে সীতার স্বরূপ বর্ণনার্থ এইরূপ কথা আছে। অতএব বলিয়াছি সীতা উপনিষদে সীতাদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা উক্ত হইয়াছে, সম্যগ্রূপে তাহার ব্যাখ্যা করিবার শক্তি আমার নাই।

জিজ্ঞাসু—তবে সীতাদেবীর স্বরূপ জানিবার উপায় নাই?

বক্তা—তাহা কেন? সীতাদেবীর স্বরূপ দর্শন করিবার উপায় আছে, আমি তোমাকে ত সে উপায় বলিয়া দিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—সে উপায় কি? আমি ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—সে উপায় সীতাদেবীর চরণে প্রপন্ন হওয়া—তাঁহার শরণাগত হওয়া, মা! আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, মাগো! আমি অগতি, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই, মা! তুমিই অগতির গতি, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, আমি তোমার চরণে আমার আমিত্বকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে তোমার সর্ব্বাশ্রয় চরণে গ্রহণ কর, মাগো! আমি তোমার, এইভাবে মার চরণে আত্মনিবেদনই মাকে পাইবার, মাকে যথার্থভাবে জানিবার একমাত্র উপায়, ইহারই নাম অবিরাম নমোনম করা। সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বশাস্ত্রময়ী সীতাদেবী স্বয়ং তাঁহাকে পাইবার, পূর্ণভাবে তাঁহাকে জানিবার, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবার, এই উপায় বলিয়া

দিয়াছেন। এই উপায়কে কিরূপে ঠিকভাবে অবলম্বন করিতে পারিবে, প্রপত্তি ও প্রপন্নভক্তের স্বরূপ বুঝাইবার সময়ে আমি তাহা বলিয়া দিব। অধুনা সীতা উপনিষৎ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে সীতাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—করুণাময়ী সীতাদেবীর কৃপা ব্যতিরেকে, তাঁহাকে জানা যে অসম্ভব, আপনার কৃপায় ক্রমশঃ তাহা অনুভব হইতেছে। মানুষ, মানুষমাত্রকেই কি ঠিক জানিতে পারে? মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে, মানুষমাত্রেই কি, তাহা লক্ষ্য করেন? অতএব দেবতা না হইলে, দেবতার স্বরূপ দেখা যে সম্ভব হইতে পারে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'সীতাদেবী দেবত্বে দেবদেহা, মানুষত্বে মানুষবিগ্রহা,' স্কন্দপুরাণের এই কথা যে কত সুন্দর, আমি তাহা অনুভব করিবার অযোগ্য।

বক্তা—তুমি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, স্থাবর, জঙ্গম পদার্থ সকলের যে, পৃথক পৃথক আকৃতি হয়, তাহার সূক্ষ্ম বা আন্তর কারণ আছে। প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন, প্রকৃতি দেবতাকে প্রসব করেন, প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি হইতে ধার্ম্মিক, সৌম্য, বিবিধ গুণবিশিষ্ট প্রজার উৎপত্তি হয়, আবার প্রকৃতি ঘোর অধার্ম্মিক, অসৌম্য, সর্ব্বদোষের আকর, সর্ব্বজনের বিক্ষোভক কুসন্তানকেও উৎপাদন করেন। সীতাদেবীকে সীতা উপনিষৎ মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন। অতএব সীতাদেবী সর্ব্ববেদময়ী, অতএব ইনি সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী। মূলপ্রকৃতি সর্ব্বশক্তিময়ী, অতএব মূল প্রকৃতি স্বরূপিণী সীতাদেবী যে, দেবদেহা হইবেন, লীলায় মানুষ দেহ ধারণ করিবেন, তাহা বিশ্বাস করিবার পথে কোন বাধা বোধ হইবার কারণ নাই। ইনি (সীতাদেবী) বিষ্ণুদেহের অনুরূপ নিজ দেহ স্বীকার করেন, হে বিষ্ণো! (হে রামচন্দ্র!) আপনি যখন, যখন যে, যেরূপ অবতার স্বীকার করেন, তখন, তখনি, ইনি আপনার সঙ্গিনী হন, স্কন্দপুরাণোক্ত পাবক দেবের এইকথা যুক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞানে অবিশ্বাস্য নহে। এখন "সীতাদেবী" সর্ব্ববেদময়ী সীতা উপনিষদের এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, যথা সম্ভব স্থির চিত্তে তাহা শ্রবণ কর।

"সা সর্ব্ববেদময়ী" (সীতাদেবী সর্ব্ববেদময়ী) সীতা উপনিষদের এই কথার অভিপ্রায়।

জিজ্ঞাসু—আমি কি, সীতা উপনিষদের এই কথার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিব?

আমার পক্ষে কি, ইহা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে না? স্ত্রী জাতির বেদে অধিকার নাই, অতএব বেদের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করা কি, আমার পক্ষে শাস্ত্র নিষিদ্ধ কার্য্য নহে?

বক্তা—আমি পূর্ব্বে তোমাকে বেদ হইতে এ সম্বন্ধে কিছু শুনাইয়াছি। তুমি বোধ হয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পার নাই, অথবা তোমার তাহা স্মৃতি-বিচ্যুত হইয়াছে। বাহ্যতঃ স্ত্রীর আকৃতি বিশিষ্ট হইলেই, স্ত্রীলোক তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে অনধিকারিণী হন না। বেদ-শাস্ত্রদৃষ্টিতে স্ত্রীজাত্যুচিত মোহাদিযুক্তত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান বিমুখত্বই স্ত্রীত্ব। স্ত্রীর বেদে অধিকার নাই, এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় হইতেছে, স্ত্রীজাতি সুলভ মোহবিশিষ্টের বেদে অধিকার নাই। সীতাদেবী বেদশাস্ত্রময়ী, তুমি যদি তাঁহার শরণাগত হইতে পার, সরলভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পার, তাহাহইলে, মা তোমাকে তোমার অধিকারানুসারে প্রথমে পুরাণাদিরূপে, ক্রমশঃ অধিকার বাড়িলে, বেদরূপে দেখা দিবেন। তবে আমার বেদে অধিকার থাকিবেনা কেন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই আমাদিগ হইতে কিসে যোগ্যতর, তোমার হৃদয় যেন কদাচ এইরূপ অভিমান রাহু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। 'আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভে সর্ব্বথা অযোগ্য' বিশ্বামিত্র যেদিন এইরূপ নিরভিমান হইয়াছিলেন যেদিন এইরূপ ব্রাহ্মণোচিত সম্মান বিমুখতা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল, সেই দিন ব্রহ্মা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আচ্ছা সীতাদেবীকে বেদময়ী বলিয়া ভাবিতে তোমার কি নিমিত্ত বাধা বোধ হয়, চিন্তা করিয়া তাহা বল শুনি—

ক্রমশঃ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণম্

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাঁহাতে সকলে শয়ন করে তিনি "শিব" শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য।

জিজ্ঞাসু—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—"যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব," এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্চে?

জিজ্ঞাসু—শিবকে ভগবান্ বলেই জানি, ভগবান্ বলেই শিবের পূজা করি। কিন্তু ভগবান্ কি বস্তু, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ভগবান্ শিব," এই কথা শুনিয়া আমার মনে হচ্চে, মানুষ যখন ক্লান্ত হয়, রোগ বা অন্য কারণ জনিত দুর্ব্বলতা বশতঃ যখন বসে থাকৃতে পারে না, চলিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, মানুষ তখন শয়ন করে, বিশ্রাম করে, ঘুমাইয়া থাকে। ক্লান্ত, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও বিশ্রামপ্রার্থী যাঁহার কোলে শয়ন করে, যিনি ইহাদিগকে ধরিয়া রাখেন, ঘুম পাড়ান, তিনি শিব, ইহাই কি, "শিব" শব্দের অর্থ? কিন্তু শিবের এইরূপ অর্থ হইতে শিবের (যে শিবকে ভগবান্ বলে পূজা করি) স্বরূপ সম্বন্ধে আমার তৃপ্তিজনক জ্ঞান হয় নাই।

বক্তা—যাহাতে যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহাকে তাহার আধার বলে। কার্য্য মাত্রেই (যাহার জন্ম হয়, যাহা অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ হয়, তাহা কার্য্য) কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"কার্য্যমাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে" এই কথার অর্থ কি?

বক্তা—কার্য্য পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু—যাহা জন্মায়, কিছুকাল অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি ও বিপরিণাম

হয়, যাহার ক্রমশঃ অপক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে যাহা অদৃশ্য হয়, যাহাকে আর দেখা যায় না, আপনার মুখ হইতে কার্য্য পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে এই সকল কথা শুনিয়াছি।

বক্তা—এতদ্দ্বারা কার্য্য পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয় নাই কি?

জিজ্ঞাসু—ধারণা হইয়াছে, আমরা যাহাদিগকে দেখি, শুনি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদিগকে সৎ বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহারা কার্য্য পদার্থ।

বক্তা—যাহাদের অস্তিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহারা যে, কার্য্য পদার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্য্য পদার্থ মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা।

জিজ্ঞাসু—কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা এই কথার অর্থ কি, স্পষ্ট করে তাহা বলুন।

বক্তা—'কার্য্য মাত্রের কারণ আছে,' তুমি এই কথা বহুবার শুনিয়াছ, সম্ভবতঃ স্বয়ং এই কথার ব্যবহারও তুমি করিয়া থাক। যাহা ব্যক্ত হয়, যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাতে আগমন করে তাহা যে, অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট তাহা বুঝিতে পার কি?

জিজ্ঞাসু—যে অবস্থা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, সেই অবস্থাকে "অন্তঃ" শব্দ দ্বারা, এবং ব্যক্ত—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাকে 'বহিঃ' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন কি?

বক্তা—হাঁ, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, কার্য্য পদার্থের অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, যাহা কার্য্য নহে, যাহা জন্মাদি বিকার রহিত, তাহার অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, তাহার এক অবস্থা। * যাহা স্থূল, তাহা কার্য্য, যাহা সূক্ষ্ম তাহা কারণ। যাহা পরম কারণ, যাহা কাহার কার্য্য নহে, যাহা অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা বিহীন, তৎপদার্থ ছাড়া সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম বা অন্তর্বহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে।

যাহা বাস করে—অবস্থান করে, যাহা বস্তু (যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু,' 'বস্তু' শব্দের ইহাই মূল অর্থ,) যাহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন আধার শক্তি কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের সহজ। ইহা এই স্থানে, এই আধারে আছে বা নাই, ভাব বা অভাব

* "অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদি কার্য্যে তদভাবঃ" ন্যায়দর্শন ৪।২।১৮

এই দ্বিবিধ পদার্থের চিন্তাতেই, এইরূপ আধার শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয় ("ইদমত্রেতি ভাবানামভাবানাং চ কল্প্যতে।"—মঞ্জুষা)।

জিজ্ঞাসু—সব বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া আমার আনন্দ হইতেছে। আধার শক্তির স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থ কার্য্য পদার্থ মাত্রকে ধরিয়া আছেন? কোন্ পদার্থ কর্তৃক ধৃত হইয়া, কার্য্য পদার্থ মাত্রে অবস্থান করিতেছে?

বক্তা—ভাবমাত্রের আধারশক্তি আকাশাশ্রয়া, আকাশই সকল পদার্থ ধারণ করিয়া আছে।

জিজ্ঞাসু—যে আকাশ সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া আছে, সেই 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ কি?

বক্তা—যে আকাশ নামক পদার্থ সর্ব্ব পদার্থকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই আকাশ পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে প্রথমে 'বিয়ৎ,' 'ব্যোম,' 'বর্হি,' ও 'অন্তরিক্ষ' এই শব্দ চতুষ্টয়ের (ইহারা আকাশেরই বাচক—আকাশেরই প্রতিশব্দ) অর্থ কি, তাহা বলিব।

যাহা বিরত হয় না,—যাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার নাম "বিয়ৎ"। যাহা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান, যাহাতে সকল বস্তু ধৃত হইয়া আছে, যৎপদার্থ সকলকে রক্ষা করিতেছে, তাহা 'ব্যোম'। প্রাণিগণ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়,—যাহা বিভু, তাহা 'বর্হি'। সমস্ত ভূতের মধ্যে যাহা শান্ত বা নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, বিনাশী—পরিণামী—পরিবর্ত্তনশীল বস্তু সকলের মধ্যে যাহা অবিনাশী—অপরিণামী—পরিবর্ত্তন রহিত তাহা 'অন্তরিক্ষ'। তুমি যদি যথার্থতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও মননশীল হইতে, তাহা হইলে, 'বিয়ৎ,' 'ব্যোম' ইত্যাদি শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া তোমার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, তুমি তাহা হইলে, অনুভব করিতে পারিতে, এক একটী সাধু শব্দই এক একটী পূর্ণ বিজ্ঞান, তাহা হইলে, তোমার বিশ্বাস হইত, জড় বৈজ্ঞানিকগণ ইথার, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহা করিয়া, এই সকল পদার্থ সম্বন্ধে ইঁহাদের যেরূপ অনুমান হইয়াছে, 'বিয়ৎ,' 'ব্যোম' প্রভৃতি শব্দ চতুষ্টয়ের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভে সেইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপকতর রূপ বিরাজ করিতেছে। 'বিয়ৎ,' প্রভৃতি আকাশ পর্য্যায় (আকাশের প্রতিশব্দ) শব্দ চতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে সর্ব্বব্যাপিনী আধার শক্তিই যে, 'আকাশ' পদার্থ, তাহা

উপলব্ধি হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "আকাশ হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, আকাশেই ইহাদের লয় হইয়া থাকে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল যখন আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং আকাশেই যখন ইহারা বিলীন হইয়া থাকে, তখন আকাশই সকলের প্রধান, আকাশেই সর্ব্বভূত প্রতিষ্ঠিত আছে।" *

জিজ্ঞাসু—'আকাশ' শব্দ এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

বক্তা—'আকাশ' শব্দটী এখানে পরমাত্মার বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সর্ব্বভাবের অবিভক্ত—অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বা পরম কারণ বুঝাইতে 'পরম ব্যোম' এই শব্দটীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ("সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্"—ঋগ্বেদ সংহিতা)। অথর্ব্ববেদ সংহিতা বলিয়াছেন, ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে যাঁহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, যে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, যিনি তাহা অবগত হইয়াছেন, ব্যাকৃত জগদাধারের আধারকেও যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন ("যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ। সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাৎ ব্রাহ্মণং মহৎ॥"—অথর্ব্ববেদ-সংহিতা ১০।৮।৩৭)।

জিজ্ঞাসু—ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে?

বক্তা—ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু, প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী দেবীর পবিত্র হৃদয়ে একদিন এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, পরম কারুণিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের চরণ ধারণ পূর্ব্বক গার্গীদেবী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, সকল কার্য্যই অন্তর্ব্বহির্ভাবে ব্যবস্থিত, তাই জানিতে চাই, দ্যুলোকের উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত (অতীত) ভবৎ-বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব সমূহ, এক কথায় বিশ্বজগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে ওত-প্রোতভাবে বিদ্যমান? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এইরূপ জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, গার্গি! দ্যুলোকের উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক—ভূলোকের মধ্য এবং ভূত, ভবৎ ও ভবিষ্যৎ ভাবজাত যে অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, তাহার নাম 'আকাশ'। গার্গী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আকাশে ব্যাকৃত জগৎ ধৃত হইয়া আছে, ভগবন্!

* "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।"—ছান্দোগোপনিষৎ।

সেই আকাশ কোন্ আধারে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে অক্ষর পরব্রহ্মই আকাশকে ধরিয়া আছেন, অক্ষর (ক্ষয় রহিত) পরব্রহ্মই অন্তরতম, ইনিই সকল কার্য্যের পরম কারণ, নির্ব্বিশেষ পরমাত্মার গর্ভেই নিখিল কার্য্য পদার্থ ধৃত হইয়া আছে। *

"যাহাতে সকলে শয়ন করে," তিনি 'শিব', শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা এইবার কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

কার্য্য পদার্থ মাত্রের যিনি আধার, তাহাতেই সকলে শয়ন করিয়া থাকে, তিনিই সকল পদার্থকে ধরিয়া রাখেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহা কার্য্য, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্থূল, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত। পৃথিবী জল দ্বারা, জল অগ্নি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত। যে পদার্থ যাহার আদি ও লয় স্থান, তৎপদার্থই তাহার মধ্যস্থান—তাহার মধ্যাবস্থা। ভূত পঞ্চক সত্য, পরমাত্মা সত্যের সত্য ("যৎ কার্য্যং পরিচ্ছিন্ন স্থূলং কারণে নাপরিচ্ছিন্নেন সূক্ষ্মেণ ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্। যথা পৃথিব্যদ্ভিস্তথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিতব্য মিত্যেব * * * তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্যে চোত্তরোত্তরং সূক্ষ্মভাবেন ব্যাপকেন কারণ রূপেণ চ ব্যবতিষ্ঠন্তে। সত্যঞ্চ ভূত পঞ্চকং সত্যস্য সত্যং চ পরমাত্মা।"—শঙ্কর ভাষ্য)। অতএব যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব', এই কথার অর্থ হইতেছে, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের পরম আধার, যাঁহাতে সকল পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে, যাঁহা হইতে সর্ব্বকার্য্য পদার্থের উৎপত্তি হয়, লয় কালে সকল কার্য্য পদার্থ যাঁহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারণ তিনি 'শিব'।

জিজ্ঞাসু—বুঝিতে পারিলাম, বুদ্ধিমান্, ভাগ্যবান্, 'শিব' শব্দের এই অর্থ হইতেই, শিবের স্বরূপ জানিতে পারেন। কিন্তু আমার বুঝিবার শক্তি অল্প, 'শিব' শব্দের এই ব্যাখ্যা শুনিয়াও 'যাঁহাতে সকলে শয়ন করে,' আমি এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছিনা।

বক্তা—যথোপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই সিদ্ধি হইতে পারেনা। অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবান্‌কে জানিবার, ভগবান্‌কে পাইবার মুখ্য সাধন। পাপক্ষয় না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না। তুমি যে পূজা কর, তাহা যথার্থ পূজা নহে। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে কি কর্ত্তব্য, আমি তোমাকে তাহা

* "তস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

বুঝাইয়া দিতেছি। ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন ভগবান্‌কে পাইবার যতপ্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ সাধন ("অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ"—নারদ ভক্তি সূত্র ৫৮)। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় নাই, তিনি কখন "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি 'শিব" এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা অনুভব করিবার যোগ্য হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে ভগবানে ভক্তি হয় ? ভক্তির সাধন কি ?

বক্তা—'ভক্তিযোগ সাধন' নামক সম্ভাষণে আমি তাহা বুঝাইব। ভগবানের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহই বস্তুতঃ ভগবানে ভক্তি হইবার মুখ্য সাধন। শ্রুতি ও পুরাণাদি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভগবানের অনুগ্রহ শক্তিই 'গুরু', ভগবানের অনুগ্রহই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব", এই স্বল্প অক্ষরাত্মক কথার গর্ভে, কত অমূল্য রত্ন বিরাজ করিতেছে, যখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে, তখন কৃতার্থ হইবে। ভাবিয়া দেখ, কে সকলকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ ? ভাবিয়া দেখ, বিপদে পড়িলে, কে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমবান্ ? দুঃখ দূর করিবার শক্তি কাহার আছে ? লৌকিক চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তকে কে রোগমুক্ত করিতে পারগ ? জীব দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বস্তুতঃ কাহার আশ্রয় লইতে চাহে ? কাহার চরণে আমি তোমার বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতে উৎসুক হয় ? শ্রুতি এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—'শম্ভবের', 'ময়োভবের', 'শঙ্করের', 'ময়স্করের', শিবের, শিবতরের ("নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ, ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা—ষোড়শ অধ্যায়)

জিজ্ঞাসু—'শম্ভব', 'ময়োভব', 'শঙ্কর', 'ময়স্কর', 'শিব', 'শিবতর', এই সকল শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—যাঁহা হইতে সুখ হয়, বাধা দূরীভূত হয়, তিনি 'শম্ভব', অথবা যিনি সুখরূপ—মুক্তিরূপ এবং যিনি ভব বা সংসার রূপ, তিনি 'শম্ভব'। 'ময়' শব্দের অর্থ 'সুখ'; 'ময়' (সুখ) হয় যাঁহা হইতে তিনি 'ময়োভব'। মহীধর বলিয়াছেন, 'যিনি সংসার-সুখপ্রদ', তিনি ময়োভব! যিনি লৌকিক সুখকর তিনি শঙ্কর। যিনি মোক্ষ সুখকর, তিনি 'ময়স্কর'। ভগবান্ লৌকিক—পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখের দাতা, অপিচ শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞানপ্রদ বলিয়া, তিনি মোক্ষ সুখকারী। মহীধরের মতে 'শিব' শব্দ কল্যাণ রূপ, নিষ্পাপ এই অর্থের এবং শিবতর শব্দ

অত্যন্ত শিব, এই অর্থের বাচক। ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন—বিমল করেন, তাই ভগবান্ শিবতর। উব্বটের মতে 'শিব' শব্দ শান্ত—'নির্ব্বিকার' এবং 'শিবতর' অধিক—নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ বীজ এই অর্থের বোধক। *

কথা হইল, যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি 'শিব' তিনি 'শম্ভু', তিনি 'শঙ্কর', তিনি 'ময়োভব', তিনি 'ময়স্কর'।

যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন এবং যিনি জ্ঞান ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হচ্চে?

জিজ্ঞাসু—আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছিনা। ধনাভাব, রোগপ্রভৃতি যে, দুঃখের কারণ, তাহা বুঝিতে পারি। ধনের অভাব দূর হইলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলে, সুখ হয়, সন্দেহ নাই। শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা; আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, এ যাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখ কিরূপ সামগ্রী আমি তাহা জানি না। 'ধনের অভাব শিব দূর করেন', 'ব্যাধির যাতনা শিব নিবারণ করেন', 'শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নাশ করেন', এই সকল কথা আমার কাছে অর্থ শূন্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। ইহারা যে, মিথ্যা কথা আমার তাহা মনে হচ্চে না বটে, তবে আমি ইহাদের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক

---

* "শং সুখং ভবত্যস্মাদিতি শম্ভবঃ। যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভব সংসার রূপশ্চ মুক্তি রূপো ভবরূপশ্চ তস্মৈ। ময়ঃ সুখং ভবত্যস্মাময়োভবঃ সংসার সুখপ্রদঃ তস্মৈ। শং লৌকিক সুখং করোতি শঙ্করঃ তস্মৈ। ময়ো মোক্ষ সুখং করোতি ময়স্করঃ তস্মৈ। * * *

শিব কল্যাণরূপো নিষ্পাপঃ তস্মৈ। শিবতরোঽত্যন্তং শিবো ভক্তানপি নিষ্পাপান্ করোতি তস্মৈ।"—মহীধর ভাষ্য।

"নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—শিবঃ শান্তো নির্ব্বিকারঃ। শিবতরস্ততো ঽপ্যধিকো নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞঃ বীজঃ।"—উব্বট ভাষ্য।

প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগ মুক্ত হয়, ইহা জানি, কিন্তু 'শিব' সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন, শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন সুখবিধাতা, একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্য, আমার এখনও হয় নাই। শিবকে কখন দেখি নাই, শিব ধনের অভাব দূর করেন, শিব রোগের যাতনা নিবারণ করেন,' শিবের সর্ব্বাধার কোলে সকলে শয়ন করে, স্নেহময়ী গর্ভধারিণী যেমন শিশু সন্তানকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, শিবও সেইরূপ সকল সন্তানকে যথাসময়ে কোলে ঘুম পাড়ান, আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছি, কথা শুনিলেই কি, তাহার যথার্থ বোধ হইতে পারে ?

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি সুখী হইলাম। আচ্ছা বলিতে পার, যাহা শুনা যায়, কি করে তাহার যথার্থ অর্থের বোধ হয় ? "যাঁহাতে সকলে শয়ন করে তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখ দাতা, যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয়—মরণ সাগরে যিনি অমৃতস্বরূপ, যিনি সর্ব্ব কার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের আধার, যিনি সদা সকলের অন্তরে-বাহিরে বিদ্যমান, যিনি স্বয়ং অপাপ-বিদ্ধ এবং যিনি ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন, তিনি "শিব", কি করে এই সকল কথার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—আমি কি করে তাহা বলিতে পারিব দাদা ?

বক্তা—ইহারা যে মিথ্যা কথা নহে, অসম্ভব কথা নহে, তাহা তোমার মনে হচ্চে ? তুমি যে, ইহাদিগকে মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে উড়াইয়া দিতে পারিতেছনা তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলিবেন কেন ? যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ? আপনি যে সকল কথাকে সত্য বলিয়া, পরম হিতকর বলিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ?

বক্তা—শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কি করে তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইল, রমা ?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপাকণা পাইয়াছি বলিয়া। বহুদিন, বহুবার শুনিয়াছি, "বেদ, সত্য, ব্রহ্ম, ভগবান্," ইঁহারা এক পদার্থ। যিনি সত্যময়, মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করেন, সত্য জ্ঞান দিবার জন্য যাঁহার আবির্ভাব, তিনি কি মিথ্যা বলিতে পারেন ? তাঁহার কি মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে ?

বক্তা—সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, করুণাময়, জ্ঞান ও প্রেমময়

শিবের কৃপায় তোমার হৃদয়ে যথার্থ শিবভক্তির উদয় হোক্, শিব, কে শিবের কৃপায় তুমি তাহা যথার্থভাবে অবগত হও। শিব কৃপা না করিলে, কেহই শিবকে বিশুদ্ধ ভাবে, পূর্ণরূপে জানিতে পারে না।

সংসারে নাস্তিক ও আস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, যুগভেদে সংখ্যার তারতম্য হইলেও, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও একেবারে অভাব হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, ঈশ্বর বিশ্বাস, শরীরাত্মার পশ্চাৎ অন্তরাত্মা আছেন, দেবতা আছেন, দেবতারা স্তব ও উপহারাদি দ্বারা প্রসন্ন হইলে, ভাল করেন, অপ্রসন্ন হইলে, অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে, মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হয়, যাহা যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সে পাইয়া থাকে, তাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, এবম্প্রকার বিশ্বাস মানুষের প্রথমাবস্থায়—অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্যাবস্থার দিনেই হইয়া থাকে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, এবম্প্রকার বিশ্বাস বিচলিত হয়, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, তাঁহাদের এই প্রকার মত যে, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, তাহা স্থির, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যে অবস্থাকে ইহাঁরা সভ্যাবস্থা বলেন, সে অবস্থাতেও কৃতকিছু সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদিগের মধ্যে আস্তিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবানের ছবি নয়নে পতিত হয়। অতএব কর্ম্ম অনাদি, কর্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, বীজ হইতে অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্ত্যাদির প্রবাহের যেমন কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ জগতের বিকাশ ও বিনাশ বা লয়, প্রবাহ রূপে নিত্য, ইহাদের কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না। সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, যাহা বস্তুতঃ সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাই, তাহার কখন উৎপত্তি বা সম্ভাব হয় না। অতএব ঈশ্বর বিশ্বাস বা আস্তিকতা যে, অসভ্যাবস্থারই সামগ্রী, সভ্যাবস্থায় ইহা থাকিতে পারে না, এই মত অদূর দর্শিতা হইতে, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্বিমুখ এই উভয়ই এখন আছেন, পূর্ব্বে ও ছিলেন, পরেও থাকিবেন। তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আবির্ভাব-তিরোভাবানুসারে ভাল-মন্দ ভাবের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে, কখন উন্নতি কখন অবনতি হয়, গুণ-কর্ম্ম বিভাগানুসারে সকল

ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি যাহা স্বভাবতঃ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, অন্য এক ব্যক্তি বহু ক্লেশেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যাঁহার যাদৃশ প্রতিভা বা সংস্কার, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারানুসারে বুদ্ধির ভেদ হয়, প্রবৃত্তি ও রুচির ভেদ হয়। অতএব যাহার যাদৃশ প্রতিভা, তাহার তাদৃশ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা হয় তাহা কেন হয়, সকলেই কি যথার্থভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হন? সকলেই কি, বিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্ব বিচার করিতে সমর্থ? দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে যে, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে, তাহা কি মিথ্যা? কিন্তু সকলেই কি, ইহা কেন হয়, যথাযথভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করেন?

'শিব', কে, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় কাহার তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, শিবের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কেহ বা ইহা জানিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাহাই বুঝিতে পারেন না, যিনি শিবের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এই ব্যক্তি পণ্ডশ্রম করিতেছে, যাহা করিয়া কোন লাভ নাই তাহা করিতেছে, এই বলিয়া, তাঁহাকে উপহাস করেন, ভ্রান্ত বলিয়া, বর্ব্বর বলিয়া, উপেক্ষা করেন। যিনি বিচারশীল, যিনি বস্তুতঃ জীবিত তিনি কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিচার করিবার প্রবৃত্তি, সাধুভাবে বিচার করিবার শক্তি, পূর্ব্ব বাসনা বা অভ্যাস জনিত সংস্কারানুসারে, গুণভেদ নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া থাকে।

"যাহাতে সকলে শয়ন করে তিনি শিব," যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করেন, সাংসারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সুখেরই যিনি দাতা, যিনি জ্ঞান-ভক্তি দিয়া নিষ্পাপ করিয়া, মানুষের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ করেন, যিনি কল্যাণময়, যিনি ধনের অভাব মোচন করেন, যিনি রোগের যাতনা নিবারণ করেন, তিনি 'শিব', এই সকল কথা, সারগর্ভ, অথবা ইহারা উন্মত্তের প্রলাপ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, যুক্তিহীন কথা, যথার্থভাবে তাহা বিচার করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনিই এই সকল কথা শুনিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—আপনার অনন্ত দয়ায় আমি অনেক দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিতে পারিতেছি। শিবই যে বস্তুতঃ সুখময়, শিবই যে, সকলের সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা, সকলের সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই যে, রোগার্ত্তের ভিষক, তিনিই যে, ভবরোগ বৈদ্য, শিবই যে, অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, দরিদ্রের নিত্য কোষাগার, যাহাতে ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি, দয়া করে আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন।—

ক্রমশঃ

অভাগা।

এ জগতে কোলে নিতে কেহ তো আমার নাই,
সকলে চরণে দলে সবে করে দূর ছাই।
মরমে অনন্ত জ্বালা ল'য়ে বুক ভরা ব্যথা,
কার কাছে যাব নাথ! কেহতো কহেনা কথা।
পৃথিবীর এক কোণে এ অভাগা পড়ে আছে,
সুধাবার কেহ নাই কেহ তো আসে না কাছে।
আকুল পরাণ ল'য়ে সকলের মুখ চাই,
কেহ তো আমার প্রাণে ফিরেও চাহিতে নাই।
লুটায়ে যাহার আমি পড়ি চরণের তলে,
উপহাসি সেই পুনঃ চলে যায় পায়ে দলে।
কেহতো আসে না কাছে জ্বালিতে আশার আলো,
জনম দুঃখী বলেই কেহতো বাসে না ভালো।
কেহতো সান্ত্বনা করি বলে নাকো একবার,
মুছাতে আসে না প্রভু! মুছাতে এ আঁখিধার।
সকলে ত্যজেছে মোরে কেহতো আমার নয়,
অভাগা দেখে তুমিও ত্যজিবে কি দয়াময়?
ছোট বড় তব কাছে পায়গো সমান স্নেহ,
দিবে নাকি কোল প্রভু! জুড়াতে তাপিত দেহ?
লও যদি লও নাথ! স্নেহ ও প্রশান্ত কোলে,
জগৎ জুড়াবে ওগো। এ চির অভাগা ম'লে॥

শ্রীশিশির কুমার বক্সী।

বিচার।

১। একদিকে প্রেমময়ের অহেতুক প্রেম ও করুণাশ্রুপ্লাবিত মধুর বদন, অপর দিকে পাপের সহস্র প্রলোভন ও কুহকিনী সংসারাসক্তির মোহিনী মূর্ত্তি; এই উভয়ের মধ্যে তুমি কি চাও?

২। এক দিকে অনন্ত ক্ষমা, অপর দিকে অনন্ত অপরাধ, অকৃতজ্ঞ বিশ্বাস ঘাতক, আর চৈতন্য সঞ্চার হইবে কখন?

৩। এক দিকে ব্রহ্মচর্য্যের তেজঃপূর্ণ বিমল সৌন্দর্য্য, অপর দিকে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের অবশ্যম্ভাবী পরিমাণ মর্কটত্বলাভ, ভ্রান্ত মন, এ উভয়ের কি চাও?

৪। ইন্দ্রিয় শক্তিলোপ, আয়ুঃক্ষয়, দৃষ্টিশক্তিক্ষয়, অপস্মার, উন্মাদ, কুষ্ঠ, কৃমিসংকুল ক্ষতরোগ প্রভৃতি বীভৎস ও কুৎসিত রোগ সমূহে আক্রান্ত মনুষ্য দিগের ইহকালেই ভীষণ নরক ভোগের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখ! মূঢ়, পিশাচ, এখনও কি পাপানুষ্ঠানে বিরতি জন্মে না?

৫। স্বয়ং অনুষ্ঠান না করিয়া অপরের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করিবার অথবা অপরকে উপদেশ দিবার তোমার কি অধিকার আছে? ভণ্ড একবার আপনার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর।

৬। ভোগ সুখ ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি তো পশ্বাদি জন্মেও অনেক পাইয়াছ ও পাইবে। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম কি এইরূপেই অতিবাহিত করিবে?

৭। সাধনক্ষম ও কর্ম্মক্ষম জীবনের অর্দ্ধেক তো পূর্ণ হইল—অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের মধ্যে নিদ্রা ও রোগাদি আছে। এখনও আলস্য মোহনিদ্রার বশীভূত থাকিবে?

৮। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, বান্ধব ও আত্মীয়—স্বজনাদির মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখ! এই সকল প্রিয়জনের স্নেহ, ভক্তি ও প্রণয়ের কি এই প্রতিদান? তোমার ধর্ম্ম ও পুণ্যের উপর তাঁহাদের প্রীতি ও আনন্দ কতদূর নির্ভর করে একবার ভাবিয়া দেখ!

৯। বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাবের সাময়িক উদ্দীপনায় যশঃপ্রতিপত্তি প্রভৃতি ঐহিক

সুখ সম্পদের পথতো ইতি পূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? হায় মূঢ়, এখনও কি পরকালও নষ্ট করিবে?

১০। দিবাস্বপ্ন চিত্তবিক্ষেপ আনয়ন করিয়া এখনই সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব ছায়াময় কল্পনা জগতে বিচরণ করিতে এই বেলা বিরত হও; তাহার উপর আবার মায়া জগতের সৃষ্টি কেন? যাহাদের হৃদয়ে সদ্‌বস্তু তত্ত্বের বিমল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অক্ষম, তাহারাই মায়াময়ী কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হয়—আবার যাহারা মায়াময়ী কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হয় তাহাদের স্বতঃই সদবস্তুতত্ত্বের বিমল সৌন্দর্য্য ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া পড়ে।

১১। জগতের চিন্তা তরঙ্গের উপর তোমার চিন্তার প্রভাব কতদূর একবার বিচার করিয়া দেখ! এখনও কি কলুষ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া জগতে পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠার কণ্টক স্বরূপ হইবে?

১২। একটি পাপ আর একটি পাপ ডাকিয়া আনে, ইহাই পাপের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যের হানি করিলে নষ্টবীর্য্য ও শক্তি আনয়ন করিতে মাংসাহার আবশ্যক হইয়া পড়িবে, সুতরাং প্রাণিহিংসা হওয়া সম্ভব। বাসনার দ্বারা কখনই বাসনার মূলোচ্ছেদ হইতে পারেনা; ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির ন্যায় উহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রবৃত্তিকে পরিহার করিয়া প্রাণপনে নিবৃত্তির অনুষ্ঠান কর।

১৩। লুব্ধচিত্ত এখনও মাংসাহারে রুচি? তোমার ঐ দগ্ধ উদরের পরিতৃপ্তির কালে কোন হৃদয়ে প্রাণরূপী ব্রহ্মার স্মরণ করিয়া প্রিয়তমকে ঐ খাদ্য নিবেদন করিবে। হায়! হায়!! এই সকল জীবের অন্তিমকালীন চিত্তের ভয় কাতরতা প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল চেষ্টা এবং পরিশেষে নিষ্ঠুর মানব হস্তে ভীষণ যন্ত্রনাময় পরিণাম একবার স্মরণ করিয়া লও। ঐ জলচর জীব নির্ম্মল উদার হৃদয় সুশীতল জলাশয়ে তাহার স্বচ্ছন্দ বিচরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া কি নিদারুণ কষ্টে পলে পলে দগ্ধ হইয়া তাহার জীবলীলা অবসান করিয়াছে। ঐ পক্ষী সুনীল আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বঞ্চিত হইয়া জন্মের মত যুথভ্রষ্ট সঙ্গিহীন ও আনন্দচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—মুখে প্রকাশ করিতে সমর্থ হউক বা না হউক অন্তিমকালে নির্দ্দয় মানব হস্তের বিষময় কঠিন আঘাতে অন্তঃ তাহার হৃদয় কোন কুরবীর ন্যায় ক্র[illegible]য়া উঠিয়াছিল ঐ ছাগ বা মেষ মৃত্যুর প্রাকালে ঘা[illegible]কের দিকে

বিস্ফারিত চক্ষে সহায়হীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি হতাশ ব্যঞ্জক কণ্ঠেই আর্ত্তনাদ করিয়াছিল ঐ হতভাগ্য বন্য পশু তাহার স্বাধীন বিহার ক্ষেত্র শান্তিময় আশ্রয় স্থান, প্রিয়শাবক অথবা সঙ্গি ও সঙ্গিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি কাতর হৃদয়ে এবং বিষময় অস্ত্রের কি ভীষণ যন্ত্রণাতেই না ইহলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

১৪। হায়রে মায়া মুগ্ধ লুব্ধ চিত্ত, এই কি তোমার অদ্বয় ব্রহ্মে বিশ্বাস? এই কি তোমার ভক্তি? সুখাদ্য সুপেয় ভোজ্য দ্রব্য সমূহের রস কি প্রিয়তমের অধর সুধা হইতেও মধুর? হায়! হায়!! ঐ দেখ লক্ষ লক্ষ দীন, দুঃখী, নিরাশ্রয় অত্যাচার পীড়িত নিরন্ন কঙ্কালসার ব্যাধি জর্জ্জরিতগণের শরীর আশ্রয় করিয়া প্রিয়তম 'দরিদ্রনারায়ণ' ক্ষুৎকাম চক্ষের কাতর দৃষ্টিতে তোমার সেবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ছি! ছি!! নির্লজ্জ প্রতারক, বিশ্বজগতের লজ্জা বস্ত্রও কি তোমার স্বার্থ কলঙ্কিত উদাসীন হৃদয়ের লজ্জা নিবারণ করিতে পারে?

১৫। যাহা হিতকর ও সত্য তাহা যথা যোগ্য সুযুক্তির সহিত সরল হৃদয়ের ভাষায় বলিয়া যাও। তাহাতে যদি কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পার তবে তৎক্ষণাৎ নীরব হও। বৃথা বাক্যাড়ম্বর বা জটিল তর্কজালে কাহারও হৃদয় স্পর্শ করা যায় না তাহাতে আপনারই সর্ব্বনাশ হয় মাত্র। বিবেক, বৈরাগ্য, ক্ষমা ও অহিংসার সৌন্দর্য্য এবং মহিমা যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না মায়া মুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মূর্খ বা পণ্ডিত মুর্খের চক্ষের চক্ষে মিথ্যাই সত্যরূপ, অনিত্যই নিত্যরূপ, অশিবই শিবরূপ, এবং কুৎসিতই সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়।

১৬। নির্ব্বোধ সাবধান! ভাবের ঘরে চুরি করা চলে না। ছি! [illegible] আত্মপ্রতারণা করিয়া অহরহ নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছ।

১৭। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর হু হু করিয়া চলিয়াছে। কোথায় বা সাধনা? কোথায় বা সিদ্ধি?

১৮। শারীরিক শ্রম, অধ্যয়ন এবং বিবিধ গ্রন্থপাঠ সাধনা নহে—মলিন চিত্তে ভাবুকতা পূর্ণ প্রার্থনা সাধনা নহে—পুন পুনঃ মায়ার ক্রোড়ে ছুটাছুটী করিয়া মাঝে মাঝে তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণে শান্তিদানের জন্য উপাসনা সাধনা নহে—নিয়ম আসন কি[illegible]ড়ীশুদ্ধির বাহ্য অনুষ্ঠানও সাধনা নহে। মূর্খ! বু[illegible]তা ও

সাধনার বৃথা অভিমান দূরীভূত কর। প্রিয়তমকে এ সকলের দ্বারা ভুলান যায় না। সংসারে আসক্তি ত্যাগ, কামিনী কাঞ্চনে মোহ পরিহার, কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা, মোক্ষস্পৃহা পর্য্যন্ত অবহেলা ও পরিহার বৈরাগ্য দার্ঢ্য বিবেক নিষ্ঠা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য সম্ভুত মহাবীর্য্য, অনন্ত সত্যানুরাগ, ধ্যানপ্রবণতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠাই যথার্থ ধর্ম্মজীবনের পরিমাপক।

১৯। আজই তোমার যদি মৃত্যু হয় তবে কি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ নিঃসঙ্কোচ পবিত্র চিত্তে প্রাণারামকে স্মরণ করিয়া আনন্দের সহিত মৃত্যুরূপী প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইতে পারিবে ?

২০। ঐ দেখ, প্রেমময়ের প্রেমমূর্ত্তি তোমায় আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া করুণ দৃষ্টিতে ছল ছল নয়নে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ছি! ছি!! কৃতঘ্ন— এখনও কি উদাসীন হইয়া থাকিবে ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

শ্রীশিশির কুমার বক্সী।
গোরক্ষপুর।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
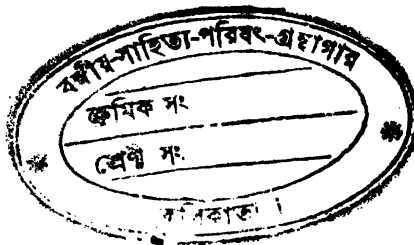
হে নিষাদ—সুহৃদ্‌, মিত্র, অরি, উদাসীন, দ্বেষ্য, মধ্যস্থ, বান্ধব এই সমস্ত আপন আপন আচরিত কর্ম্মই যুটাইয়া দিতেছে এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। যাঁহারা বিনা প্রয়োজনেই স্নেহ করেন যেমন পিতামাতা তাঁহারা সুহৃদ্‌; কিছু স্বার্থ রাখিয়া যে স্নেহ—তাহা মিত্রের কার্য্য; বিনা প্রয়োজনে যে শত্রুতা করে সে অরি; শত্রুতাও নাই, মিত্রতাও নাই ইহা উদাসীনের ভাব; স্বার্থ জন্য যে শত্রুতা ইহা দ্বেষ্য; বিবাদ বিষয়ে যিনি সাক্ষী তিনি মধ্যস্থ আর বিবাহাদি দ্বারা যে সম্বন্ধ তাহা বান্ধব ভাব। এই সমস্ত সুহৃদ্‌ মিত্রতাদি ভেদ যেরূপ যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা হয় সেইরূপ যিনি সুখ কর্ম্ম করিতেছেন উঁহার সুখ আর যিনি অন্যকে দুঃখী করিবার কর্ম্ম করিতেছেন তিনি দুঃখ পাইবার জন্য সদসৎ সঙ্গ পাইয়াছেন। মানুষ বিরক্ত হইবে কাহার উপর? সুখ দুঃখ, যে মানুষ পায় তাহা আপন কর্ম্মানুসারেই পায় ইহাতে কাহারও অপরাধ নাই।

মানুষ পূর্ব্বকৃত আপন আপন কর্ম্মের অধীন বলিয়া যেমন যেমন সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা ভোগ করিয়া সুস্থ মন হউক, অর্থাৎ যতদিন সুখ ভোগ না করে ততদিনের ভোগের রাগ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে আর যতদিন দুঃখ ভোগ না করে ততদিন তাহাতে দ্বেষ থাকিয়া যায়, ভোগের পরে তবে মানুষ রাগদ্বেষ রহিত হয়—সেইজন্য সুখ ও দুঃখ যাহা যাহা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আইসে তাহা ভোগ করিয়া সুস্থমন হওয়া উচিত, প্রকৃতিই সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া যখন রাগদ্বেষ ক্ষয় করিয়া দেন তখন আর মনকে অসুস্থ রাখা উচিত নহে। হে সখে! না আমার সুখ ভোগের ইচ্ছা আছে, না দুঃখ নিবৃত্তিরই ইচ্ছা আছে, দৈববশে সুখই আসুক বা দুঃখ না আসুক আমি কোন ভোগের বশে নই অর্থাৎ তত্ত্ব জানা থাকিলে জানা যায় আমিই যখন কর্ম্ম ভোগের বশে নই তখন আমার স্বামী রাম কিরূপে কর্ম্ম ভোগের অধীন হইবেন? অহঙ্কার বিমূঢ় জীব আত্মা কর্ম্ম ভোগের অধীন বলিয়া সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হয় কিন্তু ঈশ্বরকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারেনা এই জন্য দেবী কৈকেয়ীকৃত দুঃখের সহিত রামের কোন সম্বন্ধই নাই। আরও দেখ সকল জীবের ব্যবস্থা দেখিয়া তোমার বিষাদ করা উচিত হয় না কারণ যেদেশে বা যে কালে এবং যে কারণে যে কেহ শুভ [illegible] [illegible]

কর্ম্ম করে তাহার ফল অবশ্যই তাহাকে ভোগ করিতে হয়—তাহার অন্যথা কখন হয় না এই হেতু শুভাশুভ ফলের উদয়ে অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তিতে হর্ষ বা বিষাদ কিছুই করা উচিত নহে কারণ ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সুর বা অসুর কাহারও সামর্থ্য নাই। সকল কালেই পুরুষ সুখ ও দুঃখের সহিত যুক্ত থাকিবেই কারণ, যে কারণে এই মনুষ্যশরীর পুণ্য আর পাপ এই দুই হইতে উৎপন্ন সেই কারণে এই শরীর সুখ ও দুঃখের সহিত যুক্ত। আবার এই যে সুখ ও দুঃখের সহিত মানুষ যুক্ত হইয়া আছে তাহারও প্রকার এই যে সুখের অনন্তর দুঃখ আইসে আবার দুঃখের অনন্তর সুখ আসিয়া থাকে—এই দুই সব প্রাণীর অলঙ্ঘনীয় অর্থাৎ কেহই ইহাদিগকে লঙ্ঘন করিতে পারে না—দিন রাত্রির গমনাগমন যেমন সেইরূপ। আরও দেখ বিষয় ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইতে যে সুখ ও দুঃখ জন্মে সে সমস্তই ত্রিগুণাত্মক ইহাতে সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ অবস্থান করিতেছে ; ইহারা জল ও পঙ্কের মত মিলিত রহিয়াছে এই জন্য এই দুইই ত্যাগের যোগ্য। ভগবান্ পতঞ্জলি এই জন্যই যোগ সূত্রে বলিয়াছেন "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ দুঃখমেবসর্ব্বং বিবেকিনঃ" ২।১৫ অভিপ্রায় হইতেছে এই যে বিষয়সুখ ত্রিগুণময় আর গুণ সমূহের বৃত্তি বা উপজীবিকাও চঞ্চল—কোন কালেই এক ভাবে স্থির থাকেনা ; সুখ সত্ত্বগুণ ভিন্ন হয় না এই জন্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় যোগে যখন সুখ উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ে রজোগুণের বৃত্তি বৃদ্ধিতে সত্ত্ববৃত্তি আবৃত হওয়ায় সুখ নষ্ট হইয়া যায়। ঐরূপ আবার তমোগুণের বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নিদ্রা আলস্য প্রমাদ দ্বারা সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকিতে পারেনা। আরও দেখ নিদ্রাতে চিত্ত লয় হইলে নিদ্রাতে সুখ হয় কিন্তু রজোগুণের বৃত্তি জাগিলে যখন স্বপ্ন আইসে তখন উহাতেও সুখ থাকেনা ; বিশেষ রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষের চিত্ত স্থির থাকেনা বলিয়া উহাতে সুখ দুর্ল্লভ—এই ভাবে গুণবৃত্তির বিরোধে বিষয় সুখ যাহা তাহা দুঃখই। অথবা সত্ত্বগুণের বৃত্তি হইতেছে শান্ত, রজোগুণের বৃত্তি ঘোর এবং তমোগুণের বৃত্তি মূঢ় এই তিনবৃত্তির পরস্পর বিরোধ থাকায় বিষয়সুখ মাত্রই দুঃখ।

এই সমস্ত কারণে জ্ঞানীপুরুষ ইষ্ট বিষয় প্রাপ্তিতে কিছুমাত্র হর্ষযুক্ত হননা এবং অনিষ্ট বস্তু পাইয়াও মোহপ্রাপ্ত হননা কারণ "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সবই মায়া এই ভাবনা তিনি সদাসর্ব্বদা রাখেন।

"গুহলক্ষ্মণয়োরেবং ভাষতে বিমলং নভঃ" লক্ষ্মণ ও গুহ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে আকাশ বিমল হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

এই সুখ দুঃখের বিচার জীবনে যে কতদূর শান্তি আনয়ন করে তাহা যিনি অভ্যাস করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। এই সমস্ত উপদেশ এত মহামূল্য বলিয়াই আমরা রামায়ণ তুলসী মঞ্জরীর বিশিষ্ট ভ্রমর আপনার মধুময় গুঞ্জনে এই সংবাদই যেভাবে দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাহু ন কোউ দুখসুখ কর দাতা ; নিজকৃতকর্ম্ম ভোগ সব ভ্রাতা॥
যোগ বিয়োগ ভোগ ভল মন্দা ; হিত অনহিত মধ্যাম ভ্রম কন্দা॥
জন্মমরণ জহঁলগি জগজালূ ; সম্পতি বিপতি কর্ম্ম অরু কালূ॥
ধরণী ধাম ধন পুর পরিরারু ; স্বর্গনরক জহঁলগি ব্যবহারু॥
দেখিয় শুনিয় গুনিয় মনমাহীঁ ; মোহমূল পরমারথ নাহীঁ॥
স্বপনে হোই ভিখারী নৃপ, রঙ্ক নাকপতি হোই।
জাগে লাভ ন হানি কছু, তিমি প্রপঞ্চ জগ জোই॥
অস বিচারি নাহিঁ কীজিয় রোষূ, কাহুহি বাদি ন দেইয় দোষূ॥

সুখ বা দুঃখ কেহই কাহাকেও দিতে পারে না, হে ভ্রাতঃ নিজ নিজ কর্ম্ম ফলই সকলে ভোগ করে। ভাল মন্দ যোগ ভোগ বিয়োগ হিত অহিত উদাসীন ভাব সমস্তই ভ্রম জাল মাত্র। যতদিন হইতে এই বিশ্ব ততদিন হইতেই জন্ম মরণ সম্পদ বিপদ কর্ম্ম আর কাল ; ভূমি, ধাম, ধন সম্পদ্ পরিবার, স্বর্গ নরক ব্যবহার মাত্রেই চলিতেছে। এই সকল দেখ শুন মনে মনে বিচার কর ; এই সমস্তই মোহমূল—ইহার কিছুই পরমার্থ নহে। স্বপ্নে রাজা ভিখারী হয় আর দরিদ্র স্বর্গাধিপতি হয় কিন্তু জাগ্রত হইলে দেখে লাভহানি কিছুই হয় নাই—সেইরূপই মায়া প্রপঞ্চ এই সমস্ত। এই বিচার কর—কাহারও উপর বৃথা ক্রোধ করিওনা—কাহাকেও বৃথা দোষ দিওনা।

মোহনিশা সব সো বনিহারা, দেখহি স্বপ্ন অনেক প্রকারা॥
য়হি জগজামিনী জাগহিঁ যোগী, পরমারথী প্রপঞ্চবিয়োগী॥
জানিয় তবহিঁ জীব জগজাগা, জব সব বিষয় বিলাস বিরাগা॥
হোই বিবেক মোহ ভ্রমভাগা, তব রঘুনাথ চরণ অনুরাগা॥
সখা পরম পরমারথ এহু, মনক্রমবচন রামপদ নেহু॥
রাম ব্রহ্ম পরমারথরূপা, অবিগত অলখ অনাদি অনুপা।
সকল বিকাররহিত গতভেদা, কহি নেতি নেতি নিরূপহি বেদা॥

ভক্ত ভূমি ভূসুর সুরভি সুরহিত লাগি কৃপাল্।
করত চরিত ধরি মনুজ তনু, সুনত মিটহিঁ জগজাল॥
সখা সমুঝি অস পরিহরি মোহু, সির রঘুবীর চরণ রতি হোহু॥

সকল লোক মোহের নিশায় শয়ান দেখ—আর অনেক প্রকার স্বপ্ন ইহারা দেখিতেছে। কেবল যাঁহারা যোগী তাঁহারাই মাত্র এই জগৎরূপ রাত্রিতে জাগিয়া থাকেন—এই সমস্ত পরমার্থপ্রয়াসী যোগীই প্রপঞ্চ ছিন্ন করিয়াছেন। তখনই জানিও জীব জাগ্রত হইয়াছে যখন ইনি বিষয় বিলাসে বৈরাগ্য লাভ করেন। ইহা হইলেই বিবেকের উদয় হয়, মোহ-ভ্রম পলায়ন করে—আর ইহাতেই রঘুনাথের চরণে অনুরাগ লাগে। হে সখে! ইহাই পরম পুরুষার্থ—রঘুনাথের চরণকমলে কায়মনোবাক্যে লাগিয়া থাকাই পরমার্থ। রামই ব্রহ্ম—তিনিই পরমার্থরূপ; তিনি অনাদি, অলক্ষ্য, উপমারহিত, দুর্জ্ঞেয়। তিনি সকল বিকার রহিত, তাঁহাতে কোন ভেদ দৃষ্টি নাই। "নেতি" "নেতি" বাক্যে বেদ—সকল ইঁহাকেই নিশ্চয় করেন। ভক্তকে, পৃথিবীকে, ব্রাহ্মণকে, গাভীকে এবং দেবতাকে রক্ষা করিতে দয়াময় রামচন্দ্র মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপন পবিত্র চরিত্র মত আচরণ করেন—ইঁহার চরিত্র শ্রবণে জগদিন্দ্রজাল মিটিয়া যায়। হে সখে! এই সমস্ত বুঝিয়া মোহ ত্যাগ কর, সীতারাম চরণকমলে তোমার মতি হউক।

আরও—"কর্ম্মবচন মন ছাঁড়িচ্ছল জবলাগি জনন তুমহার।
তব লগি সুখ স্বপনেহুঁ নেঁহী কিয়ে কোটি উপচার॥

কর্ম্মে, বাক্যেও মনে ছল কপট ছাড়িয়া যতদিন না রামের হইব ততদিন হাজারও সেবা করি স্বপনেও সুখ পাইব না"

কহত রামগুণ ভা ভিনুদারা।
জাগে জগমঙ্গল দাতারা॥

রামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভাত হইল আর জগতের একমাত্র মঙ্গলদাতা শ্রীরাম জাগ্রত হইলেন।

শর্ব্বরী প্রভাত হইল। ভগবান্ লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—

ভাস্করোদয়কালোঽসৌ গতা ভগবতী নিশা।
অসৌসুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি॥
বর্হিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে।
তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্॥

লক্ষ্মণ ভগবতী রাত্রি অতীতা হইয়াছেন, সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল তাত! ঐ শুন কৃষ্ণবিহঙ্গ কোকিল সকল কূজন করিতেছে আর অরণ্যমধ্যে নিনাদকারী

ময়ূরগণের কেকারব শ্রুতিগোচর হইতেছে। সৌম্য আইস আমরা সত্বর এই শীঘ্রগা সাগরপথগামিনী গঙ্গা পার হই। শ্রীভগবানের মুখ হইতে আগত, প্রভাতের এই বর্ণনা এত স্বাভাবিক, যে ইহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমিও বনমধ্যে এই কোকিল কুহুরব শুনিতেছি এবং ময়ূরগণের "কেউ" "কেউ" রব শুনিতেছি। হায়! কোথায় এই নির্জ্জন বাস আর কোথায় এই সহরের ফিরিওলাগণের বিকট "পান্‌খা বরফ" চিৎকার আর পার্শ্বস্থ বাটী হইতে "এও পিকিউ" ইত্যাদি কর্ণজ্বালাকর শব্দ। ভগবন্ কখন কি নির্জ্জনবাসে শুধু সীতারাম সীতারাম করার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে?

বনবাস পর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুমন্ত্র বিদায় জটাধারণ ও গুহ বিদায়।

"রথং বিহায় পদ্ভ্যান্তু গমিষ্যামো মহাবনম্" বাল্মীকি।

রামের আদেশে গুহ নৌকাসজ্জা করিয়া আনিলেন। গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম—এই বলিয়া রাম গুহকে তাঁহার সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলিতে বলিলেন। রাম তখন বর্ম্ম ধারণ করিলেন এবং তূণীর খড়্গ শরাসন গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গাবতরণ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন কুমার! এক্ষণে "কিমহং করবাণীতি" আমি কি করিব আদেশ কর।

ভগবান্ তখন সকল দুঃখহারী দক্ষিণ করে সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র প্রমাদ বিহীন হইয়া পুনরায় রাজার নিকটে গমন কর। আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্ত শেষ হইল, এখন আমরা পদব্রজে মহাবনে প্রবেশ করিব। প্রতিগমনার্থ অনুজ্ঞাত হইয়া সুমন্ত্র নিতান্ত আর্ত্ত হইলেন—হইয়া বলিতে লাগিলেন পুরুষ ব্যাঘ্র! যে দৈব প্রভাবে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তুমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বনবাসী হইতেছ ইহলোকে কেহই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার যখন এইরূপ দুঃখ আসিল তখন আমার মনে হয় ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায়, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, বলিতে কি এই কার্য্য করিয়া তুমি ত্রিলোক জয় করিবে ও সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। আর

আমরা হত হইলাম—কারণ তোমার সহবাসে বঞ্চিত হইলাম; অধুনা আমাদিগকে সেই পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত দুঃখভাগী হইতে হইবে। সুমন্ত্র নিতান্ত কাতর হইয়া—রামকে দূরদেশে যাইতে দেখিয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। রোদনে ক্লান্ত হইয়া সুমন্ত্র আচমণ করিয়া পবিত্র হইলে রাম মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন "সুমন্ত্র! আমাদের বংশে তোমার মত সুহৃদ্ আমাদের আর কেহ নাই; যাহাতে পিতা শোকে অধীর না হন তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। আমার বিয়োগ দুঃখে হত চেতন, বৃদ্ধ, জগতীপতি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ এই জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ বলিতেছি। রাজা কৈকেয়ীর প্রিয় সম্পাদনার্থ ভরতাভিষেক প্রভৃতি যাহা যাহা তোমাকে করিতে আদেশ করিবেন তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা করিও। রাজাদের মন কোথাও প্রতিহত না হয় সেই জন্যই তাঁহারা রাজ্যশাসন করেন। পিতা যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল না হন তুমি তাহাই করিও। যিনি পূর্ব্বে কখন দুঃখ দেখেন নাই, যিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তুমি আমার সেই জিতেন্দ্রিয় আর্য্য পিতাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার হইয়া এই কথা বলিও যে আমি ও লক্ষ্মণ যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, আমরা যে অরণ্য বাস আশ্রয় করিলাম তন্নিমিত্ত আমরা কিছু মাত্র দুঃখিত নহি। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি আমাদিগকে জানকীর সহিত পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার পিতা, মাতা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি বিমাতাগণকে আমাদের সকলের প্রণাম ও আরোগ্য বার্ত্তা প্রদান করিও। আর রাজাকে বলিও যেন তিনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন পূর্ব্বক রাজ্য প্রদান করেন। তিনি ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে আমাদের বিয়োগদুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। ভরতকে বলিও তিনি যেমন রাজার প্রতি আচরণ করিবেন সেইরূপ যেন মাতৃগণের প্রতিও ব্যবহার করেন কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন সুমিত্রা ও আমার জননী কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। ভরত পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।"

সুমন্ত্র এইরূপে প্রবোধিত ও নিবর্ত্তমান হইয়া স্নেহ পূর্ব্বক রামকে বলিতে লাগিলেন—"আমি স্নেহ প্রযুক্ত অতীব ব্যাকুল হইয়া, স্বামী ভৃত্যের রীতি অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতেছি—তাহা ভক্ত বলিয়া তুমি ক্ষমা করিবে।

কথং হি ত্বদ্বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্।
তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব॥

তাত! তোমায় ছাড়িয়া তোমার বিয়োগে পুত্র শোকাতুরা সেই পুরীতে আমি কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিব?

স রাম মপি তাবন্মে রথং দৃষ্টা তদা জনঃ।
বিনা-রামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্য্যেতাপি সা পুরী॥

পূর্ব্বে যে অযোধ্যা ও অযোধ্যাবাসী এই রথে রামকে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছে এখন সেই অযোধ্যা রাম শূন্য এই রথ দেখিয়া কি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না? যুদ্ধে রথী বিনষ্ট হইলে শুধু সারথিযুক্ত রথ দেখিয়া সৈন্যগণ যেরূপ দীনভাবাপন্ন হয় আযোধ্যা আজ রামশূন্য এই রথ দেখিয়া কি সেইরূপ দৈন্য প্রকাশ করিবে না? তুমি অযোধ্যা ছাড়িয়া কতদূরে আসিয়াছ কিন্তু প্রজাগণ মানসে তোমাকে সম্মুখেই যেন অবলোকন করিতেছে এখন আমাকে তাহারা রাম শূন্য হইয়া যাইতে দেখিলে নিশ্চয়ই নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। তোমার নিষ্ক্রমণ কালে তোমার শোকে প্রজাগণ কিরূপ হাহাকার তুলিয়াছিল তাহাত তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ—এখন আমাকে একা ফিরিতে দেখিয়া তাহারা শতগুণ চীৎকার করিবে। হায়! আমি দেবী কৌশল্যাকে কি বলিব যে আপনার রামকে আমি মাতুল কুলে রাখিয়া আসিলাম আপনি শোক করিবেন না? এইরূপ মিথ্যা কথা ত কখনই বলিতে পারিবনা—আবার আপনার রামকে বনে রাখিয়া আসিলাম এই অপ্রিয় সত্যও ত বলিতে পারিবনা। এই অশ্বগণ নিয়ত তোমাকে ও তোমার বন্ধুবর্গকে বহন করিয়া আসিতেছে—এখন এই রথ ইহারা বহন করিবে কিরূপে? হে অনঘ! তোমায় ছাড়িয়া আমি অযোধ্যায় কিছুতেই ফিরিয়া যাইতে পারিবনা তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে বনবাসে অনুমতি কর। যদি আমার প্রার্থনা না শুনিয়া আমায় পরিত্যাগ কর তবে তুমি ত্যাগ করিবামাত্রই আমি রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। রাঘব বনে যে সমস্ত তপোবিঘ্ন ঘটিবে আমি রথ দ্বারা তৎসমস্ত নিবারণ করিব। তোমার জন্য রথচর্য্যাকৃত সুখ লাভ করিয়াছি এখন তোমার প্রসাদে বনবাসের সুখও প্রাপ্ত হই এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও—অরণ্যে তোমার অনুচর হইয়া থাকি ইহাই আমার ইচ্ছা। এই অশ্ব সকলও বনবাস কালে যদি তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারে তবে অন্তে ইহারা পরমগতি লাভ করিবে। আমি

বনে বাস করিয়া মস্তক দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব—অযোধ্যা বা দেব লোকের নামও করিব না দুষ্কৃতকর্ম্মা যেমন অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারেনা আমিও সেইরূপ তোমায় ছাড়িয়া কোনমতে অযোধ্যাতে প্রবেশ করিতে পারিবনা। বনবাস কাল গত হইলে তোমাকে লইয়া আমি এই রথে অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল নিমিষে অতিবাহিত হইবে নচেৎ উহা শত শত গুণ দীর্ঘ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্য বৎসল! প্রভু পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা উচিত আমি সেইরূপই আছি। আমি তোমার সমস্ত ভৃত্যমধ্যে ভক্তিমন্ত ভৃত্য। ভৃত্য যোগ্য অবস্থায় সর্ব্বদা স্থিত আমাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হইতেছে না।"

বৃদ্ধ সুমন্ত্র পুনঃ পুনঃ দীনভাবে বহু প্রকারে এইরূপ যাচ্ঞা করিলে ভৃত্যানুকম্পী ভগবান্ বলিতে লাগিলেন "ভর্তৃবৎসল! আমার প্রতি তোমার যে পরমাভক্তি তাহা আমি জানি—কিন্তু শ্রবণ কর যে জন্য আমি তোমাকে অযোধ্যাপুরীতে প্রেরণ করিতেছি! তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়াছ দেখিয়া আমার কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ী প্রত্যয় করিবেন যে রাম বনে গিয়াছে। আমার বনবাসে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ধার্ম্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া শঙ্কা করিবেন না। আমার প্রথম কল্প—মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে আমার যবীয়সী অম্বা ভরতের দ্বারা সম্যক্‌রূপে রক্ষিত স্ফীত পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। অতএব তুমি আমারও মহারাজের প্রিয়-সম্পাদনর্থে অযোধ্যায় গমন কর, গিয়া আমি তোমায় যাহা যাহা বলিলাম সকলকে অবিকল তাহাই বলিও।"

পুনঃ পুনঃ সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া রাম গুহকে বলিলেন এখন আমার এই সজন বনে থাকা উচিত নহে—জনপদ রহিত অরণ্যে বাস ও তদুপযুক্ত বেশভূষা আবশ্যক। আমি বন্যাহার—ভূশয়নাদি নিয়ম গ্রহণ করিয়া পিতার হিতকামনায় এবং লক্ষ্মণ ও সীতার মতানুসারে তপস্বিজন ভূষণ জটা ধারণ করিয়া গমন করিব। তুমি নগ্রোধক্ষীর—বটক্ষীর আনয়ন কর। বটনির্য্যাস আনীত হইল। বানপ্রস্থ অবলম্বন জন্য জটাধরণ করিয়া ঐ চীরধারী ভ্রাতৃদ্বয় ঋষির ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ভগবান্ তখন গুহকে বলিতে লাগিলেন—সখে! রাজ্য রক্ষা অতি কঠিন—তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদে সতত সাবধান হইয়া থাকিবে।

ক্রমশঃ

—

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪৷৷৹ টাকা, মোট ১৩৷৷৷৵ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৷৷৹ আবাঁধা ১৷৹।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষ নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৷৹ আনা বাঁধাই ১৷৷৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷৹ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মূল্য ২৸৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৸৹ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১৷৷৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—৷৷৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.
Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসবের নিয়মাবলী

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। নমুনার জন্ম ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল। [৪র্থ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

উৎসব।

—:*:—

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।

স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তখন সকলে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। নৌকা পূর্ব্ব হইতেই আনীত হইয়াছে। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তাহাই হইল। রাম সর্ব্বশেষে নৌকায় উঠিলেন।

রাঘবোহপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ।

ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ॥

সকলে নৌকায় উঠিয়াছেন মহাতেজা রাঘব তখন আত্ম হিতার্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার্হ মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। স্মৃতির ব্যবস্থা—"সূত্রামাণমৃচা নাবমারোহেদিতি।" প্রীত সংহৃষ্ট অমিতপ্রভ লক্ষ্মণও যথাশাস্ত্র গঙ্গাজলে আচমন করিয়া সীতার সহিত গঙ্গা দেবীকে প্রণাম করিলেন।

সুমন্ত্র ও গুহের নিকট বিদায় লওয়া হইল। রাম তখন নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। গুহ বিদায় সম্বন্ধে জগদ্রামী রামায়ণ লিখিয়াছেন—

সখা সন্নিধানে রাম মাগেন বিদায়।
দ্রুতগতি গুহক ধরিল রাঙ্গা পায়॥
আমি সাথে যাব নাথ চরণ সেবিয়া।
ঘৃণা না করিও প্রভু চণ্ডাল দেখিয়া॥
রাম কন শুন মিতা তুমি মোর প্রাণ।
আনন্দে আলয়ে যাও আপনার স্থান॥
এ চৌদ্দ বৎসর মোর যাবেক নিমেষে।
শীঘ্র ফিরে এসে তোমা তুষি যাব দেশে॥
গুহক কহিছে প্রভু নাহি যাবে লৈয়া।
শিরে জটা ধরি থাকি পথ পানে চায়া॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হবে যেই দিনে।
সে দিনে না দেখা দিলে ত্যাজিব জীবনে॥

গোস্বামি—রঘুনন্দন বলিতেছেন—

গুহক বলেন যদি এথা না রহিবে।
বনবাস পূর্ণ করি অবশ্য আসিবে॥
মেঘের প্রত্যাশে রহে চাতক যেমন।
পথ চাহি মোর প্রাণ রহিল তেমন॥

———

বনবাস পর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়।

বনবাসের তৃতীয় দিন।

"ক্ষণেন বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ"

কর্ণধার সমন্বিতা তরণী ক্ষেপণী-প্রক্ষেপ বেগে গঙ্গার মধ্যদেশে আসিল। "বৈদেহী প্রাঞ্জলিভূর্ত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ" আর বৈদেহী কৃতাঞ্জলি পুটে নদীকে বলিতে লাগিলেন—"গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের এই পুত্র তোমার কৃপায় [illegible] পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে পারেন। হে সৌভাগ্য দায়িনি! চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে

মঙ্গল মঙ্গলে আমরা ফিরিয়া আসিলে আমি হৃষ্টমনে তোমার পূজা করিব।" ভগবতী সীতা তখন গঙ্গার নিকটে "মানসিক" করিতে লাগিলেন—

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্ম লোকং সমক্ষসে।
ভার্য্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে॥
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে।
প্রাপ্ত রাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে॥
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয় চিকীর্ষয়া॥
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতোদনেন চ।
যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা॥
যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তিহি।
তানি সর্ব্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ॥
পুনরেব মহাবাহুর্ম্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ।
অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে॥

সমক্ষসে = ব্যাপ্নোষি অক্ষ ব্যাপ্তৌ সংঘাতেচ। উদধিরাজস্য = সমুদ্রস্য প্রশংসামি = স্তৌমি। শিবেন—ক্ষেমেণ। পেশলম = সুন্দরং-কোমলং-মনোহরং মাংসভূতোদনেন = মহাবলি দানেন তীর্থানি প্রয়াগাদীনি। আয়তনানি কাশ্যাদীনি।

দেবি! ত্রিপথ গামিনি। তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। সমুদ্রের ভার্য্যারূপে ইহ লোকে পরিদৃশ্যমানা হইতেছ। এই তুমি! শোভনে আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি ও স্তুতি করিতেছি। নরশার্দ্দূল আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইয়া যখন রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন তখন আমি তোমার সন্তোষের জন্য শত সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত মনোহর অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করিব। দেবি! আমি অযোধ্যাতে পুনরাগতা হইয়া সহস্র ঘটসুরা দ্বারা এবং মহাবলি প্রদান করিয়া তোমার পূজা করিব, তুমি প্রসন্না হও। তোমার তীরে যে সমস্ত দেবতা অধিবসতি করেন, তোমার তীরে প্রয়াগাদি এবং কাশ্যাদি যে সমস্ত তীর্থ আছেন তাঁহাদের সকলকে আমি অর্চ্চনা করিব। অনঘে! নিষ্পাপ এই মহাবাহু রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমার সহিত বনবাস হইতে পুনরায় অযোধ্যায় প্রবেশ করুন ইহা আমি তোমার কাছে প্রার্থনা

করিতেছি। তন্ত্রমত সুরা মাংস বলি দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা চিরকালই আছে। ভগবান্ বাল্মীকি যাহা বলিয়াছেন ভগবান্ ব্যাস অধ্যাত্মরামায়ণে তাহাই বলিয়াছেন।

গঙ্গা মধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়া মাস জানকী।
দেবি গঙ্গে নমস্তুভ্যং নিবৃত্তা বনবাসতঃ॥
রামেণ সহিতাহহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে।
সুরামাংসোপহারৈশ্চনানাবলিভিরাদৃতা॥

জানকী মধ্যগঙ্গায় নৌকা উপস্থিত হইলে গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা করিলেন দেবি গঙ্গে আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সুরা মাংস, নানা উপহার ও নানাবিধ বলি দ্বারা আমি অতি আদরে তোমাকে পূজা দিব। এই প্রকারের "মানসিক" এখনও বৈদিক আর্য্য মহিলাগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অনন্ত অনন্ত মূর্ত্তিতে সেই এক পুরুষই জগৎরূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ক্ষিতি মূর্ত্তিতে তিনি, জল মূর্ত্তিতে তিনি, অগ্নি মূর্ত্তিতে তিনি, বায়ু মূর্ত্তিতে তিনি, আকাশ মূর্ত্তিতে তিনি, যজমান মূর্ত্তিতে তিনি, সোমমূর্ত্তিতে তিনি, সূর্য্যমূর্ত্তিতে তিনি—এখনও এই অধঃপতিত জাতি অষ্টমূর্ত্তির পূজা করে কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ইঁহার ভাবনা করিতে ভুলিয়াছে বলিয়াই আজি এই দুর্গতি। ভগবতী সীতাদেবী গঙ্গার স্তব করিয়াছিলেন এবং "মানসিক" করিয়াছিলেন। জগদ্রামী রামায়ণে গঙ্গার স্তব এইরূপ আছে।

গান।

জয় জাহ্নবি জয় জাহ্নবি জয় জাহ্নবি গঙ্গে।
মদন কদন মৌলীমাল পাপতাপ ভঙ্গে॥
সুরধনী মুনিবর কুমারী, শুভগ বারি, মাতা।
বিষ্ণুচরণরজ বিহারী অষ্টসিদ্ধি দাতা॥
সুরবধূকুচতুঙ্গমিলিত নীর ধবলে।
দুরিত সঙ্গ ভঙ্গ হেতু ত্বমসি দেবি প্রবলে॥
ইন্দ্রমুকুটরাজিচরণ স্মরণ অম্বে।
চর্গ স্বর্গ মার্গে সু-অপবর্গদা বিলম্বে (?)
অলকানন্দে ভুবনবন্দে হিমকর বর কিরণে।
মম রতি মতি হে ভগবতি দেহি সেবি চরণে॥

বেদতন্ত্র অবিদিত গুণ অগণন দ্রবরূপে॥
তারয় তারয় তারিণি দুস্তর পরিতাপে॥
জাহ্নবী জাহ্নবী জাহ্নবী যে জন বলে বদনে।
সে সেজন ভক্ত মুক্ত নিবসে হরি সদনে॥
শ্রীজানকী জাহ্নবী দেখি স্তুতি নতি করি চরণে।
জগদ্রাম বাসনা ভবাব্ধি শীঘ্র তরণে॥

দক্ষিণা—ভর্ত্তৃ রঘুকূলা সীতা গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন আর তরণী ক্ষিপ্রগতিতে গঙ্গার দক্ষিণকূলে উপনীত হইল। সকলে তীরে উঠিলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন লক্ষ্মণ! সজন বা বিজন সর্ব্বত্রই সীতার রক্ষার জন্য সাবধান হও। এই বিজন বনে সীতাকে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার পশ্চাৎ আর আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাইতেছি। পুরুষর্ষভ! আমাদের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ এ যাবৎ আমাদের কোন দুঃখকর কার্য্য উপস্থিত হয় নাই। অদ্য বৈদেহী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। কারণ যেখানে জনমানবের কোন সম্পর্ক নাই, যেখানে শাল্যাদি ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না, যেখানে নিম্নোন্নত গর্ত্তাদিবহুল স্থানই অধিক, জানকীকে আজ সেই বনে প্রবেশ করিতে হইবে। রামবাক্যমত কার্য্য হইল। আহা! সুমন্ত্র অনিমেষ নয়নে রাম, লক্ষ্মণ, সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেলনা তখন সুমন্ত্র ব্যথিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চৈত্রমাস, প্রখর রবিকরে পৃথিবী উত্তপ্ত। একটু যাইতে না যাইতেই সীতা বড়ই কাতর হইয়েছেন। হনুমন্নাটকের ভাব লইয়া গোস্বামী রঘুনন্দন বলিতেছেন—

কিছুদূর গিয়া সীতা কাতর শ্রমেতে।
ভাবনা করেন এই আপন মনেতে॥
বংশের প্রধান হন দেব দিবাকর।
তিঁহ তাপ দিতেছেন অতি খরতর॥
ধরণী জননী—তাঁর নাহি কৃপা লেশ।
কণ্টক কুশেতে দেয় চরণেতে ক্লেশ॥
আর কি কহব হত বিধির ঘটন।

প্রাণনাথ নাহি দাঁড়ায়েন একক্ষণ ॥
এতভাবি পুনঃ পুনঃ কহেন ভর্ত্তারে।
নাথ! আর কতদূর হবে যাইবারে?

মহানাটকে—

সদ্যঃ পুরী-পরিসরেষু শিরীষমৃদ্বী
গত্বা জবাদ্রি-চতুরাণি পদানি সীতা।
গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্য সকৃৎ ব্রুবাণা
রামাশ্রুণঃ কৃতবতী প্রথমাবতারম্॥

শিরীষ কুসুম সম কোমলাঙ্গী সীতা পুরী সমীপে ভূমিতে অতিশীঘ্র চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিন চারি পদ চলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন কতদূর আর চলিতে হইবে? এই বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষের জল প্রথম সৃষ্টি করিলেন। রাম তখন ভাবিতে লাগিলেন—

আদাবেব কৃশোদরী কুচতটীভারেণ নম্রাপুন—
লীলাচঙ্ক্রমণং ন চৈব সহসে দোলাবিধৌ ভ্রাম্যসি।
স্রোতঃ কানন—গর্ত্ত—নির্ঝর—সরিৎ প্রায়ানপূর্ব্বানিমান্—
ভূভাগানপি ভূতভৈরবমৃগান্ বৈদেহী যায়াঃ কথম্॥

প্রথম হইতেই কৃশোদরী এই সীতা, তাহার উপর কুচভরনমিতাঙ্গী, ক্রীড়া কালে গৃহেও চঞ্চল ভাবে ঘুরিতে ফিরিতে অসমর্থা, দোল লীলাতেও পরিশ্রান্তা, এই বনভূমিতে যেখানে সেখানে জলস্রোত, গর্ত্ত, নির্ঝর, নদী, প্রাণিগণের ভয় প্রদ পশুপরিপূরিত এই প্রদেশে বৈদেহী কিরূপে গমন করিবে? ভগবানের চক্ষে জল— ভগবান্ তখন পৃথিবীর নিকটে প্রার্থনা করিলেন—বলিলেন—

অরুণ-দল-নলিন্যা স্নিগ্ধপাদারবিন্দা
কঠিনতনুধরণ্যাং যাতাকস্মাৎ স্খলন্তী।
ধরণি! তব সুতেয়ং পাদ-বিন্যাস দেশে
ত্যজনিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্যরণ্যম্॥

পৃথ্বি! এই যে রক্তবর্ণ কমলিনীর মত স্নিগ্ধ চরণকমলবতী জানকী—জানকী যে কঠিন ভূমিতে চলিতে পারিতেছেনা—চলিতে চলিতে পদে পদে অকস্মাৎ

কতবারই পদস্খলন হইতেছে—তুমি ত তাহার মাতা—আপন পুত্রীর চরণ রক্ষার স্থানে তুমি কঠিনতা ত্যাগ কর—জানকী যে বনে যাইতেছে।

দিনমণিকে জানাইতেছেন—

তুমি মোর কুলের দেবতা দিনমণি।
তব কুলবধূ এই আমার রমণী॥
তোমার তাপেতে এহ হয়েছে বিকল।
কিঞ্চিৎ করহ নিজ কিরণ শীতল॥

তাহাই ত হইল, তাহাই ত হয়। সূর্য্যও যাঁহার ভয়ে কিরণ দেন, কিরণ সংহার করেন, তিনি প্রভুর কথা না শুনিবেন কিরূপে?

ছাহিঁ করহিঁ ঘন বিবুধগণ
বরষহি সুমন সিহাহিঁ।
দেখত গিরিবন বিহঁগ মৃগ
রাম চলে মগ জাহিঁ॥

মেঘ সকল ছায়া করিতে লাগিল, দেবতাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর আনন্দে গুণগান করিতে লাগিলেন। গিরিবন বিহগ মৃগ দেখিতে দেখিতে রাম পথে চলিতে লাগিলেন।

দুই দিন দুই রাত্রি জলপান করিয়া কাটিয়াছে। আজ তৃতীয় দিন। এই দিনে তিনজনে শস্য বহুল বৎস দেশে উপস্থিত হইলেন।

তৌতত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্
বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ
বাসায় কালে যযতু র্বনস্পতিম্॥

সেই বনভূমিতে রাম ও লক্ষ্মণ বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু এই চারিপ্রকার মহামৃগ বধ করিলেন (মাংসও বন্যাহারের অন্তর্গত—ক্ষত্রিয়ের মৃগবধ ও বিহিত) সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। তাঁহারা পবিত্র মাংস গ্রহণ করিয়া বাস-পরিগ্রহার্থ সায়ংকালে সত্বর বনমধ্যে এক বনস্পতির মূলে গমন করিলেন।

সীতা রাম লক্ষ্মণের মুখের কথা শুনিবার ভাগ্য ত আমাদের নাই, কখনও যে হইবে তাহার আশাও ত করিতে পারি না। ভগবান্ বাল্মীকি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

সীতা রামের রূপ দেখিয়াছেন, কথাও শুনিয়াছেন। আমরা ভগবান্ বাল্মীকির রচিত রামায়ণে ভগবানের শ্রীমুখ হইতেই যেন তাঁহার কথা শুনিতেছি—ইহাই আমাদের লঘুপায়ে কর্ণতৃপ্তি করিবার সুবিধা। চক্ষু যদি বাহিরের কিছু আর না দেখিয়া ভিতরে সীতারামের রূপ দেখিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করে আর আত্মাতেই সেই রূপ খুজিতে খুজিতে অপেক্ষা করিয়া স্থির হইয়া থাকে, কর্ণ যদি সীতারামের কথা শুনিতে শুনিতে অপেক্ষা করিয়া স্থির হইয়া যদি কখনও যদি শ্রীভগবান্ নাম ধরিয়া ডাকেন—এই অপেক্ষায় দিনপাত করিতে থাকে, তবে আমাদের মত কলির জীবের ভারি সাধনা হয়। বড় সাধনা করিবার শক্তি আমাদের কোথায়? জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মের আলোচনা করি সত্য, কিন্তু লঘুপায়েই আমাদের মত দুষ্টবুদ্ধির পরলোকগতি আনিবে। এই বিশ্বাসেই আমরা শ্রীসীতারাম লক্ষ্মণের শ্রীমুখের কথা কোথাও সংক্ষেপ করি নাই।

ক্রমশঃ

"যত ক্ষনিক সুখ-আসে
আমি সবার পানে চাই,
তত বজ্র আঘাত আসে
কা'রে প্রাণের মাঝে পাই।

তুমি মধুর ব'লে নাথ
কর নিঠুর আঁখি পাত
তাই প্রাণের আগুন জ্বালাও যবে
তোমার গান গাই।"

শ্রীবিভাষ।

বাঁশরী।

বাজিছে বাঁশরী ওই সুমধুর স্বরে।
মরি ম'রি কি সুন্দর মুরলীর ধ্বনি।
ধন্য ধন্য শত ধন্য হে বাঁশরী তোরে।
আকুল হইল প্রাণ তোর রব শুনি ॥১
বড় ভাল তুই বাঁশী তুই বড় ভাল।
জয় জয় জয় বাঁশী জয় জয় তোর।
বাজিয়া মোহন সুরে ঢাল সুধা ঢাল।
শীতল করিয়া দাও মন প্রাণ মোর ॥২
(তাই কি) নির্জীব বাঁশের বাঁশী সে তরে বাজনা।
নহে এ রাগিণী তার সে যে প্রাণ হীন।
যেজন তাহাতে সুর তুলিতেছে নানা ॥
ধন্যবাদ দাও তুমি তাঁরে নিশিদিন ॥৩
জয় যদি দিতে হয় দাও জয় তাঁরে।
বাজায় বাঁশরী যেই পুরুষ প্রধান।
সামান্য বাঁশের বাঁশী কি করিতে পারে ॥
সে জন তাহাতে যদি নহি ধরে তান ॥৪
আরে আরে খ্যাপা এই জয় জয় কার।
তোর কভু হতে পারে উন্মাদ পাগল ॥
শক্তিহীন জড় ওরে এ গান তাঁহার।
তুচ্ছকীট তুই মূঢ় নিমিত্ত কেবল ॥৫
ধূলায় পড়িয়াছিলি হয়ে ধূসরিত।
ধূলাছাড়ি করে লয়ে বাদক প্রবর ॥
গাহিছেন তিনি আজি মধুর সঙ্গীত ॥
ধন্যবাদ দেয় তোরে যত মূর্খ নর ॥৬
সাবধান ওরে খ্যাপা ওকথা শুনোনা।
জয়ধ্বনি ধন্যবাদ নহে রে তোমার।
তুমি শুধু করে যাও নামের ঘোষণা ॥
নতুবা সম্মুখে তব অকুল পাথার ॥৭
স্তাবকের কাছ হ'তে দূরে চলে যাও।
অথবা তাদের লয়ে কর তাঁরি নাম।
নিন্দা স্তুতি দুটী তাঁর চরণেতে দাও ॥
পাইবে অনন্ত শান্তি লভিবে বিশ্রাম ॥৮

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
প্রবোধ দিগম্বই চতুষ্পাঠী

শিক্ষা
(১) শরীরের উৎকর্ষ বা শারীরিক বল
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত বল
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত বল
(২) জ্ঞানের উৎকর্ষ বা জ্ঞানবল
মন
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত মন
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত মন
বুদ্ধি
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত বুদ্ধি
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত বুদ্ধি
জ্ঞান
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত জ্ঞান
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত জ্ঞান
(৩) নীতির উৎকর্ষ বা চরিত্রবল
অন্তঃকরণ
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত অন্তঃকরণ
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত অন্তঃকরণ
রুচি
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত রুচি
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত রুচি
অনুভূতি
সুপ্রবৃত্তি পরিচালিত অনুভূতি
কুপ্রবৃত্তি পরিচালিত অনুভূতি
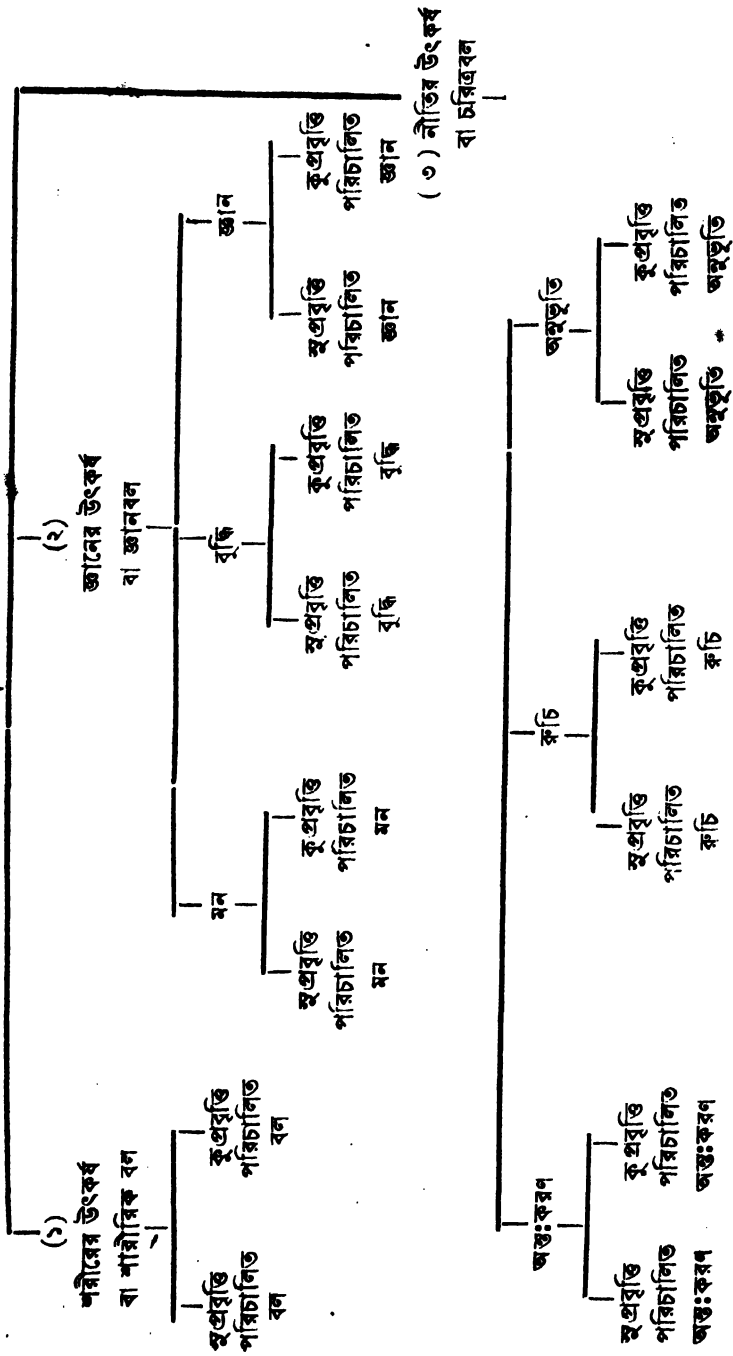
শিক্ষা।

শরীর মন ও আত্মা এই তিনের সমাবেশ বা সমষ্টি লইয়া জীব, এজন্য শরীর মন ও অনুভূতির সমকালীন উৎকর্ষ সাধনের নাম শিক্ষা—অর্থাৎ শারীরিক উৎকর্ষ বা শরীর ধর্ম্মের উন্নতিসাধন, বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ বা উন্নতিসাধন এবং নীতি বা চরিত্রের উন্নতিসাধনই প্রকৃত শিক্ষা। এই ত্রিবিধ উন্নতি, শিক্ষার বিষয়ীভূত হইয়া শিক্ষা এইরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্ত হইলেও ইহাদের পরস্পরের পৃথক বা বিচ্ছিন্ন উন্নতি শিক্ষা নহে; কারণ শরীর মন ও আত্মার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। এই তিনটীর সমকালীন উন্নতি না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না এবং ইহাদের কোন একটী বা দুইটীকে বাদ দিয়া অপর একটী বা দুইটীর উন্নতি করিতে গেলে কখন হিতকর ফল পাওয়া যায় না। এই বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য এখানে বলা আবশ্যক যে শিক্ষার দুইটী ভাব—উন্নতি ও শাসন; একটী সুপ্রবৃত্তি স্ফুরণ করে, অপরটী কুপ্রবৃত্তি দমন করে। একটী শরীর মন ও অনুভূতির উন্নতি ও স্ফুরণ বা উৎকর্ষ সাধন করে, অপরটী শরীর মন ও অনুভূতির অসৎ বুদ্ধির দমন বা সঙ্কোচন করে; অর্থাৎ একটীর উদ্দেশ্য সৎপ্রবৃত্তির স্ফুরণ, অপরটীর উদ্দেশ্য অসৎ প্রবৃত্তির দমন। অতএব অসৎ প্রবৃত্তির শাসন ও সৎপ্রবৃত্তির পরিস্ফুরণের সমবায়ে ও সামঞ্জস্যে প্রকৃত শিক্ষার অভ্যুদয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সমকালীন ত্রিবিধ উৎকর্ষের নাম শিক্ষা অর্থাৎ—

(১) শারীরিক উৎকর্ষ।

(২) মানসিক অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎকর্ষ।

(৩) অনুভূতির উৎকর্ষ অর্থাৎ নীতি, ধর্ম্ম ও চরিত্রের উন্নতি।

এই তিনটী সমকালীন উৎকর্ষের সামঞ্জস্যই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহার কোন একটীর অভাবে যে অহিতকর ফল উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে সাঙ্কেতিকভাবে অঙ্কপাত করিয়া দেখান হইল:—

(১)+(২)—(৩) = চরিত্র-হীনতা।

(১) শরীরের ও (২) বুদ্ধির উৎকর্ষ বা উন্নতি সাধিত হইলেও যদি (৩) নীতি বা ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন না হয় তাহা হইলে কুপ্রবৃত্তির প্রেরণায় শরীর ও বুদ্ধির বল কুকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া চরিত্র-হীনতা উপস্থিত হয়।

(২)+(৩)—(১)=কর্ম্মে অক্ষমতা।

(২) জ্ঞান ও (৩) নীতির উৎকর্ষ সাধন হইলেও যদি (১) শারীরিক উৎকর্ষ বা বল না থাকে তাহা হইলে কার্য্যে অক্ষমতা প্রযুক্ত সুবুদ্ধি ও সুপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ বিফল হয়।

(১)+(৩)-(২)=জ্ঞানের উৎকর্ষাভাব প্রযুক্ত অন্ধের ন্যায় অন্যের প্রদর্শিত পথানুসরণ।

(১) শারীরিক ও (৩) নৈতিক উৎকর্ষ থাকিলেও যদি (২) বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎকর্ষ না থাকে তাহা হইলে বুদ্ধি বা জ্ঞানোৎকর্ষাভাব প্রযুক্ত অন্ধের ন্যায় অন্যের প্রদর্শিত পথানুসরণ অবশ্যম্ভাবী।

যে দিন হইতে আমরা শরীর, মন ও অনুভূতির সমকালীন উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়াছি, সেই দিন হইতে অসম্পূর্ণ শিক্ষার কুফলে আমাদিগের শারীরিক বল, বুদ্ধি বা জ্ঞান-বল এবং নীতি বা ধর্ম্ম-বল এই ত্রিবিধ শক্তির অবনতি সঙ্ঘটিত হইয়াছে—আমরা শারীরিক বলের অভাবে কর্ম্মে অক্ষম হইয়াছি, জ্ঞান-বলের অভাবে অন্যের প্রদর্শিত পথে অন্ধের ন্যায় ধাবমান হইতেছি এবং নীতি বা ধর্ম্ম-বলের অভাবে চরিত্রহীন হইয়াছি। ইহাই ভারতবাসীর ত্রিবিধ অবনতির মুখ্য কারণ।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ মানব-প্রকৃতি সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবান মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিলেও ঐ ইচ্ছা সৎ ও অসৎ দুইটী বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত; অতএব যদি ইচ্ছাশক্তি সৎবৃত্তি পরিচালিত না হয় তাহা হইলে মনুষ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। এজন্য শিক্ষার সহিত নীতি বা ধর্ম্মজ্ঞানের সংযোগ করিয়াছিলেন; কারণ কেবলমাত্র ধর্ম্মজ্ঞানই অসৎবৃত্তির শাসন করিতে সমর্থ। শরীরের উৎকর্ষ, বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং অনুভূতির উৎকর্ষ সাধনই কেবলমাত্র শিক্ষার বিষয়ীভূত নহে, অসৎ বৃত্তির শাসনও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য সৎবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ও অসৎ বৃত্তির শাসন বা দমন।

শাসন কি? নিয়মাধীন করাকে শাসন বলে। শরীরকে নিয়মাধীন করার নাম শারীরিক শাসন, মনকে নিয়মাধীন করার নাম মনের শাসন ও অনুভূতিকে নিয়মাধীন করার নাম নৈতিক শাসন। শাসনবিবর্জ্জিত শিক্ষা কখন সুফল প্রসব করে না। অসৎ বৃত্তি শাসিত হইলে ব্যবহারে পরিমিতাচার, সদসৎ জ্ঞান ও নীতি বোধ হয় এবং ঐ পরিমিতাচারে ও সদসৎ জ্ঞানে শরীর ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া জ্ঞান ও অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন হয়।

নিয়ম বা শাসনের অধীন হইয়া কার্য্য না করিলেই যথেচ্ছাচার হয়, এজন্য শিক্ষা, নিয়ম বা শাসনাধীন। অতএব প্রকৃত শিক্ষায় যথেচ্ছাচার আসিতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া নিয়ম বা শাসনাধীন হইয়া কার্য্য করাই সভ্যতা বা শিক্ষা এবং শিক্ষাই মানব সমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণের আকর।

মনবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে শাসন ও নিয়ম বিভিন্ন। এই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম বা শাসনগুলির নাম শাস্ত্র। বিজ্ঞান এই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দেয় এবং দর্শন শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা উহার সামান্যতা পাত (Generalisation) করে অর্থাৎ সূত্র প্রস্তুত করিয়া উহা যে সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য তাহা প্রমাণ করিয়া বুঝাইয়া দেয়। এত নিয়ম ও শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য, কুপ্রবৃত্তির দমন ও সুবৃত্তির স্ফুরণে চরিত্রগঠন। চরিত্রগঠন না হইলে সকল শিক্ষাই বিফল হয় এবং সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। চরিত্রগঠন করিতে গেলে নীতি বা ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, নীতি বা ধর্ম্ম শিক্ষার মূল ভিত্তি। ইহাতে মন যেরূপ সতেজ বলশালী ও দৃঢ় হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ধর্ম্মভয় না থাকিলে দুর্দ্দমনীয় কুপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখিয়া চরিত্রের উন্নতি সাধন করা অসাধ্য। ধর্ম্মভয় ব্যতীত কোন প্রকার যুক্তি পাপ স্রোতকে বাধা দিতে সমর্থ হয় না। অতএব নীতি বা ধর্ম্ম, শিক্ষার বিষয়ীভূত না হইলে লোক-সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে তাহা মনে করিলে লোমহর্ষণ হয়।

চরিত্রগঠনের প্রধান ভিত্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসের সহিত আরও কয়েকটী শক্তি সঞ্চয় ও বৃত্তিস্ফুরণের প্রয়োজন ; যথা—

১। আত্ম-শাসনশক্তি—কুপ্রবৃত্তি যাহাতে মনকে নীচগামী করিতে না পারে তজ্জন্য এই শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

২। মানসিক-দৃঢ়তা—সংসার স্রোতের প্রবল তরঙ্গে পতিত হইলে ঘাত প্রতিঘাতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানসিক দৃঢ়তা চাই।

৩। সত্যপ্রিয়তা—সত্য কথা বলা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার প্রমাণ, বালক কখন মিথ্যা কথা বলে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন স্বার্থজালে বিজড়িত হয় তখনই সে মিথ্যার সাহায্য লয়। কিন্তু তাহা লইলেও সে মনে মনে কখন মিথ্যাকে ভালবাসে না। সত্যের আশ্রয় না লইলে কোন সৎ বৃত্তির স্ফুরণ হয় না।

৪। উদারতা—কুপ্রবৃত্তির শাসন ও মনের দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া সত্যের আশ্রয় লইলে হৃদয়ে উদারতা উপচিত হয়। মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার ইহা

একমাত্র উপাদান। উদারতার সাহায্যে হৃদবৃত্তির সম্প্রসারণ হইয়া মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়।

৫। দয়া—উদারতা হৃদবৃত্তিগুলিকে পুষ্পিত হইবার যোগ্য করিলে চরিত্র-উদ্যানে দয়া-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়; তৎপরে।

৬। বিনয়—আসিয়া উক্ত কুসুমে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া সুকোমল আসন রচনা করিলে সংবৃত্তি-গণের চিরসখা।

৭। প্রেম—আসিয়া চোখের জলে ভালবাসিয়া পবিত্র প্রবাহে জগৎ ভাসাইয়া দেয়।

এখানেই অনুভূতির চরম উৎকর্ষ, এখানেই দেবত্ব, এখানেই শিক্ষার সার্থকতা ও পুণ্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি!

শিক্ষার এই উৎকর্ষ থাকিলে আজ পৃথিবীতে এত স্বার্থপরতা, এত কষ্ট, এত আর্ত্তনাদ, এত হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, এত প্রাণহীনতা থাকিত না। মানুষ যদি জগতের জীবকে ভালবাসিয়া পরকে আপনার করিয়া তাহার দুঃখে কাঁদিতে পারিত তাহা হইলে প্রাণের মধুময় স্পন্দনে আজ পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। এই প্রেমবৃত্তির পরিস্ফুরণের অভাবই সকল দুঃখের সৃষ্টি করিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছ যে যখনই এই প্রেমবৃত্তির অভাবের আতিশয্যে জগতে অশান্তি ও বিপ্লবের-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তখনই মহাপুরুষগণ প্রেমের দেবতা, মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের প্রস্রবণ লইয়া আসিয়া সেই দাবাগ্নি নির্ব্বা-পিত করিয়া পুনরায় জগতে প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন। তখনই মনুষ্যহৃদয়তন্ত্রীতে প্রেমের মধুময় সুর সংযোজিত হইয়া জগতের সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে! অনুভূতির উৎকর্ষ পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই উৎকর্ষ যেন প্রতি মানবের জীবনের লক্ষ্য হয়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কোইপুকুর লেন শিবপুর।

আত্মজ্ঞান ও অধ্যাত্মশাস্ত্র।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির বিষয় কি ?

আত্মজ্ঞান বা মোক্ষপদ। নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মোক্ষপদ কিন্তু বিনা যত্নাতিশয়ে কদাচ সিদ্ধ হয় না। পরমপদ বা মোক্ষপদ বা আত্মজ্ঞান মহান্ অভ্যাস বৃক্ষেরই ফল। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন—আমিও তোমাদিগের অভ্যাস দৃঢ়তার জন্য পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ্যন্তরে বা যুক্ত্যন্তরে বা কথাখ্যানাদি বাহুল্যে এক কথাই বহুবার বলিয়াছি। তোমরা বল এক কথাই বহুবার বলিয়া বা সহস্রবার পুনরুক্তি দ্বারা বিস্তারিত করিয়া গ্রন্থ বিস্তারে কি প্রয়োজন ? এই অশ্রদ্ধারূপ দুর্ম্মতি অবলম্বন তোমাদের অকর্ত্তব্য ; কারণ যাঁহারা বিশেষ জ্ঞানবান, তাহাদের মধ্যেও দুই এক জনেরই মাত্র অভ্যাসের অপেক্ষা করেনা ; আর যে, অজ্ঞবুদ্ধি, তাহার ত এবম্বিধ বিস্তৃত উপদেশ বাক্যেও এই দুরূহ আত্মতত্ত্ব হৃদয়ে স্থান পায় না।

আমারও হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব স্থান পায় না। জ্ঞানের কথা মুখে বলি, লোককেও উপদেশ করি কিন্তু যখনই শরীর, ব্যাধির যাতনায় অস্থির হয় তখন ত মনকে আত্মাতে স্থির করিতে পারিনা। এক্ষেত্রে কি করিব ?

নিশ্চয় জানিও যদি কেহ এই মদুক্ত শাস্ত্রের (যোগবাশিষ্ঠের) ভূয়োভূয়ঃ আবৃত্তি করিয়া চিরকাল আস্বাদন করে এবং ইহার শ্রবণ ও কথোপকথন দ্বারা চর্চ্চা করে—ব্যাখ্যা করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি অজ্ঞ হইলেও আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইবে। আর যে ব্যক্তি ইহা একবার দেখিয়াই "দেখা হইয়াছে" বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহার অধম বা অনধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে ভস্মও অধিগত হয়না। এই পুরুষার্থ—ফলপ্রদ আখ্যান বেদের ন্যায় সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিবে এবং ব্যাখ্যা ও পূজা করিবে।

শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায়, সে সকল বেদ হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারিলে বেদের পূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ডের এবং উত্তর জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ উভয়ই আত্যন্তিক অশুদ্ধি নিবারণরূপ ফলপ্রদ হয়। বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য যুক্তি দিয়া বেদান্ত যে সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন তাহা এই শাস্ত্রজ্ঞানেই উপলব্ধ হইয়াছে। বলা হইতেছে বেদান্তপাঠের ফল এই শাস্ত্রপাঠেই হয় ; বলিতে কি এই আখ্যানই শাস্ত্র মধ্যে উত্তম।

আমি ইহা কপটতা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি না কারুণ্যবশতই বলিতেছি আর এই দৃশ্যদর্শন যে মিথ্যা মায়া তাহাও তোমরা অবগত আছ। অতএব তোমরা এই শাস্ত্র বিচার কর। এই প্রধান শাস্ত্র হইতে যে জ্ঞান হয় তাহাতে অন্যান্য শাস্ত্র পর্য্যন্ত লবণপ্রদানে ব্যঞ্জনের ন্যায় রুচিকর হইয়া থাকে। ভোগাসক্তবুদ্ধি মানুষ এই আখ্যানকে কাব্য বলিয়া আদর করতঃ পুনঃ পুনঃ মৃত্যু পরম্পরা ভোগ করে। এইরূপ ব্যক্তি আত্মাকে মোহগর্ত্তে পাতিত করতঃ আত্মহন্তা না হউক, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ না করুক, ইহাই আমি আশীর্ব্বাদ করি।

কাপুরুষগণ যেমন দুরভিমানবশে সন্নিহিত গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া 'আমার পিতার কূপ থাকিতে অন্যত্র গমন করিব' এই অভিমানে সেই কূপের ক্ষার জল পান করে তথাপি সন্নিহিত গঙ্গাজল পান করেনা, তদ্রূপ আমাদের বংশে পিতৃ-পুরুষগণ তপঃকর্ম্মাদি নিষ্ঠাই করিয়া গিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মীমাংসক ছিলেন, তার্কিক ছিলেন; আমরা সেই বংশসম্ভূত; সুতরাং আমরা সেই পথই অবলম্বন করিব; অধ্যাত্মশাস্ত্র তাঁহারা যখন করেন নাই তখন আমরা কেন করি? ইত্যাদি বিচার অবলম্বন করিওনা—তাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরম্পরা লাভ করিয়াই মূর্খতা লাভ করিবে। অতএব মূর্খতা লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা এই মদুক্তশাস্ত্র ত্যাগ করিওনা। নিঃ উঃ ১৬৩ অধ্যায়।

অবিদ্যা ও অহঙ্কার

মোক্ষপদে বা আত্মজ্ঞানে পৌঁছিতে দেয় না কে?

অবিদ্যা।

অবিদ্যা কিরূপ?

অবিদ্যা ব্রহ্মের ন্যায় অনন্তা যেহেতু অবিদ্যাও ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত হইলেই মিথ্যা অবিদ্যা বলিয়া কথিত হন। আর পরিজ্ঞাত হইলেই শান্তব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়েন। আত্মাকে না জানাই অবিদ্যা আর জানাই মোক্ষ। ব্রহ্মকে না জানিলে ব্রহ্মই অবিদ্যা।

অবিদ্যা করেন কি ?

অবিদ্যা, আত্মার জন্য গৃহ রচনা করেন। যে আত্মার দেহ নাই দেহই যখন তাঁহার মহাগেহ হয় তখন তিনি মহাগেহে রাজা হইয়া এক মন্ত্রী কল্পনা করেন। এই মন্ত্রই অহংকার। অহংকার বিমূঢ় আত্মা তখন কর্ত্তা সাজেন। সাজিয়া সর্ব্বদা হাহাকার করেন। যিনি একদিন পূর্ণ ছিলেন—যাঁহার একদিন কোন অভাব ছিলনা মন্ত্রীযুক্ত হইয়া সেই রাজার অভাব আর কিছুতেই মিটেনা। বড়দুঃখী এই রাজা তখন হইয়া যান। অহংকারকে বিনাশ করিতে পারিলে রাজা আবার পূর্ণ হইয়াই থাকেন।

অহং এর নাশ হয় কিরূপে ?

এই ত্রিভুবনে অহঙ্কার তিন প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার উত্তম একপ্রকার ত্যাজ্য।

(১) আমিই এই অখিল বিশ্ব, আমিই অচ্যুত পরমাত্মা, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই ভাবকেই উৎকৃষ্ট অহংকার বলা যায়। এই অহংকারই মোক্ষপদ দান করেন—আত্মজ্ঞান লাভ করান।

(২) দ্বিতীয় প্রকার অহঙ্কার হইতেছে—আমি নিখিল পদার্থ হইতেই ভিন্ন—এইরূপ জ্ঞান। ইহা অতি সূক্ষ্ম। ইনি মোক্ষ দিয়া থাকেন। ইহা অহঙ্কার বলিয়া কল্পিত মাত্র—বাস্তবিক ইহা অহঙ্কার মধ্যে গণ্য নহে।

(৩) দেহে হস্তপদাদিতে যে আমি বলিয়া জ্ঞান তাহাই লৌকিক তুচ্ছ অহংকার। ইহাই মানুষের প্রবল শত্রু। ইহার হস্তে যাহারা পড়ে তাহারা মুক্ত হইতে পারেনা।

শ্রেষ্ঠ অহংকার দ্বয়কে গ্রহণ করিয়া নিরন্তর ভাবনা কর "আমিই অখিল বিশ্ব" "আমিই বিশ্বরূপী ঈশ্বর"। এই ভাবনা দ্বারা দেহাত্মবোধরূপ নিকৃষ্ট অহংকারকে বিনাশ কর আর মোক্ষপদে যাও অহংকারকে বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ণ করিতে পারিলেও অহংকার শূন্য অবস্থা লাভ হয় আর যাহা দেখা যায়, যাহা শুনা যায়, যাহা স্মরণ করা যায় আমি সমস্ত হইতে ভিন্ন এই ভাবনাতেও অহংকার শূন্য হওয়া যায়। মহাত্মাগণ প্রথমে "সকল আমি" "সবই আমার" পরে দেহাদি যাহা তাহা "আমি নই" "আমার বা তোমার কিছুই নাই" এবম্বিধ জ্ঞানে অন্তরে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান স্থাপন পূর্ব্বক পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

দেহে অহংভা রূপ কল্পনা ত্যাগ করিলে—সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ হয় তখন ত দেহই থাকেনা। তবে জীবদ্দশায় অহংকল্পনা ত্যাগ কিরূপে হইবে ?

জীবদ্দশাতেই ত কল্পনা ত্যাগ। মৃতের আবার কল্পনাত্যাগ কি? কল্পনা ত্যাগের অর্থ তুমি বুঝ নাই। বলিতেছি শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া কর্ণের অলঙ্কার করিয়া রাখ। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ কর।

অহংভাবটাই কল্পনা। যিনি পূর্ণ--যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি যখন অহং বলেন তখন কি হয়? পরিপূর্ণ চলন রহিত যে ভাব তাহাই যেন সীমাবদ্ধ খণ্ডিত মত বোধ হয়।

যে অহংভাবে, অসীম যেন সসীম মত উপলব্ধ হয়েন, সেই অহংভাবকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপে ভাবনা কর।

(১) অহংভাবকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশরূপে ভাবনা করাকেই সঙ্কল্প ত্যাগ বলে। বুঝিতেছ যে অহংকে দেহরূপে ভাবনা করিয়া ক্ষুদ্রমত হইয়া রহিয়াছ সেই অহংকে সীমাশূন্য আকাশের মত ভাবনা কর। ত্রিভুবন ব্যাপী—জ্যোতির্ম্ময় আকাশরূপী অহং—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই তিন লোকের বস্তু সমূহ আমার গাত্রেই ভাসিয়াছে—সমস্তই আমি এইরূপ ভাবনাকে সঙ্কল্প ত্যাগ বলে। এইরূপ ভাবনা যিনি করিতে পারেন তাঁহার পক্ষে আহার, বিহার, গমনাগমন, কথোপকথন ইত্যাদি কিরূপ? সীমাশূন্য অহংভাবনাতে আহার বিহারাদি থাকিয়াও না থাকার মত হইয়া যায়, সমুদ্রের তরঙ্গ আর লক্ষ্য হয়না স্থির শান্ত অনন্ত জলরাশির সহিত একীভূত হইয়া অহংটা সীমাশূন্য ভাবেই যেন বিশ্রান্তি লাভ করে।

(২) বাহ্যপদার্থের অনুভবটাও কল্পনা। বাহ্যপদার্থের অনুভব কতটুকু থাকে যখন অহং আকাশের মত সীমাশূন্য ভিতরে এই ভাবনা প্রবল হয়? ইহা যেন এক চক্ষে মায়া মায়া ছায়া ছায়া মত বাহ্যবস্তুর অনুভব করায় কিন্তু ভিতরে সেই অখণ্ড অহংই রাজত্ব করে। এই জন্য বাহ্যবস্তুর অনুভবে যে অহংভাবের ক্ষীণ প্রকাশ তাহাকে আকাশরূপে ভাবনা করাকেও কল্পনা ত্যাগ বলে।

(৩) আবার দেহাদি দৃশ্যপদার্থের প্রতি আত্মভিমানকেও কল্পনা বলা হয়। সেই অভিমানকে অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মভাবে ভাবনাই ব্রহ্ম—আকাশ মত ভাবনাই সঙ্কল্প ত্যাগ।

(৪) আবার যেমন বর্ত্তমান দৃশ্যপদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞান রূপ ভাবনাকে সঙ্কল্প বলা হয় সেইরূপ স্মৃতিরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানকেও সঙ্কল্প বা কল্পনা বলে। যে ভাবনায় সমস্ত স্মৃতির অভাব হয় সেই ভাবনাই শিবব্রহ্মরূপে স্থিতি।

তবেই দেখ অতীত ও অনাগত বিষয়ের স্মৃতি, এবং বর্ত্তমান দৃশ্যের দর্শন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সঙ্কল্প ত্যাগ হয় না। যখন তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া—সমস্ত দৃশ্য বস্তু এবং সমস্ত স্মৃতি একবারে ভুলিয়া গিয়া এক অখণ্ড স্বরূপে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারিবে তখনই তোমার সর্ব্বসঙ্কল্প ত্যাগ হইল।

তুমি সমস্ত বস্তুর অস্মৃতি স্বরূপ হইয়া অর্দ্ধসুপ্ত শিশুর চলনের ন্যায় অযত্নপূর্ব্বক কেবল যথাপ্রাপ্ত অভ্যস্ত নিত্যকার্য্য করিয়া অবস্থান কর। কুলাল চক্র কোন কঙ্কল্প না থাকিলেও যেন পূর্ব্বদত্ত বেগে ঘূর্ণিত হয় তুমি সেইরূপে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ উপস্থিত নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও সঙ্কল্প শূন্য অস্থাতে অবস্থান কর। বুঝিতেছ শুধু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া থাকিবে—আবার আহারাদি ব্যাপারের জন্য স্পন্দিত হইবে এক্ষেত্রে সঙ্কল্প ত্যাগ যতক্ষণ ততক্ষণ। কিন্তু যখন সঙ্কল্প ত্যাগ এরূপ হইবে যে যথাপ্রাপ্ত নিত্যকর্ম্ম অভ্যাস মত করিয়াও তুমি অনুভব করিতে পারিবেনা—তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হইল তখন তোমার সঙ্কল্প ত্যাগ ঠিক হইল। যতদিন দেহ আছে ততদিন আহারাদি তোমাকে করিতেই হইবে। এমন কি সমাধিতে যতদিন থাকিবে ততদিন সমস্ত ভুলিয়া থাকিবে সত্য কিন্তু সমাধি হইতে উঠিলেই আবার এই দৃশ্য দর্শন। ইহা কতকাল করিবে বল? আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিরদিন অবস্থিত এমন পুরুষ—আমি বশিষ্ঠও দেখি নাই।

তাই বলিতেছি চিত্তটা "বাসনাময়মাকুল" হইয়া রহিয়াছে। বাসনা যাহা তাহা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। বাসনাই যখন চিত্তের চিত্তত্ব—আর বাসনা যখন মিথ্যা তখন বাস্তবিক তোমার চিত্ত নাই। বাসনা শূন্য চিত্তের একটা সংস্কার মাত্র তুমি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছ। সেই সংস্কার বেগে যে সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে আসিয়া লাগিবে—কেবল তাঁহাতে যদি স্পন্দিত হও—তবে অবুদ্ধি মত কর্ম্ম হইয়াও তোমাতে কোন কর্ম্ম থাকিবে না—কারণ তবে সংস্কার তোমাতে পড়িবে না।

বুঝিতেছ সঙ্কল্প ত্যাগই মুক্তি। বিচার নামক চিন্তামণি হৃদয় মধ্যে আছে—তাহা হেলায় হারাইও না। তুমি অসঙ্কল্পময়, অভাবনাময়—বাহ্য বস্তুর ভাবনা শূন্য ও স্মৃতির ভাবনা শূন্য হইয়া অবস্থান কর। বল দেখি কত দীর্ঘ দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে ইহা হয়? অহং আকাশের মত সীমাশূন্য ইহা একক্ষণও ভুলিও না। প্রথম প্রথম ইহা স্মরণ হইলেও জগতে বহু কর্ম্ম হইতেছে দেখিবে। সেই সময়ে

আকাশের গায়ে কত কি উঠিলেও আকাশ যেমন সীমাশূন্য ভাবেই অবস্থান করেন সেই ভাবে দ্রষ্টাভাবে অবিচলিত অবস্থায় থাক। কোন কর্ম্ম যখন করিতেছ তখনও স্মরণ কর পূর্ণ আমি, আমার অভাব ত নাই কাজেই কর্ম্মও নাই। যে সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে তাহা পূর্ব্ব সংস্কারময়ী প্রকৃতির কার্য্য। ইহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্কও নাই। কর্ম্ম প্রকৃতি করিতেছেন—আমি—সীমাশূন্য আকাশের মত আমি—আমি মিথ্যা প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন—কর্ম্ম হউক বা না হউক তাহাতে আমার কি? পূর্ণ আমি—আমার আবার অভাব কি? আমার আবার ইচ্ছা কি—আমি স্থির শান্ত—অভাবশূন্য—কল্পনা শূন্য—আকাশের মত সীমাশূন্য। পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে ইহা ভাবনা করার অভ্যাস কর। তবেই অবিদ্যা ক্ষয় হইবে—ব্রহ্মকে না জানা যাহা তাহা আর থাকিবে না—ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি।

পুঃ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাচ সুখ দুঃখ বিচার করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাও সঙ্কল্প। চিত্র লিখিত মনুষ্য দেহের অপেক্ষা এই জীবন্ত মানব দেহ জঘন্য। চিত্রিত মানবের সঙ্কল্প নাই; জীবন্ত মানবের তাহা আছে; জীবন্ত মানুষ দুঃখে ম্লান মুখ হয়, বাষ্পজলে আদ্রবদন হয়, চিত্রিত মানব তাহা হয় না। চিত্রিত মানব যতটুকু স্থায়ী, জীবন্ত মানব ততটুকুও নহে; তাহার মৃত্যু কেহই আট-কাইয়া রাখিতে পারেনা—সে আধি ব্যাধিতে জীর্ণ হয়। চিত্রিত দেহ কেহ নষ্ট করিলে নষ্ট হয় নতুবা হয় না—কিন্তু মাংসময় দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে আমি বলি চিত্রিত দেহ এই মাংসময় সঙ্কল্প দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই বলি মাংসময় দেহে আবার আস্থা কি? অনুরাগ কি? মাংসময় দীর্ঘ সঙ্কল্প দেহ—ইহাতে আবার আস্থা কি?

বুঝিতেছ কিরূপে দিন কাটাইতে হইবে?

বাসনা শূন্য হইয়া অভ্যাস বশে নিজ ব্যবহার কর্ম্মে যে কর্ত্তৃতা তাহাই পরম ধৈর্য্য। এই ধৈর্য্য দ্বারাই জন্ম জরা নিবারিত হয়। বাসনা শূন্য, সঙ্কল্প শূন্য হইয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের অনুসরণ করতঃ কুলাল চক্র ভ্রমণের ন্যায় স্বীয় নিত্যকর্ম্মে স্পন্দিত হও। কর্ম্মফলের দিকে বুদ্ধি রাখিও না; ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কর্ম্ম করা আর না করা উভয়ই সমান। ফলাকাঙ্ক্ষা যদি ত্যাগ করিতে পার তাহা হইলে কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান—যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিতে পার।

ফলকথা সর্ব্বপ্রকার ভাবনা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হইয়া থাক। অদ্বয় শিব শান্ত বিশুদ্ধ অনন্ত আত্মতত্ত্ব ছাড়া যখন আর কিছুই নাই তখন কে আর কি জন্য খেদ করিবে? তোমাতে সঙ্কল্পের উদয় হইতে দিওনা—ইচ্ছার উদয় হইতে দিও না। "আমি" "আমার" বলিয়া যথার্থও কিছুই নাই। একমাত্র পরাৎপর শিবই আত্মা।

গৃহ-বন্ধু।

হে জগদ্বন্ধো, হে জগদেকবন্ধো, হে দয়িত, তুমি প্রসন্ন হও, এই জগৎরূপ আধার প্রসন্ন করিয়া তুমি প্রসন্ন হও; ঘটে ঘটে প্রতিফলিত তুমি, ঘটের আবিল জল অনাবিল বিম্বোদ্‌গ্রাহী করিয়া তুমি প্রসন্ন হও; চঞ্চল আধার অচঞ্চল করিয়া তুমি প্রকট হও, তোমার করুণার অঞ্জন লেখায় দ্রষ্টার জন্মান্ধ দৃষ্টি উন্মীলিত কর প্রতি নয়নোন্মীলনে দ্রষ্টা আমি দৃশ্য ঘটে দৃশ্য বন্ধুতে তোমার নয়নাভিরাম জগদ্বন্ধু বিগ্রহ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া যাই।

এই মায়ানগরে আসিয়া আমি বন্ধু পাইলাম অনেক, জন্মান্ধ আমি, মায়ার কুহকে বন্ধু দেখিলাম বহু। যাহারা আমার জগদ্বন্ধুবিরহিণী কল্পনাকে বাহিরে স্বার্থের উপঢৌকনে আপ্যায়িত করিয়া বাহিরে বন্ধন করিলেন—দ্রষ্টা জন্মান্ধ আমি বড় জ্বালা পাইলাম; সে দাবদাহে রক্ষা করিলে তুমি জগদ্বন্ধো! যদি রক্ষা করিলে আর বিনাশ করিও না, এই নিত্য সহচরকে আমার বন্ধু করিয়া দাও—নিত্য সহচরের অনাদি চঞ্চল মূর্ত্তি স্থির একতান করিয়া জগদ্বন্ধু তুমি তাহাতে প্রতিফলিত হও, আমি গৃহবন্ধু রূপে জগদ্বন্ধুর ভুবনমোহন রূপরাশি দর্শন করিয়া দাহ জ্বালা জুড়াইয়া লই গৃহবন্ধুর সহিত কথা বলিয়া বলিয়া তোমার সহিত কথা বলিবার সাধ সে চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া লই। আর ঘরের বাহিরে—যেখানে তুমি ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র মূর্ত্তিতে চৈতন্যরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জড়কেও চেতন করিয়া তুলিয়াছ জড়া প্রকৃতকে তোমার চৈতন্যময় অঙ্গরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া লইয়া আদি দম্পতি তুমি বিশ্বদম্পতি সাজিয়াছ এবং এই প্রকট জগতেও অপ্রকট সেই সুষমা প্রদর্শন করিবার জন্য নিজ মুখে নিজের স্তুতিগান করিতে যাইয়া বলিয়াছ—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

বলিয়াছ তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী; দণ্ডহস্তে জরা-জীর্ণ দেহে তুমিই; তুমি অজ তথাপি মায়া কুহকে আমায় উদ্ধার করিবার জন্য তুমি জন্মলীলায় বিশ্বতোমুখ সাজিয়াছ। তুমিই বলিয়াছ—(পশুপক্ষী স্বরূপাহং চণ্ডালোহংকৃতস্করঃ) আমি আমার অন্তর্নিহিত হীন বৃত্তিগুলি বাহিরে তোমার জগদ্দেহে প্রক্ষেপ করিয়া অপরকে হীন জুগুপিতে কর্ম্মকারী মনে করিতেছিলাম ঘৃণা ও বিদ্বেষ লইয়া ভুলিয়াছিলাম, আমার কল্যাণময় তুমি, তুমিই আত্ম পরিচয়, খ্যাপনায় বলিলে পশুপক্ষী তুমি, চণ্ডাল তস্কর তোমারই বিচিত্র বিভূতি। আমি বুঝিলাম, কিন্তু আমার গৃহবন্ধুটি বুঝিলেন না; কর্ম্মভূমিতে অনুরাগের পরিবর্ত্তে দ্বেষ, মৈত্রীর পরিবর্ত্তে ঘৃণাই বিকসিত হইল, অযোগ্যতায় আমি তোমার উপদেশ ধারণা করিতে না পারিয়া কর্ম্মভূমিকে কলঙ্কিত করিলাম; বামন আমি আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াও সাধ মিটাইতে পারিলাম না; চাঁদের আদর বুঝিলাম না। অথচ তুমি আমায় বলিয়াছিলে—'নাম পুরুষে যুষ্মদ্, যুষ্মদ্ পুরুষে অস্মদের সন্ধান ইহাই আমার জীবনের ব্রত'। আমি পুনঃ পুনঃ ব্রতভঙ্গ করিয়া তোমার নিকট অপরাধীই হইলাম। আমি বুঝিয়াও বুঝিলামনা—তোমার একত্ব আত্মা এই যে সূর্য্যমণ্ডল ইহার দৃশ্য অদৃশ্য অনন্ত নাড়ীসূত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিশ্বদেহকে অনন্ত নাম পুরুষকে গ্রথিত করিয়া অনেক নাম পুরুষের সমবায়ে এক তুমি এক যুষ্মদ্ হইয়া আছ। তুমি বলিয়াছিলে, সতত ইহার অনুসন্ধান ইহারই পূজায় ইহারই তর্পণে, আপ্যায়নে রত থাকিতে হইবে; আমি আমারই দুর্ব্বলতায় আমার ভোগ-লালসার মহাব্যাধিতে আক্রান্ত; আমি পূজার পূত বিগ্রহকে, খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোগ্য করিয়া লইয়াছি। আব্রহ্ম স্তম্বরূপে এক 'যুষ্মদ্', এক তুমিই বিরাজ করিতেছ, আমি আমার বিক্ষেপরূপ অস্ত্রে তোমার সেই বিরাট দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোগ্য করিয়া লইয়াছি, এক যুষ্মদ্ পুরুষকে না-পুরুষ করিয়াছি উপাস্যকে উপভোগ্য করিয়াছি, কর্ম্মভূমিকে ভোগ ভূমি করিয়াছি। পূজা সঙ্কীর্ণকাল দেশপাত্রকে সম্প্রসারিত করে, আর ভোগপ্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণকালদেশ পাত্রকে ক্রমে সঙ্কীর্ণতর করিয়া ভোগকামী জীব সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে, আমি আমার ভোগ প্রবৃত্তি দ্বারা আমার অন্তরে বাহিরে দ্বন্দ্বের করাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার বিক্ষেপে আমি এক যুষ্মদকে—অখণ্ড এক তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আমার সৌভাগ্যের বিরাট্ বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছি 'দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খোহয়ং যত্না চূর্ণী কৃতো ময়া।' তুমি তোমার দক্ষিণ দৃষ্টির করুণাপ্লাবনে আমার বিক্ষেপ প্রক্ষালন করিয়া একতানতা আনয়ন কর আমি আমার কল্পিত

নাম পুরুষকে তোমার বিরাট্ দেহে অঙ্গীভূত করিয়া সকল জ্বালা নির্ব্বাপণ করি।

তোমার চরণের ক্ষুদ্র ধূলিকণা আমি এই ক্ষুদ্র অস্মদ্, পরিবারে, সমাজে সম্প্রদায়ে জাতিতে দেশে মহাদেশে জলে স্থলে নভোমণ্ডলে একীভূত তুমি এই বিরাট যুষ্মদের সেবা করিয়া আপ্যায়িত হই। তোমার আপ্যায়নের প্রসাদ লাভে ধন্য হইয়া যাই। আর যাহারা আমার দুষ্কৃতির আবাহনে সংহত হইয়া তোমার অমৃতময় বিগ্রহের উপরে আবরণ রচনা পূর্ব্বক হিরণ্ময় পুরুষকে বিরাট পুরুষ করিয়াছিল, তোমার স্থূল দেহের সেই অণু সমূহ আমার জীবনব্যাপী আপ্যায়নে আপ্যায়িত হউক। মন্নাথ—আমার নাথ তুমি, তুমিই জগতের নাথ, মদাত্মা আমার আত্মা তুমি, তুমিই জগতের আত্মা আত্ম-লাভ রূপ চরম লাভ—আমার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রাপ্ত হইয়া সংঘাত বদ্ধ অনুগুলি হিরণ্ময় পুরুষের অমৃতময় ক্রোড়দেশে ঘুমাইয়া পড়ুক আর আমিও তোমাকে—এই ক্ষুদ্র অস্মদের বহুকালের হারানিধি এক বিরাট্ যুষ্মদ্‌কে অনাবরণে অবাধে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া যাই আমাদের বহুদিনের নিত্য প্রার্থনা—'আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি' আমি যে বলিতাম—আমার অঙ্গ সমূহ তোমার সুষমা-মণ্ডিত বিরাট্ অঙ্গসমূহ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হউক, এইরূপ আমার বাক্য আমার প্রাণ, আমার চক্ষু শ্রোত্র আমার বল, আমার সকল ইন্দ্রিয় সর্ব্বেন্দ্রিয় রসায়ন তুমি, তোমার দর্শনে—দর্পণ প্রতিফলিত আত্মদর্শনে দ্রষ্টার মত আপ্যায়িত হউক আমার এই প্রার্থনা সকল দেখিয়া আমি স্থূলে নিদ্রিত, সূক্ষ্মে জাগরিত হইয়া যাই। নাম পুরুষে যুষ্মদেরসন্ধান তোমার উপদেশ নিত্যকর্ত্তব্য এই মহাযজ্ঞ পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া সফল হউক। নয়ন আমার নয়নাভিরাম ভুবনমোহন রূপসাগরের সুখসন্তরণে কুতূহলী, শ্রবণ আমার সংসারব্যভিচারিণী বাক্যের অসভ্য, বীভৎস অশ্লীলকথা শ্রবণে খিন্ন আজ শত সাধের মূর্ত্তি শ্রবণমঙ্গল তুমি তোমায় পাইয়া তোমার অঙ্গ সঙ্গিনী মধ্যমা ও পঞ্চমীর সৎকার লাভে প্রলুব্ধ।

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং মম।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়, সর্ব্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ত্তের ভিষক্ তিনিই ভবরোগবৈদ্য, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ব্বস্ব, তিনিই দরিদ্রের নিত্য কোষাগার।

বক্তা—"শিব" কে, তাহা না জানিলে, শিব—ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের বিধাতা, এই সকল কথা যে, অর্থশূন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, অল্পজ্ঞ, স্থূলদর্শী, বিচারবিহীন মানুষেরা ইহাই জানে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা একবারও ভাবেনা, যে বিদ্যাদি সুখহেতু বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়, সেই বিদ্যাদির স্বরূপ কি, উহাদের আদ্য প্রসূতি কে? শবই যে বস্তুতঃ শিব, তাঁহা হইতেই যে, নিখিল বিদ্যার আবির্ভাব হয়, শিবই যে রোগার্ত্তের ভেষজ, তিনিই যে রোগহর ভেষজ সমূহের সৃষ্টি করেন, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ কল্যাণময় সর্ব্বাধার শিবেই যে সকলে শয়ন করে, শিবই যে বুদ্ধিরূপে, হিতাহিত বিবেক শক্তিরূপে জীব হৃদয়ে বাস করেন, শিবই যে সর্ব্বকর্ম্ম প্রসবিতা, তাহা বুঝাইতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে প্রতিকূল সংস্কার রাশিকে বদলাইতে হইবে, তত্ত্ববিচারের যথার্থ পথ দেখাইতে হইবে, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সত্যের রূপ সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে। আমি ক্রমশঃ এই সকল করিবার চেষ্টা করিব, তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর।

বিচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা, এবং বিচার বিহীনের অত্যন্ত নিন্দা আছে। অন্নপূর্ণা উপনিষদে ও পদ্মপুরাণে উক্ত

হইয়াছে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, সে শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে; তাহার জীবন অনর্থক।

জিজ্ঞাসু—বিচারের বহুপ্রশংসা আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি। বিচার কাহাকে বলে, তাহা জানি না, সুতরাং বিচারবিহীনকে কেন এত নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—"বিচার" কাহাকে বলে, তাহা তুমি ঠিক জাননা বটে, তথাপি (বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে না হইলেও) তুমি বিচার করিয়া থাক। 'যে ব্যক্তি, চলিতে, চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ বা নিদ্রাবস্থাতে বিচার না করে, সে মৃত', এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যখন তোমার তাহা উপলব্ধি হইবে, "বিচার" কোন্ পদার্থ তুমি যখন তাহা সম্যগ্ রূপে অবগত হইবে, তখন তুমিই বলিবে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, সে মৃত' এই কথা যথার্থ, ইহা অত্যন্ত সারগর্ভ কথা।

জিজ্ঞাসু—বিচার কোন্ পদার্থ, কিরূপে যথার্থভাবে বিচার করা যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। 'শিব'কে তাহা জানিতে হইলে, বিচার পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু শোনা আবশ্যক, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, আপনি "শিব",কে, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারের কথা তুলিবেন কেন?

বক্তা—"শিব",কে, কেবল তাহা জানিতে হইলে, কেন, এমন কোন বিষয় নাই যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয়না, অজ্ঞানের নাশ হয়না। বিচার ব্যতীত বিদ্বান্ দিগের অন্য উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিচার দ্বারাই ধীমান্‌গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপ স্বরূপ। যথোচিত বিচার শক্তির অভাব বশতই মানুষ, শিবের স্বরূপ জানিতে পারেনা, যাঁহা হইতে প্রকৃত

---

* "গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে॥"—অন্নপূর্ণোপনিষৎ।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপিজাগ্রতঃ স্বপতোপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব চ॥" পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড ৯৯ অধ্যায়।

কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, মানুষ তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান্‌কে সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য, ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচার শক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্টদান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসত্ত্ব হইতে মানুষকে বিশেষিত করে। * দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণরূপ ইঁহারাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে, বস্তুতঃ শিব, শিবই যে বিচার শক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে সর্ব্ববিধ সুখের দাতা, শিবই যে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, শিবই যে, বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি-বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। তুমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইবে, অবোধ্য, নূতন কথা শুনিতেছি বলিয়া তোমার মনে হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি কোনদিন পরমোপকার হইবে, এই বিশ্বাসে বলিতেছি, বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফুরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ, মহীধর তা'ই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময়, শিবের জ্ঞান প্রদত্বই মোক্ষসুখকারিত্ব, শিব, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষসুখকারিত্ব সিদ্ধ হয়—("শাস্ত্রাদি রূপেণ জ্ঞান প্রদত্বাৎ মোক্ষসুখকারিত্বমিত্যর্থঃ" শুক্ল যজুর্ব্বেদভাষ্য)।

বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয়না ; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্ব্বগত-সর্ব্বব্যাপক সংবিৎ---চিচ্ছক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচার শক্তির

* "By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of it's great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals."—The Riddle of the Universe, p.6, by E. Haeckel.

স্ফুরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। বেদ বা শব্দের 'পরা', 'পশ্যন্তি', 'মধ্যমা,' ও 'বৈখরী' এই চতুর্ব্বিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বেদ বা শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই অবস্থা চতুষ্টয়ের মধ্যে বৈখরী অবস্থাই সাধারণ মানুষের পরিচিত, বেদের আর তিনটী অবস্থা গুহানিহিত—সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত, মনীষী—সুতীক্ষ্ণ, বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা বিশিষ্ট যোগবিৎ বা যথার্থবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ বা শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টয়ের স্বরূপ অন্যের জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। * জগন্মাতা সীতাদেবীকে কেন সর্ব্ব বেদ-শাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে, কেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী বলা হইয়াছে, কেন আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলা হইয়াছে, সীতাতত্ত্ব নামক সম্ভাষণে আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি। অতএব বিচারতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। শিব যে, সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, শিবই যে নিখিল বাধা দূর করিয়া সকলের শান্তি বিধাতা, শিবই (পরমাত্মাই) যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, শিবই যে অনুগ্রহ শক্তি—জগদ্‌গুরু, অজ্ঞানের অজ্ঞানান্ধকারের হন্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময়, প্রেমময়, সর্ব্বজ্ঞ শিবই যে, নিত্য ও অনিত্য ধন দাতা, আধি-ব্যাধির নাশকর্ত্তা শিবই যে, ভবরোগবৈদ্য পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিচার শক্তির তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবলোকন করিতেই হইবে; বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল কারণ। অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন—'যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য, যাহা বাহ্য তাহাই আন্তর।" আন্তর জগৎই যে, বাহ্যজগতের আকার ধারণ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন কোন ধীমান্ অনুভব করিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বপ্রকার স্থূলশক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্য জগতের আদ্যশক্তি। শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদ প্রসূত। আশা হয়, কালে বিচারশীল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরম সত্যের রূপ দেখিতে পাইবেন, কৃতকৃত্য হইবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সকল কথা তোমার বোধগম্য হইবার নহে, অথবা কেবল তোমার কেন, আমার বিশ্বাস, এই সকল কথার

---

* "চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা—১।১৬৪।৪৫

মূল্য কত, যথার্থভাবে তাহা অবধারণ করিবার সামর্থ ইদানীন্তন অল্পব্যক্তির আছে। জপ, ধ্যান, ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারা যে, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের শান্তি হয়, তাহা সত্য, তাহা মিথ্যা বা কল্পনা মূলক নহে। স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশান্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শান্তি পায়।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হয়, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, মন্ত্র বা মানসশক্তি দ্বারা যে, অসাধ্য রোগেরও উপশম হয়, আমি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি? এক বৎসর হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কালবক্ত্রে ছিলাম, বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না, কেবল আপনার ইচ্ছাশক্তি, আপনার দয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আপনি যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রাণ রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমি আজ আপনার শান্তিময় চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল অমৃতময় উপদেশ শুনিতে পাইতাম? কেবল আমি কেন, আমার মত বহু-ব্যক্তিই আপনার কৃপায় প্রাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন, বা না করুন, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমি আপনাকেই প্রাণদাতা বলে মনে মনে পূজা করিব, মন্ত্র বা মানসশক্তির বীর্য্য যে, অমোঘ, এতদ্দ্বারা যে, অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে, অন্যকে (আবশ্যক হইলে) তাহা জানাইব।

বক্তা—আমি যে, তোমাকে, তুমি বালিকা হইলেও, এই সকল কথা (যাহারা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, যে সকল কথা সাধারণের প্রীতিকর নহে) শুনাইতেছি, তাহার কি কোন কারণ নাই? আমার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিতেছ, সেই সকল শব্দ স্পন্দন তোমার চিত্তাকাশে সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকিবে; যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দুইটী বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া হইতে বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একদিন, চিত্তাকাশে লগ্ন ঐ শব্দ সংস্কার হইতে তোমার বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবে, তুমি বেদ বা শিবের কৃপায় আপনা হইতে আমার (আপাততঃ দুর্ব্বোধ্য হইলেও) এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "প্রাতিভ জ্ঞান হইতে, অন্য কারণ ব্যতিরেকে মানুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া থাকে, এ জ্ঞানের কোন বিষয়ই অজ্ঞেয় থাকে না। উপদেষ্টার বাণী যদি কেবল মৃত জড় স্পন্দন না হয়, যদি ইঁহা তাঁহার শ্রদ্ধাপূত, বহুশ্রু

অনুভূত বিমল প্রাণ বা বেদের স্পন্দন হয়, এবং উপদেশ্টের হৃদয়ও যদি স্বচ্ছ হয়, উপদেশের প্রতিবিম্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে, উহা নিশ্চয় অভীষ্ট ফল প্রসব করে, কখন বৃথা হয় না।"

বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতেই যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি ("প্রাণ ঋচইত্যেব বিদ্যাৎ"—ঐতরেয় আরণ্যক); নিখিল শব্দ-বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞান পারদর্শী, বিশ্বের পরমবন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদস্বরূপ ("সর্ব্বং শব্দ জাতং মহর্ষিজাতং চ প্রাণস্বরূপমিত্যেবোপাসীত"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। 'ঋষি' শব্দ যে নিমিত্ত বেদের বাচক হইয়াছে, যথাসময়ে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। যিনি বিচার বিহীন, তাঁহাকে কি নিমিত্ত 'মৃত' বলা হইয়াছে, এখন বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিচার শক্তির স্ফুরণ হইবেই। যিনি বিচার বিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচার শক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। বুঝিতে পারিতেছ কি, আমি শিবের শিবত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, কি কারণে 'বিচার' নামক পদার্থের কথা তুলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া, বিপুল আনন্দ হইতেছে। শিবের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, 'যাঁহাতে সকল শয়ন করেন', যিনি সর্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্ত্তা, যিনি বেদশাস্ত্ররূপে জ্ঞানদাতা এবং মুক্তিসুখদায়ী, তাঁহার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, 'বিচার' পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যে, আবশ্যক, তাহা আমার অনুভব হইয়াছে। চলিতে চলিতে উপবেশন কালে, জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সর্ব্বদা যিনি বিচারপর নহেন, তিনি 'মৃত', এই কথা যে অতিমাত্র সারবতী, আমার তাহা বোধ হইয়াছে। বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল, বিচার হইতেই আন্তর ও বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে; আহা! যে দিন আপনার কৃপায় এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, সেইদিন যে, কত সুখী হইব, কত লাভবতী হইব, তাহা ভাবিলেও, অপূর্ব্ব আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

——

ক্রমশঃ।

চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জিজ্ঞাসু—মনোহর কথা শুনিলাম, আনন্দে, আশাতে, উৎসাহে চিত্ত পূর্ণ হইল। তথাপি, দাদা, মনে হইতেছে, "কৃষ্ণ" অর্জ্জুনেরই কৃষ্ণ, "কৃষ্ণ" উক্ত ভাগ্যবতীরই কৃষ্ণ, যিনি অর্জ্জুনের মত হইতে পারেন, ভাগ্যবশতঃ যিনি উক্ত ভাগ্যবতীর হৃদয়ের ন্যায় হৃদয় পান, ভগবান্ যখন তাঁহাকেই "কৃষ্ণ" রূপে দেখা দেন, ব্যক্তিমাত্রেই যখন ভগবানের "কৃষ্ণ" রূপ দেখিতে পায় না, তখন "কৃষ্ণ" সকলেরই "কৃষ্ণ," কৃষ্ণ ভক্তিহীনকেও, ভক্তি দিয়া কৃতার্থ করেন, আমার মত অপাত্রকেও পাত্র করেন, এই কথা স্বীকার করিব কেন?

বক্তা—রমা! তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, 'কৃষ্ণ' বস্তুতঃ সকলেরই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' যেমন অর্জ্জুনের 'কৃষ্ণ', তেমনি দুর্য্যোধনেরও 'কৃষ্ণ', তেমনি কংসেরও 'কৃষ্ণ', তেমনি তোমারও 'কৃষ্ণ'। ভক্তিহীন যে, ভক্তিমান্ হয়, পাষণ্ডও যে, পরমধার্ম্মিক হয়, তুমি কি তাহা শ্রবণ কর নাই? ভগবান্ যদি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি না হইতেন, সকল সন্তানের প্রতি যদি তাঁহার সমান দয়া না থাকিত, তাহা হইলে কি, ভক্তিহীনের নীরস হৃদয় কখন ভক্তিরসে আপ্লুত হইত? তাহা হইলে পাষণ্ড কি, কখনও ধার্ম্মিক হইত? মন্দ যে, ভাল হয়, তাহার কারণ কি? রুগ্নের পার্শ্বে যে সুস্থের ছবি দেখিতে পাও, দরিদ্রের বিষণ্ণ বদন দেখিতে দেখিতে যে, সমৃদ্ধিশালীর সহাস্যমুখ খানি নয়নে পড়ে, মূর্খের অহৃদ্য মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে যে, সুবিদ্বানের মনোরম মূর্ত্তি দেখিতে পাও, ঘোর অশান্তির পশ্চাৎ যে, কমনীয় শান্তির রূপ নয়নে পতিত হয়, তাহার কারণ কি? ভগবান দয়াময়, ভগবান্ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, তাঁহার বৈষম্য ভাব নাই, তিনি নিষ্ঠুর নহেন। সকলেই সকল বস্তুকে উপাদেয় বলিয়া মনে করেনা, প্রকৃতি ভেদ নিবন্ধন করিতে পারে না। যথার্থ হিতকর সামগ্রী হলেও, যে তাহার মূল্য বুঝে না, তাহাকে তাহা দিলে, সে আদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করে না। ভগবান্ সকলের "কৃষ্ণ" হলেও, ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ঠিক 'কৃষ্ণ' রূপে পাইবার ইচ্ছুক নহে, ভগবান্ তাই (যাহারা তাঁহাকে "কৃষ্ণ" রূপে পাইতে চাহে না) তাহাদিগকে (যাবৎ তাঁহার দয়ায় তাহাদের পাপের ক্ষয় না হয় তাবৎ) তাহাদের অভীষ্ট রূপেই দেখা দিয়া

থাকেন, তবে বিশ্বাস কর ও, কৃষ্ণ কদাচ 'কৃষ্ণ' রূপ ত্যাগ করেন না, পাপীকে বিমল করিতে, শক্তিহীনকে শক্তি দিতে, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দিতে, ভক্তিহীনকে ভক্তিসুধা পান করাইতে, তিনি কদাচ বিরত হ'ন না। সদা করুণাময় ভগবান্ যে রূপেই দেখা দিন, জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া উঠিলে, জানিতে পারিবে, তিনি কৃষ্ণ রূপেই সকলকে সর্ব্বদা দেখা দেন, তাঁহার সকল কার্য্যই জীবের কল্যাণের জন্য। ভগবান্ যদি সর্ব্বদা কৃষ্ণ রূপে বিরাজ না করিতেন, তাহা হইলে রোগ সৃষ্টি করিয়া, তিনি রোগহর ঔষধ সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে মন্দ কখনও ভাল হইত না। এখন তোমার আর কি জিজ্ঞাসা হইতেছে?

জিজ্ঞাসু।—একটী বিষয় জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছে, এখন তাহা জানাইব কি?

বক্তা—কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে, বল।

জিজ্ঞাসু—যে "সীতারাম" নাম শুনিতে শুনিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে 'সীতারাম' ও 'গৌরীশঙ্কর' নাম শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়াছে, জাগিয়াছে, বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার কি হবে দাদা! 'সীতারাম' বা 'গৌরীশঙ্কর' কি, কৃষ্ণ রূপ ধারণ করেন? 'সীতারাম' বা 'গৌরীশঙ্কর' নাম উচ্চারণ করিলে কি, পাপীর পাপ নাশ হয় না? এই নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে কি, ভগবান্ অপাত্রকে পাত্র করেন না, ভক্তি-হীনকে ভক্তি দিয়া কৃতার্থ করেন না?

বক্তা—কি সুন্দর, সরলতা মাখা প্রশ্ন, তোর প্রশ্ন শুনে, এই দেখ্ রমা! আমার চোক্ দিয়ে জল বাহির হইতেছে, আমার যেন তোর মত ভগবানের নামে অকপট, অবিচা'ল অনুরাগ হয়। আনন্দ রামায়ণে উক্ত, এক প্রাতঃস্মরণীয় রামোপাসকের কথা, তোর কথা শুনে আমার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল।

জিজ্ঞাসু—সে কি কথা, দাদা! সে কথা শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—আমি তোমাকে পরে সে কথা, পূর্ণভাবে শুনাইব। ইহা রামোপাসক ও কৃষ্ণোপাসকের পরস্পর বিবাদ মূলক কথা, এই বিবাদে রামোপাসক রামচন্দ্রকে এবং কৃষ্ণোপাসক কৃষ্ণচন্দ্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। রামোপাসক জ্ঞানী, প্রকৃত ভক্তিমান্ এবং বিনয়াবনত, কৃষ্ণোপাসক গর্ব্বিত, উদ্ধত স্বভাব। কৃষ্ণোপাসকের গর্ব্ব পরিহার করাইবার নিমিত্ত আকাশবাণী হইয়াছিল, দেবতারা রামোপাসকের উপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতেই বিবাদ মিটিয়া যায়। আকাশবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক কৃষ্ণোপাসকের জ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তিনি রামোপাসকের চরণে নিপতিত হইয়াছিলেন।

রামোপাসক আ[illegible] সহিত কৃষ্ণোপাসককে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, ভাই! যিনি রাম, [illegible]ই যে কৃষ্ণ, বাসুদেব ও রাম যে, অভিন্ন তাহা আমি জানি, তথাপি কি করিব, অযোধ্যাপুরপালক সলক্ষণ বালক রামেই আমার মন যে, ধাবিত হয়, আমি তা'ই তোমার সহিত কৌতুক করিয়াছিলাম। *

"সীতারাম," "গৌরীশঙ্কর", "রাধাকৃষ্ণ" ইহারা একেরই নাম। অতএব "সীতারাম," বা গৌরীশঙ্কর নাম দ্বারা সম্বোধন করিলেও, ভগবান্ উত্তর দেন, "কৃষ্ণ" রূপে দেখা দিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—সীতারাম বা গৌরীশঙ্কর রূপে দেখা দেন না?

বক্তা—'সীতারাম বা গৌরীশঙ্কর' নামে কৃষ্ণ রূপ এবং 'কৃষ্ণ' নামে সীতারাম ও গৌরীশঙ্কর রূপ বিরাজমান আছেন। ভগবানের যে নাম, যে রূপ তোমার প্রকৃতি অনুসারে অভিমত, তুমি সেই নাম দ্বারাই তাঁহাকে ডাকিবে, ভগবানের সেই রূপেরই ধ্যান করিবে, এতদ্দারাই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম উপাসকগণের কার্য্যার্থ স্বীয় মায়া বা শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করেন ("চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।"—রাম পূর্ব্ব তাপিনী উপনিষৎ)। পৃথক্ পৃথক্ নাম পৃথক্ পৃথক্ শক্তির বাচক, ভিন্ন, ভিন্ন কার্য্য সম্পাদনার্থ এক ভগবান্ ভিন্ন, ভিন্ন নাম ও রূপ গ্রহণ করেন। গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকার "কৃষ্ণ" নামের অর্থ কি, তাহাই বুঝাইয়াছেন। যিনি পাপের কর্ষণ করেন, যিনি পাপ নাশক, যিনি ভক্তদিগকে প্রেমরজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করেন, যিনি অপাত্রকেও পাত্র করেন, যিনি শক্তিহীনকে শক্তি প্রদান করেন, জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দেন, ভক্তিহীনকে ভক্তিবিগলিত করেন, তিনি "কৃষ্ণ", গোপাল তাপিনী উপনিষদে 'কৃষ্ণ' পদের এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—রাম নামের অর্থ কি?

---

* "ন নন্দসূনোঃ পৃথগস্তি রামো ন রামতো হন্যো বসুদেব সূনুঃ।
তথাপ্যযোধ্যাপুরপালবালে সলক্ষণে ধাবতে মে মণীষা॥"
"অতঃস্তবো ময়া রামঃ কৃষ্ণস্ত নিন্দনং কৃতম্।
তথৈর্ব্বায়া দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ বেদ্মি তৌ দ্বৌ সমাবিতি।"
'রাম এবাত্র কৃষ্ণসস্ কৃষ্ণ এবাত্র রাঘবঃ। উভয়ো র্নান্তরং বিপ্র
কৌতুকাচ্চ ময়েরিতম॥—আনন্দ রামায়ণে—রাজ্যকাণ্ড

বক্তা—(হাসিতে, হাসিতে) যিনি চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মমার্গ দান করেন, যাঁহার চরিত্র দেখিয়া, যাঁহার অতুলনীয়, পরম রমণীয় ধর্ম্মময় সাধুচরিত্রের বর্ণন শুনিয়া, লোকে চরিত্রবান্ হয়, নাম দ্বারা যিনি জ্ঞানমার্গ প্রদান করেন, যাঁহার শ্রুতিসুখপ্রদ পবিত্র নামের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ করিলে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া, তারক জ্ঞানের উদয় হয়, যাঁহার ধ্যান করিলে, সংসার-বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়, যাঁহার পূজা করিলে, নিখিল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, সংসার বিরক্ত যোগিগণ যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ে নিত্য রমণ করেন, যিনি তাঁহাদের আত্মরাম, সেই পরব্রহ্মই 'রাম' নামের অর্থ, শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনীউপনিষদে "রাম" পদের এই প্রকার নিরুক্তি আছে।*

জিজ্ঞাসু—ভগবানের বহুনাম থাকিলেও, অর্জ্জুন যে, এই স্থলে "কৃষ্ণ" নাম দ্বারা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকার বলিয়াছেন, যিনি ভক্তগণের পাপ নাশ করেন, ভক্তগণের ঐহিক, পারত্রিক কল্যাণ করেন, তাহাদের যাহা করিবার শক্তি নাই, যিনি তাহা করিবার শক্তি তাহাদিগকে প্রদান করেন, যাহা পাইবার ভাগ্য তাহাদের নাই, যিনি তাহাও তাহাদিগকে দিয়া থাকেন, তিনি "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" নামের ইহাই অর্থ। স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে নিরোধ পূর্ব্বক সমাধি সুখ ভোগ করিবার স্বয়ং অযোগ্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া, যিনি অনধিকারি ভক্তকে তাহার সর্ব্বপাপ বিনাশ পূর্ব্বক অধিকারী করেন, সেই "কৃষ্ণ"কে অর্জ্জুন সম্বোধন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ নামের অর্থ স্মরণ করিয়া, ভগবানের বাসুদেবাদি নামের পরিবর্ত্তে অর্জ্জুন, এই নাম দ্বারাই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই স্থলে "কৃষ্ণ" নাম দ্বারা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিবার ইহাই উদ্দেশ্য। এই কথা শুনিয়া, আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'সীতারাম' বা 'গৌরীশঙ্কর' নাম উচ্চারণ করিলে, 'সীতারাম' বা 'গৌরীশঙ্কর' নাম দ্বারা ভগবান্‌কে সম্বোধন করিলে কি, ভগবান্ 'কৃষ্ণ' নাম দ্বারা সম্বোধন করার ফল প্রদান করেন না?

বক্তা—'রাম' ও 'কৃষ্ণ' ভিন্ন নহেন। "রাম" নামের প্রভাব সর্ব্ব শাস্ত্রে

---

* "ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গং চ নামতঃ। তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ। তথা রাত্যস্য রামাখ্যা ভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ॥ রমন্তে যোগিনো হনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে॥ ইতি শ্রীরামতাপিনী উপনিষৎ।

শতশঃ সহস্রশঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, জগদ্‌গুরু লোকশঙ্কর শঙ্কর জগন্মাতা পার্ব্বতী দেবীকে বলিয়াছেন, 'রাম'নাম যে পরতত্ত্ব, সর্ব্বশাস্ত্রে তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, এই নামের প্রভাবে, হে বরাননে! আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি, রাম নাম হইতে পরতত্ত্ব ত্রিলোকে নাই (রাম নাম পরংতত্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রস্ফুটম্। যস্ত নাম প্রভাবেন সর্ব্বজ্ঞোঽহং বরাননে। রাম নাম্নঃ পরংতত্ত্বং নাস্তি কিঞ্চিজ্জগত্রয়ে॥"—)। অর্জ্জুনের "কৃষ্ণ" নাম দ্বারা সম্বোধনই সঙ্গত, কৃষ্ণের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া, কৃষ্ণরূপে নিমগ্ন চিত্ত, কৃষ্ণপ্রাণ, ভক্তশিরোভূষণ অর্জ্জুন কৃষ্ণ নাম ভিন্ন অন্য নাম দ্বারা কি, ভগবান্‌কে সম্বোধন করিতে পারেন? আমি চঞ্চল চিত্তকে নিরোধ করিবার অনুপযুক্ত, তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি অযোগ্যকেও যোগ্য করিতে পার, তুমি অনধিকারি-ভক্তকে নিষ্পাপ করিয়া, অধিকারী করিতে সমর্থ, এবং তাহা করিয়া থাক, অর্জ্জুনের মনে যখন কৃষ্ণের এই কৃষ্ণত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি 'কৃষ্ণ' ভিন্ন অন্য নাম উচ্চারণ করিতে পারেন কি? তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যদি "সীতারাম" বা গৌরীশঙ্করের যথার্থ ভক্ত হইতে পার, তুমি যদি 'সীতারাম', 'গৌরীশঙ্কর' ও 'রাধাকৃষ্ণ' ইহারা একেরই নাম, এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি কৃতার্থ হইবে, তাহা হইলে ভগবান্ 'সীতারাম' বা গৌরীশঙ্কর রূপেই তোমাকে দয়া করিবেন। "উপাসকদিগের কার্য্যার্থ অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম নানারূপ কল্পনা করেন" এই শ্রুতি বচনের অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর, অতিমাত্র বিশাল। মানুষ যে ভগবানের বিশেষ বিশেষ নাম-রূপের অনুরাগী হয়, তাহা নিষ্কারণ নহে। অবতারতত্ত্বের ও দীক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবার সময়ে আমি এই বিষয়ে কিছু বলিব। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা' নামক উপদেশে 'শিব' ও 'শিবা' কি বস্তু, তাহা বুঝাইয়াছি। 'গৌরী', 'সীতা', 'উমা', 'বিষ্ণু', 'শিব' ইহাঁরা যে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তাহাও 'সীতাতত্ত্বে' প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, ভগবানের কৃপায় তুমি যখন সেই সকল কথার তাৎপর্য্য যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, তখন তোমার আর কোন সংশয় হইবে না।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপা হইলেই আমি সব বুঝিতে পারিব। আপনিইত বলিয়াছেন, অতিশয় শক্তিমান্ মহাপুরুষের সঙ্গ হইলে, কুঞ্জরমূর্খও প্রাজ্ঞ হয়। পূজ্যচরণ দত্তাত্রেয়ের সঙ্গ হেতু এক কুকুরেরও ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল। আমিত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বশতঃ মানুষ দেহ পাইয়াছি, আপনার দুর্লভ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনার সহিত সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হইতে পারিয়াছি।

বক্তা—ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের কৃপায় কুকুরেরও যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। "লব্ধাতিশয় যোগাদ্বা তদ্বৎ" এই সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যে এই কথা আছে।

জিজ্ঞাসু—আমার সংশয় মিটাইতে যাইয়া, আপনি প্রস্তাবিত বিষয় হইতে দূরে আসিয়াছেন, তবে আমি এতদ্বারা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। এখন যে 'অভ্যাস' ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করিতে পারা যারা যায়, সেই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

বক্তা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনের নিগ্রহ সুদুষ্কর, মহামতি অর্জ্জুনের এই কথা অঙ্গীকার পূর্ব্বক, মনকে নিগ্রহ করিবার উপায় বলিয়াছেন। মনকে বশীভূত করা, দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই, তবে হতাশ হইবার কারণ নাই। সাধারণের যাহা অসাধ্য, প্রযত্নশীল, উৎসাহ বিশিষ্ট পুরুষের তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। "আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিব", এই প্রকার সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্, সাধারণের অসাধ্য কর্ম্মও সাধন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! তুমি যখন ভীম পরাক্রম দুর্জ্জয় শত্রুদিগকে বাহুদ্বারা জয় করিতে পার, এমন কি, তুমি যখন মহাদেবের সহিতও বাহু যুদ্ধ করিয়াছ, তখন তুমি যথারীতি, যথাপ্রয়োজন যত্ন করিলে, দুর্নিগ্রহ (যাহাকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য) মনকেও নিগ্রহ করিতে পারিবে। প্রতিকূল প্রারব্ধের প্রবলতা বশতঃ যাহাদের আত্মা অসংযত, যাহারা সংযম শক্তি বিহীন, তাহাদের পক্ষে মনকে নিগ্রহ করা যেমন দুঃসাধ্য, যাঁহাদের আত্মা সংযত, তাদৃশ পুরুষদিগের পক্ষে, তেমন দুঃসাধ্য নহে, ভগোত্তম অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ এইরূপ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, আমার পক্ষে মনকে স্থির করিবার চেষ্টা কি, অনর্থক নহে, দাদা!

বক্তা—পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, হতাশ হইও না, যাহা বলিতেছি, ধীরভাবে তাহা শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিবার জন্য, অর্জ্জুনের পূর্ব্বকৃত অদ্ভুত কর্ম্ম সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন; দাদা! আমাকে আপনি কি বলে উৎসাহিত করিবেন? আমাকে উৎসাহিত, করিতে পারেন, আমার ত এমন কোন কর্ম্ম নাই।

বক্তা—'সীতারাম' নামে, সীতারামের কৃপায়, তোমার একটু অনুরাগ হইয়াছে, সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, সীতারাম নামের প্রভাব যে, অনির্ব্বচনীয়, তাহা তুমি অবিশ্বাস করনা। দুরাচার, মহাদুষ্ট, মহাপাপের আলয়ও অনুতপ্ত হৃদয়ে, ভক্তিপূর্ব্বক যদি 'রাম' নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে, সেও নিশ্চয় বিশুদ্ধ হয়; যে যাহা যাহা পাইবার ইচ্ছা করে, অতিদুর্ল্লভ মনোরথ হইলেও, সে 'রাম' নাম প্রভাবে তাহা প্রাপ্ত হয় ("দুরাচারী মহাদুষ্টোমহাঘোঘ-নিকেতনঃ। রামনাম স্মরন্ ভক্ত্যা বিশুদ্ধো ভবতি ধ্রুবম্॥ রাম নাম প্রভাবেণ যদ্যচ্চিন্তয়তে জনঃ। তত্তদাপ্নোতি বৈ তূর্ণমভীষ্টমতিদুর্ল্লভম্॥"—যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি নারদবাক্য)। সীতা সহিত রাম নাম যাহাদিগের পরমপ্রিয়, তাহারা কৃতকৃত্য হইয়া থাকে, অখিল দেবতারা তাহাদিগকে সমাদর করেন। * এইরূপ শাস্ত্রবাক্যে তোমার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা আছে, সীতারাম নাম তোমার প্রিয়, আমি তা'ই শ্রদ্ধাবানের সমীপে মৃতসঞ্জীবনী বোধে আদরণীয়, এইরূপ শাস্ত্রবাণী দ্বারা, তোমার সীতারাম নামে অনুরাগের কথা স্মরণ পূর্ব্বক তোমাকে উৎসাহিত করিব রমা!

জিজ্ঞাসু—আপনি কৃপা করিলে যথাপ্রয়োজন ধীরভাবে আপনার উপদেশ শুনিতে পারিব, নতুবা চঞ্চল মনকে স্থির করা কি আমার সাধ্য নহে। জানিনা কোন্ পুণ্যে আমি আপনার এইরূপ কৃপাপাত্রী হইয়াছি? আপনার সহিত সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হইয়াছি।

বক্তা—যে পুণ্যে তুমি ত্রিলোক বিশ্রুত, বেদস্তুত, পরম জ্ঞান-প্রেমময় ভগবান্ ভৃগুদেবের কৃপা কণা পাইয়াছ, যে পুণ্য নিবন্ধন ভগবান্ তোমাকে পুনঃ পুনঃ 'রমা সমা', 'সীতাসমা', বলে, সম্বোধন করিয়াছেন, রমারে,—সেই পুণ্য বশতঃ তুমি এই অকিঞ্চন ভার্গব শিবরামকিঙ্করের স্নেহ পাত্রী হইয়াছ। তোমার বিবাহের কথা যেন তোমার নিত্য ধ্যানের বিষয় হয়, রমা! সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, ভৃগুদেবের করুণার কথা যেন কদাচ তোমার স্মৃতিপট হইতে বিচ্যুত না হয়, কৃতজ্ঞ হইও, কৃতজ্ঞ হইও, রমা! অকৃতজ্ঞতার মত পাপ নাই, অকৃতজ্ঞতাই ভগবানে ভক্তিহীন হইবার প্রধান কারণ! সর্ব্বদা স্মরণ করিও 'কৃতঘ্ন' ('কৃতঘ্নকে যিনি নাশ "করেন" ভগবানের একটী নাম †

---

* "সীতয়া সহিতং রাম নাম যেষাং পরং প্রিয়ম্। ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ পূজ্যাঃ সর্ব্বে সুরেশ্বরৈঃ॥"—

† "তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে। কৃতঘ্নঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ॥ রামায়ণোক্ত আদিত্য হৃদয়।"

অভ্যাস কাহাকে বলে তাহা তুমি জাননা কি ?

জিজ্ঞাসু—"অভ্যাস" কাহাকে বলে, মনে হচ্চে, তাহা যেন জানি, কিন্তু "অভ্যাস" কাহাকে বলে ? আপনি যদি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, "অভ্যাস" কাহাকে বলে, তাহা বলিতে পারিবনা।

বক্তা—শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম মন্ত্র তোমার মুখস্থ হইয়াছে ? তুমি গঙ্গার স্তব বলিতে পার ?

জিজ্ঞাসু—শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম মন্ত্র, গঙ্গার স্তব, এই সকল মুখস্থ হইয়াছে।

বক্তা—কি করে এই সকল মুখস্থ হইল ?

জিজ্ঞাসু—অভ্যাস করিতে করিতে হইয়াছে, দাদা !

বক্তা—তুমি এখন একটু রাঁধিতে শিখিয়াছ, না ?

জিজ্ঞাসু—এখনও ভাল শিখিতে পারি নাই, তবে আগে মোটেই রাঁধিতে পারিতাম না, এখন একটু একটু পারি।

বক্তা—কি করিয়া এখন একটু রাঁধিতে শিখিলে ?

জিজ্ঞাসু—অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ শিখিয়াছি।

বক্তা—তুমি যাহা করিতে করিতে শিবের ধ্যান, শিবের প্রণাম কণ্ঠস্থ করিয়াছ, গঙ্গার স্তব মুখস্থ করিয়াছ, একটু রাঁধিতে শিখিয়াছ, তাহা কি, তাহা তুমি জান না ? তুমি যে "অভ্যাস" কথাটীর ব্যবহার করিলে, সেই "অভ্যাস" কথার মানে কি, তাহা তুমি বলিতে পারনা ?

জিজ্ঞাসু—রোজ রোজ বা পুনঃ পুনঃ কোন কর্ম্মকরাকে আমি "অভ্যাস" বলিয়া জানি।

বক্তা—তাহাই ত "অভ্যাস" শব্দের অর্থ। দুই মাস আগে যাহা করিতে পারিতে না, এখন যে, তাহা করিতে পারিতেছ, তাহার কারণ কি, তাহা ত জান। যে কাজ রোজ রোজ করা যায়, সেই কাজ ক্রমশঃ অনায়াসেও ভাল করে করিবার শক্তি হয়, ইহা বুঝিতে পার, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—তা পারি, কোন কাজ, বাদ না দিয়া, রোজ রোজ করিলে, উহা ক্রমশঃ অনায়াসেও ভাল করে করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কোন কাজ বাদ না দিয়া, রোজ রোজ করিলে কেন উহা ক্রমশঃ অনায়াসেও ভাল করে করিবার শক্তি হয়, তাহাত বুঝিতে পারিনা।

বক্তা—চেষ্টা করিলে, এইবার তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রযত্নের শিথিলতা (দুইদিন করিলে, দুই দিন পরে আর করিলে না, আলস্যাদি দোষবশতঃ করিবার চেষ্টা হইল না, ইহার নাম প্রযত্নের শিথিলতা) না হয়, এমন ভাবে, আদরের সহিত দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে, উহা দৃঢ় ভুমি হয়। চিত্ত বৃত্তি সমূহকে

নিরোধ করিবার উপায় কি, তাহা বলিতে যাইয়া যোগসূত্র প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও বলিয়াছেন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ হয় ("অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।"—পাং দং ১।১২ সূত্র)। এক কার্য্য পুনঃ পুনঃ করাকেই অভ্যাস বলে (পৌনঃপুন্যেন করণমভ্যাস ইতি কথ্যতে।"—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—নির্ব্বাণ প্রকরণ উত্তরার্ধ)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অভ্যাসের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথা উক্ত হইয়াছে। অভ্যাসের মহিমা অদ্ভুত, অভ্যাস দ্বারা না হইতে পারে, এমন কার্য্য নাই। অভ্যাসের বলে দুঃসাধ্য কার্য্যও সাধিত হয়, অভ্যাসের বলে, শত্রু, মিত্র হয়, বিষ অমৃত হইয়া থাকে। অহিফেন (আফিং) বিষ, যাঁহার আফিং খাওয়ার অভ্যাস নাই, বিষমাত্রায় আফিং খাইলে, তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু যাঁহার আফিং খাওয়ার অভ্যাস আছে, বিষমাত্রায় আফিং খাইলেও, তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় না। অল্পমাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কিছুদিনের অভ্যাসের পর অধিক মাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিলেও, উহাকে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিবার শক্তি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইলে, মানুষ মরিয়া যায়, কিন্তু যাঁহারা যথাবিধি প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন, দীর্ঘকাল কুম্ভক করিলেও, তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হয় না। অভ্যাসের গুণে দুর্ব্বল সবল হয়, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, অভ্যাসের গুণে মানুষ ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উপরি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয়, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া থাকে। অভ্যাসের গুণে মানুষ সচ্চরিত্র হয়, ধার্ম্মিক হয়, অভ্যাসের দোষে অসচ্চরিত্র ও অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের অভ্যাস মানুষকে সাধু করে, অসৎ সঙ্গের অভ্যাস বশতঃ মানুষ অসৎ হইয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ কাহার ভগবানে সর্ব্বোপরি অনুরাগ হয়, অভ্যাসবশতঃ কাহার সংসারই ভাল লাগে। গাঢ় সঙ্গের অভ্যাসে (সর্ব্বদা কাছে থাকিলে) অনাত্মীয়ও আত্মীয় হয়, আবার সর্ব্বদা দূরে থাকিলে, পুত্রাদি আত্মীয় জনের প্রতিও ভালবাসার হ্রাস হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—অভ্যাসের মহিমা যে অদ্ভুত, আপনার কথা শুনিয়া, এখন তাহা বোধ হইতেছে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ কোন কার্য করিলে, ভাল মন্দ ফললাভের কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা, তাহা বুঝিবার ইচ্ছা হইতেছে। যে অভ্যাসের মহিমা অদ্ভুত, সেই অভ্যাস কোন্ সামগ্রী? যাহার যাহা নাই, অভ্যাস দ্বারা কিরূপে তাহার তাহা হইয়া থাকে? অভ্যাস দ্বারা স্বভাবতঃ চঞ্চল মনকে যে, স্থির করিতে পারা যায়, তাহার কারণ কি?

বক্তা—'অভ্যাস' কোন সামগ্রী, আমি তোমাকে তাহা এইবার বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, অভ্যাসের স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, 'যাহার যে শক্তি বস্তুতঃ নাই, অভ্যাস দ্বারা তাহার সেই শক্তির আবির্ভাব হয় না, হইতে পারে না', অভ্যাস দ্বারা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান শক্তির আবির্ভাব পথের প্রতিবন্ধক কারণ অপসারিত হয় মাত্র।

—— ক্রমশঃ।

শ্রীরামঃ শরণং মম।

রমাবোধ

ভক্তিযোগ।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

ভক্তি জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু—"ভগবানে যথার্থ ভক্তি হইলে, সব হয়, সকল প্রকার সিদ্ধি আপনা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে, যে ভাগ্যবানের শ্রীভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়, সে কৃতার্থ হয়, যাহা প্রাপ্তব্য, সে তাহা পাইয়া থাকে, তাহার আর কোন অভাব থাকেনা, তাহার আর কিছু পাইবার ইচ্ছা হয় না, আর কোন লাভকে সে লাভ বলিয়া মনে করেনা," শ্রীমুখ হইতে এই সকল কথা বার বার শুনিয়াছি, শুনিতেছি। দাদা! কি করিলে, ভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়? কি করিলে, আমি তাঁহার নিত্য দাসী হইতে পারিব? তাঁহার শরণাগত হইতে সমর্থ হইব, এইরূপ প্রার্থনা করিলে, আপনি বলিয়াছিলেন, "কিরূপে ভগবানে যথার্থ ভক্তি হয়, আমি তোমাকে পরে তাহা বলিব।" দাদা এইবার তাহা বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না। ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। "ভক্তি কাহাকে বলে," কিরূপে ভক্তির উদয় হয়, তাহা জানিতে অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা না হইলে কিছু জানা যায় না।

বক্তা—বহু জন্মের সুকৃতি বশতঃ মানুষের ভগবানে ভক্তি হয়, যে ব্যক্তির যৎপদার্থের যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহার তৎপদার্থ অচিরে সুগম হইয়া থাকে, সে বিনা বিলম্বে তাহা পাইয়া থাকে। যাবৎ কাহার কোন পদার্থকে ঠিক জানিবার ইচ্ছা না হয়, তাবৎ তৎপদার্থ তাহার হয় না, তাবৎ সে তৎপদার্থকে প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তথাপি তাঁহাকে জানা যায় না,

সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভগবান্‌কে জানা যায় না বা পাওয়া যায়না কেন? ভগবান্‌কে জানিবার বা পাইবার যথার্থ ইচ্ছার অভাবই তাহার কারণ। তোমার যদি ঠিক ভক্তি জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তুমি বিনা বিলম্বে ভক্তিলাভ করিবে, তোমার মন অচিরে ভক্তি দ্বারা দ্রবীভূত হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে।

ভক্তিযোগের প্রশংসা।

নারায়ণ তীর্থ বিরচিত ভক্তিচন্দ্রিকা নাম্নী শাণ্ডিল্যসূত্রব্যাখ্যা পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ঋগ্বেদে দ্বাদশবিধ ফলভক্তির এবং নববিধ সাধন ভক্তির কর্ত্তব্যতা প্রশংসিত হইয়াছে। আমি যথাস্থানে তোমাকে ইহা জানাইব। *

ঋগ্বেদে ভক্তি প্রশংসা।

জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্কর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, 'পরতত্ত্ব', ভক্তিগম্য, যাঁহার চিত্ত বাহ্য বিষয় বিমুখ হইয়া, অন্তর্মুখ হইয়াছে, তিনি ভক্তি দ্বারাই, পরতত্ত্বকে জানিয়া থাকেন। যিনি বিষয়ের ধ্যান করেন, তাঁহার মন বিষয়েই রমণ করে, আর যিনি নিরন্তর আমার (ভগবান্ শঙ্করের উক্তি) ধ্যানে নিরত, তাঁহার মন আমাতেই লীন হইয়া থাকে, সর্ব্বদা আমার অনুস্মরণ হইতেই সর্ব্বজ্ঞত্ব, পরেশত্ব, সর্ব্ব সম্পূর্ণশক্তিতা ও অনন্তশক্তিমত্তা হইয়া থাকে ("ভক্তিগম্যং পরতত্ত্বমন্তর্লীনেন চেতসা। ভাবনামাত্র মেবাত্র করণং পদ্মসম্ভব। * * * বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে॥ সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ॥"—যোগশিখোপনিষৎ)।

যোগশিখোপনিষদে ভক্তির প্রশংসা

ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কি অধিকারী, কি অনধিকারী, ভক্তিযোগ সকলেরই প্রশংসনীয়, সকলেরই হিতকর। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব, ভক্তিযোগ হইতে মুক্তি হয়, ভক্তিযোগ সাধনে কোন বিঘ্ন হয় না; ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তিযোগনিষ্ঠকে সর্ব্বপ্রকার মোক্ষবিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সকল অভীষ্ট প্রদান করেন, মোক্ষ দেন। ভক্তি

ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে ভক্তিযোগের প্রশংসা।

---

* "ভক্তিঃপ্রমেয়া শ্রুতিভ্যঃ।"—শাণ্ডিল্যসূত্র ১।২।৯ এই সূত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। স্বপ্নেশ্বর বা ভবদেব ভট্ট বিরচিত ভাষ্য সহিত মুদ্রিত শাণ্ডিল্য সূত্র নামক গ্রন্থে এই সূত্রটীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। না হইলেও, ঋগ্বেদে যে ভক্তির বহু প্রশংসা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদে ভক্তির কথা নাই, এইরূপ [illegible] যে, অমূলক, পরে তাহা প্রতিপাদন করা হইবে।

বিনা কখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়না, ভক্তি দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি সিদ্ধ হয়, ভক্তির কিছুই অসাধ্য নাই। অতএব সকল উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিকে আশ্রয় কর, ভক্তি নিষ্ঠ হও, ভক্তি নিষ্ঠ হও। *

শুকদেব বলিয়াছেন, যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা (নিষ্কাম) ভক্তি হয়, তাঁহার দেহে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সর্ব্বগুণের সহিত সকল দেবতা নিত্য অবস্থান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানে ভক্তিবিহীন, যে ব্যক্তি তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত, অসৎ মনোরথে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, যে নিয়ত বাহ্য বিষয়ের প্রতি ধাবমান, তাহার শরীরে কোথা হইতে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি মহতের গুণ সমূহ অবস্থিতি করিবে? মৎস্যদিগের ঈপ্সিত জল যেমন প্রাণ, জীবন হেতু, সেইরূপ ভগবান্ হরি প্রাণিমাত্রের সাক্ষাৎ আত্মা—জীবন হেতু। এই হরিকে ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণস্বরূপ এই হরিপদ-বিমুখ হইয়া, যিনি বিষয়াসক্ত হ'ন, তবে অন্যান্য বিষয়ে মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যে মহত্ত্ব প্রচলিত আছে, তিনি কেবল সেই মহত্ত্বই ধারণ করেন, ধর্ম্ম জ্ঞানাদি প্রযুক্ত যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুই থাকেনা। স্ত্রীপুরুষদিগের মধ্যে যেমন বয়সের আধিক্যানুসারে মহত্ত্ব বিবেচিত হয়, ভগবদ্বিমুখ, সংসারাসক্তদিগের মহত্ত্ব তদ্রূপ, তাহা হইতে অন্যরূপ নহে। ভগবানে ভক্তিই ভক্তকে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সদগুণ সমূহ প্রদান করে। †

ভক্তের দেহে সকল দেবতা সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, যথার্থ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের দেহে অখিল দেবতা নিত্য নিবাস করেন ("যাবতী বৈ দেবাস্তাঃ সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি।"তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। অতএব বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের দেহে যে দেবগণ অবস্থান করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে, অসম্ভব নহে।

---

* "তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বানভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। * * * তস্মাত্ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব, ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি। ভক্ত্যাসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি॥"—ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ

† "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনা সতি ধাবতো বহিঃ॥১২॥
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণামাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্॥১৩॥—
শ্রীমদ্ভাগবত. ৫ম স্কন্ধ

একদা ভারতবর্ষে ঋষিগণ মহাত্মা নিমির যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কবি, হবি, প্রভৃতি আত্মবিদ্যাবিচক্ষণ মুনিগণ (যাঁহারা আত্মনির্ব্বিশেষে সদসৎ স্বরূপ বিশ্বকে ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন, যাঁহাদিগের গতি অনিবার্য্য ছিল) যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হ'ন। সেই সূর্য্যসন্নিভ মহাভাগবত মুনিদিগকে অবলোকন করিয়া, যজমান, অগ্নি ও ব্রাহ্মণ সকলেই, উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা ইহাঁদিগকে যথোচিত পূজা করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান্ মধুসূদনের পার্ষদ; বিষ্ণুভক্ত পুরুষগণ লোকদিগকে পবিত্র করিয়া, সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন, এই মানব দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও, প্রাণিদিগের দুর্লভ, এই দেহেও আবার নারায়ণপ্রিয় মহাপুরুষগণের লাভ সুকঠিন। অতএব হে নিষ্পাপ মহাত্মাগণ! আপনাদিগকে আত্যন্তিক কুশল জিজ্ঞাসা করি, মহাভাগ্য নিবন্ধন যখন আপনাদের অতি দুর্লভ দর্শন সুলভ হইয়াছে, তখন এই শুভ অবসর যেন বৃথা না যায়। এই সংসার মধ্যে অর্দ্ধক্ষণের জন্য হইলেও, সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের পক্ষে নিধিস্বরূপ। হরি যে ধর্ম্ম দ্বারা প্রীত হইয়া, শরণাগত ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন, সেই ভাগবৎ ধর্ম্ম, যদি আমাদের শ্রবণ যোগ্য হয়, যদি আমরা তাহা শ্রবণ করিবার অধিকারী হই, তাহা হইলে, আপনারা তাহা কীর্ত্তন করুন। নিমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মহত্তম মুনিগণও প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রীতি সহকারে সদস্য, ঋত্বিক ও রাজাকে বলিতে লাগিলেন।

ভক্তিই ভগবান্‌কে পাইবার, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠ ও সুগম উপায়। ভক্তের পতন ভয় নাই, চোক্ বুজিয়া ধাবমান হইলেও, ভক্ত স্খলিত পদ হ'ন না, পতিত হ'ন না। অবিদ্বান্‌ও ভক্তির প্রসাদে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়েন।

এই সংসারে অচ্যুতের (নারায়ণের) চরণকমল সেবনই সর্ব্বপ্রকার অকুতোভয়, অসৎ (অনিত্য) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ নিরন্তর উদ্বিগ্নচিত্ত জনগণের উহা দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে ভয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ভগবান্ অজ্ঞ-পুরুষদিগেরও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অতি সহজে যে সমস্ত উপায় নিজ মুখে বলিয়াছেন, সেই সকলকে "ভাগবত ধর্ম্ম" বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! এই 'ভাগবত ধর্ম্ম' সকলকে অবলম্বন করিলে, কোন প্রকার বিঘ্ন হয় না, এই সমস্ত ধর্ম্মে, নেত্র মুদিত করিয়া ধাবমান হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না; শরীর, বাক্য, মন ইন্দ্রিয় সমূহ বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতির বশগ হইয়া, জীব যে

সকল কর্ম্ম করে, সেই সমুদায় পরমেশ্বর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। তাঁহার মায়া বলেই স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, এই জন্যই "দেহই আত্মা" এই প্রকার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অতএব বুধগণ গুরুকে ঈশ্বর ও আত্ম-স্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভজনা করিবে। *

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব স্বপ্রণীত পাতঞ্জল যোগ দর্শনে ইহাকেই "ঈশ্বর প্রণিধান" বলিয়াছেন। ত্রিপাদ্বিভূতি-মহানারায়ণ উপনিষদেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে। যে ভক্ত ভগবানে আত্মভার সমর্পণ করেন, যে ভক্ত আমি তোমার বলিয়া, ভগবানের শরণাগত হ'ন, তাঁহার সকল ভার ভগবান্ স্বয়ং বহন করেন, তাঁহার যাহা আবশ্যক ভগবানই তাঁহাকে তাহা প্রদান করেন।

রমা! তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, জ্যোতির্জ্যোতি, রামেষ্ট, রামভক্তি বিধায়ক, কল্পস্থায়ী, চিরঞ্জীবী শিবাবতার, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, ভক্ত তাপ নিবারক পবননন্দন ভগবান্ হনুমান্ এখনও এই মর্ত্ত্যধামে বাস করিতেছেন।

জিজ্ঞাসু—হাঁ দাদা, আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, আর শুনিয়াছি যেখানে যথার্থ ভক্তি সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের নাম সংকীর্ত্তন হয়, রামায়ণ পাঠ হয়, সেইখানে তিনি আগমন করেন।

বক্তা—রামায়ণে এই কথা আছে, ইহা মিথ্যা কথা নহে। ভাগবতে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ আদি পুরুষ, লক্ষ্মণাগ্রজ সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সন্নিকটে বসিয়া আবিষ্টচিত্ত হইয়া পরমভাগবত হনুমান্ অবিচলিত ভক্তিযোগ প্রকাশ পুরঃসর কিংপুরুষবর্ষবাসীদিগের সহিত তাঁহার উপাসনা করেন। গন্ধর্ব্বগণ. শ্রীরামচন্দ্রের যে পরম কল্যাণকর চরিত্র গান করেন, হনুমান্ তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং গান করিয়া থাকেন। হনুমান্ গন্ধর্ব্বগণের সহিত যে, স্তুতিগান করেন, তাহা এই—"সেই ভগবান্ উত্তম শ্লোককে নমস্কার করি, যাবতীয় শ্রেষ্ঠতর চিহ্ন, শীল ও ব্রত তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। তাঁহার চিত্ত সদাই সংযত, সকল লোকের বিষয় তাঁহার জ্ঞাত আছে। যিনি নিকষপ্রস্তর—(কষ্টী পাথর—যাহা দিয়া সোণার পরীক্ষা হয়) বৎ সাধুত্ব প্রসিদ্ধির নির্দ্ধারণ স্থান, তিনি ব্রহ্মণ্যদেব, মহাপুরুষ, তিনি মহারাজ, তাঁহাকে নমস্কার করি, আমরা সেই পরমাত্ম স্বরূপ

---

* "যো বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়হ্যাত্মলব্ধয়ে। অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ যানাস্থায় নরো রাজন্নপ্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্নপতেদিহ॥ কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত-স্বভাবাৎ। করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩২—৩৪

শ্রীরামচন্দ্রের চরণে শরণ লই। বেদান্ত বাক্যে যাহা 'এক' বলিয়া প্রসিদ্ধ ('একমেবাদ্বিতীয়ম্') তিনি সেই পদার্থ। বিশুদ্ধ অনুভব তাঁহার স্বরূপ। * * * কি মহৎকুলে জন্ম, কি সৌন্দর্য্য, কি বাক্‌পটুতা, কি বুদ্ধিমত্তা, কিংবা জাতি, ভক্তিহীন হইলে, কিছুই তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না। দেখ আমরা বনচর বানর, আমাদের উহাদের (মহৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য ইত্যাদির) কোনটাই নাই। তথাপি সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কেবল ভক্তির বশীভূত হইয়াই, আমাদিগের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। অতএব সুর, অসুর অথবা নর কিংবা বানর, যে কোন ব্যক্তি হোক্ সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে এমন ভক্তবৎসল, প্রেমময়, এমন শরণাগত পালক শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা কর্ত্তব্য। অত্যল্প ভজনা করিলেও, ভাবগ্রাহী সুকৃতিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যথেষ্ট মনে করেন, আহা! ভক্তের অত্যল্প দুঃখও, প্রেমে বিগলিত হৃদয় শ্রীরামচন্দ্র কদাচ সহিতে পারেন না। তাঁহার উপাসনার মহিমা কি বলিব? তাহা বর্ণনীয় নহে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। তিনি অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রজাকেই স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। * বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে, এবং রামপূর্ব্বতাপিনী উপনিষদে এবং দেবীভাগবতে, ভগবানের সকল অযোধ্যাবাসিগণকে (পশু-পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণীদিগকেও) ব্রহ্মলোকের উপরি বর্ত্তমান সন্তানক নামক ক্রমমুক্তি স্থানে লইয়া যাইবার কথা আছে। †

---

* "কিংপুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং শ্রীরামং তচ্চরণ সন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনুমান্ সহ কিংপুরুষৈরবিরতভক্তিরুপাস্তে। আর্ষ্টিসেনেন সহ গন্ধর্ব্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্ত্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ঞ্চেদং গায়তি।

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম আর্য্য লক্ষণ শীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মনে উপাসিত লোকায় নমঃ সাধুবাদ নিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় মহাপুরুষায় মহারাজায় নম ইতি।

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতি স্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥
সুরোঽসুরো বাপ্যথবা নরোঽনরঃ সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমং।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ দিবমিতি॥"—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫।১৯

† "অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহ মুবাচ হ। এষাং লোকং জনৌঘানং দাতুমর্হসি সুব্রত॥ ইমে হি সর্ব্বে স্নেহান্মামনুযাতা যশস্বিনঃ। ভক্তা হি ভজিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানশ্চ মৎকৃতে॥ তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা লোকগুরুঃ প্রভুঃ। লোকান্ সন্তানকান্নাম যাস্যন্তীমে সমাগতাঃ॥ যচ্চ তির্য্যগ্‌গতং কিঞ্চিন্মামেবমনুচিন্তয়ৎ প্রাণাং স্ত্যক্ষতি ভক্ত্যা তৎ সন্তানেষু নিবৎস্যতি॥ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুক্তে ব্রহ্মলোকাদনন্তরে। বানরাশ্চ স্বিকাং যোনিমৃক্ষাশ্চৈব তথা যযুঃ॥

—বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড। ১১১সর্গ।

দেবী ভাগবতে ও, শ্রীহনুমান্ কিংপুরুষবর্ষে অধিষ্ঠিত সত্যপ্রতিজ্ঞ কঠোর ব্রতধারী, কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে যেরূপে স্তব করেন, তদীয় গুণগান করেন, যেরূপ ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নারায়ণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই অত্যাশ্চর্য্য শ্রীরাম কথা শ্রবণ করিবেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া, রামসালোক্য রূপ মুক্তি লাভে সমর্থ হইবেন।

বিষ্ণুভাগবতে যেমন কিংপুরুষবর্ষে রাম মূর্ত্তিতে বিরাজমান আদি পুরুষ শ্রীহনুমান কর্ত্তৃক ভগবানের স্তবের বর্ণন আছে, দেবী ভাগবতেও অবিকল সেইরূপ আছে।

হে ভগবন্! আপনি পুণ্যশ্লোক—আপনার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে, আপনার সর্ব্বকলুষনাশন নামের স্মরণ ক'রলে, সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার পুণ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, আপনাকে নমস্কার। আপনার চরিত্র, ব্রত ও লক্ষণ অসামান্য, আপনার চিত্ত অতি সংযত, আপনি লৌকিক ব্যবহারের অনুসরণ করেন বলিয়াই, সাধুবাদের সীমাস্থান, আপনার চরিত্র সাধুদিগের আদর্শ চরিত্র। হে মহাভাগ! হে ব্রহ্মণ্যদেব! আপনাকে নমস্কার। হে নাথ! আপনার মনুষ্য দেহ স্বীকার কেবল রাবণাদি রাক্ষস বধের জন্য নহে। স্ত্রী-সঙ্গ জনিত দুঃখ যে, কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, মানবকে ইহাও শিখাইবার জন্য, নচেৎ আত্মারাম পরমেশ্বরেরও সীতা বিরহ জন্য দুঃখজাত ঘটিল কেন? রামরূপী ভগবান্ বাসুদেব ত্রিভুবনের কোন বিষয়েই আসক্ত হইতে পারেন না। কারণ শ্রীরামচন্দ্র আত্মজ্ঞানীদিগের আত্মা ও সুহৃদ্বর, অতএব স্ত্রী-বিরহ জনিত দুঃখ কিরূপে তাঁহাকে (সেই দ্বন্দ্বাতীত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়কে) স্পর্শ করিবে? ভগবানের সকল ব্যবহারই লোক শিক্ষার নিমিত্ত। সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, বাকপটুতা ও আকৃতি, এ সকল আপনার (শ্রীরামচন্দ্রের) কোনরূপ সন্তোষের হেতু নহে। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আপনাকে সন্তুষ্ট করা যায়। আমাদের সৎকুলে জন্ম প্রভৃতি কোন গুণ না থাকিলেও, প্রভু যে, আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, স্নেহসূত্রে আমাদিগকে বাঁধিয়াছিলেন, একমাত্র ভক্তিই তাহার মূল। আহা! যিনি লীলা সম্বরণ কালে উত্তরকোশল (অযোধ্যা) বাসী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই করুণাসাগর, ভক্তপালক, শরণাগত বৎসল ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দেব, দানব, নর, বানর যে কেহ হও সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তিভাবে ভজনা কর, কিংপুরুষবর্ষে ভগবান্ রুদ্রাবতার সর্ব্বদা শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ স্তব করেন, অবিরাম প্রাণাভিরামের এই প্রকারে গুণগান করেন। * ক্রমশঃ

---

* "কিংপুরুষেবর্ষেঽস্মিন্ ভগবন্তং দাশরথিং চ সর্ব্বেশং।
সীতারামং দেবং শ্রীহনুমানাদিপুরুষং স্তৌতি॥"
হনুমানুবাচ।—"ওঁ নমো ভগবতে উত্তম শ্লোকায় নম ইতি।
আর্য্যলক্ষণশীলব্রতায় নম উপশিক্ষিতাত্মনে উপাসিতলোকায় নমঃ॥
সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় মহাপুরুষায় মহাভাগায় নম ইতি।"
"যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবাত্মমেকং স্বাতন্ত্রসাধ্বস্তগুণব্যবস্থম॥

রাসলীলা।

মহর্ষি বেদব্যাসের মতে দ্বাপরের শেষ ভাগে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গর্ব্বিত দৈত্যগণে সমাচ্ছন্ন ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণীর ভার হরণের উদ্দেশে ইচ্ছাময় দেহধারণ করিয়া বা মায়ামনুষ্যাকারে যদুকুলে বসুদেবের ও দেবকীর পুত্ররূপে আকার ধারণ করেন ও সেই বিগ্রহের বা শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যুৎপাদনার্থে শ্রীরাধারও আবির্ভাব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার প্রকৃত আকার নির্দ্ধারণ বহুচিন্তার ও আলোচনার বিষয়। সে সম্বন্ধে নানা মত আছে। উহাতে ভূত ভৌতিক পদার্থের সম্পর্ক নাই, উহা চৈতন্য আখ্যা-সংযুক্ত কার্য্যনিষ্পাদনোপযোগী হস্ত-পদাদি অবয়ব বিশিষ্ট দেহ। এক্ষণে আমাদের বিষয়ীভূত রাসলীলা কি? ইহাই বিবেচ্য। ইহা কি শারদীয় পূর্ণিমার নিশায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত যুক্ত হইয়া ও গোপিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যে প্রকারে, যে ভাবে, নীশাগর্ভ বিহার করিয়াছিলেন তাহাই? অথবা রাসলীলা একটি স্বতন্ত্র গুঢ় ব্যাপার? শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি চিন্তাশীল মনীষিগণ এই রাসলীলা নানা ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানের ঘন তিমিরে আবৃত থাকিয়া আজ হৃদয়ের অন্তস্তলে এই রাসলীলা সম্বন্ধে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে, মনের আবেগে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ও প্রকাশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতের অতীত এক যুগে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চা সমভাবে অতি প্রবল হইয়াছিল, যোগবলে দশেন্দ্রিয়কে একমুখী করিয়াই হউক আর যন্ত্রের সাহায্যেই হউক, ভারতের মনীষিগণ তাঁহাদের অর্জ্জিত সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জগদীশ্বরের সৃষ্টি রহস্য স্বয়ং ও জনসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য সংযুক্ত

প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে।
মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহমর্ত্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ॥
কুতোঽন্যথাস্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতাকৃতানিব্যসনানীশ্বরস্য।
ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ॥"
"ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতি স্তোষ হেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥
সুরোঽসুরো বাপ্যথবানরো নরঃ সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্॥"

নারায়ণ উবাচ।—"এবং কিং পুরুষে বর্ষে সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতম্।
রামং রাজীবপত্রাক্ষং হনুমান্ বানরোত্তমঃ।
স্তৌতি গায়তি ভক্ত্যা চ সংপূজয়তি সর্ব্বশঃ
য এতচ্ছৃণুয়াচ্চিত্রং রামচন্দ্র কথানকম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি রাম সলোকতাম্॥"

——দেবীভাগত. অষ্টম স্কন্ধ।

করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সাহায্যে বিশ্বনিয়ন্তার জীবের প্রতি যে অসীম ভালবাসা তাহাও বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই অপরিমেয় ভক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অদ্ভুত উপায়ে একত্র করিয়া—মধুমকরধ্বজ মিশাইয়া সংসার ক্লেশদগ্ধ জীবকে নীরোগ করিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন মার্গাবলম্বী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সেই একই প্রকারের চেষ্টা বা উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা য়ুরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গণের চেষ্টা বা উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত মহাসমরে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ঐ মহাসমরে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁহাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা কি প্রকারে নিয়োগ করিলে বিপক্ষ যোদ্ধৃগণ অনায়াসে নিমিষের মধ্যে বিনাশ হইতে পারে তাহাই তাঁহাদের একান্ত চেষ্টা ছিল, ভারতের যুগযুগান্তরের মহর্ষিগণ তাঁহাদের যোগলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বস্রষ্টাকে ও সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার জন্য প্রাণান্ত শ্রম ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ভগবান যে পরম কারুণিক পরম-প্রেমিক, তিনি যে তাঁহার সৃষ্টির সহিত প্রেমসূত্রে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ তাহাই ব্যাসদেবের ও তাঁহার ন্যায় মহর্ষিগণের সাধারণের বোধগম্য করা উদ্দেশ্য। সেই সেই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবৎ মহাগ্রন্থের সৃষ্টি। রাসলীলা সেই মহাগ্রন্থের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবৎকার শ্রীকৃষ্ণেই যে নিয়ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূত ভাবে বর্ত্তমান তাহা সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মাধব শ্রীকৃষ্ণের অপর একটি নাম। সেই মাধব, রাধার সহিত নিত্য সংযুক্ত। একজন বৈজ্ঞানিক ভক্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের কোন একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" অর্থাৎ এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই রাধামাধব। শ্রীমৎকিশোর প্রসাদ তাঁহার কৃত বিশুদ্ধ রসদীপিকা নামক ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন "ভগবতঃ নিজভাগ্যাশেবধি পরমাবধি রূপয়া শ্রীরাধয়া নিত্যযুক্ত" অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নিত্যই যুক্ত আছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন যে বস্তু ও চৈতন্য নিত্যযুক্ত। * অর্থাৎ চৈতন্য, বস্তু ব্যতীত থাকিতে বা কার্য্য করিতে পারে না, বস্তুও চৈতন্য ব্যতীত থাকিতে বা কার্য্য করিতে পারে না।

ব্যাসদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, এই লীলাভূমি কি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান বৃন্দাবন সহর? শ্রীমদ্ভাগবত বিখ্যাত টীকাকার শ্রীমৎবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় তাঁহার কৃত সারার্থ দর্শিনীতে বৃন্দাবন ভূমির ভগবানের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন "ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবন ভূমি"। আবার স্কন্দপুরাণে "বৃন্দাবনং ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিতং" বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবন ভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান বৃন্দাবন সহর নহে। শ্রীবৃন্দাবন ভূমি ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিত এই দৃশ্যমান

---

* Matter can not exist and be operative without spirit nor spirit without matter—Goethe.

ব্রহ্মাণ্ড ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাই শ্রীভগবানের জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা।

এক্ষণে বিবেচ্য এই, যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কি কেবল মাত্র শারদীয় পূর্ণিমার রাত্রিতে হইয়াছিল? টীকাকার শ্রীযুক্ত শুকদেব স্বকৃত সিদ্ধান্ত-প্রদীপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ "শশাঙ্কস্যাং শুভিঃ কিরনৈর্ব্বিরাজিতাঃ সর্ব্বা নিশাঃ সিষেবে"। সুতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকর্ম্ম। যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, যখন শ্রীরাধা তাঁহারই শক্তিসার ও অর্দ্ধাঙ্গী, যখন শ্রীবৃন্দাবন ভূমি সর্ব্বব্যাপী আর যখন চন্দ্রদেব পৃথিবীকে নিত্য বেষ্টন করিতেছেন তখন দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণই শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা হইতেছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে এই রাসমণ্ডলীতে গোপিগণ প্রতিনিয়তঃ ঘুরিতেছে আর সেই গোপীমণ্ডলী মধ্যে সেই রাধারমণ প্রেমময় কৃপাময় শ্রীহরি সর্ব্বক্ষণে বিরাজ করিতেছেন—"গোপী-মণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ"।

পুনরায় বিবেচ্য এই, এই গোপমণ্ডলীর সংখ্যা কত? এইই সংখ্যা-নির্ণয় দুরূহ। তবে আমাদের মনে হয়,রাসমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোপিগণে নিত্য পরি-বেষ্টিত। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সারার্থ দর্শিনীতে লিখিয়াছেন যে ভক্তিশাস্ত্রানুসারে "প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে, তাসাংমধ্যে ষোড়শ সহস্রানি গোপ্যা মুখ্যতরা স্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ, অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে অতি মুখ্যতমে, তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতম"। অর্থাৎ শতকোটি প্রমদা-গণে শ্রীকৃষ্ণ বেষ্টিত, এই শতকোটি প্রমদাগণের মধ্যে ভক্তির তারতম্য অনুসারে ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আটটি গোপী আরও শ্রেষ্ঠ, এই আটটির মধ্যে দুইটি অধিক শ্রেষ্ঠ, এবং এই দুইটির মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন বা সদাযুক্ত এবং কোটি কোটি প্রমদাগণ তাঁহাকে রাসমণ্ডলীতে চক্রবৎ নিত্য বেষ্টন করিতেছেন আর বেষ্টনকালে "দেহিদাস্যম—দেহিদাস্যম" এই বাক্য অবিরত উচ্চারণ করিতেছেন। বিশুদ্ধ রস-দীপিকার টীকাকার "গোপীনাম্" শব্দের "গোপজাতি স্ত্রীণাং তৎপত্নীণাং গোপজাতি পুরুষাণাং তথা সর্ব্বেষাং গোমৃগাদি দেহীণাং পরিকরাণাং দেহভাক্‌সন" এই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য মহাশয় ও অপরাপর টীকাকারও ঐ মর্ম্মে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল টীকাকার গণের ব্যাখ্যার স্থূলার্থ বিবেচনা করিলে আমাদের মনে হয় দেহী মাত্রেই এই রাসমণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিতেছে। এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে দেহীর যে তারতম্য আছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কর্ম্মানুসারে ও নারায়ণে দেহীর ভক্তির পরিমাণানুসারে, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিতেছে, কেহ বা দূরে থাকিয়া রাসচক্রে ঘুরিতেছে।—"নিত্যবিহারং কুরুতে প্রভু"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী,
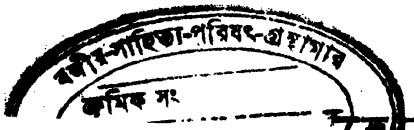
সর্ব্বব্যাপী—এইরূপ ভাবনার অভ্যাসে দেহই আমি এই সর্ব্বদুঃখপ্রদ সঙ্কল্পের ক্ষয় হয়। আত্মত্ব স্থাপন দ্বারা অচেতন আকাশ ও চেতন আত্মা উভয়কে বিজ্ঞানঘন আনন্দ রূপ ব্রহ্ম যেমন ভাবে বলা হয় সেইরূপে আনন্দ প্রতিপাদক দ্বারাও ইহার সংঘটন হয়।

শ্রুতি—সাকার ভগবানই কথা কহেন অনুগ্রহ, নিগ্রহ, করেন, ক্ষমা করেন, ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়া উপদেশ দেন—নিরাকার কিরূপে জীবের উপকার করিবেন? যাঁহার কোন ইচ্ছা নাই তাঁহার জীবের উপকারের ইচ্ছা হইবে কেন?

মুমুক্ষু—মা যিনি আপনি—আপনি নিগুর্ণ তাঁহার ইচ্ছা নাই। কিন্তু ব্রহ্ম আপনি—আপনিভাবে সর্ব্বদা থাকিয়াও যখন মায়া উপাধি গ্রহণ করিয়া সোপাধিব ব্রহ্ম হয়েন তখন তিনি অমূর্ত্ত হইয়াও মূর্ত্ত, নিগুর্ণ হইয়াও সগুণ, ইচ্ছাশূন্য হইয়াও ইচ্ছাময়। শ্রুতি ইঁহারই সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব দেখাইয়াছেন **"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি"** হইতে আরম্ভ করিয়া **"দ্যাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠত"** এই মন্ত্রে। সর্ব্বজ্ঞত্ব দেখাইতেছেন **"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রোতৃ।"** সত্য সঙ্কল্পাদি গুণও দেখাইতেছেন **"সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যধৃতিঃযঃ"** ইত্যাদি বিশেষণে। ভগবতী-গার্গী যখন ভগবান যাজ্ঞবল্ক্যকে জনক সভাতে প্রশ্ন করেন আকাশের ঊর্দ্ধে পৃথিবীরও অধে এবং দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত পদার্থ আছে, ছিল, বা থাকিবে তাহাদিগকে ওতপ্রোত ভাবে কে বেষ্টন করিয়া আছে? উত্তরে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেন "আকাশ"। আবার আকাশকে কে বেষ্টন করিয়া আছেন উত্তরে বলেন অক্ষর পরমাত্মা।

উবটাচার্য্য ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন

এবং তর্হি এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি যস্মিন্নাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি সামান্য-স্যাকাশশব্দেনৈবৈতদ্রূপং ব্রহ্মাভিহিতং স্যাদিত্যয়মেব ব্রহ্মবিৎ সিদ্ধান্তঃ।

অক্ষর ব্রহ্মে আকাশ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত—আকাশ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে ব্রহ্মবিৎগণের ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি—"সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে" ইহাতে কি বুঝিয়াছ?

মুমুক্ষু—সত্যের উপাসনার সাধক সত্যধর্ম্মা হইয়া যান—সেই সত্যধর্ম্ম পরায়ণ আমাকে সেই আদিত্য পুরুষকে দেখাইতে হইবে ইহাই সূর্য্যের নিকট

প্রার্থনা। কেহ বলেন সত্যধর্ম্মা হইতেছেন উপাস্য দেবতা তাঁহাকে পাইবার জন্য যে দৃষ্টি যে দর্শন – তাহাকে দাও।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যঃ অসৌ পুরুষঃ স অসৌ অহম্ অস্মি ॥১৬॥

[হে] পূষন্! একর্ষে! যম! সূর্য্য! প্রাজাপত্য! রশ্মীন্ ব্যূহ; তেজঃ সমূহ। তে যৎ কল্যাণতমং রূপং তে তৎ পশ্যামি। যঃ অসৌ পুরুষঃ স অসৌ অহম্ অস্মি]

সরলার্থঃ—হে **পূষন্** জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ তৎসম্বোধনং হে জগতঃ পোষকঃ রবে—হে **একর্ষে**—এক এব ঋষতি গচ্ছতি ইতি একর্ষিঃ তৎসম্বোধনং হে একাকী গমনশীল! হে **যম**! যময়তি সর্ব্বমিতি যমঃ **যোঽন্তরো যময়তীতি** শ্রুতেঃ নিয়ামক। হে **সূর্য্য**! রশ্মীনাং প্রাণানাং রসনাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ তৎসম্বোধনং। হে **প্রাজাপত্য**! প্রজানাং পতিঃ প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ প্রজাপতেরপত্যং পুমানিতি প্রাজাপত্যঃ তৎসম্বোধনং। এবং সংস্তূয় প্রার্থয়তে— ব্যূহ রশ্মীনিতি। **রশ্মীন্** কিরণান্ স্বান্ মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ **ব্যূহ** বিগময় পৃথক্কুরু উপসংহর। **তেজঃ** তাপকং জ্যোতিঃ **সমূহ** একীকুরু সংহর প্রশময় সঙ্কোচয়, মদ্দর্শন যোগ্যংকুরু। **তে** তব **যৎ** প্রসিদ্ধং **কল্যাণতমং রূপং** অতিসুন্দরং অতিশুভদং বা রূপং মঙ্গলানাং চ মঙ্গলং রূপং **তৎ** রূপং **তে** তব তব প্রসাদাৎ অহং **পশ্যামি** দ্রক্ষ্যামি সাক্ষাৎ করোমি অবলোকয়ামি। কেন প্রকারেণ পশ্যসি ইতি স্বোপাসনাং প্রকটয়তি—প্রার্থকস্য দেবতাজ্ঞানং দর্শয়তি—**যঃ** প্রসিদ্ধ **অসৌ** পরোক্ষঃ **পুরুষঃ** পূর্ষু শেতেঽসৌ পুরুষঃ আদিত্য-মণ্ডলস্থঃ ব্যাহৃত্যাবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ—পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ **সঃ অসৌ** শাস্ত্র দৃষ্ট্যা প্রত্যক্ষঃ পুরুষঃ **অহমস্মি** ভবামি। অতঃ—অহং নতু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে ইতি। **য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি** ইতি শ্রুতেঃ ছান্দোগ্য ৪।১১।১

চূর্ণিকা—

পূষন্‌ জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ তৎসম্বোধনং [আচার্য্যঃ]

পূষ্ণো দেবস্য কর্ম্মফল দাতৃত্বং তথা জগন্নিয়ন্তৃত্বাদি ধর্ম্মবত্ত্বমাহ পূষন্নিত্যাদিনা। হে পূষন্ জগতঃ পোষকঃ! [সত্যানন্দঃ]

একর্ষে এক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ—হে একর্ষে [আচার্য্যঃ]

হে প্রধানঋষে [ভাস্করানন্দঃ]

একশ্চাষাবৃষি শ্চৈকর্ষিস্তৎ সম্বোধন মেকর্ষে একাকিত্বেন গন্তঃ [শঙ্করানন্দঃ]

একশ্চাসাবৃষি শ্চৈকর্ষিঃ। ঋষ জ্ঞানে হে মুখ্যজ্ঞান [অনন্তাচর্য্য]

এক ঋষতি গচ্ছতী ত্যেকর্ষিরেকাকী গমনাকারী ন কোঽপি দ্বিতীয়োঽস্তি যস্য সাহচর্য্যেণ স জীবানাং মার্গান্ বিষধ্যাৎ। যদ্বা একর্ষির্নামাগ্নিঃ "**ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ**" ইতি শ্রুতেঃ মুণ্ডক ৩।২।১০। স এবাগ্নির্মার্গদেবরূপেণ হোতারং তদর্জিত ব্রহ্ম লোকং প্রাপয়তি [সত্যানন্দঃ]

যম! সর্ব্বস্য সংযমনাৎ যমঃ হে যমঃ [আচার্য্যঃ]

নিয়ামক! [ভাস্করানন্দঃ]

নিয়ন্তঃ [শঙ্করানন্দঃ]

যময়তি সর্ব্বমিতি যমো **য আত্মা যময়তীতি** শ্রুতেঃ

[অনন্তাচার্য্যঃ]

যময়তি জীবানাং কর্ম্মফলানীতি যমঃ

[সত্যানন্দঃ]

সূর্য্য রশ্মীনাং প্রাণানাং রসনাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ হে সূর্য্য

[আচার্য্যঃ]

হে সুষ্ঠু গমন [শঙ্করানন্দঃ]

হে প্রেরক [ভাস্করানন্দঃ]

সূরিভিজ্ঞেয়ত্বাৎ স সূর্য্যঃ সূরিশব্দাত্তদ্ধিতো যৎ।

যস্যেতি চেতীকার লোপঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

আদিত্যাখ্যা সূর্য্যদেবতায়া ইচ্ছানুসারেণ পুষ্য জীবান্ স্বস্বলোকং প্রাপয়তি অতঃ স গৌরবাৎ সূর্য্য এব। যদ্বা জগৎসবিতা সূর্য্যঃ পূষদেবতারূপেণ জীবান্

কর্ম্মানুসারেণ স্বস্বস্থানে স্থাপয়তি অতঃ স সূর্য্য এব। **"যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্রে হিরণ্ময়ীরন্তরীক্ষে চরন্তি। তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্য্যস্য কামেন"** ইতিশ্রুতেঃ ঋগ্বেদ সংহিতা ৬৫৮।৩

প্রাজাপত্য প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ হে প্রাজাপত্য [আচার্য্যঃ]

প্রজাপতেরপত্যভূত [শঙ্করানন্দঃ]

প্রজানাংপতিঃ প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভস্তস্য বেদোপদেষ্টৃত্বেন প্রিয় **যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি** সর্ব্বানিতি শ্বেতাশ্ব শ্রুতেঃ যদ্বা প্রজাপতে ধর্ম্মস্যাপত্য নর নারায়ণাত্মন্ রশ্মীন্ মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ বিগময়। [অনন্তাচার্য্যঃ]

প্রজাপতেরপত্যং পুমানিতি প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতি নন্দনঃ। কর্ম্মফল প্রাপনেন প্রজাপালনাৎ স প্রাজাপত্যঃ। উক্তঞ্চ সংহিতা শ্রুতৌ **"বিমুচো নপাৎ"** ঋগ্বেদসংহিতা ৬।৫৫।১ বিমুচঃ স্রষ্টুঃ প্রজাপতেঃ পুত্র ইত্যর্থঃ

[সত্যানন্দঃ]

ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজঃ রশ্মীন্ স্বান্ বিগময় তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ একীকুরু উপসংহর [আচার্য্যঃ]

উপসংহর রশ্মীন্ কিরণান্ সমূহ সম্যক্ স্বাত্মমাত্রং কুরু তেজশ্চন্দ্রমণ্ডলম্।

[শঙ্করানন্দঃ]

তেজস্তাপকং যজ্জ্যোতি স্তজ্জ্যোতি স্তৎ সমূহমেকীকুরু [আনন্দভট্টঃ]

মদীয়ান্ রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ তেজঃ সমূহং চ স্বরূপং বাহ্যং মদীয়ং জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ যদ্বা উপসংহর মদ্দর্শন যোগ্যং কুরু। [অনন্তাচার্য্যঃ]

যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

অত্যন্ত শোভণম্ যৎ তে তব রূপং তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ অহং নতু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে যোঽসাবাদিত্য মণ্ডলস্থো পুরুষঃ সোঽহমস্মি ভবামি [আচার্য্যঃ]

পশ্যামি সাক্ষাৎকরোমি। দ্রষ্টৃদৃশ্যপ্রযুক্তং ভেদং বারয়তি। যঃ প্রসিদ্ধোঽসা বাদিত্যমণ্ডলস্থঃ পরোক্ষোঽসৌ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রত্যক্ষঃ পুরুষঃ পরিপূর্ণঃ স উক্তো যঃ প্রসিদ্ধঃ স এবাহমস্মৎ প্রত্যয়ালম্বনোঽস্মি ভবামি [শঙ্করানন্দঃ]

যোঽসৌ মণ্ডলস্থো পুরুষঃ সোঽহমস্মীত্যাদিত্যমেকীকৃত্য পশ্যামীতি [আনন্দভট্টঃ]

যঃ পুরুষোঽসৌ মণ্ডলান্তস্থো যঃ পুরুষোঽসৌ তদিতরপ্রতীকস্থিতশ্চ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ভবামি সূর্য্যমণ্ডলাদিপ্রতীকস্থো মদ্ধৃদন্তস্থো জ্যোতিরূপশ্চৈক এবেতি প্রকারেণ তে রূপং পশ্যামীত্যর্থঃ [অনন্তাচার্য্যঃ] তত্তেরূপমহং জ্যো পশ্যামি দ্রক্ষ্যামি স্বোপাসনাং প্রকটয়তি যঃ অসৌ তব মণ্ডলস্থঃ পুরুষঃ স অসৌ অহমস্মি [ভাস্করানন্দঃ]

তত্তে তব পূষ্ণঃ রূপং কল্যাণতমং তৎ তে রূপং পশ্যামি যথা পশ্যামি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। **"ঘৃক্তং নি অন্যদ্‌ যজন নি অন্যবিষ্ণুরূপ অহনী দ্যৌরিবাসি"** ইতি শ্রুতেঃ ঋগ্বেদ সংহিতা ৬।৫৮।১ [সত্যানন্দঃ]

হে পূষন্—হে জগৎ পোষণকারীন্ সূর্য্য, হে একর্ষে—হে একাকী বিচরণশীল সূর্য্য, হে যম—হে সর্ব্বসংহারকারিন্ সূর্য্য, হে সূর্য্য—হে প্রাণ ও রস সমূহের গ্রহণ কর্ত্তা, হে প্রজাপতির অপত্য সূর্য্য—তুমি তোমার রশ্মি সমূহকে বিগত কর; তোমার সন্তাপ কর তেজ উপসংহার কর; তোমার যে অত্যন্ত শোভনরূপ তাহা আমি তোমার প্রসাদে দর্শন করি। আমি ভৃত্যের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি না কারণ এই যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ, এই যে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাহৃতিরূপ তাঁহার অবয়ব, এবং পুরুষের মত তাঁহার আকার বলিয়াই হউক অথবা তাঁহার দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত বলিয়াই হউক অথবা হৃদয় পদ্মরূপে পুরে বাস করেন বলিয়াই হউক—এই যে আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষ সেই তিনি আমিই।

মুমুক্ষু—এই মন্ত্রে কি উপদেশ করা হইল ?

শ্রুতি—শ্রেষ্ঠ উপাসনা প্রকাশ করা হইল। "স্বোপাসনাং প্রকটয়তি"

মুমুক্ষু—শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি মা ?

শ্রুতি—তুমি বলিতে পার না ?

মুমুক্ষু—যাহা বুঝিয়াছি বলিব ?

শ্রুতি—বল।

মুমুক্ষু—এই দেহটাই আমি নহি। এই দেহটাও আমার নহে। আদিত্য মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ সেই পুরুষই আমি। তাঁর দেহই আমার দেহ।

শ্রুতি—হাঁ। প্রাণপ্রয়াণোৎসবে যিনি এই মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে প্রার্থনা করিতে করিতে এই দেহ ছাড়িতে পারেন তিনি আদিত্য মণ্ডল ভেদ করিয়া আপন স্বরূপে উপস্থিত হন।

মুমুক্ষু—মা ! স্থূল চক্ষে কি এই আদিত্য পুরুষকে দেখা যায় ?

শ্রুতি—না । এই পুরুষ পরোক্ষ কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ । "**পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ**" বৃহ ৪।২।২৪৯। দেবগণ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সন্তুষ্ট এবং প্রত্যক্ষ দ্বেষী ।

মুমুক্ষু—আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষই আমি ইহা শ্রেষ্ঠ উপাসনা কিরূপে ?

শ্রুতি—তুমি কি বুঝিয়াছ ?

মুমুক্ষু—নিতান্ত আপনার যিনি না হয়েন তাঁহার সমীপে গ্লানীশূন্য আনন্দে বসা যায় না। তাই যাঁহাকে উপাসনা করা যায় তিনি নিতান্ত আপনার—আপনার হইতেও আপনার—তিনি আমার স্বরূপ—তিনিই প্রকৃত আমি । আর যেটা আমি হইয়া এতদিন ছিলাম সেটা ভূত সঙ্গে থাকিয়া ভূত হইয়া গিয়াছিল। আপনাকে চিনিয়া "প্রকৃত আমি" হইবার জন্যই উপাসনা। উপাসনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হইতেছে ধ্যান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান হইতেছে আমিই উপাস্য দেবতা। এইজন্য শ্রুতি সর্ব্বত্রই বলিতেছেন **ওঁ যো হ বৈ শ্রী পরমাত্মা নারায়ণঃ স ভগবান্ তৎপরঃ পরমপুরুষঃ পুরাণ পুরুষোত্তমো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-পরমানন্তাদ্বয় পরিপূর্ণঃ পরমাত্মা-ব্রহ্মৈবাহং রামোঽস্মি ভূর্ভুবঃ সুব স্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ**" ওঁ যিনি শ্রীপরমাত্মা নারায়ণ তিনিই ভগবান, তিনিই সর্ব্বের উপর পরম পুরুষ পুরাণ পুরুষোত্তম তিনিই নিত্য শুদ্ধ সদা প্রবুদ্ধ মুক্ত সত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনন্ত অদ্বয় পরিপূর্ণ পরমাত্মা তিনিই ব্রহ্ম তিনিই আমি আমিই রাম তিনিই ভূর্লোক ভুবলোক স্বলোক বাণী তাঁহাকেই নমস্কার করি ।

এই জন্যই শাস্ত্র আরও বলেন—

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ ।
ত্যজেদজ্ঞান নির্ম্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ ॥

মনুষ্যের দেহ দেবালয় বলিয়া কথিত। দেহমধ্যস্থ জীব দেবতা সদাশিব। অজ্ঞান নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিয়া—অজ্ঞানের পূজা ছাড়িয়া "সেই আমি" এই ভাব লইয়া পূজা কর।

শ্রুতি রবিমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরমপুরুষকে আমি বোধে স্মরণ করিতে বলিতেছেন। "**হিরণ্ময়েন পাত্রেণ**" "পূষন্নেকর্ষে"ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মূর্ত্তি পূজাই বলিতেছেন। এই সমস্ত মন্ত্র অবলম্বনে মূর্ত্তিধ্যানের কথা শাস্ত্র বলিতেছেন।

ওঁ ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কণক-কুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপু-ধৃত শঙ্খচক্রঃ ॥

এবং রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি। ইত্যাদি বহুবিধ ধ্যান, স্তবাদি "য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মি" ছান্দোগ্য ৪।১১ ১ ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বনে প্রকটীকৃত।

শ্রুতি— "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর"
অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥
অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম।
তস্মাৎ কারুণ্যভাবেন ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

"সোঽহং" যেমন শাস্ত্রে আছে আবার "দাসোঽহং" ইত্যাদিও আছে। "সেই আমি" ইহা শ্রুতি বাক্য, ইহাই পূর্ণ সত্য। তবে যে বলা হয় আমি দাস, তুমিই আমার পতি, আমি আত্মাকে তোমাতেই সমর্পণ করিতেছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর ইত্যাদি কেন বলা হয় বুঝিয়াছ ত?

মুমুক্ষু—"সেই আমি" ইহাই পূর্ণ সত্য। কিন্তু ভূত সঙ্গে পড়িয়া ভূতের ঘরে বাস করিয়া আমি ভূত হইয়া গিয়াছি; সেই জন্য স্বরূপ জানিয়াও স্বরূপে যাইতে পারি না। যদি ব্যবহারিক কার্য্যে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি এবং জীবিত কাল ধরিয়া রবিমণ্ডলস্থ দেবই আমি বলিয়া অভ্যাস করিতে পারি তবেইত মৃত্যুকালে শ্রুতিমন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইব; নতুবা মৃত্যুকালে এইরূপ প্রার্থনাত করা যাইবেনা। আরসকল কার্য্যে যখন অভ্যাস হইয়া যাইবে আমিই সেই আদিত্য মণ্ডলস্থ দেবতা—এ দেহটা আমার নয়, আমি এই দেহটা নই আমিই আমার ইষ্টদেবতা—সেই চক্ষে আমি দেখিব, তাঁহার মত আমি শ্রবণ করিব, তিনি যেমন কর্ম্ম করেন আমাকেও সেইরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে—এই ভাবে তিনি হইয়া আমি সমস্ত কুকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, তাঁহার মত আমিও সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মনকে নিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা স্বরূপে থাকিতেই চেষ্টা করিতে পারি। যতদিন "সেই আমি" না হইতেছে ততদিন "তোমার

আমি" তোমার দাস আমি বলিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে। "দাসোঽহং" ইহা "সোঽহং" সাধনার ক্রম মাত্র।

শ্রুতি— আদিত্যমণ্ডলে যিনি আছেন তাঁহাকে পুরুষ বলা হইল কেন?

মুমুক্ষু—(১) পুরুষের মত তাঁহার আকৃতি—অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন

(২) ব্যাহৃতি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তাঁহার অবয়ব এবং প্রাণবুদ্ধিরূপে তিনি জগৎব্যাপী

(৩) হৃদয় পুণ্ডরীক পুরে তিনি বাস করেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়।

শ্রুতি—হাঁ।

বায়ুরনিল মমৃত মথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ম্ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥

[অথ বায়ুঃ অমৃতং অনিলং [প্রতিপদ্যতাম্] [অথ] ইদং শরীরং ভস্মান্তং [ভূয়াৎ] ওঁ ম্ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর ; ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর]

১। অথেদানীং মম মরিষ্যতো বায়ুঃ প্রাণো হধ্যাত্ম পরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মানং সর্ব্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ।

[আচার্য্যঃ]

২। ইদানীমিত্থং কৃত ব্রহ্মোপাসনস্য যোগিনঃ শরীরপাতোত্তরকালে যদ্ভবতি তদাহ— বায়ুরনিলম্ [উবটাচার্য্যঃ]

৩। তত্রৈবোপাসকঃ সাক্ষাৎ বায়ুং প্রার্থয়তে স্বয়ম্।
সূত্রাত্মানং পরং দিব্যমমৃতং শিবমব্যয়ম্ ॥
প্রাণো গচ্ছতু মে শান্তং লয়ং গচ্ছতু নিশ্চলম্।
শাশ্বতং শিবমব্যক্তং ব্রহ্মৈবাহং সনাতনম্ ॥
অথেদানীং শরীরং মে ভস্মীভবতু বৈ ধ্রুবম্।
অমৃতাত্ম স্বরূপস্য ব্রহ্মীভূতস্য কেবলম্ ॥
ক্রতো স্মর নির্বিজায় কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দ্বিরাবৃত্তিবাদরার্থা ক্রতো সঙ্কল্প হে স্মর ॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাধাইয়ের মূল্য ২॥৹ টাকা। অৰ্দ্ধ বাধাইয়ের মূল্য ৲৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲, (২) উচ্ছ্বাস: ৸৹ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১॥৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—॥৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.

Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষায় গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪॥০
২। " দ্বিতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৩। " তৃতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৷০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ॥০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১॥০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৷০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২॥০ আবাঁধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ॥০ আবাঁধা ।০

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

অর্থাৎ—বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতি করেন। খামের মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার উৎসব কার্য্যালয়।

উৎসব।

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩২ সাল। { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আঁধারে ও আলোকে।

অতল অকূল নীর নাহি নাহি নাহি তার সীমা
শুদ্ধ চারিদিক,
ধীর নীর চিরস্থির তবু রাজে মৌন মধুরিমা
নাহি গাহে পীক।
উদার মাহিমাময় মহাশান্ত আঁধার গগন
সুষুপ্তির মহাসুখে চরাচর রহে নিমগন,
সাগরে উঠে না ঊর্ম্মি সুনীরব মধুর লগন
মহাশান্তি পারাবার তটে,
আঁকেনি তখন ছবি কেহ এই আকাশের-পটে।
পরম ভাবের এক স্পন্দহীন আনন্দ পাথার
নাহি সেথা বাণী,
তখন আসেনি হায় এ বিশাল শ্যাম বসুধার
যত জন প্রাণী।

কি জানি সহসা কেন নীরবের মহাবক্ষ হ'তে
ভেসে এল কি তরঙ্গ সুনিবিড় মহাপ্রেম স্রোতে
হাসিল তরুণ রবি নীলাকাশে অরুণ আলোতে
সুরু হ'ল পীরিতির মেলা
সরূপ অরূপ সনে চিরন্তন অভিনব খেলা।
মোহন মূরতি ধরি সে অরূপ অপরূপ সাজে
এল এ ভুবনে,
কত রূপ ধরে তা'র পরকাশ এ ধরণী মাঝে
অনাদি জীবনে।
কত না বেদনা মাঝে দেখা দেয় সেই চিরন্তন
কত না নিবিড় করি' আসে প্রাণে সাধনার ধন
কায়াহীন ছায়া ধরে সে আলোকে তমালের বন
নদী ধায় তা'রি অভিসারে,
সে পদে প্রণাম রাখি নিতি রবি মিশে অন্ধকারে।
কত শ্যাম তরুচ্ছায়ে তা'রি হায় মাধুরী বিকাশ
ফাগুনের দিনে,
তা'রি শোভা লয়ে হাসে শরতের ঘন নীলাকাশ
কেবা তা'রে চিনে?
নিত্য আসি ভাদরেতে ভরে দেয় ভুবনের প্রাণ
গভীর জলদ মন্দ্রে বরষায় উঠে তার গান
নীরব আহ্বানে তার মৌন সাঁঝে হয় অবসান
জীবনের যত কলরব,
অসহ বিরহ ব্যথা প্রাণে প্রাণে হয় অনুভব।
তখন মনের কোণে বারে বারে দিয়া যায় ধরা
আঁধারে আলোকে,
নিরস পরাণ ভরি' কোথা হ'তে আসে তৃষাহরা
বিপুল পুলকে।
অনাদি কালের ঘোর কোথা হ'তে একক্ষণে টুটে,
মরুর মাঝারে যেন দিক্‌ভোলা প্রেম নদী ছুটে,
বিশ্বের গভীর ব্যথা ব্যাকুলিয়া জাগে প্রাণ-পুটে,
সেইক্ষণে সেগো দেয় দেখা

যখন হৃদয়ে মুছে ক্ষীণতম মসীময়ী রেখা।
এতদিন কতদূরে থাকে যেগো আঁধারের পারে
ত্রিভুবন শেষে,
ধ্বনিয়া হৃদয় বীণা কেমনে সে গানের ঝঙ্কারে
দেখা দেয় এসে!
জীবনের সুখ দুখ অসীমের পদতলে ডারি'
খেয়া ঘাটে রহে যে গো আশা করি পারের কাণ্ডারী
অরূপ তখন ধরে কি মধুর রূপ মনোহারী
তখন তোমারে বঁধু জানে,
যখন হৃদয়বীণা বিশ্বসাথে বাজে ছন্দে গানে।

—o—

আর একবার জগবন্ধু দর্শনে।

দেখিলেই কি দেখা হয়? যদি হইত তবেত পূর্ণ হওয়া হইত, তবেত সব দেখা ফুরাইয়া যাইত—এক অপূর্ব্ব স্বরূপে বিশ্রান্তি হইত। হয়না, তাই পুনঃ পুনঃ দেখিতে ছুটিতে হয়। কি করিলে দেখার শেষে পৌঁছান যায়? স্থূলে দেখিয়া সূক্ষ্মে আসিতে হয়। এই সূক্ষ্মে আসার জন্য যাহা দেখিলাম তাহাই মানসে দেখার সাধনা করিতে হয়। ইহারই জন্য মানস পূজা। মানস পূজায় ভাবিতে হয়—এই যাহা দেখিয়া আসিলাম তাহাই বিরাট। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" "সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"—যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে আর আমাতে সব দেখে—তার দেখাই দেখা। তাই ভক্ত বলেন "সীতারামময় সব জগ জানি" "করৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি" সবই যে আমার সীতারাম—আমার জগবন্ধু—আমি সর্ব্বত্র জগবন্ধুকে মানসে দেখিয়া জোড়হস্তে সকলকে প্রণাম করি। যাহা দেখা হইতেছে তাহা অতটুকুই নহে—তুমি বুঝিয়া দেখ—দেখিবে স্থূলের সঙ্গে বিরাট পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। মানস পূজায় সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখ, দেখিবে বিরাটই সূক্ষ্ম পুরুষ—হিরণ্যগর্ভ—তৈজস পুরুষ। স্থূলে দেখিয়া সূক্ষ্মে যাইবার সাধনা কর। সূক্ষ্মে আসিয়া আবার দেখ, দেখিবে ইনিই বীজ পুরুষ—ইনিই

ঈশ্বর, ইনিই প্রাজ্ঞ পুরুষ। ইহারই অঙ্গে ভাসিয়াছেন হিরণ্যগর্ভ—ইহারই সমষ্টি সঙ্কল্প হিরণ্যগর্ভ রূপী তৈজস পুরুষ—তেজোময় পুরুষ। এই স্থূল সূক্ষ্ম যাঁহাকে লইয়া —এই জগৎ যাঁহার উপরে দেখা যাইতেছে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই প্রাজ্ঞ। "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি" "ভাতি ব্রহ্মৈব সর্গবৎ"। সুষুপ্তি যেমন স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরই সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছে। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত আসিলেও দেখার শেষ হইল না। স্থূল সূক্ষ্ম বীজের পরে যিনি, সেখানে আসিতে পারিলে দেখার শেষে আসা হইল—দেখাও শেষ হইল। এই বীজের পরে যিনি তিনিই সাক্ষী—তিনিই তুরীয়, ইনিই ওঁকার।

মাতের হিতকারিণী শ্রুতি ওঁকার সম্বন্ধে বলিতেছেন "অকারোকারমকারাঽর্দ্ধ মাত্রাত্মিকা"। আরও বলেন "স্থূল সূক্ষ্ম বীজ সাক্ষী ভেদেনাঽকারাদয় চতুর্ব্বিধাঃ!" এই যে অকার উকার মকার ও অর্দ্ধমাত্রা (নাদবিন্দু) এই যে এই চারিটি ভাগ ইহার "তদবস্থা জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত তুরীয়াঃ" অকার উকার মকার অর্দ্ধমাত্রা ইহারা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত ও তুরীয় অবস্থার পরিচায়ক। অকার, উকার, মকার ও নাদবিন্দু—এই সকল অবস্থাতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী ভাব আছে। শ্রুতি দেখাইতেছেন—অকার স্থূলাংশে জাগ্রদ্বিশ্বঃ। সূক্ষ্মাংশে তৈজসঃ। বীজাংশে তৎ প্রাজ্ঞঃ সাক্ষ্যংশে তত্তুরীয়ঃ। এইরূপ উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা—সর্ব্বত্র।

তাইত বলিতেছিলাম "আবার জগবন্ধু দর্শনে"। দেখা শেষ করিবার সাধনা করা হয় নাই তাই ছুটাছুটি, তাই পুনঃ পুনঃ দেখা। যতদিন দেখা শেষ না হয়—ততদিন—তত জন্ম ছুটিতে হইবে! ততদিনই বলিতে হইবে কি জানি কি যেন এই মুর্ত্তিতে আছে, কি জানি কি যেন এই মূর্ত্তি তরল নীলাম্বুরাশিতে আছে, কি জানি কি যেন এই তরঙ্গভঙ্গে আছে—দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়াও যেন দেখার শেষে আসা গেলনা। যাইবে কিরূপে? স্থূলে দেখিয়া সূক্ষ্মে যাও, সূক্ষ্মে পাইয়া, বীজে যাও—বীজে যাইয়া সাক্ষীতে চল তবেত জগবন্ধুর দেখা—দেখার মত দেখা হইল—নতুবা ছুটাছুটি চিরদিন।

আবার একবার সমুদ্র দেখিব, আবার একবার তরঙ্গ দেখিব, তরঙ্গ ভঙ্গ দেখিব, তরঙ্গে তরঙ্গে জগবন্ধু দেখিব, দেখিয়া চক্ষু আর কোথাও কিছু দেখিতে ছুটিবেনা, শ্রোত্র আর কোথাও কিছু শুনিতে ছুটিবেনা—অপর দর্শন পিপাসা—শ্রবণ পিপাসা ইন্দ্রিয় হইতে নির্গত হইয়া যাইবে—ইন্দ্রিয় নিগ্রহ সাধনা শেষ হইবে, তখন দেখিব ইন্দ্রিয় নিগ্রহই ভগবানের অনুগ্রহ দেখাইয়া দিতেছে। নিগ্রহ

নাই অনুগ্রহ পাইব কিরূপে? নিগ্রহের পরে অনুগ্রহের অনুভব যখন জাগিবে, তখনই জগবন্ধু দর্শনে আপ্যায়িত হওয়া হইবে।

ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর।

১৩৩০ সাল ৮ই পৌষ মঙ্গলবার দ্বাদশী। সায়ংসন্ধ্যা শেষ করিয়া আহারান্তে আমরা পাঁচজনে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখন কলিকাতায় খুব শীত। বড় লোকের সঙ্গে আমরা যাইতেছি। গাড়ীর এক কামরা আমাদের জন্য রিজার্ভ করা ছিল। অতি কষ্টে দরজার ভিড় ঠেলিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আর গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের সঙ্গে পণ্ডিত মহাশয় বহু শাস্ত্র কথা রসের সহিত বলিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটার সময় আমরা শয়ন করিলাম। ট্রেন নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু বিলম্বে বুধবার সকলে কটকে পৌঁছিল। ইঁহাদের কটকের বাড়ী হইতে বাড়ীর গাড়ী ও ইঁহার এক ভ্রাতা আসিয়াছিলেন। আমরা ইঁহাদের কটকের বাড়ীতে সকলেই পৌঁছিলাম।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বিতল বাড়ী। সকল বস্তুই সুসজ্জিত, সর্ব্বত্রই সুবন্দোবস্ত। আমরা যথাস্থানে দ্রব্যাদি রাখিয়া মহানদীতে স্নানার্থে গমন করিলাম। মহা নদীর নিকটেই বাড়ী। চারিদিকে বড় বড় বৃক্ষ। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কটকে আসিয়া আমরা বড়ই প্রীতি পাইলাম।

ইঁহারা চার ভাই একত্রে থাকেন। ইঁহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার—আমরা যাহা দেখিলাম—তাহাতে মনে হইল বড় সুখের পরিবার। ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বাভাবিক ভালবাসা। চারভাই চারি প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না—আরও একজন ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুনিলাম সহস্রাধিক মুদ্রা বেতন পান। অহঙ্কার শূন্য। সকল ভ্রাতাই এইরূপ। মনে হইল মা লক্ষ্মীকে গৃহে স্থির করিবার উপাদান ইঁহাদের গৃহে আছে।

মহানদীর নির্ম্মল জলে আমরা স্নান করিলাম। কটকে কলিকাতার মত শীত ছিল না। অবগাহন স্নানে চিত্ত প্রসন্ন হইল। কথা উঠিল ধবলেশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে যাইতে হইবে। কেহ বলিলেন এখান হইতে সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিয়া ধবলেশ্বর মহাদেব দর্শনে—মহানদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে যাওয়া যাইবে। কেহ বলিলেন আহার করিয়া "বাবুর মত" দেব দর্শন করা উচিত নহে। আমরা নৌকাতে বসিয়া সন্ধ্যা করিতে করিতে যাইব—ইহা একজন বলিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইলেন। আর

একজন পণ্ডিত, ইঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বাড়ীর দুইটি ছেলেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

মহানদীর বক্ষে নৌকার উপরে আমরা প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা শেষ করিলাম। ধবলেশ্বর মহাদেবের স্থান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। আমরা বেলা ১৷৷টা, ২টার সময় মহানদীর দ্বীপে পৌঁছিলাম।

কি সুন্দর স্থান। চারিদিকেই নদী। নদীর পরপারে চারিদিকেই পর্ব্বত মালা। ৺কামাখ্যায় ব্রহ্মপুত্রনদের দ্বীপ মধ্যে ৺উমাকান্ত মহাদেবের স্থানের মত এই স্থানের শোভা। কিন্তু দূরের পর্ব্বত মালা যেন এই স্থানটিকে আরও মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। দ্বীপটি পর্ব্বতের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বীপ হইতে নদীতে অবতরণ করিতে হইলে পর্ব্বতের প্রস্তর শ্রেণী দিয়াই নামিতে হয়। ৺ধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যবর্ত্তী দেবতা ঠিক উমাকান্ত মহাদেবেরই অনুরূপ। উপর হইতে অনেক নীচে অবতরণ করিয়া মহাদেবের পূজা করিতে হয়। আমরা সকলে পাণ্ডার সাহায্যে পূজা করিয়া—দক্ষিণান্তে মহাদেবের নিকট বিদায় লইলাম। বেলা হইয়া গিয়াছে। আমাদের সঙ্গে ফল ইত্যাদি ছিল। সকলে জলযোগ করিলেন। ইঁহারা বাড়ী হইতে পেঁপে আনিয়াছিলেন, কলিকাতায় এরূপ সুমিষ্ট পেঁপে পাওয়াই যায় না। পরে ঐ দ্বীপ প্রান্তে এক তিন্তিড়ী বৃক্ষ তলে আমাদের দুই প্রস্থ আহারের আয়োজন হইল। কটকের ঘৃত অতি সুন্দর। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া আবার নৌকায় উঠিলাম। সঙ্গে আমাদের স্কন্দপুরাণ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম খণ্ড পড়িতে লাগিলেন। আমরা সকলে শুনিতে শুনিতে আসিতেছিলাম। আসিবার সময় বালকেরা নদীর চরে অতি বৃহৎ এক কুম্ভীর দেখিয়া সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কুম্ভীর রৌদ্রে শয়ন করিয়াছিল—আমরা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র নদী জলে প্রবেশ করিল। কিছু বেলা থাকিতে আমরা কটকে পৌঁছিলাম। ইঁহাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ী হইয়া সন্ধ্যার সময়ে বাটীতে আসিলাম। সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া আমরা স্থানীয় কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। ইঁহারা এই ভদ্রলোকদিগকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে রাত্রি ১১টা হইয়া গেল। পরে আহারান্তে আমরা শয়ন করিলাম।

পরদিন আবার সকালে মহানদীতে স্নান করিলাম। নিত্য কর্ম্মের পরে আহারান্তে ১টা কি ১৷৷টার সময় আমরা কটক ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আমরা

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ৺ভুবনেশ্বরে পৌঁছিলাম, ষ্টেশন হইতে গোযানে বাসায় পৌঁছিলাম। কেহ কেহ বলেন গোযানে আরোহণ উচিত নহে। শাস্ত্রে কিন্তু গোযানে গমনের বিধি দৃষ্ট হয়।

প্রথমেই বিন্দু সরোবর। আমরা প্রণাম করিয়া চলিলাম। বিন্দু সরোবরের তীরে রাস্তার ওপারে কোটারাক্ষী দেবী। দর্শনের ইচ্ছা হইল। আর একবার এক সাধুসঙ্গে দেবী দর্শন ঘটিয়াছিল। দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সকলে দেবীর স্থান জানেনা। অতি ভয়ানক কালীমূর্ত্তি। দিবাভাগেও প্রদীপ জ্বালিয়া দর্শন করিতে হয়। যে সাধু দেবী দর্শন করাইয়াছিলেন তিনি মন্দিরের চত্বরে একটি স্থান দেখাইয়া ছিলেন—স্থানটী একখানি আসনের মত চতুষ্কোণ প্রস্তর দিয়া ঢাকা। সাধু বলিয়াছিলেন একজন বীরসাধক বহু নিষেধ সত্ত্বেও ঐ স্থানে বসিয়া জপ করিবেন এবং রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিয়া ঐ স্থানে জপ আরম্ভ করেন। সকলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিল—তান্ত্রিক তাহা শুনেন নাই। প্রাতে লোকে দেখিল তাঁহার মৃত দেহ ঐ স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রবাদ সকল সময়ে মিথ্যা হয়না। মিথ্যা অহংকারে আপনাকে বড় সাধক ভাবিয়া কার্য্য করিতে গেলে এইরূপই হইয়া থাকে। সাধকের অহঙ্কারই সাধকের পতনের কারণ। যাহা ইচ্ছা হয় তাহার জন্য ইষ্টদেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। ইষ্টদেবতা অনুমতি প্রদান করিলে কার্য্য করিতে হয়। ইহাও পরীক্ষা করা উচিত। তিনি অনুমতি করিলেন কি না। আমার মনের ইচ্ছাই বলিয়াছিল তাঁহার অনুমতি মিলিয়াছে। স্বপ্নে হউক বা অন্য কোন অলৌকিক ভাবে হউক পুনঃ পুনঃ যখন একই স্বপ্ন দর্শন হইতে থাকে তখন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। নতুবা প্রার্থনাই করিয়া যাইতে হয়। এজন্য এক আধবারের স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে নাই। মনই প্রতারণা করিয়া বলিয়া দেয় আমি ভক্ত। আমার মনে যাহা উঠিতেছে তাহাই শ্রীভগবানের আজ্ঞা। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি কি স্থির করিতে পারেন "আমি ভক্ত"। এই অহঙ্কার যাঁহার হয় তিনি বুঝি ভক্ত হইতে পারেন নাই, তিনি লোকের কাছে আপনাকে ভক্ত দেখাইতে চান--সেইজন্য বিড়ম্বিত হয়েন। আত্ম—প্রতারণায় পরপ্রতারণার্থ ভক্ত সাজা হয় মাত্র।

আমরা সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে ইঁহাদেরই ভুবনেশ্বরের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। শ্রীভগবানের মন্দির ছাড়িয়া মাঠের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে যে রাস্তায় গিয়া শ্রীমহাবীর জীউর প্রাচীন ক্ষুদ্র মন্দির এখনও দৃষ্ট হয় বাড়ী তাহার নিকটেই।

মাঠের মধ্যেই পরিষ্কৃত স্থানে একতল বাড়ী। এখানেও বাড়ীর ব্যবস্থা সুন্দর। চারিদিক খোলা। আমরা মাঠে গমন করিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। বাড়ীর কিছু দূরে এক প্রাচীন সরোবর। সরোবরে জল আছে কিন্তু খাগড়ায় পূর্ণ। সন্ধ্যাকালে বহুবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে। ডাহুক প্রভৃতি জলচর পক্ষী এক স্থান হইতে অন্যস্থানে একপ্রকার অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতে করিতে খাড়গাবৃত সরোবরের জলে পড়িতেছে। সেই স্বর—সেই দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে ইতস্ততঃ গমনাগমন—ইহা দেখিলে কি জানি কেন স্থান ত্যাগ করা যায় না, কি যেন কি যেন মনে ভাসিতে থাকে—দেখিতেই ইচ্ছা করে। কোন রাজা বড় সাধু সঙ্কল্প করিয়া এই সরোবর খনন করাইয়া ছিলেন—হায়! এখন আর কোন রাজা নাই—বা বড় লোক নাই—যিনি এই সরোবরের পুনঃ সংস্কার করিয়া লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধার করেন। আমরা সন্ধ্যাকালে পূজার সামগ্রী লইয়া ভুবনেশ্বর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্তম খণ্ডে এই একাম্রকাননের কথা পড়িয়া আসিয়াছি। পাণ্ডা মহাশয় একাম্রকাননের স্থানেই মন্দির উঠিয়াছে বলিলেন আর দেখাইয়া দিলেন হরি হর মিলিত মূর্ত্তিই দেব ভুবনেশ্বর। দিবা ভাগে দেখা যায় না কিন্তু রাত্রিকালে দীপালোকে দেখা যায়—দুই মূর্ত্তি জড়িত এই মূর্ত্তি। অন্যবারে আসিয়াছিলাম বটে কিন্তু ইহা কেহ দেখাইয়া দেয় নাই। অতি বিশাল লিঙ্গ—তাহার উপরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ধারা। অতি আশ্চর্য্য, সর্ব্বদাই জলপূর্ণ এই তিন নদী। কিন্তু জল মহাদেবের গাত্রেই থাকে—উপচিয়া পড়েনা। আমরা দেব দর্শনের পরে সকলে মিলিয়া মন্দির প্রবেশের পথে সন্ধ্যা করিতে বসিলাম। শ্রীভগবানের দর্শন পথে বসিয়া সন্ধ্যা করার যে কি আনন্দ—তাহা কথায় বলা যায় না—যাঁহারা করেন তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। সন্ধ্যা শেষ হইল আর আরতির সময় হইল। আমরা আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। সে রাত্রিতে শ্রীভগবানের প্রসাদের আয়োজন হইলনা। পরদিনের জন্য সে বন্দোবস্ত করা হইল। বাসায় আসিয়া আমরা দুই প্রস্থে আহার প্রস্তুত করিয়া সেবা করিলাম।

কলিকাতার জল একেবারে স্বাদ শূন্য ও পরিপাকের সামর্থ্যশূন্য। ফিল্টার করা জল পরিপাক করিতে পারেনা। তাই কলিকাতার মানুষ ডিস্‌পেসিয়ায় এত ভোগে। কটকে আসিয়া দেখিলাম মহানদীর জলের গুণ, আবার ভুবনেশ্বরে আরও প্রত্যক্ষ করিলাম গৌরীকুণ্ডের জলের সামর্থ্য। কি কটকে, কি ভুবনেশ্বরে গৃহকর্ত্তাদের যত্নে আহার অত্যন্ত গুরুতরই হইতেছিল—কিন্তু

ইহাতে কোন প্রকার অসুস্থতা ছিলনা—বরং এই এক দুই দিনে ক্ষুধা বৃদ্ধি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। পরিষ্কার বায়ু, পরিষ্কার জল—প্রকৃতি আপনিই শরীর রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। আহা—এই সমস্ত স্থানেই বুঝি শ্রীভগবানকে ডাকিতে হয়।

আজ বৃহস্পতিবার ১০ই পৌষ ২৫ ডিসেম্বর চতুর্দ্দশী। আজ খৃষ্টানদের বড়দিন। আমরা প্রভাতে বাড়ীর অনতিদূরে কুণ্ডে মন্ত্র স্নান করিয়া এবং মহাদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া গৌরীকুণ্ডে আসিয়া স্নান করিলাম। গৌরীকুণ্ডের নিকটেই কেশবানন্দ জীর আশ্রম। একটি ঝরণা হইতে জল সরবরাহ করিয়া কেশবানন্দজীর আশ্রমের বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হইতেছে। আমরা বাহির হইতেই আশ্রমের বাটী দেখিলাম।

সকলে মিলিয়া পরে আমরা গৌরীকুণ্ডে স্নান করিয়া প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপন করিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি গৌরীকুণ্ডের জলই এখানকার প্রধান পানীয় জল। ফোয়ারা হইতে জল উঠিতেছে এবং নিরন্তর জল বাহির হইয়া যাইতেছে। কুণ্ডে নানাবিধ মৎস্য খেলা করিতেছে। হরিদ্বারের স্বর্গ-দ্বারের মৎস্যগণের মত এখানকার মৎস্য সকলও নির্ভয়। কেহ হিংসা করেনা—কাজেই ইহারা নির্ভয়ে খেলা করে। স্নানান্তে গৌরীকুণ্ড তীরবর্ত্তী দেবতা দর্শন করিয়া আমরা আবার ৺ভুবনেশ্বর দর্শন করিলাম। যাইবার সময় বিন্দুসরোবরে মন্ত্রস্নান করিয়া বিন্দুসরোবর তীরবর্ত্তী এক মন্দিরে দেখিলাম মা পার্ব্বতী শয়ান অবস্থায় রহিয়াছেন আর মহাদেব পদ সেবা করিতেছেন। "গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং অহমেব প্রকাশকঃ" "কথং ত্বং জননীভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্। উক্তা চোক্তা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে" শাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায়। কাজেই পার্ব্বতী-পদসেবা নিরত মহাদেব দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই বুঝিলাম।

ভুবনেশ্বর দেবকে দর্শন করিয়া আমরা প্রসাদের বন্দোবস্ত করিয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। এবং আহারান্তে গোযানে ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। কতকক্ষণ পরে গাড়ী আসিল। আমরা সকলে ৺পুরীর গাড়ীতে উঠিয়া ৺জগন্নাথ দর্শনে চলিলাম। সন্ধ্যার কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে ৺পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই ৺চক্রতীর্থের নিকটে ইহাদেরই দ্বিতল বাটী। উপরে ৪।৫ খানি বড় বড় কুটরী। নীচেও সেইরূপ গৃহ। অতি পরিষ্কার বাড়ী। উপরে দুই দিকেই প্রশস্ত বারণ্ডা। ষ্টেশনের দিকে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। বাড়ী দুই মহল। দুইটি পাতকূয়া। তদ্ভিন্ন বাটীর সম্মুখে জল উঠাইবার নবাবিষ্কৃত [illegible]। এইরূপ কল ইহাদের কটকের বাড়ীতেও আছে।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
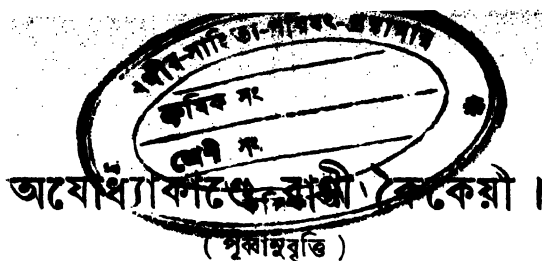
বনবাসপর্ব্বে অষ্টমোধ্যায়।

বনবাসের তৃতীয় রাত্রি।

"ন্যগ্রোধেষু কৃতাংশয্যাং ভেজাতে ধর্ম্মবৎসলৌ"

বাল্মীকি।

শ্রীবাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৫৩শঃ সর্গে এমন কতকগুলি কথা আছে যাহা দেখিয়া আজকালকার বিদেশী শিক্ষাপ্রাপ্ত রসস্রষ্টা কোন কোন সাহিত্যিক, রামচন্দ্রকে রক্তমাংসের মানুষ, বাল্মীকির গড়া দোষে গুণে জড়িত, এই রস স্রষ্টা সাহিত্যিক গণেরই মতন একজন লোক বলিয়া, অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন "রাম চরিত্র ত অবশ্যই আদর্শ চরিত্র" "বাল্মীকির হাতে তিনি রক্তমাংসের মানুষ হইয়াছেন—মহাকবি নিশ্চয়ই পুতুল গড়িতে চেষ্টা করেন নাই" তাই আমরা রামকে "আমাদের একজন বলিয়া চিনিতে পারি।"

আমরা এই অধ্যায়ে প্রথমে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ বাল্মীকির কথা বলিব, পরে এই রসস্রষ্টা সাহিত্যিকের হাতে রাম কিরূপ গড়া হইয়াছেন তাহাও দেখাইব।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে রাম সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক বনস্পতির মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অত্যন্ত রমণীয় রাম, সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—জনপদের বাহিরে অদ্য আমাদের এই প্রথম রাত্রি আসিল। আজ আর সুমন্ত্র নাই, তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্য শূন্য হইয়া রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতে হইবে। সীতার জন্য যোগক্ষেম বহন এখন আমাদিগকেই করিতে হইবে। সৌমিত্রে! কোন প্রকারে এই রাত্রি যাপন করি এস; স্বয়ং তৃণ পত্র আনিয়া ভূমিতলে শয্যা রচনা করিয়া তাহাতেই শয়ন করিব। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়নে যিনি অভ্যস্ত, সেই রাম আজ ভূমি শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই আজ মহারাজ অতি দুঃখে শয়ন করিয়া আছেন। কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভরত আগমন করিলে দেবী কৈকেয়ী রাজ্যের জন্য মহারাজাকে প্রাণে না বিনাশ করেন তবেই মঙ্গল। হায়! পিতা বৃদ্ধ

হইয়াছেন, আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখন তিনি অনাথ, জানিনা, কামের অনুরোধে কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কি করিবেন। এই বিপদ আলোচনা করিয়া এবং রাজার এই মতিভ্রম দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামের গৌরবই অধিক।

কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ।
ছন্দানুবর্ত্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ ॥ ১০ ॥

অতি মূর্খ হইলেও কোন্ পুরুষ আমার মত ছন্দানুবর্ত্তী—আমার মত আজ্ঞাকারী পুত্রকে স্ত্রীর সন্তোষের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন? কৈকেয়ী পুত্র ভরতই ভার্য্যার সহিত পরম সুখী, কারণ এক্ষণে তিনি অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন। তিনিই অনুপম রাজ্য সুখ ভোগ করিবেন কারণ পিতা বয়োধর্ম্ম প্রযুক্ত জীর্ণ হইয়াছেন আর আমিও অরণ্যবাসী হইলাম।

অর্থধর্ম্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ত্ততে।
এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা ॥

অর্থ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি কামের অনুসরণ করেন তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার মনে হয়, পিতার প্রাণান্ত, আমাকে নির্ব্বাসিত এবং ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আমাদিগের কুলে আসিয়াছেন। আরও আমার মনে হয় ইদানীং কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া কেবল আমারই জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন। দেবী সুমিত্রা আমাদের জন্য দুঃখ ভোগ করিবেন—

"অযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ লক্ষ্মণ" লক্ষ্মণ! প্রাতঃকালেই তুমি এখান হইতে যাইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ কর। আমি একাই সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। তুমি অনাথা কৌশল্যা দেবীর রক্ষক হও।

ক্ষুদ্রকর্ম্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ।
পরিদদ্যাদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্ ॥

কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, বিদ্বেষ বশতঃ অন্যায় আচরণও তিনি করিতে পারেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ তিনি আমার মাতাকে বিষ দিতেও পারেন। সৌমিত্রে! নিশ্চয়ই আমার মাতা জন্মান্তরে অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এই পুত্র বিয়োগ ব্যথা উপস্থিত হইল। মা আমায় এতদিন লালন পালন করিলেন, বহুদুঃখে সম্বর্দ্ধিত করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সুখী

করিবার সময় আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলাম—আমায় ধিক্। লক্ষ্মণ! যে আমি মাতাকে অনন্ত শোক দিতেছি কোন সিমন্তিনী যেন আমার মত পুত্র প্রসব না করেন। সৌমিত্রে! আমার মনে হয় মাতার পালিতা সারিকা আমা অপেক্ষা মাতার অধিক স্নেহের পাত্র কারণ তিনি উহার মুখে "তুমি আমার শত্রু বিড়ালের পদে দংশন কর" এই শত্রু নির্য্যাতনের কথাও শুনিতে পান কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া তাঁহার কি উপকার করিলাম? আহা! মাতা কতই শোক করিতেছেন! তিনি অতি মন্দভাগিনী! হে অরিন্দম! পুত্র দ্বারা তিনি পুত্রকৃত প্রয়োজন রহিত হইয়া রহিলেন। অল্পভাগিনী মাতা কৌশল্যা আমার বিয়োগে আজ শোক সাগরে পতিত হইয়াছেন, আজ অতি দুঃখে শয়ান আছেন। লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই অযোধ্যাকে, এমন কি সমগ্র পৃথিবীকেও শর-নিকরে শত্রুশূন্য করিতে সমর্থ কিন্তু এই বল প্রদর্শন নিরর্থক। সৌমিত্রে! আমি অধর্ম্মভয়ে এবং পরলোকভয়ে ভীত হইয়াই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। জনশূন্য অরণ্যে রাম দীনভাবে এইরূপ বহু করুণ বিলাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বিলাপ উপরত রাম এখন শিখাশূন্য অনলের ন্যায় এবং তরঙ্গশূন্য সমুদ্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়াছেন। লক্ষ্মণ রামকে বলিতে লাগিলেন।

ধ্রুবমদ্য পুরী রাম অযোধ্যাযুধিনাং বর।
নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিক্রান্তে গত চন্দ্রেব শর্ব্বরী॥

হে শস্ত্রভৃৎশ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই আজ অযোধ্যাপুরী শশাঙ্কবিহীন রাত্রির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে কারণ আপনি অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া বনবাসে আসিয়াছেন। কিন্তু আপনার এইরূপ পরিতাপ করা উচিত নহে কারণ ইহাতে আপনি, সীতাদেবী ও আমাকে বিষন্ন করিতেছেন।

ন চ সীতা ত্বয়া হীনা ন চাহমপি রাঘব।
মুহূর্ত্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ॥
ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা॥

হে রাঘব! আপনাকে ছাড়িয়া সীতাদেবী এবং আমিও মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিতে পারিবনা—জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত করিলে মৎস্য কতক্ষণ বাঁচে? অধুনা

আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া পিতাকে, বা শত্রুঘ্নকে বা মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিনা—এমন কি স্বর্গলোক দর্শনেও আমার ইচ্ছা নাই।

বৃক্ষমূলে সুখাসীন ধর্ম্মবৎসল রাম অদূরে ঐ বটবৃক্ষমূলে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠবাক্যে বনবাসের প্রতি লক্ষ্মণের অত্যন্ত আদর আছে ইহা লক্ষ্মণের মুখে শুনিয়া রাম স্বয়ং বনবাসরূপ ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন এবং লক্ষ্মণকে ঐ ব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য—সঙ্গেও অন্যকেহ নাই কিন্তু গিরি শৃঙ্গ বিহারী সিংহের ন্যায় তাঁহারা তথায় কোন প্রকার ভয় বা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন না।

ভগবান্ বাল্মীকি এখানে যাহা লিখিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু নানা লোকের মনে নানা কথা উঠিল। বৈষ্ণব কবি ভাগবত অবলম্বনে লিখিলেন "গর গর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে। যার যৈছে মনোভাব সেই তৈছে শোনে"॥

নন্দের ভবনে এক বাঁশীই বাজিত এখনও বুঝি বাজে কিন্তু তাহা রাক্ষসী আসুরী দৈবী প্রকৃতির মানুষ আপন আপন মনের ভাব যেমন সেইরূপে শুনিত। বাঁশী শুনিয়া কংস ভাবিতেন আমার কালান্তক কাল আমাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে; শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম প্রভৃতি রাখাল বালকেরা ভাবিতেন আমাদের কানাই গোষ্ঠে যাইতে আমাদিগকে ডাকিতেছে, ব্রজ গোপিনীরা ভাবিতেন কৃষ্ণ আমাদিগকে বাঁশীর রবে সঙ্কেত করিতেছে কুঞ্জে যাইতে ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও যেন তাহাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপন্যাস সমালোচনা করিতে গিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিএ, ডি লিট মহাশয় ভগবান্ বাল্মীকিকে যাহা বুঝিলেন এবং যাহা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিলেন তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও—যাঁহারা তাঁহার উক্তিতে ব্যথা পাইয়াছেন তাঁহাদের অনুরোধে আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম এবং কথঞ্চিৎ সমালোচনাও করিলাম।

দীনেশ বাবু লিখিতেছেন—

"কিন্তু সাহিত্যিক রসসৃষ্টির আইন কানুন অত স্থূল নহে। মানুষ সৃষ্টি "করিতে হইলে, তাহাকে দোষে গুণে রচনা করিতে হয়; তবেই তাহাকে "আমাদের একজন বলিয়া চিনিতে পারি। রাম চরিত্রত <u>অবস্তুত</u> আদর্শ চরিত্র;

"কিন্তু বাল্মীকির হাতে তিনি রক্ত মাংসের মানুষ হইয়াছেন,—মহাকবি নিশ্চয়ই পুতুল "গড়িতে চেষ্টা পান নাই।

"গুহক চণ্ডালের গৃহ ছাড়িয়া একরাত্রি তিনি একটা বড় গাছের শাখায় বাস "করিয়াছিলেন। চারিদিকে সূ'চভেদ্য অন্ধকার, পশুর গর্জ্জন; মনোরমা সীতা ঝটিকা-দলিতা বল্লরীর ন্যায় তাঁহার কণ্ঠলগ্না, এমন সময় দুঃসহ কষ্টে কাল সর্পের "ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন "এমন কি কখন শুনিয়াছ "লক্ষ্মণ, যে কোন পিতা জগতে আমার মত ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে এই ভাবে বর্জ্জন "করিতে পারে? রাজা দশরথ একান্ত কাপুরুষ ও স্ত্রৈণ; তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া "যাও, নতুবা কৈকেয়ী আমার মাতাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবে"।

"কৌশল্যা রামের বনগমন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন "কোমল উপাধানে শির "রক্ষা করিয়া রামচন্দ্র শয়ন করিতে অভ্যস্ত, সে কেমন করিয়া তাহার কৌশ-"সাবলের মত দৃঢ় বাহু আশ্রয় করিয়া নিদ্রা লাভ করিবে"? পাছে রামের চিত্র "কঠোর হয়, এই ভয়ে কৃত্তিবাস এ সকল অংশ বাদ দিয়াছেন। লক্ষ্মণ রুখিয়া "উঠিয়া বলিয়াছিলেন "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যা সক্ত মানসম্" এ কথা "বাঙ্গালা রামায়ণে পৌঁছায় নাই।

"হনুমান রাবণকে প্রথম দিন দেখিয়া বলিয়াছিল, কি গম্ভীর রাজোচিত মূর্ত্তি! "কি ধৈর্য্য! কৌপিনধারী রামচন্দ্র ইঁহার সঙ্গে বিরোধ করিয়া কি করিবেন?

"সুতরাং বাল্মীকি কৃত রাম নিছক ভালমানুষটি নহেন রাবণও নিছক দুষ্ট লোক নহে।

দীনেশ বাবু বিখ্যাত সাহিত্যিক বলিয়া দেশ দেশান্তরে শ্রুত। আর সাহিত্যিক রস সৃষ্টির আইন কানুন অত স্থূল নহে তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন বলিয়া অনুমিত। কিন্তু তিনি এখানে কোন্ রসের সৃষ্টির করিলেন? এ কি দৈবীরস না আসুরী রাক্ষসী রস? ভগবান্ বাল্মীকি রাম চরিত্র আজকালকার সাহিত্যিকের মত "গড়িয়াছেন" কিনা তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু দীনেশবাবু রাম চরিত্রকে কিরূপ গড়িলেন? রস সৃষ্টি করিতে হইলে কি এইরূপ ভাবে সত্যের অপলাপ করিতে হয়? সত্যের অপলাপ এই কয় ছত্রের মধ্যে কতবার হইয়াছে দেখাইতেছি। তাঁহার সকল কথা সমালোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছাও নাই আর অবসরও নাই।

"রামচন্দ্র এক রাত্রে একটা বড় গাছের শাখায় বাস করিলেন" "সূচিভেদ্য অন্ধকারে, পশুর গর্জ্জনে ভীত হইয়া তিনি ঝটিকা দলিতা বল্লরীর ন্যায় মনোরমা

সীতাকে গলায় বাঁধিয়া গাছে উঠিয়া সেখান হইতেই লক্ষ্মণের সঙ্গে দুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ও বুঝি গাছের ডালে রামের কাছে বসিয়াছিলেন? দীনেশ বাবু এইরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে লজ্জা বোধ করিলেন না—ইহাই আশ্চর্য্য। এই অধ্যায়ে এবং পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত একাধিক স্থানে ভগবান্ বাল্মীকি লিখিলেন "ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্ম্ম বৎসলৌ" দীনেশ বাবু কি গাছের ডালে শয্যা প্রস্তুত হইল বুঝিলেন? পরের অধ্যায়ে ৫৪ সর্গে আছে "তে তু তস্মিন মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাং" এই দেখিয়া বোধ হয় দীনেশ বাবু কণ্ঠলগ্না সীতা সহ রামকে (বলিতে পাপ হয় বানরগড়িয়া) গাছের ডালে চড়াইয়া ছাড়িলেন। মহাবৃক্ষে অর্থ বৃক্ষতলে ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষেই বলা হইয়াছে। রামকে দোষে গুণে জড়িত রক্ত মাংসের মানুষ প্রমাণ করিতে গিয়া দীনেশ বাবু কোন্ রাম গড়িয়া রস সৃষ্টি করিলেন তাহা সুধীবৃন্দই দেখিবেন। "সূচীভেদ অন্ধকারে" আর "চারিদিকে পশুর গর্জ্জনে" রাম কত ভীত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ভগবান্ বাল্মীকি বলিতেছেন—

"ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তু
র্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ"

গিরি শৃঙ্গ বিহারী সিংহদ্বয়ের মত রাম ও লক্ষ্মণ ভয় ও সম্ভ্রম কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না। এইরূপ বিপর্য্যয় করিয়াই কি অবতার বাদ খণ্ডন করিতে হয়? ফলে দীনেশ বাবুর কল্পনাশক্তি অতি উর্ব্বরা। যাহা তাঁহার মনে আইসে তাহাতেই তিনি রস সৃষ্টি করেন বলিয়া অনুমান করা যায়। সাহেবেরা শিখাইলেন আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ না গড়িলে পুতুল গড়া হয় তদনুসারে ঐ উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া দীনেশ বাবুর এই সিদ্ধান্ত লওয়া উচিত হয় নাই।

শ্রীভগবান্ যখন মায়া মানুষ হইয়া আইসেন তখন আমরা তাঁহাকে আমাদের মতনই দেখি। মানুষ হইয়া তিনি মানুষের মতনই অভিনয় করেন কিন্তু মূঢ় মানুষকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য দেখান—মানুষ হইয়া আসিলেও তিনি অমানুষ—তিনি ভগবান্। দীনেশ বাবু যে জাতিতে জন্মিয়াছেন সেই বৈদিক আর্য্যজাতি—পিতার মধ্যে, মাতার মধ্যে, স্ত্রীর মধ্যে, পুত্র-কন্যার মধ্যে, আচার্য্যের মধ্যে, অতিথি মধ্যে ঈশ্বর দেখিতে উপদিষ্ট। শ্রুতি বলেন "পিতৃ দেবোভব, মাতৃ দেবোভব, আচার্য্য দেবোভব, অতিথি দেবোভব"। রক্ত মাংসের দেহটাই মানুষ নহে —মানুষ চৈতন্য, মানুষ আত্মা। এই দিকে দৃষ্টি করিলেই দীনেশ বাবু সাহেব গুরু-দিগের ভ্রম দেখিতে পান। দীনেশ বাবু যে প্রতিভা লইয়া আসিয়াছেন তাহাতে

তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। তবে বলা যায় সংসর্গ দোষে তাঁহার বিলাতী প্রতিভা পুষ্ট হইয়াছে। যদি তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইতে এই শেষ বয়সেও চেষ্টা করেন তবে এখন ও তাঁহার গতি লাগিতে পারে। তাঁহার মত পরিবর্ত্তন আমরা আশা করি না কিন্তু যিনি সমাজের আর দশ জনকে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"র পথে টানিয়া লইতে প্রয়াস পান সেই অল্প বিশ্বাসীর জন্যই—এই সমালোচনা। শুধু যে দীনেশ বাবু ভগবান্ রামচন্দ্রকে দোষগুণে জড়িত প্রমাণ করিতে চান তাহাই নহে আর এক বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক—ইঁহার কথা বলিতে —তাঁরই কথায় বলি—আমরা ইতঃস্ততঃ করি—তাই তাঁর মতন অত্যন্ত চুপি চুপি বলি—ইনি মহাভারতের যুধিষ্ঠিরকে অত ভালো বলেন না যত ভালো বলেন ভীম সেনকে—কেননা ভীম সেন নিছক ভাল মানুষ নহেন দোষে গুণে জড়িত। আর রামায়ণ সম্বন্ধে ইনি বলেন "সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই মান্বেন যে রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালো বাসেন"। মহামান্য সাহিত্যিকের এই অভ্রান্ত ধারণার মূলে আছে স্বভাব বাদ। লক্ষ্মণ দোষ গুণে জড়িত তাই ভাল আর রামচন্দ্র আদর্শ তাই তিনি রক্ত মাংসের মানুষ নন। কবি যদি ভাগবানের অবতার মানিতে পারেন তবে তিনি আমাদের মতই বলিবেন।

দীনেশ বাবু এই প্রসঙ্গে হনুমানের কথাও বিকৃত করিয়া আনিয়াছেন। হনুমান প্রথম দিন রাবণকে দেখিয়া কোথাও ত বলেন নাই কি রাজোচিত মূর্ত্তি, কি ধৈর্য্য। কৌপীন ধারী রামচন্দ্র ইহার সহিত বিরোধ করিয়া কি করিবেন। দীনেশ বাবু সুন্দরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে রাবণ পালিতা লঙ্কার দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিয়া হনুমান যে বলিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই রাম নিন্দা করিয়াছেন।

> "ইমাস্তু বিষমাং লঙ্কাং দুর্গাং রাবণ পালিতাম্।
> প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ॥"

লঙ্কার দুর্গ সকল দেখিয়া হনুমান এইরূপ যে মনে করিয়াছিলেন তাহাতে লঙ্কা দুর্ভেদ্য, জয় করিতে হইলে কতখানি শক্তি চাই তাহা প্রদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। রাঘব সুমহাবাহু হইলেও লঙ্কা জয় করা কঠিন। এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু রাবণকে দেখিয়া কৌপীনধারী রাম ইহার কি করিবেন ইহা দীনেশ বাবুর গভীর গবেষণা। হনুমান রাবণকে দেখিয়া আসিলেন—সীতার সন্ধান না পাইয়া যখন আশাশূন্য হইতে ছিলেন, চিতা প্রবেশের কল্পনাও

করিতেছিলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সমস্ত দুর্ব্বলতা দূরে নিক্ষেপ করিলেন—ভগবান্ বাল্মীকি লিখিতেছেন—

ততো বিক্রমমাসাদ্য ধৈর্য্যবান্ কপিকুঞ্জরঃ।
রাবণং বা বধিষ্যামি দশগ্রীবং মহাবলম্॥

মহাবল দশগ্রীব রাবণকে বধ করিব ইহাই তিনি বলিয়া ছিলেন। দীনেশ বাবুর কৌপীন ধারী রামচন্দ্রকে তখন কিন্তু হনুমান্ স্তব করিয়াছিলেন আর ঝটিকা দলিতা মনোরমা সীতাকেও স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান্ বাল্মীকি সুন্দর কাণ্ডের ১৩ সর্গে লিখিতেছেন।

নমোঽস্তু রামায় স লক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্মৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র যমানিলোভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নি মরুদ্গণেভ্যঃ॥

ভগবান্ বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, প্রভৃতি ঋষিগণ যে রাম চন্দ্রকে—পূর্ণ ব্রহ্ম বলিতেছেন, বেদ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ অবতার বলিয়া পূজা করেন তাঁহাকে এই ভাবে "গড়া" দীনেশ বাবুর কোন্ বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে তাহা স্ত্রীলোক বালকেও বুঝিতে পারে।

গীতাকে জগতের লোক মান্য করেন। তথাপি আমাদের দেশের কবি শ্রেষ্ঠ রসোদ্গারী সাহিত্যিক কি দেখিবেন না যে

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতম।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥"

আমরা এই সমস্ত বিষয় লিখিতে অত্যন্ত দুঃখিত হই এইরূপ সমালোচনা ত্যাগ করিলেই চিত্ত শান্ত হয়। তথাপি বলিতে হয় শাস্ত্র শ্রদ্ধা করাই অসংযম ব্যভিচার ইত্যাদি সাংঘাতিক দোষের একমাত্র প্রতীকার। এই গীতাই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষ্যন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ইত্যাদি।

এইরূপ কর্ম্মের পরে শতবার মনে আইসে পাহি পাহি রঘুনায়ক রাম আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ রাম। এই জপিয়া শান্তি পাই। তুমি আর্ত্ত বন্ধু—তুমি পরিত্রাণ না করিলে আর আমার কে আছে? হে ভগবন্ আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এই ব্যভিচারের দিনে জন্মগ্রহণ আমাদের পূর্ব্বকৃত পাপেরই সূচনা করে। তুমি

যখন আসিয়াছিলে তখন যদি জন্মিতাম তখন লতা গুল্ম হইয়া জন্মিলেও পবন চলিত তোমার পদরেণু স্পর্শে মুক্ত হইয়া যাইতাম। প্রভো! করুণা কর। চিত্তক্ষোভকর দুরন্ত ব্যভিচার সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলেই বিশেষ ক্লেশ অনুভব করি। আমাদিগকে সুমতি দাও—আমাদিগকে ক্ষমা কর। রামায়ণ বেদ। বেদ পাঠের এই সমস্ত বিঘ্ন যেন আর আমাদিগকে উৎপীড়িত না করে।

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র সম্বন্ধে—সাহিত্যিকগণের কাহারও কাহারও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে নিতান্ত গর্হিত তাহা বুঝিলাম কিন্তু যে ভগবান্ পূর্ব্বে কখন পিতৃনিন্দা বা বিমাতা নিন্দা করেন নাই তিনি যে এইখানে ঐরূপ নিন্দা করিলেন তাহাতে কি বুঝিব? লোকে ত মনে ভাবিতে পারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বনবাসের ক্লেশ অনুভব করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া রাম ধৈর্য্য হারাইয়া ছিলেন। না—তাহা নহে। পিতা বা বিমাতার নিন্দা সম্বন্ধে এখানে শ্রীভগবান্ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার মনোভাব নহে। তিনি শ্রীলক্ষ্মণের কথাই এখানে বলিতেছিলেন। তাঁহার প্রয়োজন লক্ষ্মণের মনে কি আছে তাহাই শ্রীলক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিবার অবসর দেওয়া। বৈদ্যগণ উদরের বদ্ধমল বাহির করিবার জন্য বিরেচন দিয়া থাকেন। আর এই ভব-রোগ বৈদ্য অন্তরের মল বাহির করিবার জন্য শ্রীলক্ষ্মণকে বিরেচন প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণকে দেখিতে বলিলেন অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে কিনা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনি সমস্তই জানেন। তিনি যে পরীক্ষা করেন তাহা মানুষের অন্তরে কোথায় কি লুক্কায়িত আছে তাহা উদ্ঘাটন করিবার জন্য। লক্ষ্মণ যখন উত্তর করিলেন সীতা বা আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিবনা, রামকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গ লোক দর্শনেও ইচ্ছা নাই—এই উত্তর পাইয়া ভগবান্ আর ঐ কথা উত্থাপনই করিলেন না। লক্ষ্মণকে আত্মপরীক্ষার অবসর দেওয়াই শ্রীভগবানের ঐরূপ বিরেচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নতুবা পিতৃনিন্দা বা বিমাতা নিন্দা আদৌ তাঁহার অন্তরের কথা নহে। লক্ষ্মণ যে ভাব পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন সেই ভাবের অভিনয় না করিলে পরীক্ষা ঠিক হয় না বলিয়াই শ্রীভগবানের ঐরূপ অভিনয়। শ্রীভগবানের চরিত্র সর্ব্বদা নির্দ্দোষ। দোষ যাহা মানুষে দেখে তাহা তাহাদের রাক্ষসী আসুরী স্বভাবেই দেখে। শ্রীভগবানের চরিত্র সকল লোকেরই আদর্শ। তাহাতে অমানুষ ভাবও আছে আর তাঁহার মানুষ ভাব মানুষকে আত্ম পরীক্ষার অবসর দেওয়া মাত্র।

বনবাসপর্ব্বে ৯ম অধ্যায়।

বনবাসের চতুর্থ দিন—প্রয়াগ পথে।

"দেখহু খোঁজি ভুবন দশচারী"
কহঁ অস্ পুরুষ কহাঁ অসি নারী"। তুলসী দাস।

মনে মনে নিত্য সৌন্দর্য্য অন্বেষণ কর—শম দম অভ্যাস হইবে, তখন আর ক্ষণস্থায়ী সুন্দর দেখিতে ছুটিবে না। চিত্ত যে বড়ই সৌন্দর্য্য লোলুপ। কল্পনাতেও ইহাঁকে অন্তরে নিত্য সৌন্দর্য্য দর্শনে নিযুক্ত কর।

চতুর্দ্দশ ভুবন খুঁজিয়া দেখ রামের মত পুরুষ কোথায় আর সীতার মত নারীই বা কোথায়? রামই সেই পরম সত্য আর সীতাই সেই হিরণ্ময়ী বামমহিমা। সূর্য্য মণ্ডল যেমন পরম সত্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ সীতা, রামের স্বরূপ ঢাকিয়া আছেন। সূর্য্য যেমন দীধিতি ছাড়িয়া নাই, চন্দ্রমা যেমন চন্দ্রিকা ছাড়িয়া থাকেন না, রামও সেইরূপ সীতা ছাড়িয়া থাকেন না। গায়ত্রী যেমন ব্রহ্মই, ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী সীতাও সেইরূপ পরব্রহ্ম রামই। সীতা রাম অভেদ হইয়াও সাধকের জন্য মূর্ত্তি ধরিয়া খেলা করেন। রামায়ণ এই ব্রহ্ম ও গায়ত্রীর লীলা—এই জন্য ইহা বেদ। পূর্ণ সত্য—পূর্ণ রস এই সীতারাম।

সীতা, রাম, লক্ষ্মণ তৃতীয় দিনে সেই মহাবৃক্ষ তলে রাত্রি যাপন করিলেন। চতুর্থ দিন প্রভাতে বিমল সূর্য্য উদিত হইলেন আর তাঁহারা ঐ দেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। যথায় ভাগীরথী যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন তাঁহারা নিবিড় বন মধ্য দিয়া সেই দেশ অভিমুখে চলিলেন। মনোহর বিবিধ ভূমিভাগ, অদৃষ্ট পূর্ব্ব বিবিধ দেশ, বিবিধ কুসুমিত বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে তাঁহারা চলিতেছেন। কোথাও কোন মানুষ আগমনের আশঙ্কা নাই—তাঁহারা স্বেচ্ছামত কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন আবার চলিতেছেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন সৌমিত্রে! প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে দেখ! ভগবান্ অগ্নির কেতু স্বরূপ এই শুভধূম। মনে হইতেছে ঐ স্থানে কোন ঋষি আছেন। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে আসিলাম, দুই নদীর প্রবাহ-সঙ্ঘর্ষ শব্দ এখান হইতে স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। বনজোপজীবিরা যে কাষ্ঠ ছেদন করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার চিহ্ন দেখ, আরও আশ্রমে বিবিধ বৃক্ষ ছিন্নাবস্থায় দেখা যাইতেছে।

চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইল, দিবাকর অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলেন। সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তাঁহারা গঙ্গা যমুনার সন্ধি স্থলে আসিলেন। প্রয়াগ রাজ দর্শন করিয়া রঘুনাথ বড়ই সুখী হইলেন। গঙ্গা-যমুনার তরঙ্গ দর্শনে দারিদ্র্যদুঃখ দূর হয়, মানুষের সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়। ত্রিবেণী দর্শন করিয়া ইঁহার স্মরণে মানুষ সমস্ত শুভ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ এখানে যথাবিধি স্নান করিয়া শিবপূজা করিলেন, করিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া আশ্রমের মৃগ পক্ষিগণ ত্রস্ত হইল। সম্মুখেই কুটীর। মুনির দর্শন-লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা কিয়দ্দূরে অবস্থান করিলেন। পরে তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন সংশিত ব্রত—দৃঢ় ব্রত, তপস্যা লব্ধ-চক্ষু—ত্রিকালদর্শী মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া একাগ্রমনে শিষ্য মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভগবান্ রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ঋষিকে অভিবাদন করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। আমরা পিতার নিয়োগে বনে আসিয়াছি। ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আমরা এখানে ধর্ম্মাচরণ করিব।

ভগবান্ ভরদ্বাজ তখন পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্কাঙ্গাদি দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণের পূজা করিলেন। পরে নানা প্রকার বনজাত ফল মূলাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন। মুনি তখন বলিতে লাগিলেন—

অদ্যাহং তাপসঃ পারং গতোঽস্মি তব সঙ্গমাৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানাং মায়য়া কার্য্য মানুষম॥
যদর্থমবতার্ণোঽসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণপুরা।
যদর্থং বনবাসস্তে যৎ করিষ্যসি বৈ পুরঃ॥
জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাঽহং জাতয়া তদুপাসনাৎ।
ইতঃপরং ত্বাং কিং বক্ষ্যে কৃতার্থোঽহং রঘূত্তম॥

আজ আমি তোমার সঙ্গ পাইয়া তপস্যার শেষ ফল প্রাপ্ত হইলাম। তুমিই পরমাত্মা আমি জানি, তুমি মায়া দ্বারা মানুষরূপ ধারণ করিয়াছ। ব্রহ্মার প্রার্থনায় তুমি যে জন্য অবতীর্ণ, যে জন্য তোমার বনবাস, এবং ইহার পরে তুমি যাহা করিবে, তোমার উপাসনা দ্বারা আমার যে জ্ঞানদৃষ্টি জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা আমি সমস্তই জানিতেছি। রঘূত্তম তোমাকে আর কি বলিব, আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কৃপা করিয়া রাম আমাকে এই বর দাও যেন তোমার চরণ কমলে আমার স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে।

কর্ম্ম বচন মন ছাঁড়ি ছল, জবলগি জন ন তুমহার।
তবলগি সুখ সপনেহুঁ নহী, কিয়ে কোটি উপচার॥

কর্ম্মে, বাক্যে ও মনে ছল কপট ছাড়িয়া—অন্য কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া যত দিন না মানুষ তোমার হইবে ততদিন কোটি উপায় করুক, আজ হাজারও সেবা করুক, স্বপ্নেও মানুষ প্রকৃত সুখ পাইবেনা।

অপরাপর মুনিসকল রাম দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন, ভগবান্ ভরদ্বাজ রামকে বলিলেন এই গঙ্গা যমুনা সঙ্গম ক্ষেত্র নির্জ্জন স্থান, অতি পবিত্র ও রমণীয় তুমি এখানে পরম সুখে অবস্থান কর।

রাম বলিতে লাগিলেন—অযোধ্যা এখান হইতে দূর নহে। লোকে আমাকে ও জানকীকে দেখিতে পাইবে জানিলে, সর্ব্বদাই এখানে আগমন করিবে। এইজন্য এখানে বাস করা আমার রুচিকর হইতেছে না। সুখোচিতা জনকাত্মজা যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এইরূপ কোন একান্ত স্থান নির্দ্দেশ করুন।

ভরদ্বাজ বলিলেন এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চিত্রকূট পর্ব্বত। সেই পর্ব্বত মহর্ষিগণ নিষেবিত, পুণ্যময়, সর্ব্বত্র শুভ দর্শন। ঐ পর্ব্বতে বিস্তর গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর বাস করিয়া থাকে।

যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ।

যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য, সেই চিত্রকূটের শৃঙ্গ সকল অবলোকন করে তাবৎ কাল তাহারা কল্যাণ সাধনে নিরত হয়—মায়া মোহে মন দিতে পারে না। সেখানে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জ্জন ও সুখকর হইবে। অথবা তুমি আমার সহিত এইখানে বাস কর।

প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া, মহর্ষি ভরদ্বাজ সমস্ত কাম্যবস্তুর দ্বারা তাঁহাদের সৎকার করিলেন। প্রয়াগ নিবাসী ঋষির সহিত বিচিত্র কথা কহিতে কহিতে পুণ্যরাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রি সুখে কাটিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে ভগবান্ চিত্রকূট গমনে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভরদ্বাজ বলিলেন রাম চিত্রকূটে বাস সর্ব্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্ব্বতে মধু মুল ফল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে।

নানা-নগ-গণো পেতঃ কিন্নরীগণ সেবিতঃ।
ময়ূরনাদাভিরুতো গজরাজনিষেবিতঃ।

ঐ পর্ব্বত নানাবিধ বৃক্ষ সমন্বিত, কিন্নরীগণ সেবিত, ময়ূর শব্দে প্রতিধ্বনিত। বহু বৃহৎ হস্তী তথায় বাস করে। রাম তুমি তথায় গমন কর। সেই বহু ফল মূল বিশিষ্ট রমণীয় পুণ্য পর্ব্বতে কুঞ্জর যূথ ও মৃগ যূথকে দলবদ্ধ হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে দেখিবে। রাম তুমি নদী, প্রস্রবণ, গিরি গুহা, পর্ব্বতশৃঙ্গ, পাষাণ-নির্ভেদ ও নির্ঝর সকলে সীতার সহিত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। অতিহৃষ্ট টিট্টিভের ধ্বনি শুনিয়া এবং উন্মত্ত কোকিল কুহুরবে তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হইবে। বিবিধ মৃগ ও মদমত্ত গজসমূহে রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত তোমার আশ্রমের উপযুক্ত। (ক্রমশঃ)

গোঁসায়ের কড়্চা।

চলিয়া যাইবার সময় গোঁসাই একটি দপ্তর দিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম —ঠাকুর কি দিয়া যাইতেছ? গোঁসাই হাসিয়া বলিলেন—গোঁসায়ের কড়্চা। আমার পাঁজি পুঁথি ইহাতেই সব রহিল আর আমিও ইহাতে রহিলাম। ইহার ব্যবহার করিও।

গোঁসাইকে আর দেখিতে পাইবনা, বড় দুঃখ হইল। আচ্ছা গোঁসাইত স্থূলে আর দেখা দিবেননা—কিন্তু তাঁর কড়চার ব্যবহারই করি—ঠাকুরকে স্থূলে না পাইলে তিনি যাহা করিতে বলিয়াছেন তাই করি, যদি গোঁসাই কৃপা করেন।

দপ্তর খুলিলাম। কি অপূর্ব্ব জিনিষ গোঁসাই দিয়া গিয়াছেন। কত সুন্দর উপদেশ গল্পচ্ছলে। সকলের জন্য ইহা। তাই আরম্ভ করিলাম।

প্রথম কড়চা।

৺কাশীর শীত। দশাশ্বমেধের অশ্বত্থবৃক্ষতলে একজন সাধু। একখানি মাত্র কম্বল তাঁহার সম্বল। একজন নাগাসন্ন্যাসী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শীতে অতিশয় কম্পিত হইতেছেন। সাধু, নাগাকে কাঁপিতে দেখিয়া আপনার কম্বলখানি নাগাকে দান করিলেন। সম্মুখে একজন বাবু ইহাই দেখিতেছিলেন। সাধুর এই দান দেখিয়া বাবুটি বিস্মিত হইয়া সাধুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "মহারাজ

আপনার ত আর কিছুই নাই। একমাত্র সম্বল কম্বলখানি ; তাহাও আপনি দান করিলেন। আপনার মত ত্যাগী পুরুষ ত আর আমি দেখি নাই।

সাধু! তুমি দেখ নাই—আমি দেখিয়াছি। তুমি এবং তোমার মত বাবুরা অতিশয় ত্যাগী। কারণ সর্ব্বাপেক্ষা সাররত্ন তুমি ত্যাগ করিয়াছ।

বাবু—আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি ত্যাগী কিসে?

সাধু—বাবু বুঝিতেছনা তুমি ঈশ্বর ত্যাগ করিয়াছ। ইহা অপেক্ষা বেশী ত্যাগ কি কেহ করিতে পারে?

বাবু—ঈশ্বরকে ত কখন দেখি নাই; ত্যাগ করিলাম কি রূপে?

সাধু—দেখ নাই বাপু? ঈশ্বর পিতা সাজিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিন তাঁহার সেবা করিয়াছ? মাতা হইয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিন তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছ? ঈশ্বর আচার্য্য হইয়া আসিয়াছেন—কয়দিন তাঁহাকে সম্মান করিতেছ বল? তিনি ভিক্ষুক হইয়া আসেন, সাধু হইয়া আসেন—বল তাঁহাকে কি দেখিতে শিখিয়াছ?

বাবু—পিতা, মাতা, আচার্য্য ইত্যাদি ঈশ্বর—ইহাও আপনি বলিতেছেন—ইহার কি কোন প্রমাণ আছে?

সাধু—আছে বৈ কি বাবু! তুমি কি বেদ মান? বেদে আছে পিতৃ দেবো ভব—মাতৃদেবো ভব—আচার্য্য দেবোভব—এই সমস্তই ঈশ্বর আপনি বলিতেছেন। মানিতে পার কি? তুমি যদি বেদ না মান, বেদ প্রসূত শাস্ত্র না মান তবে তোমার মত হতভাগ্য আর কে আছে বল?

বাবু—আমি ত বেদ ও শাস্ত্র মানিতে চাই। কেহ কিন্তু ইহা শিক্ষা দিতে-ছেনা এই দুঃখ।

সাধু—বাবা! তোমার মঙ্গল হইবে। তুমিই ভাবিয়া দেখ যাহাদের ভাল কর্ম্ম করা নাই—যাহারা শুভ কর্ম্ম, অশুভ কর্ম্ম বিচার না করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে তাহারা ঈশ্বর দেখিবে কিরূপে? ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে পবিত্র আচার, পবিত্র আহার, সন্ধ্যা আহ্নিকাদি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, সাধু সঙ্গ করিতে হইবে, সৎ শাস্ত্র পড়িতে হইবে; তবেত ঈশ্বরের দেখার জন্য হৃদয় দর্পণ নির্ম্মল করিতে পারিবে। ঈশ্বর দেখা দিবার জন্য প্রস্তুত আছেন—তোমার হৃদয় দর্পণের পারা নাই—ঈশ্বরের মূর্ত্তি সেখানে দেখিবে কিরূপে? বাবা তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা—"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" আচার হীনং ন পুনন্তি

বেদাঃ আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ ইত্যাদি আজ্ঞাকেই ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া পালন করিতে চেষ্টা কর তোমার ভাল হইবে।

দ্বিতীয় কড়্‌চা।

সার্ব্বভৌম—বিখ্যাত পণ্ডিত। শুধু মুখ-পাণ্ডিত্য নহে, তাঁহার পাণ্ডিত্যে তিনি সদা সুখপ্রসন্ন বদন।

বড় বড় ইংরাজী শিক্ষিত—হাজার দেড়হাজার বেতন ভুক্ বহু ভদ্রলোকে তাঁহাকে আনাইয়াছেন। ইচ্ছা কিছু শাস্ত্র শুনেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন।

পূর্ণ মজলিস। এমন সময়ে আর একজন ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম মহাশয়কে চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। যিনি এই লোকটিকে আনিয়াছিলেন তিনি একটু পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম নবাগত ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন তুমিত দেখিতেছি মরিয়াছ—এত বড় ভারি ইংরাজী বিদ্যা শিখিয়া তোমার এ দশা কেন গো? তোমার চক্ষে যে জ্যোতি ভাসিয়াছে।

সার্ব্বভৌম নবাগত ব্যক্তিকে নিকটে বসাইয়া ভাগবত বলিতে লাগিলেন। শিক্ষিত মহাশয়গণ একেবারে বহু বহু প্রশ্ন তুলিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দুচারিবার ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়া বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রের বহু শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন—

নবাগত ব্যক্তিটি বলিলেন-মহাশয় এ কি করিতেছেন? ইহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন আপনি তাহার উত্তর না দিয়া কেবল শ্লোক আওড়াইয়া কি করিবেন?

সার্ব্বভোম—বাবা এ সব অসুর—এদের প্রশ্ন লইয়া কে মাথা খারাপ করিবে বাপু! আমি কত শাস্ত্র পড়িয়াছি—তাই নানা শ্লোক বলিয়া ইহাদিগকে দেখাই-য়াদিতেছি—ইহারা কি জানে? বাবা! ইহাদের সংশয় প্রচুর। ইহারা সংশয়ে ভরা। কে বাবা ইহাদের সংশয় মিটাইবে? বিশেষতঃ ইহারা আচার মানেনা। লুঙ্গি পরিয়া রাস্তায় বেড়ায়, কুকুর কোলে করিয়া আদর করে, বিনামা পায়ে খায়, বিনামা পায়ে জামা গায়ে শৌচখানায় যায়, ভাল করে হাতে মাটী দেয়না, পায়খানার কাপড়ে থাকে, এঁঠো বিচার করেনা, সন্ধ্যাআহ্নিক করেনা, শ্রাদ্ধতর্পণ করেনা, যা ইচ্ছা তাই করে, বা ইচ্ছা তাই খায়, বেদ মানেনা, ঋষি মানেনা, ভগ-বানের কিছুই বুঝেনা, বুঝিতেও চায়না। অর্থ অর্থ অর্থ সর্ব্বদাই করে, কখন কোন

দান করিতে চায়না বাধা? ইহাদিগকে বুঝাইবে কে? ইহারা বলে জলে, বায়ুতে, আকাশে যেরূপ সকলের সমান অধিকার সেইরূপ মাটীতেও সকলের সমান অধিকার হওয়া উচিত। জমীদারী ইহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া উচিত। কত গরিব লোক খেতে পায় না আর ইহারা পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া ঘোর বিলাসিতায় মগ্ন। এই সমস্ত চার্ব্বাক মত। ইহারা চারুকথায়—মুখরোচক কথায় মুগ্ধ। ইহারা হিন্দু নহে। হিন্দু তিনিই যিনি মানেন—কেহ রাজা কেহ ভিখারী—ইহা কর্ম্ম জন্য। যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেইরূপ ভোগ পায়। তাই বাবা ইহাদিগকে ঐরূপ শ্লোক আওড়াইয়াই ক্ষান্ত করিতেছি। "হারার চাইতে গোলমাল করিয়া দেওয়াই ভাল"।

তৃতীয় কড়চা।

রামেশ্বরম্ ষ্টেশনে গিয়া আমরা পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে বহু নরনারী। একজন বদরীবিশালের সন্ন্যাসিনী একটি কচি ছেলেকে স্তন্য দান করিতেছে—আর ছেলেটা কাঁদিতেছে। আমরা গিয়া দেখিলাম সন্ন্যাসিনী একটা ন্যাকড়ার ছেলে করিয়া আপনি নানাপ্রকার ছেলের কান্না কাঁদিতেছে। আমরা নিকটে যাইবা মাত্র সন্ন্যাসিনী ন্যাকড়ার ছেলেটা কোল হইতে ফেলিয়া দিয়া হাঁসিয়া বলিতেছে তুই মর। লোকে অবাক হইয়া দেখিল—এটা কি?

পরদিন প্রভাতে আমরা রাম সরোবরে স্নান করিয়া ফিরিতেছি দেখি সেই সন্ন্যাসিনী এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ভয়ানক চিৎকার করিতেছে। আমরা নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এই তোম্‌হারা ক্যা হুয়া হায়—কেঁও চিল্লাতে হো?

সন্ন্যাসিনী—ভূত আয়াহে! খানে মাঙ্গতা হ্যায়। খানে দাও। বলিয়া সন্ন্যাসিনী হাত পাতিল। আমরা অবাক হইয়া যাহার যাহা সাধ্য তাই উহাকে দিলাম। সন্ন্যাসিনী পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আমরা যে স্থানে বাসা করিয়াছিলাম দেখিলাম সন্ন্যাসিনী রাস্তায় পা ছড়াইয়া দিয়া অতি মধুর স্বরে গান গাহিতেছে। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একজন জিজ্ঞাসা করিল এই—তোম্‌তো ঔই হো। আব্ এ ক্যা হোতা হে।

সন্ন্যাসিনী—"দেওতা আয়া হ্যয়—কুছ্ মাঙ্গতা নাহি" বলিয়া সন্ন্যাসিনী হাঁসিতে লাগিল।

আমরা দেখিলাম সন্ন্যাসিনীর "ভূত আয়া হ্যায় ও দেওতা আয়া হ্যায়" এই বুঝি বড়ই গম্ভীরার্থক; বাস্তবিক ভূত আসিলেই বহু অভাব কিন্তু দেবতা আসিলে

কোন কিছু চাওয়া নাই। কোন [illegible] কোন ছটফটানি নাই। সবই পূর্ণ—সবই ভরিত।

এই ভূতাপসরণই কার্য্য। পূজার সময় এই জন্য ভূতাপসরণ করিতে হয়।

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারঃ তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

পুনঃ অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
সর্ব্বেষামবিরোধেন পূজা কর্ম্ম সমারভেৎ॥

আহা! জীবনটাই যে ভগবানের পূজার জন্য। সর্ব্বদাই বলিতে অভ্যাস করা উচিত "রামের আজ্ঞায় তোমরা আমার দেহ হইতে সরিয়া যাও" "আমি নির্ব্বিঘ্নে পূজা করি"। সর্ব্বদাই ত উপদ্রব আছে। সেই জন্য সর্ব্বদাই ভক্তিভরে বলা উচিত—প্রভো! তোমার আজ্ঞায় আমার সকল ভূত—অভাব ভূত দূর হউক আমি সুস্থ হইয়া তোমার সেবা করি।

ক্রৌঞ্চ বধে—বাল্মীকি!

আদি কবির আদি শ্লোক রচনা কি মধুর! দেবর্ষি নারদ আসিয়া পূর্ব্বক্ষণে শ্রীরাম হৃদয় রামায়ণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, রাগ শোকাদি বর্জ্জিত তপস্বী বাল্মীকি পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলি চিন্তা করিতে করিতে স্নানার্থে স্বচ্ছ সলিলা তমসাতীরে আসিয়াছেন, সঙ্গে শিষ্য ভরদ্বাজ, শিষ্য হস্তে পরিধানের বল্কল দিয়া, "বিচরং স্তমসাতীরে বনে বহুল পাদপে"।

মহর্ষি পাদপরাজি সুশোভিত, গুল্মলতা পরিবেষ্টিত, ক্রৌঞ্চ মিথুন নিনাদিত নদীতীরবর্ত্তী কানন প্রদেশে ইতঃস্তঃ পদচারণা করিতেছেন, মনঃ সংলগ্ন দৃষ্টি বাহিরের দৃশ্য দেখিয়াও দেখিতেছিল না, জিতেন্দ্রিয় মুনির দৃষ্টি নিভৃত বনে ক্রীড়া রত ক্রৌঞ্চ মিথুনের উপর পড়িল, তিনি হর্ষোন্মত্ত কলধ্বনি রত তাহাদের প্রতি প্রীতি পূর্ণ প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, অকস্মাৎ ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপে বনভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল, ভগবান্ বাল্মীকি দেখিলেন, এক নির্দ্দয় ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ বিনষ্ট হইয়াছে, আর ক্রৌঞ্চী? তার নিত্য সহচর দ্বিজবর পতিকে শোণিতাক্তকায়ে পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছে। মুনিবর বাল্মীকি এ করুণ দৃশ্যে ব্যথিত হইলেন, তাঁহার যোগরত দৃষ্টি বাহিরের এ ভোগরত জগতের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যে করুণায় ব্যথিত ও বিগলিত হইয়া গেল। মহর্ষি শোকাভিভূত হইলেন, কিন্তু বাল্মীকি

তো রাগ-শোকাদি বর্জ্জিত। তাদৃশ মহর্ষির অন্তঃকরণে শোক সঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তবে আজ কি জন্য তিনি শোকাক্রান্ত হইলেন?

শিষ্য ভরদ্বাজ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেই শোককালে আকাশপ্রভবাদেবী সরস্বতী শোক-মোহারির অযোগ্য তপোনিধির শোকশান্তির নিমিত্ত কবিত্বশক্তি রূপে তাঁহার আস্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শোক কখন কখন মানুষকে কবি করিয়া তুলে দেখা যায়। শুভ মুহূর্ত্তে মহর্ষির মুখ হইতে শোকচ্ছাসে 'মা নিষাদ' শ্লোক বাহির হইল, কলিগ্রস্ত জীব কলি সন্তরণের উপায় পাইল, এই ঘোর কলিতে মৃত্যু সংসার সাগর পার হইতে এমন উপায় আর নাই।

পক্ষী শোকে আকুল হওয়াতে করুণার্দ্র হৃদয় বাল্মীকির মুখ হইতে এই ছন্দ-বদ্ধ বাক্য ব্যাধের প্রতি উচ্চারিত হইল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্"।।

রে নিষাদ! ক্রৌঞ্চমিথুন মধ্যে কাম মোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না।

আপন স্বরূপ পরমাত্মাকে ভুলিয়া জীব প্রকৃতির মোহে মুগ্ধ হয়, যে হৃদয় সতত কামনা তরঙ্গে আন্দোলিত, সে অন্তর কখন শান্ত স্থির পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এই কর্ম্মকে পাপকর্ম্ম জানিয়া ভগবান্ বাল্মীকি বলিলেন—

হে শরীরধারিন্! তুমি নিত্য প্রতিষ্ঠিত পরম পদকে পাইতে পার না, কারণ তুমি আপন স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রকৃতি কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছ।

অতঃপর বাল্মীকি বিস্ময়ান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পক্ষী-শোকে কাতর হইয়া আমি এ কি বলিলাম?

মহাবিজ্ঞ মতিমান্ বাল্মীকি চিন্তার দ্বারা নির্ণয় করিয়া শিষ্য ভরদ্বাজকে বলিলেন, চতুষ্পাদ বদ্ধ প্রতিপদে সমানাক্ষর ছন্দ-বদ্ধ বাক্য শোক সময়ে আমার মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে, আমি প্রার্থনা করি শ্রীভগবানের শুভ ইচ্ছায় ইহা শ্লোক রূপেই প্রকাশ হউক।

পরে চিন্তাযুক্ত চিত্তে স্নান সন্ধ্যা সমাপন করিয়া মুনিবর আপন আশ্রমে উপনীত হইলেন, পুনঃ পুনঃ শ্লোক বাক্য আবৃত্তি করিতে করিতে বাল্মীকি ধ্যানস্থ হইলেন। মহামুনি চিত্তদ্বারা চিত্ত লয় করিয়া চিত্তের স্বরূপ দর্শন করিলেন, ক্রমে বাল্মীকি মহাকাশ অর্থাৎ স্থূল সঙ্কল্পের মূর্ত্তি দৃশ্য দর্শন রূপ জগত

দেহ ভুলিয়া চিত্তাকাশে সূক্ষ্ম সঙ্কল্প মূর্তি বাসনাজ্জ্ব স্বপ্নজগত ছাড়িয়া চিদাকাশ রূপ আত্মচৈতন্যে স্থিতিলাভ করিলেন। যে চিন্তা লইয়া মুনিবর সুপ্তবত সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিয়াছিলেন, "সুষুপ্তং স্বপ্নবৎ ভাতি" সুষুপ্তি যেরূপ স্বপ্নাকারে বিবৃতি লাভ করে, সেইরূপে পূর্ব্ব চিন্তা লইয়া তিনিও স্বপ্ন জগতে জাগ্রত হইলেন।

তিনি দেখিলেন প্রশান্ত চিত্ত সাগর হইতে উর্ম্মিমালার উত্থানের মত চিদাকাশ হইতে ব্রহ্মার উদয় হইল।

প্রজাপতি ব্রহ্মাই সৃষ্টি তরঙ্গের প্রথম বিকাশ।

মায়া আছে বা নাই কিছুই বলা যায় না, এই জন্যই মায়া অব্যক্ত, চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহ যেমন বিচলিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের আভায় মায়া যেন দীপ্তিমতী হইয়া গুণক্ষোভতা প্রাপ্ত হয়। গুণক্ষোভে তিনি সঙ্কল্পময়ী এই সঙ্কল্প রূপ ধরিয়াই ঈশ্বর হয়েন প্রজাপতি

"সর্গাদৌ স্বপ্ন পুরুষ ন্যায়েনাদি প্রজাপতিঃ
যথা স্ফুটং প্রযাচতি স্তথাদ্যপি স্থিতা স্থিতিঃ"

আদি প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে স্বপ্ন পুরুষের মত যেমন যেমন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বস্তু অদ্যাপি সেই সেই রূপেই বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাই সমষ্টিরূপ মহামন বা হিরণ্যগর্ভ; মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ইঁহার ইহারা চতুর্ম্মুখ।

ইহারই সঙ্কল্পে একক্ষণে কোটি কোটি জগৎ সৃষ্টি হয়।

লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া মুনির চিত্ত যে ভাব লইয়া তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল তাহারই অনুধ্যান বশতঃ তিনি শোকে অতি মগ্ন হইলেন। বাহ্য দৃষ্টি শূন্য ঋষি তখন ব্রহ্মার সম্মুখেই সেই মা নিষাদ শ্লোক গান করিলেন।

ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদ বদ্ধ বাক্য শ্লোকই হইবে, আর কোন বিচার তুমি করিওনা—

"মা চিন্তাং কুরু বাল্মীকে শ্লোকরূপা সরস্বতী
ত্বন্মুখে নির্ম্মলা জাতা কবিতা ব্রহ্মরূপিণী"

চিন্তা করিও না, কবিতা ব্রহ্মরূপিণী আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সরস্বতী আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ হইতে শ্লোক রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এখন তুমি শ্রীরাম চরিত্র এইরূপ শ্লোক দ্বারা রচনা কর। আমি তোমাকে রামায়ণ কবচ বলিতেছি, ইহার প্রভাবে রামায়ণ রচনা করিবে, তৎ প্রণীত মহাকাব্য শ্রীরাম চন্দ্রের দিব্যমূর্ত্তি, আবার ভগবান্ রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই এই রামায়ণ; শ্রীরামের প্রতি

অঙ্গের সহিত লীলা এই রামায়ণে কীর্ত্তিত থাকিবে, শ্রীরামায়ণের প্রতি লীলাটি লোকদিগের, ধর্ম্ম স্বরূপিণী ও পাপ বিনাশিনী, অতএব তুমি সেই লীলাময়ের লীলা বর্ণনা করিলে প্রাণীদিগের পরমধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে, তুমি এক্ষণে কাব্য রূপে বেদার্থ প্রকাশ কর।

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষতি॥
যাবৎ রামস্য চ কথা ত্বং কৃতা প্রচরিষ্যতি।
তাবৎ ঊর্দ্ধমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি"॥

যতদিন মহীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ মর্ত্তলোকে তোমার কথিত রামায়ণ কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি ঊর্দ্ধ অধ লোকে আমার নির্ম্মিত আমার লোকে বাস করিবে, সর্ব্বত্র তোমার গতি অপ্রতিহত থাকিবে পরে আমার সহিত তোমার মোক্ষ হইবে।

জীব ব্রহ্ম ঈশ্বর স্বরূপে তিনই এক, মায়াকে স্বীকার করিয়া মায়া সাহায্যে যেন খণ্ডমত হইয়া মায়ার অধীনে অধিষ্ঠান চৈতন্যই জীবরূপে বদ্ধ হন। চিত্তের স্বরূপ ব্রহ্ম, চিত্তের চঞ্চলতাই অবিদ্যা, অবিদ্যামুক্ত জীবই ঈশ্বর, শুধু চঞ্চলতা, জীবের স্বরূপ আবরণ করিয়া আছে, চিত্ত স্থিরত্ব লাভ করিলেই জীব আপন আনন্দ স্বরূপে চিৎসত্ত্বায় মিশিয়, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি আয়ত্ব করিয়া ইচ্ছামত জগত খেলা খেলিতে পারে, চিত্তের চঞ্চলতা দূর করাই জীবের সাধনা। অন্তঃকরণের শুভ সংস্কার রূপ বিজ্ঞানের অনুগ্রহেই জীব জ্ঞানবান হয়, সেই বিজ্ঞান লইয়াই জীব আপন গন্ত ্য স্থানে পৌছিতে পারে। সাধনায় আত্মানুভূতি লাভ হইলে জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়। চিত্তরূপ মহাম্বুধির মাঝে অমূল্য রত্নের আবার অবস্থিতি -তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—

ডুব দেনা মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"

ব্রহ্ম কহিলেন হে ঋষিবর! ভগবান হরি আমারই সৃষ্টি মধ্যে লীলা করিয়া থাকেন, তুমি তোমার চিত্তকে মহামনে মিশাইয়া, অর্থাৎ আমাতে সমাহিত হইয়া আমারই সৃষ্টি মধ্যে ভগবানের লীলা সমস্তই প্রত্যক্ষ করিবে, পরে সেই অখিল পাপনাশক নারায়ণের মধুময় লীলা কাহিনী বর্ণনা করিয়া মদীয় সৃষ্টির রক্ষা বিধান কর। ভগবান্ হরির বিষ্ণুকীর্ত্তি লইয়াই এই কাব্য হইবে, যতদিন গগনমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন রামায়ণ হইতে রামরূপী বিষ্ণুর কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে।

যেমন তরঙ্গান্বিত বিপুল বলাহক গর্জ্জন করিতে করিতে গগন মণ্ডলে তিরো-হিত হয়, সেইরূপ মহামন রূপ ব্রহ্মা বাল্মীকিকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া চিত্তাকাশের স্বরূপে, চিদাকাশে অন্তর্হিত হইলেন।

নারদ, নিষাদ, ও ব্রহ্মা, কর্ত্তৃক অনুপ্রাণীত হইয়া, আদিকবি পুস্তক রচনা করিবেন স্থির করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলে তাঁহাদের হাস্য, আলাপ ও ভাব সমস্তই যাহা প্রত্যক্ষীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি শ্লোকগ্রথিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, কলির জীব অল্প আয়াসে যাহাতে পরলোকে গতিলাভ করিতে পারে, বাল্মীকির রামায়ণরূপ সুধার স্তবক বিতরণ সেই জন্য। তখন উদারদর্শন পবিত্রাত্মা বাল্মীকি, যশস্বী রামের যশস্কর রামায়ণ কাব্য, ঈদৃশ করুণ রস পূর্ণ শ্লোকে রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া, পূর্ব্বে তাহা হৃদগম্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশনান্তে চিত্তকে পরমপদে যুক্ত করিয়া তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

মহামুনি আপন অন্তরে সমাধিস্থ হইয়া, ভগবানের সমস্ত লীলা, অতীত ও ভাবী বিবরণ, করস্থ আমলকীর ন্যায়, „পাণাবমলকং যথা" দর্শন করিলেন।

মহামতি বাল্মীকি ধ্যানস্তিমিত লোচনে, যোগবলে অভিরাম রামের সমস্ত লীলা, সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া,

"কামার্থ গুণসংযুক্তং ধর্ম্মার্থ গুণ বিস্তরম্
সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্ব্বশ্রুতি মনোহরম্"।

তৎসমুদয় ধর্ম্ম কাম অর্থ রূপ গুণ সংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের শ্রুতি মনোহর প্রবন্ধে প্রকটিত করিতে উদ্যত হইলেন।

শ্রীভরত লেখিকা।

গীতায় সাম্যযোগ।

সম্ শব্দের উত্তর ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সাম্য পদ সাধিত হইয়াছে। ইহার অর্থ সমতার ভাব, গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এই মহাসাম্যভাব লাভ করিবার জন্য বার বার উপদেশ করিয়াছেন। কি কর্ম্মযোগী, কি জ্ঞানী, কিধ্যান যোগী, কি ভক্ত সকলেই স্ব স্ব সাধনার সমুন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া এই সমতা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ,

লাভ, অলাভ এই সকল দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের অতীত হইতে বলিলেন এবং এ গুলি নীরবে সহ্য করিতে শিক্ষা দিলেন—

"যথা, সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌজয়াজয়ৌ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্বনৈবং পাপমবাপ্স্যসি" 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারতঃ'।

এই শীত, উষ্ণ, সুখদুঃখ সকলই ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সংযোগে উৎপন্ন। যিনি 'সমদুঃখসুখ ধীর দ্বন্দ্বাতীত হইতে পারিয়াছেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি কেহ সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখ করিয়া ইন্দ্রিয় গ্রামের নিয়ামক হৃষীকেশকে সদাসর্ব্বদা স্মরণ মনন দ্বারা সেবা করিতে যত্নবান হয় তাহ'লে তাহার মন স্বতঃই কোন্ এক অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দধামে বিরাজ করিবে এবং বাহিরের বস্তু মনের উপর কার্য্য করিতে পারিবে না।

জ্ঞানী অতন্নিরসণ দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে স্বপ্নবৎ জানিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মকেই তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণযুক্ত বেদান্তবাক্য আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব বিচারে নিযুক্ত থাকেন; ধ্যানযোগী পরবৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ধ্যেয় পরমাত্মার প্রগাঢ় ধ্যানে রত হ'ন, ভক্ত পরম অনুরাগে আনন্দঘন শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া এই অনন্ত কোটি জীব পূর্ণ জগৎ তাঁহারই শক্তি ভাবিয়া সকলের মধ্যেই তাঁহার বিকাশ দেখিতে পান। এই সকল নানা পথের সাধকের সাধন মার্গে তারতম্য থাকিলেও চরম অবস্থায় সকলেই এই সাম্য ও প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ বলিলেন,

'দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে' 'যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা'।

এখানেও সেই সাম্যাবস্থা লক্ষ্য করা হইয়াছে, মনকে এমন ভাবে বহির্বিষয়ে দোষানুসন্ধান করিতে শিখাইয়া প্রত্যাহরণ করিয়া আনিতে হইবে যে বাহিরের শত ঝঞ্ঝাবাতেও যেন হৃদয় প্রশান্ত সাগরের মতই অক্ষুব্ধ, অতরঙ্গায়িত অবস্থায় থাকে। জ্ঞানযোগে এই সমতারূপ পরাবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা,

'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ' সমঃসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে'।

যদি কোন কর্ম্ম ফলানুসন্ধান পূর্ব্বক করা যায় তবে তাহা বন্ধন সৃষ্টি করে কারণ কর্ম্মে সাফল্য লাভ করিলে আনন্দ এবং বিফল মনোরথ হইলে দুঃখ

অপরিহার্য্য ; কিন্তু যদি কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কৃত হয় তবে সেই কর্ম্মই কর্ম্মক্ষয়ের সহায় হইবে এবং কালে ভগবৎপ্রসাদে আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে। সেই জন্য সিদ্ধি অসিদ্ধির দিকে দৃকপাত না করিয়া কার্য্য ফল ভগবৎ চরণে সমর্পণ করিয়া সুখে দুঃখে চঞ্চল না হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে যিনি কর্ম্ম করিয়া যান, তিনি পদ্মপত্রের মত জলে থাকিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন।

সন্ন্যাস যোগেও মহাসাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছে—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহার লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

'বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'

জ্ঞানী সমদর্শী—তাঁহার শুভাশুভ, সদসৎ কোনটীতে ভেদবুদ্ধি নাই তাই চণ্ডালে ও ব্রাহ্মণে কোন প্রভেদ দেখেন না কারণ তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সমস্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় দেখেন। যখন সকলের মধ্যেই এক ভূমা ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত তখন কাহার প্রতি ঘৃণা করিবেন, কাহাকেই বা আদর করিবেন? যোগীও যখন তৈলধারাব মত নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের একতানতা দ্বারা ধ্যেয়বস্তুর সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন তখন দেখেন—

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানম্ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ'

তিনিও তখন সমগ্র বিশ্বে এক অন্তর্যামীরূপ সাক্ষী পুরুষের সত্তানুভব করিয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হন। প্রকৃত যোগীর লক্ষণ শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

'আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জুন সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

এই সাম্যাবস্থা লাভ করিলে পৃথিবীর কোন বস্তুই মানুষকে ক্লেশ দিতে পারিবেনা এ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনে হবে—

'যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকাং ততঃ'।

সুতরাং তখন ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবে এবং শাশ্বতী শান্তি অনুভব হইবে, যখন সাধন পথে সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইবে ও হৃদয় হইতে হিংসার বীজ আমূল উৎপাটিত হইবে তখনই মৈত্রী, সমতা প্রভৃতির আবির্ভাব সম্ভব। সেই জন্য বিজ্ঞানুযোগে ভগবান বলিলেন,

'যেষামন্তগতং পাপং জানানাং পূণ্যকর্ম্মণাম্ তে দ্বন্দ্ব মোহ নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'

সাম্যাবস্থা লাভ না হইলে ঐকান্তিকী পরাভক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয় না।

মোক্ষযোগে কথিত হইয়াছে,

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, সকল সাধনায় শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইলেই এই মহাশান্ত সাম্য ভাব অনুভূত হয়।

অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা যখন উত্তম ভক্ত শ্রীভগবানের সেবাপরায়ণ হন তখন তাঁহারও ঐ অবস্থা যথা—

'তুল্য নিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ'

'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ সঃ মে প্রিয়ঃ' 'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ' 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ নির্ম্মমোঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখঃসুখঃ ক্ষমী'

জ্ঞানের অবস্থাও এইরূপ, 'সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়' ইত্যাদি। কারণ তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টি পৃথিবীর স্থূলাবরণ ভেদ করিয়া সকল বস্তুতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মসত্তা দেখিতে পায়, যথা,

'সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'।

যাঁহারা এইরূপ সমদর্শী তাঁহারই আনন্দ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ যথা —

'সমং পশ্যং হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ নহি নস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং'

তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে এই সাম্য সম্যগনুভব হয় না যথা

'সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্চকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীর স্তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতি' 'মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়া সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে'।

এইরূপ গীতা হইতে প্রায় প্রত্যেক অধ্যায় হইতেই সাম্যাবস্থাসূচক বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এই একাত্মক সমতার ভাবই যে সাত্বিক তাহা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলেছেন,

'সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।

এইরূপ শুদ্ধ সত্বে যখন উত্তম ভক্তের মন প্রাণ ভরিত হইয়া থাকে তখনই আত্ম প্রসাদনী ভক্তির উদয় হয় এবং শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত হন কারণ, ভগবদ বাক্য এই—ভক্ত্যাহম্ 'একয়া গ্রাহ্য, ভক্ত্যামাং অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং, ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া' ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেব বিধোঽর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ'। এইরূপ ভক্তির দ্বারাই যে তিনি সুখলভ্য তাহা গীতার অনেক অধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে।

যিনি শ্রীভগবানের চরণে পরম অনুরাগে সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন করেন এবং তাঁহার অসীম করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহারি দিকে চাহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন তাদৃশ নিত্যযুক্ত ভক্তের ভার স্বয়ং ভগবানই বহন করিয়া থাকেন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে এবং ঘোর মৃত্যু সংসার হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাদৃশ মহাভাগবত আদৌ স্বয়ং যত্নবান্ হয়েন না কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন,

'অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ'।

ভক্তের পতন নাই, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'। তিনি ত্রিগুণের পারে যাইতে সক্ষম,

'মাঞ্চযোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে স গুণান্ সমতীত্যৈতান' ইত্যাদি বাক্য তাহার সাক্ষ দিতেছে। এরূপ ভক্ত যোগী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং সমে যুক্ততমো মতঃ'।

সমস্ত গীতার মধ্য দিয়া কোথাও বা প্রকাশ্য রূপে কোথাও বা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি ভক্তির স্রোত তর তর বেগে বহিয়া চলিয়াছে। টীকাকার কেশরী শ্রীধর স্বামী গীতার মোক্ষ যোগের 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে অক্ষম জীবের প্রতি পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাহার সার—গুহ্য হইতেও গুহ্যতম বাক্য বলিয়াছেন। এই বাক্যটী আর কিছুই নহে, কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া বিধি নিষেধের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হওয়াই গীতা-শাস্ত্রের উপদেশ।

শ্রীবিভাষ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বক্তা—যিনি সাংসারিক সুখ দাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া, সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি "শিব", এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচ্চে, তোমাকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি আমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলে, 'শিব সাংসারিক সুখ দাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা, আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এযাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখ কিরূপ সামগ্রী আমি তাহা জানিনা। "ধনের অভাব শিব দূর করেন," "ব্যাধির যাতনা, শিব নিবারণ করেন," "শিব সর্ব্বদুঃখের নাশ করেন," এই সকল কথা আমার কাছে অর্থশূন্য বলিয়াই, বোধ হইতেছে'। তোমার মুখ হইতে আমার প্রশ্নের এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমার উক্ত প্রশ্নের তোমার মত বালিকার মুখ হইতে আমি এই প্রকার উত্তরই আশা করিয়াছিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, 'মানুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া, রোগমুক্ত হয়, ইহা জানি, কিন্তু "শিব সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন," একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্যোদয় আমার এখনও হয় নাই। "শিবই যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ কর্ত্তা এবং তিনিই যে, নিখিল সুখ বিধাতা", করুণাময় শিবের কৃপায় এইবার তোমার এই কথা বুঝিবার ভাগ্যোদয় হইবে।

কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন হয়, বিদ্যা দ্বারা ধন হয়, মানুষ ব্যবসা করিয়া ধনবান্ হয়, শিল্প দ্বারা ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধনলাভের এই সকল উপায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তোমার বোধ হইবে, সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় শিবই, এই সকল উপায়ের মূল কারণ।

জিজ্ঞাসু—ধনোপার্জ্জনের এই সকল উপায়ের কিরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিব ?

শিবই কৃষিকার্য্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ কেমন করে তাহা উপলব্ধি হইবে?

বক্তা—বিচার দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে, বিচারশক্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিবে, কৃষিকার্য্যাদির শিবই মূল কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যথারীতি বিচার না করিলে কোন বিষয়ের তত্ত্ব দর্শন হয় না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে বিচার করিব, তাহাত আমি জানিনা, আমাকে বিচার করিতে শিখাইয়া দিন।

বক্তা—কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, বীজ বপন করে। কৃষক কি, বীজ উৎপাদন করিতে পারে? কৃষক কি ভূমিকে বীজোৎপাদিকা শক্তি দিতে পারে? কৃষক বীজ বপন করিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না, কৃষকের কি, বৃষ্টি করিবার শক্তি আছে? প্রচুর ধান্যাদি শস্য জন্মিয়াছে, কৃষক আনন্দে নাচিতেছে, অল্পদিনের মধ্যে শস্য পাকিবে, বহুধন লাভ হইবে, এই প্রকার আশাযুক্ত হৃদয়ে কৃষক দিন কাটাইতেছে, এমন সময়ে প্রবল ঝড় হইল, সব শস্য নষ্ট হইয়া গেল, অথবা শলভ (পঙ্গপাল) গণ শস্য খাইয়া ফেলিল। ঝড়কে নিবারণ করিবার শক্তি কৃষকের নাই, পঙ্গপাল হইতে শস্য বাঁচাইবার ক্ষমতা ও, তাহার নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, যিনি ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, যিনি ঝড়, পঙ্গপালকে নিবারণ করিতে পারেন, অন্যান্য বিঘ্ন হইতে শস্যকে বাঁচাইতে পারেন, তিনিই কি কৃষিকার্য্য নিষ্পত্তির, ধান্যাদি শস্যোৎপত্তির মূল কারণ নহেন?

সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, মঙ্গলময় শিব, ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাদি শক্তি শিব প্রদান করিয়াছেন, যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টিপাত, সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণময় সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী শিবের ইচ্ছাধীন, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে কর্ম্মফলদাতা শিব, পর্জ্জন্যরূপ ধারণ করিয়া, বৃষ্টি প্রদান করেন, জীবের কর্ম্মানুসারে যুগপৎ ন্যায়বান ও করুণাসাগর শিব, ঝড় রূপে শস্যাদি নষ্ট করেন। অতএব শিবই কৃষিকার্য্যাদির মূল কারণ। মানুষ বিদ্যা ও শিল্প দ্বারা ধনার্জ্জন করে, তুমি ইহাই জান, অথবা কেবল তুমি কেন, মানুষের মধ্যে অনেকের তাহাই দৃঢ় ধারণা, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, শিবই নিখিল বিদ্যা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ বা শব্দরূপে সর্ব্ববিদ্যার, অখিল শিল্প কলার আদি উপদেষ্টা ("সা সর্ব্ববিদ্যা-শিল্পানাং চোপবন্ধনী। তদ্বশাদভিনিষ্পন্নে সর্ব্বং বস্তু বিভজ্যতে॥"—বাক্যপদীয়)।

শিব যদি বেদরূপ আত্মমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে, ত্রিভুবন অন্ধ ও মূকবৎ হইত, তাহা হইলে, কেহ কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ হইতে পারিতনা, শিল্পকলার আবিষ্কার ও উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইত না। * মার্কণ্ডেয় দুর্গা সপ্তশতীতে উক্ত হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্তবিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী শিবা বা দুর্গারই অংশ, শিব বা দুর্গাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন ("বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ * * * সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।"—দুর্গা সপ্তশতী)। অতএব যে বিদ্যা-শিল্পাদিকে, তুমি ধনপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া জান, সেই বিদ্যা-শিল্পাদির শিবই মূল কারণ। ব্যবসা দ্বারা ধনলাভ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসা যে, সফল হয়, ব্যবসায় যে ক্ষতি হয় না, তাহার কারণ কি, তাহা তুমি যথাযথ ভাবে বিচার কর নাই। সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধির সদ্বুদ্ধি, হিতাহিত বিবেকশক্তি, মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা এবং শুভ প্রারব্ধ,আপাত দৃষ্টিতে ইহারাই কারণ বলিয়া বোধ হয়, সাধারণ সিদ্ধিতত্ত্ব চিন্তকেরা (অশুভ প্রারব্ধ ছাড়া), ইহাদিগকেই সিদ্ধির হেতুরূপে অবধারণ করিয়া থাকেন। † ভাল করে বিচার করিলে অনুভব হইবে, শিব বা শিবার (পরে বুঝাইব 'শিব' বা 'শিবা' ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহেন) অনুগ্রহই সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সিদ্ধির মূল কারণ। শিব বা শিবাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্ব্বজনের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, বেদে, বেদাঙ্গ নিরুক্ততে শ্রদ্ধাকে—ইহা এইরূপ, এতদ্বারা

* "সাক্ষাদ্ভবান্ যদি বিধায় মূর্ত্তিমাত্মাং। তত্ত্বং নিজং তদ্‌বদিষ্যদতো হৃতিগুহ্যং।
নাজ্ঞাস্যত ত্রিভুবনং ধ্রুবমন্ধমূক কল্পং। সমস্তমসমঞ্জসতামযাস্যৎ॥"—

অগমরহস্য স্তোত্র

† মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা, এতদ্দ্বারা আমি নিশ্চয় সিদ্ধ মনোরথ হইব, এবম্প্রকার 'ধ্রুব বিশ্বাস ইহারাই সাধারণতঃ সিদ্ধির (Success) কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অনুকূল প্রারব্ধের দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও ইঁহারা সাধারণতঃ সিদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। স্থূল দর্শিতাই, বিচার শক্তির সমীচীন বিকাশাভাবই ইহার কারণ।

"This is the threefold key of attainment : (1) Insistent desire ; (2) Confident expectation ; and (3) Persistent will" The Psychology of Success by W. W. Atkinson.

এই কার্য্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ("শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাৎ"—নিরুক্ত। "এবমেতদিতি বা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, তদধিদেবতা ভাবাখ্যা শ্রদ্ধেত্যুচ্যতে।"—নিরুক্তভাষ্য) সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির নিদান রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব ব্যবসা সিদ্ধি যে, শিবের অনুগ্রহাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে যে সকল সংশয় উঠিয়া থাকে, যথার্থ ভাবে বিচার করিলে, সেই সকল সংশয়ের নিরাস হয়। তুমি যে কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধা—এই কর্ম্ম করিলে, আমার এই ফল লাভ হইবে, এবম্প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তোমাকে তৎকর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পার। 'শিব', শ্রদ্ধা রূপে জীবকে কর্ম্ম করিতে প্রেরণ করেন, শিবই শ্রদ্ধার অধিদেবতা, শ্রদ্ধার অন্তর্যামী। চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, কল্যাণময় শিবের আদেশ, মানুষ যথার্থভাবে বুঝিতে পারেনা, 'শিব' কি করিতে বলিতেছেন, অশুভ প্রারব্ধ বশতঃ মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। চিত্ত বিমল হইলে, অশুভ প্রারব্ধ, সিদ্ধি পথে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান না হইলে, মঙ্গলময় শিবের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে, মানুষের সর্ব্বকার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে কখন বিফল মনোরথ হইতে হয়না। অতএব বলা যাইতে পারে, শিবই ব্যবসাতে কৃতকার্য্য হইবার মূল কারণ, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ কর্ম্মফল লাভে সমর্থ হয় না। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতাই (সীতা ও গৌরী, বা সীতা ও শিবা এক পদার্থ, ইহা স্মরণ করিও) কল্পবৃক্ষ, সীতাই কামধেনু, সীতাই চিন্তামণি, শঙ্খ-পদ্ম-নিধ্যাদি নববিধি, সীতাদেবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, সীতাদেবীর ভোগশক্তি, জীবের ভোগার্থ ভোগরূপ কল্পবৃক্ষাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ("ভোগশক্তির্ভোগ রূপা কল্পবৃক্ষকামধেনুচিন্তামণি শঙ্খপদ্ম নিধ্যাদি নববিধি সমাশ্রিতা * * *—সীতোপনিষৎ)। "শিব যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার" এইবার তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"ধনকে" মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেনা, বসুন্ধরা যে, বসুন্ধরা হইয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহার মূলকারণ। জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ফল দান দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করেন। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গোতম এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'ঈশ্বরই কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কাহার কর্ম্মফল প্রাপ্তি হয়না ("ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মফল্যাদর্শনাৎ ॥" ।"—ন্যায়দর্শন ৪।২।)।

জিজ্ঞাসু—আমি যথাশক্তি মন দিয়া, আপনার উপদেশ শুনিতেছি, সব বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার প্রতিমাত্র শান্ত ও আনন্দ হইতেছে। আপনার উপদেশ শুনিতে, শুনিতে আমার মনে দুই একটী প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, আদেশ পাইলে, জিজ্ঞাসা করি।

বক্তা—যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—মানুষ কর্ম্ম না করিলে, "শিব" কি তাহাকে ধনাদি দেন? কর্ম্ম না করিলে কি ফল প্রাপ্তি হয়? কর্ম্ম না করিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে, শিবকে কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিব কেন? তাহা হইলে, কর্ম্ম, নিজ স্বভাবেই ফল প্রসব করে, এই কথা না বলিব কেন? যদি কেহ ধনাদির জন্য কর্ম্ম না করিয়া, একান্তমনে কেবল শিবেরই পূজা করেন, তাহা হইলে 'শিব' কি, তাঁহার প্রয়োজনীয় বস্তু, তাঁহার অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করেন? কোন কৃষক যদি, শিবের শরণাগত হয়, 'ঠাকুর! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, যেন ঝড় হয়না, যেন শিলা বৃষ্টি হয়না, ঠাকুর! পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না', শিবের কাছে এইপ্রকার প্রার্থনা করে, 'শিব' কি, তাহা হইলে, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন? তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন? শিবের পূজা করিলে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি কি প্রতিকূল প্রারব্ধকে নষ্ট করেন?

বক্তা—ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতম তোমার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কতিপয়ের সমাধান করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, "দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র কর্ম্মের ফল পায় না; চেষ্টা করিয়াও, মানুষ যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চেষ্টায় ফল পায় না, তখন বুঝিতে হইবে, মানুষের কর্ম্মফল প্রাপ্তি পরাধীন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, মানুষ সর্ব্বদা কর্ম্মফল ভোগে সমর্থ হইত, তাহার ক্রিয়া কখনও নিষ্ফল হইত না। কর্ম্ম করিয়া, তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, এবং হয় না, এই উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে অতএব কর্ম্মফল প্রাপ্তি পক্ষে "ঈশ্বর" কারণ। কর্ম্ম না করিলে, ফলপ্রাপ্তি হয় না, ঈশ্বর কর্ম্ম সাপেক্ষ, কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, জীব কর্ম্ম করে, ঈশ্বর ফল দিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করেন। * ইহার পর তুমি প্রশ্ন করিবে, যে ভাবে যে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, সে

* 'ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ।'—ন্যায়দর্শন ৪।১।২০

'তৎকারিতত্বাদহেতুঃ'—ঐ ৪।১।২১

ভাবে তৎকর্ম্ম না করিলে, তাহার ফল পাওয়া যায় না, শক্তির অভাব বশতঃ আলস্যাদি দোষ নিবন্ধন, অশুভ প্রারব্ধ বা পূর্ব্ব কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা হেতু, কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, কৃত কর্ম্মের ফল পাইবার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে, অবশ্য কর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কর্ম্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর—মানিবার প্রয়োজন আছে। পূর্ণশক্তিমান্, জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ পূর্ব্বকর্ম্মের নাশকর্ত্তা কোন পুরুষ বিশেষ যদি না থাকেন, তাহা হইলে শক্তির অভাব, শক্তির অপূর্ণতা কি করে দূরীভূত হইবে? তাহা হইলে শক্তিহীন কোথা হইতে শক্তি পাইবে? অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতা কিরূপে অপসারিত হইবে? পূর্ণ শক্তিমান্ জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, এতাদৃশ পুরুষ বিশেষ না থাকিলে, কাহার কদাচ শক্তির অভাব দূরীভূত হইত না, আলস্যাদি দোষের নাশ হইত না, অশুভ পূর্ব্ব কর্ম্ম দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তির কদাচ কর্ম্ম ফল প্রাপ্তি হইত না।

অচেতন বা বুদ্ধিহীন, কদাচ বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না। বাষ্পীয় রথ (কলের গাড়ী) বাষ্পের বলে চলে বটে, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারেনা, চেতন—বুদ্ধি বিশিষ্ট পরিচালক কর্তৃক নিয়মিত না হইলে, বাষ্পীয় রথ কখনও যথা প্রয়োজন স্থানে স্থির হইতে পারিত না। অতএব কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন, জড়শক্তি, কর্ম্মের ফল দিতে পারেনা। জড় বা বুদ্ধিহীন শক্তি, স্বীয় যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম স্থগিত করিতে হইবে, কখন কোন্ স্থানে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে, বুদ্ধিহীন, জড়শক্তি তাহা জানেনা, সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র নহে, ইহা পরতন্ত্র। যাঁহার কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কর্ম্ম আরম্ভ করা এবং স্থগিত করা) এই উভয়েই প্রভুতা আছে, তিনি স্বতন্ত্র, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। কুঠার (কুড়ুল) বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, অগ্নি, অন্ন পাক করিতে পারে, কুড়ুলের কাটিবার শক্তি আছে, অগ্নির পাক করিবার যোগতা আছে, কিন্তু ইহারা আপনা হইতে গাছ কাটিতে বা অন্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা করিবার শক্তি ইহাদের নাই। মহর্ষি গোতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্ম্মের ফলদাতা, অস্বতন্ত্র কর্ম্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কখন কাহাকে ফল দিতে হইবে, কখন কাহার কর্ম্মের বিপাক কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারে না। 'পুরুষের কর্ম্মকে ঈশ্বর ফল দিয়া অনুগৃহীত করেন', এই স্থলে

"অনুগ্রহ" শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য ন্যায়বার্ত্তিককার, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহাই বলিয়াছেন, ("অপি তু পুরুষ কর্ম্ম ঈশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি। কোঽনুগ্রহার্থঃ? যদ্বথা ভূতং যস্য চ যদা বিপাক কালঃ তত্তথা তদা বিনিযুঙ্ক্তে ইতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক)।

জিজ্ঞাসু—এই সকল দুর্ব্বোধ্য বিষয় বুঝিবার শক্তি আমার নাই। 'শিব' যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হরণ করেন, সর্ব্বসুখ প্রদান করেন, আমি যাহাতে ইহা বুঝিতে পারি, দাদা! দয়া করে, আপনার অল্পবুদ্ধি রমাকে আপনি সেইভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি সেই ভাবেই, তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখ রমা! শিব যে দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, 'শিব' যে, সর্ব্বদুঃখ হর্ত্তা, "শিব" যে, সর্ব্বসুখ বিধাতা, তাহা বুঝিতে হইলে, 'শিব' কে, এবং দুঃখ কিরূপে দূরীভূত হয়, কিরূপে সুখ পাওয়া যায়, আগে এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝিতে হইবে, দুঃখ ও সুখের স্বরূপ কি, তাহাও ভাবিতে হইবে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, যাঁহার কোলে ধৃত হইয়া, সকল বস্তু অবস্থান করে, নিদ্রাভিভূত সন্তান যেমন জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া, ঘুমাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয় কালে, মৃত্যু হইলে, সকল বস্তু যাঁহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বত্র, সকলের অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান, অতএব যিনি কল্যাণময় তিনি "শিব"। "শিব" কে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ, তাহার সার। "শী" ধাতুর উত্তর "বন্" প্রত্যয় করিয়া, "শিব" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহাতে বা যদ্দ্বারা সকলে শয়ন করে ("শেতে ঽস্মিন সর্ব্বম্, শেতে ঽনেন বা"।—শব্দার্থ চিন্তামণি)। উণাদি বৃত্তিতে, যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, নিদ্রাকালে সকলে যেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া, স্থির হইয়া থাকে, 'শব'বৎ—মড়ার মত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, যিনি নিগু'ণ গুণাবস্থারহিত, যিনি সদা শান্ত, তিনি "শিব", 'শিব' শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে ("শেতে তিষ্ঠতি নন্দযতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে গুণাবস্থা রহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ (উণাদিবৃত্তি)। যিনি মঙ্গলময়, যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সকলকে সুখী করেন, যিনি সকলের কল্যাণ বিধাতা, তিনি "শিব", অভিধানে "শিব" শব্দের এই অর্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে (শিবং সুখং তদস্যাস্তি। অর্শাদ্যচ্। শিবয়তীতি বা তৎ করোতীতি ণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্।"—শব্দার্থ চিন্তামণি)।

জিজ্ঞাসু—'শব' হইতে 'শিব' হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি, এই কথার কি অর্থ দাদা ?

বক্তা—'শিব', শববৎ নির্ব্বিকার, স্বীয় শক্তি যুক্ত হইলে' সগুণ হইলে, ইনি জগতের সৃষ্টি স্থিত্যাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, শিবের—অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার 'সগুণ' ও 'নিগুর্ণ' এই দুই অবস্থা। শিবের এই দুই অবস্থাই নিত্য। শক্তিমান্ শিব, কদাচ শক্তি ছাড়া হইয়া থাকেন না।

জিজ্ঞাসু—আমি যে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না দাদা ?

বক্তা—ইহাত তোমার শুনিবা মাত্র বুঝিতে পারিবার কথা নহে রমা।

জিজ্ঞাসু—আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব ?

বক্তা—জগদ্‌গুরুর, বিশ্বের অনুগ্রহ শক্তির কৃপা হইলেই বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানময় করুণাবরুণালয় শিবই যে, সকলের অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানালোক প্রদান করেন, শিব যে, তোমার অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান আছেন রমা। আমার অন্তরে বাহিরে করুণাসাগর, জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা শিব, সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, শিবের কৃপায় তোমার যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে, শিবের কৃপায় তোমার যখন সর্ব্বব্যাপি শিবের সর্ব্বব্যাপি রূপ, দেখিবার দিব্য নেত্র উন্মীলিত হইবে, (ফুটিবে), তখন তুমি, 'আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব' ? আর এইরূপ কথা বলিবে না।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই প্রকার অশ্বাসবাণী, বস্তুতঃ মৃত সঞ্জীবনী, ইহা শবকেও "সঞ্জীবিত" করিতে পারে। আমি ত 'শব' হইতে ভিন্ন নহি।

বক্তা—রমা! যদি তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার, তাহা হইলেই, শিবের কৃপায়, তুমি 'শিব' হইবে, তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার নাই।

'আমার কিছুই নাই', হে আমার সর্ব্ব! তুমি ছাড়া আমি 'শব', আমি অসৎ যখন তুমি এইভাবে আপনাকে 'শব' করিতে পারিবে, তোমার 'আমি', ও 'আমার' ভাবকে সর্ব্বময়ের চরণে, তুমি যখন সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে পারিবে, যেদিন তুমি ঠিক নিরভিমান হইতে পারিবে, যে দিন তোমার মন সম্পূর্ণরূপে রাগ-দ্বেষ রহিত হইবে, সেইদিন তুমি যথার্থ শবত্ব প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন 'শিব' ও 'শিবা' যে এক—অভিন্ন, তোমার এই জ্ঞানসূর্য্য, অবিদ্যা মেঘ মুক্ত হইয়া, উদিত হইবেন। যথার্থ 'শব' হইতে পারিলেই, শিবের কৃপা হয়, শিবের সন্তান জীব, পাশমুক্ত হইয়া, 'শিব' হইয়া থাকে, অবিরাম কল্যাণময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, শান্তিময়, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় শিবের সর্ব্বাশ্রয় কোলে শয়ন করিয়া, জীব

পরমানন্দে বাস করে, আর তাহার আধি-ব্যাধির ভয় থাকে না, আর সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না, আর তাহাকে শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, দুর্ভিক্ষের ঘোরা মূর্ত্তি, মহামারীর হৃদয় প্রকম্পক ভীষণ রূপ, দারিদ্র্যের অহৃদ্য ছবি, আর তাহাকে উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় না। রমা! যথার্থ 'শব' হইবার চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার যোগ সাধনের, সর্ব্বপ্রকার উপাসনা করিবার চেষ্টা, এক সামগ্রী। তুমি যখন তোমার চিত্ত বৃত্তি সকলকে একেবারে নিরোধ করিতে পারিবে, তখন তুমি জাগতিক দৃষ্টিতে 'শব' হইবে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে 'শিব' হইবে, আত্মার স্বরূপে অবস্থান করিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'শিবা' যে অভিন্ন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—'শিবরাত্রি' ও 'শিবপূজা' বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব 'শিব' ও 'শিবা' যে, অভিন্ন তাহাত বুঝাইতে হইবে, রমা! যিনি 'শিব', তিনিই 'শিবা', যিনি 'শিব', তিনিই 'রাত্রি,' তিনিই 'ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইরা, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব'কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া, একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার—পূজা করিলে, তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 'শব' হইতে 'শিব' হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, আশাকরি, তাহা হইতে তুমি উহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—'শিব', কে, আপনার কৃপায় এইবার তাহা ভাল করে, বুঝিতে পারিব, আমার এইরূপ আশা হইতেছে, মনে হইতেছে যে, শিবই যে, কল্যাণময়, শিবই যে, সর্ব্ব দুঃখহর্ত্তা, শিবই যে, সর্ব্বরোগের নিত্য ভিষক, শিবই যে, ভবরোগ বৈদ্য, শিবই যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার এইবার এই অমূল্য, এই অমৃত-ময় উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইব। "ঠাকুর যথাসময়ে, যথা প্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, ঝড় হইয়া, শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার শস্য যেন নষ্ট না হয়, পঙ্গপালে যেন আমার শস্য খাইয়া ফেলে না, কৃষক যদি সুদৃঢ়, সরল বিশ্বাসের সহিত এই প্রকার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, ঠাকুর তাহা শ্রবণ করেন, শরণাগত কৃষকের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন'। 'যদি কোন ভাগ্যবান্ নিরন্তর শিবের পূজা করেন, শিবের পূজা ছাড়িয়া, অন্য কাজ করিবার যাঁহার অবসর হয় না, যাঁহার হৃদয়ে অসরলতার কালিমা নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ শরণাগত পালক, ভক্ত-পালন তৎপর "শিব," এতাদৃশ ভক্তের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, যাহা তাহার নাই, তাহাকে তাহা প্রদান করেন,

স্বয়ংই তাহা রক্ষা করেন, এই সমস্ত যে, মনভুলান কথা নহে, আমি একদিন যথার্থ ভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, আমার এখন এই প্রকার আশা হইতেছে।

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, জীবের সর্ব্ব দুঃখ দূরীভূত হয়। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শিবের (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই, প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে, স্থূল দৃষ্টিতে ন্যায় বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

বক্তা—রমা! অন্য কর্ম্ম না করিয়া, অনন্যাসক্ত হইয়া, অবিরাম সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের পূজা করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তাঁহার চরণে অখিল আত্মভার সমর্পণ করিলে, "জীব" "শিব" হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ হয়, সর্ব্বজ্ঞ হয়, শিবের অনুগ্রহে সে সব পায়, সর্ব্বথা সম্পূর্ণ হয়। শিবের উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিতে অশক্ত হওয়ায়, অন্য সব কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর শিবের ধ্যান করা, তাঁহার উপাসনা করা, কাপুরুষতা নহে, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। ভগবান্ বেদব্যাস যোগ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, ঈশ্বর, আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে, 'ইহার এই অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্' এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে সমাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে, ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা জীবকে জ্ঞান দান পূর্ব্বক মুক্ত করিতে পারেন, ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, করুণাময় তাহা করিয়া থাকেন। *

---

* "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা।"—যোগসূত্র। 'ঈশ্বরো বক্ষ্যমাণ লক্ষণঃ। তস্মিন্ পরমগুরৌ প্রণিধানং ভাবনা বিশেষঃ। তস্মাদাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ। ঈশ্বরো হি সমারাধনাদিনা সাধনেন আরাধিতঃ, 'ইদমস্যেষ্টমস্তু,' ইতি সংসারাঙ্গারে তপ্যমানং পুরুষমনুগৃহ্ণাতীতিভাবঃ। * * * ইত্থং তপ্যমানং পুরুষং পরমেশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায় মধিষ্ঠায় লৌকিক বৈদিক সম্প্রদায় প্রদ্যোতকো হনুগৃহ্ণাতী—ত্যনবদ্যম্।—যোগসূত্র বৃত্তি।

শ্রীভগবানের নিত্য শরীর আছে, পরমেশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির শরীর, আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, উহা বস্তুতঃ নিত্য, বস্তুতঃ বিভু—জগদ্ব্যাপী। ভগবানের শরীর যদি নিত্য না হইত, বিভু—জগদ্ব্যাপী না হইত, তাহা হইলে, ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা স্ব-স্ব ভাবনার অনুরূপ ভগবানের শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না। শ্রীভগবানের শরীর সকল স্থানে, সর্ব্বদা অবস্থিত আছে, ভক্তদিগের ভাবনার অনুরূপ আবির্ভূত হয় মাত্র।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের শরীর সর্ব্বত্র অবস্থিত আছে, যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থান বিশেষকে ভগবানের আবাস স্থান বলা হয় কেন?

বক্তা—বৈকুণ্ঠাদি ভগবানের বাসস্থান রূপে প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই, বৈকুণ্ঠাদি স্থান যে, আছে, তাহা মিথ্যা নহে, আবার ভগবানের শরীর জগদ্ব্যাপী, একথাও সত্য। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বৈকুণ্ঠাদি স্থানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে হৃদয় বা যে দেশ গুণে অনেকতঃ বৈকুণ্ঠাদির সদৃশ, ভগবান্ সেই হৃদয়ে বা তদ্দেশে বাস করেন, প্রকটিত হইয়া থাকেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভাবনানুসারে ভগবান্ নরসিংহরূপে স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন?

বক্তা—তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি?

জিজ্ঞাসু—অনেকে বলেন, 'শিব নির্গুণ,' 'শিব পূর্ণ,' 'শিব' নিত্য মুক্ত, শিবের রাগ-দ্বেষ নাই, কোনরূপ ক্লেশ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তবে 'শিব,' কিরূপে ভক্তের জন্য নানারূপ ধারণ করেন? তবে কেন ভক্তের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, ভক্তের দুঃখ দেখিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ হয়? আমার উক্ত প্রশ্নের ইহাই অভিপ্রায়।

বক্তা—তোমার এই প্রশ্ন অতি সুন্দর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহার সমাধান অবশ্য কর্ত্তব্য। কপিল দেব, লোক হিতার্থ এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, মহর্ষি গোতম এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছেন, নাস্তিকগণও স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এইরূপ বহু তর্ক করিয়া থাকেন। বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমুহের উপদেশ—ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন।

জিজ্ঞাসু—"মায়া" কোন্ পদার্থ? "মায়া" কি ঈশ্বর হইতে পৃথক বস্তু?

"ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপং ঈয়ত।"—ঋক্বেদ সংহিতা—

বক্তা—তৈত্তিরীয় আরণ্যক মায়াকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়াছেন, মায়া পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে—মায়া যাঁহার শক্তি, তাঁহাকে, "মহেশ্বর" বলিয়া জানিবে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। 'মায়া' বা 'প্রকৃতি' মহেশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' বা 'প্রকৃতি' ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—অগ্নি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎস্না যেমন অভিন্ন, তেমনি 'শিব' হইতে "শিবা" বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি, বস্তুতঃ অভিন্ন।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "ঈশ্বর" এই উভয়ের কার্য্য কি?

বক্তা—'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয় হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি সর্ব্ব কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। 'ঈশ্বর' ও 'প্রকৃতি' এই উভয়ই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ।

জিজ্ঞাসু—"ঈশ্বর" ও "প্রকৃতি" জগৎ কার্য্যের এই উভয়কেই কারণ বলিবার প্রয়োজন কি?

বক্তা—যাহা কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে উপাদান বা "সমবায়ী" কারণ বলে। মাটী হইতে ঘট হয়, মৃত্তিকা না থাকিলে, ঘট হয় না; সোণা না থাকিলে, সোণার বালা হয় না, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর হয় না। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করে, সোণা বালাদির আকারে আকারিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে যাহা হয়, যাহা কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে। মৃত্তিকা ঘটের, সোণা সোণার বালার, বীজ অঙ্কুরের উপাদান কারণ। কার্য্য, তাহার উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন নহে, মৃত্তিকা বাদ দিলে, ঘটের "ঘট" এই নাম মাত্র থাকে, সোণার বালা হইতে সোণাকে পৃথক্ করিলে, বালার "বালা" নাম ছাড়া আর কিছু থাকে না। "ঈশ্বর" জগতের উপাদান হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর জগৎ কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারে না কেন?

বক্তা—উপাদান কারণের বিকৃতি হয়, উপাদান কারণ নানা আকার ধারণ করে, ঈশ্বরকে জগৎ কার্য্যের, ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে আর নির্ব্বিকার বলা যায় না।

জিজ্ঞাসু—জগৎ কার্য্যের উপাদন কারণ কে?

বক্তা—"প্রকৃতি" বা "মায়া" জগৎ কার্য্যের (সোণা যেমন সোণার বালার উপাদান কারণ, সেইরূপ) উপাদান কারণ।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে "ঈশ্বর" কি করেন, জগৎ কার্য্য নিষ্পাদনে ঈশ্বরের কার্য্যকারিতা কি ?

বক্তা—প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া, ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন, জগৎরূপ কার্য্য, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, বীজশক্তি যেমন অঙ্কুর হয়, সুবর্ণ হইতে যেমন বালা হয়, প্রকৃতি হইতে সেইরূপ বিবিধ বিচিত্রতাময় জগৎ হয়।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি ?

বক্তা—চৈতন্যময় ঈশ্বর, স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপে প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করেন, কেবল জড় স্বভাবা প্রকৃতিই যদি জগতের কারণ হইত, তাহা হইলে, জগৎ জড় রূপ হইত, জীবদিগের যে "আমি" "আমার" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইত না। প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন, জড় স্বরূপিণী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ বিশিষ্টা এবং ঈশ্বরের শরীরভূতা—শরীরস্বরূপা। এই প্রকৃতিতে যখনি "আমি" "আমার" ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখনি উহা এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হয়। "ঈশ্বর বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ" ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ উৎপন্ন হয়, বলিয়া, তাঁহাকে জগতের কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রকৃতিরূপ শরীর দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা উহার উৎপাদন কর্ত্তা। প্রশ্ন হইবে, প্রকৃতি যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন জগৎ প্রকৃতি স্বরূপই হইল, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িল। উত্তর। না, তাহা হয়না, "প্রকৃতি" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি হইলেও, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কারণ 'প্রকৃতি', 'ঈশ্বর' হইতে অভিন্ন ; জগৎ আবার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন ; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন। * জগতের সর্ব্বত্র 'ঈশ্বর' বিরাজমান থাকেন। অতএব 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, "প্রকৃতি" চৈতন্যের জন্য পুরুষের, এবং পুরুষ জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, উভয়ই "অজ"—উভয়েরই জন্ম নাই। অজা—অনাদি মূল প্রকৃতিরূপা 'মায়া'—

* "প্রকৃত্যন্তরালাদ্বৈকার্য্যং চিৎ সত্বেনানুবর্ত্তমানাৎ ॥" —শাণ্ডিল্যসূত্র

ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি বিবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন। * বিচিত্র কার্য্যের বৈচিত্র্যের প্রতি বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণের বিচিত্রতা ব্যতিরেকে কার্য্যের বিচিত্রতা হইতে পারেনা, কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা থাকিতে পারেনা, জগতের দিকে তাকাইলে, জগতের প্রত্যেক কার্য্যই যে, বৈচিত্র্যময়, তাহা উপলব্ধি হয়। অতএব বিচিত্র জগৎ কার্য্যের কারণ প্রকৃতি বা মায়াও যে, বৈচিত্র্যশালিনী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'অজা'—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অপিচ 'অনাদি কর্ম্ম সংস্কারবতী', এক অজা বা প্রকৃতি হইতে এই নিমিত্ত বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত, সর্ব্বদা সম্বদ্ধ।

জিজ্ঞাসু—"প্রকৃতি" ও "পুরুষ" স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ আগন্তুক নহে। যষ্টিধারী পুরুষের সহিত যষ্টির (লাঠীর) যেমন সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, এ সম্বন্ধ অনাদি।

জিজ্ঞাসু—"শিবা", গৌরী বা "উমা" কি, জড়শক্তি ?

বক্তা—"শিবা" পরমাদেবী, "শিবা", সদাকারা, শিবা সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি লয়কারিণী, "শিবা" চৈতন্যময়ী, "শিবা" শিবঙ্করী—সর্ব্বপ্রাণির সুখ-কারিণী, "শিবা" শিব হইতে অভিন্না ("সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদ-কারিণী। সা শিবা পরমাদেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥"—সূতসংহিতা)। "শিবা" ছাড়া শিব নিরর্থক। "শিব" যে, জগৎ কারণ হন, তাহা শিবার শক্তি বশতঃ, শিবাশক্তি বিহীন 'শিব' নিরর্থক, নিষ্ক্রিয়। জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই উভয়ের সাম্যবতী শিবা, যখন বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা হ'ন, জ্ঞানশক্তির যখন আধিক্য হয়, তখন তদুপাধিক শিব, "সর্ব্বজ্ঞ" হইয়া থাকেন। 'শিবা' যখন ক্রিয়াশক্তি প্রধানা হ'ন, তখন তদুপাধিক শিব (ক্রিয়াশক্তি প্রধান শিবা বা

---

* 'অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীম্ সরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"গুণত্রয়াত্মিকা মায়েত্যুক্তং ভবতি। সা চ দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্যাদিরূপা
গুণত্রয়াত্মকত্বেন সরূপাং বহুবিধাং প্রজাং জনয়ন্তী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য।

প্রকৃতিতে সুধিষ্ঠিতচিৎ), শিবা পদার্থ সমূহের পর্য্যালোচনা রূপ জগতের কর্ত্রী হবে। শিবা ছাড়া 'শিব' নিরর্থক। শিব বিনা শক্তি এবং শক্তি রহিত শিব কখন হইতে পারেন না, গৌরী-শঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থজ্ঞানী ("ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তি রহিত শিবঃ। উমাশঙ্কর-য়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি, স পশ্যতি॥"—সূতসংহিতা)। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ওষধি, বনস্পতি, অণু, পরমাণু, নদ, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, বিদ্যুৎ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, এক কথায় বিশ্বজগৎ শিব-শক্তিময়।

রুদ্রহৃদয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বদেব শিবাত্মক, রুদ্র ব্রহ্ম-বিষ্ণুময়; সর্ব্ব পুংলিঙ্গ ঈশান, সর্ব্ব স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা, স্থাবর—জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রজা উমারুদ্রাত্মিকা; উমাশঙ্করের যে যোগ, সেই যোগ 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। * গোপথব্রাহ্মণ ও সাবিত্রী উপনিষৎ সবিতাকে, এবং সাবিত্রীরই বা স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, 'বিশ্বজগৎ উমা শঙ্করের রূপ', 'বিশ্বজগৎ হর-গৌর্য্যাত্মক'। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, 'ভৈরব,' যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উক্ত করিলাম, তাঁহার যে, মনোময়ী স্পন্দ শক্তি তাঁহাকেই তুমি "মায়া" বা 'কালী' বলিয়া জানিবে। এই 'মায়া' শিব হইতে অভিন্ন; 'পবন' ও পবনস্পন্দ যেমন এক পদার্থ, উষ্ণতা (তাপ) ও অনল যেমন এক পদার্থ, সেই রূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দ শক্তি ও (মায়া ও) সর্ব্বদা এক, কদাচ পৃথক্ নহে। "স্পন্দ" দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ এই 'শিব' নামক নির্ম্মল শান্ত, চিদাত্মা ও যথোক্ত মায়া দ্বারা লক্ষিত হন, অন্য কোন উপায়ে তিনি লক্ষিত হন না। এই শান্ত চিন্ময় শিবকেই তত্ত্ব জ্ঞানীরা বাঙ্‌মনের অগোচর "ব্রহ্ম" বলিয়া জানে। "স্পন্দশক্তি" শিবের ইচ্ছা। এই ইচ্ছারূপিণী স্পন্দন শক্তিই জীবের জীবন রূপে পরিণত হওয়ায় জীবাত্মা বা জীব চৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি (মূল কারণ) বলিয়া প্রকৃতি নামে, অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি প্রণবের সারাংশ শক্তি, এই জন্য ইহাঁর নাম "উমা"। যাঁহারা ইহাঁর গান করেন, ইহাঁর জপ করেন, তাঁহারা পরমার্থকে প্রাপ্ত হন,

---

* "ব্রহ্মবিষ্ণুময়ো রুদ্র অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ। পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা। উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ। ব্যক্তং সর্ব্বমুমারূপং অব্যক্তং তু মহেশ্বরম্॥ উমাশঙ্কর যোগায়ঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে।"—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ।

তাঁহারা সর্ব্বথা প্রাণ পান, এই নিমিত্ত ইহাঁর নাম "গায়ত্রী" সর্ব্বজগৎকে প্রসব করেন বলিয়া, ইহাঁর নাম সাবিত্রী, সর্ব্ব জ্ঞান দৃষ্টি ধারা ইহাঁ হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া, ইহাঁর নাম সরস্বতী। গৌরাঙ্গী বলিয়া ইনি 'গৌরী' নামে অভিহিতা হ'ন, যখন শিব শরীরে অনুষঙ্গিণী হ'ন, তখন ইনি "গৌরী" হইয়া থাকেন।* শিব ও শিবার স্বরূপ সম্বন্ধে তোমাকে যাহা শুনাইলাম তাহা বেদ ও বেদমূলক নিখিল শাস্ত্র সম্মত। আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ, কেহ, বিশ্বজগৎকে শিব শক্তিময় বলিয়াই বুঝিয়াছেন। "ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে," বিজ্ঞান কুশল চিন্তাশীল টেট্ ও ষ্টুয়ার্ট এই কথা বলিয়াছেন। 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই নিখিল কার্য্যের মূল কারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা বলাই মানুষোচিত,' ইহা প্রবীণ বৈজ্ঞানিক গ্রোভের উক্তি। "শিব" ও "শিবা" সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এখন শিব বা শিবযুক্ত শিবঙ্করী শিবাই যে, সর্ব্ব দুঃখ হর্ত্তা ও সর্ব্বসুখ বিধাতা, শিবের অনুগ্রহেই যে, জীব সব পায়, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথার্থভাবে, অবিরাম শিবের পূজা করিলে, জীব যে, কৃতকৃত্য হয়, যথার্থভাবে শিবের উপাসনাই, সর্ব্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হওয়াই যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, ইহা যে কাপুরুষতা নহে, শিব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয় কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া, জীবের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হ'ন এই জন্য, তাঁহার শিবত্বে যে কোন হানি হয় না, তিনি যে, সাধারণের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত তাহা সপ্রমাণ হয় না, এইবার তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার অবসর আসিয়াছে।

মহেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার অনুস্মরণ করে, আমারধ্যানে যাঁহার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে, ব্যক্তি কেবল এতদ্বারাই সর্ব্বজ্ঞ হয় কেবল এতদ্বারা তাহার পরেশত্ব—সর্ব্বোপরি ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, কেবল এতদ্বারা তাহার সর্ব্ব সম্পূর্ণ-শক্তিতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে অনন্ত শক্তিমান্ হয় ("সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিতা। অনন্ত শক্তিমত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ ॥"— যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু—নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ কিরূপে করিতে পারা যায়, কেবল নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্ব্বজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, আমার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা বহুজ্ঞ

* "স ভৈরবশ্চিদাকাশঃ শিব ইত্যভিধীয়তে। অনন্যাং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দ-শক্তিং মনোময়ীং ॥ নির্ব্বাণ প্রকরণ—উত্তরার্দ্ধ।

হইয়াছেন, তাঁহারা কি, বিত্তার্জ্জনার্থ শিবের অনুস্মরণ করিয়া বহুজ্ঞ, বিবিধ বিত্তাকুশল হইয়াছেন? বহুজ্ঞ হইবার যে সকল কারণ আছে, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ কি, তাহাদের মধ্যে অন্যতর? নিরন্তর শিবের ধ্যান করিলে, মানুষের সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কেবল এতদ্দারা মানুষের অনন্ত শক্তি মত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমার আপাততঃ ইহা বুঝিবার শক্তি নাই, তবে শিবের অনুগ্রহে যে, সব হইতে পারে, দৃঢ়ভাবে তাহা বিশ্বাস করিবার আমি একান্ত অভিলাষী। শিবকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিয়া কেহ কি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন? কোন ব্যক্তি কি সর্ব্ব সম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন ভাগ্যবানের, কি, অনন্ত শক্তিমত্তার বিকাশ হইয়াছে? নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, এত লাভ কিরূপে হয়, দাদা!

বক্তা—শিব বলিয়াছেন, "দৃঢ়ভাব নাই," সর্ব্ব সিদ্ধির হেতু, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা যে, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হয়, ভাবনার দৃঢ়তা, ভাবনার উপচয়ই—অবাধিত বৃদ্ধি বা উৎকর্ষতাই, তাহার একমাত্র কারণ ("ভাবনামাত্রমেবাত্রকারণং পদ্মসম্ভব।") সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা, যাঁহারচিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, অশ্রদ্ধাদি মল রহিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিবৎ সর্ব্বকার্য্য করিতে পারেন। * "যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন," তুমি কি, এই কথা কখনও শ্রবণ কর নাই!

জিজ্ঞাসু—বহুবার আপনার মুখ হইতেই একথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার অর্থ কি, এতদিন দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার তাহা জানিবার চেষ্টা হয় নাই। "ভাবনা কাহাকে বলে?'

বক্তা—ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া। 'ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া' এই কথা শুনিয়া, ভাবনা পদার্থসম্বন্ধে তোমার যে, কোন রূপ ধারণা হয় নাই, তাহা আমি বুঝিতেছি। "কর্ম্ম" কাহাকে বলে, "মন" কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, তুমি ঠিক জান না। যে বিষয়ের যে ভাবনা করে না, সে তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। "স্পন্দন" শব্দ নড়া চড়া "গতি" ইত্যাদি অর্থের বাচক। কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ, কি আন্তর জগৎ, উভয়েই স্পন্দন বা গতির মূর্ত্তি, উভয়েই কর্ম্মের রূপ। আন্তর জগৎ, আন্তর কর্ম্ম ও মন এক পদার্থ। 'পুষ্প' ও তদন্তর্গত 'সৌরভ' যেমন পরস্পর অভিন্ন, উহাদের যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মন" এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ

* "ভাবনোপচয়াচ্ছুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ।"—সাংখ্যদর্শন ৩।২৯

নাই। আন্তর কর্ম্মই, বাহ্যজগদাকার ধারণ করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা জান, যে সকল বস্তুব অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা আন্তর কর্ম্মের ফল। সাবধানে নিষ্পাদিত ঐহিক বা প্রাক্তন (পূর্ব্বজন্মের) কর্ম্মই পুরুষকার। কজ্জলের (কাজলের) কালিমা নষ্ট হইলে, কজ্জলের যেমন কিছুই থাকেনা, সেই রূপ স্পন্দনাত্মক কর্ম্ম নষ্ট হইলে, মনের কিছুই থাকেনা। বহ্নি ও উষ্ণতার ন্যায় চিত্ত ও কর্ম্ম অভিন্নরূপে মিলিত, সুতরাং একের নাশ হইলে, অপরের নাশ অবশ্যম্ভাবী। চিত্ত স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, 'ধর্ম্ম' ও 'অধর্ম্মরূপে পরিণত হয়, আবার কর্ম্মও চিত্তের ফল ভোগানুরূপ স্পন্দাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়া 'চিত্ত' হয়। অনুভূত অর্থের ভাবনাই, 'মন', এই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয়। এই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদিরূপে ভাবিত রূপ তাদৃশ ফলের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত, আত্মতত্ত্বের সংকল্প শক্তি দ্বারা কল্পিত যে, রূপ, তাহাই "মন," জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেইরূপ কল্পনাত্মক কর্ম্মশক্তি শূন্য মনও অসম্ভব। বহ্নি ও উষ্ণতার যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ "কর্ম্ম" ও "মনের" পৃথক্ সত্তা নাই। যাঁহার মন যে মাত্রায় বিমল হয়, অর্থাৎ যিনি যে মাত্রায় বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই মাত্রায় ভাবনাও বিশুদ্ধ হয়। ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কর্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়, যিনি যাদৃশ শ্রদ্ধবান্, তাঁহার তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি নিরন্তর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, করুণাসাগর, ভক্তবৎসল ভক্তপালন তৎপর শিবকে ধ্যান করেন, শিবের ভাবনা করেন, তিনি শিবের কৃপায়, শিবের যাহা আছে শিবা বা প্রকৃতির যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী হইয়া থাকেন, করুণাময় শিব তাঁহার যথার্থ শরণাগত ভক্তকে (সৎপুত্রকে পিতা যেমন তাঁহার সর্ব্বস্বের অধিকারী করেন সেইরূপ) তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়া থাকেন, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ শিব তাঁহার ভক্তকে সর্ব্বশক্তিমান্ করেন, সর্ব্বজ্ঞ করেন। নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, কি নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, কি নিমিত্ত সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কি নিমিত্ত অনন্ত শক্তিমত্তার বিকাশ হয়, তাহা একটু বুঝিতে পারিলে কি রমা!

জিজ্ঞাসু—শিব যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হ'ন, যদি অনন্ত জ্ঞানময় হ'ন, দয়াময় হ'ন, বিশ্বের পরম পিতা হ'ন, আমি যদি শিবকে সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানময়, দয়াময় ও আমার পরম পিতা বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারি, অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়া অবিরাম তাঁহারই অনুস্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, লৌকিক মাতা

পিতার কাছ থেকে সন্তান যেমন তাঁহাদের যাহা আছে, তাহা পাইয়া থাকে, পরম পিতার কাছ থেকে আমি আমার যাহা আবশ্যক, তাহা পাইব না কেন? আমি আপনার সকল কথার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর আমার মনে হয়েছে, এই কথা তাহাদের সার।

বক্তা—এই কথাই তাহাদের যে, সার, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মানুষ রাজা হয়, ধনবান হয়, অন্যের প্রভু হয়, আচার্য্য বা জ্ঞানোপদেষ্টা হয়, তাহা সকলের জানা আছে, কিন্তু কি করে মানুষ রাজা হয়, কি করে ধনবান্ হয়, অন্যের প্রভু হয়, অনেকেই তাহা জানেন না, অনেকেই তাহা ভাবেন না। "কর্ম্ম" করিয়া ফল পায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহাই অবগত আছে, কিন্তু "কর্ম্ম" কোন্ পদার্থ, কোথা হইতে মানুষ কর্ম্ম করিবার শক্তি পায়, শক্তির মূল প্রসূতি কে, মানুষ সাধারণতঃ তাহা জানে না। শিবা বা শক্তি যুক্ত শিবই বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তির মূল প্রসূতি। শিবই ইচ্ছা শক্তি, শিবই জ্ঞানশক্তি, শিবই ক্রিয়া শক্তি, এই বিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় হইয়াছে, ভাবনাখ্য উপাসনা দ্বারা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ শিবের ন্যায়, সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির ন্যায়, সর্বৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন পূর্ণ শক্তিমান্‌কে ছাড়িয়া, তাঁহার পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করে, বিশ্বাস করে, আমার দেহ ও মনের বল দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হই, আমি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করি। শিবই পুরুষ শ্রেষ্ঠ, শিবই সর্ব্ব পুরুষের মূল, তাঁহার শরণাগত হওয়া ও পরিচ্ছিন্ন শক্তিকে ছাড়িয়া সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিকে আশ্রয় করা, এক কথা। অতএব যথার্থ-ভাবে অনন্যাসক্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিলে, 'প্রকৃত পুরুষকার' হয়, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, যোগিগণ স্বীয় সংকল্প দ্বারা সাধারণের অসাধ্য কর্ম্ম ও নিষ্পাদন করিতে পারেন। কিরূপে তাহা পারেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, শিবের বা ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহার কারণ। শিব ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, শিব, যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের প্রতীকার হইবে, বেদ দ্বারা, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহা বলিয়া দিয়াছেন, মানুষ, বিশ্বভিষক্, সর্ব্বশক্তিমান্ শিব কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার করে, ইহাতে মানুষ-চিকিৎসকের কতটুকু কৃতিত্ব আছে? মানুষ—চিকিৎসকের অভিমানে স্ফীত হইবার কি কারণ আছে? এত গেল স্থূল চিকিৎসার কথা, মানুষের অন্তরে যে, সর্ব্বরোগহর চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে কি মানুষমাত্রে দেখিতে পায়? মানস চিকিৎসা দ্বারা স্থূল চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক,

অসাধ্যজ্ঞানে পরিত্যক্ত রোগীও নীরোগ হয়। ভক্তের দুঃখ দেখে করুণাময় শিবের স্বভাবতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে করুণার উদয় হয় বলিয়া, তিনি প্রাকৃত জনবৎ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন। বিশ্বাস করিও রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তি, ঈশ্বর (শিব) জীবকে অনুগ্রহ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—পূর্ণের, নিষ্কামের, নিত্যমুক্তের, নিত্যতৃপ্তের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহ প্রয়োজন আছে। অপূর্ণকামের ন্যায় "রাগ" না থাকিলেও, পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণালক্ষণ রাগ আছে। জীবানুগ্রহ প্রয়োজন থাকিলেও, করুণালক্ষণ রাগযুক্ত হইলেও ঈশ্বর নিত্য মুক্ত, ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে যে, এই, কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছ (তস্যাত্মানুগ্রহ প্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্।"—যোগসূত্র ভাষ্য)। জীবের "রাগ," ক্লেশাত্মক, জীবের রাগ বন্ধনের হেতু, ঈশ্বরের করুণালক্ষণ (করুণাই হইয়াছে লক্ষণ যাঁহার) 'রাগ' ক্লেশাত্মক নহে, নিত্যমুক্তত্বের ক্ষতিকর নহে। জগতের অধিপতি করুণাদি কল্যাণ গুণগ্রামের আকর, ভগবানের করুণা আগন্তুকী নহে, ইহা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ। রাগ-দ্বেষ বিহীনের কর্ম্ম করা সম্ভব নহে, যিনি জন্মগ্রহণ করেন, স্থূলরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আমাদের ন্যায় অপূর্ণ, আমাদের ন্যায় রাগ-দ্বেষাদির অধীন, অল্পজ্ঞ মানবের এবম্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই, প্রাকৃতিক। "ঈশ্বর" হইয়াও, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ যে, জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান্ যাস্ক এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, দেবতারা কর্ম্ম জন্মা—লোকের কর্ম্মফল সিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও—কোন অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থ 'ঈশ্বর,' অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারূপে আবিভূর্ত হইয়া থাকেন, অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইলে লোকের কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। *

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর অগ্নি-বায়ু- সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি, লোকের কর্ম্ম সাধন, করিতে সমর্থ নহেন ?

বক্তা—শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম্ম, প্রবলতর বিরুদ্ধ শক্তি

---

* "কর্ম্মজন্মানঃ"—নিরুক্ত। কর্ম্মফল সিদ্ধয়ে লোকস্য "অগ্নি বায়ু সূর্য্যা জায়ন্তে। ন হ্যেতেভ্য ঋতে লোকস্য কর্ম্মফল সিদ্ধিঃস্যাৎ" নিরুক্ত টীকা)

দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির প্রকাশ হইবেই। যাহার ক্রিয়া নাই, যদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না, সে যে, আছে, তাহা জানা যায় না। বাধা না পাইলে, শক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা আসে না, যদি কোন অনুগ্রহীতব্য পাত্র না পান, তাহা হইলে, দয়ালুর দয়াবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে, দাতার দান বৃত্তির বিকাশ হয় না। "ঈশ্বর" নিত্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও, যদি তিনি ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য্য প্রকাশের পাত্র) না পান, তাহা হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। "ঈশ্বর কেন শরীর গ্রহণ করেন, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, কেন বেদাদি দ্বারা লোককে ধর্ম্ম-জ্ঞানের উপদেশ করেন," এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকানুগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার শরীর ধারণ সামর্থ্য, স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্ তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও, লোকের কর্ম্ম সাধন করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে, শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শরীর ধারণ করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরত্বকে, নিত্যমুক্তত্বকে অব্যাহত রাখিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূতহৃদয় ভক্ত-বৃন্দের উপকারার্থ, তাঁহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তাই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরক সূত্রে বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই কর্ম্ম ফলদাতা, অচেতন, ক্ষণবিধ্বংসি-কর্ম্ম যে, কর্ম্মকর্ত্তাকে স্বতন্ত্র ভাবে ফল দিতে পারে না, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয় ("ফলমতঃ উপ-পত্তেঃ।" "শ্রুতত্বাচ্চ"।—বেদান্ত সূত্র ৩।২।৩৭ ও ৩।২।৩৮)। ঈশ্বরের একেবারে যে, কোন ধর্ম্ম বা গুণ নাই, তাহা নহে। জীবের উপকার, স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার করান প্রভৃতি কার্য্য, ঈশ্বর করিয়া থাকেন। অতএব ঈশ্বর যে, করুণাদি কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর যে, কেবল কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা নহে, তাঁহার নিত্য শরীর আছে, ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ বলিয়াছেন, সর্ব্ব পরিপূর্ণ পরব্রহ্মের নিত্যসাকারত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাঁহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাহা হইলে, তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া থাকেন। অতএব পরব্রহ্মের পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ ("সর্ব্বপরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবল নিরাকারত্বং বক্তি-

মতং তর্হি কেবল নিরাকারস্য গগনস্যেব পরব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যেত। তস্মাৎ-পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ।"—ত্রিপাদ্বিভূতি মহা-নারায়ণ উপনিষৎ)।

মহর্ষি জৈমিনি ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি যে, ধর্ম্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় হইতেছে, কেবল ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে, সৃষ্টি বৈষম্য হেতু তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্ঠুরত্বাদি দোষাপত্তি হয়। সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অপেক্ষাকৃত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করেন, কেহ সর্ব্বদা দুঃসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ আস্তিক। ঈশ্বর যদি একমাত্র ফল কারণ হইতেন, ঈশ্বরকে যদি সর্ব্বভূতে সমান করুণাময় বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সৃষ্টি এই প্রকার বিষম হইল কেন, জগৎ দুঃখময় হইল কেন, মানুষের মনে যে স্বত'ই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ সমাধান হইতে পারেনা। জৈমিনি, গোতম, বাদরায়ণ প্রভৃতি ঋষি-গণ, শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর জীবের অনাদি কর্ম্মাপেক্ষা পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ। জীব কর্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কি? তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তোমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি। 'ফল"-শব্দ কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থার বাচক। 'ফল' যখন কর্ম্মের নিষ্পন্ন অবস্থা, তখন কর্ম্ম ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্তি হইবে কেন?

জিজ্ঞাসু—আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমি যদি অন্য কোনরূপ কর্ম্ম না করিয়া, কেবল শিব পূজা করি, অনন্য মনে শিবেরই ধ্যান করি, তাহা হইলে, শিব কি, আমার ধনের অভাব দূর করিবেন? পীড়িত হইয়া, আমি যদি ঔষধ না খাই, তাহা হইলে 'শিব' কি, আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবেন? কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ও দণ্ড চক্রাদি দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে, কুম্ভকারকে যেমন বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়, ঈশ্বরকে কি, জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়?

বক্তা—না, তা হয়না, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অতএব তাঁহা হইতে বাহ্যদেশ বাহ্য সামগ্রী কি থাকিতে পারে। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরকে, কোন বাহ্য সাধনের সংগ্রহ করিতে হইবে কেন? ঈশ্বর অন্য সাধনের

অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারেন। মহাপ্রভাবশালী দেবগণ, পিতৃগণ ঋষি বা যোগিগণ যে, কিঞ্চিৎ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, স্বতঃ বহুশরীর, প্রাসাদাদি ও রথাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন, মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ করিলে, তাহা উপলব্ধি হয়। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'দেবতারা ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান্, মহাপ্রভাবশালী, এই নিমিত্ত আত্মাই, আত্মশক্তিই ইহাঁদের রথ, আয়ুধ, ইষু (বাণ) প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাঁদের সংকল্প—মানস কর্ম্ম বা ইচ্ছামাত্রে সব হইয়া থাকে, দেবতাদি ঐশ্বর্য্যবান্‌দিগের আত্মাই সব ("আত্মৈবৈষাং রথোভবত্যাত্মাশ্ব আত্মায়ুধমাত্মেষব আত্মা সর্ব্বং দেবস্য দেবস্য॥"—নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড)। "দেবাদিবদপি লোকে," এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কুম্ভকারাদি ও দেবাদি উভয়ই, চেতন পদার্থ হইলেও, কুম্ভকারাদির ঘটাদি কার্য্যারম্ভে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, প্রভৃতি বাহ্য সাধন সকলের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু দেবাদি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্‌দিগের, তাহা করিতে হয়না। * অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে, বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। পাতঞ্জল দর্শনে যোগিগণের অলৌকিক সামর্থ্য বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে। যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। যোগীরা যে, স্ব সংকল্পমাত্র দ্বারা ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন, এই বিষয়ের বহু জনশ্রুতি আছে। তুমি ক্রাইষ্টের (Christ) নাম শুনিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, তিনি ক্রীষ্টানদিগের দেবতা, তাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, পূজা করেন।

বক্তা—এই ক্রাইষ্ট যে, বিভূতি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, প্রতীচ্য সুধীগণের গ্রন্থ পড়িলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ক্রাইষ্ট ভূতজয়ীছিলেন, ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপরি তাঁহার প্রভুত্বছিল, সংকল্প দ্বারা বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ভৌতিক বস্তু সকলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সুরাও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য

---

* "যথাহি কুলালাদীনাং দেবাদিনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্য সাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইতি।"—শারীরকভাষ্য।

সৃষ্টি পূর্ব্বক, অন্যকে খাওয়াইতে পারিতেন। * অবিকৃত বৈদিক আর্য্যগণের কাছে ইহা বিস্ময়জনক, অতিপ্রাকৃতিক বা অদ্ভূত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবেনা।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, শিবকে বিনা সংশয়ে দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার বলিয়া, বিশ্বাস করিতে পারিব, স্থূল ঔষধ ব্যতিরেকে, তিনি যে, রোগার্ত্তকে নিরাময় করিতে সমর্থ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, সব ছাড়িয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে, সব পাইব, সর্ব্বজ্ঞ হইব, এই জ্বালা যন্ত্রণাময় মর্ত্তরাজ্য অতিক্রম করিয়া, চিরশান্তিময় অমৃতধামে যাইয়া চিরদিন নির্ভয়ে পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব, আমার এইরূপ ধারণা অচল হোক।

বক্তা—"শিব" ও "শিবার" স্বরূপ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু বলা হইল, "শিব" যে সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা সর্ব্বসুখবিধাতা, সর্ব্বজ্ঞ শিব যে, জ্ঞানদাতা, অজ্ঞান তিমিরের নাশকর্ত্তা, শিব যে, দরিদ্রের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, সর্ব্বাধার শিবেই যে, সকলে শয়ন করিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কর্ম্ম না করিলে, শিব ফল দেন না, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা তোমাকে জানাইলাম; যিনি সব ছাড়িয়া অবিরাম শিবের অনুস্মরণ করেন, সতত শিবের পূজা করেন, তিনি যে, কাপুরুষ নহেন, পুরুষাকারবিহীন নহেন, সর্ব্বান্তঃকরণে যথার্থভাবে শিব পূজা করিতে পারিলে, অন্য কর্ম্ম করিবার যে, কোন প্রয়োজন হয় না, শিবপূজা কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মানুষ পুরুষকার বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হইলে, সেই স্থূল পরিচ্ছিন্ন পুরুষাকারকে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর পুরুষকারে পরিণত করিতে হইবে, 'শিব', পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার যত্নই তাঁহার ইচ্ছাই, আমার যত্ন, আমার ইচ্ছা, তিনি ছাড়া আমার কিছুই নাই, তিনি ছাড়া আমি কিছুই নহি, তিনি ছাড়া আমি অকিঞ্চন, আমার, আমার বলিবার যাহা কিছু আছে বলিয়া, ভাবিতাম, সে সবই তাঁহার, আমিই তাঁহার, আমার আমিত্ব শিবের অনন্ত অহং সাগরের বুদ্বুদমাত্র, যিনি ঠিক এইরূপ ভাবনা করিতে পারেন, এই ভাবে শিব চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, অন্যের পুরুষকার ক্ষুদ্র পুরুষকার, নগণ্য পুরুষকার, অজ্ঞের বা

* "He (Christ) could bring to Him and to other wine and food out of the elements through His power of thought or spiritual power. * * * He could overcome the elements or create any material article which He needed"—The Gift of understanding.

উদ্যমের চেষ্টা। অতএব যথার্থভাবে শিবের পূজা, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বে, আত্ম নিবেদন কাপুরুষতা নহে।

জিজ্ঞাসু—এইবার "রাত্রি" কোন পদার্থ তাহা বলুন।

বক্তা—শিব কে, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইল, সংক্ষেপে তাহার মনন কর। "শিব প্রিয় রাত্রি" "শিবরাত্রি", অথবা শিবই রাত্রি, যিনি শিব, তিনিই রাত্রি, তিনিই 'শিবা' বা 'ভুবনেশ্বরী'। তোমার কি মনে হইতেছে, "রাত্রি" মানুষমাত্রের পরিচিত, ইহার অর্থ সকলেই জানেন, অতএব "রাত্রি" শব্দের অর্থ বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

জিজ্ঞাসু—না দাদা! আমার তাহা মনে হয় নাই, আমার ক্ষুদ্র মনের, তাহা মনে করিবার যোগ্যতা নাই। আপনি দয়া করে, যাহা বলেন, তাহাকেই আমি পরম উপাদেয়, আমার অবশ্য শ্রোতব্য ও মন্তব্য বলিয়া বুঝিবার একান্ত অভিলাষী। আমি ত কিছুই জানিনা, আমার অভিমান করিবার কি আছে? তথাপি যে পূর্ণভাবে নিরভিমান হইতে পারিনা, ইহাই ক্লেশের কারণ। আমার কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন, আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শিবের কৃপায় যে ভাগ্যবানের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তিনিই শিবকে জানিতে পারেন, তিনিই শিবকে দেখিতে পান; সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণাবরুণালয় শিবচরণে তিনিই যথার্থভাবে নমো নম করিতে সমর্থ হ'ন। করুণাময় 'শিব' দয়া করে, অকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি পূর্ণভাবে নিরভিমান করেন নাই, বিমল চিত্ত করেন নাই, অদ্যাপি 'আমি তোমার'; বলে শিব চরণে লুণ্ঠিত হইবার শক্তি দেন নাই।

ক্রমশঃ

শ্রীরামঃ
শরণং মম

বিবাহতত্ত্ব।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্ সি, এম্, বি,

বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদ্দীপক কারণ।

জিজ্ঞাসু—বিবাহের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষ মাত্রের স্বভাবতঃ হইয়া থাকে, সর্ব্বদেশের তত্ত্বচিন্তকেরাই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে বিবাহ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, বিবাহতত্ত্ব যে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে

কেহ কেহ স্পষ্টস্বরে তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। ফিলিপ্ গিলবার্ট হ্যামার্টন্ (Philip Gilbert Hamerton) বলিয়াছেন্, অখিল অবশ্য জ্ঞাতব্য, বিশ্বতঃ প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে মানুষের বিবাহতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষায় অল্পতর, বিবাহের স্বরূপ কি, মানুষ সাধারণতঃ যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারে নাই। * ক্রমবিকাশবাদের প্রধান প্রবর্ত্তক ডারুবিন্ বলিয়াছেন, বিবাহ (Marriage) প্রাণি জাতীয় উন্নতির মূল কারণ। হেকেলও অনেকতঃ এই প্রকার মতাবলম্বী ছিলেন। † কোন কোন প্রতীচ্য কোবিদের বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় দৃষ্টি, সূক্ষ্মতর প্রদেশে উপনীত হইয়াছে, বিবাহকে সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, বিবাহের যাদৃশ প্রয়োজন সাধারণতঃ উপলব্ধ হইয়া থাকে, তত্ত্বানুসন্ধায়ি পাশ্চাত্য সুধীবর্গের মধ্যে কতিপয় ধীমানের বিবাহ বিষয়ক দৃষ্টি সেই নিকৃষ্ট স্তরকে অতিক্রম করিয়াছে, বিবাহের প্রয়োজন যে, উৎকৃষ্টতর, ব্যাপকতর, তাহা ইহাঁদের অনুভব হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক সম্বন্ধের আধ্যাত্মিকতা, স্থূল শরীরের নাশে যে, এ সম্বন্ধ নষ্ট হয় না, কিয়ৎপরিমাণে ইহাঁরা তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। শরীরতত্ত্ববিৎ ডাক্তার কার্পেণ্টার, তাঁহার নরশরীর (বিজ্ঞানে Human Physiology) বলিয়াছেন, পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করাই, বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, বিশুদ্ধ বৈবাহিক সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক, স্থূলশরীর নষ্ট হইলেও, এ সম্বন্ধের নাশ হয় না, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে, সম্বদ্ধ দম্পতীর লোকান্তরে

---

* "The subject of marriage is one concerning which neither I nor any body else can have more than an infinitesimally small atom of knowledge." * * *

"The subject of marriage generally is one of which men know less than they know of any other subject of universal interest."—

The Intellectual Life Part VII. Letter I P. P. 226—227

† "Darwin has already recognized what he calls sexual selection as a mainspring of progress in animals, and prof. Hackel does not hesitate to declare on the strength of his investigations, that the progress of the human race in history is in great part the consequence of sexual selection, which is developed to a far greater extent in man than in animals."—

Man in the past, present and future, by Dr. L. Buchner M. D. P. 209.

পুনর্ম্মিলন হইয়া থাকে। * অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্যতত্ত্বচিন্তকেরা স্ব-স্ব প্রতিভ বা প্রয়োজনানুসারে ম্যারেজের (Marriage), যৌন সম্বন্ধের (Sexua relation) তত্ত্ব নিরূপণার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও করিয়া থাকেন বিবাহের তত্ত্বানুসন্ধান যে, অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে ইঁহাদের মধ্যে মতভেদ নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি ক্রমবিকাশ বাদিগণ, তাঁহাদের রীত্যনুসারে ইতর প্রাণিদিগের ও অসভ্য প্রাথমিক মানুষের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গম প্রথা হইতে আরম্ভ করিয়া, অর্দ্ধসভ্য ও সভ্য মানুষমাত্রের বিবাহ পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন, এতৎ সম্বন্ধে বিবিধ অনুমান করিয়াছেন, জল্পনা, কল্পনা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সুধীবর্গের বিবাহ বিষয়ক বিবিধ অনুমান অবগত হইয়াছি, আপনার মুখ হইতে বেদশাস্ত্র প্রদর্শিত বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু উপাদেয় কথা শ্রবণ করিয়াছি, বিশ্বাস হইয়াছে, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে বিবাহের যাদৃশ স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদি সুধীগণের চিত্তমুকুরে বিবাহের তাদৃশ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ, তাদৃশ উপাদেয় স্বরূপ পতিত হয় নাই। যাঁহারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত, পূর্ণভাবে সর্ব্বপদার্থের তত্ত্ব সুধাপান করিতে যাঁহারা একান্ত অভিলাষী, যাঁহাদের হৃদয় রাগ-দ্বেষ বশগ নহে, অতএব যাঁহারা যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু, বেদ-শাস্ত্র বর্ণিত বিবাহতত্ত্ব যথাযথভাবে অবলোকিত হইলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারা বিশেষতঃ লাভবান্ হইবেন, অতিমাত্র আনন্দিত হইবেন। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব যে, বিবাহতত্ত্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, অখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি শ্রুতি তাহাই বুঝাইয়াছেন। বিবাহের এই প্রকার বিশুদ্ধ ও ব্যাপক রূপ, বোধ হয়, আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই, অন্য কোন ব্যক্তি দেখেন নাই। বেদ-শাস্ত্র বর্ণিত 'বিবাহ' ও "ম্যারেজ"

---

* "In proportion as the Human being makes the temporary gratification of the mere sexual appetite his chief object, and overlooks the happiness arising from spiritual communion, which is not only purer but more permanent, and of which a renewal may be anticipated in another world,—does he degrade himself to a level with the brutes that perish. Yet how lamentably frequent is this degradation;"—Principles of Human Physiology,
by W. B. Carpenter M. D. P. 752.

(Marriage) সর্ব্বথা সমান পদার্থ নহে। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ডারুবিন্ ও লেন্‌ন্যান্ (Mr. M. Lennen) ম্যারেজ্ (Marriage) বা যৌন সম্বন্ধের (sexual relation) তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, যে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাহইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, ইহাঁরা ইতর প্রাণী এবং অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য মনুষ্যগণের মধ্যে যে, অনিয়ত, কামজ সম্মিলন হইয়া থাকে, তাহাকেই ম্যারেজের প্রথমাবস্থা, ম্যারেজের আগুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষের সভ্যাবস্থাতে ম্যারেজের যাদৃশরূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ডারুবিন্ বলিয়াছেন, বৈবাহিক বন্ধনের পরিণাম পদ্ধতি (Manner of development of the marriage tie) যে তিমিরাচ্ছন্ন অবিস্পষ্ট, মর্গ্যান্ (Mr. Morgan), লেন্‌ন্যান্ (Mr. Lennan) এবং স্যার, জে, লবকের (Sir. J. Lubbock) এই বিষয়ে বহুস্থলে পরস্পরের মতের অনৈক্য হইতে যদিও আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি, তথাপি বিবাহ প্রথা যে, ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে, এবং স্ত্রী পুরুষের মিলন যে, এক সময়ে প্রায়শঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনিয়মিত, যাদৃচ্ছিক ছিল, তাহা নিশ্চিত বলিয়াই বোধ হয়। ইতর প্রাণী দিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের অনিয়ত সঙ্গমকে প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং মানুষের অবতরণ বানর হইতে হইয়াছে, বানর মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ, এইরূপ মতে দৃঢ় আস্থাবান্ থাকায়, ডারুবিন্ প্রভৃতি নবীন ক্রমবিকাশবাদিমাত্রেই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের স্ত্রী পুরুষ সঙ্গমে যে যাদৃচ্ছিক ছিল, অনিয়ত বা ব্যক্তি বিশেষে অনাবদ্ধ ছিল, এই প্রকার বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়াছিলেন। দিয়া থাকেন। *

* "Although the manner of development of the marriage tie is an obscure subject, as we may infer from the divergent opinions on several points between the three authors who have studied it most closely, namely, Mr. Morgan, Mr. M. Lennan, and Sir J Lubbock, yet from the foregoing and several other lines of evidence it seems certain that the habit of marriage has been gradually developed, and that almost promiscuous intercourse was once extremely common throuhout the World. Nevertheless from the analogy of the lower animals, more particularly of those which come nearest to man in the series, I can not believe that absolutely promiscuous intercourse prevailed formerly, when man had hardly attained to his present rank in the Zoological scale, Man, as I have attempted to shew, is certainly descended from some ape-like creature."—The Descent of Man by Darwine vol. II P. 361.

জার্ম্মান্ দেশীয় খ্যাতনামা অধ্যাপক হেকেল্ এককোষাত্মক (Protist) পূর্ব্বপুরুষ, ক্রিমি সদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Wormlike ancestors) মৎস্য সদৃশ পূর্ব্বপুরুষ (Fishlike ancestors), পঞ্চপদ পূর্ব্বপুরুষ (Five toed ancestors) ও শাখা মৃগ পূর্ব্বপুরুষ (ape ancestors), মানুষের এই সকল পূর্ব্বপুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণ, যে সকল প্রমাণ দ্বারা মানুষ মাত্রের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমান করিয়াছেন, আপনার নবোদিতক্রমবিকাশদবাদ এবং বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, সেই সকল প্রমাণের প্রামাণিকত্ব, সূক্ষ্মবিচারে, যথার্থভাবে পরীক্ষা করিলে, সিদ্ধ হয় না। সনাতন বেদ ও তন্মূলক নিখিল শাস্ত্রের উপদেশ, কৃৎস্নবস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তপস্তেজে দেদীপ্যমান্, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সমগ্র গুণশালী মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সনাতন অন্ততঃ প্রাচীনতম বেদ, ইহঁাদিগকে প্রজাপতির প্রাণভূত বলিয়াছেন, জগতের আদ্যগুরু বলিয়াছেন। অদ্যাপি ইহঁাদের গগনস্পর্শী, দশদিগ্‌বিভাসক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সমূহ বিদ্যমান আছে, অদ্যাপি ত্রিকালদর্শী মহর্ষিদিগের অমূল্য গ্রন্থপ্রভাকর জগৎকে সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে আলোকিত করিতেছে, অদ্যাপি মানবমাত্রের বিস্ময়জনক ভৃগুসংহিতা ভৃগুদেবের অস্তিত্বের, তাঁহার অমর ভাবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও ভগবান্ বেদব্যাসের বচনানুসারে বলিতেছি, যথাবিধি স্বাধ্যায়শীল পুরুষবৃন্দ অদ্যাপি ঋষিদিগের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন,তাঁহাদিগর দ্বারা বিবিধরূপে অনুগৃহীত হইয়া থাকেন। অতএব মহর্ষিগণের অস্তিত্বে প্রকৃত মননশীল মানবের সন্দিহাণ হইবার কোন কারণ নাই। বিবাহের মন্ত্র সমূহের অর্থ চিন্তা করিলে, বেদ-শাস্ত্র বর্ণিত বিবাহতত্ত্বের স্বরূপ যথার্থভাবে দর্শন করিলে, সপ্রমাণ হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষমাত্রের মধ্যে এক সময়ে পশু-পক্ষ্যাদির মত, কেবল পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সঙ্গম হইত, সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত বিবাহ প্রথার ক্রমশঃ পরিশুদ্ধি হইয়াছে, উন্নতি হইয়াছে, এই প্রকার অনুমান নির্দ্দোষ ব্যাপ্তি জ্ঞান মুলক নহে, যথার্থ সন্দর্শন ও পরীক্ষার ফল নহে। ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্য শীর্ষক সম্ভাষণে আপনি বেদ ও শাস্ত্র প্রমাণে অপিচ সদ্‌যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন, রসায়নতন্ত্রের (Chemistry) আণবিক সংযোগবিষয়ক বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমূহ বেদোপদিষ্ট বিবাহতত্ত্ব মুলক। ইহা অবগত হইয়া আমি যে, কত উপকৃত হইয়াছি, আমার যে, কত সংশয় নিরস্ত হইয়াছে,

কত অজ্ঞাত ও অচিন্তিত পূর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহা পূর্ণভাবে বর্ণন করিবার শক্তি আমার নাই। আপনার আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ পাঠ পুস্তক 'স্ত্রী' কোন পদার্থ, পুরুষের স্বরূপ কি, নপুংসকের তত্ত্ব কি, ("কা পুনঃ স্ত্রী, কশ্চপুমান্, কিং নপুংসকম্ ?") সুন্দরভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি এই বিষয়ের অপূর্ব্ব আলোক পাইয়াছি। আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ আপনি লিখিয়াছেন, "লিঙ্গের সংখ্যা তিনের অধিক বা ন্যূন না হইল কেন, স্ত্রীলিঙ্গাদি লিঙ্গত্রয়ের ইতর ব্যাবর্ত্তক বা ইত্থভূত লক্ষণ কি, ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সন্তোষজনক উত্তর, অনন্ত জ্ঞান, অনন্তাবতার ফণিপতি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সকাশ হইতে পাওয়া যায় না। অন্যদেশে এ সকল প্রশ্ন অদ্যাপি উত্থিতই হয় নাই। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এম্, ডুফে (M. Dufay কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভিট্রিয়স্ (Vetrious) ও রেজিনস্ (Resinous) বা ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের পজিটিভ ও নেগেটিভ্ (Positive and Negative) এই দ্বিবিধ তাড়িততত্ত্ব, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী (Laws fo motion) যে জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কৃত "স্ত্রিয়াং" এই পাণিণীয় সূত্রের ভাষ্যার্ণবে অর্ণবে ভাসমান বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিতেছে, তাহা লক্ষ্য হইবে।" আপনার এই সকল কথাতে যে, অতিশয়োক্তি নাই, আমার তাহা বোধ হইয়াছে। ভূততন্ত্র (Physices), রসায়নতন্ত্র (Chemistry), প্রাণবিদ্যা (Biology), শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (Physiology, Psychology) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখাতে বেদবর্ণিত বিবাহতত্ত্বেরই অসম্পূর্ণ রূপ দেখিয়াছি। যাহা উপাদেয় বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে, যাহা মানুষের অবশ্য শ্রোতব্য ও অবশ্য মন্তব্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, যাহা অবগত হইয়া, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ, অন্যের উপকার হইবে এইরূপ বিশ্বাস বশতঃ যথার্থ আত্মকল্যাণার্থীকে, প্রকৃত জ্ঞানামোদীকে, পূর্ণ সত্যানুসন্ধিৎসুকে তাহা জানাইবার প্রবৃত্তি হইয়াছে।

বক্তা—তোমার উদ্দেশ্য সর্ব্বজনিক হিতকর উদ্দেশ্য, বেদবর্ণিত বিবাহতত্ত্বের সম্যগ্‌রূপে পর্য্যালোচনা যে, মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, বেদ ব্যাখ্যাত বিবাহতত্ত্বের গর্ভে নিখিল জ্ঞান বিজ্ঞানের সার বিরাজমান আছে। অথর্ব্ববেদ সংহিতা বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, লৌকিক বিবাহ তত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন।

"যন্মন্যুর্জায়ামাবহৎ সংকল্পস্য গৃহাদধি।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।৪।১০।১ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা পারমেশ্বরী মায়া শক্তিকে পরমেশ্বর

বিবাহ করেন। যাঁহাতে সর্ব্বজগৎ উৎপন্ন হয়, যাঁহার গর্ভ হইতে বিশ্বজগৎ প্রসূত হয়, সেই প্রকৃতি বা মায়া পরমেশ্বরের জায়া স্থানীয়। পরমেশ্বর "বর", প্রকৃতি তাঁহার জায়া। প্রকৃতি পুরুষের বিবাহ হইতে বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয়। অথর্ব্ববেদের এই সারগর্ভ উপদেশকে অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, অৰ্দ্ধসভ্য কবির কল্পনা বলিয়া, উপেক্ষা করিবেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কুলভূষণ ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট (B. Stewart) ও পি, জি, টেট (P. G. Tait), যাঁহারা বলিয়াছেন, "আমরা যাহা দেখিতে পাই, যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা ব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত মূলক, তাহা অব্যক্ত কারণ প্রসূত। যে ইথার (Ether) নামক পদার্থকে একমতে ব্যক্তজগতের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা হয়, আমাদের বিশ্বাস, তাহাই ব্যক্ত জগতের চরম কারণ বা সূক্ষ্মতম অবস্থা নহে, তাহারও পশ্চাৎ কারণান্তর আছে, সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে, এবং ব্যক্ত জগতের উপাদান কারণ অণু সমূহের আভাবস্থা কি, কেবল তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা অব্যক্তের অভিসর্পণ—অব্যক্তের আশ্রয় করিতে চাই, তাহা নহে; যে সকল শক্তি ঐ জড় অণু পুঞ্জকে উত্তেজিত করে, প্রণোদিত করে, আমরা সেই সকল শক্তির তত্ত্ব জানিবার জন্যও অব্যক্তের—সূক্ষ্মের অভিসর্পণ করিতে অভিলাষী, যাঁহারা বলিয়াছেন, আমারা যখন যাহাকেই কোন কার্য্যের কারণ বলিয়া অবধারণ করি, কারণানুসন্ধায়িনী বুদ্ধি, তখনই আমাদিগকে বলিয়া দেয়, অনুসন্ধান কর, ইহারও কারণ আছে, ইহারও সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে, ইহারও অন্তরাত্মা আছে; যাঁহারা বলিয়াছেন—ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত দ্বারা হইয়া থাকে," * তাঁহারা

---

* "But again, we are compelled to imagine that what we see has originated in the unseen, and in using this term, we desire to go back even further than other, which, according to one hypothesis given rise to the visible order of things. And again we must resort to the unseen not only for the origin of the molecules of the visible universe, but also for an explanation of the forces which animate these molecules and not only, but we are always carried back from one order of the unseen to another."—The unseen Universe, P. P. 198—199.

* "Finally our argument has led us to regard the production of the visible universe as brought about by an intelligent agency residing in the universe."—Ibid P. 218.

অথর্ব্ববেদের উক্ত উপদেশকে সমাদর করিবেন, ইহা যে, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, তাহা অস্বীকার করিবেন। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, 'প্রজাপতি নিজ দেহকে দুই খণ্ড করিয়া, অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইয়াছেন,' 'বিরাট পুরুষ উক্ত অর্দ্ধ বা সমাংশ দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন ("দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥"—মনুসংহিতা)। বিরাট পুরুষ যেমন বিশ্বের পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তি এই উভয়ের মিলিত রূপ, সেই প্রকার পূর্ণ তড়িৎ শক্তি ধন ও ঋণ (Positive and Negative) এই উভয়বিধ তড়িতের মিলিত মূর্ত্তি। অগ্নি বিনা সোম এবং সোম বিনা অগ্নি অপূর্ণ—অর্দ্ধ। অর্দ্ধের পূর্ণ হইবার চেষ্টা ও স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সঙ্গত চেষ্টা এক কথা। পুংশক্তি বিরহিত স্ত্রীশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি বিরহিত পুংশক্তি অপূর্ণ, পূর্ণ হইবার জন্যই জায়া-গ্রহণ ব্যবস্থা বা বিবাহ। * জড় জগৎ ও স্ত্রীও পুরুষের মিলিত মূর্ত্তি, জড় পদার্থের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ আছে, জড় বস্তু সমূহের মধ্যেও বিবাহ হইয়া থাকে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ "বিবাহতত্ত্ব" বুঝাইতে যাইয়া বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বই বুঝাইয়াছেন। ব্যাকরণের সন্ধি প্রক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, তুমি বিস্মিত হইবে, সত্যের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য হইবে। ব্যাকরণের সন্ধিতত্ত্বের গর্ভে ভৌতিক ও রাসায়নিক সম্বন্ধতত্ত্বের সমীচীন উপদেশ আছে, বিবাহ তত্ত্বে মূল রহস্য আছে। আন্তর্য্য বা আন্তরিক সম্বন্ধ না থাকিলে, সন্ধি হয় না, অস্মদ্দেশে এতত্ত্ব বোধ হয় সাধারণের অবিজ্ঞাত হইয়াই আছে।

বেদ ব্যাখ্যাত বিবাহতত্ত্ব কিরূপ বিশ্বতোমুখ, কি প্রকার গম্ভীর ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়, পূর্ণভাবে তাহা অবগত হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গমে এক সময়ে যাদৃচ্ছিক ছিল, মানুষ মাত্রের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন, পশ্বাদির ন্যায় অনিয়ত ছিল, পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করাই, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীরা এইরূপ মতকে সারহীন জ্ঞানের পরিবর্জ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। "পূর্ব্বকালে এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও, স্ত্রীগণের অধর্ম্ম হইত না, ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল, ধর্ম্ম-বিৎ, মহাত্মা, পুরাণ ঋষিরা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। পূর্ব্বে স্ত্রীগণ অনাবৃতা—সকলের দর্শন যোগ্যা ছিল, স্বতন্ত্রা ছিল, কামচার বিহারিণী ছিল।

---

* "অর্দ্ধো হবা এব আত্মনো যজ্জায়া"। শতপথ ব্রাহ্মণে।

উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এইরূপ আচারের প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন,"* মহাভারতের আদি পর্ব্বে যে, এই কথা আছে, তাহা আমি জানি। তথাপি যে, এইরূপ কথা বলিলাম, তাহার কারণ, আপনি সংশয় দূর করিয়া, সত্যের রূপ দেখাইয়া দিবেন।

রমার বিবাহ সংস্কার সময়ে আপনার মুখ হইতে বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা যে, পরম রমণীয়, তাহা যে, আত্মকল্যাণার্থীর অবশ্য শ্রোতব্য, অবশ্য মন্তব্য, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, বিবাহের বৈদিক মন্ত্র সমূহের গর্ভে যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্ব নিধি নিহিত আছে, তাহা অবগত হইলে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়, বেদের, বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, বেদপ্রাণ জগদ্‌গুরু মহর্ষিগণের চরণে পুনঃ পুনঃ নতশির হইতে প্রবল ইচ্ছা হয়। রমার বিবাহ সংস্কার কালে আপনি বৈদিক বিবাহ মন্ত্র সমূহের মধ্যে যে মন্ত্র গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যের বিবাহ যে, অনিয়ত নহে, কেবল নিকৃষ্ট পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে যে, এই অতি পুরাতন জাতির বিবাহ হইত না, সৎপুত্রোৎপাদন, এবং পূর্ণ মানবোচিত সদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অমৃতধামে গমনই যে, এ জাতির বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, বিবাহের বৈদিক মন্ত্রগুলির যথার্থভাবে অর্থ চিন্তা করিলে, চিন্তাশীল, সত্যসন্ধ, সহৃদয় পুরুষবৃন্দ অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বক্তা—বেদে বিবাহের যাদৃশ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে, যাঁহারা আপনাদিগকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় বলিয়া বিবেচনা করেন, যথার্থভাবে বিচার না করিয়া, যথারীতি সত্যের অনুসন্ধান না করিয়া, বৈদিক কালের ব্যক্তি মাত্রকে যাঁহারা অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জ্ঞানে উপেক্ষা করেন, বৈদিক আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহারের নিন্দা করেন, মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়, সভ্যতার এই পূর্ণ বিকাশের দিনেও, তাঁহারা বিবাহের তাদৃশ ব্যাপক ও বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে সমর্থ হ'ন নাই। মহাভারতের কথা শুনিবামাত্র ঝটিতি কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিও না। উদ্দালক বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, ঋষি ছিলেন, উদ্দালক অসভ্য ছিলেন না, বর্ব্বর ছিলেন না, ক্রমবিকাশবাদীদিগের ইহা একবার ভাবা উচিত। ছান্দোগ্যোপনিষদে, শতপথ ব্রাহ্মণে যে আরুণি উদ্দালকের বর্ণন আছে, যে, উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া ছিলেন, সে মহামূল্য,

* "অথ ত্বিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্ম তত্ত্বং নিবোধমে। পুরাণমৃষিভির্দৃষ্টং ধর্ম্মবিৎ—মহাত্মভিঃ॥ "অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয়ঃ আদর্শ বরাননে। কামচার বিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রা শ্চারুহাসিনি॥" মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

অমৃতময় উপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি, অধুনা কাহার আছে কিনা, সন্দেহ, সে উদ্দালককে যাঁহারা বর্ব্বর বলিতে পারেন, প্রাথমিক, অসভ্য মানুষ বলিতে পারেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত উপাদানে গঠিত, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সনাতন বেদের উপদেশানুসারে বিশ্বজগৎকে যজ্ঞের মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিয়া ছিলেন, যাঁহারা যজ্ঞকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণামের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যজ্ঞকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া, অনুভব করিয়াছিলেন, পত্নীকে যাঁহারা যজ্ঞকর্ত্তার অর্দ্ধ স্বরূপ ভূতাজ্ঞানে, আত্মার অর্দ্ধবোধে সমাদর করিতেন, ("অর্দ্ধো বা এষ আত্মানঃ যৎ পত্নী।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। "যজ্ঞকর্ত্তুরর্দ্ধ স্বরূপ ভূতা পত্নী।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদভাষ্য) বিবাহকে যাঁহারা পূর্ণ হইবার সাধন মনে করিতেন, সংস্কৃত পুত্রোৎপাদন, শুভ সংস্কার বিশিষ্ট, ধার্ম্মিক, আত্ম-পরের কল্যাণকারী, সমস্ত সদ্গুণশালী, বীর সন্ততির উচ্ছেদ না হয়, এই নিমিত্ত যাঁহারা জায়া গ্রহণ করিতেন, সেই পুরাতন বৈদিক আর্য্যজাতির বিবাহকে যাঁহারা শৃগাল কুক্কুরের বিবাহ বলিয়া, নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা যে, যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু নহেন, তাঁহাদের দর্শন ও পরীক্ষা যে, ভ্রান্তিমূলক বা রাগ-দ্বেষ-প্রসূত, তাঁহাদের অনুমান যে, ব্যক্তিমাত্রের অহিতকর, তাহা বলা বাহুল্য। বিবাহের যে সকল মন্ত্রে উচ্চভাব আছে, তাহারা পরে রচিত, এই প্রকার আক্ষেপ, সুবিচারে টেঁকিবে না। মন্ত্রতত্ত্বের সমীচীন জ্ঞান থাকিলে, এইরূপ কথা বলা যায় না। ঐতরেয় আরণ্যকে এবং উহার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, পুত্র—পৌত্র—প্রপৌত্রাদির অবিচ্ছেদার্থ, সংস্কৃত পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য, গর্ভাধানাদি সংস্কার দ্বারা উৎপাদিত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন, নীরোগ, দৃঢ়কায়, দীর্ঘজীবি সৎপুত্র, আবার সংস্কৃত সৎপুত্র উৎপাদন করিলে, সে আবার তাদৃশ পুত্র উৎপাদন করিবে, এবম্প্রকারে প্রজাতন্তুর অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিবে, পৃথিবী দেবোপম, সর্ব্বগুণাকর প্রজা দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে, মর্ত্তধাম অমর নিকেতন হইবে, সকলেই ক্রমশঃ ঐহিক ও পারত্রিক শুভকর্ম্ম করিয়া, সমাজের যথার্থ হিত সাধন করিয়া, প্রভূত, প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখ সঙ্কুল সংসারার্ণব পার হইয়া, অমৃতধামে উপনীত হইবে, বিবাহের ইহাই উদ্দেশ্য। * সুসংস্কৃত

* "এষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমেলোকাঃ।"—ঐতরেয় আরণ্যক। "পুত্রপৌত্র প্রপৌত্রাদয়ঃ ইমেজনাঃ, লোকাঃ তেষাং লোকানাং অবিচ্ছেদার্থং সংস্কৃত পুত্রোৎপাদনং। অনেন পুনঃ স্বোৎপাদিতে পুত্রে সংস্কৃতেসতে, তথৈব অবিচ্ছিন্না পুত্রোৎপত্ত্যৎ পুত্রমুৎপাদ্য সংস্করোতি। সোঽপ্যত্যৎ পুত্রমিত্যেবমেব ইমে লোকাঃ ভবন্তি।—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য।

সৎপুত্রোৎপাদন, পৃথিবীর স্থির কল্যাণ বিধান, লৌকিক ও পারমার্থিক ধর্ম্ম সাধন, ইহাই কি, সুসভ্য মানুষের কার্য্য নহে? হার্ব্বার্ট স্পেনসার বলিয়াছেন, বংশরক্ষা, প্রজাতন্তুর যাহাতে বিচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেক পুরুষ তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কাছে, তাহার উৎপাদন ও উন্নতি বিধান করাতে ঋণী থাকে, পুত্র উৎপাদন এবং উৎপাদিত পুত্রের উন্নতি বিধান করিয়া, সে উক্ত ঋণ হইতে মুক্ত হয়; বিবাহের ইহাই কর্ত্তব্য নীতি (Ethics)। কিন্তু বিবাহ যদি বণিক্‌বৃত্তিমূলক (Mercantile marriage) হয়, নিকৃষ্ট লাভ যদি বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, এতদ্বারা উন্নতি না হইয়া, অধোগতিই হইয়া থাকে। * "জায়া আত্মার অর্দ্ধ," পত্নী বিনা যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়না, স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন রূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্য, সৎপ্রজার উৎপাদন, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ, এই ঋণত্রয়ের পরিশোধ করিতে না পারিলে, মুক্তি হয় না ("মিথুন যে বাস্তা তত্ত্বজ্ঞে করোতি প্রজনায়।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ), হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বিবাহের বেদ বিজ্ঞাপিত এই বিশুদ্ধ প্রয়োজনকে যথাযথভাবে দেখিতে পান নাই। "জায়া আত্মার অর্দ্ধ", জায়া প্রাপ্ত না হইলে, জীব পূর্ণ হইতে পারে না; "অর্দ্ধের-অপূর্ণের পূর্ণ হইবার নিমিত্ত বিবাহ," "পত্নী বিনা যজ্ঞ হয় না," "পত্নী যজ্ঞকর্ত্তার অর্দ্ধ স্বরূপভূতা," সনাতন বেদের ইত্যাদি অতি মাত্র গম্ভীরার্থ উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ, বৈদিক সংস্কার বিহীনের পক্ষে অসম্ভব। যাক্, এ সকল কথা, এখন কি কারণে তুমি বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছ, তোমার বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদ্দীপক কারণ কি, তাহা বল শুনি।

জিজ্ঞাসু—"জিজ্ঞাসা" সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে মানুষ মাত্রের হিতকর, বহু সারগর্ভ কথা শুনিয়াছি। "পরীক্ষা," "মনন" বা বিচার যে, জিজ্ঞাসারই পর্ব্ববিশেষ, আপনার জিজ্ঞাসা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক, তাহা উপলব্ধি হইয়াছে। "বেদ"

---

* "Assuming the preservation of the race to be a desideratum, these results an obligation to submit to the entailed sacrifices. Natural equity requires that as each individual is indebted to past individuals for the cost of producing and rearing him he shall be at some equivalant cost for the benefit of future individuals.

Marriage is ethecally sanctioned, and indeed ethecally enjoined, being a condition to fulfilment of individual life. * * * If, instead, it is a mercantile marriage, there may follow self debasement rather than elevation"—Epitome of synthetic Phylosophy of Herbert Spencer, by H. Collins. P. 615.

কি, "শাস্ত্র" কি, মানব জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, কিরূপ সাধনা করিলে, মানুষ কৃতকৃত্য হইতে পারে, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইতে পারে, বহুবার তাহা শুনিয়াছি। বহুদিন হইতে বহুবার যাহা শুনিয়াছি, শুনিতেছি, তাহার যে, কোনই ক্রিয়া হইবে না, তাহা সম্ভব নহে। অভ্যাসের মহিমা অনির্ব্বচনীয়, অভ্যাস দ্বারা না হইতে পারে, এমন কার্য্য নাই পুনঃ পুনঃ আপনার সদুপদেশ শুনিয়াছি, তথাপি, পূর্ব্বজন্মের প্রবল অশুভ কর্ম্ম সংস্কার বশতঃ আপনার সদুপদেশ শ্রবণের অভ্যাস, আমাতে যথোচিত ফল প্রসব করিতে পারে নাই, তথাপি যথার্থভাবে আমার আত্ম সংস্কার হয় নাই। না হইলেও, আপনার সঙ্গ, আপনার উপদেশ শ্রবণ যে, একেবারে অনর্থক হইয়াছে, তাহা বলিতে পারিনা। বর্ত্তমান যুগ প্রভাবে বৈদিক আর্য্যজাতির মানসপ্রবৃত্তির সাধারণতঃ যাদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে, আমার চিত্তে সে যুগ প্রভাব যে, কিছু ক্রিয়া করে নাই, আমার মানস প্রবৃত্তি যে, এতদ্দ্বারা একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। ডারুইন্ পড়িয়াছি, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার পড়িয়াছি, তুলনাত্মক প্রাণিবিদ্যার (Comparative Zoology) অনুশীলন করিয়াছি, নবীন ক্রমবিকাশবাদের অনেক কথা চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ আপনার সঙ্গ না পাইলে, আমিও আজ, আমরা যে, বর্ব্বরদিগ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না ("But there can hardly be a doult that we are descended from barbarians."—The Descent of Man Vol II P 404), ডারুইনের এই প্রকার মতকে অভ্রান্ত বলিয়াই; বুঝিতাম। আপনার সঙ্গ না না পাইলে, আমিও আজ বেদ-শাস্ত্র বর্ণিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, পরম পবিত্র, উন্নতির একমাত্র সুদৃঢ় অধিরোহিণী স্বরূপ বিবাহাদি সংস্কার সমূহকে অসভ্যোচিত আচার বলিয়াই, উপেক্ষা করিতাম, আমিও আজ পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাই, বৈদিক কালের বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ মতাবলম্বী হইতাম। ভাল হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ প্রকৃত কল্যাণভাজন হইবার যে মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মার্গই যে, যথার্থ শ্রেয়োমার্গ, আপনার কৃপায়, তাহা বিশ্বাস হইয়াছে। অবিচালি বিশ্বাস হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারিনা, তবে বেদশাস্ত্র বিরুদ্ধ মার্গকে আশ্রয় করিবার সাহস হয় না, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বহু পুরাতন, বহুশঃ পরীক্ষিত সেতুকে, যাহার উপর দিয়া বড় বড় হাতী বহুদিন হইতে চলিয়া গিয়াছে, যাইতেছে, সেই সেতুকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক, অপরীক্ষিত, অপরিনামদর্শি নবীন পুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, নূতন্ সেতুর আশ্রয় করা যে, স্থূলদর্শীর, অবিবেকীর কার্য্য, তাহা মনে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও গোপথ ব্রাহ্মণের, অপিচ হারীত, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণের বচন স্মরণ পূর্ব্বক আপনি সংস্কারতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা শুনিয়া, অতিমাত্র সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছি, আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের ও তাহা আনন্দপ্রদ হইবে, মহদুপকারক হইবে। যাঁহারা চরিত্রগঠনের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, যাঁহারা উন্নতির রাজপদ্ধতির অন্বেষণ করেন, যাঁহারা দীর্ঘজীবী, সুসন্তান প্রার্থনা করেন, তাঁহারা আপনার সংস্কারতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিলে, লাভবান্ হইলাম মনে করিবেন। আমরা যথাবিধি বেদোপদিষ্ট আত্মসংস্কার বিরহিত, আমরা পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করিনা, ইচ্ছা হইলেও করিতে পারিনা, তথাপি প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, সাহস হয়, 'আমার যে ইন্দ্রিয়—শক্তি ঐন্দ্রিয়ক সুখ-ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাকে পুনঃ প্রাপ্ত হোক্, সে ইন্দ্রিয় শক্তি আবার ফিরিয়া আসুক, যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন না করাতে, আমার যে আয়ুঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার সেই আয়ুঃ আবার আমাকে প্রাপ্ত হোক্, যথাবৎ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করাতে, আমার যে ব্রাহ্মণ্যের—ব্রহ্মবর্চ্চের হানি হইয়াছে, আবার তাহা আমাকে প্রাপ্ত হোক্, আবার আমার সব ফিরিয়া আসুক, সম্বর্দ্ধিত হোক্ ("পুনর্ম্মৈত্বিন্দ্রিয়ম্, পুনরায়ুঃ, পুনর্ভগঃ, পুনর্দ্রবিণ মেতুমাম্, পুনর্ব্রাহ্মণমৈতু মাং স্বাহা।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, বহুদিন হইতে হৃদয়ে, ব্রাহ্মণ হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আত্ম সংস্কার করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার ইহাই পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ। দুইটী উদ্দীপক কারণে, এই জিজ্ঞাসা উদ্দীপিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ইদানীং (বিশেষতঃ অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য দেশে) তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, বিবাহ ও বলা বাহুল্য এই আন্দোলনের একটী প্রধান কেন্দ্র স্থান (Focus)। ডাক্তার বুক্‌নার প্রভৃতি সাংঘাতিক ক্রমবিকাশবাদিগণ স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক আন্দোলনের যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হইয়াছে, হইতেছে। আমরা এখন প্রায়শঃ পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত, অধুনা প্রতীচ্য প্রভাকরের প্রভাতেই আমাদের ক্ষীণ মনশ্চন্দ্রমা অনেকতঃ প্রভাতঃ হইয়া থাকে। আমরা এখন রাজ বিদ্যাই (অর্থকরী বলিয়া) শিক্ষা করি, বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যে অধুনা অল্প সংখ্যক

ব্যক্তিই, যথার্থ ভাবে বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, আমরা এখন প্রায়শঃ বৈদিক সংস্কার বর্জ্জিত, বেদ-শাস্ত্রের সহিত আমাদের পরিচয় ও বলা বাহুল্য অল্প, অবস্থাতে আমরাও যে, উন্নতিশীল, অন্যায্য সাম্যপ্রিয়, সুসভ্যম্মন্য প্রতীচ্যদিগের ন্যায় স্ত্রীগণকে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদিগের সমান অধিকার দেওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ে পুরুষদিগের মত স্বাতন্ত্র্য থাকা উদার নীতি সম্মত, এই প্রকার মতের পক্ষপাতী হইব, তাহা খুব সম্ভব। ডাক্তার বুক্‌নার বলিয়াছেন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উভয়েরই বিবাহ বা পতি-ভার্য্যা নির্ব্বাচনে স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। বিবাহের পর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যদি মনের মিল না হয়, দাম্পত্য প্রেম না হয়, তাহা হইলে, একবার বিবাহ সূত্রে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই যে, তাহারা যাবজ্জীবন (অশান্তির কারণ হইলেও,) অনিচ্ছায় পরস্পর স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকিবে, তাহা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে, এইরূপ বিবাহ সুখের না হইয়া, দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, এই প্রকার বিবাহ দ্বারা জাতীয় উন্নতি না হইয়া, অবনতিই হইয়া থাকে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পর মিল না হইলে, উহারা— স্বামি-স্ত্রীসম্বন্ধ রজ্জুকে ছেদন করিতে পারিবে, সভ্যজাতি মধ্যে বিবাহ বিষয়ে ডাক্তার বুক্‌নার আশা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এই প্রকার স্বাধীনতা থাকিবে, বিবাহ বাণিজ্য—বাজারের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার হওয়া অনুচিত। * আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, বিবাহে এই প্রকার স্বাধীনতা থাকা উচিত কিনা। ডাক্তার বুক্‌নার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে কোনই সার নাই আমার তাহা মনে হয় না। যে বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মনের মিল হয় না, সে বিবাহ দ্বারা যে,

---

* "In contrast, to this our present conventional and constrained marriage, as is well-known, only too frequently presents, mutual discords and incurable dissatisfaction of the most repulsive character which is most injurious to the progress of the race. Even the emancipation of woman that we have urged and her freer and more independent position with regard to man will constitute a necessary for a different form of marriage in the future and the free love-choice, which has hitherto, contrary to all justice and reason, been allowed only the man, must in future form equally a right of the maiden. The young woman having become independent will on longer find it necessary to allow herself to be treated like merchandise in the market." * * *.—Man in the present, past and future, P. 209.

সুখ না হইয়া, বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া, দুঃখই হয়, অশান্তি হয়, তাহা কি মিথ্যা? বেদ-শাস্ত্র এবিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়, বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের এই প্রকার স্বাধীনতা থাকা উচিত কিনা, স্ত্রী-পুরুষ ইচ্ছা করিলেই যদি বৈবাহিক সম্বন্ধ ছেদন করিতে পারেন, তাহা হইলে, কল্যাণ হইবে, কি অকল্যাণ হইবে, বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই প্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকিলে, প্রকৃত দাম্পত্য সুখের অভাব হইবে কিনা, ব্যভিচারের স্রোত খরতর বেগে বহিবে কিনা?

বক্তা—তোমার যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব লাভের ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মসংস্কারের প্রয়োজন কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ, তোমার নষ্টের (যাহা তুমি হারাইয়াছ, তাহার) পুনঃ প্রাপ্তির অভিলাষ হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া, আমি যে কত সুখী হইলাম, বাক্য দ্বারা তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বেদাত্মা, ব্রাহ্মণ্য দাতা, পতিতের উদ্ধার কর্ত্তা— ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করুন, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপক বেদ গ্রহণ যোগ্যতাদায়ক আত্মসংস্কার করিতে সমর্থ হও, তোমার হারাণ জিনিস তুমি ফিরিয়া পাও। বিবাহ বিষয়ক জিজ্ঞাসার দুইটী উদ্দীপক কারণের মধ্যে একটী জানাইলে, এখন দ্বিতীয় কারণ কি, তাহা জানাও।

জিজ্ঞাসু—রমার বিবাহের পূর্ব্বে আপনি বিবাহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, যে সকল বিবাহ মন্ত্রের আপনি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা শুনিয়া, আমার তিন বেদের সমস্ত বিবাহ মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিবার ও হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। এখন যাঁহারা বিবাহাদি সংস্কার করেন, যাহাতে তাঁহারা শুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারেন, মন্ত্রগুলির অর্থ অবগত হইতে পারেন, মনে হইয়াছে, তজ্জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বয়ং সংস্কৃত হইব, গর্ভধানাদি সংস্কারে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হয়, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ অবগত হইব, এবং যাঁহারা "যথার্থভাবে সংস্কার হোক্," এইরূপ ইচ্ছা করেন, যাঁহাদের স্বাভাবিক বেদ-শাস্ত্র-নিষ্ঠা আছে, আস্তিকতা আছে, যাঁহারা অভিমান রাহুগ্রস্ত হৃদয় নহেন, তাঁহাদিগকে সংস্কার মন্ত্র সকলের অর্থ জানাইব, বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার ইহাই আমার দ্বিতীয় উদ্দীপক কারণ।

বক্তা—তোমার ইহা ব্রাহ্মণোচিত সংকল্প, করুণাময় শঙ্কর নিশ্চয় তোমার

এই সাধু সংকল্প সংসিদ্ধ করিবেন। তোমার বিবাহতত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রথম উদ্দীপক কারণ সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে, অনেক বিষয়ের যথার্থভাবে বিচার না করিলে, তুমি যাহা, যাহা জানিতে চাহিয়াছ, সেই সকল বিষয় পূর্ণভাবে জানান হইবে না। ক্রমশঃ

শ্রীরাম শরণং মম।

সীতাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সীতাদেবীকে বেদময়ী রূপে ভাবিতে বাধা বোধ হইবার কারণ।

জিজ্ঞাসু—"বেদ" কি বস্তু, আমি তাহা জানি না। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, এখনও শুনিয়া থাকি, "বেদ" ও "ব্রহ্ম" এক পদার্থ, বেদ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বশাস্ত্র, সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান বেদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, শিল্প-কলাও বেদ প্রসূত। কিন্তু আমার কাছে এই সকল কথা অর্থ শূন্য রূপেই প্রতীয়মান হয়।

বক্তা—"বেদ" কি বস্তু যে তাহা জানে না, "বেদ" ও "ব্রহ্ম" এক পদার্থ; বেদ হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বশাস্ত্র, সকল জ্ঞান, বিজ্ঞান বেদ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, শিল্প-কলাও বেদপ্রসূত, সে কি করে এই সকল কথার যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিবে? তাহার কাছে এই সকল কথা যে, অর্থশূন্য রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা কি বিস্ময়জনক? যে বেদ কি, তাহাই জানে না, সে কেমন করে "সীতাদেবী বেদময়ী" এই শ্রুতি বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে? বেদ বা বেদমূলক, বেদপ্রাণ শাস্ত্র সমূহ হইতে বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা শুনিয়া, বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে, কেবল তোমার কেন, যাঁহারা বেদের স্বরূপ দর্শনোপযোগি-সাধনবিহীন, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই যথার্থ ধারণা হইতে পারে না। সীতাদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে

তোমার বোধশক্তি অনুসারে তুমি ইহাঁকে মানুষ ছাড়া আর কি মনে করিতে পার? মানুষদেহে দেবতা থাকিতে পারেন, পরিচ্ছিন্ন দেহে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপিকা, সর্ব্বশক্তিময়ী প্রকৃতি থাকিতে পারেন, পরিচ্ছিন্ন জীব, অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, মনুষ্যদেহে, মানুষভাবে বিদ্যমান জীবের, তাহা বিশ্বাস হইতে পারে কি? যে, যেভাবে ভাবিত হইতে পারে না, সে কখন তাহাকে যথার্থভাবে জানিতে সমর্থ হয় না। অতএব সীতা উপনিষদে ও স্কন্দপুরাণাদিতে সীতাদেবীর স্বরূপ বিষয়ে যাহা, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের অর্থ যথার্থভাবে অনুভব করিতে হইলে, সর্ব্ববেদময় হইতে হইবে, সর্ব্বশাস্ত্রময় হইতে হইবে, সর্ব্বদেবময় হইতে হইবে, সর্ব্বলোকময় হইতে হইবে, এক কথায় অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময় হইতে হইবে, কারণ "অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মভাবই সীতাতত্ত্ব", "সীতা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী"। কাহাকেও যথার্থভাবে জানিতে হইলে, পূর্ণভাবে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়, যাহাকে জানিতে হইবে, তদ্ভাবে পূর্ণভাবে ভাবিত না হইলে, তাহাকে পূর্ণভাবে জানা যায় না।

জিজ্ঞাসু—"যাহাকে পূর্ণভাবে জানিতে হইবে, তাহার ভাবে পূর্ণভাবে ভাবিত না হইলে, তাহাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারা যায় না", আমি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। কিরূপে অন্যভাবে ভাবিত হওয়া যায়?

বক্তা—তুমি যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে দেখ, তখন যদি তোমার চিত্তমুকুরে অন্য বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিবিম্ব লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যে বস্তু বা ব্যক্তিকে তুমি দেখিতেছ তাহার ঠিক প্রতিবিম্ব, তোমার চিত্তমুকুরে গৃহীত হইবেনা, তুমি উহাদের বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে পাইবে না। কোন বস্তু বা ব্যক্তির বিশুদ্ধ রূপ দেখিতে হইলে, চিত্তকে শুদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে অন্য কাহার প্রতিবিম্ব বা উপরাগ (ছাপ) উহাতে লাগিয়া থাকে, এই-প্রকার যত্ন করিতে হয়। চিত্ত যে মাত্রায় নির্ম্মল হয়, অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব রহিত হয়, সেই মাত্রায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত পদার্থ সমূহের প্রতিবিম্ব উহাতে বিশুদ্ধ ভাবে পতিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত পদার্থের আকারে পূর্ণভাবে আকারিত না হইলে, তৎপদার্থের বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে না কেন, যাহা বলিলাম তাহা হইতে তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। চিত্ত যদি অন্য বিষয়ের উপরাগ—অন্য বিষয়ের প্রতিবিম্ব রহিত না হয়, তাহা হইলে, কোন বিষয়েরই যথার্থ ধ্যান হয় না। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে, চিত্তে ধ্যেয় বিষয়ের অতিরিক্ত বিষয়ান্তরের উপরাগ (লেপ), ধ্যেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। জ্ঞান প্রতিবন্ধক এই

উপরাগ, ধ্যান দ্বারা—তৈল ধারার ন্যায় নিরন্তর ধ্যেয় বিষয়ের চিন্তা দ্বারা বিনষ্ট হয়। ধ্যেয় বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে চিত্ত না যায়, এই ভাবে চিত্তকে ধ্যেয় বিষয়েই ধরিয়া রাখিলে "ধ্যান" হয়, চিত্তের একতান প্রবাহ হয়। আমি এই কথাই তোমাকে বুঝাইয়াছি। কোন বিষয়কে যথার্থভাবে জানিতে হইলে, চিত্তকে তদ্ভাবে ভাবিত করিতে হয়, তন্ময় হইতে হয়, এই কথার অভিপ্রায় কি, তুমি এখন তাহা একটু বুঝিতে পারিবে। অতএব "বেদ" কোন সামগ্রী, সীতাদেবীর স্বরূপ কি, পূর্ণভাবে তাহা জানিতে হইলে, বেদময় হইতে হইবে, পূর্ণভাবে সীতাভাবে ভাবিত হইতে হইবে, বেদ বা সীতা ভিন্ন অন্য ভাবের উপরাগকে চিত্ত হইতে সরাইতে হইবে, বিরুদ্ধ সংস্কার সমূহকে বদ্‌লাইতে হইবে।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হইবে? কিরূপে তাহা করিতে সমর্থ হইবে? বেদময় হইবার, সীতাদেবীর ভাবে যথার্থ ভাবে ভাবিত হইবার সাধন কি?

বক্তা—বেদময় হইবার শিল্প কি, বেদে ও বেদমূলক স্মৃতি শাস্ত্র সমূহে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। যে শিল্প—যাদৃশ অভ্যাস, আত্মা বা চিত্তের বেদ-শাস্ত্র বিরুদ্ধ সংস্কার রাশিকে অপসারিত করিয়া, উহাতে বৈদিক বা শাস্ত্রিত সংস্কারের আধান (স্থাপন) করে, ঐতরেয় ও গোপথ ব্রাহ্মণে যাহা 'আত্মসংস্কৃতি' বা 'দেবশিল্প' এই নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই 'আত্মসংস্কৃতি' বা 'দেবশিল্প' দ্বারা মানুষ বেদময় হয়, যথার্থভাবে বেদের রূপ দেখিবার, বেদের কথাতে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হইবার, 'আত্মসংস্কৃতি' বা দেবশিল্পই একমাত্র সাধন।

জিজ্ঞাসু—এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার আমার নাই।

বক্তা—শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার বিনা, কাহারও এই সকল কথা বুঝিবার অধিকার হয় না। তোমার ত রীতিমত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার হয় নাই, অতএব এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা তোমার বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য ইদানীং অত্যল্প ব্যক্তিরই যথারীতি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সংস্কার হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—তবে আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন?

বক্তা—আমার শ্রম একেবারে অনর্থক হইবে না। বহুদিন হইতে তুমি আমার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছ; এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে তোমার যে 'দীক্ষা' বা 'সংস্কার' হইতেছে, তাহা তুমি এখন অনুভব করিতে পারিতেছেনা। যদ্দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদত্ত হয়, যদ্দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ পথের আবরক পাপরাশির ক্ষয় হয়, তাহাকে "দীক্ষা" বলে। "দীক্ষা" ও

"সংস্কার" ভিন্ন পদার্থ নহে। সাধুসঙ্গ করিলে, সাধুকথা শ্রবণ করিলে, চিত্তমল কাটিয়া যায়, পাপের সংস্কার ক্ষীণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশপথ পরিষ্কৃত হয়। আমার এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে তোমার যে, শনৈঃ শনৈঃ আত্ম-সংস্কৃতি হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আজ না হইলেও, এ শরীরে না হইলেও, কোন দিন বা শরীরান্তরে এই সকল কথা শ্রবণ জনিত সুকৃতি তোমার মহদুপকার করিবে। গুরু বা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক দাতার অবলোকন মাত্রে তাঁহার ভাষণ ও স্পর্শন দ্বারা যে সদ্যজ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলে ("গুরোরালোকমাত্রেণ ভাষণাৎ স্পর্শনাদপি। সদ্য সঞ্জায়তে জ্ঞানং সা দীক্ষা শাম্ভবী মতা ॥"—)।

জিজ্ঞাসু—বিবাহ ছাড়া কন্যার কি, অন্য সংস্কার শাস্ত্র নিষিদ্ধ ?

বক্তা—উপনয়ন ভিন্ন কন্যার সকল সংস্কারই কর্ত্তব্য। খাদির গৃহ্য সূত্রে এবং মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, স্ত্রীর শরীরের সংস্কারার্থ যথাকালে যথাক্রমে জাত-কর্ম্মাদি চৌলান্ত সংস্কারসমূহ অমন্ত্রক করিতে হয়। * স্ত্রীজাতির উপনয়ন হয়না, বিবাহ সংস্কারই তাহাদের উপনয়ন সংস্কারস্থানীয়। গর্ভাধান সংস্কার বীজ ও গর্ভের দোষ নাশার্থ কৃত হয়, মাতা-পিতার শারীর ও মানস দোষ অপত্যে সংক্র-মণ পূর্ব্বক উহার শরীর ও মনকে দূষিত না করে এবং যাহাতে উহার ব্রহ্ম বা বেদগ্রহণ যোগ্যতার পূর্ণভাবে স্ফুরণ হয়, গর্ভাধান-সংস্কারের তাহাই উদ্দেশ্য। "সংস্কারতত্ত্ব" সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে, ভগবানের ইচ্ছায় যদি আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীজাতির সংস্কার সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা জানিতে পারিবে। পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন সংস্কার হইত, উপনীত হইয়া ইহাঁরা বেদের অধ্যয়নও অধ্যাপনা করিতেন। মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন পূর্ব্বে "ব্রহ্মবাদিনী" ও "সদ্যোবধূ" এই দ্বিবিধ স্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীদিগের উপনয়ন সংস্কার হইত, তাঁহারা পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতার কাছে বেদাধ্যয়ন

---

* "তূষ্ণীং স্ত্রিয়াঃ।"—খাদির গৃহ্যসূত্র।

"জাতকর্ম্মাদি চৌলান্তং মন্ত্রবর্জং স্ত্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ।"—রুদ্র স্কন্দ ব্যাখ্যা।

"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং ॥

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকস্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া ॥"—মনুসংহিতা

করিতেন, স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেন। সদ্যোবধূরা বিবাহ করিতেন, তবে বিবাহ সংস্কারের পূর্ব্বে তাঁহাদের যথাপ্রয়োজন উপনয়ন সংস্কার করা হইত। *

যাহাদের গর্ভধানাদি সংস্কার হয়না, তাদৃশ কন্যাদিগের বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভাধানাদি সংস্কার না হওয়া জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তোমার যদিও গর্ভাধান সংস্কার হইয়াছিল, তথাপি আমি যে, তোমার বিবাহের পূর্ব্বদিনে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, সূর্য্যাবলোকন, নিষ্ক্রামণ ও অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার সমূহের লোপজন্য প্রত্যবায়ের পরিহারার্থ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, তোমার মনে আছে।

জিজ্ঞাসু—তাহা মনে আছে, যতদিন স্মৃতিশক্তি থাকিবে, ততদিন সে শুভদিনের কথা ভুলিতে পারিবনা, জীবনে এমন বিশুদ্ধ আনন্দ আর কখন ভোগ করিয়াছি বলে মনে হয়না। ঋষিযুগ কতসুখের যুগ ছিল, সেইদিন হইতে মাঝে মাঝে তাহা ভাবিয়া থাকি।

বক্তা—আমি তোমাকে "সীতাতত্ত্ব" বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, "সীতা যে সর্ব্ববেদময়ী" সীতা যে সর্ব্বদেবময়ী, সীতা যে সর্ব্বলোকময়ী, তাহার তোমাকে একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিব, তুমি যে তৎসমুদায় ধারণা করিতে পারিবে, যথার্থভাবে তাহাদের অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহা আশা করি নাই। তবে তোমার যদি করুণাময়ী সীতাদেবীর চরণে কিঞ্চিন্মাত্রায় ভক্তি হয়, যদি তুমি সরলভাবে মা'র শরণাগত হইতে পার আমার দৃঢ় প্রত্যয়, তাহা হইলে তুমি কৃতার্থ হইবে, আমার শ্রম সার্থক হইবে। মা'র চরণে ভক্তির উদয় হইলে অচিরে তোমার সর্ব্ববিদ্যার বিকাশ হইবে, মা আমার সর্ব্ববিদ্যাময়ী, মা আমার সর্ব্বশক্তিময়ী, শরণাগত ভক্ত মার প্রাণ স্বরূপ। রমা! "মা" কেবল লবকুশের মা নহেন,

---

* "অতএব হারীতেনোক্তং—দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ সদ্যোবধ্বশ্চ, তত্র ব্রহ্মবাদিনী নামুপনয়ন মগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা ইতি। বধূনাং তুপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নমাত্রং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"—পরাশর মাধব।

যমও এই কথা বলিয়াছেন। পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা॥ পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ। স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্য্যা বিধীয়তে। বর্জ্জয়েদজিনং চীরং জটাধারণ মেব চ।"—

'মা' জগতের "মা"। লব-কুশের ন্যায়, আমি সর্ব্বশক্তিমতী জগন্মা তারই সন্তান, যদি তুমি এইরূপ বিশ্বাস করিতে পার, তাহা হইলে, মার কৃপায় তুমি সর্ব্বসম্পূর্ণ-শক্তিতাপ্রাপ্ত হইবে, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিবে। মা'র ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—কি করিলে, আমি সর্ব্বশক্তিমতী, করুণাময়ী বিশ্বজননীর সন্তান, এই জ্ঞান উৎপন্ন ও সুদৃঢ় হয়?

বক্তা—বিশ্বজ্ঞানদাতা, অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সাগর, লোকশঙ্কর, করুণাময় শঙ্কর জীবের সর্ব্বপ্রকারে কৃতার্থ হইবার উপায় কি, প্রকৃত পাত্র বোধে, মহর্ষি নারদকে তাহা বলিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর নারদকে যে অমৃতময় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে পরে তাহা জানাইব, তাহা অবগত হইলে, কি করিলে, আমি সর্ব্বশক্তিমতী করুণাময়ী বিশ্বজননীর সন্তান, তোমার এই জ্ঞান উৎপন্ন ও সুদৃঢ় হইবে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে। এখন নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া বল, শুনি সীতাদেবীকে সর্ব্ববেদময়ী বলিয়া বুঝিতে কি নিমিত্ত তোমার বাধা বোধ হয়।

জিজ্ঞাসু—বেদ বা শাস্ত্র বলিতে আমি অকারাদি বর্ণ সমষ্টি, অকারাদি বর্ণ পুষ্পগ্রথিত গ্রন্থ বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। ক্রমশঃ

মায়ের আগমন-করুণা ভিক্ষা।

(১)

কিছু মায়ের কথা, কিছু আগমনের কথা, কিছু করুণার কথা এখানে আলোচিত হইল। উপরে অবিরল চঞ্চল তরঙ্গ ভঙ্গ আর ভিতরে পরমশান্ত স্থির চলন রহিত সীমাশূন্য জলরাশি। মায়া তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জীব নিরন্তর মোহ প্রাপ্ত হইতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিলে জীব তোমার নিকটে যাইতে পারেনা। তোমার নিকটে না গেলে জীবের কিছুতেই শান্তি নাই। জীব যতদিন বাহিরে থাকিবে, বাহিরের সুখের জন্য ব্যাকুল হইবে, বাহিরের দেখা শুনা, বাহিরের স্মরণ লইয়া থাকিবে ততদিন ইহার দুঃখ যাইবেনা।

বলিতেছি বাহিরে মহামায়া আর ভিতরে মহাবিদ্যা। "ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা" মা তুমিই এই জগৎকে পালন করিতেছ আবার সর্ব্বদা ইহাকে ভক্ষণ করিতেছে। যে নিরন্তর ক্ষুদ্র সুখের জন্য লালায়িত হইয়া মায়া তরঙ্গে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছে, যে জীবনে একবারও বাহিরের এই জগৎ ব্যাপারকে মায়িক বলিতে পারিতেছেনা, শতবার ইহার প্রদত্ত সুখ দুঃখাদিকে ক্ষণিক জানিয়াও একবারও ইহাদিগকে অনাস্থা করিতে পারিতেছেনা, সে কি কখন তোমার সুখ প্রসন্ন স্মেরানন দর্শনে সমর্থ হয়? অহো! শ্রীহরির মায়া বড়ই দুরত্যয়া। শ্রীহরির মায়া বড়ই অপূর্ব্ব।

অপূর্ব্বেয়ং হরের্মায়া ত্রিগুণারজ্জুরূপিণী।
যয়া মুক্তো ন চলতি বদ্ধো ধাবতি ধাবতি॥

রজ্জু দিয়া বন্ধন করিলে মানুষ নড়িতে চড়িতে পারেনা—বাঁধা হইয়া একস্থানে পড়িয়া থাকে। কিন্তু শ্রীহরির মায়া রজ্জুর বন্ধন বড়ই অপূর্ব্ব। এই ত্রিগুণ রজ্জুর বন্ধন খুলিয়া দিলে মানুষ স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে কিন্তু মায়া রজ্জুতে যত বাঁধিবে ততই মানুষ ছুটিতে থাকিবে। হায়! এই মায়ার বন্ধন কে খুলিয়া দিবে? আহা! তোমার করুণা ভিন্ন এই মায়া সমুদ্রের ভিতরে যে স্থির শান্ত তুমি তোমার নিকটে যাওয়া যাইবে না। তোমার প্রদত্ত মোহ অতিক্রম করিতে হইলে তোমার করুণা ভিন্ন অন্য পথ নাই। "ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে হেঁসে দাও মা হাত চাপুড়ি"। ঘুঁড়ি তুমিই উড়াইতেছ আবার উড়ান শেষ করিতেও তুমি। বলিতেছিলাম তোমার করুণা ভিন্ন কাহারও কিছু হইবেনা কেহ তোমার কাছে যাইতে পারিবেনা, কেহ তোমার নিকটে বসিতে পারিবেনা কেহ তোমার উপাসনা করিতে পারিবেনা কেহ তোমার পূজার অধিকারী হইতে পারিবেনা। তুমি পরমেশ্বরের একমাত্র শক্তি। এক হইয়াও বিনিয়োগ কালে চারি প্রকার। ভোগে ভবানী তুমি, পৌরুষে বিষ্ণু তুমি, কোপকালে কালী তুমি, আর সমরে তুমিই দুর্গা। "একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে, ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপে চ কালী সমরে চ দুর্গা।"

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই সত্য—অপর সমস্তই মায়ার ইন্দ্রজাল। তাঁহার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করিতে করিতে তোমার করুণা অনুভব করিয়া সমস্ত ইন্দ্রজালের ভিতরে তোমার অনুসন্ধান ইহাই সাধনা।

(২)

তুমি যেই হও—বিদ্বান হও বা মূর্খ হও, স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও, ভক্ত হও বা জ্ঞানী হও যতদিন না মায়ের করুণা পাও ততদিন তোমার কোন কিছুই "হওয়ার মত" হইবেনা। লিখিতে পড়িতে জানেনা এমন লোকও তাঁহার করুণা পাইয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। বলিতে কি আজকালকার এই ব্যভিচারী ভারত মায়ের করুণা ভিন্ন শুভপথে চলিতেই পারিবেনা। কি লৌকিক কি বৈদিক—যখন যে কর্ম্মেই কেন না থাক তাঁহার করুণা ভিন্ন কিছুতেই তোমার কোন কর্ম্মরেই নিষ্পত্তি হইবেনা।

এখন বল দেখি কয়দিন এই করুণা ভিক্ষা করিয়াছ? নিত্যকর্ম্ম কালে, স্বাধ্যায় কালে, লোক সেবা কালে, লৌকিক কর্ম্ম কালেও কয়দিন কাতর হইয়া মায়ের করুণা প্রার্থনা করিয়াছ? কর্ম্মের আদিতে, কর্ম্মের শেষে তাঁহার করুনা প্রার্থনা করিতে যিনি ভুলেননা তিনিই যথার্থ সাধক।

এমন লোকও দেখা যায় যাঁহারা বহুবিধ প্রার্থনার কথা মুখে বলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের নিজের প্রাণও বিন্দু মাত্র স্পন্দিত হয় না, অন্যের হওয়াত দূরের কথা। কেন হয়না জান? সে যে শূন্য প্রার্থনা, ফাঁকা প্রার্থনা—তাঁহার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা না করিয়া প্রার্থনা। আজ্ঞাপালনই বা কিরূপ? তোমার আমার সম্বন্ধ ত তিন লোকের সঙ্গে, তোমার আমার কর্ম্মত তিন লোকেরই জন্য। এ স্থানে তুমি তোমার সুবিধামত—মনগড়া কর্ম্ম বাছিয়া লইলে তোমার কি তাঁহার আজ্ঞা পালন করা হইবে? মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, দেবলোক—এত তিন লইয়া একটি লোকই আছে। কোনটিকে তুমি ত্যাগ করিতে পারনা। যেমন মনুষ্য শরীরের নাভি, হৃদয় ও মস্তিষ্ক কোনটিকে অবহেলা করিলে তুমি ঠিক ঠিক মানুষ থাকিতে পারনা, সেইরূপ পিতৃ লোক বা দেবলোক বাদ দিয়া শুধু মনুষ্য লোক লইয়া থাকিলে তুমি অসম্পূর্ণ মানুষ হইয়াই থাকিলে—আধ্‌না মানুষ হইয়াই রহিলে।

তিনি আজ্ঞা করিলেন দেবলোকের জন্য কর্ম্ম করিলে তুমি দেবতার সাহায্য পাইবে, পিতৃলোকের জন্য কর্ম্ম করিলে তুমি পিতৃলোকের সাহায্য পাইবে আর মনুষ্য লোকের জন্য কর্ম্ম করিলে তুমি মনুষ্যলোকের সাহায্য পাইবে—তুমি স্বাধ্যায়, নিত্যক্রিয়া, শ্রাদ্ধতর্পণ, যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে মনুষ্য সেবায় ঈশ্বর সেবা বাদ দিলে তবে বল কি করিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালন হইল? সকল আজ্ঞা পালন করিতে তুমি পারিবেনা—একালে তাহা হয়না কিন্তু যে সমস্ত আজ্ঞা পালন না করিলে

তুমি বৈদিক আর্য্য থাকিতেই পারনা তাহা পালন করিতে চেষ্টা করাত উচিত হিন্দু বলিলে বা আর্য্য বলিলে তুমি আজকালকার লোক হইয়া গেলে তুমি বৈদিক আর্য্য জাতির বংশধর। তোমাকে সদাচার, সদাহার, সন্ধ্যাবন্দন, স্বাধ্যায়, পূজা, শ্রাদ্ধ তর্পণ, প্রভৃতি বৈদিক আর্য্যজাতির প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান সমস্তই মানিতে হইবে—নতুবা তুমি ভারতবাসী থাকিতে পারিবেনা। বল দেখি জীবনের এতদিন ত কাটাইলে—তুমি বৈদিক কর্ম্মকে—তাঁহার আজ্ঞাকে—নিজের অবিদ্যা কলুষিত মনের মত "গড়িয়া লইয়া" চলিতেছ কি না? ভাল করিয়া আপনাকে আপনি পরীক্ষা কর। যাহা শাস্ত্র বিগর্হিত তাহা ত্যাগ কর, করিয়া শাস্ত্রমত কার্য্য করিতে প্রাণপণ কর। আর শাস্ত্র বাক্যকে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা করিয়া আপনাকে আপনি ভ্রষ্ট ও লোক ভ্রষ্ট করিওনা। প্রাণপণ চেষ্টাতেও দেখিবে করার মত করিয়া কিছুই হইলনা। হইবে কিরূপে? তুমি যে মূলের ভিত্তিটি পাকা কর নাই। এই মূল ভিত্তি হইতেছে করুণা প্রার্থনা করিতে করিতে আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করা।

মা! এতদিন ত গেল—আর অল্প সময়ই আছে। কোথায় বৈরাগ্য, কোথায় জ্ঞান, কোথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ম্মকরা, কথা কওয়া বা ভাবনা করা? কিছুইত মনের মত করিয়া হইলনা—কোন কিছুতেইত ভরিত হইয়া থাকা গেলনা। তথাপি পূর্ব্ব অবস্থার সহিত এ অবস্থার প্রার্থক্য বুঝিয়া তোমার করুণা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে দিনটুকু অবশিষ্ট আছে সেই টুকুর জন্য আর একবার প্রাণপণ করিব। মরিতেই ত হইবে, তবে তোমার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করিতে করিতে মরাইত শ্রেয়ঃ। সাধুরা উপদেশ দেন—

> কর্ম্ম, বচন, মন চ্ছাঁড়ি চ্ছল জব লগি জন, ন, তুম্‌হার।
> তব লগি সুখ স্বপনেহুঁ নহিঁ কিয়ে কোটি উপচার॥

কর্ম্মে, বাক্যে ও মনে ছল কপট ছাড়িয়া যতদিন না মানুষ তোমার হয় ততদিন হাজারও উপায় করুক মানুষ স্বপনেও সুখ পাইবেনা। এই কর্ম্ম, বাক্য বা মনের ছল কপট হইতেছে বাহিরে সুখের উল্লাস। তোমার হস্ত হইতে যাহা না আসিতেছে তাহা গ্রহণ করিবনা। মন যে কপটতা করিয়া বলিবে তুমি অন্যের হাত দিয়া দিয়াদিতেছ—যতক্ষণ না ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি ততক্ষণ অন্যদত্ত কোন সুখ গ্রহণই করিবনা। অভ্রান্ত ভাবে যখন তুমি বুঝাইয়া দিবে—আমার চিত্তকে প্রশান্ত করিয়া, গ্লানিশূন্য করিয়া, যখন তুমি কিছু দান করিবে,

যখন সুখ উঠিবে ভিতর হইতে, তখন বুঝিব তোমার দেওয়া ইহা—নতুবা নহে—নতুবা শুধু আজ্ঞাপালনেই প্রাণপণ করিব। নদী তড়াগ সরোবরে জল থাকে চাতক তাহা পান করিতেও পারে—চাতক কিন্তু জলধরের জল ভিন্ন কোন জলই পান করেনা। জলধর জল দেয় না—বজ্রাঘাতে চাতক পুড়িয়া মরিতে মরিতে ছটফট্ করে তবুও জলধর জলধর করে—বড় ইচ্ছা হয় এই আদর্শ আমার হউক। তাই করুণা চাই।

দেবীপক্ষ বড় শুভ সময়। এই সময় হইতে করুণা ভিক্ষা করিতে করিতে সন্ধ্যা, উপাসনা, পাঠ, পূজা, সেবা ইত্যাদি আবার আরম্ভ করিতে ইচ্ছা। বাহিরের কোন কিছু ক্ষণিক সুখকর প্রলোভনে মুগ্ধ হওয়াও যা আর তোমাকে ত্যাগ করাও তাই। তুমি করুণা কর—সব ছাড়িয়া (মনে মনে অন্ততঃ ছাড়িয়া) অন্তরে বাহিরে তোমায় লইয়া থাকিতে যেন প্রাণপণ করিতে পারি। দেবী পক্ষ হইতে আর এক পক্ষ নূতন করিয়া জীবন গড়িতে চেষ্টা হউক।

শরতের একটি সুমিষ্ট গন্ধ আছে। ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ কাল। বর্ষা ও শেষ হয় নাই শরৎও আইসে নাই। শ্রাবণের বারিধারা দুই চারিদিনের জন্য বিরাম প্রাপ্ত হইলে, শেষ রাত্রে কখন কখন শরতের গন্ধ অনুভূত হয়। কৌমার একবারে যায় নাই, যৌবনও ঠিক ভাবে আইসে নাই এই বয়ঃসন্ধির কালে কৌমার মধ্যে যৌবনের ক্ষণিক দর্শন দেওয়ার মত বর্ষার মধ্যে শরতের ক্ষণিক দর্শন মিলে। শরতের সুমিষ্ট গন্ধ এই দর্শন জানাইয়া যায়।

কত মন মাতান এই শরতের অঙ্গ গন্ধ, তাহা যিনি আঘ্রাণ করেন তিনিই জানেন। পূজার গৃহে পুষ্প চন্দন কিছুই নাই, কিছু পূর্ব্বে কোন প্রকার সৌগন্ধ ছিল না, অকস্মাৎ গৃহ পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইল, বাহিরের লোকও সেই সুন্দর গন্ধ আঘ্রাণ করিল। কি হইল যদি জিজ্ঞাসা কর, ইহার একমাত্র উত্তর পূজার ঘর দেবতার আগমনে আমোদিত হয়; পুষ্পগন্ধ দেবতার অঙ্গগন্ধ। ইহার বিপরীত ও মানুষ পায়—ইহা পিশাচের আগমন সূচনা করে।

রাজা দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের শেষ বৎসরে কোথায় আছেন তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে চর পাঠাইতেছিলেন, তখন পিতামহ ভীষ্ম বলিয়া দিলেন যে দেশে সেই সাধুপুরুষেরা থাকিবেন; সে দেশে মানুষের কোন গ্লানি থাকিবেনা, কোন হিংসা দ্বেষ থাকিবেনা, সে দেশে দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, অকাল মৃত্যু থাকিবেনা, রাজা প্রজা বড় সুখী থাকিবেন, বৃক্ষ সকল পত্রিত, পুষ্পিত, ফলিত সর্ব্বদাই থাকিবে। আর যিনি সাধুর সাধু, যাঁহার নাম করিয়া মানুষ

সাধু হয়, তিনি যে দেশে আগমন করেন সে দেশে কি নিরন্তর এত হাহাকার, এত ব্যভিচার, এত কপটতা, এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, হিংসা দ্বেষ, অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট থাকিতে পারে? আরও আশ্চর্য্য এই দেখা যায় যে যেমন বঙ্গদেশে ত্রিলোকতারিণী ৺গঙ্গার দুইধারে যে সমস্ত পল্লী তাহাতে নানাপ্রকার ব্যাধি প্রায় লাগিয়া থাকে সেইরূপ মায়ের আগমনের সময়েই—এই ভাদ্র আশ্বিন মাস হইতেই বঙ্গ দেশে বহুবিধ ব্যাধির প্রকোপ ও লোকক্ষয় কর ব্যাপার ঘটে।

তবে কি এদেশে আর মায়ের আগমন হয় না? যে মা মহাপ্রলয়ে আপনি আপনি নির্গুণ, যে মা অব্যক্ত মূর্ত্তিতে জগৎ ব্যাপিনী তাঁহার আগমন ও নাই বিসর্জ্জনও নাই শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র চিত্রকূটে বাল্মীকি মহামুনির আশ্রমে গিয়া মহর্ষিকে যখন জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথায় বাস করিব বলিয়া দিন তখন ভগবান্ বাল্মীকি ঈষৎ হাস্য করিলেন—করিয়া বলিলেন—

পূঁছেহু মোহিঁ কি রহুহুঁ কহুঁ, মৈঁ কহতে সকুচাউঁ।
জহ ন হোহু তহঁ দেহুঁ কহি, তুমহিঁ দিখাবৌ ঠাউঁ॥

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কোথায় তুমি বাস করিবে? আমার বলিতে কিন্তু সঙ্কোচ হইতেছে। আচ্ছা কোথায় তুমি নাই—তাই অগ্রে বলিয়া দাও—আমি তোমার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিতেছি। মা আসেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি—যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন

"কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণ স্বরূপিণঃ"।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

যিনি পূর্ণ তিনি আবার যাইবেন কোথায়? যে আকাশ সমস্ত স্থাবর জঙ্গমকে ব্যাপিয়া আছে—যাহার উপরে সমস্ত ভাসিয়াছে সে আবার যাইবে কোথায়? আকাশ গ্রামে প্রবেশ করিল ইহা যেমন বৃথা বাক্য সেইরূপ সর্ব্বব্যাপিণী যিনি তিনি আগমন করিলেন বা বিসর্জ্জিত হইলেন, ইহা বৃথা বাক্য মাত্র।

তবে যে বলা হইতেছে এদেশে কি মায়ের আগমন হয় ইহা কি? নির্গুণ সে মা তিনি চিরদিন আছেন, চিরদিন থাকিবেন, চিরদিন ছিলেন। তাঁহারই উপরে তাঁহার সগুণ বিশ্বরূপ ভাসে; ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকেন শেষে আপন স্বরূপে লয় হয়েন; আবার নির্গুণ—সগুণ যিনি তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও জীবে জীবে আত্মারূপে বিরাজ করেন। ইঁহাদের আবাহন বিসর্জ্জনের কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে যিনি মূর্ত্তি ধরিয়া অনন্ত অনন্ত মূর্ত্তিতে

দেবতার, দেব স্বভাব বিশিষ্ট ভক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্য আগমন করেন—তাঁহারই আগমনের কথা বলা হইতেছে। মা আমার সর্ব্বত্র আছেন সত্য কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসেন না। আহা! যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা বলেন অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপরে যে শক্তি খেলা করেন যে শক্তি জগতের সমস্ত বস্তুকে নাম রূপ প্রদান করেন, যে শক্তি আবার সেই শক্তি মনের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মরূপিণী, সেই শক্তিই ব্যষ্টিভাবে ও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা—মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকেন। শক্তিই উমা আর শক্তিমান্ হইতেছেন রুদ্র; শক্তিই সীতা আর শক্তিমান হইতেছেন শ্রীরামচন্দ্র, শক্তিই রাধা আর শক্তিমান হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলিতে ছিলাম যিনি দেখিতে জানেন তিনি দেখেন রুদ্রই সর্ব্ব দেবাত্মক—সমস্ত দেবতা শিবাত্মক। রুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে রবি, ব্রহ্মা, তিন অগ্নি আর বামপার্শ্বে উমা, বিষ্ণু, আর সোমদেব। যিনি উমা তিনিই বিষ্ণু আবার যিনি বিষ্ণু তিনিই চন্দ্রমা। যিনি গোবিন্দকে নমস্কার করেন তিনি শঙ্করকে নমস্কার করেন। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরির অর্চ্চনা করেন তিনি তাহাতে মহাদেবেরও অর্চ্চনা করেন। যিনি শিবকে দ্বেষ করেন তিনি জনার্দ্দনকেও দেষ করেন; যিনি রুদ্রদেবকে জানেন না তিনি কৃষ্ণকেও জানেন না। রুদ্র হইতে বীজ জন্মে, বীজের যোনি হইতেছেন জনার্দ্দন। যিনি রুদ্র তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনিই হুতাশন। রুদ্র, ব্রহ্ম বিষ্ণু ময় আর অগ্নি সোমাত্মক এই জগৎ। যত কিছু পুংলিঙ্গ সমস্তই ঈশান আর স্ত্রীলিঙ্গ মাত্রই উমা। এই যে দেবতা, এই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ইঁহারা শিব দুর্গাত্মক সত্য। এই দিবারাত্র, যজ্ঞ বেদি, বহ্নি জ্বালা, বেদশাস্ত্র, বৃক্ষ বল্লী, গন্ধ পুষ্প, লিঙ্গ পীঠ সমস্তই শক্তি জড়িত শক্তিমান কিন্তু এই জগৎব্যাপী তুমি—তোমার আগমনীর কথা বলা হয় না--যে তুমি মূর্ত্তি ধরিয়া আইস তাহারই আগমনীর কথা বলা হয়। নিরাকারের বা সর্ব্বব্যাপী নরাকার বা নার্য্যাকার যেরূপ তাঁহার আগমনই আগমনী। নিরাকারত্ব ছাড়িয়া, সর্ব্বব্যাপিত্ব ছাড়িয়া নরাকারে বা নারীর আকারে যিনি ধরা দিয়া থাকেন তাঁহার আগমনীই আগমনী।

আহা! বৈদিক আর্য্যগণ কত ভাবে কত রূপে কত নামে যে তোমার পূজা করিতেন সেই একের পূজা করিতেন তাহার কথাত বলা যায় না। সাধকের অন্তরে মা তুমি সর্ব্বদাই আছে। সাধক তোমাকে সর্ব্বদাই পায় সত্য—কত করিয়া সাধক বলে "আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে" তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে"— এত একজনের বা দুইজনের বা

তিনজনের হৃদয়ে হৃদয়ে পৃথক্ ভাবে দেখা। আগমনীতে এ আগমনের কথা বলা হয় না—বলা হয় যে তুমি সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ হও তাহার কথা।

যে ভাব আমরা জানি, সেই জানা ভাব লইয়া অজানা ভাবকে আসিতেই আমরা বলি। এভাবে না পাইলে আমাদের হয় না—আমাদের প্রাণ জাগেনা—আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় না—আমরা ভরিত হইয়া যাই না।

ঐ যে কে, এই পূজার দিনে, ঐ নদী পর্ব্বত সন্নিহিত, বৃক্ষ লতা বেষ্টিত নির্জ্জন প্রদেশে শান্ত ভাবে বসিয়া গান গাইতেছে আর কাঁদিতেছে শুনিবে ঐ গান—লইবে উহার ভাব। ঐ শুন ও কি বলিয়া গাহিতেছে—

উমা এল এল জয়ধ্বনি গিরিরাণী শুনিয়ে,
অমনি এলো কেশে ধায়, পাগলিনীর প্রায়, উমার জয় বলিয়ে॥
উমা দুবাহু পসারি, মায়ের গলে ধরি, অভিমানে কাঁদে নয়ন জলে।
কৈ মেয়ে বলে, তত্ত্ব ক'রে ছিলে, নিতান্ত মা আমায় পাসুরে ছিলে॥
ওমা কৈলাসেতে সবে আমায় কয়, আই আই তোর কি মা নাই
আমি বলি আমার পিতে, এসে ছিলেন নিতে, শিবের দোষ দিয়ে
কাঁদিবি বলে॥
ওমা শ্বশুর শ্বাশুড়ী নাহিক যার, বল কেবা তত্ত্ব করে তার
আমি থাকি ধরাসনে, মনের অভিমানে, আমার বলে আমায় ধরে কি তুলে॥

মা! সকলে মিলিয়া দেখার দিন, সকলে মিলিয়া পূজা করিবার দিন বুঝি আর নাই। তথাপি এ পূজা চলিবে—একজনের পূজার ভাব অন্যের হৃদয়ে তোমার সাড়া আনিয়া দিবে। উপরে যে গীতটি দেওয়া গেল ভাবুকের হৃদয়ে ইহাতে কতই ভাবের তরঙ্গ তুলিতে পারে। যদি কোন ভাগ্যবান উমা ও গিরিরাণীর সংবাদ লইয়া একাগ্র হইতে পারেন আর সর্ব্বত্র উমার সত্তা স্মরণ করিতে পারেন না জানি তিনি তাঁর করুণা কতখানি অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যান। পূজার মণ্ডপে গিয়া গিরিরাণীর বড় আদরের গৌরীকে যদি কেহ গিরিরাণীর চক্ষে দেখিতে পারেন, দেখিয়া একান্তে গিয়া দুর্গা দুর্গা করেন তবে কি মা তাঁকে করুণা করেন না? করুণা করেন একথা সত্য—তথাপি সাধনার অভাবে সাধক ভাবে ডুবিয়া থাকিতে পারেন না। হায়! এই জন্য মরণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়। মায়ের দেখা পাইতে হইলে মরণকেও অগ্রাহ্য করিতে হয়। তুমি যে সাধনা লইয়াই থাক—সামান্য উপদ্রবে যদি সাধনা শিথিল কর তবে কি তোমার পাওয়া হয়? হতাশ হইলে চলিবে কেন? তোমার কর্ম্ম তুমি করিয়া

চল—প্রতিদিনের তপস্যায় অভ্যাস কর মরণ হয় হউক—ইহাত একদিন আসিবেই আমি আজ্ঞা পালন করিয়া যাইবই। নিজের এই অধ্যবসায় থাকিলে তাঁহার করুণা পাইতে বিলম্ব হয় না। লেখা ত সহজ, উপদেশ দিতেও কোন ক্লেশ নাই কিন্তু উপদেশ মত চলাইত হইল না। তবে কি করিব? সব ছাড়িয়া দিয়া লোকের কাছে কি বলিয়া বেড়াইব আমার কিছুই হইল না—আমার কিছুই হইবেনা—না না—এ কথা লোককে বলা ত দূরের কথা—কিছু যদি বলিতেই হয় তোমাকেই বলিব—আর পুনঃ পুনঃ মরণের আয়োজন করিয়া তোমার আজ্ঞা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া করিতে চেষ্টা করিব। জপে একাগ্র হইতে পারিলে হইবে, ধ্যানে একাগ্র হইতে পারিলে হইবে, বিচারে একাগ্র হইলে হইবে—আর জপ, ধ্যান, বিচার লইয়া দিন কাটাইতে পারিলে নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা অনুভব করিতে পারিব। ফল কথা তোমাকে পাইলাম না বলিয়া যার হৃদয়ে দুঃখ আসিয়াছে তার আর চপলতা করিবার অবসর কোথায়? তোমাকেও ডাকি, তোমাকেই পাইতে চাই কিন্তু চপলতাও করি—ইহাতে কর্ম্মে বাক্যে মনে যে কপটতা আছে তাহাই প্রকাশ পায়। তবে আত্মগোপনের জন্য কোথাও কোথাও চপলতা করিতে হয় তাও কিন্তু অতি দুঃখে তাহাকে জানাইতে জানাইতে।

আজ এই পূজার দিনে কত লোকে কত ভাবে তোমাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন—আমি মূর্খ—আমি তোমার জন্য কিছুইত করিতে পারিলাম না—শরীর মন উভয়ই অবসন্ন—প্রাণের কথাও বলা হইল না। তবে মুখের কথাতেই বলি।

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ
ত্বমেকা গতি দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে!

শারদ প্রভাতে

আজিকে প্রভাত বেলা কণক কিরণ মাঝে
কি জানি কাহার যেন মধুর বাঁশরী বাজে।
নিখিল ভুবনে বহে তরুণিমা ঢল ঢল
আমার সকল প্রাণে ফুটে উঠে শতদল।

গগন ভরিয়া যায় সুধাময় গীতধারে
আনন্দ কীর্ত্তন উঠে ঘননীল পারাবারে।
ও পারের ক্ষীণ আলো আজিকে শারদ প্রাতে
কুহেলিকা ভেদ করি আসে মোর আঁখি পাতে।
সে আলোক এধরায় দেখে নাই কোন জন
সে গীতেব মধুরোল শুনে নাই ত্রিভুবন।
আপনার অন্তরের নীরব সঙ্গীত খানি
শুনেছি এ হিয়া, মাঝে অকথিত মৃদুবাণী।
কাহার নয়ন দুটী—উছলিত করুণায়
ঢুলু ঢুলু প্রেমাবেশে যেন মোরপানে চায়।
পুলক-আকুল দেহ আঁখি কোনে আসে জল,
ও পারের আলো ভায়—কি মধুর—কি উজল।
নীলাম্বর আবরণে তনুখানি যেন ঢাকা,
কমল-আনন খানি মধুর মাধুরী মাখা।
আমার পরাণ মাঝে কাহার মোহন মায়া
ছায়াহীন প্রেমালোকে ধরেছে মধুর কায়া?
সে আলোকে দেখি আজ সারা বিশ্ব চরাচর
সে আলোকে ক্ষীণ প্রভ প্রখর রবির কর।
অসীম হৃদয়াকাশে কে বাজায় মধু বাঁশী,
রূপের কিরণে মোর অনাদি আধার নাশি।
কি নীরব, কি মধুর আজিকে এ শুভক্ষণ
হৃদয় মন্দিরে কার পেনু আজ দরশন।
এ পূজায় জ্বলে প্রাণে পবিত্র প্রেমের ধূপ,
শরতে কেমনে হেরি সজল জলদ রূপ।
বরষার সুষমায় ভরে আছে দুনয়ন,
এখন কি মেঘচ্ছায়ে শোভে শ্যামকুঞ্জবন?
এখন কি লেগে আছে স্বপন স্মৃতির ঘোর
কাজর রূপেতে ওগো দুইটী নয়নে মোর।
প্রাবৃটের মধু স্মৃতি সহসা কেমনে আজ
শরত প্রভাতে মোরে দেখাল হৃদয়রাজ।

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গাঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ

৪। এতে মন্ত্রা হিরণ্ময়েনেত্যারভ্য পঠিতাঃ সমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনাং সক্লন্নিত্যং পঠনীয়ঃ [শঙ্করানন্দঃ]

৫। আত্মজ্ঞস্য আপ্তকামত্বেন দেহান্তে অন্যত্র গমনং নাস্তি। অতঃ আত্মজ্ঞ-বৎ নাস্য অত্রৈব কৃতকৃত্যতা ইতি নিদর্শয়িতুং সিংহাবলোকনন্যায়েন পূর্ব্বোক্ত ব্যাকৃত-অব্যাকৃতোপাসনাবান্ দেবতান্তরোপাসনাবাংশ্চ লোকান্তরগমন যোগ্যো যোগী দেবতাং অন্তে প্রার্থয়তেতি—বায়ুরিতি [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

৬। এবং ব্রহ্মোপাসকস্য যোগিনঃ শরীরপাতোত্তর কালে যদ্ভবতি তদাহ—

[আনন্দভট্টঃ]

৭। ইদানীং মরিষ্যতো মম বায়ুরধ্যাত্ম পরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মান—মনিলং প্রবিশত্বিতি প্রার্থয়তে—বায়ুরিতি [অনন্তাচার্য্যঃ]

সরলার্থ :—**বায়ুঃ** অন্তকালে তু সর্ব্বার্থানুসন্ধান পুরঃসরং আত্মানং আদিত্য-রূপং ধ্যাত্বা—হে পরমাত্মন্ ইদানীং মরিষ্যতো মম প্রাণবায়ুঃ শরীরস্থঃ প্রাণঃ অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদং হিত্বা **অমৃতং** মরণরহিতম্—মৃত্যুনাঽনাপ্তং সূত্রাত্মানং—**নাস্য মৃত্যুঃ অমোভূত্বোপযেম ইতি প্রক্রমঃ যাথি মমৈব নাঽস্নোথ্যোঽয়ং মধ্যমঃপ্রাণ** ইতি শ্রুতেঃ **অনিলম্** অধিদৈবাত্মানং সর্ব্বাত্মকং অনিলং পরিপূর্ণবায়ুং মুখ্যপ্রাণং স্বকীয়াং প্রকৃতিং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। স হোবাচ **বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তীতি শ্রুতেঃ** বৃহদারণ্যক ৩।৭।২ জ্ঞান কর্ম্ম-সংস্কৃতং লিঙ্গং উৎক্রমত্বিত্যর্থঃ **যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতী** ত্যাদিনা বায়োরেব পরলোকপ্রাপকত্বোক্তেঃ। ইদানীং মরিষ্যতো মম প্রাণবায়ুঃ স্থূলদেহাৎ সূক্ষ্মদেহে নির্গত ইতি ভাবঃ।

অথ বায়ুনির্গমনানন্তরম্ **ইদং** স্থূলং শরীরং অগ্নৌ হুতং সৎ **ভস্মান্তং** ভস্মৈব অন্তঃ পরিণামো যস্য তৎ ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ। কৃতপ্রয়োজনত্বাৎ। পৃথিব্যংশত্বাৎ অত্রৈব তিষ্ঠত্বিতি তাৎপর্য্যম্। ভস্মান্তে যস্মাৎ তদ্ভস্মান্তং শরীরং স্থূলং পার্থিবং পৃথিবীং যাত্বিতি শেষঃ। **ওঁ** যথোপাসনং ওঁ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকম্ অগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্ম অভেদেন উচ্যতে। ওঁ নাম বা প্রতিমা বা ব্রহ্মণঃ। ওমিতি ব্রহ্মনাম। অবতি প্রাপ্নোতি সর্ব্বান্ পদার্থান্ অথবা অবতি রক্ষতি সর্ব্বংভূতজাতম্। অথবা অবতি দীপ্যত ইতি স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্ম। ওমিতি পর-

মাঙ্করস্য যোগিনো বলভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রণবাখ্যস্য স্থূলাদিগুণযুক্তস্য ব্রহ্মা ঋষি-শ্ছন্দো গায়ত্রং পরমাত্মা দেবতা। শব্দব্রহ্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। অপিচ যাগহোমাদিষু শান্তিপৌষ্টিক কর্ম্মসু চান্যেষ্বপি কাম্য-নৈমিত্তিকাদিষ্বপি সর্ব্বেষু অস্য ওঁকারস্য বিনিয়োগঃ। ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃত ইতি গীতা বাক্যাৎ। তদ্রূপ হে **ক্রতো**—হে সঙ্কল্পাত্মক। ক্রতুর্যজ্ঞঃ। তদ্ধেতুত্বাৎ সঙ্কল্পোঽপি ক্রতুঃ। **যথা ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে** ইতি শ্রুতেঃ। হে সঙ্কল্পাত্মক **স্মর** কিম্? যৎ মম স্মর্ত্তব্যং; তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ অতঃ **স্মর**। যন্মমেষ্টং তৎ স্মর। যং যং বাঽপি স্মরন্‌ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ। ময়া প্রাপ্তুং যোগ্যায় লোকায় ক্রিয়ার্থোপপদস্যেতি কর্ম্মণি চতুর্থী তং দাতুং স্মর স্মরণবিষয়ং কুরু। **কৃতং স্মর** যন্ময়া সাধু কৃতং ত্বয়া কারিতং—এতাবন্তং কালং ভাবিতং, যন্ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম্ম—তৎ সর্ব্বং স্মর। অথবা ক্রতুশব্দেন যজ্ঞঃ সম্বোধ্যতে হে ক্রতো হে যজ্ঞ। যজ্ঞশব্দোপলক্ষিতো যজ্ঞাধ্যক্ষো যজ্ঞ-হবির্ভাগভুক্ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুঃ সম্বোধ্যতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণো কৃতং স্মর ময়া কৃতং ত্বয়া কারিতং স্মর। **ক্রতো স্মর কৃতং স্মর** ইতি পুনর্ব্বচনম্ আদরার্থম্। যদ্বা নিরালম্বে ময়ি ইদানীং আশু প্রসীদ। পুনরাবৃত্তিরাদরার্থা স্বদৈন্যসূচিকা বা।

প্রাণবায়ু—আমার এই মরণ সময়ে—অমৃতস্বরূপ মহাবায়ুতে মিলিত হউক; বায়ু নির্গমনানন্তর এই শরীর ভস্মাবশিষ্ট হউক। ওঁ হে ক্রতো! সঙ্কল্পাত্মক মন তোমার ঈপ্সিত স্মরণ কর; তোমার আজন্মকৃত সাধু কর্ম্ম স্মরণ কর; হে ক্রতো স্মরণ কর, কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর।

শ্রুতি—এই মন্ত্র কি বলা হইতেছে বুঝিতেছ?

মুমুক্ষু—যিনি আত্মজ্ঞ তিনি আপ্তকাম। দেহান্তে তাঁহার অন্যত্র গমন নাই। আত্মজ্ঞের প্রাণের উৎক্রমণই হয় না। সেই জন্য তাঁহার কোন প্রার্থনাই নাই। এই জীবনেই তিনি ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। এই মন্ত্রে আত্মজ্ঞের মত অন্য সাধকের কৃতকৃত্যতা নাই ইহা দেখাইবার জন্য সিংহাবলোকন ন্যায়ে—অর্থাৎ সিংহ যেমন নিকটের বস্তু না দেখিয়া দূরস্থ বস্তুই দর্শন করে—সেইরূপে পূর্ব্বোক্ত সম্ভূতি বা অসম্ভূতির উপাসক বা অন্য ইষ্টদেবতার উপাসক, লোকান্তর গমনের অধিকারী যোগী, প্রাণপ্রয়াণ কালে আপন ইষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রুতি—ক্রমমুক্তি লাভেচ্ছু যিনি তিনি প্রাণপ্রয়াণকালে কিরূপ প্রার্থনা করেন ?

মুমুক্ষু—আমি মরিতেছি। এই মরণকালে আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্মপরিচ্ছেদ অর্থাৎ আমার এই স্থূল দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ বায়ুর অধিদেবতা মরণরহিত সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ এই স্থূল দেহ হইতে জ্ঞানকর্ম্ম সংস্কৃত লিঙ্গদেহ নির্গত হউক। স্থূল দেহের ভিতরেই লিঙ্গ দেহ। এই দেহের ১৭টি অবয়ব। পঞ্চ প্রাণ + পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় + পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় + মন + বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গ দেহ। লিঙ্গদেহ আমোক্ষস্থায়ী অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার নাশ নাই। আত্মজ্ঞান যাঁহাদের এই শরীরেই না হয় তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি নাই—তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, শেষে মুক্ত হয়েন। ইহার নাম ক্রমমুক্তি। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধকের লিঙ্গদেহ, জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ হইতে থাকে ; সেই জন্য ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। আত্মজ্ঞানে অক্ষম নিষ্কাম কর্ম্মী দেহত্যাগ সময়ে এই জন্য ইষ্ট দেবতাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আমার প্রাণ স্থূল দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম দেহের অধিদেবতা সূত্রাত্মাকে প্রাপ্ত হউক আর আমার এই স্থূল দেহ অগ্নিতে আহুত হইয়া ভস্মাবশেষ হউক।

শ্রুতি—অতঃপর ?

মুমুক্ষু—দ্বিতীয় প্রার্থনা হইতেছে স্মরণ। মনকে বলা হইতেছে তুমি তোমার যাহা স্মরণের যোগ্য তাহাই স্মরণ কর—সেই স্মরণের কাল এখন উপস্থিত হইয়াছে। আরও বাল্যকাল হইতে তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহ স্মরণ কর। ইহারাই তোমার লোকান্তর গমনের সহায়।

শ্রুতি—এই সপ্তদশ মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে প্রথমেই ওঁ বলা হইয়াছে কি জন্য ?

মুমুক্ষু—মা—ওঁ ব্রহ্মের নাম। সপ্তব্যাহৃতি হইতেছে ব্রহ্মের রূপ। ওঁকারই উপাসনার বস্তু। ইনি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়ই। ওঁকারের অর্দ্ধমাত্রা অর্থাৎ নাদ এবং বিন্দু তুরীয় বা নির্গুণ ব্রহ্মের বাচক। সঙ্গে সঙ্গে প্রাজ্ঞপুরুষ বা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট পুরুষ ও আছেন। ম + উ + অ এই তিন মাত্রায় ইহাদের কথাই বলা হইয়াছে। আবার যিনি বিরাট তিনিই সমস্ত অবতারের বীজ। সুতরাং ওঁকারই নির্গুণ সগুণ আত্মা এবং অবতার সমকালে। এই জন্য ওঁকারই সকলের উপাস্য। শাস্ত্রে ওঁকারের বিনিয়োগ সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে এই নিমিত্ত। সেই জন্য এই শ্রুতি মন্ত্রের প্রথমেই ওঁ নির্দ্দেশ করা হইল। আরও ওঁ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকং অগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্ম অভেদেন উচ্যতে। প্রতীক বলিয়া সত্যরূপী

অগ্নি ও ব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই জ্ঞাপন জন্য ওঁ প্রথমেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অগ্নিই ব্রাহ্মণের ও গো সকলের স্বরূপ।

শ্রুতি—"ক্রতো স্মর"—ইহাতে ক্রতু ত বলে যজ্ঞকে—তবে ক্রতু যে সঙ্কল্পাত্মক ইহা বুঝিতেছ কিরূপে?

মুমুক্ষু—ক্রতু অর্থ যজ্ঞ। যজ্ঞকরা হইতেছে কর্ম্ম করা। আবার কর্ম্ম, মূলে সঙ্কল্পই। সূক্ষে যাহা সঙ্কল্প স্থূলে তাহাই কর্ম্ম। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন **"যথা ক্রতুর্ভবতি তত্ কর্ম্ম কুরুতে"** এই জন্য ক্রতু অর্থে সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পাত্মক মন। হে সঙ্কল্পাত্মক মন, তুমি—যাহা এই শেষ সময়ে স্মরণ করা কর্ত্তব্য তাহাই স্মরণ কর বলা হইয়াছে।

শ্রুতি—শেষ সময়ে কি স্মরণ করা কর্ত্তব্য?

মুমুক্ষু—ওঁ অর্থাৎ নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার যিনি সমকালে তিনিই স্মরণের বিষয় এবং ওঁকার উপাসনায় যাহা যাহা সন্ধ্যা জপাদি করা হইয়াছে তাহাও স্মরণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে "কৃতং স্মর"। যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর হইতে যে সমস্ত শুভকর্ম্ম করা হইয়াছে তাহাই স্মরণ করিতে বলা হইতেছে।

শ্রুতি—এই মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের ভাব সংক্ষেপে বল।

মুমুক্ষু—মরিবার সময়—প্রাণের উৎক্রমণ কালে—ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবে হে সঙ্কল্পাত্মক মন! এইত মৃত্যু আসিয়া পড়িল—রে নিরন্তর সঙ্কল্প বিকল্প-কারি! মহাচঞ্চলসঙ্কল্পরূপ মন! তুমি এতদিন পর্য্যন্ত কতকি স্মরণ করিলে, অসংখ্য অসংখ্য সঙ্কল্প করিলেও, এখন কিন্তু স্মরণ করিবার যোগ্য যিনি, যাঁহাকে স্মরণ করিলে ভব ভয় দূর হয়, সেই ওঁকার রূপী নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতারকে স্মরণ কর এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য জনম ভরিয়া যাহা যাহা করিয়াছ তাহাও স্মরণ কর। কিন্তু জননি। মৃত্যুকালে জীব মাত্রেই কি ঈশ্বর স্মরণ করিতে পারে?

শ্রুতি—সকলে পারেনা। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রসন্নতার জন্য জীবন ধরিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার প্রসন্নতা জন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য ভাবনা করিয়াছেন—এক কথায় যাঁহারা ভগবানকে জানাইয়া সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য এবং সকল ভাবনা প্রয়োগের অভ্যাসরূপ তপস্যা করিয়াছেন সেইরূপ নিষ্কামকর্ম্মী—মরিবার সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা করিতে পারেন।

মুমুক্ষু—ওঁকারকে উপাসনা করিতে হইবে ইহা বেদের আজ্ঞা অথবা বেদ

হইতেছে ঈশ্বরের বাক্য। যিনি ওঁকারকে না জানিয়াছেন তিনি আর ইঁহার উপাসনা কিরূপে করিবেন ?

শ্রুতি—এই জন্যইত বলিতেছি বেদমুখে বা গুরুমুখে ওঁকারই সে নির্গুণব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, জীবে জীবে আত্মা এবং সমস্ত অবতার সমকালে—ইহা শুনিয়া ইহারই মনন করিতে হইবে—মননের পরে ধ্যান করিতে হইবে। কর্ম্ম, বাক্য এবং ভাবনা এই তিনেই উপাসনা হয়। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের জন্য যাহা করা যায় তাহাতেই তাঁহার উপাসনা হয়।

মুমুক্ষু—জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলকেই কি ওঁ উপাসনা করিতে হয় ?

শ্রুতি—তুমি কি বুঝিয়াছ ?

মুমুক্ষু—যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা ওঁকারের অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতিলাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা অশুদ্ধচিত্ত—যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই—যাঁহাদের ভোগাসক্তি যায় নাই—যাঁহাদের চিত্ত হইতে রাগ দ্বেষ বিগলিত হয় নাই, তাঁহাদের জন্য জ্ঞান মার্গ নহে, তাঁহাদের জন্য কর্ম্ম মার্গ। নিষ্কাম কর্ম্মীর জন্যও ওঁকার উপাসনা আবশ্যক। যাঁহারা অবতারের উপাসনা করেন তাঁহারাও ওঁকারেরই উপাসক। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর সকলকেই ওঁকার উপাসনা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের প্রণব যেমন ওঁ ব্রাহ্মণেতরের প্রণবও সেইরূপ নাদ বিন্দু বিশিষ্ট ওকার।

শ্রুতি—ইহার প্রমাণ দেখাইতে পার ?

মুমুক্ষু—মা! ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর সকলকেই গায়ত্রী ভজিতে হয়। প্রথমেই ধ্যান পরে গায়ত্রী জপ পরে মূলমন্ত্র জপ—উপাসনাকারী সকলের জন্যই এই বিধি। আর ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন তিনি ওঁ ও বরণীয়ভর্গ। ওঁকার যেমন ব্রহ্মই সেইরূপ বরেণ্যং ভর্গ ও গায়ত্রী বা ব্রহ্ম। সেইজন্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা" হে গায়ত্রি! যিনি ব্রহ্ম তিনিই তুমি; ব্রহ্মবিদ্গণ তোমাকে এইরূপই জানেন এবং সুন্দর মন বিশিষ্ট দেবতাগণ তোমাকে এইরূপই দেখেন। গায়ত্রীর উপাসক সকলেই—কারণ সকল প্রকার উপাসককেই গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা বৈদিক উপাসনায় নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মকে অবতার সাহায্যে উপাসনা করেন আর তান্ত্রিক উপাসনায় প্রধানতঃ অবতার ধরিয়া সগুণ নির্গুণের উপাসনায় পৌছিতে হয়।

শ্রুতি—যাঁহারা অবতারের উপাসনা করেন তাঁহারাও যে ওঁকার দ্বারা ব্রহ্ম উপাসনা করেন তাহা দেখাও।

মুমুক্ষু—যাঁহারা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের উপাসনা করেন তাঁহারাও যে মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বয়ে তাহা বলা হইয়াছে।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিণ্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
নিশ্চক্রং হত রাক্ষসঃ পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে।
বিশ্বোদ্ভব স্থিতিলয়াদিষু হেতু মেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্তমূর্ত্তিম্।
আনন্দ সান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিত তত্ত্বমহং নমামি।

এই দুই শ্লোকে শ্রীভগবান রামচন্দ্রই যে ব্রহ্ম ওঁকার তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্টভাবেও ইহাই বলিয়াছেন।

अकारादभवद्ब्रह्मा जाम्बवानिति संज्ञकः।
उकाराक्षर सम्भूत उपेन्द्रो हरिनायकः।
मकाराऽक्षरसम्भूतः शिवस्तु हनुमान् स्मृतः।
बिन्दुरीश्वरसंज्ञस्तु शत्रुघ्नश्चक्रराट्स्वयम्॥
नादो महाप्रभुर्ज्ञेयो भरतः शङ्खनामकः।
कलायाः पुरुषसाक्षात् लक्ष्मणो धरणीधरः।
कलाऽतीता भगवती स्वयं सीतेति संज्ञिता।
तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः॥

শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদংসর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ যচ্চান্যত্তত্ব মন্ত্রবর্ণ দেবতাচ্ছন্দো ঋক্ কলাশক্তি সৃষ্ট্যাত্মকমিতি য এবং বেদ। যজুর্বেদো দ্বিতীয় পাদঃ।

অকার বাচ্যো ব্রহ্মাস্বরূপো জাম্ববান্। (ব্রহ্মা = জাম্ববান = অ)
উকার বাচ্য উপেন্দ্রস্বরূপো হরিনায়কঃ। (বিষ্ণু = সুগ্রীব = উ)
মকার বাচ্যঃ শিবস্বরূপো হনুমান (হনুমান = শিব = ম)
বিন্দুস্বরূপঃ শত্রুঘ্নঃ। (বিন্দু = শত্রুঘ্ন)

নাদ স্বরূপোঁ ভরতঃ। (নাদ = ভরত)

কলা স্বরূপো লক্ষ্মণঃ। (কলা = লক্ষ্মণ,

কলাতীতা ভগবতী সীতা চিৎস্বরূপা। কলাতীত = সীতা = চিৎ-স্বরূপা। পরমাত্মা = রাম।

ওঁ যো হ বৈ শ্রীপরমাত্মা নারায়ণঃ স ভগবান্ তৎপরঃ পরমপুরুষঃ পুরাণ পুরুষোত্তমো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্য পরমাহনন্তাহদ্বয়পরিপূর্ণঃ পরমাত্মা ব্রহ্মৈবাহহং রামোহস্মি ভূর্ভুবঃস্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ॥

"ওঁকার যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ রামচন্দ্র সেইরূপ ওঁ যো রামঃ কৃতকৃতামেত্য সর্ব্বাহত্মাং প্রাপ্য লীলয়া"—সর্ব্বাত্মা রামই কৃষ্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। সেই জন্য শ্রুতি ওঁ কার যে সাঙ্গোপাঙ্গ কৃষ্ণ তাহাও দেখাইয়াছেন।

রোহিণীতনয়ো বিশ্ব অকারাক্ষর সম্ভবঃ।
তৈজসাত্মক প্রদ্যুম্ন উকারাক্ষর সম্ভবঃ॥
প্রাজ্ঞাত্মকোऽনিরুদ্ধোऽসৌ মকারাক্ষর সম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
কৃষ্ণাত্মিকা জগত্কর্ত্রী মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজন সম্ভূতঃ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ॥
প্রণবত্বেন প্রকৃতিত্বং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদোঙ্কার সম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ॥ গোপালতাপিনী

এই ভাবে নন্দ = পরমানন্দ; যশোদা = মুক্তিগেহিনী; দেবকী = ব্রহ্মপুত্রাসা; বসুদেব = নিগম। গোকুলবনং = বৈকুণ্ঠং; দ্রুম সকল = তাপস; দৈত্য = লোভ ক্রোধাদি। গোপরূপ হরি সাক্ষাৎ; শেষনাগ = বলরাম; কৃষ্ণ = শাশ্বত ব্রহ্ম; ব্রহ্মরূপা ঋক্‌সকল = গোপিনী, দ্বেষ = চাণুর মল্ল; মৎসর = মুষ্টিকোজয়ঃ; দর্প = কুবলয় পীড়; গর্ব্ব = রক্ষ; খগ = বক; দয়া = রোহিণী মাতা ও সত্যভামা = ধরা; অঘাসুর = মহাব্যাধি; কলি = কংস; শম = মিত্রসুদামা; সত্য = অক্রূর; উদ্ধব = দম; বৃন্দা = ভক্তি ইত্যাদি কৃষ্ণোপনিষদ্।

এইরূপে শিব, দুর্গা, কালী ইত্যাদি সকল অবতারই ওঁ কার। এই জন্য ওঁকারই জ্ঞানীর উপাস্য এবং সর্ব্বোপাসকের উপাসনার বস্তু।

'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥ ১৮

ইত্যুপনিষদ্॥ ইতি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্ সম্পূর্ণা॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

[হে দেব অগ্নে! অস্মান্ সুপথা নয়। কিমর্থ? রায়ে। যতো হে দেব! ত্বং বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্ অস্মৎ জুহুরাণম্ যুযোধি। বয়ং তে ভূয়িষ্ঠাং নমউক্তিং বিধেম]॥ ১৮॥

উপাস্যাং দেবতাং সংপ্রার্থ্য কর্ম্মসাধনভূতাং দেবতাং অগ্নিং অগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মার্গং যাচতে। "মন্ত্রো মার্গং দর্শয়িতুং ব্রহ্মলোকগতিংপ্রতি অগ্নে প্রকাশরূপোঽসি শোভনেন পথানয়॥" ইত্যাদি।

সরলার্থঃ—হে দেব দীব্যতি দীপ্যত ইতি দেবো দ্যোতনাত্মক ক্রীড়াদিগুণ বিশিষ্ট দানা দগুণ যুক্ত হে **অগ্নে**! অগ্নিপ্রতীক ভগবন্ **অস্মান্** যথোক্তধর্ম্ম-ফল বিশিষ্টান্, যথোক্ত জ্ঞান কর্ম্মকারিণঃ ত্বং **সুপথা** শোভনেন মার্গেণ গতাগত-রহিতেন দেব যানাখ্যমার্গেণ (দক্ষিণ মার্গ নিবৃত্ত্যর্থং সুশব্দঃ) **নয়** প্রাপয়—যতো গতাগতলক্ষণেন দক্ষিণায়নমার্গেন নির্ব্বিণ্ণোঽহং। অতো যাচে ত্বাং পুনঃ পুনর্গমনাগমনবর্জ্জিতেন শোভনেন পথা নয়। কস্মৈ? কিমর্থং? **রায়ে** ধনায়-কর্ম্মজ্ঞানফলোপভোগায়—ফলাত্মক ধনায়—ফলোপভোগায় ইতি যাবৎ। যতো হে দেব হে দানাদি গুণযুক্ত ত্বং **বিশ্বানি** সর্ব্বাণি কর্ম্মোপাসন বিষয়ানি **বয়ুনানি** জ্ঞানানি **বিদ্বান্** বিজানন্ **অস্মৎ** অস্মত্তঃ মম সকাশাৎ **জুহুরাণম্** বঞ্চনাত্মকম্ কৌটিল্যেচ্ছাযুতম্ ফলপ্রাপ্তৌ প্রতিবন্ধকম্ **এনঃ** পাপম্ **যুযোধি** বিয়োজয় বিনাশয় অমিশ্রিতং কুরু পৃথক্কুরু। ততঃ বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ ইষ্টং প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং কিমপিকর্ত্তুং ন শক্নুমঃ অতঃ **বয়ং তে** তুভ্যং **ভূয়িষ্ঠাং** বহুতরাং **নমউক্তিং** নমস্কার বচনং **বিধেম**

ঐ বাক্য বলা যায় না কারণ তাঁহার "এই আমি" ইত্যাকার খণ্ডিত জ্ঞানই নাই।

সুধী ব্যক্তি অনুভব করেন পরম শান্ত ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ। তাঁহাদিগের এই অনুভবের অপহ্নব করিতে—অপলাপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা অনুভব করেন পরমাত্মা ব্যতীত একটা স্বতন্ত্র অহং নাই। যেমন সুবর্ণ ব্যতিরিক্ত অঙ্গুরীয় নাই সেইরূপ পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত একটা আত্মাই নাই। ভূততা অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক কার্য্যকারণতা ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তির আত্মাতে আর কিছুই প্রতীত হয় না। অঙ্গুরীয় যেমন সুবর্ণই সেইরূপ ব্রহ্মই এই জগৎ এই বোধ মূঢ়ের হয় না। অধিক কি জ্ঞানিগণ পরমাত্মাই হইয়া যান বলিয়া "জ্ঞে নাস্তি পরমার্থতা"। পরমাত্মা স্বরূপে স্থিতি লাভ যিনি করেন তিনি অনুভব ও করেন না যে আমি পরমাত্মা। কারণ অনুভব যেখানে আছে সেখানে একটা খণ্ডতা থাকিবেই। এই জন্য বলা হইতেছে জ্ঞানীতে পরমার্থতার অনুভবও নাই—তিনি সর্ব্বদা এক অখণ্ড একরস স্বরূপ হইয়াই থাকেন।

মিথ্যাহন্তা ময়ো মূঢ়ঃ সত্যৈকাত্ম ময়ঃ সুধীঃ।
যুজ্যতে ন ক্বচিন্নাম স্বভাবাপহ্নবোনয়োঃ ॥ ২৯

মূঢ়গণ মিথ্যা অহন্তা ভাবময় আর সুধীব্যক্তিগণ সত্য এক আত্মাময়। এই উভয়ের স্বভাবের অপহ্নব—অপলাপ কিছুতেই করা যায় না। যে যাহাতে যন্ময় হইয়া আছে তাহা হইতে সে বাহির হইবে কিরূপে? "আমি ঘট" পুরুষের এই বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। অতএব আমরা ও দামাদি বস্তুতঃ সমান অসত্য। আমরা ও তাহারা অসত্য বলিয়া আমাদের বিদ্যমানতার সম্ভাবনাই নাই। যাহা কিছু দেখা যায় তাহা অজ্ঞানেই দেখা যায় শাস্ত্রদৃষ্টিতে দৃশ্য দর্শনের বিদ্যমানতাই নাই এবং যুক্তিদৃষ্টিতে কোন কিছুর উদ্ভবও নাই।

সত্যং সম্বেদনং শুদ্ধং বোধাকাশং নিরঞ্জনম্।
সত্যং সর্ব্বগতং শান্তমস্ত্যনস্তময়োদয়ম্ ॥ ৩২

সর্ব্বং শান্তঞ্চ নিঃশূন্যং ন কিঞ্চিদিব সংস্থিতম্।
তত্র ব্যোম্নি বিভান্তীমা নিজাভাসোঙ্গ সৃষ্টয়ঃ॥ ৩৩
যথা তৈমিরিকাক্ষস্য সহজা এব দৃষ্টয়ঃ।
কেশোণ্ড্রকাদিবদ্‌ভ্রান্তি স্তথেমাস্তত্র দৃষ্টয়ঃ॥ ৩৪

সত্য স্বরূপ, শাস্ত্র জনিত অনুভবেও সত্য, আপনি-আপনি শুদ্ধ, জ্ঞানীর অনুভবে সত্য বোধাকাশ স্বরূপ, রজস্তম কালিমাশূন্য, যুক্তিদৃষ্টি-তেও সত্য, সর্ব্বগত চলন রহিত শান্ত অস্তোদয় রহিত, সর্ব্বজগৎ উপরম প্রাপ্ত, সর্ব্বজগৎ শূন্য হইয়াও চৈতন্য ভরিত, তিনি—কোন কিছুর মত অবস্থিত নহেন।

সৃষ্টিপরম্পরা তাঁহাতে ভাসিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই পরমাকাশেই এই দৃশ্য প্রপঞ্চ ভাসিতেছে। যেমন দোষ কলুষিত চক্ষু কেশোণ্ড্রকাদি ভ্রম দর্শন করে সেইরূপ পরমাকাশকেই ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপে দেখা যাইতেছে।

স আত্মানং যথা বেত্তি তথানুভবতি ক্ষণাৎ।
চিদাকাশস্ততো সত্যমপি সত্যং তদীক্ষণাৎ॥ ৩৫

সেই সত্যস্বরূপ আত্মা, আপনাকে যেমন যেমন প্রকারে কল্পনায় জানেন, একক্ষণেই আপনাকে সেই সেই প্রকারে অনুভব করেন। চিদাকাশ, কল্পনায় ভিন্নরূপ ধরিয়া অসত্যরূপী হইলেও যখনই আপনার সত্যস্বরূপ ঈক্ষণ করেন—পর্য্যালোচনা করেন, তৎক্ষণাৎ দেখেন, তিনি সত্যস্বরূপ হইয়াই সর্ব্বদা আছেন।

ন সত্যমস্তি নাসত্যমিতি তস্মাজ্জগত্রয়ে।
যৎ যথা বেত্তি চিদ্রূপং তত্তথোদেত্যসংশয়ম্॥ ৩৬

আপনাকে সত্য স্বরূপে পর্য্যালোচনা করিলে যদি জগদাত্মা স্বভাবতঃ সত্যই আছেন ইহা দেখেন তবে "জগৎ কিংরূপমস্ত"—তবে জগৎটা কিরূপে আছে? ইহা যদি জিজ্ঞাসা কর তবে উত্তরে বলি এই ত্রিজগতে সত্যও নাই অসত্যও নাই, চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরকে যে

যেরূপে জানে তাহার কাছে তিনি সেইরূপেই উদিত হয়েন—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

তাই বলিতেছি এক আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, কিছুই উঠিতেছে না—যাহা উঠিতেছে মত দেখা যায় তাহা কল্পনা—তাহা মিথ্যা। মিথ্যা আবার উঠিবে কিরূপে তাই বল? তবে যে, যেভাবে যাহা কল্পনা করে তাহার তাহা তাহাই। কল্পনা করেন ত আত্মা। আত্মাই কল্পনায় যেন বহু সাজেন।

দামাদি যেমন উঠিয়াছিল আমরাও সেইরূপে রাম বশিষ্ঠ আকারে উঠিয়াছি। তবেই হইল উৎপত্তি দৃষ্ট হইল বলিয়া সত্যাসত্য চিন্তা বৃথা; তুমি দেখিতেছ উঠিতেছে, স্থিতি লাভ করিতেছে, বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু বাস্তবিক জন্মস্থিতি ভঙ্গ হইতেছে না—ইহাই যদি নিশ্চয় হইল তবে "দেখার" "দর্শনের" আবার সত্যাসত্য কি থাকিবে?

অস্যানন্তস্য চিদ্ব্যোম্নঃ সর্ব্বগস্য নিরাকৃতেঃ।
চিদুদেতি যথা যান্ত স্তথা সা তত্র ভাসনম্॥ ৩৮
যা চিৎ অন্তঃ যথা যাদৃশাকারেণ উদেতি।

অনন্ত, সর্ব্বগত, নিরাকার এই চিদ্ব্যোমের চিৎ যখন যে আকারে অন্তরে ভাবনায় উঠিবেন সেই চিৎ তখন সেই আকারেই প্রতিভাত হইবেন—সেই আকারেই প্রস্ফুটিত হইবেন। সৎ স্বরূপ তিনি এক-রূপই—স্ফুরণ স্বরূপ যখন হয়েন তখন তিনি এই বিশ্ব।

যেখানে দামাদিরূপে চিৎ স্বয়ং প্রচকিতা—প্রকটিতা সেখানে তিনি ঐ আকার ভাবনা করিয়া উহাই হইয়াছিলেন, আবার চিৎ স্বয়ং যখন অস্মদাদিরূপে উদিত হইলেন তখন তিনি তাদৃশ অনুভব হেতুই অস্মদাদি আকারে বিকাশ পাইলেন।

চিদাকাশে স্বপ্ন—আপনার স্বপ্নের প্রতিভাস এই জগৎ। সূর্য্যের তাপই যেমন মৃগতৃষ্ণিকা সেইরূপ চিদ্বপু পরমাত্মাকে ঢাকিয়াই এই জগৎ উঠে। মৃগতৃষ্ণিকা যেমন ভ্রমে দেখা যায়, জগতও সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানে দেখা যায়।

চৈতন্য যখন জগৎ বিষয়ে প্রবুদ্ধ তখন বাহিরের বস্তুর উপলব্ধি হয়। কিন্তু অদ্বিতীয় আত্ম প্রকাশে তিনি আপনাতে প্রসুপ্ত হয়েন—তখন বাহ্য উপলব্ধি থাকে না। শ্রুতি বলেন "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্রতু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"।

> ন চ তৎ ক্বচিদাসুপ্তং ন প্রবুদ্ধং কদাচন।
> চিদ্ব্যোম কেবলং দৃশ্যং জগদিত্যবগম্যতাম্॥ ৪৩

পরম পদের কখন সুষুপ্তিও নাই আবার প্রবুদ্ধ হওয়াও নাই। তিনি সর্ব্বদাই আপন স্বরূপেই আপনি আছেন। আর এই জগৎ? চিদাকাশই এই দৃশ্যজগৎ জানিও। দৃশ্যকে যখন চিদ্ব্যোম দেখিবে তখন সৃষ্টি ও মোক্ষ এক হইয়া যাইবে। পরমাত্মাই আপনি আপনাকে জগৎরূপে দেখিয়া থাকেন—তিমিরাচ্ছন্ন চক্ষু যেমন আপনিই আপনাকে কেশোণ্ড্রক দেখে সেইরূপ। কিন্তু কেশোণ্ড্রকটা কিছু নহে। দোষ দূষিত চক্ষুই ঐ রূপে প্রকাশ পায়। যেমন দর্শন কালেও দৃষ্টি যাহা তাহাই থাকে সেইরূপ জগদ্দর্শন কালেও পরমাত্মা পরমাত্মাই থাকেন।

> সর্ব্বত্র সর্ব্বমিদমস্তি যথানুভূতং
> নো কিঞ্চন ক্বচিদিহাস্তি ন চানুভূতম্॥
> শান্তং সদেকমিদমাততমিত্থমাস্তে
> সন্ত্যক্ত শোকভয়ভেদমতস্ত্বমাস্স॥ ৪৭

ভ্রান্ত দৃষ্টিতে অনুভূত হয় যে, চিদ্ব্যোমেই এই সমস্ত রহিয়াছে কিন্তু ভ্রম দূর হইলে দেখিবে কোথাও কিছু নাই। অধ্যারোপ দৃষ্টি এবং অপবাদ দৃষ্টি—এই দুই প্রকার থাকিলেও এই জগৎ শান্ত, ভেদ শূন্য অতএব এক হইয়াই পূর্ণভাবে আছেন। অতএব তুমিও শোক, ভয় এবং ইহা, উহা, তাহা রূপ ভেদ ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান কর।

> শিলোদরাকারঘনং প্রশান্তং
> মহাচিতেরূপমিদং স্বমচ্ছম্।

নৈবাস্তি নাস্তীতি দৃশৌ ক্বচিত্তু
যচ্চাস্তি তৎ সাধু তদেব ভাতি ॥ ৪৮

স্ফটিক শিলার উদর মত শূন্যকার—তথায় কিছু ভাসমান হইলেও ঘন, এই মহাচিতের অন্তরে দৃশ্যমান জগৎ—ইহা কেবল প্রতিভাস। প্রতিবিম্ব বন-গিরি-নদ্যাদি স্বরূপ এই জগৎ অস্তি নাস্তি দৃষ্টিতে নাইই—প্রতিভান মাত্রে অস্তি কিন্তু মহাচিৎই তদ্রূপে প্রতিভাত। বুঝিতেছ এই জগৎটা ব্রহ্মের ভিতরে প্রকাশ পায়। যেমন স্ফটিক শিলার অভ্যন্তরে কত কি বস্তুর প্রতিবিম্ব ভাসে—বাস্তবিক কিছুই নাই তথাপি দেখা যায় যেন কত কি রহিয়াছে, সেইরূপ এই দৃশ্যদর্শন ব্যাপার। স্ফটিক শিলার বাহিরে থাকে বন গিরি নদী ইত্যাদি; তাহাদের ছায়াই স্ফটিকে পড়িয়া প্রতিবিম্বিত হয় কিন্তু বিশ্বটা উঠে ভিতরের কল্পনা হইতে। কল্পনা মিথ্যা—তাহার প্রতিবিম্ব এই জগৎ—সমস্তই ইন্দ্রজাল—মায়ার খেলা। কিন্তু কত সত্য মত হইয়া গিয়াছে দেখ—আরও দেখ মিথ্যাত্যাগ করা কত কঠিন।

স্থিতি ৩২ সর্গঃ।

দামব্যাল কটের মুক্তি।

রাম—অজ্ঞবুদ্ধিতে সৎ হইলেও পরমার্থতঃ অসৎ, যেমন যক্ষ পিশাচাদি বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অসৎ সেইরূপ দামব্যাল কটের অস্তিত্ব। মিথ্যা হইলেও সত্যমত প্রতীয়মান এই অসুরত্রয়—ইহাদের দুঃখের অন্ত কিরূপে হইবে?

বশিষ্ঠ—ইহাই ত বিচিত্র। দামব্যাল কটেয় ন্যায় এই সমস্ত মানুষ—ইহাদের দুঃখের অন্ত হইবে তখন, যখন ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্ম জিজ্ঞাসু হইবে।

রাম—কোথায়, কবে, কি প্রকারে ইহারা স্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে তাহা বলুন। ভগবন্ ইহা অতি আশ্চর্য্য যে কল্পনায় যাহা উঠিল তাহাতেই দুঃখ বলিয়া বস্তুটি খেলিতে লাগিল। সেই কল্পনার অসত্য মানুষের অসত্য কাল্পনিক দুঃখ দূর করিবার জন্য এত অনুষ্ঠানের

আবশ্যক হয়, এত বিচারের প্রয়োজন হয়। বলুন ইহাদের মুক্তি কিরূপে হইল।

বশিষ্ঠ—কাশ্মীর দেশের পদ্ম অতি বৃহৎ। পদ্মরাজি বিরাজিত কোন এক বৃহৎ সরোবরের তীরে সন্নিহিত এক পল্বলে—এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে ঐ অসুরত্রয় বারংবার মৎস্য হইয়া জন্মিবে। গ্রীষ্মকালে মহিষ শূকরাদি জন্তুদ্বারা ঐ জলাশয়ের জল এমন আলোড়িত হইবে যে উহারা নিতান্ত কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। পরে সেই পদ্ম সরসীতে সারস পক্ষী হইবে। সারস হইয়া কখন বিকসিত কহ্লার মালায়, কখন সরোজ পটলীতে, কখন শৈবালবল্লী নিকরে, কখন বিলোল তরঙ্গ ভঙ্গে, কখন চঞ্চল কুসুম দোলায়, কখন নীলোৎপল দলে, কখন জলকণা পূর্ণ অভ্র-লেখায়, কখন বা শীতল সলিলাবর্ত্ত শ্রেণীতে ঐ সারসগণ উৎকৃষ্ট সরস ভোগ্য ভোগ করিয়া বহুকাল বিহারান্তে শুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিবে। সত্ত্ব রজস্তমোগুণ যেমন দ্রষ্টাভাবে আলোচিত হইলে আপনা হইতে ভেদ প্রাপ্ত হয় সেইরূপে ইহারাও যাদৃচ্ছিকরূপে বিযুক্ত হইয়া মুক্তির জন্য বিচার বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পরে কাশ্মীর মণ্ডলের অন্তর্গত বৃক্ষ পর্ব্বতাদি শোভিত শ্রীসম্পন্ন অধিষ্ঠান নগরের মধ্যে প্রদ্যুম্ন শেখর পর্ব্বতের এক উচ্চ শৃঙ্গে কোন এক রাজা সুন্দর এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। সেই গৃহ ভিত্তির শিরোভাগে ঈশান কোণে শিলাসন্ধির ছিদ্র মধ্যে দাম দানব প্রথমতঃ সেই অবিশ্রান্ত বায়ু বিকম্পিত তৃণময় নীড়ে কলবিঙ্ক—চটক পক্ষী হইয়া জন্মিবে এবং অল্পমান শ্রুতশাস্ত্র দ্বিজ বালকের ন্যায় অর্থরহিত শব্দ করিয়া অবস্থান করিবে। ঐ গৃহে যশস্কর দেব নামে এক নৃপতি বাস করিবেন। দানব দাম স্বীয় সারস দেহ ত্যাগ করিয়া ঐ গৃহের উপরিস্থিত স্তম্ভ পৃষ্ঠের সামান্য ছিদ্রে মশক হইয়া বাস করিবে।

ঐ সময়ে অধিষ্ঠান নগরে রত্নাবলী বিহার নামক ক্রীড়াগৃহে ঐ রাজার নরসিংহ নামক এক অমাত্য বাস করিবেন। দানব কট সারস দেহ ত্যাগ করিয়া শারিকা হইয়া রাজমন্ত্রীর রজত পিঞ্জরে বাস করিবে। রাজ সভার পণ্ডিতগণ রাজমন্ত্রীর নিকট দামবাল কটের

ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। তাহা শুনিয়া শারিকারূপা কট অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে স্মরণ করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। প্রদ্যুম্ন শিখরবাসী চটকরূপী ব্যাল সেখানকার লোকের মুখে দামব্যাল কটের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া মুক্ত হইবে এবং রাজমন্দিরের স্তম্ভ পূর্ব্বস্থ দারু ছিদ্রবর্ত্তী মশকরূপী দামও কথা প্রসঙ্গে স্বীয় ইতিবৃত্ত শুনিয়া মুক্ত হইবে। ইহাদের জীবন চরিত্র বলিলাম।

বলিয়াছিলাম—"যদাবিয়োগমেষ্যন্তি শ্রোষ্যন্তি চ নিজাং কথাম্।
দামাদয়স্তদামুক্তা ভবিষ্যন্তীত্যসংশয়ম্॥" ৩॥

যখন ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজে, কে ইহা শুনিবে—যখন বুঝিবে ইহারা শম্বর মায়া কল্পিত জীব কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা বাসনাশূন্য অদ্বয় চিন্মাত্র স্বভাব তখন ইহারা আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া—আত্মজ্ঞ প্রবুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিবে। রাম সকল জীবের মুক্তির জন্যই এই উপদেশ।

রাম—ভগবন্—জীবের সংসার ভ্রমণ যিরূপ ভয়াবহ তাহা স্মরণেও আতঙ্ক হয়।

বশিষ্ঠ—মায়ৈবমেব সংসারশূন্যৈবাত্যন্তভাস্বরা।
ভ্রময়ত্যপরিজ্ঞানাৎ মৃগতৃষ্ণাম্বুধীরিব॥
মহতোপি পদাদেবং নানাজ্ঞানবশাদধঃ।
পতন্তিমোহিতা মূঢ়া দামব্যাল কটা ইব॥ ২৮

সংসার—মায়ারই ব্যাপার। ইহা শূন্য হইলেও অত্যন্ত ভাস্বর—অতিশয় প্রকাশশীল—অতিশয় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সংসার সমুদ্রোত্থিত মৃগতৃষ্ণিকা (মরুভূমি ইত্যাদির মত সমুদ্রে মৃগতৃষ্ণিকা উঠিয়া) লোককে ভ্রমে পাতিত করে। *

* অন্য দেশের লোকেও এই মরীচিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। When the weather is calm and the ground hot, the Egyptian landscape appears like a lake and the houses look like islands in the midst of a widely spreading expanse of water * * Travellers are frequently deceived *** The

মরীচিকা ভ্রান্তিতেই মানুষ সংসার ভ্রমণ করিতেছে। দামব্যাল কটের ন্যায় মানুষ এক বস্তুকে এক না দেখিয়া নানাজ্ঞান করিয়াই মহৎপদ হইতে অধঃপতিত হইতেছে। দেখ রাম কোথায় সেই প্রভূত-শক্তি—যে শক্তিশালার ভ্রূক্ষেপ মাত্রে মেরুমন্দর মত প্রাসাদ সকল চূর্ণীকৃত হইত, যাহাদের চপেটাঘাতে চন্দ্র ও সূর্য্য কক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইত, যাহাদের চঞ্চল করতলযুক্ত বাহু অবলীলাক্রমে সুমেরু শৈলকেও পুষ্পমালার মত উৎপাটিত করিত—কোথায় সেই অতুলনীয় পরাক্রম আর কোথায় এই রাজগৃহস্তম্ভের মশকত্ব, গৃহভিত্তির অন্তর্গত ছিদ্রমধ্যে বিহঙ্গমীত্ব আর রাজমন্ত্রীর গৃহপিঞ্জরাবদ্ধ শারিকা রূপতা ?

চিদাকাশোঽহমিত্যেব রজসা রঞ্জিত প্রভঃ।
স্বরূপমত্যজন্নেব বিরূপমপি বুধ্যতে।
স্বয়ৈব বাসনাভ্রান্ত্যা সত্যয়েবাপ্যসত্যয়া॥ ৩২

অহং ইত্যাকার রাগে রঞ্জিত হইলে চিদাকাশ আপনার স্বরূপ ত্যাগ না করিয়াও বিরূপ হওয়ার মত বোধ হয়। রাজস অহঙ্কার দ্বারা রঞ্জিত হইলে চিদাকাশই দেহাদিতে অভিমান করিয়া বহুরূপ ধারণ করেন। ইহা হইলেও তিনি তাঁহার স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ স্বরূপ ত্যাগ করেন না—না করিয়াই অহংকার প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদি রূপ যেন গ্রহণ করেন। স্বীয় বাসনা ভ্রমে মরীচিকা বুদ্ধিতে জীব সত্যস্বরূপ পরমপদ হইয়াও তাহা হইতে ভিন্ন যে জীবভাব তাহাই ধারণ করে। যাঁহাদের বুদ্ধি আত্মভাবে নিরুদ্ধ তাঁহারাই ভব সংসার অতিক্রম করিতে পারেন।

Fata Morgana or the mirage and the inverted images of ships at sea are not uncommon on European coasts. Between Sicilly and Italy this effect is seen in the sea of Reggio with fine effect. Palaces, towers, fertile plains with cattle grazing on them are seen with many other terrestrial objects upon the sea—the palaces of the fairy Morgana.

Tissandar's Popular Scientific Recreations P. 649.

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন্ দোষে নষ্ট হয়, কি করিলেই বা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থান আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই উহা এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার বিশিষ্ট উপাদান এখানে পাইবেন ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

মূল্য বাঁধাই ১৷৷৹। আবাঁধা মূল্য ১।৹ পাঁচসিকা

শ্রীশ্রীনাম-রামায়ণ-কীর্ত্তনম্।

দ্বিতীয় সংস্করণ—নিত্যপাঠ ও স্বাধ্যায় জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শ্রীভগবানের তত্ত্ব, লীলা, নাম কীর্ত্তন—সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে ঋষি বাক্য ও সাধু বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে নিত্য পাঠ ও নিত্য কীর্ত্তনের জন্য ইহা বিরচিত।

মূল্য বাঁধাই ৷৷৹ আট আনা। আবাঁধা ।৹ চারি আনা

শ্রীশ্রীরামলীলা। মূল্য ১।৹ মাত্র।

(আদিকাণ্ড)

ভূমিকা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল

বেদান্তরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে পদ্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত। ২২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা।

উপরোক্ত গ্রন্থ দুইখানি ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট উৎসব আপিসে প্রাপ্তব্য)।

শ্রীভরত।

শ্রীশ্রী অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশোদ্ভবা সাধনরতা ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত। মূল্য ১।৹ মাত্র। একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিগ্রন্থ। শ্রীভরতের অলৌকিক সংযম, ত্যাগস্বীকার ও বৈরাগ্য এবং সর্ব্বোপরি জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি ভাব অবলম্বনে সাধকের ভাষায় মর্ম্মস্পর্শী ভাবে লিখিত। সুন্দর বাঁধাই কাগজ ও ছাপা। সোনার জলে নাম লেখা। ২৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

বঙ্গবাসী, বসুমতী, সার্ভেণ্ট, অমৃতবাজার, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসিত।

উচ্ছ্বাস পঞ্চক

(ভক্তের প্রকৃত উচ্ছ্বাস।)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত—

বাঁধাই মূল্য ॥০

ইহা একখানি সুন্দর ভক্তিগ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান—"উৎসব" আপিস।

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি"।

উত্তম বাঁধাই—মূল্য ১॥০ টাকা

শ্রীযুক্ত রামদয়াল দেবশর্ম্মা (মজুমদার) প্রণীত।

স্থানাভাবে পুস্তকের বিশেষ পরিচয় দিতে পারিলাম না। পুস্তকের নামই ইহার পরিচয়।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি প্রণীত

আহ্নিককৃত্য ১ম ভাগ।

(১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে), ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পৃষ্ঠারও উপর। চতুর্দ্দশ সংস্করণ। মূল্য ১॥০, বাঁধাই ২৲। ভীপী খরচ।৵০।

আহ্নিককৃত্য ২য় ভাগ।

(৪র্থ, ৫ম খণ্ড একত্রে), ২য় সংস্করণ, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য বোর্ড বাঁধাই ১৷০। ভীপী খরচ।৵০।

প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মের পরম সহায়তা করিয়া আসিতেছে। চৌদ্দটি সংস্করণ হইতেই গ্রন্থের গৌরব বুঝা যাইবে।

সমস্ত মন্ত্রগুলির বিশদ সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট হইতে আমরা "আহ্নিক-কৃত্যের" এত প্রশংসাপত্র পাইয়াছি ও পাইতেছি যে, সে সমুদায় ছাপিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসরোজরঞ্জন কাব্যরত্ন এম্ এ, "কবিরত্ন ভবন", পোঃ শিবপুর, (হাওড়া) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ও "উৎসব" অফিস কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষায় গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪॥০
২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ॥০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১॥০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২॥০ আবাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্‌ বাঁধাই ॥০ আবাঁধা ।০

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

অর্থাৎ—বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতি করেন। খামের মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ২৩ নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার উৎসব কার্য্যালয়।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।৴০ আনা। নমুনার জন্য ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।] কার্ত্তিক ১৩৩২ সাল। [৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩৩২ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

দীপদান—কার্ত্তিকে।

যদি একদিন তরে তব দেবালয়ে
আমার প্রদীপখানি জ্বলে,
অনাদি নীরব ব্যথা উঠে রাঙ্গা হয়ে
অভিন। তব প্রেমানলে ;
যদি একদিন শুধু প্রাণে তোমা লাগি
জাগে মোর আকুল তিয়াস,
তীব্র ব্যাকুলতা লয়ে দরশন মাগি
মর্ম্ম হ'তে উঠে তপ্ত শ্বাস ;
যদি তিলকের তরে এ জীবনে হায়
মনে করি আমি যে তোমার,
শত বাধা ঠেলি' প্রাণ তোমা পানে ধায়
সাথে লয়ে বেদনার ভার ;
যদি নিমেষের লাগি তেজি এ ধরণী
উর্দ্ধে উড়ে মোর প্রাণ-পাখী,
হেথাকার সুখ দুখ তুচ্ছ করি গণি'
চাতকের তৃষা লয়ে ডাকি ;

যদি সাগরের সম অশান্ত উচ্ছ্বাসে
উর্ম্মিপরে উর্ম্মিতুলি' লুটি,
এ আঁধার সুনিভৃত হৃদয় আকাশে
চরণ জড়ায়ে ধরি দুটী ;
যদি মৈনাকের মত মৌন হয়ে আমি
চেয়ে থাকি তব মুখ পানে,
অপলক দুনয়ন পিয়ে দিবাযামী
মুখসুধা ডুবে রূপ ধ্যানে ;
যদি এ মন্দির দ্বার একবার খুলে
মোহের স্বপন কভু টুটে,
গোপন বাসর গেহে ফুলহার তলে
ও মূরতি উঠে সেথা ফুটে ;
সফল হইবে তবে সাধনা আমার
মিছা নাহি হবে দীপ জ্বালা,
দেবতামন্দিরে যদি মম দীপিকার
ক্ষীণালোকে গাথা যায় মালা।
মাটীর দেউটী মোর সোনা হয়ে যাবে
জ্বালি নিত্য দেবসেবা লাগি,
আলোকিত পুণ্যপীঠ প্রেমের প্রভাবে
তারি রেণু কণাটুকু মাগি'।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

মৃত্যুর পথে ও তোমার পথে।

প্রায় মানুষের মনে আপনা হইতে যাহা উঠে তাহা তোমার পথে লইয়া যায় না, লইয়া যায় মৃত্যুর পথে। যতক্ষণ না মনের এই স্বাভাবিক গতি রোধ করিতে অভ্যাস করিবে—যতক্ষণ না ইহাকে মৃত্যুর পথ বলিয়া বুঝিবে ততক্ষণ তুমি মানুষ হইবেনা। সাধারণ মানুষের মনের স্বাভাবিক গতি ফিরাইবার

প্রয়াসই সংযম অভ্যাসের প্রয়াস। স্বভাববাদীরা চারু বাক্য বলিয়া, মুখরোচক কথা কহিয়া সহজেই সাধারণ নরনারীকে বশ করিতে পারে—চার্ব্বাক হইয়া লোককে মৃত্যুর পথ দেখাইয়া দিতে পারে, অথচ মৃত্যু কবলিত নরনারী মনে ভাবে আমাদের ভ্রান্তি ত হয় নাই, এই ত ঠিক পথ।

শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই এই উপদেশ পাওয়া যায়। স্বভাবের পথই ভগবানের পথে যাইবার প্রবল প্রতিবন্ধক।

শ্রুতি বলেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ—
স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
দাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্॥ কঠ বল্লী ।২।১।

স্বয়ম্ভুঃ পরমেশ্বরঃ খানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়ানি পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চতি গচ্ছতি ইতি বহির্ম্মুখানি ব্যতৃণৎ হিংসিতবান্ হননং কৃতবান্। তস্মাৎ পরাঙ্ প্রত্যগ্‌রূপান্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ পশ্যতি উপলভতে, অন্তরাত্মন্ অন্তরাত্মানং ন পশ্যতি। কশ্চিৎ ধীরঃ ধীমান্ বিবেকী অমৃতত্বম্ অমৃতধর্ম্মত্বম্ ইচ্ছন্ আবৃত্ত চক্ষুঃ ব্যাবৃত্তংচক্ষুঃ শ্রোত্রাদিকম্ ইন্দ্রিয় জাতম্ অশেষ বিষয়াৎ যস্য সঃ প্রত্যগাত্মানম্ অন্তরাত্মানম্ ঐক্ষৎ।

'পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়া হিংসা করিয়াছেন সেই হেতু জীব বাহ্য বিষয়কে দেখে অন্তরাত্মাকে দেখেনা। কোন ধীর ব্যক্তি অমর হইবার ইচ্ছায় ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যবিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিই হইতেছে বাহিরের রূপ রসাদি ভোগ করিতে ছুটা। বাহিরের কোন কিছু ভাল লাগিলে মানুষ বলে আমিত আর ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনি নাই—আপনা হইতে কর্ণে আসিল—ভাল লাগিল ইহাত স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বটে কিন্তু ইহা মৃত্যুর পথ—শ্রুতি এই কথা বলিতেছেন। স্বাভাবিক হইলেই যে প্রশ্রয় দিতে হইবে ইহাত শ্রুতি বলেন না—শ্রুতি বলিতেছেন ইহা মৃত্যুর পথ—অমরত্বের পথে যাইতে হইলে ইন্দ্রিয় রোধ অভ্যাস কর।

স্মৃতিও এই কথাই বলিতেছেন। গীতা ২য় অধ্যায়ে ৬২ হইতে ৬৩ শ্লোকে বলিতেছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

মনের সংযম অভ্যাস না করিলে যে মৃত্যুপথে ছুটিতে হয় তাহাই দেখাইয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন—বিষয়-ধ্যানে রত পুরুষের বিষয় সমূহে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে সেই বিষয় ভোগের লালসা প্রশ্রয় পায়; কামনা বা লালসা প্রতিহত হইলে আইসে ক্রোধ। ক্রোধ হইতে মোহ হয় অর্থাৎ কি সৎ কি অসৎ এই বিবেকের নাশ হয়; মোহ আসিলেই শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ জনিত স্মৃতির বিনাশ হয়। শাস্ত্র, গুরু ও ভগবানের স্মরণ ভুল হইলে বুদ্ধি নষ্ট হয়, বুদ্ধি নষ্ট হইলেই পুরুষের মৃত্যু হয়।

শ্রুতি যেমন মৃত্যুর পথ দেখাইয়া অমর হইবার পথ দেখাইয়াছেন স্মৃতি তাহারই অনুসরণ করিয়া অমর হইবার জন্য ৬।২৪ শ্লোক হইতে বলিতেছেন—

সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

সঙ্কল্প জাত কামনা সমূহকে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিয়া বিষয়-দোষদর্শী মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে চারিদিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার মনকে বিচলিত করিলেও মনকে ভগবানে ধরিয়া রাখিয়া শান্ত করিবে। ধারণা বশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে নিশ্চল ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক ক্রম অনুসারে উপরত হইবে এবং আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করিবেনা। তবেই হইল মনকে বাহিরে ছুটিতে না দিয়া যে সাধক ইহাকে শ্রীভগবানে ডুবাইতে পারেন তিনিই অমর হইয়া যান। সংসারের কোন দুঃখ আর তাহাকে ব্যথিত করিতে পারেনা। সেইজন্য ভগবান্ ৯।৩৩ শ্লোকে বলিতেছেন "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" তুমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছ। কেন আসিয়াছ? এই মর্ত্ত্যালোক অনিত্য ও সুখলেশ শূন্য। এই লোক পাইয়া আমার ভজনা কর। তজ্জন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর, মনকে অন্তর্মুখী করিয়া শ্রীভগবানে ডুবাইতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর। কর্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা, সেবাদ্বারা, ভাবনাদ্বারা আমাকেই

লইয়া থাক আমার মত আমাকে লইয়া অমর হইয়া থাকিবে; চিরদিন থাকিবে—মহাপ্রলয়েও তোমার কোন ব্যথা হইবে না—তুমি নির্ভয়ে অনন্ত অনন্ত কাল আনন্দে ডুবিয়া থাকিয়া আমার মত পৃথিবীর দুঃখ ভার দূর করিতে পারিবে।

বল দেখি স্বভাববাদীর ব্যভিচার করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যু মুখে পড়িয়া অশেষ যাতনা পাইতে চাও, না শ্রীভগবানের উপদেশ মত কার্য্য করিয়া নিত্যসুখে থাকিয়া মৃত্যু জয় করিতে চাও? সর্ব্বশাস্ত্র এই নিত্যসুখে থাকার পথই দেখাইতেছেন। ইহাই সংযম পথ। যদি আত্ম-কল্যাণ চাও তবে ব্যভিচার ছাড়, অসংযম ছাড়, সদাচার কর, সাত্বিক আহার কর, ভগবানের আজ্ঞাপালন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ লইয়া থাক—এই ভাবে চলিলে ক্রমে ভগবানের পথে উঠিতে পারিবে।

———

একটি বালিকার চিঠি ও রাম নাম।

মান্যবরেষু — মাধিপুরা

মহাশয়? — ১১ই শ্রাবণ।

আমি রাম নাম বলে একটি ভজন লিখিলাম। সেটি অনুগ্রহ করে উৎসরে ছাপিবেন। (ছাপেন তবে সুখী হই)। আমি আর কখনো লিখি নাই। আমার বাবা উৎসব গ্রাহক। আদ পাতা (আধ পাতা) ছাপতে আপনাদে(র) বই বোধ হয় খারাপ হবে না। আর চিঠির জবাব দেবার দরকার নেই। অনুগ্রহ করে ছাপবেন—ছেলে মানুষের লেখা বলে ফেলে দেবেন না। ইতি।—

রাম নাম।

জপত রাম — ভজত রাম

সব রাম রাম দেখি।

প্রাণ রাম — মন রাম

জগত ময় রাম লিখি॥

রাম বুল রাম ধূলি
সব রাম রাম কহাবে।
রামকে বিনয় যো না জানে
ওভি আনন্দ পাবে॥
জগৎ ঢোঁড়ে রাম না দেখে
সব রাম বিনু বৈ
স্থল রাম জল রাম
সব রাম ময় হে॥
রামই গঙ্গা রাম যমুনা
রাম স্বপন দেখি।
রাম আকাশ রাম প্রকাশ
কৈসে রাম উপেখি॥
পতিত পাবন রাম নাম
নামে নামী ঢোঁড়ী
রাম জগৎ রাম বিধাতা
রাম নাম না কভি ছোড়ি॥

শ্রীমতী করুণাময়ী দেবী।

কিছু একটু বিশেষত্ব থাকায় প্রকাশিত হইল। উ, স।

আনন্দের সংবাদ।

(১)

নিজ শক্তি উমাকে দেখিয়া মহেশের নৃত্যের মত তোমার শক্তি তুমি দেখ। দেখ দেখি আনন্দে তোমার সমস্তই নৃত্য করিতে থাকে কিনা? এই যে শিব-দুর্গা শিবদুর্গা জপ কর বা সীতারাম সীতারাম কর বা রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ জপ কর, তোমার জপের পশ্চাতে কে আসিয়া দাঁড়ায়? এই কথাই বলিতে যাইতেছি।

তরঙ্গ মাখিয়াই সাগর নৃত্য করে, তরঙ্গ তুমি সাগর সে। বিদ্যুৎ ধরিয়াই কাল মেঘের প্রকাশ, বিদ্যুল্লতা তুমি মেঘমালা সে। সন্ধ্যাপূজায় মন্ত্র, মন্ত্রোচ্চারণ তুমি, দ্রষ্টা সে। বিচিত্র সৃষ্টির বিচিত্র নাম রূপ তুমি, সৃষ্টি তরঙ্গ গায়ে মাখিয়া সে। দৃশ্য দর্শন তুমি, দ্রষ্টা সে। শ্বাস প্রশ্বাস তুমি, শ্বাস প্রশ্বাস ধরিয়া আছে সে। কোন কিছুই, সে ও তুমি ছাড়া নহে। পুং যাহা কিছু সব সে, স্ত্রী যাহা কিছু সব তুমি—শক্তি যাহা কিছু সব তুমি, শক্তিমান্ কেবল সেই। এই ত্রৈলোক্য বৃক্ষের শাখা পল্লব ফল ফুল সব তুমি কিন্তু অগ্র মধ্য মূল সেই। বেদ সে শাস্ত্র তুমি, বৃক্ষ সে বল্লী তুমি, পুষ্প তুমি গন্ধ সে, তুমি পীঠ লিঙ্গ সে, তুমি বেদি যজ্ঞ সে—কোথায় তোমরা নাই? দুর্গা তুমি শিব সে, রাধা তুমি কৃষ্ণ সে, সীতা তুমি রাম সে। অথচ তোমরা চন্দ্র চন্দ্রিকার মত, সূর্য্য দীধিতির মত অভিন্ন।

যাঁহারা এই তত্ত্ব পাইয়াছেন তাঁহারাই বলেন—

"সীয়া রামময় সব জগ জানি করৌ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি"। জগতে জড় চেতন যাহা কিছু আছে তাহাই সীতারাম মিলিত। তুমি যাহা দেখ, যাহা শুন, যাহা স্মরণ কর সর্ব্বত্র সকলকে শক্তি মাখা চৈতন্য ভাবিয়া দুই হাত যুড়িয়া শুধু প্রণাম অভ্যাস কর। পারিবে ইহা করিতে? এই কথা শুনিয়াছ ত অনেক বার—অভ্যাসও ত কিছু কিছু করিলে। থাকেনা কেন? বাহিরের জড় চেতন দেখিয়া দেখিয়া উহা মনে রাখা যায় না। ইঁহাদিগকে ভিতরে দেখিতে অভ্যাস করিতে হয়। যাঁহারা ভাগ্যবান্ তাঁহারা ভিতরে মূর্ত্তি দেখেন—আত্মারই মূর্ত্তি ইহা। মহিমা মণ্ডিত চৈতন্যই ইঁহারা। আপন প্রভাবে মায়া-নিরস্ত-কুহক ইনিই সেই পরম সত্য। এই তোমার উপাস্য—এই মূর্ত্তি ধরিয়া তোমার শিবদুর্গা সীতারাম রাধাকৃষ্ণ। আত্ম চৈতন্যকে মূর্ত্তি অবলম্বনে বা মন্ত্রমূর্ত্তি অবলম্বনে তুমি ডাক।

বলিতেছিলাম শক্তি দেখিলেই আনন্দ। শক্তি ও সে এক হইয়া ছিল। কিন্তু "স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে—স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ" তাই এই বিচিত্র ভাবে আত্ম প্রকাশ। আহা! পুরুষের আদরে প্রকৃতির প্রকাশ, আবার প্রকৃতির আদরে পুরুষের মনোভিরাম রামরূপ ধারণ। স্থির শান্ত চলন রহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যিনি তাঁর বক্ষে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠার মত স্পন্দন ভাসে। অনন্ত দিক, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া এক বিশাল স্পন্দন—ভাবী সৃষ্ট বস্তু এই স্পন্দন-সমুদ্রের গর্ভে। যেখানে স্পন্দন সেখানে শব্দ। আদি স্পন্দন হইতে আদি শব্দ। ইহাই প্রণব ইহাই ওঁকার। শব্দ তুমি, স্পন্দন তুমি, ওঁকার

তুমি আর যাঁহার উপরে এই স্পন্দন, এই শব্দ এই ওঁকার তাই তিনি। পরাবস্থায় তিনি ও তুমি এক সঙ্গে। ক্রমে স্পন্দনের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। নিশ্চল পরাবস্থা হইতে শব্দ পশ্যন্তিতে ফুটিল। পশ্যন্তি যোগিগণের ধ্যানগম্য। অতি সূক্ষ্ম এই পশ্যন্তি শব্দ, মানুষের মনের অগোচর। পশ্যন্তি আরও স্থূল হইয়া মধ্যমায় আসিল। এখানে শব্দ, শব্দ ও অর্থ রূপে চণকবৎ জড়িত। এই খান হইতেই গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাব। বস্তু পরিজ্ঞান ব্যাপারে এক মনই গ্রাহক ভাবে শব্দাকার এবং গ্রাহ্য ভাবে অর্থাকার। ক্রমে আরও স্থূল হইয়া শব্দ বৈখরীতে আসিল। এখানে শব্দের রূপ হইল। ইহাই বর্ণ। ইহার সহিত মিলিত হইল ধ্বনি বা বাক্। শ্রুতি মনকে বলিতেছেন পতি ও বাক্‌কে বলিতেছেন স্ত্রী। তুমি বাক্ এবং মনই তিনি।

(২)

যদি কেহ মনে করেন জগতের সকল নর নারীর সর্ব্ব প্রকার দুঃখ শান্ত করিয়া তবে আমি আত্মজ্ঞানে বিশ্রাম লাভ করিব, একটি দুঃখী জীব থাকিতে, আমি ভগবান্ চাইনা—যদি কেহ এইরূপ মনে করেন বা এইরূপ বলেন তবে তিনি তাঁহার হৃদয় যে অতি বিশাল তাই সকলকে জানাইয়া দেন ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাঁহার এই বিশাল হৃদয়ও নিতান্ত অন্ধ,—নিতান্ত মূঢ়। এইরূপ মনে করা শুধু মনে করাই মাত্র, এইরূপ বলা শুধু বচনই মাত্র, কাজে কখন ইহা হয় না, হইতেও পারে না। শ্রুতি বলেন "যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। হে সৌম্য! একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড--মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অর্থাৎ জানা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার বা কার্য্য পদার্থ কেবল শব্দাত্মক নাম মাত্র—সেইরূপ ঐ বিশাল অন্ধ হৃদয়ের উচ্ছাস "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"—তাঁহাদের অন্ধ হৃদয়ের উচ্ছাস কেবল শব্দেই থাকে, কার্য্যে হয় না। জগৎ কখন শোকশূন্য হইতে পারেনা, কখন হয়ও নাই। রজস্তমই শোক দুঃখের মূল। রজস্তম নাই জগৎ আছে ইহা হইতেই পারেনা। গুণবৈষম্য না থাকিলে সৃষ্টিই থাকে না।

তবে সিদ্ধান্ত কি হইল? হইল এই যে দেহের কোলাহল, সংসারের কোলাহল, জগতের কোলাহল—ইহা যাহা করিতেছে করুক, তোমার যদি প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে তুমি কোলাহল হইতে বাহির হইয়া যাও। সংসারের

বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানের কাছে যাইবে যদি মনে করিয়া থাক তবে তুমি বড় ভুল করিয়াছ—এ বন্দোবস্ত কখনও হইবেনা—তোমার যাওয়া হইবে না। সংসারের উপদ্রব শান্ত করি, দেহের উপদ্রব শান্ত করি, তবে ভগবান লইয়া থাকিব—এটা মস্ত মূঢ়তা। যে যাহা উপদ্রব করে করুক সব গোলমাল থাক্—তুমি বাহিরে যাও। এ শক্তি তোমার আছে ; সকলেরই আছে—কারণ তুমি স্বরূপে সর্ব্ব উপদ্রব শূন্য—সব গোলমাল শূন্য। তুমি আত্মা—পরিবার নও, সমাজ ও জগত নও। তুমি দেহও নও, বুঝিবে এই কথা ? করিবে উপদ্রব রহিতের কার্য্য ? যাহারা এইরূপ শান্ত হইতে চায়, দেখাইবে তাহাদিগকে এই পথ ? শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এই পথই দেখাইতেছেন। তুমি ভাবিতেছ, জগৎটা হাহাকার করিতেছে, মানুষ দুঃখে মরিতেছে আর আমি মুক্ত হইয়া আনন্দ করিব—কি স্বার্থপরতা ! এই পথে তুমি যখন চলিবে আর অন্যকে চলিতে বলিবে, তুমি আপনি আচরণ করিয়া এই পথ লোককে দেখাইবে তখনই হইবে যথার্থ প্রচার। তরঙ্গ মাখিয়াই সাগর নৃত্য করিতেছে—যতদিন সাগর আছে ততদিন তরঙ্গ থাকিবেই। উপরে তরঙ্গ মাখা সাগর কিন্তু ভিতরে "অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গম্"—ভিতরে নিস্তরঙ্গ জলরাশি। বাহিরে সদা চঞ্চল সৃষ্টি প্রবাহ কিন্তু ভিতরে স্থির শান্ত একেবারে চলন রহিত সচ্চিদানন্দময় নিগুর্ণ ব্রহ্ম। তরঙ্গ থামাইতে যাওয়া মূঢ়তা মাত্র। যদি প্রয়োজন বোধ হইয়া থাকে তবে তুমি ডুব দাও—দিয়া স্থির সমুদ্রে যাও।

বৈদিক আর্য্যের সাধনা ত ইহারই জন্য।

প্রথমেই পরমাত্মাকে, পুরুষোত্তমকে নমস্কার কর, করিয়া তাঁহার প্রিয় নামটি গ্রহণ কর। শান্ত ভাবটিই পরমাত্মা, স্পন্দন মাখা শান্ত ভাবটিই শক্তিমাখা শক্তিমান্। যেখানে স্পন্দন সেইখানে শব্দ—আদি স্পন্দনে—আদি প্রাণ স্পন্দনে আদি শব্দ ওঁকার। স্পন্দনের ভিতরে ভাবী নাম রূপ লইয়া এই বিচিত্র জগৎ স্পন্দনই জগৎরূপে প্রকাশ পায়। কাজেই ওঁকারই—এই মহাশব্দই তিন লোক পরিব্যাপ্ত। এই ওঁকারই অর্দ্ধনারীশ্বর—আধা রাধা আধা কৃষ্ণ, আধা সীতা আধা রাম। কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধা মূর্ত্তি—ওঁকারই ধারণ করেন। এই যে শক্তি ইনিই সেই দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল জগৎ প্রসবিতার বরণীয় ভর্গ। জগৎ প্রকাশক সবিতৃদেবের—সূর্য্য দেবতার উৰ্দ্ধরশ্মি যেমন সবিতার বরণীয় ভর্গ—সেই রূপ নিগুর্ণ সগুণ ব্রহ্মের বরণীয় ভর্গ হইতেছেন

মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই তাঁহার মহিমা—তাঁহার গৌরব। পরম সত্য যিনি তিনি আপন মহিমায় আপন গৌরবে আপন বরণীয় ভর্গ দ্বারা মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া বিরাজমান। ইঁহারই স্বেচ্ছাধৃত মূর্ত্তিই ধ্যানের বস্তু। এস আমরা এই মহাশক্তির ধ্যান করি—চিন্তা করি। কিরূপে আমি ধ্যান করিব? পরম শান্ত স্থির সমুদ্রই আমার স্বরূপ। আমি আমার শান্ত স্বরূপ ভাবনা করিয়াই—আমিই ঐ পরমপদ ভাবিয়া আমারই শক্তিকে উপাসনা করি—সেই জন্যই বলা হয়, শিবোভূত্বা শিবাং যজেৎ—বলা হয় ব্রহ্ম হইয়া বরণীয় ভর্গের উপাসনা কর—সীতা হইয়া রাম ভজনা কর ইহাই মুখ্য ধ্যান ও উপাসনা। যদি ইহা না পার তবে "আমিই সেই" জানিয়াও সেই হইতে পারনা বলিয়া "তোমার আমি" হইয়া সমস্ত অহং ছাড়িয়া উপাসনা কর এবং তাঁহার সন্তোষের জন্য কর্ম্ম কর, জীবনটাকে তাঁহার তৃপ্তির জন্যই রাখ—সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবনা তাঁহাকে জানাইয়া জানাইয়া, তাঁহার সঙ্গে নেত্রান্ত সংজ্ঞা করিয়া করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর—করিয়া জীবন সার্থক কর। ইতি

গোঁসাইয়ের কড়চা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ কড়চা।

লোক ব্যবহারেও কৌশল করিয়া কার্য্য করা চাই। লাঠীও না ভাঙ্গে অথচ সাপও মরে এই ভাবে কার্য্য করিলে তবে কার্য্য উদ্ধার হয় নতুবা বহু শক্র তোমার হইয়া যায়। দুর্ব্বল শক্রও যদি বহু বাড়িয়া যায় তাহাতে তোমার অনিষ্ট হইবেই। কেমন করিয়া কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করিতে হয় তাহারই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ডেপুটি বাবু বড় ধার্ম্মিক। তিনি আচার মানিতেন, সদাহার করিতেন, নিত্য সন্ধ্যাদি কার্য্য, নিত্য পূজা, নিত্য স্বাধ্যায় যথা সময়ে শাস্ত্রবিধি মত করিতেন ব্যবহারিক কার্য্য তাঁহার ডেপুটি গিরিও করিতে হইত। প্রতিগ্রহ তিনি আদৌ করিতেন না। ফল মূলাদিও তিনি কাহারও নিকট গ্রহণ করিতেন না।

ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিয়া তিনি ন্যায়ত বিচার করিতেন। দোষী ব্যক্তি দণ্ড পাইত, নির্দ্দোষ যিনি তিনি খালাস পাইতেন। কাজেই বহু ধনবান তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল।

তাঁহার বিদায়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার বিদায় কালে অভিনন্দন সভা গঠিত হইল। তাঁহার পক্ষে যাঁহারা তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষই বেশী। শত্রুগণ সভা আহ্বানে বাধা দিলেন না। কিন্তু তাঁহারা পরামর্শ করিলেন সভাতে ডেপুটিকে অপমান করিবেন।

ডেপুটি বাবুর পক্ষে এক ধার্ম্মিক দারোগা ছিলেন। তিনি শত্রুপক্ষের অসদভিপ্রায় জানিলেন, ডেপুটিবাবুকে পূর্ব্বেই সমস্ত সংবাদ দিলেন। ডেপুটি-বাবু সভাতে যাইতে অস্বীকার করিলেন। দারোগাবাবু বিশেষ অনুরোধ করিলেন—সভাতে যাইতেই হইবে। অন্য সকল বিষয়ের ভার তাঁহার উপর। ডেপুটিবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া যেন আমার উপর নির্ভর করেন দারোগা মহাশয় এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সভা আহূত হইল। স্বপক্ষ পরপক্ষ উদাসীন পক্ষ সকল লোকই আসিল। ডেপুটীবাবু ও দারোগাবাবু ও যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তিনি গান গাহিবেন ইহা সকলকে জানাইলেন। পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত সরঞ্জাম ঠিক ছিল। দারোগাবাবু গান ধরিলেন—"নষ্ট হয় কি তাতে"। সুন্দর গলাতে, নানাপ্রকার ছাঁদে তিনি এক কলির এই অতি অল্প অংশেই সভাস্থ সকলকে মোহিত করিলেন। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন—পরের অংশে কি বলা হইবে। বহুক্ষণের পরে আর একটি কথা দারোগাবাবু তাহাতে যোগ দিলেন। গাহিতে লাগিলেন "মান নষ্ট হয় কি তাতে"। সকলে বড়ই আগ্রহ করিয়া সমস্ত গানটি শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। দারোগাবাবু পুনঃ পুনঃ তান লয় মান সহ গাহিতেছেন "মান নষ্ট হয় কি তাতে"। সকলে বড় ব্যস্ত হইয়া ভাবিতেছেন পরে কি বলা হইবে। দারোগাবাবু যখন দেখিলেন সকলের মন মোহিত হইয়াছে তখন গান ধরিলেন—

"কুকুরে যে হঠ্যাং তুলে তুলসী গাছে মোতে।
তার মান নষ্ট হয় কি তাতে।"

বড়ই অদ্ভুত হইল। কোন পক্ষই আর বাধা দিতে পারিল না। নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য হইয়া গেল। ডেপুটিবাবু বিস্মিত হইলেন। সকলে দারোগাবাবুর জয় জয়কার করিল।

পঞ্চম কড়চা।

সভা বিক্ষুব্ধ। পূর্ব্বে যাহা কেহ কখন দেখে নাই আজ সকলে তাহাই দেখিতেছে। রাজা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। সভা সমক্ষে রাজা বলিলেন আমার সভা পণ্ডিতগণ এক ঘণ্টা সময় লইয়াছেন আপনারা অনুমতি করুন আমি অর্দ্ধ ঘটিকার জন্য সভা ছাড়িতেছি। এই সময়ের মধ্যে আমার একটু অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম সারিয়াই আমি আসিতেছি।

রাজা সভা ত্যাগ করিলেন। পণ্ডিতেরা অত্যন্ত বিমর্ষ সকলেই গভীর চিন্তায় মগ্ন, এক বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া সভাস্থ সকলের নিকট এক সমস্যা তুলিয়াছেন। যেখানে পূর্ব্বে শত শত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমস্যা তুলিবামাত্র তদ্দণ্ডেই সমস্যার পূরণ হইয়াছে সেখানে পণ্ডিতেরা এক ঘণ্টা সময় লইয়াছেন। রাজা বিপদ দেখিয়া সভা ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রধান সভা-পণ্ডিত মুমূর্ষু। রাজা কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়াছেন। পণ্ডিতের তখনও কথা কহিবার অল্প শক্তি আছে। মুমূর্ষু রাজাকে দেখিয়া চিনিয়াছেন--রাজাকে বিচলিত দেখিয়া নিজের যাতনা ক্ষণকালের জন্য যেন ভুলিতেছেন। অতি কষ্টে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন মহারাজ বড়ই যাতনা। কিন্তু আপনাকে বিচলিত দেখিয়া আরও অস্থির হইতেছি। বলুন কি হইয়াছে।

রাজা কাতর হইয়া বলিলেন—এক বিদেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া সমস্যা দিয়াছেন—কেহই তাহা পূরণ করিতে পারিতেছেন না।

বলুন মহারাজ শীঘ্র বলুন। আমার প্রাণ শীঘ্রই এই দেহ ছাড়িয়া যাইবে।

রাজা বলিলেন "কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ং" কেহই ইহার পূরণ করিতে পারিতেছেন না।

পণ্ডিত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন- পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—হইয়াছে--সমস্যা পূরিতা ব্যোম—

কেশস্যার্দ্ধং বধূময়ম্॥

ইহা বলিয়াই পণ্ডিতের প্রাণ বাহির হইল। পণ্ডিতের সদ্গতি হইল, ব্যোমকেশের সঙ্গে "বামাঙ্গে দধতং"কে স্মরণ করিতে করিতে দেহ যদি ছাড়ে— অর্দ্ধনারীশ্বর স্মরণে প্রাণ গেলে অগতি ত হয় না।

রাজা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। হর্ষে বিষাদে রাজার বিচিত্র অবস্থা। পণ্ডিতেরা তখনও নির্ব্বাক। রাজা বলিলেন—আচ্ছা সমস্যার উত্তর আমিই দিতেছি।

সমস্যা পূরিতা ব্যোমকেশস্যার্দ্ধং বধূময়ং।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া রাজার সভাসদ হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ কড়চা।

বড় লোক। বহুলোক আসিতেছে আর প্রণাম করিতেছে। জমীদার মহাশয় কাহাকেও প্রতি নমস্কার করিতেছেন না। যে আসিয়া নমস্কার করে তাহাকেই বলেন "বলব এখন"।

এক বাবু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিলেন। সকলে চলিয়া গেলে বলিলেন—ওহে তোমার এটা কি ব্যবহার?

কেন—কি অন্যায় করিলাম বল?

কিছুই ত বুঝিলাম না।

ওহে ভায়া ওরা কি আমাকে নমস্কার করিতেছে ওরা নমস্কার করিতেছে ধনকে। ধনত লক্ষীর। আমার বাড়ীতে লক্ষী দেবী আছেন। তাই আমি সকলকে বলিতেছিলাম "বলব এখন"। অর্থাৎ ইহাদিগকে বলিতেছিলাম তোমরা যাকে প্রণাম করিতেছ তাঁকে "বলব এখন"।

মানুষ এই ভাবে অভিমানে কত বড় হইয়া থাকে সকল সৌন্দর্য্যের আধার সকল শক্তির আধার যিনি তাঁরই একটু পাইয়া আত্মহারা হওয়া কি বিপদ। যাঁর ধন তাঁকে দাও দিয়া তাঁর দাস হইয়া থাক বা দাসী হইয়া থাক।

বাল্মীকি।

চিত্রকূটে অপেক্ষা।

অপেক্ষা সকলকেই সুন্দর করে। অপেক্ষায় চিত্রকূটে মুনি বাল্মীকির আজ ২৭ বৎসর কাটিল। আপনার হৃদয় তন্ত্রীতে যখন যে আঘাত হয়, প্রকৃতিও

যেন সেই সুরে বাজিয়া উঠে। স্বভাব সুন্দর চিত্রকূট বাল্মীকির নয়নে আজ আরও রমণীয় বোধ হইতেছে, চিত্রকূট যেন কাহার সোহাগে গদ্গদ হইয়া ধ্যান স্তিমিত লোচনে যেন তার ইপ্সিততমের আগমন অপেক্ষায় উর্দ্ধদেশে চাহিয়া আছে, সেই নিখিলশরণ রমা-লালিত চরণ চিহ্ন ধারণ করিবে বলিয়া পর্ব্বত যেন আজ প্রমুদিত হইয়া উঠিয়াছে। কি জানি কাহার অনুরাগ অঙ্গে মাখিয়া কাহার অপেক্ষায় সুসজ্জিত হইয়া প্রকৃতি আজ শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে? নিবিড় অরণ্যানী, তরুলতা গুল্ম বিতানে বিবিধ শ্বাপদ বিহঙ্গম প্রভৃতি প্রাণীর আশ্রয় স্বরূপ হইয়া পুণ্য তপোবনের আকার ধারণ করিয়াছে।

সুন্দর পর্ব্বতে সুন্দর মেঘমালা। মেঘের কোলে বিজলির খেলা কতই সুন্দর। এই কালাম্ভোধর কান্তির কোলে যখন বিদ্যুন্মালা নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া গিয়া মিশ্রিত হয়, তখন এই অভিনব বিদ্যুন্মূর্ত্তির খেলা দেখিতে দেখিতে তাঁরে হৃদয়ে ধরা কতই সুন্দর। মহান্ কিছু দেখিলেই হৃদয়কে স্পর্শ করে, হৃদয় অনন্তের ভাবে ভাবিত হয়। একদিকে নীল নিবিড় জলদ সদৃশ শৈলরাজি, আর অন্য পার্শ্বে ঘন কজ্জল মেঘমালা, তার মধ্যে চকিত তড়িতের ছুটা ছুটিতে প্রকৃতির সোণার পাড় যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, না জানি তখন কতই সুন্দর হয়? রম্য চিত্রকূট গিরি আপন বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া আপন আবাস স্থানে মিশিবার জন্য বসুধাতল ভেদ করতঃ সুসজ্জিত শৃঙ্গ বাহু সকল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নীল আকাশ বক্ষে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অস্ফুট ভাষায় কি যেন কি নিবেদন করিতেছে।

কে বলে প্রকৃতি জড়? প্রকৃতির নির্জ্জন খেলাঘরে একবার আড়ি পাতিয়া দেখিলে এ ভ্রম ঘুচিয়া যায়। নিভৃত বিজনে প্রকৃতি সঙ্গ বড় উপকার করে। চিত্ত পিশাচ মুহূর্ত্তের জন্য বিষয় সঙ্গ পরিহার করিয়া আপন উৎপত্তি স্থান স্পর্শ করিতে ছুটিয়া আসে।

পর্ব্বতপার্শ্বে মন্দাকিনী পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কৌতুকময়ী। পুষ্পিতদ্রুমতটা ফুল্ল উৎপল কুমুদ দামে সুসজ্জিতা ও শৈল ক্রোড় হইতে লুণ্ঠিতা হইয়া 'মন্দা' উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত 'মন্দা' শৈল দেহে স্থান পাইয়া বাল্য চপলতা তাহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াই তুলিয়াছে, প্রকৃতির নির্জন খেলা ঘরে খল খল হাস্যে চারিদিক প্রমোদিত করিয়া 'মন্দা' বিপুল আনন্দে ক্ষুদ্রা বালিকার ন্যায় করতালি দিতে দিতে ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। 'মন্দার' মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল বারিতে শম দম সমন্বিত কত কত পুণ্যাত্মা মহাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য স্নান সন্ধ্যা করিয়া থাকেন, বিচিত্র পুলিনশালিনী হংসসারসসেবিতা বায়ু ক্রৌঞ্চে নিনাদিতা এই

নদী শত শত মুনিগণে নিষেবিতা। মুনি বাল্মীকি ভাবিতেছেন— কি সুন্দর এই চিত্রকূট। ফলে ফুলে এই গিরি কাননের কতই সমৃদ্ধি। আমার প্রাণময় সেই চির সুন্দর সীতারামের উপযুক্ত বাসস্থান এই খানেই হইবে। আর পার্শ্বের পর্ব্বতে থাকিবেন শ্রীলক্ষ্মণ।

আহা! এই চিত্রকূটের আকাশ কত রমণীয়! আকাশ তাহার প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয় খানি জগতের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া যেন কোন দিব্য প্রেমের আকুল আহ্বানে আহ্বান করিতেছে। আকাশের মহা আনন্দের আলিঙ্গন সুন্দর হইতে সুন্দরতর মধুর হইতে মধুরতর। এই জ্যোৎস্নালিপ্তা শারদীয়া রজনীর বিমল চন্দ্র মণ্ডল আজ কতই সুন্দর দেখাইতেছে, শারদীয়া প্রকৃতির এই ভুবন ভুলানো ভাব ও মাধুর্য্য প্রাণে যেন এক নূতন ভাবের প্রেরণা দিতেছে।

"নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং
বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা
গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ।"

মেঘ নির্ম্মুক্ত আকাশ মণ্ডল দর্শনে ময়ূরগণ উৎসব বিহীন ও সৌন্দর্য্যরহিত হইয়া প্রিয়ার প্রতি অনাসক্তির জন্য আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান মগ্ন চিত্তে কানন মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

"রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিত সৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মিলিত চারুনেত্রা
জ্যোৎস্নাং শুক প্রবরণা বিভাতি
নারীব শুকাং শুক সংবৃতাঙ্গি।"

নিশাপতি রমণীয় মুখ স্বরূপ, নক্ষত্রগণ উন্মিলিত সুচারু নেত্র স্বরূপ এবং জ্যোৎস্না আবরণ বসন স্বরূপ হওয়ায়, নিশা যেন শুভ্র বসনে আবৃত কায়া নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

"নীলোৎপল দল শ্যামাঃ শ্যামী কৃত্বা দিশো দশা
বিমদাইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ।"

নীলোৎপল দলের ন্যায়, শ্যামবর্ণ গতি বিহীন মেঘসকল দশদিক শ্যামীকৃত করিয়া মদশূন্য মাতঙ্গগণের ন্যায় অবস্থিত হইয়াছে। শৈল নদী আকাশ দিক

সকলেই যেন কি এক আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। সমীরণ সুখস্পর্শ, এমন সৌরভ পরিপূরিত মন্দানিল এমন প্রাণোন্মাদকারী সুখের স্পর্শ বুঝি এই শৈলগাত্রে আর কখন অনুভূত হয় নাই, সমস্ত লতা পাতা পুষ্প পল্লব যেন কাহার অভ্যর্থনার জন্য নবীন শ্যাম শোভায় সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, এক অজানা সুখের মত্ততায় বিভোর হইয়া সকলের হৃদয়ে যেন এক সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। মুনি ভাবিতেছেন, এই শরৎকালের শারদশশী অতুলনীয়। প্রকৃতি নগ্ন হইয়া আজ আপন ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে, প্রকৃতির এত সৌন্দর্য্যতা ইহা কি আমার সীতারাম অপেক্ষা সুন্দর হইবে? না—তাহা হইতে পারে না—সেই তো ইহাকে রমণীয় করিয়াছে, প্রকৃতি যাঁহার অস্তিত্বে গরীয়সী যাঁহার মহিমায় মহিমান্বিতা যাঁহার অধিষ্ঠানে প্রকাশিতা, যে সুন্দরের সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাইয়া প্রকৃতি এত সুন্দরী এই প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিত্য আলিঙ্গিত সে সুন্দর না জানি আমার কতই সুন্দর! কিন্তু এ সুন্দরতা শুধু আজ বাহিরে হয় নাই, আমার অন্তরেও সৌন্দর্য্যের মধুময় ছন্দে সঙ্গীত সুধা বিকীরণ করিতেছে, রূপে রসে শব্দে স্পর্শে শ্রবণে মননে নিদিধ্যাসনে যেন কাহার অমৃত ভাণ্ডারের রস বিতরণ করিতেছে, রবিকিরণে রক্তিমাভা-মিশ্রিত ক্রমদল শোভিনী বনরাজির শোভা আজ অতি অপূর্ব্ব, মেঘযুক্ত শরতের বালার্ক আজি কি আনন্দে আত্মহারা হইয়া জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে। পার্ব্বতীয় তরুগণ সুমন্দ পবনে চালিত হইয়া নিয়ত পুষ্পবর্ষণ করতঃ যেন কাহার অপেক্ষায় সকল স্থানেই পুষ্পশয্যা বিছাইয়াছে, কুসুমপরাগ অন্বেষণ মুগ্ধ অলিবৃন্দ যেন কাহার আগমনোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ভজন ছলে স্তব মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। অনন্তের ভাবে ভরা হৃদয় মহামুনি, সমন্তাৎ প্রসারিত অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন, কি বায়ু কি আকাশ কি রূপ কি রস, সকলেই চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন কি আনন্দ সমাচার আজ ঘোষণা করিতেছে, কি ভাবে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আজ এত উৎফুল্ল? চিত্ত অত্যন্ত হর্ষ চঞ্চল? চির তৃষিত নয়ন আজ আকুল হইয়া যেন কাহার রূপ দেখিতে উন্মত্ত হইয়াছে? প্রতিক্ষণে যেন কাহার চরণের মধু মোহন নূপুরের মধুরগুঞ্জন ধ্বনি শ্রবণে পশিতেছে, আমার চিত্ত বলিতেছে, 'আজ সে আসিবে, শুধু চিত্ত কেন? সমস্ত প্রকৃতি উৎফুল্ল হইয়া তাহারই আগমন অপেক্ষা করিতেছে, সকলে জানাইতে চায় আজ সে আসিবে'। প্রতি মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ভক্ত আজ বড় ব্যাকুল। প্রাণের ঠাকুরকে প্রাণে দেখিয়া প্রাণে রাখিয়া ভক্ত আত্মারাম হইয়া আত্মানন্দে

মগ্ন থাকেন, প্রাণ পুষ্পাঞ্জলি বাঞ্ছিত চরণে অর্পণ করিয়া ভাবনাময় রাজ্যে ভক্ত ততই স্থির হইয়া যান, যে দেহেন্দ্রিয় আছে কি নাই অনেক সময় অনুভব থাকে না, কিন্তু আপন আত্মা প্রকটরূপে, যখন তার প্রাণের প্রাণময় দেবতা রমণীয় রূপে অবতীর্ণ হ'ন, অপেক্ষার সাধনায়, যখন তার আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া আশার নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হয়, তখন তো ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারে না, সে শুধু তার প্রাণারামের মধুর মূর্ত্তি দেখিবার জন্য।

রামানুগত প্রাণ ভরত একদিন বলিয়াছিলেন— রাম! তোমার আজ্ঞামত চতুর্দ্দশ বর্ষ তপস্বীর বেশে তোমার পাদুকার অধীনে থাকিয়া তোমার রাজ্য আমি রক্ষা করিব, কিন্তু ঠিক চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষে পঞ্চদশ বর্ষের প্রারম্ভে আশার নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে যদি তোমার দর্শন না পাই, তাহা হইলে আমি মহানলে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।

এ যে সাধনা অন্তে সাধের অপেক্ষা, এ অপেক্ষা ভক্তের বড়ই মধুর। হৃদয় গুহায় জ্যোতির অক্ষরে নামাঙ্কিত করিয়া সহস্র যুগ যে নাম জপিয়া জপিয়া দস্যু আজ ব্রহ্মর্ষি কতদিনের কত আকুল আশায় কত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় প্রাণের অব্যক্ত ভাবে যে ভাবময়ের আরাধনা করিতে শতধারে প্রেমাশ্রু বহিত, যে নাম রস আস্বাদন করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারা মুনির অঙ্গ বল্মীকের স্তূপে পরিণত হইয়াছিল, সে নামের নামীকে তিনি আজও দর্শন করেন নাই, কেবল ধ্যান দ্বারা অবগত হইয়াছেন তাঁহার রচিত রামায়ণ সত্য করিতে তপস্যার পূর্ণ সিদ্ধ ফল শ্রীহস্তে লইয়া ভক্তাধীন চিত্রকূটে আসিবেন, সহস্র যুগ যখন মুনি বাল্মীকি নামে সমাহিত-ছিলেন মুনি বাল্মীকির প্রাণে কোন স্পন্দনই ছিল না, কিন্তু এই ২৭ বৎসর চিত্রকূটে অপেক্ষার সাধনা সাধিতে ২৭ কল্প মনে হইয়াছে, আজ সেই আশার নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত, ভক্ত ব্যাকুল প্রাণে ইষ্ট চরণে প্রাণের করুণ নিবেদন করিতেছে—

ওগো অনন্ত করুণাধার! যদি আপনি আসিয়া অসীম কৃপাদানে এই অবিদ্যান্ধ সাধনহীন মহাপাপী লম্পটকে উদ্ধার না করিতে, যদি আপনার নাম আপনি শুনাইয়া নাম রসে না ডুবাইয়া দিতে, তবে কে জানিত তোমার নাম মহিমা? কে জানিত তুমি পাপী তাপী সকলের বন্ধু? কে জানিত তুমি একাধারে জীবের গতি ভর্ত্তা প্রভু সুহৃদ? মোহমদে মত্ত হইয়া প্রকৃতির তরঙ্গে নাচিতে ২ যখন পাপ পয়োধির অতল তলে নিমজ্জিত হইতেছিলাম, সেদিন সেই মহাপুরুষ রূপে আপনি আসিয়া যেমন আমার পাপের বোঝা নামাইয়া

চ'ক্ষের জল মুছাইয়া প্রাণের হাঁসি ফুটাইয়া নাম দিয়া রক্ষা করিয়াছিলে, আজ একবার তেমনি করিয়া এস। আমি যে পিপাসিত অন্তরে তৃষিত চাতকের মত তোমারই আশাপথ চাহিয়া আছি, এ দাসের অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে একবার দেখা দাও। আজ আমি শুভাশুভ সকল কর্ম্মফল তোমার চরণে অর্পণ করিয়া শুধু ওই মকরন্দ শীতল সুধাময় নামের অক্ষর দুটি লইয়া নামে স্থিতিলাভ করিব এই বাসনা।

লুকাচুরি খেলাই তার স্বভাব। আপন অঙ্গ জ্যোতিতে স্থাবর জঙ্গম তাবৎ বিশ্ব সকলকে প্রকাশ করিয়া তার জগৎ রূপ খেলাঘরে সে লুকিয়ে থাকতেই ভালবাসে, দেখা তারে সহজে যায় না, সে আপনি আসিয়া ধরা না দিলে তারে ধরা বড়ই দুঃসাধ্য। স্বাধীন পুরুষ সে, সে কাহারও অধীন নয়, কেবল মাত্র ভক্তের অধীন, ভক্ত ডাকিলে আর সে লুকাইয়া থাকিতে পারে না, ভক্তের মন মাধুর্য্যে গড়া মধুর রূপে তখন ভক্তকে দেখা দেন।

বিশ্বব্যাপী আবার অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম পরম পুরুষ যিনি, যোগী চিত্তগতি দিয়াও যাঁহাকে ধরিতে পারে না ভক্তের প্রেম ভক্তিতে তিনি আপনি আসিয়া ধরা দেন। ভক্তের কাতর প্রাণের আহ্বানে, অকম্পিত চৈতন্য সাগরেও স্পন্দন উঠিয়াছে পিতৃসত্য পালনার্থে ভগবান বনে আসিয়া গুহক মিলনের পর তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিয়াছেন, কিন্তু কাহাকে দেখিতে যেন ভগবান ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি একরাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া—

"প্রাতঃরুথায় যমুনামুত্তির্য্য মুনিদরিকৈঃ"

প্রাতঃকালে মুনি কুমার কৃত ভেলক যোগে যমুনা পার হইয়া, চিত্রকূটে বাল্মীকির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

(২)

ভক্তের মানস মন্দির

চিত্রকূটে গিরিসানুতলে মুনি বাল্মীকি ধ্যানে নিমগ্ন। প্রবল আসক্তির সহিত যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহার কাছে স্থূলে আসিবার পূর্ব্বেই সূক্ষ্মদেহে আগমন করে, ভাবনার চক্ষে সে তখন ঠিক প্রত্যক্ষ মতই দেখিতে পায়। মুনি বাল্মীকির দৃষ্টি এক অতি রমণীয় সীমাশূন্য বিন্দুমধ্যবর্ত্তী মণিণ্ডপমাঝে অপূর্ব্ব শোভা সম্পন্ন পরম পুরুষের শ্রীচরণে আবদ্ধ। ভক্ত আপন কূটস্থে চিত্রিত মানস মন্দিরে ডুবিয়া কি দেখিতেছেন?

এক অতি অপূর্ব্ব মানস সরোবরের মধ্যে সপ্তাবরণ শোভিত রত্নভূষিত মণিমাণিক্য বিজড়িত মানস মন্দির। মন্দিরের চারিটি দ্বার ইন্দ্রনীল মহীনীল, পদ্মরাগাদি নির্ম্মিত তোরণদ্বারে মুক্তাহার বিলম্বিত, বজ্রভিত্তি বিনির্ম্মিত মন্দির সহস্র স্ফটিক স্তম্ভ সংযুক্ত, ত্রৈলোক্যের সারভূত বস্তুদ্বারা এই রম্য মন্দির সুশোভিত, মন্দিরের শিখরদেশ মণিমাণিক্য শোভিত হেমকুম্ভযুক্ত মন্দিরের চারিধারে মন্দার পারিজাত কত সন্তান কত হরিচন্দন বৃক্ষ, রমণীয় বনভূমিতে কত হংস কোকিল ময়ুর সারিকা শুকবৃন্দ সর্ব্বদা আনন্দ ধ্বনি করিতেছে, মানস সরোবরটি মণিবদ্ধ সোপান যুক্ত উহার নির্ম্মল বারিতে শ্বেত নীল লোহিত কত বর্ণের প্রস্ফুটিত কমল শোভা পাইতেছে, মন্দির অভ্যন্তরে রম্য দিব্য রত্ন বিনির্ম্মিত বেদিকা, কল্প পাদপছায়ায় বিস্তৃত বেদিকার উপরে দিব্য রত্ন কাঞ্চন নির্ম্মিত ইন্দ্রনীলাদি নবরত্ন খচিত মনোহর সিংহাসন, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি ত্রিদশ সেব্যমান শ্রীভগবান সীতার সহিত সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট।

"অনুগ্রহাখ্য হৃৎস্থেন্দু সূচকস্মিত চন্দ্রিকঃ
করুণারস সম্পূর্ণো বিশালোৎপল লোচনঃ।"

ভক্তানুগ্রহ রূপ হৃদয়স্থ শশধরের শুভ চন্দ্রিকা সদৃশ, মধুর হাস্যে তাঁহার মধুরানন প্রস্ফুটিত। ইহার পরে আবরণ দেবতাগণ।

প্রথম আবরণে, রামপাদ প্রিয়া বিভূতিদা, ঋদ্ধিদা শ্যামা কান্তিমতী কান্তা বিমলাদি সখীবৃন্দ ইহারা—

"রামরম্যা রামরতা রামনাম পরায়ণা
জানকী লক্ষণভিজ্ঞা জানকী পাদ সেবিকা।"

কেহ বা বীণাবাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ বা গান করিতেছেন, কেহ বা—

শ্রীরাম চন্দ্রস্য মুখ পঙ্কজং তাম্বূলং চর্ব্বণং চক্রে"

দ্বিতীয়াবরণে, অনিমাদি বিভূতি সমূহ। তৃতীয় আবরণে, ধ্যান পরায়ণা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা বেদমাতা গায়ত্রী চারিবেদ অষ্টাদশ পুরাণ সংহিতা আগম, এই সমস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজমানা। চতুর্থাবরণে, ব্রহ্মাদি সত্তম শ্রীরাম চন্দ্রকে ধ্যান করিতেছেন, সেখানে ব্রহ্মা শম্ভু আদিত্যগণ বসুগণ সাধ্য মরুদ্গন সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণ—"ধ্যায়ন্তো শান্তং চতুর্থাবরণে স্থিতা" পঞ্চমাবরণে দিব্যদেহধারী দিব্যরূপধারিণা গঙ্গাদি নদী, সপ্তমাবরণে দিব্যদেহধারী মুনীশ্বরগণ, ষষ্ঠাবরণে

সুগ্রীব হনুমানাদি কপীশ্বরগণ, সকলেই রামানন্দে রসোৎসুক, সেখানে কত গৌরবর্ণ কর্ব্বুরবৃন্দ, সপ্তাবরণ মধ্যে—

"জানকি জানিঃ সখিভিঃ সহিতো হরি
সিংহাসনে রাজমানঃ সর্ব্বেষাং পুরতঃ স্থিতঃ।"

আহা! এইতো ভক্তের মানস মন্দির? এই কুটস্থ বিহারি হৃদয় মন্দিরের দেবতাকে দর্শন করিলে আর কি কোন দুঃখ থাকে? স্নিগ্ধ চন্দ্রোদ্ভাসিত মণি-মাণিক্য খচিত এই মন্দির, এখানে আসিলে সকল সন্তাপ নিভিয়া সব যন্ত্রণা জুড়াইয়া যায়, ত্রিতাপের জ্বালা থাকে না, কি এক অমৃতরসে অবগাহন করিয়া প্রাণ যেন বিশুদ্ধ রামানন্দে ভরিয়া যায়। দেহই দেবালয়—দেবতা আছেন বলিয়াই এই বিষ্ঠাভাণ্ড এত রমণীয়। সকলের হৃদয়েই এই দেব মন্দির অবস্থিত, এই শান্তিধামে গমন করিতে তো পরিশ্রম বা পথশ্রম কিছুই হয় না, শুধুই ভাবনা, জীব তো ভাবনা মাত্রেই তার প্রাণের দেবতার দর্শন পাইতে পারে, কিন্তু সে কেমন ভাবনা? বা কেমন দেখা? ভক্ত গাহিয়াছেন "তারে দেখ্‌বি যদি নয়ন ভরে এ দুটি চোখ কর্‌রে কাণা" সব দেখা মুছিয়া গিয়া যখন বাসুদেব সর্ব্বমিতি শুধু তার দেখাই থাকে, তখনই সে দেখা দেয়। কস্তুরী গন্ধে উন্মত্ত মৃগের মত আমাদের চঞ্চল চিত্তটাও বুঝি তারই অঙ্গ গন্ধে আকুল হইয়া এখানে সেখানে ঘুড়িয়া মরে? হৃদয়ের রাজা তো অন্তর মন আলোকিত করিয়া, অন্তরেই অবস্থিত, শত সংস্কারাবদ্ধ জীবের চিত্ত একবারও অন্তরে চায় না, চিত্ত অন্তর্মুখী হইয়া হৃদয় পটে দৃষ্টি করিলেই তো সেই অরূপের রসঘন অপরূপ রূপ মাধুরী আঁকা দেখিয়া পরিপূর্ণ হইতে পারে। তাই বলি—এস এস তাপিত অন্ধ অনাথ আতুর, এস এস দুঃখী দীন পাপীতাপী, আমরা সকলেই দেব দর্শনে যাত্রা করি। দেহ রূপ দেবালয়েই সেই দেবতার নিবাস। প্রাণময় দেবতার চরণ কমল গন্ধে উন্মত্ত হইয়া কস্তুরী ভ্রমে আর এখানে সেখানে কোথায় ধাবিত হই? একবার হৃদি রত্নাকরের মাঝে ডুবিয়া এস এস যত্ন করিয়া সেই অমূল্য রত্ন আহরণ করি, সেই মনোময় মন্দিরে মার্ত্তণ্ড মণ্ডল মধ্যে কমল কুঞ্জে হৃদয় রত্ন সিংহাসনে হৃদয় বিহারির রাঙা পদযুগে লুটাইয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করি। এস এস গুরুবাক্যে ঐক্য করিয়া আমাদের বিষয় লম্পট চিত্তটাকে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ সরোজে বাঁধিয়া ভাবনার সাহায্যে ভাবনাময় দেহে ভাব রাজ্যে গমন করিয়া তাপিত প্রাণের জ্বালা জুড়াই, যদি এই ভয়ঙ্কর মর্ম্ম পীড়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চাও, যদি এই যন্ত্রণাময় উন্মাদ অবস্থা

হইতে মুক্ত হইতে চাও, যদি লয় বিক্ষেপের অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিরদিনের জন্য কেহ শান্তি সরোবরে ডুবিয়া থাকিতে চাও, তবে এস এস ভাবনায় ভাবময়কে আস্বাদন করি, ভাবনাই সাধনার অঙ্গ, ভাবনায় ভগবান লাভ হয়, ভাবনায় ভবরোগ দূর হয়। শ্রীভগবান শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্"

ভাবনাহীনের শান্তি নাই, আর অশান্ত অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণাযুক্ত চিত্তে সুখ কোথায়?

সমস্ত দুঃখ অনর্থের মূল কারণই বিষয় ভাবনা—ইহা জানিয়া বিষয়ভীত মন যখন বিচারবান হইয়া ভাবনা করে,—

'অহো! চতুর চোরের মত বিষম বিষয় অরি আমাদের ভাব সর্ব্বস্ব বিবেক রত্ন চুরি করিয়া নিরন্তর আমার চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, এই অনিত্য দুঃখময় জগতে আমার আস্থার বস্তু আর কি থাকিতে পারে? এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর? অম্বুনিধির বুদবুদ মত দেখিতে দেখিতে নষ্ট হয় এই জীবন? "ইদং মত্তাঙ্গনা পাঙ্গ ভঙ্গ লোলঞ্চ জীবিতম" যৌবনোন্মত্তা কামিনীর অপাঙ্গ ভঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত চপল।

"ন ধনানি ন মিত্রানি ন সুখানি ন বান্ধবাঃ
শক্নুবন্তি পরিত্রাতুং কালেনা কালিতং পুনম্।"

এখানে ধন মিত্র সুখ বান্ধব কেহই পরিত্রাণ করিতে পারে না, মানুষ কালের করাল কবলে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে, এখানে ইষ্টপুত্রের মিলনতো কাল সমুদ্রের তৃণগুচ্ছের মত? এখনকার সম্পদতো দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। যৌবন ফুলের মত দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়ে, "সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশা যৌবনং কুসুমোপমং" অতএব, "ন মে মনোরমাঃ কামা ন চ রম্যা বিভূতয়ঃ" কাম, আমার আর মনোরম নহে, ঐশ্বর্য্য সকল আমার কাছে আর রমণীয় নয়। বিষয় মদিরা পানে আর আমি উন্মত্ত হইয়া গভীর কাম সাগরে ডুবিয়া চৌরাশী লক্ষ দ্বার উন্মুক্ত করিব না, এস এস বিষয় ভাবনা দূর করিবার জন্য বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবনা লইয়া থাকি, কাতর হইয়া তাঁহারই কাছে শক্তি ভিক্ষা করি, আমার ভাবনা রাজ্যে আসিয়া তিনিই তখন আমার বিষয় লম্পট চিত্তটাকে তাঁহার ভাবে ভাবিত করিবেন।

তাই বলিতেছিলাম—আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ভোজনে ভ্রমণে সর্ব্বদা ভগবানের ভাবনা লইয়া থাকিলেই স্বভাব চঞ্চল চিত্ত শান্ত হইয়া তাঁহাতে যুক্ত হইবে। ভাবগ্রাহী ঠাকুর। ভক্তের ভাবটুকু মাত্র তাঁর গ্রহণীয়, ভক্ত ভাব করিয়া ডাকিলে ভাবময় ঠাকুর আর না দেখা দিয়া থাকিতে পারেন না।

ধ্যান মগ্ন মহামুনির শান্ত চিত্ত সরসতায় বিকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

---

(৩)

অপেক্ষার মিলন।

রস স্বরূপিণী সরসবতী মা তুমি? তুমি জিহ্বাগ্রে না বসিলে কে কবে ভাবের কথা ভাবে বলিয়া আপনার ভরিত প্রাণে জগতকে পূর্ণ করিতে পারে? কে কবে মধুর ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে?

ভক্ত হৃদয় শতদল বাসিনী উপনিষদ উদ্যান কেলীকলকণ্ঠি বীণাস্বাদন উল্লাস পরা সঙ্গীত মাতৃকা তখন আপন ঝঙ্কৃতা বীণা গুঞ্জনে মধুময় প্রণব ঝঙ্কার তুলিয়া ভক্ত হৃদয়কে নাচাইয়া তুলিলেন।

গুরুগম্ভীর প্রণব ধ্বনিতে তপোবন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, শব্দ তরঙ্গের তালে তালে অফুরন্ত মধুভাণ্ড হইতে মধুক্ষরণ হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বায়ু তরঙ্গের সহিত শব্দ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে ভু ভূর্বঃ স্ব ত্রিলোক মধুময় হইয়া উঠিল, আকাশ মধুময়, বায়ু মধুময়, পৃথিবী মধুময়, সরিৎ মধুময়, সাগর মধুময়, ভূধর মধুময়, চন্দ্র সূর্য্য মধুময়, দিগ দিগন্ত মধুময়, অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মধুময় হইয়া উঠিল।

বাল্মিকি দেখিলেন—অন্তর্জ্যোতি ভাসিত কূটস্থ দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তি বিশ্বাকারে ঘনীভূত হইয়া ভানুকোটি প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি সুশীতল, সেই বিরাট পুরুষ যেন তাঁহার কাতর আহ্বানে স্থির থাকিতে না পারিয়া জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুনি বাল্মীকি তখন ভক্তি উচ্ছ্বসিত অন্তরে বিভোর হইয়া বেদগানে ইষ্টস্তুতি করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
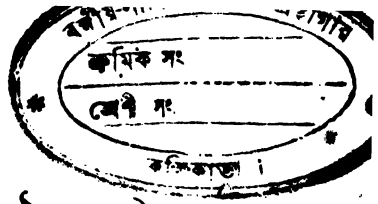
বনবাস পর্ব্বে দশম অধ্যায়

বনবাসের পঞ্চম দিন।

জঁহ জঁহ রাম-চরণ চলি জাঁহি। তিন সমান অমরাবতী নাহাঁ॥
পুণ্যপুঞ্জ মগু নিকট নিবাসী। তিনহি সরাহত সুরপুরবাসী॥
যে ভরি নয়ন বিলোকহিঁ রামহিঁ। সীতা লক্ষ্মণ সহিত ঘন শ্যামহি॥
যে সর সরিত রাম অবগাহহি। তিনহিঁ দেব সরিত সরাহহিঁ॥
যে হি তরুতর প্রভু বৈঠহিঁ জাই। করহিঁ বিবুধতরু তাসু বড়াই॥
পরশি রাম পদপদ্ম পরাগা। মানতি ভূমি ভুরি নিজভাগা॥

তুলসী দাস

যেখানে যেখানে রঘুনাথের চরণ পড়িতেছে ইন্দ্রভুবন অমরাবতীও তত্তুল্য নহে। পথনিবাসী লোক সকলও বড় পুণ্যাত্মা, দেবতাগণও তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন। কত পুণ্য তাঁহাদের যাঁহারা নয়ন ভরিয়া সীতাও লক্ষ্মণের সহিত ঘনশ্যাম রামকে দেখিতেছেন। যে সরোবরে ও নদীতে রঘুনাথ স্নান করিতেছেন, মানস সরোবর এবং গঙ্গাও তাহাদের প্রসংসা করেন। যে তরুতলে যাইয়া প্রভু উপবেশন করেন কল্পতরুও তাহার প্রশংসা করে। রঘুনাথের চরণকমলরেণু স্পর্শে পৃথিবীও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করেন।

আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া রাজপুত্রদ্বয় সীতার সহিত প্রভাতে মহর্ষিকে অভিবাদন করিয়া চিত্রকূটে যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে স্থানান্তরে পাঠাইবার সময় স্বস্ত্যয়ন করেন মহর্ষিও সেইরূপ করিলেন। মহামুনি তখন চিত্রকূট যাইবার পথ নির্দ্দেশ করিলেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম তীর্থে গিয়া রাম তুমি বিপরীত বাহিনী কালিন্দীর তীরে তীরে যাইবে। কিয়দ্দূর যাইয়া যমুনাতীরে লোকগমনাগমন চিহ্নে অঙ্কিত এক তীর্থ পাইবে। সেখানে ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে এক অক্ষত হরিৎ বর্ণ সর্ণসমন্বিত, সিদ্ধ সেবিত, বিবিধ বৃক্ষ পরিবৃত বটবৃক্ষ আছে। গমন কালে সীতা যেন কৃতাঞ্জলিপুটে ঐবৃক্ষকে প্রণাম করেন। ঐ বৃক্ষতলে উপবেশন কর বা উহা অতিক্রম কর ওখান হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে রাম তুমি শল্লকী

(বাবলা গাছ, ও বদরী (কুল) বৃক্ষ সমন্বিত যমুনাতীরবর্ত্তী বন্য বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত নীল বর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে চিত্রকূটে আমার গুরু ভগবান বাল্মীকি আছেন।

" স পন্থা শ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশোময়া।"

চিত্রকূটের ঐ পথ; আমি বহুবার ঐ পথ দিয়া গিয়াছি। ঐ পথ বালুকাময় কণ্টক পাষানাদি রহিত অতি কোমল এবং ঐ পথে বনাগ্নি নাই। পথ নির্দ্দেশ করিয়া মহর্ষি ফিরিলেন এবং রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! মুনি যে আনাদিগকে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন নিশ্চয়ই আমাদের অনেক পুণ্য আছে। সীতাকে অগ্রে লইয়া রাম ও লক্ষ্মণ কালিন্দীর তীরের দিকে চলিলেন।

সীতা রাম লক্ষ্মণ যে পথে চলিতেছেন সেইপথ কোথাও বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে কোথাও বা গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে। মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে বহু মুনি ঋষি আসিলেন, বহু গ্রাম্য লোকও আসিয়াছিল। সীতা রাম লক্ষ্মণের বন গমন সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের নিকট দিয়া যখন তাঁহারা গমন করেন তখন সমস্ত নরনারী তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। আহা! ইহাদেরই বুঝি জন্মফল সফল হইল। যে দেখে সেই আর ফিরিতে চায়না। শ্রীভগবান বহুরূপে বুঝাইয়া বিদায় করিতেছেন আর তাহারা রাম শরীরের মত শ্যাম, যমুনার জলে স্নান করিয়া নয়ন ভরিয়া রূপ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। কিন্তু শ্রীভগবান কয়জনকে ফিরাইবেন। যমুনা তীর বাসী নার নারী যাহারা শুনিতেছে তাহারা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে রামরূপ দেখিতে কত নারী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল

তে পিতুমাতু কহো সখি কৈসে।
জিন পাঠায়ে বন বালক ঐ সে॥

আহা! বল সখি: ইঁহাদের পিতা মাতাই বা কেমন? কেমন করিয়া এমন বালককে বনে পাঠাইল? কত গ্রাম্য লোক সজল নয়নে বলিতে লাগিল—

অগম পথ গিরি কানন ভারি।
তেহি মহ সাথ নারী সুকুমারী॥

দুর্গম পথে, কত গিরি নদী—তোমরা যাইবে কিরূপে? আর সঙ্গে সুকুমারী ননীর পুতুলী। বনে কত বন্য হস্তী কত সিংহ ব্যাঘ্র ফিরিতেছে। আজ্ঞা দাও আমরা সঙ্গে যাই। ভগবান কাহাকেও সঙ্গে লইতেছেন না। আহা!

ইহারা সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইয়াছে। বুঝুক আর না বুঝুক—ইহাদের প্রাণ সেবা করিতে যায়। কেহ বটবৃক্ষের ছায়াতে কোমল পত্রের শয্যা করিয়া বলিতেছে আহা! তোমাদের কত কষ্ট হইতেছে। এই আমরা শয্যা করিয়াছি এখানে কতক্ষণ বিশ্রাম কর। কেহ কলস ভরিয়া জল আনিয়া দিতেছে, ইহাতে পাদ প্রক্ষালন কর আচমন কর। ভগবান কৃপার মূর্ত্তি, বড়ই দীন দয়াল। বিশেষ জানকীকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া বট বৃক্ষের ছায়ায় কতক্ষণ উপবেশন করিলেন। লোকের নয়ন অনুপম রূপ সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হইয়া অনিমিষে চাহিয়া রহিল আর রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রের সুধাপান আশে চকোরের মত আশে পাশে যেন ঘুরিতে লাগিল। কেহ কেহ রাজধানীতে রামকে দেখিয়াছিল—দেখিয়াছিল

"ত্রিভুবন কমনং তমাল বর্ণং রবিকর-গৌর-বরাম্বরং দধানে। বপু-রলক-কুলাবৃতা নমাজে" ত্রিভুবন মধ্যে কমনীয় নবীন তমালের মত বর্ণ আহা! তখন সূর্য্য কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট বসনে সুন্দর দেখাইয়া ছিল। আজ এই তরুণ তমাল বর্ণ পুরুষ বল্কল পরিধান করিয়াও কত সুন্দর। তখনকার সেই অলক-কুলাবৃত বদন মণ্ডল আজ মস্তকে জটাধারণ করিয়াও কত সুন্দর দেখাইতেছে। শরৎ শশীর মত মুখ মণ্ডল—কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা—আহা! দেখিলে কে না মোহিত হয়?

বরণি না জাই মনোহর জোরী।
শোভা বহুতি মোরি মতী থোরী॥

রাম লক্ষণ সিয় সুন্দর তাই। সব চিত বাহিঁ মন বুধি চিত লাই। গোস্বামী বলিতেছেন—এই অতি মনোহর সীতারামের রূপ বর্ণনা করা যায় না—রূপের শোভা অনন্ত কিন্তু আমার বর্ণনা করিবার শক্তি অতি অল্প। লোক সকল রাম লক্ষ্মণ সীতার অপরূপ সৌন্দর্য্য মন বুদ্ধি চিত্ত লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। প্রেম পিপাসা বাড়িয়া যায়—তৃপ্ত ত হয় না। মৃগী ও মৃগ অগ্নি শিখা দেখিয়া যেমন হয় সেইরূপ হইতে লাগিল।

আর সীতার অপরূপ রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া কত পথিক বধূ আসিয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হনুমন্নাটক একটি শ্লোকে সীতার মাধুরী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাহার না চিত্ত আকর্ষণ করে!

পথি পথিক-বধূভিঃ সাদরং পৃচ্ছ্যমানা
কুবলয়দল নীলঃ কোঽয়মার্য্যে তবেতি।

স্মিত-বিকসিত গণ্ডং ব্রীড় বিভ্রান্তনেত্রং
মুখমবনময়ন্তী স্পষ্টমাচষ্ট সীতা ॥

পথে পথিকবধূগণ আদর করিয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন আর্য্যে! এই যে নীল কমল দলের ন্যায় কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়ন—এই পুরুষ তোমার কে? ঈষৎ হাস্যে সীতার গণ্ডস্থল কুঙ্কুম বর্ণ হইয়া উঠিল, লজ্জায় নেত্রদ্বয় বিভ্রান্ত হইল। সীতা মুখ অবনত করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই সীতা দেখাইলেন ইনি কে। সীতার মসৃণ চরণ কমল কুশ কণ্টক পূর্ণ পথে চলিতে পারে না—পথিক বধূগণ ইহা দেখিয়া নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া অশ্রুগর্ভ লোচনে বিদায় গ্রহণ করিল। এই বিষয়ে এত লিখিবার আবশ্যক কি? গোস্বামী প্রভু উত্তর দিলেন।

অজহুঁ জাসুউর স্বপনেহু কাউ।
বসহিঁ লষণ সিয় রাম বটাউ ॥
রাম ধাম পথ পাইহি সোই।
জো পথ পাব কবহুঁ মুনি কোই ॥

যাহার হৃদয়ে স্বপ্ন কালেও পথিক সীতা রাম লক্ষ্মণ—বাস করেন তিনি অনায়াসে রাম ধামে গমন করেন—সে ধামে কদাচিৎ কখন কোন কোন মুনি যাইতে পারেন। আননা এই পথিক রাম লক্ষ্মণ সীতার চিত্র তোমার হৃদয়ে? দেখ না কি হয়?

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ ক্রমে যমুনার নিকটে আসিলেন। নদীতে নৌকা নাই। ভগবান স্রোতস্বিনী যমুনা পার হইবেন কিরূপে ভাবিতে লাগিলেন। মহর্ষির কথা স্মরণ হইল। তখন লক্ষ্মণ বন হইতে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। একপ্রকার কঠিন তৃণ মূল দিয়া কাষ্ঠ সমূহ বন্ধন করা হইল। বৃহৎ ভেলা প্রস্তুত হইল। মহাবল লক্ষ্মণ বেতস শাখা ও জম্বুশাখা দ্বারা সীতার বসিবার জন্য সুখাসন প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্য প্রভাবা ঈষৎ লজ্জমানা প্রিয় দয়িতাকে রাম প্রথমে প্লবে উঠাইলেন—রামের কণ্ঠ লগ্না সীতাকে তখন কেমন দেখাইল? নীলগিরির বক্ষে সুবর্ণ গিরি—কেমন দেখায়? মা আমার লজ্জায় বিভ্রান্ত নয়না। আর ঠাকুর? আহা! ইহা ধ্যানের বস্তু। ভগবান্ বাল্মীকি ইহা হইতে দেখিয়া লিখিয়াছেন। তুমি ত নিজে না দেখিয়াও লোকের মুখেই শুনিয়া কত কথা বিশ্বাস কর। ইহা না হয় ভগবান্ বাল্মীকির লেখায় বিশ্বাস করিলে—করিয়া এই দৃশ্য হৃদয়ে আনিয়া ধ্যান করিতে করিতে সীতারাম সীতারাম

নাম জপ অভ্যাস করিতে থাকিলে? দেখ না করিয়া কি হয়? মায়ের আমার অনুগ্রহ পাও কিনা? নিশ্চয়ই পাইবে। এই চিন্তায় সংসার চিন্তা থাকিবেনা। সীতা রামের ভাবনায় হৃদয় ভরিত হইয়া যাইবে। এই ত ঋষি প্রদর্শিত সদুপায়। তোমার আমার মত নষ্ট বুদ্ধির জন্য ইহাই তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সীতা সুখাসনে উডুপের উপরে বসিলেন। পার্শ্বে মায়ের বসন ভূষণাধার ছাগ চর্ম্ম নির্ম্মিত পেটক রাখা হইল আর খনিত্র ও থাকিল। রাম লক্ষণ পরে ভেলায় চড়িলেন এবং বহিত্র লইয়া প্রীত মনে সাবধানে নদী বাহিয়া চলিলেন। প্লব যমুনার মধ্য জলে আসিল। সীতা কালিন্দীকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অংশুমতী জগন্মাতার কাছে জীবন্ত। কালিন্দী প্রার্থনা না শুনিবেন কেন? তুমি আমি মায়ের চক্ষে যদি জগতের সর্ব্বত্র জীবন্ত দেবতাকে দেখিতে শিখি তবে কি আমাদের গতি হইবে না? সীতা বলিতে লাগিলেন—

> স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্।
> যক্ষ্যে ত্বাং গো সহস্রেণ সুরাঘট শতেন চ॥
> স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরী মিক্ষ্বাকু পালিতাম্।
> কালিন্দী মথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ॥

দেবি যমুনে! তোমাকে আমি পার হইতেছি তুমি আমার মঙ্গল কর। আমার পতি তাঁহার এই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ব্রত যেন সমাপন করিতে পারেন। যেন আমার পতি মঙ্গলে মঙ্গলে ইক্ষ্বাকু পালিতা অযোধ্যা পুরীতে ফিরিতে পারেন। আমি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সহস্র গো ও শত কলস সুরা দিয়া তোমার পূজা দিব। দেবি! মঙ্গল কর। সীতা কৃতাঞ্জলি পুটে কালিন্দীর নিকট ইহাই প্রার্থনা করিলেন। ভক্তের নিকটে আকাশ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, মানব হৃদয়ের মত জীবন্ত। সে দিনও ত কোন বিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্ত জীবন্ত যমুনার নিকট জীবন্ত প্রার্থনা করিলেন।

> কলরব নূপুর হেমময়াঞ্চিত পাদ সরোরুহ সারুণিকে
> ধিমি ধিম ধিমি তাল বিনোদিত মানসমঞ্জুল পাদগতে।
> তব পদ পঙ্কজ-মাশ্রিত মানব চিত্ত সদাখিল তাপ হরে।
> জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥

অরুণ বর্ণ চরণ কমলে সুপরিত হেমময় নূপুর পরিয়া, ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তালে নাচিতে নাচিতে কি এক মনোহর ভাবে জন গণের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ করিয়া মা তুমি চলিয়াছ। যে সকল মানব তোমার চরণারবিন্দ আশ্রয়

করে; তুমি সর্ব্বদা তাহাদের চিত্তের অখিল তাপ হরণ কর। হে যমুনে! তুমি জয় যুক্তা হও। হে ভবভয় নিবারিণি! হে সঙ্কট নাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর। আর ও একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি জীবন্ত ভাব আরও ফুটাইয়া বলিতেছেন:

> করি বর মৌক্তিক নাসিক ভূষণ বাত চমৎকৃত চঞ্চলকে
> মুখ কমলামল সৌরভ চঞ্চল মত্তমধুব্রত লোচনিকে।
> মনিগণ কুণ্ডল লোলপরিস্ফুরদাকুল গণ্ডযুগামলকে
> জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণি সঙ্কট নাশিনি পাবয় মাম্॥

যে উৎকৃষ্ট গজমুক্তা তোমার নাসার আভরণ তাহা বায়ু হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। তোমার মুখ কমলের অমল সৌরভে মত্ত মধুব্রত দ্বয় তোমার লোচন যুগলের অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য দেখাইতেছে। তোমার কর্ণাবলম্বি চঞ্চল কুণ্ডলের মণিপ্রভা তোমার গণ্ড যুগলে প্রতিফলিত হইয়া কি সুন্দর রাগে গণ্ডদ্বয় রঞ্জিত করিতেছে। হে যমুনে তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভবভীতি নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি তুমি আমাকে পবিত্র কর। মা! কবে আমাদের চক্ষু এইরূপভাবে সমস্ত দেখিতে শিখিবে!

দেখিতে দেখিতে উড়ুপ যমুনার দক্ষিণতীরে লাগিল। তখন তিন জনে দ্রুতগামিনী ঊর্ম্মিমালিনী বহুতীরজবৃক্ষোপশোভিতা যমুনা নদী পার হইলেন এবং যমুনা-বন মধ্যদিয়া চলিতে লাগিলেন। সম্মুখেই মহর্ষি ভরদ্বাজ কথিত শ্যাম বট। ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া জানকী বটবৃক্ষকে অভিবাদন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন —

> নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্।
> কৌশল্যাঞ্চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্॥

মহাবৃক্ষ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আমার পতি তাঁহার বনবাস ব্রত যেন পালন করিতে পারেন। আমরা আবার আসিয়া যেন দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে দেখিতে পাই। সীতা তখন নিকটে গিয়া অঞ্জলি বন্ধন করিয়া বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

সীতা বৃক্ষকে প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ করিতেছেন —রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে গমন করি।

যৎ যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা।
তত্তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ।

গমন কালে জনকাত্মজা যে ফল বা যে পুষ্প চাহিবেন, যাহাতে সীতার চিত্ত প্রসন্ন হয় তুমি তাহা আনিয়া দিও। সীতা চলিতে চলিতে কত শত অদৃষ্ট পূর্ব্ব বৃক্ষ গুল্ম পুষ্পগুচ্ছ সুশোভিত লতার কথা রামকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন আর লক্ষ্মণ তাহাই আনিয়া দিতেছেন। জনকরাজ দুহিতা বিচিত্র বালুক জলা হংস সারসনাদিনী নদী দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

বনে বনে এক ক্রোশ গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বহুবিধ যজ্ঞীয় মৃগ হনন করিয়া বন মধ্যে ভোজন করিলেন। ময়ূর সমূহ অভিনাদিত, হস্তী ও বানর সমূহ সেবিত সেই মনোহর বনভূমিতে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া তাঁহারা নদীতীরবর্ত্তী এক সমতল স্থান আশ্রয় করিলেন।

দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্ব।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসু—বাবা! মা দুর্গাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসি।

বক্তা—মা দুর্গাকে তুমি যে ছেলেবেলা থেকেই ভালবাস, তাহার কারণ কি? ছেলেবেলায় মা দুর্গা কে, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? যাহাকে যে জানে না, সে কি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে?

জিজ্ঞাসু—মা দুর্গা কে, ছেলেবেলার কথা ত দূরের, এখনও তাহা ঠিক জানিতে পারি নাই, তবে এখন মা দুর্গা কে, তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—মা দুর্গা কে, যখন তুমি তাহা জানিতে না, তখন তুমি তাঁহাকে ভালবাসিতে কেন?

জিজ্ঞাসু—আমাদের গ্রামে এক বাবুর বাড়ীতে মা দুর্গার প্রতিমায় পূজা হইত। মা দুর্গার প্রতিমা দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইত। যে দিন হ'তে

প্রতিমা গড়া আরম্ভ হইত, আমি সেই দিন হ'তে প্রত্যহ যাঁহার বাড়ীতে প্রতিমা গঠিত হইত তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম, প্রতিমা গঠন দেখিতাম।

বক্তা—মা দুর্গার প্রতিমা দেখিয়া আনন্দ হইত, তাহাই কি তোমার ছেলেবেলা হইতে মা দুর্গাকে ভালবাসিবার কারণ?

জিজ্ঞাসু—কেবল তাহাই মা দুর্গাকে ভালবাসিবার কারণ নহে।

বক্তা—আর কি কারণে তুমি মা দুর্গাকে ভালবাসিতে?

জিজ্ঞাসু—দুর্গাপূজার সময়ে নূতন কাপড়, চাদর ও ভালভাল জিনিস খাইতে পাইতাম; পাঠশালাতে যাইতে হইত না; কোন দোষ করিলে বাবা বা অন্য কেহ যখন বকিতেন, মারিতে যাইতেন, তখন মা বলিতেন, বৎসরকার দিন, 'মা' আসিয়াছেন, মার পূজা হইতেছে, সকল ঘরে আনন্দের উৎসব হইতেছে;—এ কয়দিন আর বাছাকে বকিও না, মারিও না। ছেলেবেলাতে মা দুর্গাকে ভালবাসিবার বোধ হয়, ইহারাও কারণ।

বক্তা—আচ্ছা, একটু চিন্তা করিয়া বল, এখন যে তুমি মা দুর্গাকে ভালবাস, মা দুর্গা কে, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হও, তাহার কারণ কি? যে কারণে ছেলেবেলাতে মা দুর্গাকে ভালবাসিতে, এখন যে, সেই কারণে তাঁহাকে ভালবাস না, তাহা বলা বাহুল্য।

জিজ্ঞাসু—ছেলেবেলাতে মা দুর্গার প্রতিমা দেখে, যেমন আনন্দ হইত, এখন তাঁহার প্রতিমার ধ্যান ক'রে সেইরূপ বা ততোঽধিক আনন্দ হয়। অতএব ছেলেবেলাতে যে যে কারণে মা দুর্গাকে ভালবাসিতাম, সেই সেই কারণের মধ্যে এখনও মা দুর্গাকে ভালবাসিবার একটা কারণ বিদ্যমান আছে; মা দুর্গার রূপ যেমন মনোহর, তেমনি তাঁর নামটিও বড় মধুর। দুর্গাদেবীর মনোহর রূপ দেখে ও তাঁহার সুমধুর নাম শুনে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। "দুর্গা" নাম উচ্চারণ করেও সুখ পাই। যুদ্ধের সময় সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলে যেমন নির্ভয় হয়, সর্ব্বভয়নিবারিণী দুর্গার স্মরণ করিলে, দুর্গানাম উচ্চারণ করিলে, আমি এখন সেইরূপ নির্ভয় হই।

বক্তা—"দুর্গা"নামের অর্থ কি, তাহা তুমি নিশ্চয় জান, "দুর্গা" নামের অর্থ চিন্তা করিলে, তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়?

জিজ্ঞাসু—দুর্গানামের আমি যে অর্থ জানি, তাহা স্মরণ করিলে, আমার মন যেন নির্ভয় হয়, আশান্বিত হয়।

বক্তা—"দুর্গা" শব্দের তুমি যে অর্থ জান, দুর্গা শব্দের যে অর্থ স্মরণ করিলে;

তোমার মন যেন নির্ভয় হয়, আশান্বিত হয়, "দুর্গা" শব্দের সেই অর্থ কি, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—"দৈত্য," "মহাবিঘ্ন," "ভববন্ধ," "কুকর্ম্ম," "শোক," "দুঃখ," "নরক", যমদণ্ড," "জন্ম", "মহাভয়", ও "অতিরোগ"—ইহারা "দুর্গা" শব্দের অর্থ; "আ" হন্তৃবাচক; যে দেবী ইহাদিগকে বিনাশ করেন, তিনি "দুর্গা"। অথবা "দকার" দৈত্যনাশার্থবাচী, "উকার" বিঘ্ননাশবাচী, "রেফ" রোগঘ্নবাচী, "গ" পাপঘ্নবাচক এবং "আকার" ভয় ও শত্রুনাশবাচী। যাঁহাকে স্মরণ, যাঁহার নাম উচ্চারণ ও যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে, দৈত্য, নিখিলবিঘ্ন, সর্ব্বপ্রকার রোগ, সর্ব্বপাপ, সকল ভয় ও অখিল শত্রু, ইহারা নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, হরি বলিয়াছেন, সেই বৈষ্ণবীশক্তি "দুর্গা" এই নামে পরিকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন। (১)

বক্তা—শ্রুতিতে "দুর্গা" শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তুমি জান?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে, না। শ্রুতিতে "দুর্গা" শব্দের কোন্ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে?

বক্তা—ঋগ্বেদ পরিশিষ্টে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও দেবী উপনিষদে "দুর্গা" শব্দের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি।

ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গানন্তর পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক পরিশিষ্টে আছে,—"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ॥"

---

(১) "দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃ বাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥"
অপিচ—"দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্যবাচকো বেদসম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্মৃত্যুক্তি শ্রবণাদ্ যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্।
ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং দেবী উপনিষদেও এই মন্ত্র আছে; তবে এই শ্রুতিদ্বয়ে ইহার সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। (২)

জিজ্ঞাসু—ঋগ্বেদপরিশিষ্টে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও দেবী উপনিষদে কোন্ অর্থে "দুর্গা" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলুন।

বক্তা—পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন,—নবদুর্গাকল্পাদিতে, মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ "দুর্গা" শব্দ ও শ্রুতিতে ব্যবহৃত "দুর্গা" শব্দ ভিন্নার্থক নহে, মন্ত্র-শাস্ত্র প্রসিদ্ধ "দুর্গা" দেবীকেই শ্রুতি-এই স্থলে লক্ষ্য করিয়াছেন।

উদ্ধৃত মন্ত্রটার অর্থ ;—

যিনি অগ্নিসমানবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান যাঁহার বর্ণ—যাঁহার রূপ), যিনি স্বকীয় প্রজ্বলিত তপঃ-সন্তাপ দ্বারা আমাদিগের শত্রুগণকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশেষতঃ রোচনশীল—স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট বলিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ী; স্বর্গ, পশু, পুত্র প্রভৃতির নিমিত্ত উপাসকদিগদ্বারা যিনি জুষ্টা—সেবিতা, স্বর্গাদি লাভার্থ ভক্ত উপাসকেরা যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংসারার্ণব-তারিণী, আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। হে সর্ব্বদুঃখ-বিনাশকর্ত্রী, হে দুস্তরভবার্ণবত্রাণকারিণি মাতঃ দুর্গে! আমি তোমাকে নমঃ নমঃ করিতেছি। (৩) দেবী-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সেই মহাভয়বিনাশিনী, মহাদুর্গপ্রশমনী, মহাকারুণ্যরূপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করিতেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার স্বরূপ জানেন না, এই নিমিত্ত তাঁহাকে "অজ্ঞেয়া" বলা হয়, তাঁহার অন্ত নাই,

---

(২) তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ"॥

দেবী উপনিষৎ।

(৩) "অগ্নিসমানবর্ণাম্। 'তপসা স্বকীয়েন সন্তাপেন জ্বলন্তীমস্মচ্ছত্রূন্ দহন্তীম্। বিশেষেণ রোচতে স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরমাত্মা তেন দৃষ্টত্বাদ্বৈরোচনীয়ম্: কর্ম্মফলেষু স্বর্গপশুপুত্রাদিষু নিমিত্তেষু 'জুষ্টামুপাসকৈঃ সেবিতাম। হে সুতরসি' সুষ্ঠু সংসারতরণহেতো দেবি 'তরসে তারয়িত্র্যৈ তুভ্যং' নমোঽস্তু। সায়ণাচার্য্যকৃত তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য।

তাই তিনি "অনন্তা" নামে উক্তা হইয়া থাকেন; তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন্য তিনি "অলক্ষ্যা" এই নামে অভিহিতা হন; যাঁহার জন্ম উপলব্ধ হয় না, তাই যাঁহাকে "অজা" বলা হয়, একা হইয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমানা বলিয়া, যাঁহাকে "একা" এবং একা—অদ্বিতীয়া হইলেও, যিনি বিশ্বরূপিণী, তাই যিনি "অনেকা" নামে লক্ষিতা হয়েন, যিনি সর্ব্বমন্ত্রের মাতৃকাদেবী, যিনি সর্ব্ব শব্দের জ্ঞানরূপিণী, যাঁহা হইতে পরতর কেহ নাই, সেই অজ্ঞেয়া, অনন্তা, অলক্ষ্যা, অজা, সেই একা, সেই অনেকা, সেই চিন্ময়াতীতা, সেই শূন্যসাক্ষিণী, "দুর্গা" নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। (৪)

জিজ্ঞাসু—বাবা! "দুর্গা" শব্দের আমি যে অর্থ জানিতাম, মধুর দুর্গানামের যে অর্থ স্মরণ করিয়া, আমার মন নির্ভয় হয়, আশান্বিত হয়, আমি আপনাকে এই কথা বলিয়াছি, আমার সেই মা দুর্গাকে শ্রুতিও সর্ব্বদুঃখহন্ত্রী, সর্ব্ববিপত্তিনাশিনী, ভবার্ণবতারিণী বলিয়াছেন, মহাকারুণ্যরূপিণী বলিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া, আমার যে, কত লাভ হইল, আমার হৃদয় যে, কিরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আমি যে, কত উৎসাহান্বিত হইলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি ছেলে বেলা হইতে যে মা দুর্গাকে ভাল বাসিতাম, এখন বুঝিতেছি, মহাকারুণ্যরূপিণী, ত্রিভুবনজননী, সংসারতারিণী, সর্ব্ববিপত্তিবিনাশিনী মা দুর্গার অনুগ্রহই তাহার কারণ, আমি মা'র কৃপায়, মাকে ভাল বাসিয়াছি, মা যদি কৃপা না করিতেন, মনোহর রূপ দেখাইয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমি মাকে দেখিবার জন্য তত ব্যাকুল হইতাম। বাবা! "দুর্গা" নামটীকে কে এত সুমধুর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? কে মা'র রূপকে এমন মনোহর এমন অপরূপ করিয়া

---

(৪) "নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্। মহাদুর্গপ্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিনীম্॥ যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়া। যস্যা অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তা। যস্যা গ্রহণং নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽলক্ষ্যা। যস্যা জননং নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽজা। একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে তস্মাদুচ্যতে একা। একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাদুচ্যতে নৈকা। অতএবোচ্যতেঽজ্ঞেয়ানন্তালক্ষ্যাজৈকানৈকেতি। মন্ত্রাণাং মাতৃকা দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী। জ্ঞানানাং চিন্ময়াতীতা শূন্যানাং শূন্যসাক্ষিণী॥ যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।"—দেবী উপনিষৎ।

নির্ম্মাণ করিয়াছেন? মা যে, স্বভাবতঃ সুন্দর, "মা" নামটী যে স্বভাবতঃ সুমধুর, তাহা জানি, তথাপি যে এইরূপ প্রশ্ন করিতেছি, তাহার কারণ কি, আপনি তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছেন। বাবা! কি করে, মা'র পূজা করিব? মাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে বড় ইচ্ছা হয়। যথার্থভাবে পূজা করিতে জানি না।

বক্তা—"পূজা" কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান?

জিজ্ঞাসু—"পূজা" কাহাকে বলে, তাহা যে, ঠিক জানি, তাহা মনে হয় না।

বক্তা—তাহা হইলে, "মাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়" তোমার এই কথার অর্থ কি? যে যাঁহাকে জানে না, "পূজা" কাহাকে বলে, তাহাও যাহার পূর্ণভাবে জানা হয় নাই, তাহার কি তাঁহাকে যথার্থভাবে পূজা করিবার ইচ্ছা হইতে পারে? তুমি যে, দুর্গা দেবীকে একেবারে জান না, তাহা নহে, এবং "পূজা" কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে যে তোমার কোনরূপ জ্ঞান নাই, তাহাও ঠিক নয়। যে তুমি (যে কারণেই হোক্) ছেলেবেলা হইতে মা দুর্গাকে ভাল বাসিতেছ, যে তুমি মা দুর্গার প্রতিমা দেখিলে আনন্দ অনুভব করিতে এবং করিয়া থাক, মা'র নাম স্মরণ করিলে, "দুর্গা" নাম উচ্চারণ করিলে, যে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভয় হও, সে তুমি যে, মা দুর্গাকে একেবারে চেন না, তাহা বলা যায় কি? তুমি ত এখন নিত্য পূজা করিয়া থাক? ছেলে বেলাতে যে কারণে তুমি মা দুর্গাকে ভাল বাসিতে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছ, আচ্ছা বাবা! দশমী তিথিতে যখন মা দুর্গার প্রতিমা বিসর্জ্জন হইত, তখন তোমার কি মনে হইত, তাহা বল শুনি।

জিজ্ঞাসু। আমার তখন বড় কষ্ট হইত, আমার হৃদয়গগন তখন নৈরাশ্যমেঘে আবৃত হইত, আমার চোক্ দিয়া তখন জল পড়িত; তখন মনে মনে মা দুর্গাকে বলিতাম, "মা! তুমি কেবল এই আশ্বিন মাসেই আস কেন? মা! তুমি তিনদিনের বেশী থাক না কেন? মা! তুমি বার মাস থাক, তুমি চলিয়া যাইও না, আহা নবমী তিথিতে, কেহ কেহ গান করিতেন, "নির্দ্দয় নবমী তিথি পোহাইও না এবার, তুমি পোহাইলে মাকে যে দেখিতে পাইব না আর।" এই গানটী শুনিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিতাম। আমিও তখন মাকে বলিতাম, মাগো! তুমি আর চলিয়া যাইও না। ছেলে বেলাতে যে জন্য মা'র প্রতিমা বিসর্জ্জন করিলে কষ্ট হইত, এখন বিজয়ার দিন ঠিক সেই কারণে কষ্ট না হইলেও বড় কষ্ট হয়, কাঁদিতে হয়, মাকে দিন-রাত রাত-দিন দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হয়। তবে বিষয়াসক্ত চঞ্চল মন ত আমার কাছে সর্ব্বদা থাকিতে পারে না। আমার

ইহাতে যে কিরূপ যাতনা হয়, আমার অস্থির মন, তাহা যথার্থভাবে সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারে না। বাবা! পূজা] করি, কিন্তু যে ভাবে পূজা করি, সে ভাবে পূজা করিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, আমি সুখ পাই না, আমার মনে হয়, আমি যে ভাবে পূজা করি, তাহা ঠিক পূজা নহে। আমি তাই বলিয়াছি, মাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, যথার্থভাবে পূজা করিতে জানিনা। মাকে যে, একেবারে চিনি না তাহা নহে, তবে আমার বিশ্বাস, মাকে আমি পূর্ণভাবে চিনিতে পারি নাই, মাকে যদি পূর্ণভাবে চিনিতে পারিতাম; অনন্যগতি শিশুরা যে ভাবে মাকে চেনে, আমি যদি সেই ভাবে মাকে চিনিতাম, তাহা হইলে কি আমি আমার স্নেহময়ী মাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম, তাহা হইলে আমার মন কি ক্ষণকালও মা ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত? বাবা! আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, যাহার সহিত যাহার আন্তর্য্য--আন্তরিক সম্বন্ধ আছে; তাহার প্রতি তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে, আন্তর্য্য বা আন্তরিক সম্বন্ধের মাত্রানুসারে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। "স্থানেঽন্তরতমঃ"—(পা ১।১।৫০) এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্য করিবার সময়ে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, যে যাহার বিকার, যাহার সহিত যাহার স্থানতঃ আন্তর্য্য আছে, সে তাহার সহিত মিলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। গোবৎস সকল দিবসে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া মা'র ক্রোড় ছাড়িয়া, বহুদূরে গিয়া বিচরণ করে, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইলে, সকলেই "মা" "মা" ব'লে ডাকিতে ডাকিতে স্ব স্ব গর্ভধারিণীর সমীপে আগমন করে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও, যে, যাহার প্রসব—যাহা হইতে যে প্রসূত হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড় খুঁজিয়া লয়। যে যাহার বিকার, যাহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সে তাহার ক্রোড়ে গিয়া জুড়াইতে চায়। আন্তর্য্যের মাত্রানুসারে আকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যাহার সহিত যাহার কোনরূপ আন্তরিক সম্বন্ধ নাই, তাহার সহিত সে মিলিত হয় না, তাহার প্রতি তাহার উপেক্ষা বা দ্বেষ হইয়া থাকে। কেবল চেতন পদার্থ নহে, অচেতন পদার্থ সমূহও এই নিয়মাধীন হইয়া কর্ম্ম করে। পৃথিবীবিকার লোষ্টকে বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, বাহুবেগ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, উহা কিয়দ্দূর উত্থিত হয় বটে, কিন্তু অল্প কাল পরেই পৃথিবীবিকার অচেতন লোষ্টও আন্তর্য্য বশতঃ পৃথিবীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। (১) আপনার রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা

(১) "যেষামেব কিঞ্চিদর্থকৃতমান্তর্য্যং তৈরেব সহাসতে। তথা গাবো দিবসং চরিতবত্যো যো যস্যাঃ প্রসবো ভবতি তেন সহ শেরতে। তথা যান্যেতানি

শ্রবণ করিয়াছি, "শিবা" "গৌরী" "উমা" "দুর্গা" "কালী" ইঁহারা যে, এক পদার্থ, কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা উপলব্ধি হইয়াছে, সর্ব্বপ্রাণীর সুখকারিণী শিবা বা দুর্গা যে সদাকারা, শিবা যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী, শিব বা দুর্গা যে শিবা হইতে অভিন্না, "শিবা" ছাড়া "শিব" যে, অনর্থক, শিব যে, জগৎকারণ হন, তাহা যে, শিবা বা দুর্গার শক্তি বশতঃ, শিবাশক্তি বিহীন "শিব" যে নিষ্ক্রিয় আপনার "শিবরাত্রি" ও "শিবপূজা" নামক সম্ভাষণ শ্রবণ পূর্ব্বক আমি তাহা বিদিত হইয়াছি। রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি বুঝাইয়াছেন, রাত্রিদেবী, ভুবনেশ্বরী বা দুর্গা বিশ্বের জননী, ইনি সর্ব্বভূতনিবেশিনী প্রলয়কালে ইহাতেই সর্ব্বভূত প্রবেশ করে, ইঁহার সর্ব্বাশ্রয় ক্রোড়ে শয়ন পূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যায় (রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশিনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্॥"—ঋগ্বেদপরিশিষ্ট)। অতএব মা দুর্গাকে, আপনার অপার কৃপায়, আমার একটু অনুভব হইয়াছে, কিন্তু বাবা! গোবৎসগণ যেমন দিবসে স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া দূরে গিয়া বিচরণ করে, এবং সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে, উহারা যেমন মা, মা, বলে ডাকিতে ডাকিতে মার কাছে আসে, আমিও সেইরূপ বিপদে পতিত হইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলে, সর্ব্বভয়নিবারিণী, মহাকারুণ্যরূপিণী, দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গাকে, "মা," "মা" বলে ডাকি, তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ের অন্বেষণ করি, মার চরণে বিল্বপত্র, পুষ্পাদি দিয়া পূজা করি। অতএব, আমার মা'কে ঠিক "মা" বলে চেনা হয় নাই, আমি যথার্থভাবে মা'কে পূজা করিতে পারি না।

বক্তা—তোমার কথা শুনে, তোমার মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। "মা", যে ভাগ্যবান্‌কে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া, তাঁহার স্বরূপ দেখান, "মা" যাঁহাকে যথার্থভাবে তাঁহার পূজা করিবার অধিকার প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি মা'র স্বরূপ দেখিতে পান, তিনিই মাকে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হিমালয়কে দেবী ভগবতী পূজাবিধি সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে তাহা উক্ত হইয়াছে।

গোযুক্তকানি সংঘুষ্টকানি ভবন্তি তান্যন্যোন্যমপশ্যন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তি। এবং তাবচ্চেতনাবৎসু। অচেতনেষ্বপি। তদ্‌যথা লোষ্টঃক্ষিপ্তো বাহুবেগং গত্বা নৈব তির্য্যগ গচ্ছতি নোর্দ্ধমারোহতি পৃথিবীবিকারঃ পৃথিবীমেব গচ্ছত্যান্তর্য্যতঃ।"—

মহাভাষ্য।

দেবী ভগবতীর উক্তি—হে পর্ব্বতপুঙ্গব! আমার পূজা প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য পূজার আবার বৈদিকী ও "তান্ত্রিকী", এই দুইপ্রকার ভেদ আছে। বৈদিক পূজাও "ব্যাপক" ও "অব্যাপক" ভেদে দ্বিবিধ জানিবে। যে মূঢ়মানব এবম্প্রকার পূজা রহস্য না জানিয়া, ইহার বিপরীত আচরণ করে, সে সর্ব্বথা অধঃপতিত হইয়া থাকে। ভূধর! তুমি যে, ইতঃপূর্ব্বে আমার সাক্ষাৎ পরমরূপ দর্শন করিয়াছ, যাহা পরাৎপর, যাহা অতিমহৎ, যে মূর্ত্তির মস্তক, নয়ন ও চরণাদির সংখ্যার অন্ত নাই, যাহা সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বপ্রেরক, আমার সেই ব্যাপক বিরাটমূর্ত্তির নিরন্তর ধ্যান, পূজা, প্রণাম ও স্মরণ কর্ত্তব্য। হে নগবর! আমি তোমাকে প্রথম পূজার স্বরূপ বলিলাম। তুমি শান্ত ও সমাহিতমতি হইয়া, দম্ভ ও অহঙ্কারাদিবিহীন হইয়া তদ্‌গতচিত্তে এই পরমমূর্ত্তির শরণাপন্ন হও, সর্ব্বদা তাঁহারই প্রীতিকর যাগানুষ্ঠান, তাঁহারই জপ, তাঁহারই ধ্যান, মনে মনে তাঁহার সন্দর্শন করিতে থাক। অচল প্রেমযুক্ত ভক্তিভাবে আমাকেই সর্ব্বময় ভাবনাপূর্ব্বক দান যজ্ঞ, তপস্যাদি দ্বারা বিরাট্‌রূপিণী আমারই সন্তোষসাধনে সচেষ্ট হও। এইরূপ করিলে, আমার অনুগ্রহে তুমি নিশ্চয় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যাহারা আমাতেই চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া, নিরন্তর আমারই ধ্যানাদিতে তৎপর হয়, তাহারাই আমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি, তাহাদিগকে আমি অচিরকাল মধ্যে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। রাজন্! কর্ম্মসংমিশ্রিত ধ্যান বা ভক্তিপূর্ণ জ্ঞান বলেই আমাকে সর্ব্বথা আয়ত্ত করা যায়, নতুবা কেবল কর্ম্মদ্বারা আমাকে কখনই পাওয়া যায় না। মনীষিগণ বলেন, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচারই ধর্ম্ম, এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মাভাস। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মৎস্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হয়, অতএব আমার যখন কোন বিষয়েই ভ্রম-প্রমাদ নাই, তখন বেদ কখন অপ্রমাণ হইতে পারে না, তখন মৎস্বরূপ বেদেরও কোন বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্র সকল যখন শ্রুতির অর্থানুসারেই প্রণীত হইয়াছে, তখন মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্র সমূহেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়াছে। রাজার আজ্ঞা যেমন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ আমিই যখন অখিল জগতের ঈশ্বরী, তখন আমার আজ্ঞা স্বরূপ বেদকে মানবগণ কিরূপে উপেক্ষা করিবে? বেদস্বরূপিণী ভগবতী প্রথমে প্রথমপ্রকার বৈদিকী পূজার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া, নগাধিরাজ হিমালয়কে দ্বিতীয় প্রকার বৈদিকী পূজার উপদেশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়প্রকার বৈদিকী

পূজার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবতী বলিয়াছেন—মদীয় প্রতিমূর্ত্তির পূজা স্থণ্ডিল, (উন্নতি-অবনতিশূন্য সমীকৃত প্রদেশ, যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত স্থান, হোমার্থ কুণ্ড প্রতিনিধিরূপে বালুকাদি-দ্বারা কৃত মণ্ডলবিশেষ) চন্দ্র, সূর্য্যমণ্ডল, জল, বাণলিঙ্গ, যন্ত্র কিংবা সুপ্রশস্তপটে কর্ত্তব্য। প্রথমে হৃৎপদ্মমধ্যে, যিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও, ভক্তানুগ্রহার্থে সগুণমূর্ত্তি ধারণ করেন, যাঁহার হৃদয় সতত করুণাপূর্ণ, বর্ণ অরুণবৎ লোহিত, মুখ মণ্ডল সুপ্রসন্ন, সর্ব্বাঙ্গ অতি মনোহর ও সীমন্ত যেন অখিল সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ, যিনি তরুণীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, যিনি অখিল জগতের জননী, ভক্তগণের দুঃখ যিনি সতত কাতরহৃদয়া, যাঁহার ললাটদেশে শশিকলা, ভুজ চতুষ্টয়ে পাশ অঙ্কুশ ও বরাভয় মুদ্রা শোভা পাইতেছে, সেই পরাৎপরা মন্ত্ররূপিণী দেবীকে ধ্যান করিবে, এবং তৎপরে বিভবানুরূপ উপচার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন আভ্যন্তর পূজার অধিকার না জন্মে, তাবৎকালই এই প্রকার পূজার প্রয়োজন থাকে, আভ্যন্তর পূজার অধিকার জন্মিলে, আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন থাকে না। স্বম্বিদ্রূপিণী ব্রহ্মময়ী আমাতে যে চিত্তের বিলয়, তাহাই আভ্যন্তর পূজা; সূত সংহিতাতে অনেকতঃ এইরূপ উপদেশ আছে।

জিজ্ঞাসু—আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, পূজা বলিতে আমি যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা পূজার প্রকৃতরূপ নহে, আমার যদ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয়, যদ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, সে পূজার রূপ আমি অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই।

বক্তা—রূপ-রসাদি আপাতপ্রতীয়মান বিভিন্নভাবসমূহের দেশ-কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরুপাধিক, পূর্ণ, পরসম্বিৎ বা পরব্রহ্মের সহিত যে সঙ্গতি, একীকার (unity) তাহার নাম প্রকৃত পূজা। (১) কিছু ধারণা হইল কি?

জিজ্ঞাসু—বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিলে, পরম উপকৃত হইব, ইহা মনে হইতেছে। সর্ব্বভাবপ্রপূরক, সর্ব্বভাবময় ভগবানে সকল ভাবকে মিশাইয়া দেওয়াই, 'আমার' বলিবার কিছু না রাখাই, "তিনিই সব," "তাঁহারই সব," "আমি তাঁহার" এই ভাবকে দৃঢ় ও পূর্ণভাবে হৃদয়ে আসন দিয়া, তাঁহাতে বিলীন বা তন্ময় হওয়াই "প্রকৃত পূজা," আপনার পূজাতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক, পূজা সম্বন্ধে আমার এই প্রকার ধারণা হইয়াছে। এখন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, "আসন," "আবাহন," "বিসর্জ্জন," "অর্ঘ্য," "গন্ধ," "পুষ্প," "ধূপ,"

---

(১) "পূজা নাম বিভিন্নস্য ভাবৌঘস্যাপি সঙ্গতিঃ। স্বতন্ত্র বিমলানন্দ ভৈরবীয়চিদাত্মনা"—শ্রীতন্ত্রালোক, ৪র্থ আহ্নিক।

"দীপ," "নৈবেদ্য," ইত্যাদি উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, সে পূজা দ্বারা কি বিভিন্ন ভাবসমূহের পরব্রহ্মের সহিত সঙ্গতি—একীকরণ হইতে পারে?

বক্তা—অধিকার বা যোগ্যতার ভেদানুসারে যে, ক্রিয়ার ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক, তাহা তোমাকে বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানীর পূজা পদ্ধতি এবং অন্যের পূজা পদ্ধতি যে, একরূপ হইতে পারে না, তাহা তোমার জানা আছে, সন্দেহ নাই। পূজার সাধারণ অনুষ্ঠান, পূজা করিতে হইলে, সামান্যতঃ যাহা যাহা করা হইয়া থাকে, তাহা তুমি বিদিত আছ। কিন্তু পূজা করিতে হইলে, কি নিমিত্ত আসনশুদ্ধি করিতে হয়, ভূতশুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়, কর শুদ্ধি ও জল শুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত প্রাণায়াম করিতে হয়, আবাহন করিতে হয়, কি নিমিত্ত জপ করিতে হয়, তাহা বোধ হয়, তোমার যথাপ্রয়োজন জানা নাই, তাহা জানা থাকিলে, আসনাদি উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, সে পূজার দ্বারা কি, বিভিন্ন ভাব সমূহের পরব্রহ্মের সহিত একীকরণ হইতে পারে? তুমি এই প্রকার প্রশ্ন করিতে না। "পূজা" ও "যোগ" যে এক সামগ্রী, কায়ীক, বাচিক, ও মানসিক শুভকর্ম্মমাত্রেই যে পূজা, তাহা বিস্মৃত হইও না, হৃদয়কে রাগদ্বেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি (মিথ্যাদি) দোষ বা মলযুক্ত করা এবং শরীর দ্বারা হিংসাদি রহিত, আত্ম পরের হিতসাধক কর্ম্ম করাই প্রকৃত ঈশ্বর পূজন (রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং রাগদুষ্টানৃতাদিনা। হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বরপূজনম্)—শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদের এই কথা ভুলিও না। চিত্তমল, বাঙমল ও কায়মল, এই ত্রিবিধ মলের শোধনই পূজার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু—সুন্দর কথা। এখন বুঝাইয়া দিন, আসনাদি উপচার দ্বারা কিরূপে চিত্তমল, কায়মল ও বাঙমলের শোধন হইয়া থাকে। "মল" কোন্ পদার্থ।

বক্তা—যাহা যাহার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, যাহা যাহার স্বভাবকে প্রকটিত হইতে দেয় না, তাহাকে তাহার মল বলা হয়। পূজা, উপাস্য বা দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগকে (যজ্ঞ) পূজা বলা হয় ("পূজা নাম দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাদিযাগ এব"—বীরমিত্রোদয়) যিনি যাঁহার প্রিয়, যাঁহাকে যিনি আত্মীয় মনে করেন, ভাল বাসেন, না চাহিলেও, তাঁহাকে তিনি কিছু না কিছু (যাহা তাঁহার বুদ্ধিতে ভাল) দিয়া থাকেন, প্রিয়জনকে কিছু দিতে পারিলে আনন্দ হয়, আত্মতৃপ্তি হয়।

জিজ্ঞাসু—তাহা হয় কেন? যাহার হৃদয় সংকীর্ণ, যে অত্যন্ত কৃপণ, সে যে পুত্রাদিকেও স্বেচ্ছায় কিছু দিতে পারে না, সে যে আত্মাকেও কিছু দিতে চায় না, তাহার কারণ কি?

বক্তা—যে যাহাই করে, একটু চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারিবে, আত্মতুষ্টির জন্যই সে তাহা করিয়া থাকে। আত্মবোধের সংকীর্ণতাই, জীবকে কৃপণ করে, নিষ্ঠুর করে, সহানুভূতিবিহীন করে, আবার আত্মজ্ঞানের প্রসার মানুষকে দাতা করে, করুণা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি সদগুণগ্রাম দ্বারা ভূষিত করে। কৃপণেরা ধনাদিকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাহারা অন্যকে (যাহা তাহাদের দৃষ্টিতে অনাত্মীয়—পর তাহাকে) ধনাদি দিতে পারে না। কৃপণেরা যে আত্মবঞ্চন করে, স্বয়ংও ভোগ করে না, তাহার কারণ তাহাদের ধনাদিতেই আত্মজ্ঞান প্রবলতর। যাহা হউক, আত্মাই যে, সকলের প্রিয়তম, আত্মার জন্যই যে, অন্যে ভালবাসা হয়, আত্মীয়ভাব বশতঃই যে, অন্যের সুখবর্দ্ধনের ইচ্ছা হয়, অন্যকে ধনাদি দিবার প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপাস্য বা পূজনীয়কে আত্মবোধে ভাল বাসে, তাই উপাসক তাঁহার পূজা করিতে চায়। তাঁহাকে কিছু প্রিয় দ্রব্য দিতে ইচ্ছুক থাকে, তাঁহার কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে, সুখী হয়।

জিজ্ঞাসু—সকলেই কি ভালবাসার প্রেরণায় অন্যকে কিছু দিয়া থাকে? অন্যের সেবা করে? এক আনা দিলে ষোল আনা পাইব, অল্প ত্যাগ করিলে অধিক লাভ হইবে, এইরূপ বিশ্বাসেও যে, একজন অন্যকে কিছু দিয়া থাকে, অন্যের সেবা করিয়া থাকে, তাহা কি মিথ্যা?

বক্তা—মিথ্যা হইবে কেন? সংসারে তাহাইত প্রায় সর্ব্বদা নয়নে পতিত হয়। তবে ইহা আত্মার জন্য সকলে সব করে, এই সত্যের ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত স্থল নহে। যাঁহারা ভগবানকে আত্মার আত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, ভগবান্‌কে 'সুতরাং' প্রিয়তম বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বভাবময় ভগবান্ ও পরমাত্মা ছাড়া যাহারা আর কাহাকেও, অনাত্মীয় ভাবে প্রতীয়মান কোন পদার্থকেও ভালবাসিতে পারেন না, ভগবান্ বা পরমাত্মা ভিন্ন যাহাদের নয়নে অন্য কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় না, তাঁহারা ভগবান্ বা পরমাত্মার জন্য [illegible]কে ভাল বাসেন, সুখপ্রাপ্তির সাধনবোধে তাঁহাকে ভালবাসেন না, ভগবান্ বা পরমাত্মাই তাঁহাদের আনন্দ, তাঁহাদের ঈপ্সিততম, ভগবান্ বা পরমাত্মা তাঁহাদের দৃষ্টিতে সুখপ্রাপ্তির হেতুভূত বা সাধনরূপে পতিত হন না।

ধনাদি পাইবার আশাতে যাহারা কাহারও সেবা করেন, তাঁহারা সেব্যকে ঠিক ভালবাসেন না, সেব্যের জন্য সেব্যের সেবা করেন না, ধনাদি পাইবার আশাতে তাঁহার সেবা করেন। "পরমাত্মাই সব," 'সকলই তাঁহা' এই জ্ঞানের বিকাশ হইলে, প্রকৃত পূজা হয়। যাহা কার্য্য, তাহা স্থূল; যাহা কারণ, তাহা সূক্ষ্ম। কার্য্য বাহ্য, কারণ আন্তর—কার্য্যাপেক্ষায় সূক্ষ্ম বা ব্যাপকতর। কার্য্য কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, কারণই কার্য্যরূপ ধারণ করে। অতএব যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই স্বরূপতঃ আন্তর। কার্য্য মাত্রের করাণ আছে, এই কথার অর্থ হইতেছে, স্থূলের সূক্ষ্ম আছে, বাহ্যের আন্তর ভাব আছে, ব্যাপ্যের (স্থূলের) ব্যাপক আছে। যাহা সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বকার্য্যের কারণ, যাহা স্বয়ং অকার্য্য--কাহারও কার্য্য নহে, যাহা অন্য কোন সূক্ষ্মভাব হইতে জন্মলাভ করে নাই, যাহার অন্য কোন পূর্ব্বাভাব নাই, তাহা 'পরমাত্মা'। বিশেষ বিশেষ ভাব সমূহকে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন পরভাবে—অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে ডুবাইয়া দেওয়া, একীভূত করা "পূজা" শব্দের অর্থ। অতএব বলিতে পারা যায়, পূর্ণভাবে না হইলেও, সকলেই পূজা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন। নাস্তিকও পূজা করেন, জড়বিজ্ঞানসর্ব্বস্বও পূজা করেন। মননশীল মানুষ মাত্রেই বিশেষ বিশেষ ভাবে উপলভ্যমান ভাবসমূহকে সামান্যভাবে মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বিশেষের মধ্যে সামান্যকে ধরিবার, বিশেষ বিশেষ ভাবকে সর্ব্বকারণ পরমাত্মভাবে নত করিবার যত্ন করেন, মননশীল মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মা বা পরম কারণে আত্মনিবেদন করিতে আমার বলিবার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়কে তাঁহাকে সম্প্রদান করিতে তাঁহার চরণে দিবানিশি নমোনম করিতে সদা সচেষ্ট। তাই বলিতেছি, বিশুদ্ধভাবে না হইলেও, পূর্ণরূপে না হইলেও, সকলেই পূজা করেন। যাহা সকলেই করেন, যাহা না করিয়া থাকিবার উপায় নাই, যাহাতে তাহা যথার্থ ভাবে করা হয়, তজ্জন্য সদা সচেষ্ট হওয়া আত্মার প্রকৃত কল্যাণার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য। পূজা কি, উপাস্যের—আরাধ্যের স্বরূপ কি, যথার্থভাবে তাহা না জানিলে, যথার্থ ভাবে পূজা হইতে পারে না। যিনি সর্ব্ব বিশেষ, বিশেষ ভাবের পর সামান্যভাব, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যাঁহা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার বক্ষে ধৃত হইয়া বিশ্বজগৎ অবস্থান করিতেছে, লয় কালে যাঁহার কোলে বিশ্বজগৎ প্রলীন হয়, যিনি বিশ্বের মাতা-পিতা, যিনি সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বভাবপ্রপূরক, যিনি সকলের সর্ব্ব যিনি সকলের সব বলিয়া "সর্ব্ব" বা সর্ব্বাণী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন, সকল

বস্তুই বস্তুতঃ তাঁহার, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও কোন বস্তুতে কোনরূপ অধিকার নাই। যিনি কোন বস্তুকে "আমার" বলিয়া মনে করেন, 'আমার' বলিয়া ব্যবহার করেন, তিনি 'চোর' তিনি এই ক্লেশময় সংসার কারাগারে পুনঃপুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকেন। পূজা করা, সুতরাং যাঁহার সব যিনি সর্ব্বাধিকারী, তাঁহাকে সব নিবেদন করা, অর্থাৎ আমার, 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। সবই তোমার, তুমিই সব, এই জ্ঞানাগ্নিকে প্রোজ্জ্বলিত করিয়া, তাঁহাতে মমত্ব বুদ্ধিকে—অজ্ঞানকে আহুতি দেওয়া, পরমেশচরণে আত্মনিবেদন করা, বার বার তাঁহার চরণে "নমোনমো" করা। বাহ্যভাবকে আন্তরভাবে দেখা, বাহ্য যে আন্তরভাবেরই ব্যক্ত অবস্থা, তাহা নিশ্চয় করা, বাহ্য ও আন্তর (স্থূল ও সূক্ষ্ম) যে, বস্তুতঃ অভিন্ন, তাহা স্থির করা, যথার্থ পূজা। পূজ্য বা উপাস্যকে, আরাধ্য দেবকে না চিনিলে, যথার্থ পূজা হইবে কিরূপে? (২) অন্তরেই বাহ্যভাব বিদ্যমান, বীজেই বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। যদি অন্তরে প্রবেশ করিতে পার, বহির্ম্মুখকে যদি অন্তর্ম্মুখ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, বাহ্য অন্তরেই বিদ্যমান, স্থূল সূক্ষ্মের গর্ভে অবস্থান করিতেছে। আমরা সাধারণতঃ কোন বস্তুর ঠিক স্বভাব কি, তাহা জানি না। "স্ব" শব্দের অর্থ আত্মা; আত্মার ভাবই স্বভাব। যাহা সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, দেশ কালাদি দ্বারা যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে, অতএব যাহা সর্ব্ব কার্য্যের কারণ, সর্ব্বস্থূলের সূক্ষ্ম তাহা "আত্মা" তাহাই প্রকৃত'স্ব'। এখন বলা যাইতে পারে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলভ্যমান স্ব, প্রকৃত "স্ব" নহে, অপরিচ্ছিন্ন "স্বই" প্রকৃত "স্ব"। অপরিচ্ছিন্ন এই 'স্ব' ই সর্ব্ব বস্তুর প্রকৃত 'স্বভাব'। অতএব সর্ব্বভাবকে আত্মভাবে দেখাই পরমাত্মাররূপে অবলোকন করাই, অবিকৃতস্বভাবের— বিমল স্বভাবের দেখা। ইহাই ত পূজা। এই নিমিত্ত পূজা করিতে হইলে, পূজককে পূজ্যের স্বভাব কি, তাহা জানিতে হইবে, পূজকের স্বভাব কি, তাহা জানিতে হইবে, পূজার উপকরণ সমূহের স্বভাব কি, তাহা স্থির করিতে হইবে। এই সকল করিতে হইলে, যাহা যাহা করা উচিত, বেদশাস্ত্র, পূজা করিতে হইলে, তাহা তাহা করিতেই উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা বেদশাস্ত্রের উপদেশানুসারে পূজা করেন, তাঁহারা তাহা তাহাই করিয়া থাকেন। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, পূজা করিতে হইলে, কি কি করিতে হয়, এখন বুঝিবার চেষ্টা কর, পূজা

(২) "পরিচীয় পুরা দেবং দেবপূজাপরো ভব। দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ॥"—বোধসার।

করিতে হইলে, "আত্মশুদ্ধি" "স্থানশুদ্ধি", "মন্ত্রশুদ্ধি" "দ্রব্যশুদ্ধি," "দেবশুদ্ধি" এই পঞ্চশুদ্ধি অবশ্য কর্ত্তব্য, পঞ্চশুদ্ধি বিনা পূজা হয় না, শাস্ত্র এই কথা বলিয়াছেন কেন, এখন জানিবার চেষ্টা কর, "আসন" "আবাহন", "অর্ঘ্য", "পাদ্য" "আচমনীয়" "স্নানীয়" "বসন" "ভূষণ" "গন্ধ", "পুষ্প" "ধূপ" "দীপ" "নৈবেদ্য" "মাল্যানুলেপন" নমস্কার ইত্যাদি উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, সে পূজা দ্বারা বিভিন্ন ভাব সমূহের পরব্রহ্মের সহিত সঙ্গতি—একীকরণ হইতে পারে কিনা।

পূজাস্থানকে পঞ্চগব্য জল, প্রভৃতি দ্বারা প্রক্ষালন, সম্মার্জ্জন ও উপলেপ দ্বারা দর্পণ বৎ নির্ম্মলীকরণ, ধূপ, দীপ, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করা বিচিত্র বর্ণময় করা স্থানশুদ্ধি। স্থানশুদ্ধি দ্বারা পূজার কি উপকার হয়, তাহা বোধ হয়, বুঝাইতে হইবে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানকুশল পূজা-বিদ্বেষীরাও যথোক্ত স্থানশুদ্ধির কার্য্যকারিতা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গাদি অখিল ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। মাতৃকাবর্ণ এবং মূলমন্ত্রের অক্ষর সমূহ ক্রমে ক্রমে দুইবার আবৃত্তি করিলে, মন্ত্রশুদ্ধি হয়। পূজার দ্রব্যাদিতে মূলমন্ত্র, অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিলে ও ধেনুমুদ্রা দেখাইলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, 'মলশোধনই' পূজার প্রধান অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। আচমন ও প্রাণায়াম দ্বারা দেহাদির মল বিশোধিত হইয়া থাকে, দেহাদির স্বভাব জ্ঞান নেত্রে পতিত হয়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মল প্রভৃতির স্বরূপের আবরক দূরীভূত হয়। প্রাণায়মের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিবার প্রয়োজন আছে। ভগবান্ পাতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "প্রাণায়াম" দ্বারা আত্মার প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়, প্রাণায়মের প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রে আছে। বায়ু ও শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "শান্তি" "প্রশান্তি" "দীপ্তি" ও "প্রসাদ" প্রাণ নিরোধ দ্বারা প্রধানতঃ এই চারিটী প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"শান্তি" "প্রশান্তি," "দীপ্তি" ও "প্রসাদ" ইহাদের অর্থ কি? ইহদিগ দ্বারা কোন্ কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে?

বক্তা—বিস্তার পূর্ব্বক তাহা বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। স্বয়ংকৃত, বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনিষ্টজনক পাপ কার্য্যের ফলস্বরূপ মলিন সংস্কার রাশির, অথবা মাতা, পিতা ও জ্ঞাতি-সম্বন্ধী প্রভৃতি হইতে সংক্রামিত মল বা পাপ সমূহের যে, প্রক্ষালন

বায়ুপুরাণ তাহাকে "শান্তি" বলিয়াছেন। যথাবিধি প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে, দেহাদির মল শোধন হইয়া থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক হিতার্থ লোভমানাত্মক পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির যে সংযম, তাহার নাম "প্রশান্তি।" প্রাণায়াম দ্বারা পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির সংযম হয়। সূর্য্যাদি প্রকাশাত্মক পদার্থ সমূহের ন্যায় প্রকাশ স্বভাবের, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পৎ প্রসিদ্ধ ঋষিগণের ন্যায় অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান পদার্থ সকলের সম্যগ্ দর্শনের এবং সাম্যবোধের—সমতাবুদ্ধির—সমান খ্যাতির নাম "দীপ্তি" যথাবিধি প্রাণায়মের অভ্যাস দ্বারা এই দীপ্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের, ইন্দ্রিয়ার্থস্বরূপ রসাদির মনের, প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর যে প্রসাদ—নির্ম্মলতা, তাহাকে "প্রসাদ" এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। নিয়ম পূর্ব্বক প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে, যে, বিবিধ রোগের শান্তি হয়, শরীর ও মনের রোগপ্রবণতা দূরীভূত হয়, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও বহু ব্যক্তির অনুভব হইয়াছে। "প্রাণায়াম" করিলে যে, এই সকল হয়, তাহার কারণ কি, প্রাণায়ামের কার্য্যকারিতা বুঝাইবার সময়ে তাহা বলা হইবে। আচমন করিতে হইলে, কি করিতে হয়, আচমন করিবার সময়ে যেরূপ ভাবনা করা আবশ্যক, তাহা অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, আচমন দ্বারা মল শোধনই হয়, ভগবান্ যে সর্ব্বভাবময়, যথার্থভাবে আচমন করিলে তাহা উপলব্ধি করিবার পথ অনেকতঃ পরিষ্কৃত হয়। ফলতঃ মলশোধনই আচমনাদির উদ্দেশ্য।

জিজ্ঞাসু—বাবা! ভূতশুদ্ধির প্রয়োজন কি?

বক্তা—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপ পঞ্চভূতময় শরীরের যে পরব্রহ্মের সম্পর্কে শোধন করা হয়, অর্থাৎ ইহারা যে, পরম কারণ পরমাত্মা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা যে পরমকারণ পরমাত্মার কার্য্য, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতময় শরীরকে মলরহিত করা, শরীর সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানকে বিমল করা অর্থাৎ পরমাত্মাতে দেহভাবকে ডুবাইয়া দেওয়াই "ভূতশুদ্ধি।" অতএব ভূতশুদ্ধি পূজার (বিশেষ, বিশেষ ভাব সমূহকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার সহিত একীভূত করাই তাঁহাতে সর্ব্ব বিশেষ বিশেষ ভাব সমর্পণ করাই পূজা, ইহা স্মরণ করিও) প্রধান অঙ্গ। দেহকেই আমরা সাধারণতঃ আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকি, যাঁহারা পরমাত্মার স্বরূপ বিচার না করিয়া, পরমাত্মার স্বরূপ দর্শন না করিয়া, দেহকে আত্মা বলে মনে করেন, তাঁহারা ঘোর অন্ধকাররূপ তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন। যাহা আত্মার স্বরূপকে

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তাহা "পাপ" এই পাপ বা মলের শোধনই আত্মশুদ্ধি প্রভৃতির প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসু—বাবা! যাঁহারা যথাবিধি প্রাণায়ামাদি করিতে অশক্ত, তাঁহাদের কি কোন উপায় নাই? তাঁহারা কি মা দুর্গার পূজা করিতে পারেন না?

বক্তা—মা দুর্গা, কে, এবং কাহাকে প্রকৃত পূজা বলে, পূজার জীবন কি, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পার নাই, তাই এইরূপ প্রশ্ন করিলে। রাবণবধার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, কাকুস্থ! দুষ্ট দশাননের সংহারার্থ অমরগণ আদিপুরুষ ভগবান হরিকে প্রার্থনা করাতেই, নারায়ণাংশে আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাঘব! রাবণকে বধ করিবার এক উপায় আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি। আপনি সেই উপায়ের আশ্রয় করিলে দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ দুষ্ট রাবণ আশু নিহত হইবে। আপনি সম্প্রতি এই আশ্বিন মাসে পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিকর "নবরাত্র ব্রত" করুন। এই ব্রতে নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া যথাবিধানে জপহোমাদিসমন্বিত ভগবতীর অর্চ্চনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও সুররাজ ইন্দ্রও এই ব্রত করিয়াছিলেন। রাম! সর্ব্ব-বিষয়ে সুখী ব্যক্তিরও এই শুভপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত হইয়াছে, তাহার ত সর্ব্বসিদ্ধিকর, সর্ব্বকষ্টহর এই ব্রত বিশেষরূপে করণীয়। বিশ্বামিত্র ভৃগু, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বৃহস্পতি ইঁহারাও এই ব্রত করিয়াছিলেন। অতএব আপনিও রাবণবধার্থ নবরাত্র ব্রত করুন। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের বিনাশার্থ শঙ্কর ত্রিপুরাসুরের নিধনার্থ এবং মধুসূদন মধুকৈটভের সংহারার্থ এই নবরাত্র ব্রত করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। হে দয়ানিধে! আপনি ত সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি দয়া করিয়া বলুন, সেই দেবী কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ? তিনি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? তাঁহার নাম কি? এবং কি প্রকার নিয়মেই বা এই ব্রত করিতে হয়। নারদ শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, সেই সনাতনী (অজা, নিত্যা) দেবী আদ্যাশক্তি নামে বিখ্যাতা, তিনি সততই একভাবাপন্না, তাঁহার জন্ম, মৃত্যু কিছুই নাই; পূজিতা হইলে, তিনি সমুদায় দুঃখ বিনাশ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার কামনাই পূর্ণ করিয়া থাকেন। হে রঘূদ্বহ! তিনিই ব্রহ্মাদি অখিল জীবের কারণ, তাঁহার শক্তি ভিন্ন কেহ স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় না, তিনিই বিষ্ণুর পালনশক্তি, তিনিই মদীয় পিতা ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, সংহারকর্ত্তা রুদ্রদেবের তিনিই সংহারশক্তি, পরম কল্যাণময়ী পরাৎপরা পরব্রহ্ম

শক্তিও তিনি। ত্রিভুবনমধ্যে যেখানে সদসদ্বস্তু আছে, তিনিই তৎসমস্তের শক্তি, সুতরাং তাঁহার আর উৎপত্তি কোথা হইতে সম্ভবিতে পারে? যৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, দিবাকর, ইত্যাদি দেবগণ, পৃথিবী ও পর্ব্বতাদি কিছুই থাকে না, সেই মহাপ্রলয়কালেও সর্ব্বকল্যাণময়ী, সর্ব্বগুণাতীতা সেই পূর্ণা প্রকৃতি আদ্যা-শক্তিই চিন্ময় পরমপুরুষ পরব্রহ্মের সহিত বিহার করিয়া থাকেন। সেই নির্গুণা দেবীই যুগাদি সময়ে (সৃষ্টিকালে) সগুণা হইয়া, প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৃষ্টাদি শক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা ভুবনত্রয় সৃষ্টি করেন। বেদ সকল তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তিনি বেদের আদি, তাঁহাকেই পরমা বিদ্যা বলিয়া জানিবেন। জীবগণ ইহাঁকে জানিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যুময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! ব্রহ্মাদি দেবগণ গুণ ও কর্ম্মভেদে যে অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়াছেন, আমি আর তৎসম্বন্ধে কি বলিব? অকারাদি ক্ষকারান্ত সমুদায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ যোগে যত নাম হইতে পারে, তৎসমুদায় তাঁহারই নাম, তাঁহারই বাচক, তাঁহার নামের সংখ্যা নাই। শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন,—বিপ্রর্ষে! আপনি সংক্ষেপে সেই নবরাত্র ব্রতের বিধান বলুন, আমি অদ্যই পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিব। নারদ বলিলেন, আপনি সমতল প্রদেশে বেদিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি জগদম্বিকাকে স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধানে নবরাত্র উপবাস করুন। হে মহীপতে! আপনার এই কার্য্যে আমি আচার্য্য হইব। দেবগণের কার্য্য সাধনার্থ আমি এ বিষয়ে সাতিশয় উৎসাহ করিতেছি। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নারদোক্ত ব্রত করিলে, দেবী ভগবতী তাঁহাদিগের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মহাষ্টমীর নিশীথকালে সিংহবাহনে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই গিরিশৃঙ্গেই অবস্থানপূর্ব্বক ভ্রাতৃসমন্বিত শ্রীরামকে মেঘগম্ভীর বচনে বলিয়াছিলেন, হে মহাবাহো রাম! আমি অদ্য ত্বদীয় ব্রতে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি; অতএব এক্ষণে মনোভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তুমি অমরগণের প্রার্থনানুসারেই রাবণবধার্থ নারায়ণাংশে পবিত্র মনুবংশে উৎপন্ন হইয়াছ। পূর্ব্বে তুমিই সুর-গণের হিতসাধনায় মৎস্যরূপ ধারণপূর্ব্বক দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়া বেদ রক্ষা করিয়াছিলে। তুমিই কূর্ম্ম শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দরাদ্রি ধারণ করিয়া মহাসমুদ্র মন্থন করাইয়া সুরবৃন্দকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলে। রাম! তুমিই ত বরাহরূপে দশনাগ্র দ্বারা মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিয়াছিলে। তুমিই ত নৃসিংহাবতার হইয়া প্রহ্লাদকে রক্ষাপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছ।

পূর্ব্বকালে তুমিই ত সুরকার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া দেবরাজের কনিষ্ঠ বামনমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বলিরাজকে ছলনা করিয়াছিলে। তুমিই ত বিষ্ণুর অংশে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে সংহারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে পৃথিবী দান করিয়াছ। সেই তুমিই এক্ষণে রাবণ প্রপীড়িত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই দশরথাত্মজ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। (১)

শ্রীমহাভাগবতেও শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ বধার্থ ভগবান্ দুর্গাদেবীর পূজার কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, মা দুর্গার স্বরূপও, শ্রীমহাভাগবত পাঠ করিলে, বিশদভাবে অবগত হওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ ভগবান্ রামচন্দ্রকে রাবণ বধের উপায় স্বরূপ নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, স্বয়ং আচার্য্য হইয়া রামচন্দ্রকে নবরাত্র করাইয়াছিলেন ; দেবী ভাগবতে এইরূপ কথা আছে, কিন্তু শ্রীমহাভাগবতে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মা রাবণ বধার্থ মা দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া আকাশবাণী দ্বারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ; হে মহাবলপরাক্রম রঘুবর, তুমি অচিরে লঙ্কার নিশাচরগণকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ করিবে। আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিল্ব বৃক্ষে বোধিত ও

---

(১) "ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেম্না ব্রতং নারদসম্মতম্। অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা॥ সিংহারূঢ়া দদৌ তত্র দর্শনং প্রতিপূজিতা। গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবা চ রাঘবং সানুজ গিরা॥ মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা। দেব্যুবাচ। রাম রাম মহাবাহো তুষ্টাস্ম্যস্থ ব্রতেন তে॥ প্রার্থয়স্ব ব্রতং কামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে। নারায়ণাংশসম্ভূতস্ত্বং বংশে মানবেঽনঘে॥ রাবণস্য বধায়ৈব প্রার্থিতস্ত্বমরৈরসি। পুরা মৎস্যতনুং কৃত্বা হত্বা ঘোরং চ রাক্ষসম্॥ ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা। ভূত্বা কচ্ছপরূপস্তু ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্॥ অকূপারং প্রমথ্যানং কৃত্বা দেবানপোষয়ঃ। কোলরূপং পুরা কৃত্বা দশনাগ্রেণ মেদিনীম্॥ ধৃতবানসি যদ্রাম হিরণ্যাক্ষং জঘান চ। নারসিংহীং তনুং কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুরা॥ প্রহ্লাদং রাম রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব। বামনং বপুরাস্থায় পুরা ছলিতবান্ বলিম্॥ ভূত্বেন্দ্রস্যানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ। জমদাগ্নিসুতস্ত্বং মে বিষ্ণোরংশেন সঙ্গতঃ॥ কৃত্বান্তং ক্ষত্রিয়াণাং তু দানং ভূমেরদাদ্দ্বিজে। তথেদানীং তু কাকুৎস্থ জাতো দশরথাত্মজঃ॥ প্রার্থিতস্তু সুরৈঃ সর্ব্বৈরাবণেনাতিপীড়িতৈঃ॥"

—দেবী ভাগবত।

পূজিত হইয়াছি। ("অহং সম্বোধিতা বিম্বে ব্রহ্মণা পূজিতাপি চ। দাস্যামি তেমনোভীষ্টং বরং শক্র নিবর্হণম্॥" শ্রীমহাভাগবত)।

জিজ্ঞাসু—বাবা! যে মা দুর্গাকে আশ্বিন মাসে অনেকে পূজা করেন, যে মা দুর্গাকে আমি ছেলে বেলা হইতে ভালবাসি, সেই মা দুর্গাই কি, বেদে "দুর্গা" এই নামে লক্ষিতা হইয়াছেন? বাবা! আশ্বিন মাসে মা দুর্গার পূজা করিতে হইলে বোধন করিতে হয় কেন? "নবরাত্র" সম্বন্ধে আমার অনেক কথা জানিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা প্রাণায়ামাদি করিতে অসমর্থ, তাহারা কি করিয়া মার পূজা করিবে? বাবা! দেবী ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে যে ভগবান্ রামচন্দ্রকে "পরিপূর্ণতম হরি" বলা হইয়াছে, সে রামচন্দ্র দেবী দুর্গার স্বরূপ জানিতেন না, নারদ বা ব্রহ্মাকে তিনি দেবী মহেশ্বরী মহাদুর্গা কোথায় আছেন, তাঁহার প্রভাব কিরূপ? ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া আমার জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে। দেবীভাগবতে ও শ্রীমহাভাগবতে এইরূপ কথা আছে, কেন? পূজা করিতে হইলে, "আবাহন ও বিসর্জ্জন" করিতে হয়, ইহার কারণ কি? আবাহন ও বিসর্জ্জনের অভিপ্রায় কি, বাবা?

বক্তা—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জানিতেন, তিনি কে, এবং দেবীরই বা স্বরূপ কি? তবে যে তিনি এইরূপ লীলা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। লোকে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জানে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের তাহা অনভিমত। রাবণ মানুষের বধ্য, অন্যের বধ্য নহে, তাই ভগবান্ মানুষী তনু ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল, ভক্ত তাঁহার প্রাণ স্বরূপ। তাঁহার কোন ভক্ত কোন কারণে উত্তেজিত ও কোপপরবশ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন, তুমি নররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে, এবং তোমার আত্মবিস্মৃতি হইবে। ভগবান্ রামাবতারে ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আত্মবিস্মৃতিবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে, সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তিনি যে দেবীর স্বরূপ জানিতেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মার কথা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রহ্মা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, রামায়ণ বেদচন্দ্রিকাতে আমি তৎসমুদায় উদ্ধৃত করিয়াছি। রঘুবীর ব্রহ্মার মুখ হইতে দেবীর কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, প্রভো! সম্প্রতি বলুন; দেবী মাহেশ্বরী মহাদুর্গা কোথায় আছেন? তাঁহার রূপ কিরূপ রম্য? এতদুত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যদিও তুমি স্বয়ং সব জান, তথাপি শ্রোতা ও বক্তাদিগের পাবন বলিয়া এই পুণ্য কথা

বলিতেছি ("শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি স্বরং জানাসি যদ্যপি। তথাপি পাবনং পুণ্যং শ্রোতৃণাং ভাবতাং যতঃ ॥)।

দেবী সর্ব্বগা সর্ব্বব্যাপিকা, সর্ব্বসংস্থা, সর্ব্বত্র বিদ্যমানা ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও বিদ্যমানা (সর্ব্বজ্ঞা "সর্ব্বগা চ বিশেষাৎ পীঠবাসিনী। * * * ব্রহ্মাণ্ডমধ্যসংস্থা চ তদ্বহির্বাসিনী তথা —শ্রীমহাভাগবত)। দেবীর "পৌরাণিকী "তান্ত্রিকী ও "বৈদিকী মূর্ত্তি আছে। মহাভাগবতে দেবীর এই ত্রিবিধ মূর্ত্তির বিবরণ আছে।

দেখ বাবা দেবী কে, "পূজা" কোন্ পদার্থ, তাহা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সদ্গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে, সদ্গুরুর উপদেশানুসারে কর্ম্ম না করিলে, কেহ মা দুর্গার স্বরূপ যথার্থভাবে জানিতে পারেন না, কেহ যথাযথরূপে তাঁহার পূজা করিতে সমর্থ হন না।

জিজ্ঞাসু—আপনি যাহা বলিলেন, আমার এখন তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। কেবল বেদ শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিলে কি হইবে ? বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম না করিলে, বেদশাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ একেবারে অনর্থক না হইলেও ইহা যে, আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রদ হইতে পারে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বেদ শাস্ত্রোপদেশ সমূহের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান বহু মতভেদ আছে, এই সকল মতভেদের সমাধান না হইলে, কোন্ মত সত্য, কোন্ মত গ্রাহ্য ও কোন্ মত অসত্য বলিয়া পরিত্যাজ্য, শুদ্ধভাবে তাহা স্থির করা সম্ভব হয় না। আমি আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শাস্ত্র সমূহের মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান মতভেদ সমূহের সমন্বয়, সাধু লক্ষণ সকলের মধ্যে একটী প্রধান লক্ষণ। যদি আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ক্রমশঃ আপনার উপদেশ সাবধান হইয়া শ্রবণ ও তদনুসারে কর্ম্ম করিব। যথার্থভাবে দুর্গা পূজা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। যথার্থভাবে দুর্গার পূজা করিবার ইচ্ছা কেন হইয়াছে, যদি আপনি এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি বলিব, মা দুর্গার বা গুরুদেবের কৃপায় আমার ধারণা হইয়াছে, আমি যাহা কিছু করি, তাহা মা দুর্গার কৃপায়, তাঁহার শক্তি বশতঃ, আমার কায়িক. বাচিক ও মানসিক স্পন্দন তাঁহারই শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। দুর্গা সপ্তশতী পাঠ করিয়াছি, আপনার মুখ হইতে ইহার মনোহর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই, তথাপি মা দুর্গাই যে সব, মা'র কৃপা ব্যতিরেকে যে কোনরূপ সিদ্ধি হইতে পারে না, মা দুর্গাই যে ইচ্ছাশক্তি, তিনিই যে

জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, মা দুর্গার কৃপাতেই যে আমি দেখি, শুনি, চলি, চিন্তা করি, মা দুর্গাই যে, বুদ্ধিরূপে আমার হৃদয়ে অবস্থান করেন, মা দুর্গাই যে সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, তিনিই যে আমার একমাত্র গতি, একমাত্র শরণ্যা, মা দুর্গাই যে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা, তিনিই যে সনাতনী, শরণাগত দীন আর্ত্তজনের তিনিই যে ত্রাণপরায়ণা, তিনিই যে বেদের "অদিতি", এক কথায়, তিনিই যে সব, গুরু শাস্ত্রের অনুগ্রহে ভগবতীর কৃপায় আমার তাহা ধারণা হইয়াছে। তাই মা দুর্গার—সেই মহাকারুণ্যময়ীর, সেই দুর্গতিবিনাশিনীর, সেই দুরাচারবিঘাতিনীর, সেই সর্ব্ব আর্ত্তিহরার চরণে পুনঃপুনঃ নমোনমঃ করিতে, তাঁহার শরণাগত হইতে "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥ সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥ * * * সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে। ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে! নমামি ত্বামহং দেবীং মহাভয় বিনাশিনীম্। মহাদুর্গ:প্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্ ॥" এইরূপ ভাবে মার স্তব করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। শ্রুতি যাঁহাকে "অজ্ঞেয়া," "অলক্ষ্যা", "অজা" বলিয়াছেন, আমি কি করে তাঁহাকে জানিতে পারিব? তাঁহার কৃপা বিনা, আমি কি করে তাঁহার স্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইব? এক আশা, মা আমার মহাকারুণ্যময়ী, মা আমার দুর্গতিনাশিনী। বাবা! মা দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু কথা শুনিবার ও বুঝিবার শক্তি আমার নাই। যাহাতে আমার কল্যাণ হইবে, আপনি আমাকে সংক্ষেপে তাহা বলুন, প্রাণ যে ভাবে আমার বিশ্বজননীর পূজা করিতে ব্যাকুল হইয়াছে যাহাতে আমি সেইভাবে আমার মাকে পূজা করিতে পারি, আপনি আমাকে তাদৃশ কৃপা করুন। আপনি দয়া ক'রে, কি নিমিত্ত মা দুর্গার আশ্বিন মাসে পূজা করা হয়, কি নিমিত্ত বোধন করা হয়, আবাহনের ও বিসর্জ্জনের অর্থ কি, "নবরাত্র" এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এই সকল বিষয় আমাকে বুঝাইয়া দিন, আমাকে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা করিয়া দিন। "মা দুর্গার বৈদিকী, পৌরাণিকী ও তান্ত্রিকী" এই ত্রিবিধমূর্ত্তি আছে, শ্রীমহাভাগবতের এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বেদ, তন্ত্র ও পুরাণ, ইহাঁদের স্বরূপ কি, ইহাঁদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, "স্থূল" ও "সূক্ষ্ম" বা "বাহ্য ও আভ্যন্তর" এই দ্বিবিধ পূজার প্রকৃত তত্ত্ব কি? শুনিয়াছি, মানস যাগ বা পূজা না করিলে, বাহ্য পূজা করা হয় না। এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, আমি তাহা বুঝিতে পারি না, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি

তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। পূজার জীবন সম্বন্ধে আপনি কিছু উপদেশ দিবেন, আমি মার সজীব পূজা করিবারই অভিলাষী। "সকলেই পূর্ণ বা বিশুদ্ধভাবী না হইলেও মার পূজা করে" আপনার এই গম্ভীর কথার অভিপ্রায় কি? তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়।

বক্তা—তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর, হতাশ হইও না, ব্যস্ত হইও না, তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, আমি মা দুর্গার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাকে সেই সমস্ত বিষয় জানাইবার চেষ্টা করিব। মা'র কৃপা হইলে, কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে।

দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, নবরাত্র ব্রত শরৎকালে বিশেষরূপে যথাবিধি করিতে হয়, বসন্তকালেও ইহা প্রীতি পূর্ব্বক কর্ত্তব্য। "শরৎ" ও "বসন্ত" নামক ঋতুদ্বয় প্রাণিদিগের পক্ষে অতি দুঃখে অতিবাহনীয় এই সময়ে মানবগণের বিবিধ প্রকার পীড়া উপস্থিত হওয়ায়, অনেকেই কালকবলে কবলিত হইয়া থাকে, এই জন্য চৈত্র ও আশ্বিন মাসে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের ভক্তিপূর্ব্বক দেবী চণ্ডিকার পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। "শরৎ" ও "বসন্ত" "মহাঘোর" এই ঋতুদ্বয় সর্ব্বজন মধ্যে "যমদংষ্ট্রা" নামে প্রসিদ্ধ (শরৎকালে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকং। বসন্তে চ প্রকর্ত্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্ব্বকং॥ দ্বাবৃতুযমদ্রংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্বজনেষু বৈ। শরদ্বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ॥ তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ॥ দেবী ভাগবত, ৩।২৬। শ্রীরামচন্দ্র যে রাবণবধার্থ নবরাত্র ব্রত করিয়াছিলেন, দেবী ভাগবতে তাহাও উক্ত হইয়াছে। শ্রীমহাভাগবত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মা সংগ্রামে ধ্রুব জয়লাভার্থ রামচন্দ্রের জন্য সিংহবাহিনী দশভুজার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবীকে অকালে প্রবোধিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—"দেবীকে অকাল-প্রবোধিত করিয়াছিলেন, এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা—দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি, এবং উত্তরায়ণ তাঁহাদিগের দিবা। দক্ষিণায়নে দেবতাগণ নিদ্রিত থাকেন (অয়নং দ্বেহয়নে বর্ষং ক্রমাত্তে দক্ষিণোত্তরে। রাত্রিদিবৌকসাং পূর্ব্বং দিবা বৈচোত্তরায়ণম্॥"—সূতসংহিতা)। আশ্বিন মাসে (দক্ষিণায়ন বলিয়া) দেবতারা নিদ্রিত থাকেন, এই নিমিত্ত আশ্বিন মাসে দেবতার প্রবোধন—অকাল প্রবোধন।

জিজ্ঞাসু—দেবতার "জাগরণ" ও নিদ্রার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আমি "অকালে বোধন" কি, ঠিক তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে, যথাসময়ে তাহা বলিব। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ব্রহ্মা আশ্বিন মাসে দেবীকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, তাই আশ্বিন মাসের পূজাতে বোধন করিতে হয়। বোধন করিবার সময়ে 'রাবণের বধ ও রামচন্দ্রের অনুগ্রহার্থ পুরা ব্রহ্মা কর্তৃক দেবীর অকালে বোধন করা হইয়াছিল এবং আশ্বিন মাসের অসিত (কৃষ্ণ) পক্ষে আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে বিল্ববৃক্ষে আমি যাবৎ পূজা করিব, তাবৎকালের জন্য তোমাকে প্রবোধিত করিতেছি, ("ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ। শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধোদেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা) এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিতে হয়। আশ্বিন মাসে যে দেবীর পূজা হয়, তাহাতে যে জন্য বোধন করিতে হয়, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম। এতদ্দ্বারা তোমার যে বিশেষ লাভ হইবে না, তোমার যে জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইবে না, তাহা আমি জানি।

"নবরাত্র" সম্বন্ধে আমার বহু বক্তব্য আছে। সংসার যে, দেবাসুরের সংগ্রাম ক্ষেত্র, তাহা সম্ভবতঃ তোমার বহুশঃ শ্রুত বিষয়। অসুর কাহাকে বলে, সংসার দেবাসুরের ক্ষেত্র, এই কথার প্রকৃত আশয় কি, "নব" এই সংখ্যার তত্ত্ব কি? রাত্রি কোন্ পদার্থ? ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থ সমাধান-ব্যতিরেকে নবরাত্রের প্রকৃত আশয় কি, তাহা বোধগম্য হইতে পারে না। স্মরণ করিও যাজ্ঞ, দৈবত ও অধ্যাত্ম এই ত্রিবিধ অর্থের স্বরূপ দর্শন না হইলে, বেদের বা ইতিহাস-পুরাণ সম্বন্ধীয় সমীচীন জ্ঞান লাভ হয় না। নব রাত্রের স্বরূপ যথার্থ ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে 'যাজ্ঞ' 'দৈব' ও 'অধ্যাত্ম' এই ত্রিবিধ অর্থের তত্ত্ব যথার্থরূপে অবগত হইতে হইবে। বশিষ্ঠে রথন্তর সাম দ্বারা মোহপ্রাপ্ত ইন্দ্র বা আত্মাকে প্রবোধিত করিলে, তিনি বিবেকরূপ অদৃশ্য বজ্র দ্বারা স্বশরীরস্থ বৃত্রাসুরকে (মোহ বা অজ্ঞানকে) নিহত করিলেন, মহাভারতের এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তনীয়। যাহা আত্মজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, যাহা আত্মার স্বরূপকে জানিবার পথে প্রতিবন্ধক, যাহা দুঃখময় সংসারে যাতায়াত করিবার কারণ, যাহা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও সত্ত্বাকে পরিচ্ছিন্ন করে, তাহা "মায়া,"। মায়ার হস্ত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শরণাগত হওয়া ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। 'মায়া' শব্দ বেদে 'আবরক অসুর' এই অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩×৩=৯; ৩×৩=৯ এই কথার অর্থ কি? যজ্ঞোপবীতকে নবগুণ (নগুণ) বলা হয় কেন, তাহা জান কি? আমি যথা-জ্ঞান পরে "নবরাত্রের" বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিব। নবপ্রকার বা নবগুণিতক রাত্রি বা মায়াকে অতিক্রম করিতে না পারিলে দেবতা সর্ব্বতোভাবে মায়া বা আবরক অসুরকে জয় করিতে

সমর্থ হন না। ইন্দ্র দধীচ মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। নব সংখ্যক নবতি (৯×৯০) আররক্ত অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ও সামবেদের এই কথার অভিপ্রায় কি তাহা ভাবিয়া দেখ ("ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্ব্বৃত্রাণ্য প্রতিষ্কুত জঘান নবতীর্নব॥"—ঋগ্বেদ ১।১।৫।

জিজ্ঞাসু—'নবরাত্র' শব্দের গর্ভে যে এত তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াও কৃতার্থ হইলাম; এখন আবাহন ও বিসর্জ্জন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলুন।

বক্তা—সকল দেবতারই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধরূপ আছে। দেবতাগণের তত্তদুপাধিবিশিষ্ট যে চৈতন্যময় রূপ, যে রূপ কেবল মন্ত্রবাচ্য, তাহা তাঁহাদের সূক্ষ্মরূপ; এবং তাঁহাদের ভক্তগণের—তাঁহার তত্তৎ সূক্ষ্মরূপের উপাসকগণের অনুগ্রহার্থ তাঁহারা স্ব স্ব সূক্ষ্মরূপ হইতে করচরণাদিবিশিষ্ট যে রূপ ধারণ করেন তাহা তাঁহাদের স্থূলরূপ। দেবতার সূক্ষ্মরূপ হইতে স্থূলরূপে যে অভিব্যক্তি, তাহাই 'আবাহন' পদবাচ্য অর্থ। আবাহন—'আবাহন', 'স্থাপন' 'সান্নিধ্য' 'সন্নিরোধন' 'সকলীকার' 'অমৃতীকরণ' 'পাদ্য' 'আচমন' 'অর্ঘ্য' এবং 'পুষ্প' এই দশবিধ সংক্রিয়াত্মক। দেবতার স্থূলরূপ হইতে পুনরায় সূক্ষ্মরূপে—শক্তিভাবে গমনরূপ যে ব্যাপার, তাহাকেই 'বিসর্জ্জন' কহে। (১) পূর্ব্বে আভ্যন্তর ও বাহ্য এই দ্বিবিধ পূজার কথা বলিয়াছি, এ বিষয়ে পরে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, এখন এ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র শুনিয়া রাখ যে, সংবিদের যে পূজা, তাহাই আভ্যন্তর পূজা, এবং সংবিৎকে ত্যাগ করিয়া যে পূজা তাহাই বাহ্য পূজা, তাহা সংসারের পূজা। (২)

বিল্ববৃক্ষ বোধন করিতে হয় কেন, তোমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রীসূক্ত-পাঠ করিলে, তুমি অবগত হইবে, বিল্ববৃক্ষ শ্রী বা মহালক্ষ্মীর নিবাসযোগ্য বৃক্ষ (আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব-বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ। —শ্রীসূক্ত)। তুমি যথাসময়ে এই বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইলে বিল্ববৃক্ষ মহালক্ষ্মীর নিবাসযোগ্য এই কথার অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—বাবা! যাহারা যথাবিধি পঞ্চশুদ্ধি করিতে অশক্ত, তাহারা ভগবতীর পূজা কিরূপে করিবে?

বক্তা—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবনা, এই তিনটী পূজার জীবন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাবনা ব্যতিরেকে যে পূজা হয়, তাহা জীবন শূন্য পূজা। (১) মা আমার সর্ব্বশক্তিময়ী, মা করুণাময়ী! যে ভাগ্যবান্ সর্ব্বতোভাবে এই বিশ্বজননীর প্রপন্ন

---

(১) "আবাহন মভিব্যক্তিঃ শক্তিভাবো বিসর্জ্জনম্।"—সূতসংহিতা।

(২) সংবিদেব পরা শক্তির্নেতরা পরমার্থতঃ। অতঃ সংবিদি তাং নিত্যং পূজয়েন্মুনিসত্তমাঃ॥ সংবিদ্রূপাতিরেকেণ যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে। স হি সংসার আখ্যাতঃ সর্ব্বেষামাত্মনামপি॥"—সূতসংহিতা।

(১) "ভক্তিঃ শ্রদ্ধা ভাবনা চ পূজানাং জীব উচ্যতে।"—মেরুতন্ত্র।

হইতে পারে, মা'র চরণে যথার্থভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে, আমি অকিঞ্চন, আমি অপরাধের আলয়, তথাপি মা! 'আমি তোমার' এই বলিয়া, এই প্রকার দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত এই প্রকার ভাবনাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি মার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, মার কৃপায় তাহার শক্তিহীনতা দূরীভূত হয়, সে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকে। অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, যে সর্ব্বান্তঃকরণে, সরলভাবে আমি অপরাধের আলয়, আমি অকিঞ্চন, আমি অগতি, তুমি আমার উপায়ভূত হও, আমি তোমার (তবাস্মি), এই ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয় তাহার সর্ব্বপ্রকার তপঃকৃত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতীর্থে গমন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান প্রভৃতি সর্ব্বথা (কেবল ন্যাস বা আত্মনিবেদন দ্বারাই) সিদ্ধ হইয়া থাকে, মোক্ষ তাহার করগত হয়। কৃতান্যনেন সর্ব্বাণি তপাংসি তপতাং বর। সর্ব্বতীর্থাঃ সর্ব্বযজ্ঞাঃ সর্ব্বদাপনি চ ক্ষণাৎ। কৃতান্যনেন মোক্ষশ্চ তস্য হস্তে ন সংশয়ঃ॥"—অহির্বুধ্ন্য সংহিত।।)

জিজ্ঞাসু—'আমি তোমার' বলে আত্ম-নিবেদন বা ন্যাস করিলেই যে সর্ব্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি?

বক্তা—ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য এতদুত্তরে বলিয়াছেন, মুক্তির জন্য যতপ্রকার তপঃ উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগ হইতে দয়াবতী ঋগ্বেদশ্রুতি ন্যাসকে—সর্ব্বান্তকরণে ভগবানের প্রপন্ন হওয়াকে অতিরিক্ত তপঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নমঃ" শব্দ দ্বারা কৃত আত্মন্যাসকে দয়াময় ঋগ্বেদ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়াছেন (স্বরাজ্যং ব্রহ্মহত্যাদি দোষৈর্হ্যন্মেহামুনে। সমিদিত্যাহ ঋগ্বেদ শ্রুতিরাহ দয়াবতী।—অহির্বুধ্ন্যসংহিতা) (২) অতএব যিনি ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধিপথ কোনরূপ প্রতিবন্ধক কারণ দ্বারা অবরুদ্ধ হইতে পারে না। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" এই পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন,—কোন ব্যক্তি ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হইলে, তাহার অন্য উপায় ব্যতিরেকে, কেবল ভক্তিদ্বারাই সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে; ঈশ্বরভক্তি অন্য কোন উপায়ের অপেক্ষা করে না, ঈশ্বর, ভক্তি দ্বারা অভিমুখ হইয়া, করুণা করিয়া "ভক্তের যাহা ইষ্ট তাহা হউক" এইরূপ অনুগ্রহ করেন, সেই অনুগ্রহ দ্বারাই, অন্য উপায় ব্যতিরেকে, তাহার সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য বলিয়াছি, পূজার জীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভাবনা; যদি তুমি প্রাণায়ামাদি নাও করিতে পার, আর যদি ভগবানে শ্রদ্ধা, ভক্তি, এবং ভাবনা সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলে, মা'র কৃপায় তোমার পূজা সিদ্ধ হইবে, সে পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা হইবে, কারণ তাহা সজীব পূজা।

(২) যোনমসা স্বধ্বরঃ। তমেদর্বন্তো রংহয়ন্ত আশাবস্তস্য দ্যুম্নিতমং যশঃ। ন তমংহো দেবকৃতং কুতশ্চন ন মর্ত্ত্যাকৃতং নশৎ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা।
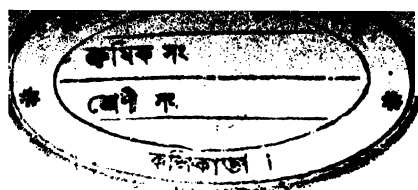
রাসলীলার দুই একটি কথা।

সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে রাসলীলার দুই একটি কথা বলিব। সময় পাই ত আবার বিশেষ করিয়া এই তত্ত্ব আলোচনার করিব। নতুবা এই পর্য্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা হৃদ্‌রোগ বিনাশক। হৃদরোগ বলে কামকে। রাসলীলা বুঝিতে পারিলে কামের বিনাশ হয়—কামের উদ্দীপক ইহা নহে। কেন নহে তাহাই সংক্ষেপে বলিতে যাইতেছি।

মানুষ শ্রীভগবানকে ডাকে কিন্তু যেখানে শ্রীভগবান্ অধিকারী নর বা নারীকে ডাকেন, ডাকিয়া তাহাদের লইয়া আনন্দ কি—প্রকৃত আনন্দ কাহার নাম বুঝাইয়া দেন তাহাই রাসলীলা। আহা! কত সুন্দর এই কথা। আমার জন্য ভগবান্ সাজিয়াছেন, আমার জন্য মধুর মুরলী ধ্বনি করিতেছেন, করিয়া করিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, আমাকে গুরুতর এই সংসার বন্ধন ছেদন করাইয়া তাঁহার নিকটে আনিয়া আনন্দে ভরিত করিয়া দিতেছেন, ইহা অপেক্ষা জীবের প্রার্থনীয় আর কিছু আছে কি? "যংলব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যাহা লাভ করিলে অন্য কোন কিছু লাভকে আর অধিক বলিয়া মনে হয় না, রাসলীলা ত তাহাই। ভগবান্ আমায় ডাকিলেন, ভগবান আমাকে লইয়া খেলা করিলেন, আমাকে তাঁহার আনন্দে ভরিত করিয়া দিলেন, চিরদিনের মত সংসার ছাড়াইয়া দিলেন—ইহা অপেক্ষা অধিক সুখ কি মানুষ কল্পনা করিতে পারে? পারে না। তাই রাসলীলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ত সকল শোভার একমাত্র আধার। সুন্দর দেখিলে বা সুন্দরী দেখিলে তুমি কি কর? গাছে সুন্দর গোলাপ দেখিয়া বক্ষে অাঁট আর সুন্দরী দেখিয়া বুকে পড়িতে ছুটিয়া যাও। তুমি কামুক তুমি লম্পট। কিন্তু যদি দেখ সুন্দর গোলাপের পাশে, সুন্দরী রমণীর পাশে সর্ব্ব সুন্দর দাঁড়াইয়া আছেন, তখন কি আর তোমার ভোগের লালসা থাকে? সর্ব্ব সুন্দর দেখিলে যে ভোগ ত্যাগ হইয়া যায়। তোমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র তাই তুমি ক্ষুদ্র দেখ, দেখিয়া ভোগ করিতে যাও। দৃষ্টি বিশাল কর সুন্দরকে দেখিতে পারিবে। সুন্দর আজ অতি সুন্দর হইয়া মানুষকে ডাকিতেছেন। সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ আজ চাঁদ হইয়া পূর্ব্বদিকে দিকবধূর গণ্ডদেশ কুঙ্কুম রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়া প্রকৃতিকে রাসলীলায় উপযোগিনী করিয়া লইয়াছেন। দেশ কাল পাত্র সব সুন্দর। এই রাসলীলা কি শ্রীকৃষ্ণের গোপিনী ভোগের জন্য? হরি! হরি! যিনি আনন্দময়, তাঁহার আবার কোন আনন্দের অভাব পড়িল—পূর্ণ যিনি তাঁহার আবার অভাব কি আসিল—যাহা ভোগ করিতে তিনি ব্যাকুল হইলেন? "ভগবানপি—রন্তুং মনশ্চক্রে" একথাও ভাগবতে আছে সত্য। কিন্তু যিনি আত্মারাম তিনি ত আত্মাতেই রমণ করেন। ইহাই ত জীবকে পূর্ণ করিয়া দেওয়া। ভগবান রমণ

করিবার জন্য ডাকিলেন। তুমি কেন কুভাব আন? না না এমন কথা মনে করা ও পাপ। তিনি জীবকে ডাকিলেন। কেন ডাকিলেন? সাধনা তপস্যা করিয়া জীব কত কষ্ট পাইয়াছে—এখন জীব একবার ভগবানের সঙ্গ করুক, করিয়া ভগবদ্ আনন্দ উপভোগ করুক, করিয়া চিরতরে জুড়াইয়া যাক্, চিরতরে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হউক, হইয়া চিরতরে আনন্দ সমাধিতে মগ্ন থাকুক, ইহার জন্যই ত ভগবান্ ডাকিলেন, ডাকিয়া রাসলীলা করিলেন, সাধকের আত্মাকে জরিত করিয়া দিলেন—বিষয় রমণ ছাড়াইয়া খণ্ডকে অখণ্ডে মিলাইলেন।

এই যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা—ইহার আদি কোথায়? রামলীলা যেমন কৃষ্ণলীলার আদি তেমনি রাসলীলার ও আদি রামলীলা। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র রাম অবতারে আপনি অধিকারী সাধকের নিকটে গিয়া দেখা দিয়াছেন। ঋষিগণ তাঁহার অপূর্ব্ব অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়া তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভগবান্ বলিলেন তোমাদের এই তপঃ কর্ষিত দেহে আমার সঙ্গ হইবে না। আমাকে আলিঙ্গন করিবার দেহ ধরিয়া তোমরা পরযুগে জন্মিবে আর আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। গোপিনীগণ পূর্ব্ব জন্মের ঋষি ছিলেন তাই তাঁহারা রাসলীলার সঙ্গিনী। বেদে এই কথা আছে। নতুবা ভগবান্ স্ত্রীলোক লইয়া লাম্পট্য করিলেন ইহা নিতান্ত আসুরিক কথা! বুঝিতে না পারিয়াই মানুষ ভগবানে দোষারোপ করে, করিয়া আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়।

যাঁহার চিত্ত নির্ম্মল তিনিই রাসলীলাতে যোগ দিতে পারেন। ভগবান্ নিজেই বলিতেছেন—

মুনে জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ।
অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্য সাধনম॥

মুনে! আমি জানি তোমার চিত্ত আমার উপাসনা করিয়া নির্ম্মল হইয়াছে, রাগদ্বেষ শূন্য হইয়াছে; তাই আমি স্বয়ং আসিয়াছি—আমি ভিন্ন অন্য সাধনা নাই। রামলীলায় সর্ব্বত্রই ইহা দেখা যায়। এই রামই কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বংশী রবে সাধককে সংসার ছাড়াইয়া নিজের কাছে আনিয়া আপনাকে দিয়া আনন্দে ডুবাইয়া ছিলেন—ইহাই রাসলীলা। যদি জিজ্ঞাসা কর, তোমাকে কি কখন রাসলীলায় যোগ দিতে ডাকিবেন? নিশ্চয়ই ডাকিবেন যদি তাঁর উপাসনা করিয়া করিয়া চিত্তের রাগ ও দ্বেষরূপ মলা ধুইয়া নির্ম্মল হইতে পার। করিবে একটু উপাসনা? কলির জীবের পক্ষে নামজপই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। করিবে ইহা? কিছুদিন অভ্যাস কর, দেখ কি হয়। দিবাতে নিত্যকর্ম্ম তিন বেলায় সন্ধ্যা উপাসনা ও স্বাধ্যায় ত করিবেই। রাত্রিতে সায়ং সন্ধ্যা করিয়াই অল্প করিয়া কিছু আহার করিয়া ২।৩ ঘণ্টা ঘুমাইয়া লও। পরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জপ কর। প্রথম প্রথম অন্য চিন্তা মনে উঠিবে। মন্ত্ররূপী তোমার ইষ্ট দেবতাকে ডাকিয়া ডাকিয়া অন্য চিন্তা তাড়াও। কিছুদিন এই ভাবে নাম কর; চিত্ত নির্ম্মল হইবে, তখন প্রিয়তমের ডাক শুনিতে পাইবে, রাসলীলায় যোগ দিতে পারিবে।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥৹ টাকা, মোট ১৩॥৹ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸৹ আবাঁধা ১৷৹।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৷৹ আনা বাঁধাই ১৸৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷৹ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মূল্য ২৸৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছ্বাসঃ ৸৹ আনা (৩) বজ্রবাণী—১৷৷৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—৷৷৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.

Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগীতা ১ম ষটক যন্ত্রস্থ। বাহির হইতে আরও ২ মাস লাগিবে। ২য় এবং ৩য় ষটক বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ গীতা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা উপস্থিত ২য় এবং ৩য় ষটক লইতে পারেন। ১ম ষটকের জন্ত তাঁহাদের নাম লেখা থাকিবে। বাহির হইলেই আমরা সংবাদ দিয়া ভি, পি, ডাকে পাঠাইব।

গীতা পরিচয়।

তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

গীতা পাঠের পূর্ব্বে ইহা অবশ্য পাঠ্য। মূল্য আবাধা ১।০ বাবাই ১৸০।

To Let.

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষার গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪॥০
২। " দ্বিতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৩। " তৃতীয় ষট্ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪॥০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২॥০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ॥০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১॥০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডূক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২॥০ আবাঁধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ॥০
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ॥০ আবাঁধা ।০

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য।/০ আনা। নমুনার জন্ত ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র,টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 588

২০শ বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল। [৮ম সংখ্যা

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩ৎ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

জানা ত হ'লনা জীবনে।

যে গানের প্রথম কলিটি "জানা ত হ'লনা জীবনে" সেই গানটি এই :—

"জানা ত হ'লনা জীবনে।
তুমি যে আমার কত আপনার
জানা ত হ'লনা জীবনে।
আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল
হ'লনা লুটান চরণে॥
কবে—অভিমানের বাঁধ যাবে গো আমার
আঁখি-নীর-স্রোতে ভাসিয়া
কবে—জুড়াইব আমি দিবস রজনী
প্রেম-সিন্ধু-তটে বসিয়া
কবে—পারিব জানিতে তুমি হে আমার
সাথী যে জীবনে মরণে॥
কবে—সকল ছাড়িয়া রহিব গো আমি
দীনের দীনটি সাজিয়া
তোমার—দাসানুদাসের চরণ ধূলায়
রহিব ধূসর হইয়া
কবে—সকল ভুলিয়া রসনা আমার
রবে—তুব গুণ-গান কীর্ত্তনে॥

কে এই গানটি বাঁধিয়াছেন জানিনা—কিন্তু শুনিয়াছিলাম ইহা শিবপুরে। ভক্ত দীনেশকে নিরতিশয় সুললিত কণ্ঠে গানটি গাহিতে শুনিয়া সভা আনন্দে ভরিত হইয়াছিল। বাস্তবিক এইরূপ মধুর—এইরূপ সুন্দর গান এইরূপ মধুর স্বরে গীত হইতে আর কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোথায় এই সঙ্গীতের এত মাধুরী?—বলিতেছি।

জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা হইতেছে তাহাই যেখানে তোমাকে ও আমাকে—প্রথম তোমাকে, পরে আমাকে—জানা ও জানানর কথা থাকে। ঋষিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনায় ইহাই দেখি। এই উপাসনায় দেখি প্রথমে তোমার দিকে চাওয়া আছে সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে। তোমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহারা আপনার বিন্দু সত্তাকে সিন্ধু সত্তায় ডুবাইয়া বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়াছেন। ঋষিগণের উপাসনা প্রণালীতে সর্ব্বাগ্রে এই ভক্ত-ভগবানের মিলন কথা দেখি। ইহা হৃদয়ে আঁকিয়া—ইহা স্মরণ করিয়া পরে আমাকে দেখিবার কথা আছে। ভক্ত ও ভগবান কি এক জগৎ-মঙ্গল-পবিত্র দেশে পবিত্র ভাবে থাকেন ইহা স্মরণ করিয়া নিজের দিকে চাহিলেই দেখা যায় কত অমঙ্গলের মধ্যে আছি, কত অপবিত্রার মধ্যে, কত পাপের মধ্যে পড়িয়াছি। আপনার অপবিত্রতা—আপনার পাপ দেখিতে পাইলেই মানুষ কাতর কণ্ঠে তোমাকে ডাকে, তোমার কাছে প্রার্থনা করে। আহা! তুমি মঙ্গলময়—তুমি ভিন্ন আমার এই অমঙ্গল রাশি, আমার এই বিঘ্ন রাশি সরাইতে সামর্থ্য কাহারও নাই; তোমার করুণা ভিন্ন—করুণাবরুণালয় তুমি—আমার উপর করুণা করিতে আর কেহ নাই। এই করুণা-বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন না করিলে কেহ কি কখন জুড়াইতে পারে? এই নির্ম্মল পবিত্র জলে অবগাহন না করিলে কখন কি মানুষ মল ধৌত করিয়া নির্ম্মল হইতে পারে? আহা! আনন্দময়কে না ডাকিলে আনন্দ পাইবে কোথায়? ইহকালে ও পরকালে সুখ দিতে সেই সুখদায়িনী ভিন্ন আর ত কেহ নাই। সেই রমণীয় দর্শনে ডুবিয়া না থাকিলে চিরতরে আনন্দ কি থাকে? নিতান্ত অসহায় শিশুকে করুণাময়ী জননী ভিন্ন স্তন্যরস দিয়া বলাধান করিতে আর কে পারে? নিখিল জগৎকে পরিতৃপ্ত করিতে আর কে আছে? নিজের অমঙ্গল, নিজের পাপ দেখিয়া মানুষ কাতর হইয়া সেই মঙ্গলময়ীকে ডাকিয়া যখন পবিত্র হইতে থাকে তখন আবার একবার তোমার স্বরূপ তোমার মায়া জড়িত রূপ স্মরণ করিতে হয়। ক্রমে তোমার

বিভূতি দেখিয়া দেখিয়া নিজের অপরাধ সহস্রের ক্ষমা জন্য প্রার্থনা করিতে হয়, আর শতবার বলিতে হয়--ক্ষমা কর ক্ষমা কর—"অন্যথা শরণং নাস্তি" তুমি আশ্রয় না দিলে আমাকে আশ্রয় কেহই দিবে না—আহা! তোমার কারুণ্য ভাব ভিন্ন আমাকে রক্ষা করিতে আর কেহ নাই। এই ভাবে ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে প্রতিদিন চলিতে হয়।

উপরের গীতটিতে বলা হইয়াছে "জানা ত হ'লনা জীবনে" তুমি যে আমার "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যৎ—বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ" তুমি যে আমার শোনার শোনা, ভাবার ভাবা, বলার বলা, তুমি যে প্রাণের প্রাণ—তুমি যে আমার আপনার হতে আপনার তাহা জানাত হল না জীবনে। কেন হল না—কেন তোমায় জানা হল না? আহা! আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল যে! আমার অমঙ্গল, আমার পাপ—আমার নিত্য প্রলাপ তোমায় জানাইতে গিয়া জীবন শেষ হইয়া গেল—নিত্য পাপ, নিত্য অপরাধ, নিত্য ভ্রম · এই করিতে করিতেই দিন কাটিয়া যায়—হল না লুটান চরণে। কেন এই পাপ—কেন এই অপরাধ—কেন এই ভ্রম? আহা তোমাকে আপনার না বলিয়া কাহারে আপনার বলি? আহা! তোমার দেহে অভিমান ছাড়িয়া কোন্ দেহে অভিমান করিয়া ফেলি, ফেলিয়া কত কষ্ট পাই। কবে ঐ প্রেম-সিন্ধু তটে বসিয়া, তোমায় দেখিয়া স্থির জানিব তুমিই আমার একমাত্র সাথী—এই জীবনে সাথী আর মরণেও সাথী। আহা! যদি জানিতাম—তুমিই আমার জীবনে মরণে একমাত্র সাথী—তবে ত ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া শত সহস্র ব্যাঘ্র ভল্লুকের মধ্যেও নির্ভয়ে থাকিতে পারিতাম—তাহা পারিলাম না বলিয়াই বলি জানাত হল না জীবনে। তোমার হইতে পারিলাম না, তবু এখনও হতাশ হই নাই। তোমার দাসানুদাসের চরণ ধূলায় ধূসর হইয়া থাকিতে চাই—তাঁহার মুখে শুনিয়া তোমার গুণগানে মত্ত থাকিতে পারিলে বুঝি আমার হয়। এই গানটিতে অনেক আছে—শুনিয়া মনন করিলে জানা যায় প্রাণের গীত বটে।

নীরব সাধনা।

বিশ্বে যেথা উঠে কোলাহল সেথা নহে তব পূজা-ঠাঁই,
আপনাতে রহিয়া আপনি পূজি তোমা মন মাঝে তাই।
আমার নীরব আরাধনা সুগোপন মানস-মন্দিরে
অনাদি অস্ফুট ভাব যেথা বিগলিত তপ্ত আঁখি-নীরে।

আমি চাই নীরব জীবন ঝিল্লীময় পল্লীপ'থ পাশে
যেথায় নদীর ঢেউ উঠে মলয়ের কোমল নিশ্বাসে।
সেই ধ্বনি স্রোতস্বিনী শুনি বারে বারে শিহরিয়া উঠে,
সুনিবিড় মহা সোহাগেতে বাণীহারা কি আনন্দে লুটে।
যেথা রবি ম্লান ছবি আঁকি নিতি ডুবে গোধূলির বেলা
সুবিশাল গগন অঞ্চলে অসীমের নীলাঞ্চল মেলা।
লতার আড়াল হ'তে কভু কপোত করুণ গান গাহে
রজনীর শুভ্র তারাগুলি অনিমিখে মোর পানে চাহে।
ঊর্দ্ধে মহা ঘন নীলাকাশ নিম্নে বহে নীল জলরাশি
মৃদু জোছনাতে যেথা সদা হিয়া মাঝে বেজে উঠে বাঁশী।
সে নীরব নিশীথিনী মাঝে প্রেমাবেশে আপনার মনে।
কথা কব নিকুঞ্জ ছায়ায় অপলক নয়নে নয়নে।
সে নীরব ভাষা শুধু সেথা সঙ্গীতের নির্ঝরিণী তলে
মুখরিত করি কুঞ্জবন ধ্বনিয়া উঠিবে পলে পলে।
সেই বাণী মহা নীলিমাতে ভেসে যাবে আকাশে বাতাসে
রণিয়া উঠিবে চারিদিক সুগভীর পুলক-উচ্ছ্বাসে।
ধীরে ধীরে দুটী হিয়া যেন মিলে যাবে অসীম মিলনে
পূর্ণ করি যুগ যুগান্তের প্রেম লীলা অনন্ত জীবনে।
সে নীরব প্রণয়ের দেশে হাসি কান্না মান অভিমান
মহা মিলনের দিনে যেন অকস্মাৎ লভিবে নির্ব্বাণ।
এ সাধনে নাহি বিনিময় আছে শুধু আত্ম বলিদান
অনুরাগে সব বিসর্জ্জন সঁপি দেওয়া তনু মনপ্রাণ।
দুটী হিয়া মাঝে একপ্রাণ একপ্রাণে মধুর মিলন।
দুটী রূপ মিলে অপরূপ মরনেতে অসীম জীবন॥

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

বিরাগ ও প্রেম।

শ্মশানের চিতাভস্ম মাঝে বিরাজিত পিরীতি মন্দির
বিরাগের পূত তপোবনে শোভে শ্যাম নিকুঞ্জ কুটীর।
লেলিহান জিহ্বা মেলি দেখ চিতা বহ্নি করে প্রেম লীলা
বিরাগের তপ্ত হোমানলে দ্রবীভূত সুকঠিন শিলা॥
গৈরিকের পুণ্য স্তূপ হ'তে উগারিয়া উঠে যে অনল
সে অরুণ কিরণ প্রভায় কুঞ্জবন সতত উজ্জ্বল।
প্রেম কথা বিনা স্বার্থত্যাগ বিশ্বযজ্ঞে বিনা আত্মদান,
জানেনা সে প্রেমের বারতা মৃত্যু ভয়ে যে বা কম্পমান,॥
সংসারের ক্ষুদ্র সীমা মাঝে রুদ্ধ যার হৃদয় দুয়ার
এজীবনে চাহে না সে কভু নামাইতে পর দুঃখ ভার।
ছোঁয়াইয়া হৃদয়েতে এবে বিরাগের পরশ রতন
আনন্দ যমুনা তীরে হের নিত্য রাজে প্রেম নিকেতন॥
প্রেমানল যেথা উঠে জ্বলে সে হৃদয় স্বার্থের শ্মশান
সব পথ মিলে এসে প্রেমে চিরতরে লভিতে নির্ব্বাণ।
ধরণীর কোলাহল কভু পশেনা এ পিরীতি মন্দিরে
হৃদয়-দেবতা লাগি গান মর্ম্ম হ'তে শুনা যায় ধীরে।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম, এ।

তোমার দ্বারে।

(১)

তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম—দাঁড়াইলাম সহস্র অপরাধ লইয়া। জীবন ভরিয়া অহর্নিশি সহস্র সহস্র অপরাধই করিলাম। এখনও এই শেষ বয়সে অপরাধ শূন্য হইতে পারিলাম না। এতদিন ত বিশেষ ভাবে অনুভব করি নাই তুমি বিরক্ত হইয়াছ, আজ মনে হইতেছে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ। মনে হইতেছে

তোমারদিকে চাহিবার অধিকার আমার নাই। আমি তোমার দিকে আর বুঝি চাহিতে পারিবনা। তুমি কি করিবে আমার জানা নাই, জানিতেও চাইনা। আমি সহস্র অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া তোমারই নাম করিব। তোমার মন্দিরের দ্বার আমার জন্য রুদ্ধ। সহস্র সহস্র লোকে মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, আমি যাইতে পারিতেছিনা। হায়! স্বীয় দোষে তোমার দিকে চাহিতে পারিলাম না। মন্দির প্রাঙ্গণে তোমার নাম লইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিব, কেন থাকিব তাহা আর খুলিয়া বলিবনা। যদি কখন দিন হয় হইবে, নতুবা যেমন আছি তেমনিই থাকিব। কাহাকেও কিছু বলিবনা, তোমার কাছেও কোন কিছু প্রকাশ করিবনা। কিন্তু স্বভাব আমার দুষ্ট, আমি পারিব ত? পারি—না পারি প্রয়াস করিব, যদি কখন মন্দির দ্বার খুলিয়া যায়—দেখিতে পারি দেখিব নতুবা এই অবধিই অবধি হউক।

(২)

মানুষভাব ও অমানুষভাব—দুই ভাবেই শ্রীভগবান্ দেখা দিয়া থাকেন। প্রতি মানুষেও অমানুষভাব আছে--এ ভাব কোথাও স্পষ্ট কোথাও অনভিব্যক্ত। প্রতি মানুষকে যিনি ভগবান্ ভাবে দেখিতে পারেন তিনিই সাধক। ইহা হয় কিন্তু তখন, যখন শ্রীভগবানকে আত্মাভাবে দেখার সাধনা পাকা হয়। আমার মধ্যে যিনি আত্মা তিনিই সবার আত্মা। আত্মার নামরূপ নাই, তিনি নিরাকার নিরবয়ব। সেই জন্য কৃপা করিয়া ক্ষমার, ভালবাসার, মূর্ত্তি ধরিয়া তিনি দেখা দিয়া থাকেন। মানুষকে যা তা দৃষ্টিতে দেখিলে ভগবানকে অবজ্ঞা করা হয়— মানুষকে যিনি অবজ্ঞা করেন তাঁহার পূজা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না -ইহা শাস্ত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সাধক মানুষ লইয়া ফষ্টিনষ্টি করিতে পারে না কারণ যে ঈশ্বর চায় সে ফষ্টি নষ্টি চপলতা করিতে পারেনা। চপলতার সময় ঈশ্বরের ভাব হারাইয়া যায়, মানুষভাব আসিয়া যায়। যাহারই উপাসনা করুক না, যাহাকেই মানুষ ভাল বলুক না—সে উপাসনা—সে ভাল বলা যদি ভগবান্ মনে করিয়া না হয় তবে তাহা কুপথে লইয়া যাইবেই। যেখানে চপলতা সেইখানে পাপ। যাহারা ক্ষণিক ভাল লাগা পরিত্যাগ করিতে পারেনা তাহারা কখন ঈশ্বর লইয়া থাকিতে চায় না। তাহারা মনে করে ক্ষণিক ভাল লাগাই ঈশ্বর লইয়া থাকা। ইহারা পাপী। যাহারা ইহাদিগকে প্রশ্রয় দেয় তাহারাও পাপী। শ্রুতিই যখন বলিতেছেন অল্পে সুখ নাই, যাহা ভূমা তাহাই সুখ তখন চপলতার

সুখ, প্রশংসা বাক্যের সুখ, মুখরোচক কথার সুখ—ইহাতে যাহারা ভুলিয়া যায় তাহারা শ্রীভগবান্ হইতে সরিয়া আসিয়া পাপপঙ্কে লুটাইয়া সুখ ভোগ করিতে চায়। শ্রুতি বাক্যের বিপরীত পথে চলিতে যাওয়াই পাপ। যাহারা ব্যভিচারী তাহারা স্বভাবতঃ চার্ব্বাক পথই সুমিষ্ট বলিবে কিন্তু যিনি সাধক তিনি স্বভাব যাহাকে সুখ বলে তাহারও বিচার করিবেন, করিয়া দেখিবেন ভিতরে ডুবিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়—বাহিরের স্বভাব যে সুখ দেখায় তাহা নরকের পথেই লইয়া যায়।

(৩)

মানুষের পরম সুহৃদও আছে পরম শত্রুও আছে। বাহিরের সুহৃদ্ ও শত্রুর কথা বলিতেছিনা—বলিতেছি ভিতরের সুহৃদ্ ও শত্রুর কথা। পরম সুহৃদ্ যিনি তিনি কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেন আর বলেন কঠোর কর্ত্তব্য পথে চল সুখ মিলিবে পরে। পরম শত্রু যিনি তিনি বলেন সুখ যেখানে পাও সেইখানে ভোগ কর। সুখের আবার ক্ষণিকত্ব চিরস্থায়ীত্ব কি? চিরস্থায়ী সুখ শাস্ত্রে শুনা যায় বটে কিন্তু কেহই ইহা পায়না। স্বভাববাদী নাস্তিক লম্পটের মুখেই চিরস্থায়ীত্ব রূপ আদর্শ ত্যাগ করিয়া ক্ষণিকত্বের আদরের কথা শুনা যায়। দূর হইতে এই ক্ষণিকত্ব ব্যবহারের লোককে, এই স্বভাবের প্রশ্রয় দাতাকে বর্জ্জন করা উচিত। ইহা বর্জ্জন না করিতে পারিলে কখনই ঈশ্বরের পথে চলা যাইবেনা। এই স্বভাবাদী লম্পটগণ বলিতে পারে আমিও ত ঈশ্বরের জন্যই সমস্ত করিতেছি—স্বভাব যাহা চায় তাহা একটু দিলাম তাহাতে দোষ কি? দোষ বিস্তর। ভগবানের জন্যই যদি জীবন ধারণ করা জীবনের উদ্দেশ্য হয় তবে খোলাখুলি ভাবেই জীবন ধারণ করিতে হয়। যাহা পিতা মাতা স্বামী পুত্র সকলের কাছে করা যায় না যাহাতে অপরের উদ্বেগ জন্মায়, তাহা ঠিক পথ নহে। উদ্দেশ্য মহৎ যে ইহারা বলে—ইহা মৌখিক কিন্তু ইহাদের উপায় মন্দ। যেখানে উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ই ভাল সেই পথই ঋষিগণের আচরিত পথ। ইহা ভিন্ন অন্য পথে চলিলেই ধীরে ধীরে দুর্ল্লক্ষ্য সূত্রে নরকের পথেই যাইতে হইবে।

ঐ যে বলিতেছিলাম পরম সুহৃদ্ ও পরম শত্রু ভিতরেই আছে তাহাই হইতেছে সুহৃদ্ মন ও শত্রু মন। সুহৃদ্ মন বলে কর্ত্তব্য কর, নাম কর, নামের সঙ্গে কথা কও—নাম লইয়া ডুবিয়া যাও, ভিতর হইতে আনন্দ উঠিবে—এখানে ইন্দ্রিয় জনিত কোন দুঃখের আবরণ-মাখা-অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখের নাম গন্ধও নাই। ইহা ক্রমে ক্রমে সুখময়ের ক্রোড়ে তোমাকে লইয়া যাইবে। যদি

রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবিলেই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত ভূমাকে পাওয়া যাইবে। পরম সুহৃদ্ মন সাধনা দ্বারা ভিতরে ডুবিতে বলেন—ডুবিতে যাহারা না পারে তাহাদিগকেও যাহাতে ডুবিতে পারা যায় তাহার উপদেশ প্রদান করেন। সুহৃদ্ মন সর্ব্বদা বিচার করিতে বলেন—সর্ব্বদা বিষয় দোষ দর্শন করিয়া করিয়া বিষয় বাসনা, বিষয় লাম্পট্য, ক্ষণিক মত্ততা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইতে বলেন। নির্ম্মল হইতে পারিলেই ভিতরে ডুবিতে পারা যায়। সুহৃদ্ মন পরমশান্ত, পরিপূর্ণ, আনন্দ স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপের সংবাদ দেয়—কেমন করিয়া সেই শান্ত পরিপূর্ণ পদার্থ হইতে স্পন্দন উঠা মত মনে হয়, কেমন করিয়া সেই শান্ত, সেই পূর্ণ, সেই স্বরূপ, রূপ ধরিয়া অর্দ্ধশক্তি অর্দ্ধ শক্তিমান রূপ-ধারণ করেন, কেমন করিয়া তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট-রূপ ধরিয়া মিথুন হইয়া জগতের সকল বস্তু সাজিয়া লীলা করেন—কেমন করিয়া এই বস্তুই আপন স্বরূপে সর্ব্বদা থাকিয়াও সগুণ, জীবাত্মা, অবতার হয়েন, কেমন করিয়া জীবে জীবে আত্মা যিনি তাঁহাকে প্রথমেই ধরিতে হয়, কেমন করিয়া উপাসনার জন্য ইনিই ভিতরে মনোভিরাম রূপে দাঁড়াইয়া ধ্যানের বস্তু হয়েন, কেমন করিয়া ইহাতেই মন্মনা হইতে হয়, মদ্ভক্ত হইতে হয়, মদ্‌যাজী হইতে হয়, কেমন করিয়া ভিতরে মন্ত্র উচ্চারণে প্রণাম অভ্যাস করিয়া করিয়া বাহিরে সকল বস্তুতে ইঁহাকে স্মরণ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া মনে মনে ভিতরে বাহিরে সর্ব্বজীবকে নারায়ণ মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস করিতে হয়—বলিতেছিলাম সুহৃদ্ মন এই পথ এই কল্যাণ পথ দেখাইয়া দেয়। আর শত্রু মন দেখায় ক্ষণস্থায়ী পথ, নরকের পথ, যাতনার পথ, সাধনা নাশের পথ। তোমার দ্বারে সত্য সত্য যাহারা আসিয়া দাঁড়াইবে তাহারা কর্ত্তব্য লইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, সুখ সুখ করিয়া লাম্পট্যের প্রশ্রয় দিবেনা। ইহারা বিশ্বাসী হইয়া বিশ্বাস মত চলিবে, প্রতিনিয়ত বিচার করিবে—মরণ হয় হউক, আমি সুহৃদ্ মনের আজ্ঞা শুনিতেই প্রাণপণ করিব—শত্রুমনের পরামর্শ শুনিয়া আমার পরম সুহৃদ্‌কে কখন অমান্য করিবনা।

তুমি যে জপ কর বা ধ্যান কর বা স্বাধ্যায় কর বা লেখ ইহাতে সুহৃদ্ মনকে জানিও বরণীয় ভর্গ—ইনিই তোমাকে অবরণীয় ভর্গের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া [illegible]ত্বের পথে প্রেরণ করেন। আর এই দুই মনের দ্রষ্টা যিনি তিনিই তুমি, [illegible]ই আত্মা। তুমি যখন দেখ জপ হইতেছে, বা ধ্যান হইতেছে, বা বিচার [illegible]তেছে তখন তুমি মনে রাখিও "আমি দেখিতেছি আমার পরম সুহৃদ মন আমার পরম শত্রু মনকে বশ করিবার জন্য উপদেশ দিয়া" আমাকে আমার

স্বরূপে থাকিবার পথে চলিতে বলিতেছেন। অপরাধের স্মরণ তিনিই করাইয়া দিয়া আমাকে নির্ম্মল করিয়া লইয়া—সমস্ত কর্ত্তব্য করাইয়া লইয়া স্বরূপ দেখাইয়াই দিয়া থাকেন, এই সকলই ইঁহার কার্য্য।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস।

ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই দুটী শব্দ গীতার প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বহুরূপে ইহাদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী সেইজন্য বলিয়াছেন 'ন্যাস ত্যাগ বিভাগেন সর্ব্ব গীতার্থ সংগ্রহঃ' মোক্ষ যোগে অর্জ্জুন ত্যাগ ও সন্ন্যাসের সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলেই ঐ বিষয় আমরা সম্যক অবগত হইব। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

'কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োঃ বিদুঃ। সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ,' অর্থাৎ কামনা করিয়া যে সকল কর্ম্ম-কৃত হয় তাহাদের ত্যাগই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত এবং সকল কর্ম্মফলত্যাগ ত্যাগ নামে অভিহিত হয়। পুত্রের জন্য যজ্ঞ করা কাম্য কর্ম্ম:—সকল কর্ম্মের পূর্ব্বে সংকল্প রহিয়াছে। এই জন্য কর্ম্ম মাত্রই কাম্য কিন্তু এই কর্ম্ম যখন ভগবৎ প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হয় তখন উহা নিষ্কাম। এইরূপে কর্ম্ম করিবার জন্য সকল শাস্ত্রই উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমে 'ত্যাগ' শব্দটীর আলোচনা করিয়া পরে সন্ন্যাসের সহিত উহার কি সম্বন্ধ তাহা বলা যাইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ বিষয় গীতা শাস্ত্রে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন পূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন তিনিই প্রকৃত ত্যাগী এবং তিনিই 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' বাক্যটীর যথাযথ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। মানুষ কর্ম্ম না করিয়া কখনও থাকিতে পারে না 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ' এই জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে কিন্তু এমন ভাবে যেন উহা সম্পন্ন হয় যাহাতে বন্ধন সৃষ্টি না করে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে কখনই

আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না তাই ভগবান্ বলিলেন, 'স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ' বহুদিন ধরিয়া এইরূপে কর্ত্তৃত্বাভিমান-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবদ্ প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণে তাঁহার মহিমা উদ্ভাসিত হয়। সেই জন্য কর্ম্মযোগীকে কখনও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই কারণ, 'নহিদেহভৃতাশক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফল ত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে'। অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করিয়া যান তিনিই প্রকৃত ত্যাগী কারণ দেহধারী মানব নিঃশেষে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে কেবল সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায় না তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে, 'ন কর্ম্মনামনারম্ভ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে, ন চ সন্ন্যাস-নাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি'। সেই জন্য জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে সম্পাদন করিতে হইবে 'সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ'। সঙ্গলিপ্সা ও অহং বুদ্ধি পরিত্যাগ হইলে রাগদ্বেষাদি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে এবং সেই স্বচ্ছ নির্ম্মল চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ সম্যগনুভূতি হইবে। তখন স্বতঃই কর্ম্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস হইয়া যাইবে। সেই জন্য মোক্ষযোগে উক্ত হইয়াছে, 'অসক্ত বুদ্ধি সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ'। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি'। অর্থাৎ অনাসক্ত স্পৃহাশূন্য সংযত চেতা সাধক কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি বা মুক্তি পাইয়া থাকে।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে যদিও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্যতা হেতু নৈষ্কর্ম্ম্যই কারণ তাহাতে বন্ধন নাই তথাপি উক্ত কর্ম্মফল ত্যাগ হইতে সকল কর্ম্ম নিবৃত্তি লক্ষণ সত্ত্বশুদ্ধি কর পরমহংসাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব দেখা গেল ত্যাগ মোক্ষ সাধনের প্রথম পদ্ধতি এবং সন্ন্যাস তাহার শেষ ধাপ। ত্যাগটী সাধনা, নৈষ্কর্ম্ম্যটী সিদ্ধি। ত্যাগে নিঃশেষে সকল পরিত্যাগ হয় না কারণ কর্ম্ম থাকিয়া যায় কিন্তু সন্ন্যাসে হৃদয় নির্ধূতকষায় হয় তাহাতে রাগদেষাদির বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকে না। স্বরূপতঃ আত্মার যে কোন কর্ম্ম নাই, তিনি যে 'অসঙ্গোহ্যয়ংপুরুষঃ তাহা বুঝিবার জন্যই অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যদিও শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহার প্রীতি ভিক্ষাটুকুই আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় কিন্তু তাহা ভর্জ্জিত বীজের মত অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে না। পরম করুণাময় ভগবানের অসীম

করুণাকটাক্ষ পাতে সাধকের হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে এবং তাঁহার চরণই তখন লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, কর্ম্ম স্বভাবে হইয়া যায়। তখন তাদৃশ কর্ম্মযোগীর চিত্তে লয় বিক্ষেপ, সংকল্প বিকল্প উদয় হয় না কেবল শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে উহা ভরিত হইয়া যায়। যেমন অনাবিল নিস্তরঙ্গ হ্রদে সূর্য্যের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় সেইরূপ চিত্তহ্রদে যখন বৃত্তি প্রবাহ আদৌ উত্থিত না হয় তখনই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায় এবং আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়। এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই শাস্ত্র নিষ্কাম কর্ম্মযোগাভ্যাস উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্ পতঞ্জলি তাঁহার যোগ সূত্রে বলিয়াছেন, 'তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'। অর্থাৎ শম দম আসনাদি কষ্টসাধ্য তপস্যা, শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে ফল সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে। এই সকল কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত চাঞ্চল্য বিষয়ানুরাগ দূরীকৃত হইবে এবং আত্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে। ক্রমশঃ চিত্ত রাগদ্বেষাদি শূন্য হইবে। সুখকর বিষয়ে চিত্তের অনুরাগকে রাগ বলা হয় 'সুখানুশয়ী রাগঃ' দুঃখকর বিষয়ের সংস্কার জাত যে প্রতিকূল ভাব তাহাকে দ্বেষ বলে 'দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ'। এই ত্যাজ্য গ্রাহ্য দুই কর্ম্মই অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত হয়।

এখন দেখা গেল নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করিলেই সন্ন্যাসের অধিকার, তাহার পূর্ব্বে নহে সেই জন্য, 'যোগিনঃ কর্ম্মঃ কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে'। মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম যখন ভগবদ্ চরণে অর্পিত হয় এবং আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখনই 'সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নব দ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বনন কারয়ন্' ইত্যাদি বাক্যের যথাযথ প্রত্যক্ষানুভূতি হয়। কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না। কর্ম্মই আপনি ছাড়িয়া যায় 'ন কর্ম্মাণি ত্যজেৎ যোগীঃ কর্ম্মভি ত্যজ্যতে হ্যসৌ'। সেই জন্য ভগবান বহুবার গীতায় ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন, পাছে কোন অপক্ক কর্ম্মযোগী কর্ম্ম ত্যাগ করাই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। মোক্ষযোগেও উক্ত হইয়াছে,

'চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধি যোগমুপ শ্রিত্য মচ্চিত্ত সততং ভব'। অর্থাৎ মনে মনে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মচ্চিত্ত হও'।

'সন্ন্যাস' এই শব্দ অনেক স্থানেই ফল সন্ন্যাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা,

'অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ'। এ স্থানে 'সন্ন্যাসিনাং' শব্দটীর অর্থ শ্রীধর স্বামী দিলেন 'কর্ম্মফল ত্যাগিনাম্'। 'সন্ন্যাসি শব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যা' প্রকৃতাঃ কর্ম্মফল

ত্যাগিনো গৃহস্তে' ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও উক্ত হইয়াছে। 'অনাশ্রিতং কর্ম্ম ফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতিযঃ স সন্ন্যাসী চ যোগী' ইত্যাদি।

এই অর্থে ত্যাগ ও সন্ন্যাস একার্থ বাচক। সাধন মার্গে ত্যাগ অগ্রে প্রয়োজন এবং সন্ন্যাস, সম্যগ্ ত্যাগ প্রতিষ্ঠা হইলে স্বতঃই আসিয়া থাকে। নারদ ভক্তি সূত্রে উক্ত হইয়াছে 'তন্নিরোধস্তু লোক বেদ ব্যাপার সন্ন্যাসঃ অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তি লাভ হইলে সকল কর্ম্মই ত্যাগ হইয়া যায়। প্রথমে ফল সমর্পণ—'ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ' 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ' যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি' 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্নস্যাধ্যাত্মচেতসা' 'সর্ব্ব কর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ' 'তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গঃ সমাচর' 'যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ইত্যাদি সকল শ্লোকেই ফল সন্ন্যাস অভিপ্রেত। কি লৌকিক কি বৈদিক সকল কর্ম্মই যদি নিজেকে অকর্ত্তা ভাবিয়া শ্রীভগবদ্ চরণে ফলার্পণ করিয়া করা যায় তবে জীবন সার্থক হইয়া যায় কিন্তু এই নিবেদন আন্তরিক হওয়া চাই 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি'—আকুল প্রাণে ভক্তি ভরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিবেদন করিলে অতি তুচ্ছ বস্তুও ভগবান্ অগ্রাহ্য করেন না। ইহা স্থির সত্য। এইরূপ ভাবে যখন সাধক সাধনার শীর্ষ দেশে উপস্থিত হইবেন তখনই বিধি, নিষেধ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বিধি কৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেক শরণ ভব' বলিয়াছেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী 'কেচিদ্বর্ণ-ধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রম ধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্য ধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্' আচার্য্য রামানুজের ভাষ্যেরও ভাবার্থ এই যে ভক্তির উদয় জন্য বহু কর্ম্ম করা প্রয়োজন কিন্তু তাহা এক জীবনে সম্ভব নহে সেই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভগবানের শরণাগত হও' আচার্য্য শঙ্কর 'পরিত্যজ্য' অর্থে সন্ন্যস্য করিয়া শরণাপত্তিকে যে কর্ম্মযোগের গুহ্য রহস্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক উত্তম সাধকের প্রতি ভগবান্ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধি নিষেধের গণ্ডীপার হইয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণাগত হইতে উপদেশ দিতেছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভাব-স্বরূপিণী ব্রজ দেবীগণের আচরণই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই তাঁহার অনাদি প্রেমযজ্ঞে নিখিল নিমন্ত্রণ বাণী সেইখানে সফলতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে গীতার শেষ উপদেশের বেশ সঙ্গতি হয়।

শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ

রাসলীলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেবলমাত্র মানব-মানবীর ইহা নিত্য কর্ম্ম নহে। গোমৃগাদি জন্তুগণের ইহা নিত্য কর্ম্ম। বৃক্ষলতাদিরও ইহা নিত্য কর্ম্ম। মানব-মানবীর মধ্যে যেমন সত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম আছে জন্তুগণের মধ্যেও সেই নিয়ম, বৃক্ষলতাদিগণের মধ্যেও সেই নিয়ম। এই ভারতক্ষেত্রের মহর্ষিগণ লতা বৃক্ষাদিগণের গুণের বিচার করিয়া, তুলসী, অশোক, চম্পক, দ্রোণ, অপরাজিতা, করবীর, কদম্ব, বকুল, পাটল, পঙ্কজ প্রভৃতি সর্ব্বকামদা বৃক্ষ-লতা, নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। ফলে মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থলজ, জলজ, লতা-বৃক্ষাদি সকলেই সেই রাধাকৃষ্ণের—সেই প্রকৃতি পুরুষের—সেই বস্তু-চৈতন্যের যুগল মূর্ত্তিকে চক্রাকারে অবিরামে বেষ্টন করিতেছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনে রাসলীলার বিকাশ হয়, এবং মহাপ্রলয়ে, উহা লোক লোচনের অদৃশ্য হয়। অর্থাৎ প্রলয় কালে কেশব ও বৃষভানুনন্দিনী তমোগুণের আশ্রয় লইয়া অন্তর্দ্ধান হন বা অতি সূক্ষ্মতম অবস্থা অবলম্বন করেন —"যা প্রলয়ে সূক্ষ্মাস্থিতা।" তদবস্থায় তিনি আর কাহাকেও দেখা দেন না। তখন আর বিরহ বিহ্বলা ত্রিশতকোটি প্রমদাগণ, ষোড়শ সহস্র মুখ্যা গোপীগণ, শ্যামলা, শৈব্যা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি মুখ্যতমা অষ্টগোপী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী পর্য্যন্ত বহু সাধ্য সাধনায় ও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের দ্বারা সেই বৃজিনার্দ্দিবের দর্শন পান না। তবে শ্রীরাধা নাকি তাঁহার সহিত সদাযুক্তা—পরস্পর পরস্পরকে অনুক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অভেদ ভাবে বিরাজ করা উভয়ের নিত্যকর্ম্ম, তাই কেশব বৃষভানুনন্দিনীকে লইয়া ও বৃষভানুনন্দিনী কেশবকে লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের উর্দ্ধলোকে —ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে—অতি নিভৃত স্থানে—অতি সূক্ষ্মাবস্থায় বিরাজ করেন। মুখ্যতরা—মুখ্যতমা গোপাঙ্গনাগণের বহু অনুনয় বিনয়ে, ক্রন্দনে পর্য্যন্ত কর্ণপাত করেন না। কিছুতেই দেখা দেন না। শ্রীরাধা গোবিন্দের এই লুকান অবস্থাই, এই গুপ্ত ভাবই হয়ত যোগীশ্বর মহামুনি কপিলের কল্পিত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে গুণত্রয়ের সমভাবাবস্থা—সত্ব-রজ-তমগুণের সাম্যাবস্থা। অথবা ইহাই হয়ত তান্ত্রিক ভক্তগণের কল্পিত অমাবস্যার মহানিশার অদ্ভুত মহেশ—মহেশানি মূর্ত্তি। বনফুল মাল্যে শোভিত

মনোহর—মনোহরা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ তখন মায়াবশে বা তমোগুণের প্রভাবে অভিনব রূপ ধারণ করিয়া কোটী কোটি শবমুণ্ডে ভূষিতা হইয়া বিপরীত রতাতুরা ভাবে ত্রিলোকের অতীত বীভৎসিত মহাশ্মশানের দেবী ও দেবতা—কালিকা ও মহাদেব। মহাপ্রলয় কালে সকলই বিপরীত কাণ্ড। তদাবস্থা মনের গোচরে আনা দুঃসাধ্য। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে লুকাইলে কাহার সাধ্য তাঁহাদের খুঁজিয়া বাহির করে বা সে ভাব কল্পনায় আনে?

এদিকে দেখা যায়, বিভিন্ন প্রকারের বস্তুর রাসায়নিক মিশ্রন কালে যে পরিমাণ অত্যল্প বস্তুর প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ অত্যল্প বস্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডালটন (Dalton) সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বস্তুর পরমাণুর (atom) ন্যূন পরিমাণ ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন। এই আবিষ্কারের বহুদিবস পরে কুমারী কারী, ডালটনের আবিষ্কৃত পরমাণুগুলি যে সদা পরিবর্ত্তনশীল এবং সহস্রাধিক সমবস্তুর অংশে গঠিত ইহা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেন। ঐ অংশ গুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি অতি প্রবল। এইজন্য ঐ অংশ গুলিকে ইলেকট্রন (electron) নামে অভিধেয় করেন। ইলেকট্রন গুলি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ঐ লেকট্রনে গঠিত পরমাণু সকল যে সতত চক্রাকারে ঘুরিতেছে ইহাও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন গ্রহগণ সূর্য্যদেবকে নির্দ্দিষ্ট রূপে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে সেই প্রকারে ইলেকট্রনে গঠিত পরমাণু সকল একটি বীজকে nucleus) মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবিরামে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক স্যার অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানব দেহের, অপরাপর নীচ জাতীয় জন্তু দেহের সহিত অনেক পরিমাণে সৌসাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহাদের মানসিক গুণ যে পরিমাণে বিকশিত ও পরমেশ্বরের গুণের সহিত সমভাবাপন্ন অপর কোন প্রকারের জন্তুর তাহা নহে। যখন সেই মানব দেহ ইলেকট্রন সমূহে গঠিত, আর যখন মানব জাতির মানসিক গুণভাগ অত্যন্ত অধিক তখন যে কেবল মাত্র মানব জাতিই কেন্দ্রস্থ বীজের অতি নিকটে স্থাপিত ও অপরাপর জীব জন্তুগণ অপেক্ষাকৃত দূরে স্থাপিত ইহা বিজ্ঞান ও সর্ব্ববাদি সম্মত। যদি সেই কেন্দ্রস্থ বীজ স্বয়ং ভগবান্ হন তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ইলেকট্রন চক্রে পরিভ্রাম্যমান জীবও বস্তু সকলের মধ্যে মানবগণের স্থান সর্ব্ব নিকটে, নীচ জন্তুগণের স্থান কিঞ্চিৎ অধস্তরে, বৃক্ষলতাদির স্থান আরও অধস্তরে অপরাপর পদার্থের স্থান তদধিক অধস্তরে। স্যর অলিভার লজের উক্তপ্রকারে ইলেকট্রন গুলির গতি ও ভ্রমণ

সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া ও তাহাতে মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার গূঢ়ার্থের ভক্তি ও প্রেমরস বিবর্জ্জিত যৎকিঞ্চিৎ আভাস আছে বিবেচনা করিয়া আমরা স্যর অলিভারকে ঐ গ্রন্থের রাসলীলা অধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি। প্রত্যুত্তরে আমরা অবগত হই যে স্যর অলিভার অতি প্রাচীন ও সংস্কৃতভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের যুগযুগান্তরে দর্শনশাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে কত অধিক হইয়াছিল তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও অসঙ্খ্য তন্ত্র শাস্ত্র পাঠ করিলে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের নিশ্চয়ই অভিনব জ্ঞানোদয় হইবে, এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে। স্যর অলিভারের এদেশীয় ঋষিযোগীগণের মানসিক শক্তিতে ও জ্ঞানে যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, একথা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত লেখকের পত্রোত্তরে পরিলক্ষিত হইবে। এই জন্য আমরা তাঁহার পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে * উদ্ধৃত করিয়া রাসলীলা প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ, সহস্র সহস্র প্রকারের বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া কেন যে কদম্ববৃক্ষের আশ্রয় লইতে ভাল বাসিতেন, তিনি যে তুলসী পত্রের কেন অধিক প্রিয়, আর কি নিমিত্তই বা তিনি প্রতিনিয়ত তাঁহার অপূর্ব্ব বীণা সহযোগে ওঁকার শব্দ করিতে মত্ত, এবং কেনই বা শ্রীরাধাকে একমনে অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে ভাল বাসেন, এই সকলের এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যকলাপের গূঢ় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব।

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী ৭৭।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Braiford
15th. November, 1923,

Dear sir

* Sir Oliver Lodge has received your interesting letter and thanks you for sending it. But he does not know Sanskrit—nor do I—so he can not read the book you mention by Srimut Bhagabhat ; but he quite believes that the great yogis reached unusual states of Consciousness and that we have much to learn from the East.

Yours faithfully,
J. Arthur, Hill.
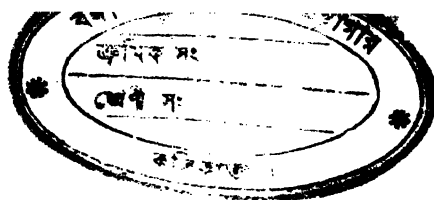
শ্রীশ্রীরামঃ
শরণং মম।

তাঁহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরূপে?

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

কোন্ চোকে তাঁহাকে দেখা যায়?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনি বলিয়াছেন, শিবকে দেখা যায়, ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য যাঁহাদের মন যথার্থ ব্যাকুল হয়, ভগবান্ ছাড়া যাঁহারা অন্য কোন বস্তুকে দেখিতে চান না, অন্য কোন বস্তুকে দেখিয়া যাঁহাদের তৃপ্তি হয়না, যাঁহারা শান্তি পান না, করুণাময় ভক্তবৎসল, সদা ভক্তপালনতৎপর ভগবান্ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দেখা দিয়া থাকেন, প্রকৃতভক্তের জন্য ভগবান্ স্থূল শরীরে প্রকটিত হ'ন। "শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে" আপনি বলিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল স্থান হইতেই ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, দেখা দিয়া থাকেন। আমার হৃদয়ে অদ্যাপি যথার্থভক্তির উদয় হয় নাই, ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য আমার মন যে, যথার্থ ব্যাকুল হইয়াছে, আমি যে, ভগবান্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে দেখিতে চাইনা, অন্য কোন বস্তুকে দেখিয়া, আমার যে তৃপ্তি হয়না, আমি যে শান্তি পাইনা, আমি তাহা বলিতে পারিনা, অতএব ঠাকুর! আমাকে দেখা দেও, আমি এইরূপ প্রার্থনা করিবার যে সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্ চোকে ভগবান্‌কে দেখা যায়? তাঁহাকে দেখিবার চোক্ ফুটিবে কিরূপে? জানিতে ইচ্ছা হয়, কি করিলে, ভগবান্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে দেখিবার ইচ্ছা হইবেনা, অন্য কোন বস্তুকে দেখিয়া তৃপ্ত হইবেনা, শান্তি পাইবনা, সুতরাং ভগবান্‌কেই পরম রমণীয় বলিয়া বুঝিব, সব ছাড়িয়া, অন্য কোন পদার্থের দিকে না তাকাইয়া, কেবল ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুলীভূত হইবে। দাদা! যাঁহারা ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন, দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা কি, যে চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি, সেই চক্ষু দ্বারাই ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন, দেখিয়া থাকেন, অথবা ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভগবান্‌কে দেখিবার উপযুক্ত চক্ষু প্রদান করেন?

আপনি বলিয়াছেন, ভগবান্‌কে দেখা যায়, ভক্তের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ভগবান্ দেখা দিয়া থাকেন, অতএব আমার এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারেনা, তবে জানিতে ইচ্ছা হয়, ভগবান্‌কে কিরূপে কোন্ চোকে দেখা যায়, বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর অনন্ত হইয়া কিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহে প্রবেশ করেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি সব করিতে পারেন তিনি ইহা করিতে পারেন, উহা করিতে পারেন না, এই কথা বলা যে, যুক্তি সঙ্গত নহে, তাহা একটু বুঝি, তথাপি সব সময়ে মনকে ঠিক রাখিতে পারিনা। বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে, এমন তর্ক শুনিলে, মন কখন, কখন সংশয় দোলাতে দুলিতে থাকে। আপনি বলিয়াছেন, "মাতা-পিতাকে, ভ্রাতা-ভগিনীকে, অন্যান্য প্রিয়জনকে বহুদিন না দেখিলে, তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ যেমন অস্থির হয়, অন্য কাহাকে দেখিয়া তখন যেমন তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ যিনিই বস্তুতঃ প্রিয়তম, যিনিই বস্তুতঃ পরম রমণীয়, যিনিই বস্তুতঃ পরম আত্মীয়, যাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দৃষ্টি শক্তি দৃষ্টিশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, বহুদিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রাণের কিরূপ ব্যাকুলতা হওয়া উচিত, তাহা ভাবিয়া দেখ, তৎপরে ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য মনের যেরূপ অস্থিরতা হওয়া উচিত, তোমার মনের সেইরূপ অস্থিরতা হইয়াছে কিনা, তাহা জানিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই উপলব্ধি হইবে, তুমি ভগবান্‌কে দেখিতে পাওনা কেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, যিনি অর্জ্জুনকে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, হনুমান্‌কে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন, স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রহ্লাদকে দেখা দিয়াছেন, পাষাণ মূর্ত্তি ভেদ পূর্ব্বক অকাল মৃত্যুভয়ে ভীত শরণাগত মার্কণ্ডেয়কে মৃত্যুঞ্জয়রূপে দর্শন দিয়াছেন, ধ্রুবকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে দেখা দিয়াছেন, তিনি তোমাকে দেখা দেন না কেন, তাহা হইলে, ভগবান্ ভক্তকে তাঁহার অভীষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দেন কিনা, দিতে পারেন কিনা, তোমার মনে বিরুদ্ধ তর্ক শুনিয়া আর এবম্প্রকার সংশয় উঠিবার অবসর হইবে না।" আপনার এই সকল কথা যে পরম সত্য, তাহা কখন কখন অনুভব হয়। যে দয়াবতার বিশ্বব্যাপী রাঘব, লীলা সম্বরণকালে অযোধ্যাবাসি-গর্দ্দভ, অশ্বপ্রভৃতিকেও চিরকালের জন্য সুখময় স্বর্গধামে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই শরণাগত পালককে যদি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া, অনন্ত করুণাসাগর বলিয়া, শরণাগত পালক বলিয়া অচলভাবে বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহাকে দেখিতে পাইব না কেন? যিনি অরূপ হইয়াও, ভক্তদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মসংস্থাপ-নার্থ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি কি, ভক্তের অভীষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করিতে

পারেন না? দাদা! আমাকে কৃপা করুন, আমাকে অচল শ্রদ্ধা দিন, আমি যেন ভগবান্‌কে পরম রমণীয় বলে, আমার প্রাণের প্রাণ বলে, আমার মনের মন বলে, আমার আত্মার আত্মা বলে, আমার সবের সব বলে, ভাবিতে সমর্থ হই, ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য আমার মন, প্রাণ যেন অবিরাম ব্যাকুলীভূত হয়, আমি যেন ভগবান্ ছাড়া অন্য কোন পদার্থকে রমণীয় বলে মনে না করি, আমি যেন প্রাণ পণ করে তাঁহাকে দেখিবার জন্য সাধনা করিতে সমর্থ হই, আমার অহং বুদ্বুদ্ যেন সেই জগদাধারভূত অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়, গদারিশঙ্খপদ্মধর, প্রাণাভিরাম সীতারামের চরণার্ণবে একেবারে বিলীন হইয়া যায়, আর যেন অভক্তি বায়ু দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ইহা তাঁহা হইতে ভিন্ন রূপে পুনরুত্থিত না হয়। দাদা! কোন্ চোকে নয়নাভিরামকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিয়া দেও, যেরূপ সাধনা করিলে, সে চোক্ ফুটিবে, আমাকে সেইরূপ সাধনা করিতে শিখাইয়া দেও, সেইরূপ সাধনা করিবার শক্তি প্রদান কর।

বক্তা—যে চোকে তাঁহাকে দেখা যায়, আমি তোমাকে তাহা বলিয়া দিব, বেদ-শাস্ত্রাত্মা করুণাময় ভগবান্ স্বয়ংই সে চোকের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন, ভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার ভক্তবৃন্দকে তাঁহাকে দেখিবার দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করেন।

"পরমাত্মার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ নাই," এবং 'পরমাত্মাকে দেখা যায়, জানা যায়' এই কথার অভিপ্রায়।

কোন্ চোখে ভগবান্‌কে দেখা যায়, তাহা বলিবার পূর্ব্বে ভগবান্‌কে দেখা যায় কিনা, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে। 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে এবং 'সীতাতত্ত্ব' ও 'ভক্তিযোগে' আমি এই প্রশ্নের যথাপ্রয়োজন সমাধান করিয়াছি, তথাপি সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন নহে। পরমাত্মাকে স্থূল চোকে দেখা যায় না, কারণ তিনি অশব্দ, অস্পর্শ ও অরূপ, তিনি শব্দ-স্পর্শাদি গুণ বিশিষ্ট নহেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি স্ব-স্ব গ্রাহ্য গুণ সমূহকেই গ্রহণ করে, রূপাদি গুণহীন পদার্থকে গ্রহণ করিবার শক্তি ইহাদের নাই। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, "পরমাত্মাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান না, তিনি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন ("ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও কঠোপনিষৎ)।" মুণ্ডকো-

পনিষৎও বলিয়াছেন, "প্রকৃত আত্মতত্ত্বকে কেহ চক্ষু দ্বারা গ্রহণ—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে পারেনা, কারণ তিনি অরূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ তাঁহার নাই, বাক্য দ্বারা কেহ তাঁহার স্বরূপ যথার্থভাবে বর্ণন করিতে পারেনা, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি উপলব্ধ হন না, চান্দ্রায়ণাদি তপঃ বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না" ("ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।"—মুণ্ডকোপনিষৎ)। জিজ্ঞাস্য হইবে, "আত্মাকে যখন চক্ষুরাদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায়না," তবে শ্রুতিতে 'আত্মা দ্রষ্টব্য,' এইরূপ কথা আছে কেন? "সদ্‌গুরু ও শাস্ত্রোপদেশযুক্ত পুরুষের আত্মদর্শন হয়," এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় কেন? শ্রুতি এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, তবে আত্মদর্শনের দর্শন আছে। যে চোকে আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্থূল চক্ষু নহে। হৃদয়-পুণ্ডরীক মধ্যবর্ত্তি—মনীষা বা যোগযুক্ত, একাগ্র মন দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধি দ্বারাই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন ("হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এনং বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও কঠোপনিষৎ)। যাঁহারা অন্তর্মুখ, একাগ্র মন দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারা অমৃত হ'ন, মরণ রহিত হ'ন, তাঁহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয়না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের শব্দাদি বাহ্যবিষয়গ্রহণের সামর্থ্য আছে, ইহারা বহির্মুখ, সুতরাং ইহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেনা, অন্তরাত্মাকে দেখিবার যোগ্যতা ইহাদের নাই। অন্তরাত্মাকে দেখিতে হইলে, বহির্মুখ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের মুখকে ফিরাইতে হয়, ধীর—বিবেকী, মুমুক্ষু পুরুষ আবৃত চক্ষুঃ হইয়া শব্দাদি বিষয় সমূহ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে ব্যাবৃত্ত করিয়া, নিরুদ্ধ বৃত্তিক করিয়া পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেন ("পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ংভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"—কঠোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাস্য—প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হনুমান্, অর্জ্জুন, নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে দেখিয়াছিলেন, তাহা কি, শ্রুতি বর্ণিত এই জ্ঞান নেত্র? প্রহ্লাদের জ্ঞান-নেত্রেই কি, নরসিংহ রূপ প্রতিভাত হইয়াছিল? ধ্রুবকে কি ভগবান্ বাহিরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধররূপ দেখান নাই? ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে, ভক্ত শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে ভগবান্ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, যে বিশ্বরূপ দর্শন পূর্ব্বক ইহারা ভীত হইয়া, কম্পমান হইয়া, বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া ভগবানের স্তব

করিয়াছিলেন, হনুমান্ ও অর্জ্জুন কোন্ নেত্রে সেই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন? শুনিয়াছি ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য নেত্র দিয়াছিলেন, অর্জ্জুন ভগবদ্দত্ত দিব্য নেত্র দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। আপনি যে অনেকবার বলিয়াছেন, ভগবান্ ভক্তগণকে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দেন। অকালমৃত্যুভয়ে ভীত মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাগত মার্কণ্ডেয়কে যে, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় রূপে দেখা দিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় কি, ভগবানের সেই মৃত্যুঞ্জয় রূপ জ্ঞান নেত্রে দেখিয়াছিলেন?

ভগবান্ অরূপ এবং বিশ্বরূপ ;
তিনি নিত্য সাকার তিনি নিত্য নিরাকার।

বক্তা—রমা! তুমি চিন্তিত হইওনা, হতাশ হইওনা, ভগবান্ ভক্তের জন্য বিশ্বরূপ ধারণ করিতে পারেন, করিয়া থাকেন, আমি ত পূর্ব্বে তোমাকে এই কথা বুঝাইয়াছি। ইহা দুর্ব্বোধ্য কথা, সন্দেহ নাই, একবার, দুইবার শুনিলে, ইহার তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারেনা। পরমাত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত হননা, তিনি বাক্-মনের অতীত, একথা সম্পূর্ণ সত্য, আবার সর্ব্বশক্তি-মান্ ভগবান্ ভক্তের জন্য স্থূল রূপ ধারণ করেন, ভক্তগণকে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দেন, একথাও মিথ্যা নহে। শ্রুতিই বলিয়াছেন, "পরমাত্মা অরূপ এবং তিনি বিশ্বরূপ," "পরমাত্মা নিত্য সাকার এবং নিত্য নিরাকার"। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর "ভারূপ" (ভা—দীপ্তি--চৈতন্য লক্ষণ রূপ যাঁহার, তিনি 'ভারূপ'), তিনি "সত্যসংকল্প" (সত্য-অবিতথ হইয়াছে সংকল্প যাঁহার, যাঁহার সংকল্প কদাচ মিথ্যা হয়না, তিনি সত্য সংকল্প), তিনি "আকাশাত্মা" (ঈশ্বর সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক, সূক্ষ্ম এবং রূপাদিহীন; সর্ব্বগতত্ব, সূক্ষ্মত্ব ও রূপাদিহীনত্ব এই ত্রিবিধ আকাশ-ধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের তুল্যতা আছে, তা'ই তাঁহাকে "আকাশাত্মা" বলা হইয়াছে), তিনি "সর্ব্বকর্ম্মা" (সর্ব্ববিশ্ব ঈশ্বর কর্ত্তৃক কৃত হয়, এই জন্য ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা), তিনি "সর্ব্বকাম" (ঈশ্বরে দোষ রহিত সর্ব্বকাম বিদ্যমান আছে), তিনি সর্ব্বগন্ধ, তিনি সর্ব্বরস, ঈশ্বর সর্ব্ব অপাপবিদ্ধ, পুণ্য গন্ধ রসময় ("ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাসু—আমি ভীত বা হতাশ হইব কেন দাদা! আপনি আমাকে ভোগা দিবার জন্য কোন কথা বলিবেন, আমার কি, তাহা কখন মনে হইতে পারে? ভগবান্‌কে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইলে, অবিচালিনী হইলে, সত্যসংকল্প, সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তপালনতৎপর, হৃদয়জ্ঞ ভগবান্ নিশ্চয় দেখা

দিবেন, নিশ্চয় দেখা দিবেন, আপনার কৃপায় আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিবার যথার্থ ইচ্ছা না হইলে, তিনি কেন দেখা দিবেন ? আমিই বা 'দেখা দেও' বলে প্রার্থনা করিব কেন ? ভগবান্‌কে আমি যেন ঠিক ভক্তি করিতে পারি, আমার ভাবে যেন কপটতা না থাকে, আমার চিত্ত যেন শুদ্ধ হয়, যিনি শুদ্ধস্বরূপ, যিনি অশুদ্ধবৈরী তাঁহাকে দেখিতে হইলে, যথাসম্ভব শুদ্ধ হইতে হইবে, সরল হইতে হইবে। অশুদ্ধির লেশ থাকিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, দয়া ক'রে দেখা দিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইব কেন ? ভগবান্‌কে দেখা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে কি এই ক্ষুদ্রতম, এই গুণহীন, এই মূঢ়মতি, রমার হৃদয়ে "তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়," "যোগ্য হইলেই তিনি দেখা দিবেন," এইরূপ বিশ্বাস স্থান পাইত ? যোগ্য হইলেই, তাঁহাকে দেখিতে পাইব, তিনি বস্তুতঃ দয়াময়, তিনি প্রণত পালক এই বিশ্বাস লইয়া যেন মরিতে পারি, আপনার কৃপায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দিয়া, যদি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলে, করুণাময় তাঁহার "অধমতারণ" "পতিত পাবন" নাম এই অকিঞ্চন রমাকে চরণে গ্রহণ করিয়া, মাদৃশ অল্পজ্ঞেরও বোধগম্য রূপে সার্থক করিবেন, আপনিও "আমার শ্রম সার্থক হইল" জানিয়া, পরম সুখী হইবেন। আপনার কৃপা হইলে, আমি নিশ্চয় তাঁহাকে দেখিব, আমি নিশ্চয় তাঁহার নিত্য দাসী হইব। তিনি যে অপাত্রকেও পাত্র করিতে পারেন, তাই আশা, যদি কপটতা ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় চরণে যথার্থভাবে "আমি তোমার" ব'লে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে, তিনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাঁহার বাৎসল্য গুণ আমাকে, আমি যতই মলিন হই, বিমল করিয়া লইবে।

বক্তা—রমা! তুমি যে, এইভাবে, এত কথা বলিতে পারিবে, আমি তাহা আশা করি নাই। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার হৃদয়ে এইভাব সুদৃঢ় হোক্, তুমি বিশুদ্ধ ভক্তিমতী হও, ভগবান্‌কে দেখিতে পাওয়া যায়, তোমার এই বিশ্বাস অচল হোক্।

দিব্যচক্ষুঃ

জিজ্ঞাসু—দাদা! দিব্যচক্ষুঃ কাহাকে বলে ?

বক্তা—দিব্যচক্ষুঃ কাহাকে বলে, তাহা পরে বলিতেছি, দিব্যচক্ষুঃ কাহাকে বলে, তোমার তাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে কেন, আগে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন তাঁহার ঐশ্বর বা বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তখন তিনি অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাও অবগত হইয়াছি, ভগবান্ রামাবতারে দিব্যচক্ষুঃ দিয়া শ্রীহনুমান্‌কে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। রুদ্রাবতার ভগবান্ হনুমান্‌ও নাকি ভীমকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। ভগবান্ হনুমান্ যে, ভীমকে ঐশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন, মহাভারতের বনপর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বক্তা—ভগবান্ হনুমান্ যে, ভীমকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কৃত শ্রীরামগীতা পাঠ করিলেও, তাহা জানিতে পারা যায়। শ্রীরামগীতাতে উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীহনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন, 'হনুমন্! হে কপীশ্বর! যে বিশ্বরূপ তুমি ভীমকে দেখাইবে, আমি আমার সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপের কথা তোমাকে বলিব। আমার স্বরূপ—আমার ঐশ্বর রূপ বাক্যের অগোচর, বাক্য দ্বারা ইহা বর্ণন করা যায় না, তথাপি তোমার প্রেমে আমার চিত্ত বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া, তুমি আমাকে প্রেম দ্বারা বশীভূত করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বাক্যের অগোচর আমার অদ্ভুত বিশ্বরূপের কথা বলিব। *

জিজ্ঞাসু—এই নিমিত্ত আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, যে চক্ষু দ্বারা মহামতি অর্জ্জুন ও রুদ্রাবতার হনুমান্ ভগবানের ঐশ্বর রূপ দেখিয়াছিলেন, সেই দিব্যচক্ষুর স্বরূপ কি? যে চক্ষু দ্বারা অর্জ্জুন সাধারণ দ্রষ্টব্য বস্তুজাতকে দেখিতেন, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতিকে দর্শন করিতেন, যে চক্ষু দ্বারা অর্জ্জুন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেন, যে চক্ষু দ্বারা শ্রীহনুমান্ দাশরথি রামকে দেখিতেন, সুগ্রীবাদিকে দর্শন করিতেন, ভগবানের ঐশ্বর বা বিশ্বরূপ যে, তচ্চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, যদি সেই চক্ষু দ্বারা ভগবানের বিশ্বরূপ দেখা যাইত, তাহা হইলে, ভগবান্ ইহাঁদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেন না।

---

* "রামচন্দ্র দয়াসিন্ধো! বিশ্বরূপং তবাদ্ভুতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি দাসোঽহং জানকীপ্রাণবল্লভ ॥

শ্রীরামঃ

"হনুমংশ্ছৃণু বক্ষ্যামি বিশ্বরূপং মমাদ্ভুতম্।
দর্শয়িষ্যসি ভীমায় যত্ত্বমেব কপীশ্বর ॥
বাচামগোচরমথাপি চ মৎ স্বরূপং।
প্রেম্না বশীকৃত মতিস্ত্বয়ি তৎপ্রবক্ষ্যে ॥'—শ্রীরামগীতা।

বক্তা—তাহা ত ঠিক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, স্বচক্ষু দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বর যোগ অবলোকন কর ("ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১১।৮)। দেবতা বা ঈশ্বরকে যে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, পরিচ্ছিন্ন বা মানুষ চক্ষুর অবিষয় বিষয়ও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হয় তাহা "দিব্যচক্ষুঃ," তাহা অলৌকিক লোচন।

জিজ্ঞাসু—যে চক্ষু দ্বারা দেবতাকে দেখা যায়, সাধারণ দৃষ্টির অগোচর পদার্থ সমূহও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, কিরূপে সে চক্ষুর উন্মীলন হয় ? সে চক্ষু ফুটিবার উপায় কি ?

বক্তা—দেবতাকে দেখিতে হইলে, দেবতার চক্ষু পাইতে হইবে, মানুষের চক্ষু লইয়া দেবতাকে দেখা যায় না, লৌকিক চক্ষু অলৌকিক পদার্থের রূপ গ্রহণে সমর্থ হইতে পারে না। শিবের পূজা করিতে হইলে, শিব হইতে হয়, শিব না হইলে, শিবের পূজা হয় না, বেদে ও শাস্ত্রে এই কথা আছে ("শিবোভূত্বা শিবমর্চয়েৎ')। "শিব না হইলে, শিবের অর্চনা হয় না," তুমি বোধ হয় এই কথার যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহা জাননা।

জিজ্ঞাসু—না, "শিব হইয়া, শিবের অর্চনা করিতে হয়," এই কথার অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—প্রকৃত পূজা কাহাকে বলে, তাহা ত জান না, যদি তাহা জানিতে, তাহা হইলে, "শিব হইয়া, শিবের পূজা করিতে হয়" এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিতে পারিতে। বাহ্যভাব, আন্তরভাবের ব্যক্ত অবস্থামাত্র ; যাহার আন্তর বা সূক্ষ্মভাব যাদৃশ, তাহার ব্যক্ত বা স্থূলভাব তাদৃশ হইয়া থাকে। মানুষের সূক্ষ্মদেহ বা আন্তর ভাবানুসারে স্থূল দেহের অভিব্যক্তি হয়। মানুষভাব হইতে মানুষোচিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের পরিণাম হয়, মানুষ ভাব থাকিতে কখন দেবভাবের পরিণাম হয় না। মানুষ দেবতা হইতে পারে, বটে, কিন্তু মানুষভাবে থাকিয়া মানুষ দেবতা হইতে পারে না, দেবতা হইতে হইলে, মানুষভাবকে ত্যাগ পূর্ব্বক দেবভাবে ভাবিত হইতে হইবে। মানুষ যখন ঠিক দেবভাবে ভাবিত হয়, তখন মানুষের দিব্য চক্ষুঃ হয়, দিব্য কর্ণ হয়, দিব্য ঘ্রাণ হয়, অর্থাৎ তখন মানুষের দিব্য ইন্দ্রিয়গণের, দিব্য অঃন্তকরণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। দিব্যচক্ষু না পাইলে, দিব্য দর্শন

হইতে পারে না, দিব্যচক্ষু না পাইলে, দেবদর্শন হওয়া অসম্ভব, দিব্যচিত্ত না পাইলে, দেবতার ধ্যান হয় না। মানুষের চিত্ত লইয়া, দেবতার ধ্যান করিলে, মানুষের ধ্যানই হইয়া থাকে। ফ্রান্স্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ ল্যাপলেস্‌ মানুষের চোক লইয়া দেবতা দেখিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা গগনমণ্ডল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজিয়াছিলেন, কিন্তু দেবদর্শন লাভে সমর্থ হন নাই, "দেবতা নাই" দুর্ভাগ্য বৈজ্ঞানিক পরিশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! কি অমৃতময় কথাই শুনিতেছি। অল্পমতি হইলেও, আমার চিত্ত অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমি আপনার গম্ভীরার্থক উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে অনুভব করিবার যোগ্য নহি, তথাপি যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতেই যেন কৃতার্থ হইতেছি। কত অমূল্য উপদেশ আপনি কৃপাপূর্ব্বক শুনাইয়াছেন, শুনাইতেছেন, কিন্তু আমি কি তাহাদের যথার্থভাবে মনন করি, আমি কি, তাহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণের যথোচিত চেষ্টা করি। কতবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "কাহাকেও জানিতে হইলে, তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়," কতবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "দেবতা না হইলে, দেবতার যথার্থ পূজা হয় না," "দেবতা না হইলে, দেবতার দর্শন লাভ হয় না," কিন্তু এতদিন এই অমৃতোপম অমূল্য উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার তাহা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

বক্তা—মানুষভাবের পূর্ণতা না হইলে, কোন মানুষ পূর্ণ মানুষোচিত কর্ম্ম করিতে পারে না। মানুষদেহধারি মাত্রেই যে, পূর্ণ মানুষ নহে, তাহা তুমি অদ্যাপি জানিতে পার নাই। যে মাত্রায় মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সেই মাত্রায় মানুষ মানুষোচিত কর্ম্ম করে, সেই মাত্রায় মানুষের মননশীলত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি ত বালিকা, আমি অদ্যাপি এমন অল্প ব্যক্তিই দেখিয়াছি যাঁহারা দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয় সমূহের যথার্থভাবে মনন করেন, তত্ত্ববিচার করেন। অর্জ্জুনকে ভগবান্‌ যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, স্বচক্ষু দ্বারা যে, বিশ্বরূপ দেখা যায় না, যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, গীতা পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাই তাহা বিদিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বিশ্বরূপ দর্শনের তত্ত্ব চিন্তা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন দিব্যচক্ষুঃ ব্যতিরেকে ঐশ্বর রূপ দেখা যায় না, এতদ্বাক্যের প্রকৃত আশয় কি, তাহা ভাবিয়া থাকেন? "দিব্যচক্ষুঃ" পাইবার সাধন কি, কয়জন তাহা অবগত হইতে উৎসুক? পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,

সংযম বিশেষ দ্বারা প্রাতিভজ্ঞানের, দিব্য শব্দ জ্ঞানের, দিব্য স্পর্শ জ্ঞানের, দিব্য-রূপ জ্ঞানের, দিব্য রস জ্ঞানের এবং দিব্য গন্ধ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। যাঁহারা পাতঞ্জলদর্শন পড়িয়াছেন, পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধুনা অল্প ব্যক্তিই যে সংযম বিশেষ দ্বারা কিরূপে প্রাতিভ এবং দিব্য শ্রাবণাদি জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহা মনন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, নির্ভয়ে তাহা বলিতে পারা যায়। জ্যোতিষ্মতী-ভাবনা দ্বারা হৃদয় হইতে যেন বিশ্বব্যাপি-প্রকাশ ভাব প্রসৃত হয়, জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে এই আলোককে ন্যস্ত করিলে, তাহার জ্ঞান হইয়া থাকে, যোগী এই সাত্ত্বিক আলোককে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (পর্ব্বতাদি ব্যবধান—আবরক দ্বারা আচ্ছাদিত) ও বিপ্রকৃষ্ট (সুদূর স্থিত) বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া সেই বিষয় জানিতে পারেন ("প্রবৃত্ত্যা লোক ন্যাসাৎ সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট জ্ঞানম্।"—পাংদং, বি, পা, ২৫ সূত্র)। ইদানীং পাশ্চাত্য দেশে "ক্লেয়ারোভয়েন্স্"—নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে বহুব্যক্তির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রোক্ত শ্রাবণাদি সিদ্ধি সমূহ যে ক্লেয়ারোভয়েন্সাদি ক্ষুদ্র সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একস্‌রেজ্ (XRays) দ্বারা ব্যবহিত বস্তুর দর্শন হয়, যাঁহারা এই তথ্যের যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সিদ্ধি সমূহের মনন না করিয়া থাকিতে পারেন কি ? "ক্লেয়ারোভয়েন্স্" নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে আস্থাবান্ পুরুষবৃন্দ 'দিব্য শ্রবণ', 'দিব্য দর্শন' ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ করিলে, বোধ হয় বিস্মিত হইবেন না। কিন্তু তথাপি বলিব, অদ্যাপি এই সকল বিষয়ের যথার্থভাবে তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা অত্যল্প ব্যক্তির হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অপেক্ষা-কৃত সূক্ষ্ম বস্তুকে দেখিবার সামর্থ্য বিকাশ প্রাপ্ত হয়, দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিপ্রকৃষ্ট বা দূরস্থিত বস্তুকে দেখাইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ এই যন্ত্রদ্বয় যে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ সূক্ষ্ম ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তু জাতকে দেখিবার সহায়তা করে, যোগীদিগের সূক্ষ্ম ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তু দর্শন শক্তির বিকাশ সেই নিয়মানুসারে হয় কি কিনা, তাহা মনন বা পরীক্ষা করা যথার্থ উন্নতিকাঙ্ক্ষি মানুষের কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। একস্‌রেজ্ (XRays) যে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ ব্যবহিত বস্তু জাত দেখাইয়া থাকে, পাতঞ্জল দর্শনোক্ত প্রবৃত্তিরূপ আলোক ন্যাস দ্বারা ব্যবহিত বস্তু সমূহের সন্দর্শন সেই নিয়মানুসারে হয় কি না, সত্যসন্ধ মননশীল মানবের তাহা অবশ্য বিচার্য্য বিষয়রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃতির স্থূল পর্ব্বের তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত, প্রতীচ্য সুধীবর্গের মধ্যেও অত্যল্প ব্যক্তিই এই সকল সূক্ষ্ম

প্রাকৃতিক তথ্যের যথোচিত তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যোগজ সিদ্ধি সমূহ যে বস্তুতঃ অতি প্রাকৃতিক নহে, ইহারাও যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে, একথা অনেকেই ভাবেন না।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা প্রকৃতির স্থূল স্থূল পর্ব্বের নিয়ম জানিবার চেষ্টা করেন, এবং তাহা করিয়া, যাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, হইতেছেন, তাঁহারা যে, ইহার সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পর্ব্ব সমূহের নিয়ম জানিবার চেষ্টা করেন না, তাহার কারণ কি ?

বক্তা—মানুষ প্রয়োজনানুসারে কার্য্য করে, প্রয়োজন আন্তরভাব বা সূক্ষ্ম দেহের সংস্কার ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার এই দুইটীই সাধারণতঃ জীবের মুখ্য প্রয়োজন বটে, তবে সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধীয় বোধ জীব মাত্রের একরূপ নহে, দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির বিশিষ্টতা বশতঃ সুখ-দুঃখ বোধের বিশিষ্টতা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির যাহা সুখপ্রদ, ভিন্ন প্রকৃতিক অন্য ব্যক্তির তাহা বাধাপ্রদ—দুঃখজনক হইয়া থাকে। এক ব্যক্তিরই মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন এক সময়ে যাহা সুখজনক হয়, অন্য সময়ে তাহাই দুঃখজনক হইয়া থাকে। সাতিশয় ও নিরতিশয়, সুখকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে সুখের অতিশয় আছে, যে সুখ পরিচ্ছিন্ন, তাহা "সাতিশয় সুখ"। যে সুখের অতিশয় নাই, যে সুখ অপরিচ্ছিন্ন, তাহা "নিরতিশয় সুখ"। যিনি নিরতিশয় সুখ প্রার্থী, তাঁহার প্রয়োজন সাতিশয় সুখ প্রার্থীর প্রয়োজন হইতে ভিন্ন হইবেই, নিরতিশয় সুখ কাহাকে বলে, অল্প ব্যক্তিই তাহা অবগত আছেন, নিরতিশয় সুখের অস্তিত্বে, ইহার সম্ভাব্যতাতে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্প। দুঃখের নিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন বটে, কিন্তু যাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে, যে উপায় দ্বারা নিবৃত্ত দুঃখের পুনরাবৃত্তি পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে, সকলেই তদুপায়কে আশ্রয় করিতে স্ব-স্ব বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় যত্নশীল হন না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই যে মুখ্য প্রয়োজন, সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন না। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে, নিরতিশয় সুখ প্রাপ্তি সম্ভব, অনেকে ইহাই বিশ্বাস করেন না। মানুষ সাধারণতঃ মন্দ পুরুষার্থকেই প্রকৃত পুরুষার্থ বলিয়া বুঝিয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—মন্দ পুরুষার্থ কাহাকে বলে? অত্যন্ত পুরুষার্থেরই বা স্বরূপ কি ?

বক্তা—"শোকজয়ের উপায়" নামক সম্ভাষণে আমি এই প্রশ্নের বিস্তার-পূর্ব্বক সমাধান করিয়াছি। এখন সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

সাংখ্য দর্শন বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, অত্যন্ত (পরম) পুরুষার্থ—পরম প্রয়োজন। কখন কোন প্রকার দুঃখ হইবে না, অনন্তকাল দুঃখ দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া থাকিব, এইরূপ আশাই দুঃখ নাশ আশার শেষ সীমা। দুঃখ নাশের এই শেষ সীমাকে লক্ষ্য করিয়া সাংখ্য দর্শন প্রণেতা বলিয়াছেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, ত্রিবিধ দুঃখকে সমূলে উন্মূলিত করা পরম পুরুষার্থ, মুখ্য প্রয়োজন ("অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"—সাং দং ১।১) দৃষ্ট বা লোক বিদিত উপায়ে (ধনাদি দ্বারা) দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, লোক বিদিত উপায়ে যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা আত্যন্তিক নহে, কারণ আবার সেই দুঃখ বা তৎ সদৃশ অন্য দুঃখ আসে, দুঃখের মূলোচ্ছেদ হয় না। উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা রোগের প্রতীকার হয় বটে, কিন্তু কিছু দিন পরে সেই রোগ বা রোগান্তর দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, ঔষধ সেই নিবৃত্ত রোগের পুনরাক্রমণকে কিংবা অন্য রোগের আক্রমণকে নিবারণ করিতে পারে না ("ন দৃষ্টাৎ তৎ সিদ্ধি নিবৃত্তের-প্যনুবৃত্তি দর্শনাৎ।"—সাংদং ১।২)। ভোজন দ্বারা যেমন প্রতিদিন ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, তেমনি ধনাদি দ্বারা স্থূল দুঃখ নিবারণ করা যায়, এই নিমিত্ত মানুষের ধনাদির অর্জ্জনে ও ধনাদি দ্বারা দুঃখ প্রতিকারের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ধন, ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি হয়, অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি, মন্দপুরুষার্থ, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, অত্যন্ত বা পরম পুরুষার্থ। লৌকিক উপায় দ্বারা সকল দুঃখেরও প্রতীকার হয় না, হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে, কারণ সেই সেই দুঃখ আবার হয়, এই কারণে প্রমাণজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকি লোকেরা—সুবিচার শীল পুরুষবৃন্দ লৌকিক উপায়ের আশ্রয় পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সাধনের চেষ্টা করেন, শাস্ত্রোপদিষ্ট দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির অলৌকিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ("সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণ কুশলৈঃ।"—সাং দং ১।৪)।

জিজ্ঞাসু—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় কি শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই ? অন্য কেহ কি জানিতে সমর্থ হ'ন নাই ?

বক্তা—তোমার এই প্রশ্নের সদুত্তর "না"। "শাস্ত্র" কাহাকে বলে, যাহারা তাহা পূর্ণ ভাবে জানেন না, অলৌকিক (যাহা লোক বিদিত নহে, যাহা স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জ্ঞেয় নহে) পদার্থের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই,

অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিভা বা যোগ্যতা লইয়া যাঁহারা পৃথিবীতে আসেন নাই, তাঁহারা কখন কোন অলৌকিক বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারেন না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে, তাঁহারা কখন ইহা যথার্থভাবে বিশ্বাস করিতে সমর্থ হ'ন না। স্থূল ইন্দ্রিয় শক্তির অগোচর বা অলৌকিক পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই বেদ বা তন্মূলক শাস্ত্র সমূহের বিশেষত্ব। অতএব বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্য কেহ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় পূর্ণ ভাবে বলিতে পারেন না, পারেন নাই। বিস্তার-পূর্ব্বক না বুঝাইলে, এই বিষয়ের সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব নহে। যাহা হোক্, যে কারণে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রতীচ্য সুধীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতির স্থূল, স্থূল পর্ব্বের নিয়ম জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি নিমিত্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পর্ব্ব সকলের স্বরূপাধারণের চেষ্টা করেন না, যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে। প্রতীচ্য তত্ত্বচিন্তকদিগের মধ্যে অনেকেই অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির অলৌকিক উপায় আছে, প্রকৃতির পরিজ্ঞাত নিয়মসমূহের অতিরিক্ত ইদানীং অনাবিষ্কৃত অসংখ্য নিয়ম আছে, ইত্যাদি বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব নিবন্ধন. অতএব প্রয়োজনাভাব বশতঃ উহাঁরা সাধারণতঃ অলৌকিক বিষয়ের প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর নিয়ম সকলের তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহী হননা। অলৌকিক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানকে উঁহারা সাধারণতঃ অনর্থক বলিয়াই মনে করেন। আমি যাহা বলিলাম, তাহা যে, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, লর্ড কেলভিন্, আগস্ত কোমৎ, হেকেল্ প্রভৃতি সুধীগণের যোগ ও যোগীর প্রতি অবজ্ঞাসূচক প্রকাশিত অভিমত হইতে তাহা সপ্রমাণ হইবে। প্রকৃতির মহিমা বিচিত্র, অনির্ব্বচনীয়। প্রতীচ্য দেশে অধুনা অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, ইত্যাদি যে, অসত্য ভূমিক নহে, কেবল কল্পনার প্রসব নহে, বহু ব্যক্তির তাহা বিশ্বাস হইতেছে।

জিজ্ঞাসু—যে চোক্ দ্বারা ভগবান্‌কে দেখা যায়, সে চোকের স্বরূপ কি, কিরূপে সে চক্ষুঃ প্রকটিত হয়, তাহা জানাই আমার প্রয়োজন। আমি তাহা জানিবার নিমিত্ত "দিব্য চক্ষুঃ" কাহাকে বলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। ভগবান্ লৌকিক চক্ষু দ্বারা দ্রষ্টব্য নহেন, আমার ইহা বোধ হইয়াছে। দাদা! মানুষ, মানুষভাবে থাকিয়া, মানবোচিত চিত্ত লইয়া, মানবোচিত চক্ষু দ্বারা ভগবান্‌কে

দেখিতে পায় না কেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষতঃ কিছু শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—তাহা হওয়া উচিত, কিন্তু তোমার এখন এসম্বন্ধে বিশেষতঃ কিছু শুনিবার অধিকার হয় নাই। আমি অতি সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া কেহ চন্দন কাষ্ঠ লাভ করে, কেহ রত্ন পায়, কেহ চিন্তামণি পাইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র চর্চ্চা, শাস্ত্র শ্রবণ, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক (বিজ্ঞান জানিয়া বা না জানিয়া) শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে, প্রতিভানুসারে কিছু না কিছু ভাল ফল লাভ হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ অধিকারিণী না হইলেও, আমি এই নিমিত্ত তোমাকে শাস্ত্রের কথা শুনাইয়াছি, শুনাইতেছি; আমার বিশ্বাস, এতদ্দ্বারা তোমার কিছু না কিছু লাভ হইবে, ইহা একেবারে অনর্থক হইবে না। সূক্ষ্ম বিষয়ের বহুবার শ্রবণ না করিলে উহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। যাহা শ্রবণ করিবে, তাহা যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছ কিনা, বহুশঃ তাহা পরীক্ষা করিবে। যথার্থভাবে বুঝা কাহাকে বলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানের যথার্থ পিপাসা না হইলে, কেহ কোন বিষয় জানিতে চায় কি ? জ্ঞানের যথার্থ পিপাসা না হইলে, কেহ কি, কোন শ্রুত বিষয়ের মনন করিতে পারে ? আমি তোমাকে কত কথা শুনাইতেছি, তুমি সেই সকল কথার মধ্যে অনেক কথারই প্রকৃত অর্থ কি, মূল্য কত, তাহা বুঝিতে পার নাই, ইহা যে, আমি বুঝি না তাহা মনে করিও না। তোমার মুখ দেখিলেই, আমি বুঝিতে পারি, আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহা যথার্থভাবে গ্রহণ কর নাই। এই দেখ, আমি যে, তোমাকে এখন এই সকল কথা বলিতেছি, তাহার কারণ কি, তুমি কি, তাহা ভাবিতেছ ? তোমার কি, মনে হইতেছে, "দিব্যচক্ষুঃ" ব্যতিরেকে দেবতাকে দেখা যায় না, মানুষের চিত্ত লইয়া দেবতার ধ্যান করিলে, মানুষেরই ধ্যান হয়, দেবতার ধ্যান হয় না, শিব হইয়া শিবের পূজা করিলে তবে যথার্থ শিব পূজা হয়, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কথা গুলির সহিত এখন যাহা বলিতেছি তাহার কোন সম্বন্ধ নাই ? ইহারা অপ্রাসঙ্গিক কথা ?

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

রমাবোধ।

মরণ ভয় নিবারণের

এবং

নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে একমনে ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগের উপায়।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

জিজ্ঞাসু—দাদা! অনেকের মুখ হইতে শুনিয়াছি, শুনিয়া থাকি, "জপ তপ কর কি মরতে জান্‌লে হয়," আপনার মুখ হইতেও বহুবার শুনিয়াছি, মরণ কালে যাহার মনের যেরূপ ভাব থাকে, তাহার তদনুরূপ গতি হয়, আমার তাই, যাহাতে ভাল ভাবে মরিতে পারি, যাহাতে সজ্ঞানে, নির্ভয়ে, পরমানন্দে ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতে পারি, তাহার উপায় কি, তাহা জানিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, যাহা করিলে ভাল ভাবে মরিতে পারিব, তাহা করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে। আমার মরিতে বড় ভয় হয়, মরিতে হইবে, ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে, ইচ্ছা হয়, যেখানে মৃত্যু নাই, সেই খানে চলিয়া যাই। মরিতে এত ভয় হয় কেন দাদা! যে দেশে মৃত্যু ভয়ে ভীত হইতে হয় না, যে দেশে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, প্রভৃত আত্মীয়জনকে ছাড়িয়া যাইতে হয় না, যে দেশে আপনার মত দাদাকে পাইয়া, আবার হারাইতে হয় না, তেমন দেশ কি আছে? যদি থাকে, তবে বলে দিন্, কোন্ পথ ধরিয়া চলিলে, সে দেশে যাওয়া যায়, যদি অসম্ভব না হয়, তবে আমাকে সেই পথ ধরিয়া চলিবার শক্তি প্রদান করুন। দাদা! সকলেই কি, আমার মত মৃত্যু ভয়ে ভীত হ'ন্? আপনি বলিয়াছেন, মৃত্যুকে ভয় করিও না, মৃত্যুকে ভয় করিলে, মৃত্যুর স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা না করিলে, তুমি কখন মৃত্যু রাজ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না মৃত্যুদেব,

বস্তুতঃ নিষ্ঠুর নহেন, তাঁহার হৃদয় দয়াপূর্ণ, প্রেমবিগলিত, তিনি শরণাগত পালক, যিনি মৃত্যুদেবের তত্ত্ব যথার্থভাবে অবগত হ'ন্ তাঁহার কৃপায় তিনি অমৃত ধামে উপনীত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর মরিতে হয় না, আর জ্বালা-যন্ত্রণাময় মৃত্যু রাজ্যে আসিতে হয় না, আর প্রিয়জনের দুর্ব্বিসহ বিরহানলে দগ্ধ হইতে হয় না, কিন্তু আমিত আপনার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারি না, আমিত এখনও মৃত্যুভয়ে সদা ভীত হই, মরিতে হইবে, আপনাদের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে, ভাবিলে, আমার হৃদয় ত অদ্যাপি শিহরিয়া উঠে। তবে উপায় কি? কিরূপে আমার মৃত্যুভয় নিবারিত হইবে? কি করিলে আমি, যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে, ভীত হই, শিহরিয়া উঠি, তাঁহাকে দয়াপূর্ণ বলিয়া, প্রেমবিগলিত বলিয়া, শরণাগত-পালক বলিয়া, বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইব? মৃত্যুই অমরত্ব প্রাপ্তির উপায়, অমৃতত্বকে আশ্রয় ক'রেই মৃত্যু বিদ্যমান থাকেন, মৃত্যুর স্বরূপ জ্ঞান হইলেই, অমৃতত্বকে পাওয়া যায়, মনোহারিণী হইলেও, আশার সঞ্চারিণী হইলেও, আপনার এই সকল কথা, অল্প মতি রমার বোধ শক্তির বাহিরের কথা। জাতমাত্রকে একদিন মরিতেই হইবে, কবে কখন মরিব, তাহা জানি না, তাহার স্থিরতা নাই, জলপ্লাবন যেমন রাত্রিতে সুনিদ্রিত জনপদকে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়াই ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যুও সেইরূপ পূর্ব্ব সংবাদ প্রদান না করিয়া হঠাৎ নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক লইয়া যান্, শুচি, অশুচি, পুণ্যবান্, পাপী, ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, বিদ্বান্, মূর্খ, সাধু, অসাধু ইত্যাদি কাহাকেও মৃত্যু পরিত্যাগ করেন না, সকলেই তাঁহার গ্রাহ্য, কেহই উপেক্ষণীয় নহে। মৃত্যুকে যখন অতিক্রম করা অসম্ভব, তখন যাহাতে ভাল ভাবে মরিতে পারা যায়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মরিতে ভয় হয় কেন? সকলেই কি আমার মত মৃত্যুকে ভয় করেন? মৃত্যুভয় নিবারণের উপায় আছে কি? নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, ভগবান্‌কে ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিবার সাধন কি, দাদা! আমার এই সকল বিষয়ের প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে। অপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে এই সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। বলিতে ভুলিয়াছি, ইহা ছাড়া আমার আর একটী বিষয়ও জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে অনেকে বলেন, মৃত্যুকালে অত্যন্ত যাতনা হয়, মরিতে ভয় হইবার ইহাই প্রধান কারণ। এই কথা কি, সত্য দাদা! মৃত্যুকালে সকলকেই কি, অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হয়? শুনিয়াছি, যোগীরা যোগ প্রভাবে সুখে ও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে, যেরূপ যোগাভ্যাস করিলে সুখে ও স্বেচ্ছায়

দেহত্যাগ করিবার যোগ্যতা হয়, যদি আমার অসাধ্য না হয়, তাহা হইলে, আপনি আমাকে সেইরূপ যোগাভ্যাসের উপদেশ প্রদান করুন, আপনার উপদেশানুসারে আমি প্রাণপণে সুখে ও স্বেচ্ছায় দেহত্যাগে যোগ্য হইবার চেষ্টা করিব।

বক্তা—রমা! তুমি যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইয়াছ, সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা যথার্থ আত্মকল্যাণার্থীর না হইয়া থাকিতে পারে না। জাত মাত্রকেই যে একদিন মরিতে হইবে, তাহা কি, সকলের মনে থাকে? সকলেই কি, তাহা ভাবে? কোন বিষয়ে জানা ও তাহাকে যথার্থভাবে অনুভব করা এক সামগ্রী নহে, জানা ও যথার্থভাবে অনুভব করা, এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

জিজ্ঞাসু—কোন বিষয় জানা ও তাহাকে যথার্থভাবে অনুভব করা, এই উভয়ের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

বক্তা—যে জন্মিয়াছে, তাহাকে যে একদিন মরিতেই হইবে, মানুষমাত্রে তাহা জানে, কিন্তু মানুষমাত্রে তাহা যথার্থভাবে অনুভব করে না, মানুষমাত্রেই যদি তাহা যথার্থভাবে অনুভব করিত, তাহা হইলে, সকলেই ভাল ভাবে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে, কেহ অস্থির জাগতিক পদ ও ঐশ্বর্য্যাদি পাইয়া অভিমানে স্ফীত হইত না, অন্যকে উপেক্ষা বা তুচ্ছ জ্ঞান করিত না, কাহারও প্রতি অত্যাচার করিত না, পরপীড়কের সংখ্যা, তাহা হইলে, কম হইত। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়জনকে শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতাগ্নির করাল বদনে আহুতি দিতেছেন, "পিতঃ! রক্ষা কর," "মাগো, রক্ষা কর," পুত্র-কন্যাদির এই মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তনাদকে উপেক্ষা পূর্ব্বক নিষ্ঠুর ক্রব্যাদের ন্যায় প্রার্থনা মাত্রে মৃত্যুর লোলায়মান জিহ্বাতে সমর্পণ করিতেছেন, কিন্তু আমাকেও যে, একদিন শ্মশানে লইয়া যাইবে, এইরূপ চিতানলে দগ্ধ করিবে, কয়জন তাহা ভাবিয়া থাকেন? দূর হইতে ঝঞ্ঝা শ্রবণ পূর্ব্বক লোকে যেরূপ সাবধান হয়, সন্নিহিত পল্লীস্থ কোন গৃহ অগ্নিদীপ্ত হইলে, তৎপল্লীবাসি জনগণের হৃদয় যেরূপ ভয়ার্ত্ত হয়, বলিদানার্থ আনীত ছাগ সমূহের মধ্যে দুই একটীর বলিদান ব্যাপার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অপর ছাগগুলির মনের যেরূপ অবস্থা হয়, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি কর্ত্তৃক যুগপৎ বহু জনপদের নির্জ্জনীকরণের, সহৃদয়ের হৃদয় বিদারক কথা শুনিয়া, কয়জনের নয়ন সম্মুখে জাগতিক জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্বের [illegible] ছবি অধিক কালের জন্য দোলায়মান হইতে থাকে? তাই

বলিয়াছি, কোন বিষয় জানা ও তাহাকে যথার্থভাবে অনুভব করা, এই উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

জিজ্ঞাসু—একদিন যে, মরিতে হইবে, সব ছাড়িয়া যাইতে হইবে, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ভূপতির দেহ-গৃহও যে, সাধারণ জীব দেহ-গৃহের ন্যায় ভাড়াটে ঘর, তাঁহারও যে, ইহাতে বস্তুতঃ কোন স্বত্ব নাই, তাহা সকলেরই জানা আছে, তথাপি যে ইহা অনেকেরই মনে থাকে না, তাহার কারণ কি?

বক্তা—দুইখানি চলিষ্ণু জাহাজ যখন চলিতে, চলিতে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন প্রত্যেক জাহাজের লোকগুলি মনে করে, আমাদের জাহাজ স্থির হইয়া আছে, ঐ জাহাজখানাই চলিতেছে। আমরা যখন কোন রোগার্ত্ত মুমূর্ষু ব্যক্তিকে নয়নের বিষয়ীভূত করি, তখন আমরা বলিয়া থাকি, গরিব, আর বেশী দিন বাঁচিবে না, ইহার আয়ুঃ প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাবি না, আমাদের আয়ুঃ দিন, দিন শেষ হইতেছে, মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই, হয় ত আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও উক্ত মুমূর্ষুর আগেই ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। চলিষ্ণু জাহাজদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেক জাহাজের লোকগুলি যেমন আপনাদের গতিকে লক্ষ্য করিতে পারে না, যেমন আপনাদিগকে অচল বলিয়াই বোধ করে, সেইরূপ মানুষ অন্যকে মরিতে দেখিলেও, মহামারী প্রভৃতি দ্বারা জনপদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করিলেও, আপনাকে অমর বলিয়া মনে করে, আমিও যে, পরক্ষণে মরিতে পারি, মোহবশতঃ তাহা ভাবিতে পারে না। যে জাহাজ বস্তুতঃ নঙ্গর ফেলে স্থির হইয়া আছে, সেই জাহাজের লোকেরা চলিষ্ণু জাহাজদ্বয়ের উভয়েই যে, চলিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ইত্যাদি সকলেই পরিণামী, পরিবর্ত্তনশীল, আত্মার পরিবর্ত্তন হয় না, আত্মা অপরিণামী। যাহারা পরিবর্ত্তনশীল দেহাদিগকেই "আত্মা" বলিয়া জানে, যাহারা সতত মৃত্যু সাগরেই বাস করে, অবিরাম পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারা কখন বুঝিতে পারেনা যে, আমরা অবিরাম মরিতেছি; অন্যকে মরিতে দেখিলে, তাহাদের মনে ক্ষণকালের জন্য "আমাকেও মরিতে হইবে" ক্ষণপ্রভার ন্যায় এই ভাবের বিকাশ হইলেও, তাহা স্থায়ী হয় না, অবিদ্যা তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দেয়, না, না, তুমি স্থির আছ, তোমার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে না, তুমি মরিবেনা, যাহারা মরে, তাহারাই মরিতেছে। "পরলোক নাই," 'ঈশ্বর নাই', 'ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই,' তুমি স্বচ্ছন্দে এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ় আসন দিয়া, যাহা করিতেছ, তাহাই করিতে থাক। একদিন যে, "মরিতে হইবে," সব ছাড়িয়া যাই-

হইবে, তাহা সকলেরই জানা আছে, তথাপি যে, ইহা অনেকেরই মনে থাকেনা, তাহার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিলে কি রমা ?

জিজ্ঞাসু—একটু বুঝিতে পারিয়াছি।

বক্তা--আমি পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, যাঁহাদের যথার্থ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহাদের মরিতে ভয় হয় না, মৃত্যুকে তাঁহারা অমৃতত্বের দ্বার বলিয়া বুঝিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—মরিতে ভয় হইবার কারণ কি ? মরিতে ক্লেশ হয় কেন ?

বক্তা—যে কারণে স্বদেশ ছাড়িয়া, স্নেহময়ী মাতাকে, স্নেহ ও করুণাময় পিতাকে, অন্যান্য প্রিয়জনকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাইবার সময়ে ভয় হয়, ক্লেশ হয়, সেই কারণে মরিতে, অপরিচিত স্থানে যাইতে ভয় ও ক্লেশ হইয়া থাকে। যাহারা বিদ্যার্জ্জনার্থ বিদেশে বাস করে, ছুটী হইলে, তাহারা যেমন পরমোল্লাসের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা বিশ্বাস করিতে পারে, সংসার বিদেশ, মরণের পর আমরা স্বদেশ যাইব, বহুদিনের পরে মার কাছে যাইব, বাবার কাছে যাইব, তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না।

জিজ্ঞাসু—কি সুন্দর কথা !

বক্তা—এখনও ত যথার্থ সুন্দর কথা শোন নাই, ক্রমশঃ শুনাইব।

জিজ্ঞাসু—আমি কি নির্ভয়ে, পরমানন্দে সহাস বদনে, প্রাণের প্রাণকে একমনে ভাবিতে ভাবিতে মরিতে পারিব ? আমার কি মরণ ভয় দুরীভূত হইবে ?

বক্তা—কেন পারিবেনা, এখন হইতে মরিতে অভ্যাস করিতে হইবে। যাহাতে তুমি স্বেচ্ছায় দেহ ছাড়িতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে তাহা বলিয়া দিব। স্বেচ্ছায় দেহ ছাড়িবার উপায় আছে, শাস্ত্র নির্ভয়ে সহাসবদনে ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিবার সাধন কি, তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—যাহারা অভিমান বশতঃ, অথবা নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় জীবনভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, দুর্ব্বিষহ শোকানলের জ্বালা সহিতে না পারিয়া, কিংবা ক্রোধের প্রেরণায় দেহ ত্যাগ করে, তাহাদের দেহ ত্যাগকে কি, স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ বলা যায় না ? এইরূপে দেহ ত্যাগ করাকে যে, পাপ কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করা হয়, তাহার কারণ কি ?

বক্তা—আত্মতত্ত্ববিৎ যোগিগণের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ এবং অভিমান বশতঃ নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশময় জীবনভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, দুর্ব্বিষহ শোকানলের

জ্বালা সহিতে না পারিয়া, কিংবা ক্রোধের প্রেরণায় দেহ ত্যাগ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। শেষোক্ত রূপ দেহত্যাগের কারণ অজ্ঞান, সর্ব্বদুঃখ হর, করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের অভাব, তাঁহার প্রতি ভক্তির অভাব, অনাত্ম পদার্থে (যাহা বস্তুতঃ আত্মা নহে, তাহাতে) আত্মবোধ বশতঃ লোকে যে, উদ্বন্ধন বা বিষভক্ষণাদি দ্বারা মরিয়া থাকে, তাহা "আত্মহত্যা," তাহা বস্তুতঃ "পাপ"। যাহা আত্মার স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, যাহা আত্মার শক্তি সমূহকে, প্রকৃষ্ট গুণ গ্রামকে দেখিবার পথের প্রতিবন্ধক, তাহাই "পাপ" শব্দের প্রকৃত অর্থ। আত্মজ্ঞান বিহীনের—যাহারা দেহ ছাড়া আত্মার স্বতন্ত্র, অস্তিত্বে অনাস্থাবান্, যাহারা দেহকেই "আত্মা" বলিয়া জানে, তাহাদের উদ্বন্ধনাদি দ্বারা যে, দেহত্যাগ, তাহাকে "আত্মহত্যা" বলিয়া মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত করাই উচিত। আত্মজ্ঞানবান্ যোগিগণের স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ সম্পূর্ণ পৃথক্ সামগ্রী কেন, তাহা পরে বুঝাইব।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা রাজার জন্য, স্বদেশের রক্ষার্থ, দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা কি আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন? সতীললামভূতা, পতিগত প্রাণা যে সকল বৈদিক আর্য্য ললনা সহাসবদনে মৃতপতির অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহারা কি আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছেন?

বক্তা—নিশ্চয় হন না, নিশ্চয় হন নাই। দুঃখের পীড়নে, তীব্র নির্ব্বেদের প্রণোদনে, বাধিত অভিমানের প্রেরণায়, ক্রোধাদি রিপু পরতন্ত্র হইয়া, অসাধ্য ব্যাধির যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বল্পবুদ্ধি, ঈশ্বর ভক্তিহীন মানুষের "আত্মহত্যা," বা বর্ত্তমান স্থূলশরীরের পরিহার এবং যথোক্ত ধর্ম্মবীরদিগের, যথোক্ত চিরস্মরণীয় সতী ললামভূতা, পতিগতপ্রাণা বৈদিক আর্য্যললনাদিগের সহাসবদনে নশ্বর দেহত্যাগ এক পদার্থ নহে। পরার্থে কেহ স্বদেহোৎসর্গ করিতে পারেনা, পরার্থে প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত সংসারে নাই, আমরা যাঁহাদিগকে পরার্থে স্বদেহ ত্যাগী ব'লে মনে করি, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থে স্বদেহ ত্যাগী নহেন। যে সকল ধর্ম্মবীর ধর্ম্মার্থ প্রাণোৎসর্গ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, রাজার জন্য স্বদেশ রক্ষার্থ যে সকল শূর শ্রেষ্ঠ প্রাণ দিয়াছেন, দিতেছেন, ইতিহাস যে সকল সতীললামভূতা, পতিগতপ্রাণা বৈদিক আর্য্য রমণীর মৃতপতির অনুগমনের লোমহর্ষণ বার্ত্তা বহন করে, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, তাঁহাদের কেহই বস্তুতঃ পরার্থে প্রাণত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থল নহেন, তাঁহাদের সকলেই প্রাণের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, অথবা স্ব-স্ব মর্ত্ত্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

যাঁহাদের প্রাণ যে পরিমাণে বিশাল, যাঁহাদের আত্মজ্ঞান যে মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাঁহারা সেই পরিমাণে পরের প্রাণকে নিজপ্রাণ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সেই মাত্রায় "পর" আত্মীয় হইয়া থাকে। যে সকল ধর্ম্মবীর ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ যে মরণশীল, নশ্বর পদার্থ নহে, স্থূলদেহের সহিত বিচ্ছেদ হইলে, প্রাণের যে নাশ হয় না, তাঁহারা তাহা জানিতেন, ধর্ম্মের জন্য নশ্বর দেহত্যাগ করিলে, অমৃতত্ব লাভ পূর্ব্বক, কৃতকৃত্য হইব, তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতেন। অতএব অবাধিত প্রাণ পাইবার জন্যই, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্তই, চিরশান্তিময় জীবন লাভার্থই তাঁহারা মর্ত্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল শূর শ্রেষ্ঠ রাজার জন্য, স্বদেশ রক্ষার্থ, জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রাণের জন্যই প্রাণ দান করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। যে সকল পতিগতপ্রাণা মৃতপতির অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহারাও বস্তুতঃ মৃতপতির অনুগমন করেন নাই, স্বপ্রাণেরই অনুগমন করিয়াছেন। যাঁহাদের প্রাণ পতিগত, পতিকে যাঁহারা বাহ্য সঞ্চারি প্রাণ বলিয়াই জানেন, অতএব পতির দেহ হইতে যখন প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন পতিগত প্রাণার দেহ হইতেও যে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহা সুখবোধ্য।

জিজ্ঞাসু—সৈন্যেরা যে, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা কি প্রাণের জন্য প্রাণ দিয়া থাকেন? যাঁহারা পতির অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, পতিকে বাহ্য সঞ্চারি প্রাণ বলিয়া ভাল বাসিতেন?

বক্তা—না, সকলেই কি, সমভাবে সব কাজ করিতে পারেন? বেদ ও স্মৃত্যাদি বেদ মূলক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, যাঁহারা দেশের জন্য, নির্ভয়ে, হাসিতে হাসিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা যোগযুক্ত সন্ন্যাসীর গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উভয়ই সূর্য্যলোক ভেদ পূর্ব্বক পুনরাবর্ত্তন রহিত অক্ষয়, শাশ্বত, সুখময় লোকে গমন করেন। * যাঁহারা মৃতপতির অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে, পতিগতপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে সকলেরই সর্ব্বথা সমভাব না থাকিতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, কোন রমণীকে মৃতপতির অনুসরণ করিতে দেওয়া হইত না। মৃতপতির অনুসরণার্থিনীদিগকে যাদৃশ কঠিন পরীক্ষা করা হইত, তাদৃশ কঠিন পরীক্ষা হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারা

---

* "যে যুধ্যন্তে প্রধনেষু শূরাসো যে তনুত্যজঃ। যে বা সহস্রদক্ষিণাস্তাংশ্চিদেবাপি গচ্ছতাৎ॥" তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ঋগ্বেদ।

পতিকে বাহু সঞ্চারি প্রাণ বোধে ভাল বাসিতেন কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হইতেই পারে না। এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আছে, "বিবাহতত্ত্বে" এবং "পতিগত প্রাণা সধবা চিরদিন সধবাই থাকেন, কখন বিধবা হ'ন্ না" এতচ্ছীর্ষক সম্ভাষণে তাহা বলিব।

জিজ্ঞাসু—আমার অনেক সংশয় নিরস্ত হইল। যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা অন্যকে সদুপদেশ প্রদান করেন, যাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্যের পদে উপবিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি, আমাকে মরিতে হইবে, কবে, কখন মরিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই, হতে পারে, এই মুহূর্ত্তই আমার শেষ মুহূর্ত্ত, যথার্থভাবে সর্ব্বদা এই-রূপ অনুভব করিয়া থাকেন?

বক্তা—আমার বিশ্বাস, সকলেই তাহা করেন না। কেন করেন না, এবং সর্ব্বদা এইরূপ ভাবনা, সর্ব্বথা হিতকরী কিনা, তাহা পরে ভাল করে বিচার করিব। নীতি শাস্ত্রের উপদেশ, যখন বিদ্যার্জ্জন, অর্থার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিবে, তখন 'আমি অজর,' 'আমি অমর' এই প্রকার ভাবনা করিবে, ধর্ম্মা-নুষ্ঠান কালে ভাবিবে, মৃত্যু আমার কেশ ধরিয়াছেন, আমি পরক্ষণেই মরিতে পারি। মৃত্যু যখন আমাদের কোন আত্মীয়কে গ্রহণ করে, কোন বন্ধুকে যখন আমরা মরিতে দেখি, তখন কিছু কালের নিমিত্ত "সংসার অনিত্য," "আমাকেও মরিতে হইবে," আমাদের এবম্প্রকার ভাবনা হয়, তখন কিঞ্চিন্মাত্রায় সংসার বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রকার ভাবনা অধিক দিন থাকে না। পশুঘাতক যখন ছাগ-মেষাদি পশু সমূহের মধ্য হইতে দুই একটীকে হত্যা করে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য পশুগণ কিয়ৎকালের জন্য ভয় চকিত হয়, আহার ত্যাগ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই, আবার ইহারা আহারাদি করিতে আরম্ভ করে। যে কারণে ছাগ-মেষাদি, সজাতীয়দিগের মধ্যে কাহাকেও হত্যা করিতে দেখিলে, প্রথমে ভয় চকিত হয়, বিমনা হয়, এবং কিছুক্ষণ পরেই সব

"যে ক্ষত্রিয়াঃ প্রধনেষু প্রকৃষ্টধননিমিত্তেষু সংগ্রামেষু যুধ্যন্তে যুদ্ধং কুর্ব্বন্তি। তত্রাপি যে শূরাসঃ শূরা ভটাস্তনুত্যাজো যুদ্ধাভিমুখ্যেন শরীরং ত্যজন্তি। অথবা যে পুরুষাঃ সহস্রদক্ষিণা বিশ্বজিদাদিক্রতুষু সহস্রদক্ষিণাযুক্তাঃ। তাংশ্চিৎ সর্বানপ্যয়ং প্রেতোঽপি গচ্ছতাদেব সর্বথা প্রাপ্নোত্বেব। যুদ্ধাভিমুখ্যেন মৃতস্যোত্তমলোকঃ স্মর্য্যতে—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥"—তৈত্তিরীয়ারণ্যক ভাষ্য।

ভুলিয়া গিয়া আবার আহারাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আমরাও অনেকতঃ সেই কারণে আত্মীয়জনের বিরহে প্রথমে শোকার্ত্ত হই, পুত্রাদি মরিলে আমাদের কিছুদিনের জন্য সংসার বৈরাগ্যের উদয় হয়, আমাকেও মরিতে হইবে, এই ভাব আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, এবং যে কারণে ছাগ-মেষাদি পশুরা অল্প সময়ের মধ্যে সব ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ আহারাদি করিতে আরম্ভ করে, আমরাও সেই কারণে অল্প দিনের মধ্যে সব ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ববৎ সাংসারিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করি, মরিতে হইবে, সংসার অনিত্য, এইরূপ ভাবনা আমাদের মন হইতে প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—দীর্ঘকাল শোকে অভিভূত হওয়া, আত্মীয়জনের বিরহে কাতর হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে উদাসীন থাকা কি ভাল? পশুরা যে কারণে শীঘ্র শীঘ্র নির্ভয় হয়, শোক রহিত হয়, নিজ প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যায়, আত্মীয়জনের বিরহ-বিধুর মানুষও সেই কারণে আমাকেও মরিতে হইবে, "সংসার অনিত্য" এই ভাব ভুলিয়া যায়, এই কথার ঠিক অর্থ কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বিবেক শক্তিহীন পশুরা যে কারণে যাহা করে, বিবেক শক্তি বিশিষ্ট মানুষগণও সেই কারণে তাহা করিবে কেন? শুনিয়াছি, জ্ঞানীরা শোকে অভিভূত হন না; জ্ঞানীরা যে শোকে অভিভূত হ'ন্ না তাহার কারণ কি?

বক্তা—তাহার কারণ কি, আমি পূর্ব্বেই সংক্ষেপতঃ তাহা বলিয়াছি, পরে বিশদভাবে আবার বুঝাইব। মৃত্যুভয় নিবারণের এবং নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে এক মনে ভাবিত ভাবিতে মরিবার উপায় কি, তাহা জানিতে হইলে, যে সকল বিষয়ের সমীচীন জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক, স্বেচ্ছায়, সহাসবদনে, ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হইলে, যেরূপ সাধনা কর্ত্তব্য, আমি তোমাকে তাহা ক্রমশঃ জানাইতেছি, তুমি সাবধান হইয়া আমার উপদেশ শ্রবণ কর, শ্রুত-বিষয়ের যথা প্রয়োজন মনন কর, এবং যাহা শুনিবে, তদনুসারে কর্ম্ম করিবার ও সেই সকল বিষয়কে যথার্থভাবে অনুভব করিবার জন্য যথোচিত সাধনা কর।

জিজ্ঞাসু—দাদা! "ইচ্ছা মৃত্যু" কাহাকে বলে? ভৃগু সংহিতাতে, 'ইহাঁর আয়ুঃ ইহাঁর করে স্থিত' ('আয়ুস্তস্য করে স্থিতম্') 'ইনি যোগমার্গে দেহত্যাগ করিবেন' এইরূপ কথা আছে, ভৃগুদেবের এইরূপ কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমার তাহা জানিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—এইরূপ কথার অভিপ্রায় কি, তাহা ত বলিতেই হইবে, তুমিত

স্বেচ্ছায় যোগ দ্বারা দেহত্যাগের তত্ত্ব কি, অহা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, ব্যস্ত না হইয়া, তাহা শ্রবণ কর। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার নাই, যাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত, আমি তোমাকে তাহাও জানাইবার চেষ্টা করিব। মরণ ভয় নিবারণের উপায় কি, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে "মৃত্যু" কোন্ পদার্থ, তাহা অবগত হইতে হইবে। মৃত্যু কোন্ পদার্থ, "মৃত্যুতত্ত্ব" নামক সম্ভাষণে, আমি বিশদ ভাবে ও বিস্তার পূর্ব্বক, তাহা বুঝাইব, আপাততঃ সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। "মৃত্যু" কোন পদার্থ, তাহা অবগত হইলে, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক বিষয়ের জানিবার পথ পরিষ্কৃত হইবে। "মৃত্যু বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সাধারণ কথা," "মরিতে ভয় হয় কেন," "মৃত্যু চিন্তা হিতকরী, কি অহিতকরী," "মৃত্যুকালে অত্যন্ত যাতনা হয়, এই কথা সত্য কি না," "মৃত্যু সময়ে মনে যেরূপ ভাব প্রবল থাকে, তদনুসারে আত্মার গতি হইয়া থাকে, এই কথার অভিপ্রায় কি," "কাঁহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হ'ন না,' ইচ্ছা মৃত্যু কাহাকে বলে', 'যোগ দ্বারা দেহ ত্যাগের, নির্ভয়ে, পরমানন্দে, সহাসবদনে, প্রাণের প্রাণকে একমনে ভাবিতে ভাবিতে মরিবার সাধন কি,' 'নাস্তিকেরা মৃত্যুকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, মরণকালে নাস্তিকগণের মনে শান্তি থাকে কি না,' "আয়ুঃ তাঁহার করে স্থিত" ভৃগুদেবের এইরূপ কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি তোমাকে যথাক্রমে এই সকল বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

"মৃত্যু কোন্ পদার্থ" ?

বক্তা—"মৃত্যু" কি, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তুমি কি উত্তর দিবে? "মৃত্যু" বলিতে তুমি কি বুঝিয়া থাক? তুমি ত অনেককে মরিতে দেখিয়াছ।

জিজ্ঞাসু—অনেককেই মরিতে দেখিয়াছি; যাহাদের মরিতে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আমার তিনটী স্নেহের অনুজ সহোদরের মৃত্যুর কথাই হৃদয়ে জাগিয়া আছে, তাহাদিগকে আজিও ভুলিতে পারি নাই, যাবৎ স্মৃতি থাকিবে, তাবৎ তাহাদিগকে ভুলিতে পারিব না, বিশেষতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই দুইটীর প্রস্ফুটিত কমল সদৃশ হাস্যযুক্ত বদনদ্বয়ের মনোরম ছবি আমার হৃদয়ে যে ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে, বোধ হয়, সহস্রধা বিদীর্ণ না হইলে, উহা হইতে তাহারা অপসৃত হইবে না। প্রথমটীকে ভাল মনে পড়ে না, কারণ তখন আমি অত্যন্ত ছোট ছিলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই দুইটীর আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার হৃদয়

বিদারক দৃশ্য এ দেহের পতন না হইলে, স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইবে না, আমার মূর্ত্তিমতী সরলতা, আমার নিষ্কপট স্নেহময়ী, আমার সদা সহাসবদনা স্বল্প-ভাষিণী জননী দেবীর অতি যত্নে ধৃত সুকুমার হৃদয় বৃন্ত হইতে নিষ্ঠুর কাল যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তর ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত পুত্র রত্নগুলিকে বলপূর্ব্বক ছিঁড়িয়া লইয়াছিল, তখন আমার মাতৃদেবীর যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন সহৃদয়ের হৃদয় সে অবস্থা দেখিলে, করুণার্দ্র না হইয়া, নির্দ্দয় কালের নিষ্ঠুরতাকে সহস্রবার নিন্দা না করিয়া, করুণাময় ভগবানের করুণাময় ভাবে সন্দিহান না হইয়া থাকিতে পারেন না। আহা! মা আমার সেই সময়ে যেরূপ সকরুণ স্বরে, যেরূপ দীনভাবে, যেরূপ হৃদয় ভেদি কাতরতার সহিত ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন, তাহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। ও গো! তুমি যে দয়াময়, তুমি যে শরণাগত পালক, ও গো! আমি যে, তোমার শরণা-গত দাসী, তুমি আমার প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণ প্রিয়তর বাছাকে ফিরাইয়া দেও, হে রামচন্দ্র! বাবার মুখ হইতে শুনিয়াছি, তুমি কাল-কাল, তুমি কালের পিতা, তুমি করুণাসাগর, তাই বড় আশা ক'রে প্রার্থনা করিতেছি, নাথ! তুমি আমার প্রাণ লইয়া, আমার প্রাণধনকে ফিরাইয়া দেও, আমার মাতৃদেবীর এইরূপ কাতরভাবের প্রার্থনা আমার মনে আছে, যতদিন বাঁচিব, মনে থাকিবে। আর মনে আছে, সেই অপরূপ ছবি, সেই মনোহর দৃশ্য। আপনি রঘুনাথকে (তৃতীয় ভ্রাতাকে) যখন বিবিধ সুগন্ধ কুসুম মালা দ্বারা সাজাইয়া নৌকা করে মণিকর্ণি-কাতে লইয়া গিয়াছিলেন, যখন তাহার দেহ হইতে অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছিল, যখন তাহাকে পতিত পাবনী গঙ্গাদেবীর কোমল করে সমর্পণ করিবার সময়ে আপনারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, যখন আপনি বারংবার রঘুনাথের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক গদ্‌গদ্‌স্বরে কম্পা-ন্বিত করে বলিয়াছিলেন,—"রঘুনাথ" "রঘুনাথ"! তোমার রঘুনাথ দাসকে তুমিই গ্রহণ কর, আমি যে, ইহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে পারিতেছিনা, লও দেব! লও দেব! লও তুমি, ও তোমার। ও তোমার। দাদা! সে দিনের কথা কখনও ভুলিবনা।

বক্তা—রমা! তোমার স্নেহের সহোদরদিগের মৃত্যু দেখিয়া কি, তোমার মরণ ভয় বাড়িয়াছে? তোমার কি বিশ্বাস হইয়াছে, তাহাদের অস্তিত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে? তাহারা আর কোথাও বিদ্যমান নাই? তোমার কি ধারণা

হইয়াছে, মরণ ভয় নিবারণের উপায় নাই? নির্ভয়ে পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে মরিতে পারা অসম্ভব? কাল নিষ্ঠুর, ভগবান ও করুণাময় নন, তোমার মনে কি, এইরূপ প্রত্যয় দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমার স্নেহের সহোদরদিগকে হারাইয়া, আমার মৃত্যুভয় বাড়িয়াছে কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। কখন, কখন মনে হয়, যদি মরিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাই, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে পারি, মৃত্যুদেব যদি কৃপাপূর্ব্বক আমার পুত্রশোকার্ত্তা মাতৃদেবীর ক্রোড়ে তাঁহার অপহৃত প্রাণপ্রিয়তর পুত্রগণকে ফিরাইয়া দেন, যাহাদিগকে হারাইয়াছি, মরিলে যদি তাহাদিগকে ফিরিয়া পাই, মরণ যদি বস্তুতঃ যাতনাপ্রদ না হয়, তাহা হইলে, মরিবার ভয় হইবেনা, তাহা হইলে, কালকে নিষ্ঠুর বলিবার প্রবৃত্তি কম হইবে, তাহা হইলে, আর ভগবানের করুণাময় নাম কাটিবার ইচ্ছা হইবে না, তাহা হইলে, বিশ্বাস হইবে, ভগবান্‌কে নির্দ্দয় বলিয়া অবধারণ করা হতভাগ্য, পাপীর কার্য্য।

বক্তা—মৃত্যু কোন্ পদার্থ, আমি তোমাকে এইবার তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব, মৃত্যুর স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাইলে, তোমার আর মরিতে ভয় হইবেনা, তুমি আর মৃত্যুকে নিষ্ঠুর বলিবেনা, ভগবান্ করুণাময় কি না, তোমার মনে আর এইরূপ সংশয় উদিত হইবেনা, তাহা হইলে নির্ভয়ে পরমানন্দে, মরিতে পারা অসম্ভব, তোমার মনে এইরূপ ভ্রান্তির উদয় হইবার আর অবসর আসিবে না।

জিজ্ঞাসু—আহা, যাহাতে তাহা হয়, তাদৃশ কৃপা করুন, দাদা। দাদা! মা'র মুখ হইতে শুনিয়াছি, আমার প্রথম ভাইটী যখন দেহত্যাগ করে, তখন সে নাকি দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনার কোলে গিয়া এমন হাস্য করিয়াছিল যে, তাহা দেখিলে সকলকে বিস্মিত হইতে হয়, ক্ষণকালের জন্য সকলকে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইতে হয়। দাদা! মরিবার সময়ে আপনার কোলে গিয়া তাহার এমন সুন্দর, শান্তিময় সানন্দভাব হইবার কারণ কি?

বক্তা—তোমার গর্ভধারিণীর মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে, অতিশয়োক্তি নহে। আমি তাহার সেই দিব্য হাসিমাখা মুখ দেখিয়াছি। যে কারণে সে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এমন মধুর হাসি হাসিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিল, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিব। সহোদরদিগের মৃত্যু দেখিয়া, মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার কি জ্ঞান হইয়াছে, আমাকে এখন তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—প্রাণসমপ্রিয় অনুজ তিনটীর প্রাণ বিয়োগ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, "মৃত্যু" সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। সহোদরগণ যখন জীবিত ছিল, তখন যাহা করিত, মৃত্যু হইলে, ইহারা আর তাহা করিতে পারে নাই। আর তাহারা সুধামাখা হাসি হাসে নাই, আর তাহারা পা দুলাইয়া খেলা করে নাই, আর তাহারা কাঁদে নাই, স্তন্য পান করে নাই। তাহাদের মধ্যে কে ছিলেন, তাহাত জানি না, তবে মনে হইয়াছে, যিনি ছিলেন, তিনিই সুধা-মাখা হাসি হাসিতেন, তিনিই পা দুলাইয়া খেলা করিতেন, তিনিই কাঁদিতেন, তিনিই আমার জননী দেবীর কোলে শুইয়া মাই খাইতেন। হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কে যেন চলিয়া গিয়াছেন, দেহের অধিপতি দেহ ছাড়িয়া গিয়াছেন, জড় দেহটী পড়িয়া আছে। দেহ মধ্যে যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন দেখিয়াছি, মাকে অধিকক্ষণ দেখিতে না পাইলে, উহারা কত ব্যাকুল হইত, মারজন্য কত কাঁদিত, মাকে পাইলে কত আহ্লাদ করিত, কত খেলা করিত, মার স্তন পান করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিত। মরণের পর মা আমার তাহাদিগকে বুকে করিয়া কত কাঁদিয়াছেন, তাহাদের নাম ধরে কত ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাহারা নিঃস্পন্দ হইয়াছিল, বধিরের মত হইয়াছিল, অন্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিল, মার দিকে একবারও তাকায় নাই, মা'র রোদন শোনে নাই, মা'র ডাকে কর্ণপাত করে নাই, আহা! মা'র আমার পাষাণ ভেদি-আর্ত্তনাদ তাহাদের উপরি কোন ক্রিয়া করিতে পারে নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হইয়াছে, দেহ জড়, দেহ শোনে না, দেখেনা, স্পর্শ অনুভব করেনা, দেহ খায় না, দেহ হাসেনা, কাঁদেনা। যিনি এই সকল কার্য্য করেন, তিনি দেহ হইতে ভিন্ন, দেহের সহিত যাঁহার সংযোগ থাকিলে, দেহ যে সকল কার্য্য করে, দেহের সহিত তাঁহার বিয়োগ হইলে, উহা আর সেই সকল কার্য্য করিতে পারেনা। অতএব উপলব্ধি হইয়াছে, যাঁহার সংযোগ বশতঃ দেহ হসিত-রুদিতাদি কর্ম্ম করে, নড়ে, চলে, ভোজন করে, কথা বলে, তাঁহার সহিত দেহের বিচ্ছেদই মরণ। কিন্তু তিনি কে, তিনি কোথায় থাকেন, কোথা হইতে আসেন, কেন আসেন, কেনইবা জীবিত আত্মীয়গণকে এত যাতনা দিয়া চলিয়া যান, তাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহা বুঝিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়। স্থূল শরীরও পড়িয়া থাকে, তবে কে যাতায়াত করেন? কে স্থূল শরীরে আগমন করেন, আবার ইহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া যান? তিনটী ভ্রাতার মৃত্যু দেখিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে আমার যে বোধ হইয়াছে, তাহা আপনাকে জানাইলাম। লোকে বলে,

দেহ হইতে প্রাণের বিয়োগ হইলেই, মৃত্যু হয়। শুনিয়াছি, "আত্মা" নামক পদার্থ আছেন, তিনি অমর, তিনি অজর। তবে মরে কে? 'অমুক মরিয়াছে', 'যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা একদিন না একদিন মরিবেই', এইরূপ কথা প্রায়ই শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহারা মরে, তাহাত বুঝিতে পারিনা। "মরণ" শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? "দেহ মরিয়াছে"; "দেহ মরিবে" এইরূপ কথা ত কেহ বলেন না। তা'ই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা হয়, "কে মরে"? "কেই বা জন্মগ্রহণ করে"? "দেহের সহিত প্রাণের সংযোগই জীবন," এবং "দেহের সহিত প্রাণের বিয়োগই মরণ" ইহা শুনিয়া জীবন কি, মৃত্যুই বা কোন্ পদার্থ, তাহাত বুঝিতে পারা যায় না। "প্রাণ" কোন্ পদার্থ? "প্রাণ" পদার্থ সম্বন্ধেও অনেক প্রকার মত আছে। "প্রাণ" নামক পদার্থের সহিত দেহের সংযোগ ও বিয়োগই যদি যথাক্রমে জীবন ও মরণ হয়, তাহা হইলে, প্রাণ কি, অগ্রে তাহাই জানিতে হইবে, "প্রাণ" কোন্ পদার্থ, তাহা না জানিলে, "মৃত্যু" পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মৃত্যুতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রাণতত্ত্বের অনুসন্ধান যে, সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। প্রাণ কি, কি কারণে প্রাণ, দেহের সহিত সংযুক্ত হয়, কি নিমিত্তই বা ইহা দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় চলিয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া দিন।

ক্রমশঃ।

শোক সংবাদ।

বড় বেদনা লইয়া আজ ডাক্তার ৺সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী মহাপুরুষের আকস্মিক দেহত্যাগের সংবাদ আমরা দিতেছি। এমন সদয় হৃদয় মহাপুরুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। ডাক্তারি বিদ্যাতে তিনি কতদূর বিচক্ষণ ছিলেন তাহা যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারও অবিদিত নাই। কলিকাতার বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরা তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অনেক সময়ে কার্য্য করিতেন ইহাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। রোগী দরিদ্র হইলে তিনি ত কিছুই লইতেন না ববং তাহার ঔষধের ও পথ্যের খরচ নিজেই দিয়া আসিতেন।

বহু দিবস ধরিয়া আমি তাঁহার সঙ্গ করিয়াছি, তাহাতেই জানি তিনি শুধুই যে অতি বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন তাহাই নহে তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার ভারত বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তীর দেহত্যাগ হইয়াছে আজ ৺সত্যশরণ চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠের মৃত্যুর পরে কতবার জিজ্ঞাসা ক'রয়াছি মনের অবস্থা কিরূপ—উত্তর দিয়াছেন—হৈ হৈ করিয়া দিন কাটাইতেছি। ফলে ৺জ্ঞানশরণের মৃত্যুতেই তাঁহার মনপ্রাণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দেহান্ত কালে ৺সত্যশরণ বাবু যেরূপ প্রাণের ব্যাকুলতায় তাঁহার ইষ্ট দেবের প্রতিমূর্ত্তি বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন—আর বলিয়াছিলেন ঠাকুর সবই তোমার স্নেহের দান জানিয়াও—এই দেহের পীড়ন আর সহ্য করিতে পারিতেছি না—করুণা কর, করুণা কর এই কাতরোক্তি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলকেই বড় ব্যথিত করিয়াছিল। দেহান্ত কালে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া যান নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার শাস্ত্র শ্রদ্ধা, তাঁহার একনিষ্ঠা—তাঁহার বহু অমানুষিক শক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—সেই জন্যই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। আরও দুঃখের বিষয় ইহাদের বৃদ্ধা জননী জীবিত আছেন। ইহাদের কনিষ্ঠ "হরিশরণ" ডেপুটী অবস্থায় একজন জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া নিজে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এই জননীর শোক এক ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও শান্ত করিবার সাধ্য নাই। ভগবানই একমাত্র অগতির গতি। তিনি করুণা করিয়া এই পরিবার ভুক্ত সকলকে শান্ত করুন এই প্রার্থনা করিয়াই আমরা নীরব রহিলাম।

সমালোচনা

১। ব্রাহ্মণ বিবৃতি—মূল্য ॥৵০ শ্রীরাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কৃত। প্রাপ্তিস্থান—১৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীট, উৎসব অফিস। পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে তাঁহাদের মধ্যে নানা প্রকারের ব্রাহ্মণ হইয়াছে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই পুস্তক সঙ্কলনে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় এই পুস্তকে আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকটে এই পুস্তক নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর পুস্তক আমরা আর দেখি নাই। বংশ গৌরব অবগত হওয়া সকলেরই বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা কে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কি কারণে ঐ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাহা সকলেরই জানা উচিত। গ্রন্থখানি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে।

২। **বৃহন্নারদীয় পুরাণ**—মূল্য ৸৹ শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন কৃত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সেন—মাণিকগঞ্জ। ধর্ম্ম জীবন গড়িয়া তুলিতে যে আদর্শ চাই পূর্ণবাবু সেই সম্বন্ধেই পুস্তক লিখিয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি গুরুগীতা ও পাদুকা পঞ্চক পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ পদ্যে অনুবাদ করিয়া গ্রন্থকার নিজের ও সমাজের যথার্থ উপকার লাভের প্রয়াস করিয়াছেন। ভক্তিই সাধনার ভিত্তি। শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ও গুণকীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবার জন্যই এই পুস্তক রচনা ইচ্ছা ছিল মূলের সৌন্দর্য্য পাশাপাশি রাখিয়া এই পুস্তকের সমালোচনা করি। কিন্তু সময়াভাবে তাহা সম্প্রতি ঘটিল না। যাঁহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে চান তাঁহাদের সকলেরই এই পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক। আশা করি এই পুস্তক সর্ব্বত্র আদৃত হইবে।

৩। **জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি**—মূল্য ৸৹ এবং প্রভাতী মূল্য ৸৹ পুস্তকে ক্ষিতীন্দ্র বাবু সুপ্তোত্থিত দেশ বাসীর সম্মুখে কতকগুলি পবিত্র ভাবনা ধরিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর লেখায় পবিত্রতা আছে। আজকালকার ব্যভিচার যেরূপ ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে এইরূপ গ্রন্থের আদর বাড়িলে বুঝা যাইবে সমাজের গতি ফিরিবে। প্রাপ্তিস্থান—৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্ম সমাজ কার্য্যালয়।

৪।৫। **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ**—মূল্য ।৴৹। এই পুস্তকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয় নির্ভীক ভাবে এই গুরু শিষ্যের সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত আদর্শ কি কোন্ পথে চলিলে সমাজ যথার্থ উন্নত হইবে যাঁহারা ইহার চিন্তা করেন তাঁহাদের সকলেরই এইরূপ পুস্তক পড়িয়া দেখা উচিত। মহামহোপাধ্যায় গুণও দোষ যাহা দেখাইয়াছেন তাহাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের সকল

দিকই দেখা উচিত। আলোচনা চতুষ্টয় মূল্য ৷৷০ এই গ্রন্থে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালী ও ঘরে বাইরে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সীতা, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্ম চরিত ও যোগীন্দ্র নাথ বাবুর পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী গ্রন্থে কোথায় কোথায় গ্রন্থকারগণ জাতির অমঙ্গলকর কার্য্য করিতেছেন তাহাই দেখাইয়াছেন। কি করিলে নিজের ও অপরের হিতসাধিত হয় তাহা সকলেরই বিশেষতঃ শিক্ষিত যুবকবৃন্দের বিশেষ আবশ্যক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর আপনার আত্মীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দোষ দেখাইতেও পশ্চাদ্‌পদ হয়েন নাই। সকল যুবক যদি এইরূপ সৎসাহসের পরিচয় দেন তবে বুঝিব সমাজ ন্যায়ের দিকে জাগিতেছে।

প্রাপ্তিস্থান,—৺কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা সোনারপুর চৌরাস্তা (২) নিগমাগম পুস্তকালয় জগৎগঞ্জ বারাণসী।

৬। **বিধবা বিবাহ**—মূল্য ।০। গৌহাটীর গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্ম ভূষণ বি, এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান গৌহাটী আসাম ভ্যালি ট্রেডিং কোম্পানি ১৬২ নং বাজার ষ্ট্রীট উৎসব অফিস ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। শাস্ত্র প্রকাশ কার্য্যালয় ১২ নং হরীতকী বাগান লেন।

গৌহাটী সনাতন ধর্ম্ম সভা হইতে যে সমাজ সেবক পুস্তকাবলী বাহির হইতেছে তাহারই অন্যতম এই বিধবা বিবাহ পুস্তকখানি। এই পুস্তকে কালী-চরণ বাবু বিধবা বিবাহে স্বপক্ষ ও পর পক্ষের দোষ গুণ বিচার করিয়া সুন্দর রূপে দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা। এই পুস্তকে বিধবা বিবাহের পক্ষে যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দেশ করা হয় তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে। ঐ পাঁচটি কারণ—

(১) বিধবার দুঃখ কষ্ট নিবারণ (২) বিধবার ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যাদি নিবারণ (৩) বিধবা বিবাহ প্রচলন-ক্রমে জন সংখ্যা বৃদ্ধি সাধন (৪) হিন্দু শাস্ত্রে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের অনুকূল ব্যবস্থা (৫) বিপত্নীকের দারপরি-গ্রহের ন্যায় বিধবা দিগেরও পত্যন্তর গ্রহণের অধিকার। গ্রন্থকার সকল প্রকার যুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা সমাজ সংস্কারক নাম লইয়া দেশের উন্নতির জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চান তাঁহারা মূর্খ হইলে চলিবেনা—তাঁহাদিগকে যুক্তি বিচার সাহায্যে দেখিতে হইবে বিধবা বিবাহে সমাজের কল্যাণ হয় কি অকল্যাণ হয়। শ্রীকালী চরণ বাবু এই

পুস্তক লিখিয়া যথার্থই সমাজের কল্যাণ সাধিত করিয়াছেন। যাঁহারা বৈদিক আর্য্য হইতে অন্য পথে গিয়াছেন তাঁহারা ত কোন যুক্তিই না মানিয়া বিধবা বিবাহ দিবেন কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া এই কর্ম্মে যোগ দিতে চাহেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এই পুস্তক পড়িয়া বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিতে পারিবেন না। এইরূপ পুস্তক সকলেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

বনবাস পর্ব্বে—একাদশ অধ্যায়।

বনবাসের ষষ্ঠ দিবস—চিত্রকূট গমন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"বাল্মীকি আশ্রম প্রভু আয়ে"

তুলসীদাস।

রাত্রি প্রভাত হইল। রঘুপুঙ্গব, ভিতরে স্বপ্নের বোধ থাকিলেও ঈষৎসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন সৌমিত্রে! ঐ শুন! বনের বিহঙ্গম গণ মধুর স্বরে কলরব করিতেছে। পরন্তপ এখন আমাদের প্রস্থানের সময়। লক্ষ্মণ ঈষৎ সুপ্তই ছিলেন, যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমজনিত নিদ্রা ও তন্দ্রা ত্যাগ করিলেন। [টীকাকার রামানুজ স্বামী বলেন "এতেন চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্তং লক্ষ্মণঃ স্বাপহীনোঽনাহারশ্চেতি লোকপ্রবাদোঽপ্রাপ্তঃ"] অর্থাৎ লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহার ও অনিদ্রায় ছিলেন ইহা লোক প্রবাদ মাত্র—ভগবান্ বাল্মীকির বাক্যে ইহাই জানা গেল। রামানুজ স্বামী যাহাকে লোক প্রবাদ বলিতেছেন তাহা কিন্তু লোক প্রবাদই নহে। অধ্যাত্ম রামায়ণে পাওয়া যায়—

বিভীষণোঽপি তং (রামং) প্রাহ নাসাবস্মৈনিহন্যতে।
যস্তু দ্বাদশ বর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ।

তেনৈব মৃত্যুর্নির্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্তু দুরাত্মনঃ॥
লক্ষ্মণস্তু অযোধ্যায়া নির্গম্যায়াত্বয়া সহ।
তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ন জানাতি রঘূত্তম॥

চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহার অনিদ্রায় লক্ষ্মণ ছিলেন ইহা নহে, দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া তিনি ব্রত পালন করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ সীতা হরণের পর হইতে তিনিও ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সকলে কালিন্দীর জলে স্নান করিয়া নিত্যকৃত্য শেষ করিলেন এবং ঋষিদিগের গতাগতির পথ ধরিয়া চিত্রকূটে চলিলেন। গমন কালে রাম লক্ষ্মণের সহিত কমলপত্রাক্ষী জানকীকে বলিতে লাগিলেন—

আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্ব্বতঃ পুষ্পিতান্ নগান্।
স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে।
পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতাম্।
ফল পুষ্পৈরবনতান্ নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্॥
পশ্য দ্রোণ প্রমাণানি লম্বমালানি লক্ষ্মণ।
মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে॥
এষ ক্রোশতি নত্যূহ স্তং শিখী প্রতিকূজতি।
রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তর সঙ্কটে॥
মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমংপশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্॥

বৈদেহি! দেখ এই বসন্তে চারিদিকে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষ সকল আপন গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া কেমন প্রদীপ্ত হইতেছে। ঐ দেখ ভল্লাতক (ভেলাগাছ) ও বিল্ব বৃক্ষ সকল ফল পুষ্পে কেমন অবনত হইয়া আছে কিন্তু ফলাদি সেবা করিবার কেহ নাই। এখানে নিশ্চয়ই আমাদের জীবন ধারণের কোন ক্লেশ হইবে না। লক্ষ্মণ, ঐ দেখ বৃক্ষে বৃক্ষে মধুমক্ষিকা সঞ্চিত দ্রোণ প্রমাণ মধুচক্র সকল লম্বিত রহিয়াছে। ঐ শুন পুষ্পাচ্ছাদনে নিবিড়, রমণীয় বনমধ্যে নত্যূহ (দাত্যূহ) কেমন শব্দ করিতেছে আর ময়ূরগণ সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া কূজন করিতেছে। ঐ দেখ মাতঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এই সেই পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিত—পক্ষিগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত উচ্চশৃঙ্গ বিশিষ্ট চিত্রকূট। আমরা এই চিত্রকূটের সমতল রমণীয় বহু বৃক্ষ সমাবৃত কাননে সুখে বিহার করিব। ক্রমশঃ

কুর্ম, কুর্য্যাম, কেবল নমস্কার বচনেন পরিচরেমেত্যর্থঃ। নমস্কারেণ বৈ খল্বপীতি বচনান্নমোঽস্তু নমোঽস্ত্বিতি ক্রম ন চ প্রকারান্তরেণ প্রতিকর্তুং শক্নুম। এতাবতৈব ত্বং প্রসন্নোভব। মাং দেবযান পথা অনাময়ং ব্রহ্মলোকং প্রাপয় ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ১৮॥

হে দিব্য দানাদিযুক্ত অগ্নি দেব! তুমি আমাদিগকে জীবিতকাল ধরিয়া নিষ্কাম কর্ম্মকারী মুমুক্ষুগণকে মুক্তি লক্ষণ যে ধন তৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত সুপথে—দেবযান পথে লইয়া চল। হে দেব! তুমি আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম জান; আমাদের সকাশ হইতে কুটিল বঞ্চনাত্মক পাপ অপসারিত কর। [ইহাতে আমরা পবিত্র হইব—হইয়া ব্রহ্মলোকে গিয়া মুক্তি পাইব। এই জন্য এই মরণকালে অন্যপ্রকার পরিচর্য্যা কার্য্যে অসমর্থ] আমরা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ বিধান করিতেছি॥ ১৮॥

শ্রুতি—এই শেষ মন্ত্রে কি বলা হইয়াছে?

মুমুক্ষু—মরণ সময়ে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে।

শ্রুতি—অগ্নিদেবের নিকটে প্রার্থনা কেন?

মুমুক্ষু—মা! অগ্নিদেবই ব্রাহ্মণের স্বরূপ। গোগণেরও স্বরূপ এই অগ্নিদেব।

শ্রুতি—সকলের স্বরূপ না আত্মা—অগ্নি ও আত্মা কি এক?

মুমুক্ষু—ওমিতি যথোপাসনম্। ওঁ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্ম অভেদেন উচ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে—উপাসনাকালেও ওঁকার স্মরণ করিতে হয়। ওঁই পরমব্রহ্মের প্রিয় নাম। এবং ব্যাহৃতি সমস্ত অবয়ব। আদিত্যমণ্ডলস্থঃ ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ। এই জন্য গীতাতেও বলা হইয়াছে "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ওঁ তৎ ও সৎ এই তিন নামে ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে হয়। সৎরূপী—সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্ম এক ইহা জানাইবার জন্য সর্ব্বাত্মা যে ওঁকার ১৭ মন্ত্রে **"ওঁ ক্রতোস্মর"** বলিয়া প্রথমেই ওঁকারের প্রয়োগ করা হইয়াছে। অগ্নিদেব সমস্তই দান করেন। দানাদি যুক্ত বলিয়াই ব্রহ্মকেই অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রুতি—অগ্নিদেবের নিকট কি প্রার্থনা করা হইয়াছে?

মুমুক্ষু—**"অগ্নে নয় সুপথা"**। হে অগ্নি দেব! আমাদিগকে শোভন পথে লইয়া চল। আমার এই মরণকাল। আর কিছু করিবার সামর্থ্য আমার নাই সেইজন্য প্রার্থনা করিতেছি শুভপথে আমাদিগকে লইয়া চল।

শ্রুতি—"**নয় সুপথা**" এই যে বলা হইয়াছে—বল শুভ পথ কোনটি? আরও বল অগ্নিদেবের কি শুভপথে লইয়া যাইবার সামর্থ্য আছে?

মুমুক্ষু—মরণ হইলে কর্ম্মিগণের গতি দুই পথে হয়। যাঁহারা কূপ তড়াগাদি লোকহিতকর কর্ম্মেই রত তাঁহাদের গতি পিতৃযানে—দক্ষিণ পথে—ধূমমার্গে, আর যাঁহারা কর্ম্ম, বাক্য, ভাবনা দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং গুরুও শাস্ত্রমুখে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করেন— অর্থাৎ যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় একত্র করিয়া নিষ্কামকর্ম্মে ঈশ্বরের ভজনা করেন তাঁহাদের গতি হয় দেবযানে-উত্তরায়ণ পথে—জ্যোতির্মার্গে। সুন্দর দেবযান পথকেই সুপথ বলা হইয়াছে।

দেবযান পথে লইয়া যাইবার সামর্থ্য আছে কিনা ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতে-ছেন "**বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্**" "**যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনঃ**" আমরা যে যে কর্ম্ম ও জ্ঞান আচরণ করিয়াছি হে অগ্নি দেব তুমি সমস্তই জান। শুধু যে তুমি সমস্তই জান তাহাই নহে; তুমি দয়াসার তুমি আমাদের বঞ্চনাত্মক, কৌটিল্যইচ্ছা যুক্ত পাপ সকল বিনাশ কর—পাপমুক্ত না হইলে আমরা এই শুভ দেবযান পথে যাইতে পারিবনা; এ সামর্থ্যও তোমার আছে। তুমিই আমাদের স্বরূপ—তুমিই ব্রহ্ম; কোন্ শক্তি তোমাতে নাই? তোমাতে সমস্ত শক্তি আছে এবং তুমি আমাদের আচরিত সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত জ্ঞান সমস্তই জান আর তুমি করুণাবরুণালয়, তুমি ক্ষমাসার।

শ্রুতি-**জুহুরাণ এনঃ** পাপকে বঞ্চনাত্মক, কুটিল কেন বলা হইল?

মুমুক্ষু—পাপ যাহা তাহা একটু আপাত সুখের লোভ দেখাইয়া ভীষণ দুঃখে ফেলে। ইহাই বঞ্চনা, ইহাই কৌটিল্য।

শ্রুতি—এই মন্ত্রে আরও কিছু কি আছে?

মুমুক্ষু—এই আমার মরণ সময়—এখুনি প্রাণের উৎক্রমণ হইবে, এখুনি মরণমূর্চ্ছায় সমস্ত অবশ হইয়া যাইবে—এখন আর আমার এমন সামর্থ্য কিছুই নাই যাহাতে তোমার অন্যপ্রকার পরিচর্য্যা করি। তবে আর কি করিব হে আমার দেবতা! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতেছি—কেবল নমোনমঃ করিয়াই তোমার আরাধনা করিতেছি—তুমি প্রসন্ন হও—হইয়া আমাকে সুপথে লইয়া চল।

ঈশাবাস্য উপনিষদ্ শেষ হইল। আরম্ভেও শান্তিপাঠ মন্ত্র এবং শেষেও শান্তিমন্ত্র পাঠ ও অর্থ ভাবনা—ইহাই বেদের আজ্ঞা।

পরমব্রহ্ম পূর্ণ—দেশ কাল এবং বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। এই জগৎ পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া এই চিত্তস্পন্দন কল্পনা—এই জগৎ ভাসিয়াছে বলিয়া ইহাও পূর্ণ। পূর্ণব্রহ্ম হইতে পূর্ণজগৎ প্রসারিত হইয়াছে। পরমার্থতঃ পূর্ণ এই জগতের পূর্ণত্ব ভাবটি গ্রহণ করিলে—প্রপঞ্চোপশম, পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। আধ্যাত্মিক দোষের শান্তি হউক—আধিদৈবিক দোষের শান্তি হউক এবং আধিভৌতিক দোষের শান্তি হউক। হরিঃ ওঁ॥

প্রশ্নোত্তরে ঈশাবাস্যোপনিষদের উপসংহার।

প্রশ্ন—বেদ জগতের মানুষকে কি শিক্ষা দিতেছেন?

উত্তর—জগতে যত প্রকারের দুঃখ আছে, যত প্রকারের দৈন্য আছে, জ্বালা যন্ত্রণা আছে, শোক মোহ আছে, হাহাকার আছে, মন কেমন করা আছে, কিছু ভাল লাগেনা আছে—সমস্ত দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি কিরূপে করিতে হয় মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি সেই শিক্ষা দিতেছেন। চিরতরে আনন্দে ডুবিয়া থাকিতে যদি চাও, চিরতরে জরা মরণও অতিক্রম করিতে যদি চাও, চিরতরে শোক মোহ দূর করিতে যদি চাও, বেদের শিক্ষা জান—জানিয়া কার্য্য কর আর মৃত্যুপর্য্যন্ত অতিক্রম কর।

প্রশ্ন—বেদ কোথায় ইহা বলিতেছেন?

উত্তর—"**অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে**" "**বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে**" ১১ মন্ত্রে ও ১৪ মন্ত্রে এই উপনিষদ্ ইহাই বলিতেছেন। মৃত্যু অতিক্রম করা যায়—মানুষ জরা মরণ হইতে মুক্ত হইয়া অমর হইয়া যাইতে পারে, আধি ব্যাধি, জরা মরণ, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ, সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিয়া মানুষ পরমানন্দে চিরতরে নিরন্তর মগ্ন থাকিতে পারে, জগতের মানুষ—যাহারা অধিকারী তাহারা চিরতরে শান্ত হইয়া যাইতে পারে বেদ এই শিক্ষা দিতেছেন। শোক মোহ, জরা মরণ অতিক্রম করিবার শক্তি মানুষের আছে। মানুষ মুক্ত হইতে পারে। বেদ এই পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

সকল মানুষেব ইচ্ছা হইতেছে "সুখং মে স্যাৎ, দুঃখং মা ভূৎ" আমার সুখ হউক, দুঃখ আমার যেন না হয়। এই সুখ পায়না বলিয়া, এই গ্লানি শূন্য সুখে মানুষ চিরতরে ডুবিয়া থাকিতে পারেনা বলিয়া জগতের মানুষ এত চঞ্চল। শুধু মানুষ নহে, সমস্ত জগতের সকল বস্তুই যে এত চঞ্চল, ইহার কারণও এই

পরিপূর্ণ হইতে না পারা। চির আনন্দ মানুষ যখন পূর্ণ হইয়া যায় তখনই মানুষ চিরতরে সুখে ডুবিয়া থাকে। যিনি পূর্ণ তিনি ভিন্ন পূর্ণ সুখী কেহই হইতে পারেনা। বেদ এই পূর্ণ অবস্থা জানাইয়া দিতেছেন, আর এই পূর্ণ অবস্থা লাভ করিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন।

দেবতাগণও মৃত্যু ভয় ভীত হইয়া বেদকে পূর্ণ হইবার কথাই সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বেদের মস্তক স্বরূপ সমস্ত উপনিষদ্ই এই মূল উপদেশে পূর্ণ।

প্রশ্ন—বেদ বা উপনিষদ্ হইতে এই কথা আরও দেখাইলে তৃপ্তি লাভ করি।

উত্তর—সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সমস্ত উপনিষদেই ইহা আছে। দুই এক স্থান আরও দেখান হইতেছে।

বৃহদারণ্যক তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের ১০ মন্ত্রে আছে "**যদিদং সর্ব্বং মৃত্যোরন্নং কাস্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিতি**" যদি উৎপত্তিশীল সমস্ত পদার্থই মৃত্যুর অন্ন হয়—মৃত্যুর খাদ্য হয়—মৃত্যুর ভক্ষণীয় হয়, তবে এমন দেবতা কে আছেন যিনি মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন? শ্রুতি তত্ত্বটি দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন যিনি ইহা জানেন তিনি "**পুনর্ম্মৃত্যুং জয়তি**" তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন—অর্থাৎ অমর হইয়া যান।

ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রথমোধ্যায় চতুর্থখণ্ডের ২য় মন্ত্রে বলিতেছেন "**দেবা বৈ মৃত্যোর্ব্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশন্; তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্; যদেভিরচ্ছাদয়ং স্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্**" দেবগণ মৃত্যু হইতে—মৃত্যুর কারণীভূত পাপ হইতে ভীত হইয়া ত্রয়ী বিদ্যায়—বেদ বিহিত কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ছিলেন—ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই এই মৃত্যুকে জয় করার উপদেশ। সর্ব্বশাস্ত্র-ময়ী গীতা বেদের প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতেছেন।

জরামরণ মোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ৭-২৯

জরা মরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা ও রহস্য সহ সমুদয় কর্ম্ম জানেন।

প্রশ্ন—বেদ জরা মরণ অতিক্রম জন্য কি করিতে বলিতেছেন?

উত্তর—দুইটি পথ দেখাইয়া দিতেছেন। একটি জ্ঞান পথ আর একটি কর্ম্ম পথ। শ্রুতি যে পথের কথা বলিতেছেন অন্যান্য শাস্ত্রেও এই বেদোক্ত দ্বিবিধ

পথের কথাই বলা হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ গীতা লওয়া যাউক। গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ করিলেন পরে ঐ অধ্যায়েই কর্ম্ম যোগের উপদেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে বলিলেন।—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তাময়ানঘ।
জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিণাম্॥ ৩-৩

পূর্ব্বাধ্যায়ে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট অধিকারীর সম্বন্ধে দুই প্রকার মোক্ষপরতার কথা আমি বলিয়াছি। শুদ্ধান্তঃকরণ সাংখ্যবাদীদিগের জন্য জ্ঞান যোগ, চিত্তশুদ্ধিকামী যোগিগণের জন্য কর্ম্ম যোগ।

ঈশাবাস্য শ্রুতি এই দুই পথ দেখাইয়া দিতেছেন বলিয়া— বেদ মোক্ষের এই দুই পথ দেখাইতেছেন বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান মার্গ ও কর্ম্মমার্গের উপদেশ আছে।

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃত মশ্নুতে" ॥১১॥
"বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃত মশ্নুতে" ॥১৪॥

এই শ্রুতি এই উপদেশ করিতেছেন। বলিতেছেন অবিদ্যা দ্বারা—বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যুকে—স্বাভাবিক কর্ম্মকে অতিক্রম কর, করিয়া বিদ্যার সেবা কর তবেই অমর হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন—এই অবিদ্যা ও বিদ্যার সেবা—বিনাশ ও অসম্ভূতির সেবা সম্বন্ধে বহু লোকের বহু সংশয় আছে। জ্ঞান লাভ ভিন্ন কিছুতেই পরমানন্দে স্থিতি হইতে পারেনা—জ্ঞান লাভ ভিন্ন সংসার মুক্তি নাই। জ্ঞানটি চলন রহিত অবস্থা। জ্ঞানটি পূর্ণ হইয়া যাওয়া। আর কর্ম্ম যাহা তাহা চলন যুক্ত। যতদিন চলন থাকে ততদিন অভাব থাকিবেই, কাজেই পূর্ণ হওয়া হইল না। এই জন্য কর্ম্ম, জ্ঞানের বিরোধী। যদি তাহাই হইল তবে শ্রুতি কর্ম্ম করিতে বলেন কেন? শ্রুতির জ্ঞান লইয়া থাকিলেই ত হয়। বহু লোকে এই জন্য কর্ম্ম করেনা— শুধু জ্ঞান লইয়া থাকিতেই চায়। জ্ঞান ও কর্ম্ম যে একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় এই উপদেশে বহু লোকের সংশয় আছে।

উত্তর—এই মন্ত্রে অবিদ্যার সেবা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে বলা হইয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে সমস্তই বলা হইয়াছে। অবিদ্যা কর্ম্মকেই বলা হয়। এই কর্ম্মের এক অংশ হইতেছে স্বাভাবিক কর্ম্ম—পশ্বাদির সাধারণ কর্ম্ম—যেমন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি এবং শাস্ত্রগণ্ডীতে আবদ্ধ না হইয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই

করা। এইরূপ লোক জায়স্ব, ম্রিয়স্ব এই গতি প্রাপ্ত হয় শ্রুতি ইহাই বলেন। এই স্বাভাবিক কর্ম্মকে জয় করিবার জন্য বৈদিক কর্ম্ম করিতে হইবে। বৈদিক কর্ম্ম হইতেছে সন্ধ্যা, জপ, পূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সদাচার মান্য করিয়া কার্য্য করা। এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—তখন বিদ্যা লাভ হয়। এই মন্ত্রোক্ত বিদ্যাশব্দের অর্থ হইতেছে দেবতা চিন্তা। এখানে বিদ্যা শব্দ দ্বারা আত্মবিদ্যা বা পরমাত্ম বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান বুঝাইতেছেনা। কারণ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে পূর্ণ হইয়া যাওয়া হয়—পূর্ণের কোন প্রার্থনা থাকেনা। সেই জন্য "**হিরন্ময়েন পাত্রেণ**" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দ্বার-মার্গাদি প্রার্থনা হইতেই পারেনা। আবার এই মন্ত্রোক্ত অমরত্ব শব্দের অর্থ হইতেছে মুক্তি নহে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবতাগণের মত অমর হইয়া থাকা। বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন "আভূত সংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে" অর্থাৎ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে স্থিতি বা জীবন ধারণ তাহারই নাম এখানে অমৃতত্ব। কিন্তু মোক্ষবিদ্যা লাভে চিরন্তরে অমরত্ব।

তবেই দেখ জ্ঞানী এইখানেই ব্রহ্মরূপে স্থিতি লাভ করেন কিন্তু সকামকর্ম্মী মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে গমন করেন আর নিষ্কাম কর্ম্মী মৃত্যুর পরে দেব লোকে গমন করেন। এই নিষ্কাম কর্ম্মী ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত গমন করেন। শেষে ব্রহ্মার মুক্তির সহিত মুক্তিলাভ করেন। আর যাহারা স্বভাববাদী—যাহারা শাস্ত্রগণ্ডীতে থাকিতে চায়না তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারা নিরন্তর দুঃখ ভোগ করে। ঈশাবাস্য শ্রুতি জায়স্ব ম্রিয়স্ব, পিতৃযান, দেবযান এবং ব্রাহ্মীস্থিতি মানুষের এই চারি প্রকার গতিও দেখাইয়াছেন।

এক পুরুষকেই শ্রুতি বিদ্যা ও অবিদ্যা উপাসনা করিতে বলিতেছেন ইহাতে জ্ঞানানুষ্ঠান ও কর্ম্মানুষ্ঠান ইহার কোন বিরোধ হইতেছেনা। শাস্ত্র অন্যত্রও এই ভাবের উপদেশ দিয়াছেন।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি" এবং "অধ্বরে পশুং হিংস্যাৎ" অর্থাৎ কোন প্রাণীর হিংসা করিবেনা আবার যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে ইহা যেমন শাস্ত্রের উপদেশ সেইরূপ জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের বিরোধ থাকিলেও চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিবে এবং জ্ঞানের আলোচনাও করিবে। চিত্তশুদ্ধি হইয়া গেলে তোমার আলোচিত জ্ঞান তোমাকে পরমানন্দে স্থিতি দান করিবে—তখন আর কোন কর্ম্মই থাকিবেনা।

প্রশ্ন—এই শ্রুতি যাহা করিতে বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে বলিলে ভাল হয়।

উত্তর—শ্রবণ কর। জ্ঞানীর সাধনার কথা ১ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত যিনি হন নাই—যাঁহার রাগ দ্বেষ এখনও যায় নাই, যাঁহার আসক্তি এখনও আছে তিনিই যাবজ্জীবন অর্থাৎ যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয় ততদিন কর্ম্ম করিবেন দ্বিতীয় মন্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে। যাঁহার ভোগাসক্তি এখনও আছে তিনি সকাম কর্ম্মী তিনি দেব যাজী আর যাঁহার ভোগের ইচ্ছা নাই, যিনি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ মাত্রই প্রার্থনা করেন তিনি আত্মযাজী। সকাম কর্ম্মীর গতি পিতৃলোক আর নিষ্কাম কর্ম্মীর গতি দেবলোক। সেই জন্য বলা হইয়াছে "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" আর "বিদ্যয়া দেবলোকঃ"। আরও বলা হইতেছে "আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ" আত্মযাজী, দেবযাজী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শতপথী শ্রুতি প্রমাণে বলা হয়—সর্ব্বত্র পরমাত্ম ভাবনা পুরঃসরং নিত্য কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনা পুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেববাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ান্ ইতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয় কৃতঃ। অতোজ্ঞান পূর্ব্বকং কর্ম্ম দেবলোকস্য; কামনা পূর্ব্বকং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকমিত্যর্থঃ। ইহার অর্থ ১৩ শ্লোকের প্রশ্নোত্তরে বলা হইয়াছে। এবং আরও পূর্ব্বে ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে।

প্রশ্ন - ঈশাবাস্যোপনিষদের ১৮টি মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে একত্রে বল।

উত্তর—১মন্ত্র--জ্ঞানী হইতে হইলে জগতকে ব্রহ্মরূপে দেখিতে হইবে। প্রায় লোক অজ্ঞানী, কারণ ইহারা জগতটাকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখিতে পারেন না। ইহাই তাহাদের অবিদ্যা। ব্রহ্মকে ব্রহ্মভাবে না দেখিয়া জগৎ ভাবে দেখাই অবিদ্যা। সর্ব্বত্র আত্মভাবনা করিতে হইবে—এজন্য পুত্রৈষণা, লোকৈষণা এবং শাস্ত্রৈষণা ত্যাগ করিতে হইবে। জগৎ চিন্তা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তা লইয়া নিরন্তর থাক। এই জন্য আত্মত্যাগী মোক্ষলাভ করেন।

২য় মন্ত্র—আত্মজ্ঞানে অসমর্থ সাধক নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াই এখানে বাঁচিতে চাহিবে। নিষ্কাম কর্ম্মী ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলোক ভাগী হয়েন।

৩য় মন্ত্র—জ্ঞান পথ ও নিষ্কাম কর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া যাহারা শাস্ত্র নিষিদ্ধ স্বভাবিক কর্ম্ম লইয়া থাকে অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করেনা, যাহারা সুবিধাবাদী তাহারা আত্মাকে জানেনা বলিয়া আত্মঘাতী। ইহারা অজ্ঞানীদিগের নিজস্ব অসূর্য্যলোকে গমন করে। সকাম কর্ম্মী ও স্বাভাবিক কর্ম্মকারী ব্যক্তি আত্মঘাতী।

...৫ম মন্ত্রে—উত্তম অধিকারীর দৃঢ় অভ্যাস জন্য আত্মস্বরূপে ব্রহ্মের চলন ... শান্ত অবস্থা এবং সোপাধিক অবস্থারও কথাও বলিতেছেন।

...ও ৭ম মন্ত্রে—পরমাত্মার বিচার অভ্যাসের রীতি দেখান হইয়াছে এবং ... সম্যক্‌দর্শনে শোক মোহাদি বর্জ্জিত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে।

...মন্ত্রে—নদী সমুদ্রবৎ ভেদ রহিত এক হইয়া যিনি স্থিতি লাভ করেন ... স্বরূপ বিধিমুখে ও নিষেধ মুখে দেখান হইয়াছে।

...মন্ত্রে—যাহারা শাস্ত্রবিধি মত কর্ম্ম করে কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য নাই বা ঈশ্বরে ... নাই অথবা যাহারা জ্ঞানের আলোচনা করে কিন্তু কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ...—এই উভয়ের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

...মন্ত্রে—দেখান হইয়াছে পৃথক্‌ভাবে বিস্থার সেবায় এক ফল হয় আর ...র সেবায় অন্য ফল হয়। অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম এবং কেবল দেবতা চিন্তা ...র ফল পৃথক্ পৃথক্।

১১ মন্ত্রে—দেবতা চিন্তা ও শাস্ত্রমত কর্ম্ম এক সঙ্গে অনুষ্ঠান কর তবেই ... করিয়া অমর হইতে পারিবে।

১২ মন্ত্রে—যাহারা পৃথক্‌ভাবে কার্য্য ব্রহ্ম ও প্রকৃতির উপাসনা করে তাহাদের ... ফলের কথা বলা হইয়াছে।

১৩ মন্ত্রে—কার্য্য ব্রহ্ম ও প্রকৃতির পৃথক্ ভাবে উপাসনার ফল ভিন্ন ভিন্ন— ... বলা হইয়াছে।

১৪ মন্ত্রে—দেখান হইল অসম্ভূতি ও বিনাশ অপৃথকভাবে অর্থাৎ উভয় ...য়া যিনি উপাসনা করেন তিনি অমরত্ব লাভ করেন।

...১৬, ১৭, ১৮ মন্ত্রে—উপাসক মৃত্যুকালে যাঁহার নিকট যে জন্য প্রার্থনা ... তাহার কথা বলা হইয়াছে।

নিত্যপাঠের জন্য এই বেদের মন্ত্রগুলি একত্রে দেওয়া হইল।

ওঁ তৎসৎ

অথ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্।

ওঁপূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ হরিঃ ওঁ॥

ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥১॥

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪৷৷৹ টাকা, মোট ১৩৷৷৹ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸৹ আবাঁধা ১৲।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৲ আনা বাঁধাই ১৸৹ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥০ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥০ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৸০ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৸০ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১॥০ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—॥০।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.

Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি **কার্য্যাধ্যক্ষ** এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার **অর্দ্ধেক মূল্য** অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

২০শ বর্ষ।] পৌষ, ১৩৩২ সাল। [৯ম সংখ্যা।

উৎসব

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩২ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

অপেক্ষা।

অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় কল্পনার সাথে
নিরজনে গাঁথি মালা; প্রীতিমুগ্ধ চেয়ে চেয়ে,
স্বপ্নাবেশে ভোর, সাজাইয়া অর্ঘ্যডালা মোর;
দীর্ঘ দিন রাত্র ব্যাপী বংশী আলাপনে ছেয়ে
রাখিয়াছি সুরে বুনি, অপেক্ষা-বাসর খানি।
খসাইয়া বৃন্তদল ফুলে ফুলে বিরচিয়া
কল্পনার কোমল আসন; পথ সিক্ত করি,
কত সঞ্চিত গোপন অশ্রু চন্দনে গুলিয়া
ছিটায়েছি তারে স্মরি; আসিবে এ পথে বলি
কেযেন আমার আছে; তারে চাহি গে'ছে বেলা,
আজ অন্তিম নিশ্বাস বয় পরিচয় চায়
পেয়েছ কি তারে? আত্মভোলা ওরে ও পথিক!
শুধুই কি হাসি অশ্রু সাথে করেছিস্ খেলা?
সংসারে সুদূর করি, রেখেছিলি দীর্ঘ পর্য্যটন
কার আশা আস্বাদের তরে কাটাইয়া বেলা?

মন্দীভূত জীবনের স্রোতঃ, ভাঁটা পড়ে আসে
নিভ নিভ আরতির দীপ দেবতার দ্বারে ;
শঙ্খ ঘণ্টা ক্ষীণ হয়ে কল্লোলে কল্লোলে ভাসে
সুদূরের ডাক জানাইয়া মিশে পর পারে।
শ্রান্ত প্রাণে রচে মায়া বিচিত্র স্বপন ছায়া
ক্ষীণ হয়ে আসে দিবালোক, নাহি যায় শোনা
দূর শ্রুত সঙ্গীতের বাণী অস্ফুট আলাপ
ওপারের তরি খানি দূরে করে আনা গোনা।
হয়ত এখনি ঘুমে শ্রান্ত আঁখি যাবে মুদি ;
কল্পনার মাঝে, চিরতরে মুছায়ে স্বপন।
যে দীপ জ্বলিয়াছিল দেব গৃহে সন্ধ্যা লাগি
নিশা শেষে, তার নিশা হবে নাকি অবসান ?
অন্তরের জাগরণ, জাগাইয়া যদি ঘুমে ;
ব্যর্থ নহে জীবনের হাসি কান্না আয়োজন।
টুটে যাবে নিরাশার বিফলতা সাধনার,
পদ দরশনে মোর, হবে সব সমাপন॥

শ্রীমতি মৃণালিণী দেবী।

তীব্র ইচ্ছা।

শ্রীভগবানের নিকটে কৃপাভিক্ষা করিতে করিতে তীব্র ইচ্ছা জাগাও—যাহা চাও পাইবেই। ভাল করিয়া দেখ বুঝিবে যেখানে তীব্র ইচ্ছা না জাগিয়াছে সেখানেই কর্ম্ম দুরাচারত্ব থাকিবেই। যেখানে আদি সাধন বীজ—তীব্র ইচ্ছা নাই সেখানে আজ বেশ হইল কাল ভাল হইল না এইরূপ কর্ম্ম শিথিলতা থাকিবেই ; সেখানে "বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা না কৃতং ময়া" বচনে যাহা প্রতিজ্ঞা করি কর্ম্মে তাহা করি না—এই কর্ম্ম দুরাচারত্ব থাকিবেই। তাই বলা হইতেছে তীব্র ইচ্ছা জাগাও। কিন্তু সেই শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইতে হইতে কৃপা-

ভিক্ষা চাই। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া কাহারও কোন বাসনা শুভ ফল প্রদান করে না।

তীব্র ইচ্ছা ত মনে করিলে সকলেই জাগাইতে পারে। সংশয় শূন্য হইয়া বিচার কর আমার শ্রেয়ঃ কি। শ্রেয়টি যখন নিশ্চয় করিলে তখন মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রত্যহ আলোচনা কর যাহা শ্রেয় বলিয়া নিশ্চয় করিলাম—গুরু ও বেদান্ত বাক্য যে শ্রেয় অবলম্বন করিতে বলিতেছেন—এই শ্রেয় পথে আমি চলিবই। শ্রেয় পথে বহু বিঘ্ন ত আসিবেই। আমি কোন বিঘ্নই মানিব না। আমার যা হয় হউক আমি শ্রেয় পথে চলিবই; প্রাণপণ করিব বিঘ্ন সরাইতে। বিঘ্ন নিশ্চয়ই দূর হইবে। মানুষ না পারে কি? আমি মরিব তথাপি ঋষি প্রদর্শিত পথ কিছুতেই ছাড়িব না।

এই ভাবে চিন্তা কর। যতদিন না প্রাণ জাগিয়া উঠে ততদিন প্রথমে তীব্র ভাবে ইচ্ছাই জাগাও। পরে কর্ম্মে লাগিয়া পড়। মানুষের অসাধ্য কোন কিছু কি আছে? হইতেই হইবে। যাঁহারা যাহার জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়াছেন তাঁহারা তাহাই লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন জগৎকেও ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তীব্র ইচ্ছা করিয়া বৃহস্পতিদেব দেবগুরু হইয়াছেন, বশিষ্ঠদেব জগতের জ্ঞানগুরু হইয়াছেন, ধ্রুব শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছেন, রত্নাকর বাল্মীকি হইয়াছেন, অহল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। আমি পারিব না কেন? নিশ্চয়ই পারিব। নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্তব্য বস্তু মিলিবে।

এখন দেখি এস তীব্র ইচ্ছা কোন্ বস্তু লাভের জন্য জাগাইতে হইবে। গুরু ও বেদান্ত সমস্বরে বলিতেছেন পাইবার বস্তু একটিই আছে। শ্রীগীতা সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যাহা লাভ করিলে অন্য সমস্ত লাভ তুচ্ছ হইয়া যাইবে—যাহা লাভ করিলে মহাপ্রলয়ও আমাকে ব্যথা দিতে পারিবে না তাহাই আমার প্রাপ্তব্য বস্তু। যাহা পাইলে আমি আর কখন তাহা হারাইব না, যাহা পাইলে আমি অনন্তকাল ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইব, জুড়াইয়া যাইব, কোন ভাবনা থাকিবে না, কোন অভাব থাকিবে না, কোথাও ছুটাছুটি থাকিবে না, কোন কিছুর জন্য উদ্বেগ থাকিবে না, কোন কিছু ভয় থাকিবে না, আমি সদা সর্ব্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিব, ভরিত হইয়া যাইব—যাহা পাইলে আমার সর্ব্বদা পূর্ণাবস্থা থাকিবে, ভরিত হওয়া হইবে তাহাই আমার প্রাপ্তব্য বস্তু।

আমাকে পূর্ণ করে এমন বস্তুটি কি? আমাকে নিরন্তর ভরিত করিয়া রাখে

এমন বস্তুটি কি? একবার পাই একবার হারাই এমনটি আমি চাই না। চাই আমি ভরিত হইয়া চিরতরে স্থিতি।

গুরু ও বেদান্ত বলিতেছেন আমার স্বরূপটিই আমার পাইবার বস্তু। স্বরূপ বিশ্রান্তই চির বিশ্রান্তি—চিরস্থিতি। আমার স্বরূপটি আমি চাই। স্বরূপ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই ক্ষণে আসে, ক্ষণে যায়, তাহাই আগমাপায়ী, তাহাই আগন্তুবস্তু—তাহাই আস্থার অযোগ্য।

সকল বস্তুর স্বরূপই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্। আমার স্বরূপ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্। আমি চৈতন্য, আর আমার স্বরূপ—পূর্ণ চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য, ভরিত চৈতন্য।

আমি কি ইহা আমি জানিবই। আমির স্বরূপই যে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ইহা আমি জানিবই। গুরু এই কথাই বলিতেছেন, বেদান্ত ইহাই বলিতেছেন, সর্ব্বশাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন, সকল সাধু ইহাই বলিতেছেন।

আমি কে কিরূপে জানিব, আমি কে কিরূপে পাইব, আত্মসাক্ষাৎকার কিরূপে লভিব—ইহাই আমার তীব্র ইচ্ছার বিষয়।

অন্যকে বুঝাইতে পারি আর না পারি "আমি আছি" একথা আমি জানি। "আমি আছি" সকল আমির এই "আছির" অনুভব আছে। অন্য কিছুর অনুভব এই "আমি আছির" অনুভবের মত নিশ্চিত অনুভব নহে। এই অনুভবটিকে ভিত্তি করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে।

আত্মা ভিন্ন যাহা কিছু তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। আত্ম ভিন্ন যাহা কিছু তাহা আমি লইয়া আছি কিনা তাহা নিরন্তর বিচার করিতে হইবে। বিচার করিলেই দেখা যায় যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা অনুভব করি সকলই অনাত্মা। এই সমস্ত দেখা শুনা অনুভব করায় আর কাজ নাই। তথাপি দেহ ও মন কত বস্তুই না উপস্থিত করিতেছে—এ সকলে আর প্রয়োজন নাই। একমাত্র চৈতন্যেই প্রয়োজন। সেই চৈতন্য আমি, সেই চৈতন্য শ্রীভগবান্। আমি অজ্ঞানে আপনাকে খণ্ড মনে করি এই জন্য অখণ্ডের শরণে আসিয়া প্রার্থনা করি প্রভু! তুমি ত সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছ, এখন আমি যাহাতে তোমার সঙ্গে থাকি তাই তুমি করিয়া দাও। তোমায় লইয়া,তোমার স্মরিয়া, আমার সকল বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম হউক। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। তোমায় লইয়া সর্ব্ব প্রকার কার্য্য করা—ইহাও অভ্যাসেই হয়। ইহা ত প্রথমে বিশ্বাস করিতে হইবে তৎপরে স্মরিয়া স্মরিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে। ইহা ভুলিও না। ইহাই প্রথম সাধনা। আর

কাহাকেও সঙ্গে লইয়া স্নান, আহার, ভ্রমণ, কথা কওয়া, নিদ্রা যাওয়া, বিশ্রাম করা এ সব করিলে চলিবে না। খণ্ড আমি কে অনুভব করিতে করিতে অখণ্ড, বড় আমি কে স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে, তাঁহার কাছে দুঃখ জানাইতে হইবে, দুঃখের প্রতীকার প্রার্থনা করিতে হইবে। সর্ব্বদা তাঁহাকে জানাইতে হইবে অনাত্মা কোন কিছুই আমি চাই না। কেন না তুমি ভিন্ন সমস্তই দোষ দুষ্ট। এই ভাবে বৈরাগ্যের সঙ্গে আত্মায় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহাতে একদিকে বৈরাগ্যের সাধনা চলিতে থাকিবে, অন্যদিকে আত্মার দিকেও নজর রাখা চলিবে। এইটি মনে রাখিয়া ওঁ ওঁ কর, রাম রাম কর, বা দুর্গা দুর্গা কর। সর্ব্বদা কর।

আমি আছি যেমন সত্য, ভগবান্ আছেন সেইরূপ সত্য। আমার মধ্যে ভগবান্ আছেন সবাই বলেন কিন্তু ভগবানের মধ্যে আমি আছি—কয় জন অভ্যাস করেন? সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ আমাকে লইয়া সর্ব্বব্যাপী, আমাকেও দেখিয়া সর্ব্ব দ্রষ্টা। আমার আমি, আমার মধ্যে যাহা কিছু আসিতেছে, ভাসিতেছে, হইতেছে সবই জানিতেছেন। যিনি সকল বাক্যে, সকল কার্য্যে, সকল ভাবনাতে এই দ্রষ্টার উপর লক্ষ্য রাখিতে পারেন তিনি ভগবানকে লাভ করিতে পারেন—যেমন ভাবে চান, তেমন ভাবেই পান। আমার মধ্যে থাকিয়া যিনি আমার ভাব সমস্ত জানিতেছেন, তাঁহাকেই যিনি ইষ্ট, গুরু, মন্ত্র সব বলিতে পারেন তাঁহারই সব হয়। "আত্মাত্বং গিরিজা মতি," "আত্মা এবাসি মাতঃ" ইহাই মূল সাধনা। তীব্র ইচ্ছা ইহাকে পাইবার জন্য, ইহাকে লইয়া সর্ব্বদা থাকিবার জন্য।

"চিন্তাকার্য্য বিনাশিনী"

মানুষকে শিখাইবার জন্য শ্রীভগবান্ এই জগতে আসেন, আর মানুষের মত ভাবও দেখান। সমুদ্রের পরপারে রাবণ অপহৃতা সীতা। কিন্তু এই ভীম দর্শন সাগর পার হইব কিরূপে? এই মহোন্নত তরঙ্গাকুল, এই অগাধ গগনাকার এই ভীম নক্রভয়ঙ্কর সাগর পার হইবে কে? "সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীব মনো মম" ভগবান্ বলিতেছেন মনে মনে এই সমুদ্র স্মরণ করিয়াও

আমার মন শিথিল হইয়া যাইতেছে—নক্রঝষাকীর্ণ শত যোজন সমুদ্র কিরূপে লঙ্ঘন করিব—কিরূপে রিপু হনন করিব—কিরূপে জানকীকে দেখিব? ভগবানের নৈরাশ্য দেখিয়া সখা বলিলেন "চিন্তাং ত্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ চিন্তা কার্য্য বিনাশিনী" সখা! চিন্তা ত্যাগ কর--চিন্তা কার্য্য নষ্ট করে। এই সমস্ত মহাবলশালী সৈন্য তোমার জন্য মরিতেও প্রস্তুত, অগ্নিতে প্রবেশ করিতেও ইহারা ভয় পাইবে না। "সমুদ্র তরণে বুদ্ধিং কুরুম্ব প্রথমং ততঃ" প্রথমেই সমুদ্র পার হইতেই হইবে এই বুদ্ধি দৃঢ় করা চাই। পার হইতেই হইবে দৃঢ় নিশ্চয় হইল। আলস্য জড়তা কাটিয়া গেল। ভগবান্ তখন উৎসাহে বলিলেন "যেন কেন প্রকারেণ লঙ্ঘায়ামো মহার্ণবম্" যে কোন প্রকারে হউক এই মহাসমুদ্র লঙ্ঘন করিবই। উদ্দেশ্য সিদ্ধি, দৃঢ় নিশ্চয়ের উপর নির্ভর করে। যে কোন রূপে পার হইতেই হইবে—এই দৃঢ় সঙ্কল্প যখন জাগিল—তখন ভগবান্ বলিতেছেন দেব দানবের দুঃসাধ্যও যদি হয় তথাপি করিবই—তুমি বল যেখানে সীতা আছেন তাহার স্বরূপ কি? করিবই যখন ঠিক হইয়া গেল তখন করিতে গেলে কোন্ বিঘ্ন আসিবে তাহার কথাও ভাবিতে হইবে। যতই দুষ্কর হউক করিতেই হইবে।

মানুষ ত শ্রীভগবানের আচরণ দেখিয়াই শিখিবে। মানুষের দুর্ব্বল চিত্তকে জাগাইবার জন্যই ত ভগবান্ মানুষের মত হইয়া পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। বিষম সঙ্কট কালেও মোহে অভিভূত হওয়ায় কোন্ ফল? ক্লীবের মত থাকা কোন কালেই মানুষের উচিত নহে। আপনাকে মানুষ বলিয়া যদি বল তবে তুমি কোন কালে ক্লীব ভাব পাইবার যোগ্য নও। উঠ ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর। চেষ্টা কর—না পার মর তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু চেষ্টা ত্যাগ করিও না। শুধু কি ফলাফল চিন্তাই করিবে? তোমার চিন্তাত তোমার দুর্ব্বল হৃদয়ের নৈরাশ্য উদ্গার মাত্র। তোমার অতিচিন্তাই ত তোমার সকল কার্য্য নষ্ট করে ইহা কি দেখিবে না?

সত্যই সম্মুখে সংসার সমুদ্র—উত্তাল বিঘ্ন তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। বিঘ্নতরঙ্গের বিরাম নাই। কিন্তু আমি পার হইবই এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রথমে জাগাও। দেখিবে দেবতা তোমার সহায় হইবেন, তুমি কূল পাইবেই।

তোমার অবস্থা বিচার করিয়া দেখ দেখি? সম্মুখে ব্যাঘ্রীর মত কে তোমায় লক্ষ্য করিতেছে? "জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে। মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে" এই তোমার জরা- ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তোমার

অগ্রে অবস্থিত—ইহা তোমাকে গ্রাস করিবে—তোমার মৃত্যু আনিয়া দিবে—কেবল সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। জাগ—আর সময়ত নাই। উঠ—সংসার সমুদ্র পার হইবার বহু উপায় আছে।

নিজের মনের সংবাদ লও দেখি—দেখ কি পাও? কেবল চিন্তা—কেবল অসম্বন্ধ প্রলাপ। এই চিন্তার বিঘ্নই ত তোমায় কোন কিছুতে স্থির হইতে দেয় না। তাড়াও—তোমার মন হইতে এই অসম্বন্ধ প্রলাপ, এই দুশ্চিন্তা। এই সমস্ত অবুদ্ধি পূর্ব্বক চিন্তা তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল। বুদ্ধি পূর্ব্বক ভগবৎ সম্বন্ধ শূন্য চিন্তাত ত্যাগ করিবেই—অবুদ্ধি পূর্ব্বক চিন্তাও তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহা যখন পারিবে তখন তোমার সংসার সমুদ্র উল্লঙ্ঘিত হইয়া যাইবে, তোমার চিত্ত স্থির হইয়া তোমার হৃদয়ের অধীশ্বরে ডুবিয়া যাইবে। বেশ করিয়া দেখ তোমার সাধন ভজনের, তোমার সর্ব্বদা নাম করার, তোমার ঈশ্বরে একাগ্র হওয়ার প্রধান বিঘ্ন এই সব চিন্তা কি না।

কিরূপে সব চিন্তা ছাড়িয়া ঈশ্বর চিন্তায় ডুবিয়া থাকা যায় জান? বলিতেছি শ্রবণ কর।

শাস্ত্রের অতি সত্য উপদেশ—বহু সাধকের পরীক্ষিত সত্য হইতেছে "আর সময় নাই—আর কি চিন্তা করিবে" ইহা দৃঢ় ভাবে মনে আনিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে নাম করা, বা বিচার করা। জরার চিহ্ন দেখা গিয়াছে, মৃত্যুত আসিয়া পড়িল—আর ত সময় নাই—আর চিন্তা করিবার অবসর নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ যা সাধনা তাই কর। মৃত্যু অতিক্রম করিবার বহু পন্থা শাস্ত্র দেখাইয়াছেন। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং" হইয়াও ত হইল না—"প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ" বলিয়া আমি আত্মাই, আমি দেহ নই, আমি মন নই—ইহাওত হইলনা। "ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্" ও হইল, রূপের ধ্যান, গুণের কীর্ত্তন, স্বরূপের ধ্যান—ইহাও ত পারিলেনা। তথাপি তোমার হইবে—যদি সর্ব্বদা নাম কর—শ্বাসে শ্বাসে নাম কর, সপ্ত আবরণ হৃদয়ে ভাবিয়া জ্যোতির মধ্যে নাম কর। আর সময় নাই, সময় নাই বলিয়া অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে নাম কর—ক্ষমা কর, উদ্ধার কর বলিয়া প্রণাম করিতে করিতে নাম কর। ক্ষমা সার তুমি, সর্ব্বশক্তিমান্ তুমি, করুণাবরুণালয় তুমি, বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতা তুমি, সর্ব্ব সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি—এই বিশ্বাস প্রবল করিয়া নাম কর। হইবেই। অন্য চিন্তা যখনই আসিতে চাহিবে তখনই বল সময় নাই সময় নাই—আর কি চিন্তা করিবে, নাম কর। নাম

কর—নামকেই বিশ্রাম জানিয়া নাম কর—যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে নাম কর—আহারের সময় নাম কর, স্নানের সময় নাম কর, গমনাগমনের সময় নাম কর—এক মুহূর্ত্তও নাম ছাড়িয়া থাকিও না। তিন বেলা সন্ধ্যা পূজা কর, স্বাধ্যায় কর—বাকি সময় নাম কর—মনকে হৃদয়ে ধরিয়া নাম কর—সপ্ত আবরণ চিন্তা করিয়া নাম কর—আর সময় নষ্ট করিও না। খোস গল্প আর কত করিবে—কাহারও সহিত কথা কহিতে হয়—কিরূপে সর্ব্বদা নাম করা যায় তাহার কথাই কও। শাস্ত্র পড়, নাম করিতে করিতে, নামকে শুনাইতে শুনাইতে ধ্যান কর, যিনি তোমার মধ্যে থাকিয়া তোমার সব ভাব দেখিতেছেন সেই মন্ত্ররূপী, গুরুরূপী, ইষ্টরূপী আত্মাই তুমি—তাই হইয়া নাম করা শ্রবণ কর—দেখিবে নাম আপনি হইতেছে সেই পরিপূর্ণ চলন রহিত "চিৎ" আপনার নিবিড় আনন্দে "বাক্" তুলিয়া খেলা করিতেছেন—তুমি সেই চিতে ডুবিয়া যাও—তোমার সব হইয়া যাইবে। আর সময় নাই সর্ব্বদা বলিয়া নাম করিতে পারিবে ত? সকলেই পারে—দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাও। তোমার আমার মত মূর্খের জন্য সর্ব্বদা নাম করাই সহজ পথ।

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যু ভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥ ইহা হইবেই। কর।

অযোধ্যা কাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চিত্রকূট মবলোকয় সীতে।

উন্নত-শিখর-লিখিত-ঘন-মণ্ডল-মঙ্গল করণ বিনীতে॥ ১॥ ধ্রুবপদম্
মন্দাকিনী-প্রবাহ-বিলঙ্ঘন-চঞ্চল পক্ষ-মরালম্॥
বিকসিত কুন্দ-লবঙ্গ লতা-লবলী-সরসীরুহ মালম্॥ ২॥
চম্পক-ভূর্জ্জ-কদম্ব-তমাল-মুনিদ্রুম ভূষিত ভাগম্॥
বৈর-বিহীন-মতঙ্গজ-সিংহ-ময়ূর মহাবিষ নাগম্॥ ৩
স্ফটিক-পদ্ম-রাগেন্দ্র নীলমণি-হীরক গৈরিক শোভম্॥
শীতল-ধীর-সুগন্ধ-সমীরণ-মুনিজন-মানস লোভম্॥ ৪

গবয়-শরভ-হরিণী-হরিণাদন-কপিকুল-বিপুল-বিহারম্ ॥
ইন্ধন-দল-ফলকুসুম-দর্ভ-জল-হেতুক-মুনি সঞ্চারম ॥ ৫
শুক-হারীত-চকোর-শারিকা-খঞ্জন-কোক-বিরাবম্ ॥
নির্ঝর-ঝরণ-সলিল-শাকর-ভর-বিগত বিষম-তরুদাবম্॥ ৬
গুহা-নিবাস-কিরাত-হূণ-খস-বিরচিত-বিটপ-বিতানম্ ॥
বনদেবীস-সতাল-সুস্বর রস-শ্রুতিকৃত-মঙ্গল গানম্ ॥ ৭
শ্রীজয়দেব-মহাকবি নিম্মিত-মদ্ভুত-ভূধর গীতম্ ॥
হরতু মলং সকলং পঠতামনিশং প্রকরোতু বিনীতম্ ॥ ৮

হে সীতে চিত্রকূট পর্ব্বত অবলোকন কর। এই গিরির উন্নত শৃঙ্গ সমূহে ঐ মেঘরাজি যেন চিত্রে লিখিত মত শোভা পাইতেছে; ইহাদের মঙ্গল বিধানে তুমি দক্ষা—তোমার কল্যাণ দৃষ্টিপাতে ইহাদিগকে কৃতার্থ কর।

দেখ দেখ মরাল কুল কেমন চঞ্চল পক্ষে মন্দাকিনীর প্রবাহ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে! আরও দেখ বিকসিত কুন্দ লবঙ্গলতা লবলী লতা এবং পদ্মসমূহের মালা কেমন সুন্দর দেখাইতেছে।

এই চিত্রকূট প্রদেশ চম্পক-ভূর্জ্জপত্র বৃক্ষ কদম্ব-তমাল-মুনি বৃক্ষ (অগস্ত্য) দ্বারা ভূষিত। এখানে হস্তী সিংহ ময়ূর বিষধর সর্প বৈর ভাব ত্যাগ করিয়া কেমন একত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখানে স্ফটিক পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণি হীরক গৈরিক ধাতু কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে। এখানকার বায়ু কেমন শীতল মন্দ সুগন্ধ—আহা! ইহা ঋষিগণের মনকেও লুব্ধ করে।

দেখ দেখ গবয় শরভ হরিণী ব্যাঘ্র (হরিণাদন) কপিকুল কেমন দলে দলে বিচরণ করিতেছে। এখানে মুনিগণ কাষ্ঠ, তুলসী, বিল্বদল, ফল, কুসুম, দর্ভ, জল আহরণ জন্য ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

আহা—এখানে শুকপক্ষী, হারিত, চকোর, শারিকা, খঞ্জন, চক্রবাক কেমন শব্দ করিতেছে। আর নির্ঝর ঝরিত সলিক কণা সমূহ কেমন ঐ বিষম দাবদাহ (অরণ্যবহ্নি) প্রশমিত করিতেছে।

এই পর্ব্বত গুহাবাসী কিরাত হূণ খস প্রভৃতি নিষাদগণ কেমন যেখানে সেখানে বিটপ বিতান—বৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

আর বন দেবিগণের কামনাপূর্ণ কারী, ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রাদির শ্রবণ রুচিকর মুনি গণের তানলয়শুদ্ধ মঙ্গল বেদগান কেমন সুন্দর লাগিতেছে।

মহাকবি শ্রীজয়দেব বিরচিত এই অদ্ভুত ভূধর গীত যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদের কোন প্রকার মলিনতা থাকেনা। ইহা বিচিত্র গতি ভরিত মোক্ষ প্রদান করে।

রাম লক্ষ্মণ সীতা পাদচারে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অত্যন্ত রমণীয় চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। বিবিধ পক্ষি-সমাকুল, নানাবিধ ফলমূল-সমন্বিত সেই সুস্বাদু জলশালী অতি রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে পৌঁছিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন সৌম্য! মনোজ্ঞ এই পর্ব্বত, ইহা নানা দ্রুম লতাযুক্ত, বহু ফল মূল বিশিষ্ট অতি রমণীয়। এখানে জীবিকার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ করিতে হইবেনা। এই পর্ব্বতে বহু সংখ্যক মহাত্মা মুনি বাস করেন। তাত! ইহা বাসের উপযুক্ত স্থান, এস আমরা এই থানেই বাস করি।

পরে রাম লক্ষ্মণ সীতা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে আসিলেন এবং ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষির আজ আনন্দের সীমা নাই। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

ত্রেতাযুগের সেই চিত্রকূট এখনও দাঁড়াইয়া আছেন। সরস্বতীর বরপুত্র কালীদাস এই গিরির নাম দিয়াছেন রামগিরি। এই স্নিগ্ধ ছায়াতরু বেষ্টিত রামগিরির আশ্রমে, সেই জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকশালিনী ভগবান্ অত্রি আনীতা মন্দাকিনী রামগিরির পদধৌত করিয়া এখনও প্রবাহিতা—এইখানে কালীদাসের যক্ষ একবৎসর ধরিয়া শাপ ভোগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ভরদ্বাজ এই চিত্রকূট সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

যাবতা চিত্রকূটস্থ নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমবত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ॥

যে কাল পর্য্যন্ত মানুষ এই চিত্রকূটের শৃঙ্গ সকল অবলোকন করে তাবৎকাল তাহারা কল্যাণ সাধনে নিরত হয়—মায়া মোহে মন দিতে পারেনা।

গোস্বামী রঘুনন্দন বলিয়াছেন চিত্রকূট রাম ধাম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়"।

গোস্বামী তুলসী দাস বলিতেছেন।
চরণ রাম তীরথ চলি জাঁহি
রাম বসহু তিনকে মন মাহী॥

যে মানুষ রামতীর্থ চিত্রকূট দর্শন করে শ্রীরাম তাঁহার হৃদয়ে বাস করেন।

নদী পুণীত পুরাণ বখানী।
অত্রি তীয় নিজ তপবল আনি।
সুর-সরিধার নাম মন্দাকিনী॥
জো সব পাতক পোতক ডাকিনী।

চিত্রকূটের নদী অতি পবিত্র, পুরাণ সকল ইহা বলেন। ভগবান অত্রি তপোবলে ইহা আনয়ন করেন। মন্দাকিনী গঙ্গারই ধারা। ইনি ডাকিনী যেমন শিশু বিনাশ দক্ষা ইঁহারও সেইরূপ পাপ বিনাশে সামর্থ্য।

মনোহর এই চিত্রকূট দেখিয়া আইস জীবন ধন্য হইয়া যাইবে। এলাহাবাদ হইতে মানিকপুর—মানিকপুর হইতে করোরি ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে পদব্রজেও যাওয়া যায় এবং গোযানেও যাওয়া যায়। পদব্রজে যাইতে যাইতে পথপার্শ্বের বৃক্ষ শাখায় কত পাখী এখনও চি-ত্র-কূট, চি-ত্র-কূট এই সুমধুর স্বরে কূজন করে।

চিত্রকূটে ৺কাশীপ্রসাদ পাণ্ডার গৃহে আমরা একখানি রামায়ণ দেখিয়াছিলাম। নাম বৃহৎ রামায়ণ—এই রামায়ণে চিত্রকূটের বিচিত্র মহিমা বর্ণিত আছে।

চিত্রকূট গিরৌ রম্যে মন্দাকিন্যা স্তটে শুভে।
ঋষীণামাশ্রমপদে সদা তিষ্ঠতি সানুজঃ॥
ষয়োভূত্তা নদী যত্র রামরূপা ন সংশয়ঃ॥

শ্রীভগবান্ সদা সর্ব্বদা এই রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে মন্দাকিনীর শুভতটে ঋষিগণের আশ্রমে শ্রীলক্ষণের সহিত বাস করেন। এখানে মন্দাকিনীও রামরূপ। শ্রীরাম পদভূষিত এই পর্ব্বত যে কত সুন্দর তাহাও বৃহৎ রামায়ণে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। ভগবান্ বাল্মীকি রচিত এই মহামূল্য রামায়ণে সপ্তাবরণ শোভিত রত্ন মন্দিরে শ্রীরাজরাজ,চিত্রকূট পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নিরন্তরবিহার করেন ইহাও বলা হইয়াছে। ভগবান্ অগস্ত্য শ্রীভগবানের এই পরমাদ্ভুত বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। পর্ব্বতের অভ্যন্তরে সন্তানক বন, বনের মধ্যে বিধি বিনির্ম্মিত সরোবর। সরোবরের উত্তর দিকে মনি মাণিক্য বিজড়িত মন্দির। সেই মন্দিরের চতুর্দ্দার ইন্দ্রনীল, মহানীল, পদ্মরাগ নির্ম্মিত মহা কবাট দ্বারা সুশোভিত। মন্দিরের তোরণ দ্বার সমূহ মুক্তদাম বিলম্বিত। মন্দির সহস্র স্তম্ভ সংযুক্ত। মন্দিরের মধ্যে রত্ন বেদিকা। মধ্যস্থানের বেদিকা কল্প বৃক্ষতলে। মন্দির যোজনায়তন। বেদিকা উপরে নবরত্ন জড়িত সিংহাসন। রস বিগ্রহ শ্রীভগবান্

সীতার সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। পর্ব্বতান্তরালস্থিত রত্ন ভূষিত মন্দিরের যিনি ধ্যান করেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রথম আবরণে বিমলাদি সখী, ইঁহাদের কেহ বীণা বাদন করিতেছেন, কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন, কেহ গান গাহিতেছেন, কেহ তান দিতেছেন, কেহ হাস্য করিতেছেন, কেহ বা শ্রীরামমুখপঙ্কজ নিঃসৃততাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। দ্বিতীয় আবরণে অনিমাদি বিভূতি সমূহ। তৃতীয়ে বেদমাতা গায়ত্রী—অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা, আগম মূর্ত্তি ধরিয়া। চতুর্থে ব্রহ্মাদি দেবতা, আদিত্যগণ, বসুগণ, সিদ্ধ সাধ্যগন্ধর্ব্বাদি। পঞ্চমে মুনি ঋষি, ষষ্ঠে গঙ্গাদি নদী আর সপ্তমেহনুমান সুগ্রীবাদি ভক্তগণ। রামানন্দ লোলুপ এই সমস্ত আবরণদেবতার সহিত ভগবানের ধ্যান কর আর ধন্য হইয়া যাও। ভগবান্ সনৎকুমারও বলিয়াছেন—

রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটক পেটকং।
কৌশল্যা শুক্তি সম্ভূতং জানকী কণ্ঠভূষণম ॥

রামরত্ন শীর্ষদেশ-চিত্রিত সুন্দর পেটকে রহিয়াছে। তখনও ছিল—এখনও আছে। শুক্তি যেমন স্বাতি নক্ষত্রের জল গর্ভে ধারণ করিয়া মুক্তা প্রসব করে সেইরূপ এই রত্ন কৌশল্যা শুক্তি হইতে জাত আর এই রত্ন জানকীর কণ্ঠ ভূষণ।

যাহা হউক—

দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং বাল্মীকি র্লোক সুন্দরম্।
জানকী লক্ষ্মণোপেতং জটামুকুট মণ্ডিতম।
কন্দর্প সদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেক্ষণম্ ॥
দৃষ্ট্বৈব সহসোত্তস্থৌ বিস্ময়া নিমিষেক্ষণঃ
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ ॥

বাল্মীকি বিস্মিত হইয়া অনিমিষ নয়নে এই ত্রিলোক সুন্দর রমানাথ রামকে দেখিতেছেন। আহা কতই সুন্দর এই জানকী লক্ষ্মণের সহিত জটা মুকুট মণ্ডিত, রতিপতি শত কোটি সুন্দরাঙ্গ, কমনীয় কমললোচন! আহা কি এই নয়নাভিরাম মূর্ত্তি! সহসা অমল সান্দ্রানন্দ সীতাপতিকে দর্শন করিয়া তাঁহার নয়নের প্রান্ত ভাগ হইতে হর্ষবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মহর্ষি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পরমানন্দ রামকে আলিঙ্গন করিলেন। ভক্তিভরে অর্ঘ্যাদি দ্বারা জগতের একমাত্র বরণীয় রমাপতিকে আদর করিয়া পূজা করিলেন—সুমধুর ফল মূল আনিয়া খাইতে দিলেন। মনে মনেও এইরূপ আলিঙ্গন ও সেবা করিতে পারিবে ত? করিয়া দেখ কোন্ রাজ্যে যাও।

রাম তখন দণ্ডকারণ্য আগমনের কথা জানাইলেন, বলিলেন ইহার কারণ আর আমি কি বলিব, আপনি তপোবলে সমস্তই জানিতেছেন। এখন—

যত্র মে সুখ বাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ।
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎ তত্র নয়াম্যহম্॥

যেখানে আমি সুখে বাস করিতে পারি এমন একটি স্থান দেখাইয়া দিন। সীতার সহিত কিছুকাল আমি সেইখানে অতিবাহিত করিব। গোস্বামী তুলসী দাস আপন ভাবে এই প্রশ্ন করিতেছেন।

বাল্মীকি মন আঁনদ ভারী।
মঙ্গল মূরতি নয়ন নিহারী॥
তব কর কমল জোরি রঘুরাই।
বোলে বচন শ্রবণ সুখ দাই॥

শ্রীভগবানের মঙ্গল মূর্ত্তি নয়নে হেরিয়া—কন্দ ফল মূল মধু দ্বারা তিন জনের সেবা করিয়া বাল্মীকির মনে ভারি আনন্দ হইয়াছে। তখন রাম জোড় হাতে শ্রবণ সুখকর বাক্য বলিতে লাগিলেন—

অব জহঁ রাউর অয়সু হোই।
মুনি উদ্বেগ ন পাবহিঁ কোই॥
মুনি তাপস জিনতে দুখ লহহী।
তে নরেশ বিনু পাবক দহহীঁ॥
মঙ্গল মুল বিপ্র পরিতোষু।
দহই কোটিকুল ভূসুর রোষু॥
অস জিয় জানি কহিয় সোই ঠাঁউ।
সিয় সৌমিত্র সহিত তহঁ জাঁউ॥

আপনি যেখানে থাকিতে বলিবেন সেইখানেই থাকিব। যেখানে থাকিলে কাহারও উদ্বেগ না হয় সেই স্থান দেখাইয়া দিন। মুনি তাপস যাহাতে ক্লেশ পান তাহাতে রাজা বিনা অগ্নিতেও দগ্ধ হন। ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করা সকল মঙ্গলের মূল, কারণ ব্রাহ্মণের ক্রোধ কোটিকুল ভস্ম করে। ইহা বিচার করিয়া আপনি যেখানে থাকিতে বলিবেন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আমি সেইখানে বাস করিব।

রঘুমণির সহজ সরল বাক্য শুনিয়া ভগবান্ বাল্মীকি সাধু সাধু বলিলেন আর বলিলেন।

কস ন কহহু অস রঘুকুল কেতু।
তুম পালক সন্তত শ্রুতি সেতু॥

রঘুকুল কেতু তুমি—তুমি এরূপ বাক্য কেননা বলিবে কারণ তুমি সংসার সমুদ্রের পরপারে লইবার সেতু স্বরূপ যে শ্রুতি বা বেদ, তাহার পালক।

শ্রুতি সেতু পালক রাম; তুম জগদীশ মায়া জানকী।
জো সৃজতি জগপালতি, হরতি রূখ পাই কৃপানিধান কী॥
জো সহসশীশ অহীশ মহিধর লষণ সচরাচর ধনী।
সুর কাজহিত নররাজ তনুধরি, চলে দলন নিশিচর-অনী॥
রাম স্বরূপ তুম্ হার, বচন অগোচর বুদ্ধিপর।
অবিগতি অকথ অপার, নেতি নেতি নিত অগম কহ॥

শ্রুতি রূপ সেতু রক্ষার জন্য জগদীশ্বর রামরূপ এবং মায়া জানকীর রূপ ধারণ করেন। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ, কৃপানিধান তুমি তোমার আজ্ঞাতেই হইতেছে। যিনি সহস্র মস্তকে এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন সেই বিশ্বেশ্বর অনন্ত দেবই এই লক্ষ্মণ। দেবতার কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত নিরাকার তুমিই নররাজ মূর্ত্তি ধারণ কর—খল রাক্ষস সৈন্য বিনাশই তোমার প্রয়োজন। রাম তোমার স্বরূপ বাক্যের অগোচর এবং মানব বুদ্ধিরও বাহিরে। তোমাকে কেহই জানেনা, তোমাকে কথা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তোমার শেষ ও কেহ দেখেনা এই জন্য বেদ নিত্যই তোমাকে "নেতি" "নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয় এই বাক্যে দর্শন শ্রবণ স্মরণে যাহা পাওয়া যায় তাহার পরে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তাহাই নির্দ্দেশ করেন।

জগপেখন তুম দেখন হারে॥ বিধি হরি শম্ভু ন চাবন হারে॥
তেউ নহিঁ জানাহিঁ মর্ম্ম তুম্হারা॥ ঔর তুমহিঁ কো জানন হারা॥
সোই জানৈ জেহি দেহু জনাই॥ জানত তুম্হৈ তুমহিঁ হোই জাই॥
তুম্হরী কৃপা তুমহি রঘুনন্দন॥ জানত ভক্ত ভক্ত-উর চন্দন।
চিদানন্দময় দেহ তুম্ হারী॥ বিগত বিকার জান অধিকারী॥

এই জগৎ রঙ্গমঞ্চে তুমিই দর্শক। ব্রহ্মা, হরি ও হরকেও মায়া রজ্জু ধরিয়া তুমিই নাচাইতেছ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশও তোমার মর্ম্ম জানেন না। আবার বলি

সোই জানে জেহি দেহু জনাই।
জানত তুম্ হৈ তুমহিঁ হোই জাই॥

"সেই জানে যারে তুমি দাও জানাইয়া—জানিলে তোমারে—যায় তুমিই হইয়া" তোমার কৃপায় ভক্ত তোমাকে জানে—রাম! ভক্ত হৃদয়ে শীতলানুভব চন্দন স্বরূপ তুমিই। তোমার এই নর দেহ—ইহা জ্ঞান ও আনন্দ ময়। ইহা ষড়ভাব বিকার বিহীন। তুমি জানাইয়া দাও তাই অধিকারী দাস ভক্ত তোমায় জানে।

নরতনু ধরেহু সন্ত সুর কাজা॥ কহহু করহু জস প্রাকৃত রাজা॥
রাম দেখি শুনি চরিত তুম্হারে॥ জড় মোহহি বুধ হোহিঁ সুখারে॥
তুম্ জো কহহু করহু সব সাঁচা॥ জস কাছিয় তস চাহিয়া নাচা॥

তোমার এই নরতনু ধারণ ইহা সাধু ও দেবতার কার্য্যোদ্ধার জন্য। ইহার জন্য প্রাকৃত রাজার মত তুমি কত কি বলিতেছ আর কত কি করিতেছ। রাম তোমার চরিত্র দেখিয়া শুনিয়া জড়বুদ্ধি মুগ্ধ হয় আর বুদ্ধিমান সুখী হয়।

তুমি যাহা বল তাহাই সত্য কর—কটি দেশের কাপড় যেমন বন্ধন করিবে সেইরূপেই নাচা চাই।

পূঁছেহু মোহিঁ কি রহহুঁ কহঁ, মৈঁ কহতে সকুচাউঁ॥
জহুঁ ন হোহু তহঁ দেহুঁ কহি, তুমহিঁ দিখাবৌঁ ঠাউঁ॥

আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কোথায় তুমি থাকিবে? আমার বলিতে কিন্তু সঙ্কোচ হইতেছে। আচ্ছা—কোথায় তুমি নাই—তাই বলিয়া দাও আমি তোমার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিতেছি।

মুনির প্রেমরস পূর্ণ বাক্য শ্রবণে রাম মনে মনে হাসিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন আর মুনি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—

ত্বমেব সর্ব্বলোকানাং নিবাস স্থান মুত্তমম্।
তবাপি সর্ব্বভূতানি নিবাস সদনানি হি॥

রাম! তুমিই সমস্ত লোকের উত্তম নিবাস স্থান এবং সমস্ত ভূতগ্রামও তোমার নিবাস স্থান। অর্থাৎ যেখানে তুমি নাই এমন স্থান কোথাও নাই।

এবং সাধারণ স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন।
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষঃ পৃচ্ছত স্তব॥

রাম রসায়ন লিখিতেছেন

ঋষি হাসি হাসি কহে শুন রঘুপতি।
তোমার নিবাস স্থান সমস্ত জগতী॥
যেখানেতে তোমার নিবাস নাহি হয়।
হেন বস্তু জগৎ মাঝারে নাহি রয়॥

আর শুন তুমি হও জগৎ নিবাস।
তুমি বাসস্থান পুছ শুনি লাগে হাস॥

সাধারণ স্থানের কথা ত বলিলাম। কিন্তু সীতার সহিত কোথায় বাস করিবে ইহা বিশেষ কথা বটে। সীতারামের নিয়ত মন্দির কোথায় তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

(১) শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টৄণাঞ্চ জন্তুষু।
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেঽধিমন্দিরম্॥

(২) ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎসুখমন্দিরম্॥

(৩) ত্বন্মন্ত্র জাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্॥

(৪) নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
সমলোষ্টাশ্মকনকা স্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্॥

(৫) ত্বয়িদত্তমনো বুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্॥

(৬) যো ন দ্বেষ্ট্য প্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্॥

ষড়্ভাবাদি বিকারান্ যো দেহে পশ্যন্তি নাত্মনি।
(৭) ক্ষুত্তৃট্ সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণ বুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে।
সংসারধর্ম্মৈর্নিমুক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্॥

পশ্যন্তি যে সর্ব্বগুহাশয়স্থং
ত্বাং চিদ্‌ঘনং সত্যমনন্তমেকম্।
(৮) অলেপকং সর্ব্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদব্জে সহ সীতয়া বস॥

নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্টিতানাম্।
(৯) তন্নামকীর্ত্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতাসমেতস্য গৃহং হৃদব্জে॥

যাঁহারা সর্ব্বসঙ্কল্পত্যাগ করিয়া মনের নাশ করিয়াছেন তাঁহারা শান্ত; আর যাঁহারা ঈশ্বরভাবনা করিয়া সংসার ভাবনা সমস্তই মায়া এই ভাবিয়া ঈশ্বরভাবনা

ভিন্ন অন্য সমস্তই অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহারাও শান্ত। এইরূপ শান্ত স্বভাব যাঁহারা, এবং যাঁহারা জড় চেতন সর্ব্বত্র ঈশ্বর দেখিতে অভ্যাস করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছেন—যাঁহারা কোন জীবজন্তুর উপরে, কোন কিছুর উপরে দ্বেষ ভাব রাখেন না, যাঁহারা সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সদাসর্ব্বদা চিরদিন ধরিয়া তোমারই ভজনা করেন; তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা, তোমার স্বরূপ লইয়াই যাঁহারা দিনপাত করেন—তাঁহাদের হৃদয়ই অধিক করিয়া তোমার মন্দির—অর্থাৎ সসীত তুমি—তোমার সুখ মন্দির।

যে পুরুষ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়ে রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর তোমার ভজনা করেন হে রাম সেইরূপ ভক্তের হৃদয় সীতার সহিত তোমার সুখ মন্দির।

যে পুরুষ তোমার মন্ত্র জপ করেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে তোমার শরণাগত—যাহা কিছু করিবার, বলিবার, ভাবিবার বিষয় তাহা তোমাকে না জানাইয়া করিতে পারেন না, আর শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব যিনি "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, আর তুমি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের ইচ্ছা পর্য্যন্ত যাঁহার না হয় সেই ভক্তের হৃদয় তোমার শুভ মন্দির। ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণের বেণু।

দেবালয় বিশেষে লক্ষিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অপূর্ব্বমূর্ত্তি বিসংযুক্ত বা খণ্ডিতরূপে স্থাপিত এবং কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের করকমলেই বীণাযন্ত্র সন্নিবিষ্ট। কৃষ ও ণ এই দুই শব্দ হইতে "কৃষ্ণ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ শব্দের অর্থ ভূ এবং ণ এর অর্থ নিবৃত্তি। এই দুই শব্দের যুক্ত অর্থ ধরিলে কৃষ্ণ শব্দে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মকে বুঝায়।

কৃষি ভূর্ব্বাচকঃ শব্দো ণ শ্চ নির্বৃত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

পরমব্রহ্মকে মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার কৃত বেদান্তদর্শনে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বাক্যমনের অতীত, বিষয়ের বিরোধী, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবগণও ঐ সকল উপাধি

বিশিষ্ট, অর্থাৎ তিনি বলেন, ব্রহ্মেও জীবে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নাই। জীবে ও ব্রহ্মে যে পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা ভ্রান্তিমূলক। ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু উহা উপাধিকৃত অবিদ্যা বা মায়া মোহ কারণ সম্ভূত। মায়াবশে জীব সকল সুপ্তাবস্থায় থাকে বা অবিদ্যাবশে জীবে দেহাদি উপাধির ধর্ম্ম সংক্রা-মিত হয়, সুতরাং তাহারা যে ব্রহ্মের সহিত অভেদ তাহা বুঝিতে পারে না। আত্মবিস্মৃতি অপসারিত হইলেই জীব যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে পারে। এই মত অদ্বৈত মত বলিয়া ভারতক্ষেত্রে চিরবিখ্যাত। কেহ কেহ বলেন মহর্ষি বাদরায়ণই, পরাশর তনয় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। অপরে এইমত সমর্থন করেন না।

মহর্ষি কপিল পূর্ব্বোক্তমতের বিরোধী। তাঁহার মতে যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই পুরুষ ও প্রকৃতি সম্ভূত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন, নিষ্ক্রিয়, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ প্রকৃতি জড় পুরুষ চেতন, প্রকৃতি পরিণামী পুরুষ নির্ব্বিকার, প্রকৃতিগুণময়ী পুরুষগুণাতীত, প্রকৃতি দৃশ্য পুরুষদ্রষ্টা, প্রকৃতি ভোগ্য পুরুষ ভোক্তা। মহর্ষি কপিল বলেন যে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্যজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ হয়। কপিলের প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই গুণত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম। মহর্ষি কপিল বলেন, জগৎসৃষ্টিরকালে প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয় ও প্রলয়কালে এই গুণত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয়। তিনি আরও বলেন যে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত হন ও তৎকালে জড়প্রকৃতির চেতনা প্রাপ্তি হয়।

মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে, মহর্ষি গৌতম তাঁহার ন্যায় দর্শনে, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার পাতঞ্জল দর্শনে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মতের অবতারণা করিয়াছেন।

জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়া মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আশার পরিতোষ হয় নাই। সেইজন্যও দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বনে বৃদ্ধবয়সে শ্রীহরির যশোকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাঁহার প্রচারিত বেদান্তদর্শনের মত কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি তাঁহার দেবী ভাগবত নামক গ্রন্থে, মহর্ষি কপিলের পূর্ব্বোক্ত মত প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন, ক্লীবও নহেন বটে, তবে জগৎ-সৃষ্টিকালে তিনি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশিত হন বা তাঁহাকে স্বতন্ত্র ভাবে কল্পনা করিয়া লওয়া হয়।

"একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্য সনাতনং।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপৎসু সংজ্ঞকে॥
নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্ব সংক্ষয়ে।
সর্গেসতি বিভেদঃস্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ॥

দেবী ভাগবত। ৩য় স্কন্ধঃ।

আবার তিনি তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত্ মহাগ্রন্থে স্বতন্ত্রভাষায় উক্তমতের সহিত ভক্তি ও প্রেমরস মিশ্রিত করিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি-তেই ব্রহ্ম পর্য্যন্ত স্থাবরাদি জীবগণ সৃষ্টিকালে স্বোপধি দ্বারা প্রবিষ্ট হন এইমত, ভক্তের মধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"সত্ত্বং রজস্তম ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষুহি প্রকৃতাপ্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ॥" ১১।১০ স্কন্ধঃ।

সুতরাং প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব ইহা বেদব্যাসেরও মত। অর্থাৎ ব্রহ্ম, সৃষ্টিকালে তিনি তাঁহার স্বাত্মরত অবস্থা হইতে মায়াবশে দ্বৈতভাবে প্রকাশিত হন। এই দ্বৈতভাবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তাবস্থা। ব্যাসদেবের তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত্ গ্রন্থে ব্রহ্মকে সংযুক্তভাবে দেখান উদ্দেশ্য ছিল, এইজন্য তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বস্তু চৈতন্যের অখণ্ডিত মিলিত মূর্ত্তির বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তমর্ত্তির মনোমুগ্ধকর ছবির কল্পনা করিয়া তাঁহাদের গোকুলে, বৃন্দাবনে, মথুরায়, বা জগৎব্রহ্মাণ্ডে লীলা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, মনের, চক্ষুর বা বাক্যের অতীত বস্তু, অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে মনে ধারণা করা বা বাক্যের দ্বারা তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনা করা অসাধ্য। অপরদিকে জীবই ব্রহ্ম, এই ধারণা জীবের হৃদয়ে স্থাপনা করাও অতি দুরূহ। তবে তিনি অদ্বৈত অথচ সংযুক্তভাবে বা অখণ্ডিতরূপে অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে জগতের হিতার্থে নিত্যলীলা করিতেছেন এইরূপে তাঁহাকে হৃদয়ে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য ও সেইভাবে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মচিন্তা তৃপ্তিপ্রদ। আবার এই সংযুক্তভাবে ও দ্বৈতরূপে তাঁহার জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে লীলা বিজ্ঞান সম্মত। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অচেতন ও সচেতন জীব যে সংযুক্তভাবে বিদ্যমান আছে, ইহা য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বিজ্ঞা-নের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার মূর্ত্তি সংযুক্ত-

ভাবে সর্ব্বত্র স্থাপন ও মানসক্ষেত্রে (১) চিন্তা শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুই মূর্ত্তির খণ্ডিত বা বিসংযুক্তরূপে স্থাপনা ও চিন্তা যে কতদূর ন্যায়, বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বৈতভাবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সংযুক্তাবস্থা। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকালে এক অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ স্বদেহ হইতে উৎপন্ন প্রাণশক্তি তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গী শ্রীরাধাকে অর্পণ করেন। শ্রীরাধাও ঐ শক্তি অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। এই সময় এক অপরিস্ফুট রব উদ্ভব হয়—চিদাকাশের বা শব্দ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়। শব্দব্রাহ্মণ, নাদ ও বিন্দু এইদুই অবয়ব বিশিষ্ট। নাদ জগতের মাতা, বিন্দু জগতের পিতা এইনাদ ও বিন্দু ক্রমে ক্রমে ভূঃ ভুব, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপ ও সত্য লোক—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্তকরিয়া ফেলে। প্রত্যেক জীব দেহের মূলাধার চক্রের রন্ধ্রে, উহা প্রকাশ পায়। সহস্র সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকের তেজের ন্যায় উহার তেজ। ভাষান্তরে ঐ শব্দই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদ্ভুত বেণু সমুত্থিত বাণী। (২) বাণী হইতেই মাতৃকাগণের বা অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সৃষ্টি। আবার ঐ সকল বর্ণ হইতেই মন্ত্রের ও বেদের সৃষ্টি। ঐ মন্ত্র সকল ও বেদ, ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল হইতে জাগ্রত আছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহারা প্রকাশিত হয় এবং মহাপ্রলয়ে উহারা যে শক্তি হইতে উদ্ভূত তাহাতেই বিলীন প্রাপ্ত হয় (৩) গর্ভ কোষ হইতে ভূমিষ্টকাল হইতে যেমন মানবগণের কণ্ঠে অস্পষ্ট রব ও উহা হইতে

---

(১)—"Looking beyond the human body, it will be seen that all organized beings are built after the same fashion. It will be found on close inspection that all other animals are so made. So likewise are all vegetables. Every leaf is duplex ; so is every part of a flower. All organized beings are in truth formed of two halves, joined together at a central line. Nothing organized is stuctured as one whole—"

The Mechanism of man by E. W. Cox. Vl II

(২)—"ভগবতঃ সকাশাদুদিত্যং নাদ ব্রহ্মাত্মকং বেণু রপ্যব্যক্ত মধুরঃ।"

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের টীকা। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১৪।২১।১০ম স্কন্দঃ

(৩) বেদ আদিতে এক। পরাশর তনয় বেদব্যাস বেদকে ভিন্ন প্রবৃতির লোকের উপযোগী করিবার মানসে ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভাগ করেন।

"ঋগ্ যজুঃ সামথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ" শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম স্কন্দঃ"

ক্রমে ক্রমে অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণের শক্তির স্ফূর্ত্তি পায় ও যেমন সেই শব্দ ও বর্ণ সকল তাহাদের সমাধিকালে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের দেহেই বিলুপ্ত হয়, বেদ ও মন্ত্র সকলও তদ্রূপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জগতে আবির্ভূত হয় ও মহাপ্রলয়ে তাহারা লুপ্ত হয়। ঐ শব্দের, বাণী বা বেণুর ঝঙ্কার আদ্যে নাকি অতি মধুর—নিরতিশয় মনোমুগ্ধকর! আবার জীবের জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মদোষে উহাই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থাভেদে ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হয়! আবার নাকি মন্ত্রসাধনা বলে—বেদাধ্যয়নে, নারায়ণ নমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে—জীবের সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়—নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়—পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি হয়—মাতৃগর্ভের দারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না ও প্রসবকালে ধরাধামে পতিত হইয়াই ক্রন্দন করিতে হয় না! মন্ত্রসাধনে, বেদাধ্যয়নে, বা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণে পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হয়, সিদ্ধি লাভ হয়, নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হয় বলিয়াই হয়ত, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস জীবনের শেষভাগে দেবর্ষি নারদের উত্তেজনায় এবং আত্মতৃপ্তিকল্পে, সংসার ক্লেশ দগ্ধ জীবকে ক্ষণিক শান্তিদানের অভিপ্রায়ে অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত্ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বেণু ধ্বনি শ্রবণের লালসায়, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি শতশত দেবগণ, শ্রীসনকাদি মুনিগণ দেহান্তর ধারণ করিয়া, মত্ত ও সেইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে যখনই শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বাঁশী বাজিত তাঁহারা ঐ বাঁশীর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া স্বস্ব ভবন হইতে বহির্গত হইতেন ও সমীপস্থ আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন এবং বেণুগীত প্রভাবেই নাকি শ্রীবৃন্দাবনের নীরসাস্তরুলতাদয় সরসা হইত, (১) নদী সকলের প্রবাহ বৃদ্ধি হইত, আর শত কোটি গোপীগণ (২) চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, বিশাখা, ললিতা, পদ্মা প্রভৃতি মুখ্যতমা অষ্টগোপী (৩) বহুপুন্যবলে অসঙ্কীর্ণ ঐ বেণুগান শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে আকৃষ্ট হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইতেন ও জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেন। তবে ঐ বেণু ধ্বনি সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ হয় না। যোগাসনে বসিয়া, ইহসংসারের সমস্ত আত্মীয়গণকে ও বস্তুকে ভুলিয়া যাইয়া একান্ত তন্ময় না

---

(১) "নীরসাস্তরুলতাদয়ঃ সরসাভবন্তি, সরসাশ্চ মধুস্রবন্তি।"

(২) "শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি॥"

(৩) কেহ কেহ বলেন ব্যাসদেবের কল্পিত এই অষ্টগোপীই, অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র অষ্ট প্রকৃতি।

হইলে, ভক্তিযোগে দেহ ও মন শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণতলে উৎসর্গ করিতে না পারিলে, দেহীর মূলাধার চক্রের রন্ধ্রে উত্থিত বা জগৎব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রব্যাপ্ত ঝঙ্কার ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, যে, কোন কারণে বস্তুর সাম্যভাবের বিচ্যুতি ঘটিলেই বস্তুর মধ্যে চাঞ্চল্য স্পন্দন হয় ও উহা হইতেই শব্দের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এক অদ্বিতীয় বাক্য-মনাতীত পুরুষ হইতে নিত্য ও অব্যয় প্রকৃতির উদ্ভবকালে বা নারায়ণ সমোগুণৈঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে মায়ারূপিণী শ্রীরাধার জগৎব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাবকালে, শব্দের প্রথমোৎপত্তি হয়, একথা বলেন না। তাঁহারা শব্দের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। অপরদিকে ভারতের মহর্ষিগণ আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও প্রেম মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার আবির্ভাব কালেই শব্দের বা বেণু-ধ্বনির সর্ব্ব প্রথমে আরম্ভ হয়, এবং ক্রমে ক্রমে ঐ ধ্বনির জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার হইয়া পড়ে, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণের —ব্যাস দেবের কল্পিত তন্ময়া, যোগভ্রষ্টা, সাধিষ্ঠা অষ্ট গোপীর, ষোড়শ সহস্র প্রমদাগণের, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন ভূমির জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সকলকে উন্মত্ত ও মুগ্ধ করে, এই ভাবে শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্তের ভাষায়, শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অপরাপর দার্শনিক গণের অপেক্ষা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, জগৎ পূজ্য হইয়াছেন ও ভারতের আকাশ-মৃত্তিকা বায়ু-জলকে পবিত্র করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত রচনার সহস্রাধিক বর্ষ পরেও আমরা আজ যে পথের পথিককে নিম্নের গান গাহিতে শুনি তাহা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অনুগ্রহে।

ঐ কানুর বাঁশী বাজিল রে !
ভূঃ ভূব, তপ লোক আদি ভেদিল রে।
ভক্তি ময়া নারী যত বাঁশীর শব্দে ক্ষেপিল রে !

শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী।

পরকাল।

মানব সমাজে পূর্ব্বকাল ও পরকাল সম্বন্ধে নানা প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেই বিশ্বাস গুলি পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ ও বিপরীত। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণ বলেন, মানবের পূর্ব্বকাল ও পরকাল কিছুই নাই, সমস্তই ভ্রান্তি; মৃত্যুর পরে ভস্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ (চার্ব্বাক দর্শন)

তাঁহাদের মতে দেহাদি ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই; এবং দেহ ভস্ম হইয়া গেলে, তাহার আর পুনরাগমন অসম্ভব। যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন বিষয় সুখভোগ করাই পুরুষার্থ।

পৃথিবীতে এমন সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য অনন্ত নরক ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতে মানবাত্মা ক্রমেই উন্নতি রাজ্যে উত্থিত হইতেছে; কোন কারণেও তাহার আর অধঃপতন হইবে না।

হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও বিশ্বাস অন্যরূপ; উল্লিখিত মতের সহিত কোনরূপ সৌসাদৃশ্য নাই। তাঁহাদের মতে পাপ পুণ্য আত্মার অবস্থা ঘটিত; যিনি যে পরিমাণ বিশুদ্ধ, তিনি সেই পরিমাণে সদ্গতি লাভ করিবেন। মানবাত্মার সদ্গতি কোন ধর্ম্ম কি সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ নহে।

পরলোক সম্বন্ধে আর্য্যগণ কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মৃত্যুকে তাঁহারা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং শ্রাদ্ধ তর্পণ দ্বারা পরলোকগত আত্মার কোন উপকার সাধিত হয় কিনা, আমরা তাহাই আলোচনা করিব। শ্রাদ্ধাদির উপকারিতা এখন কেহ একটা বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কাজেই এই বিষয়ের আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর বিশ্বাস যে, ইহলোক ব্যতীত পরলোক আছে, এবং ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মনিচয় পরলোকের গতি নিরূপিত করে। এই জড় দেহ নশ্বর, এই জড় দেহ ভিন্ন আরও কয়েকটী দেহ আছে। এই সকল দেহের শুদ্ধি সাধন করিতে পারিলে মানব জরামরণের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিত্য সুখের অধিকারী হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ। সংযম তাহাদের মূলমন্ত্র এবং তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই সংযমের দ্বারা শাসিত।

আর্য্য-শাস্ত্রানুসারে জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম; এইরূপে জীব নিয়ত সংসার চক্রে ভ্রাম্যমাণ।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" গীতা।২।২৭

মুক্ত পুরুষ ব্যতীত সকলকেই জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। আর্য্য ঋষিদের মতে শরীর অনিত্য; কিন্তু শরীরের অধিষ্ঠাতা জীব নিত্য। মরণকালে দেহের সহিত দেহস্থিত চৈতন্যের অর্থাৎ জীবাত্মার বিচ্ছেদ হয় মাত্র, দেহের সহিত জীবের নাশ হয় না।

"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" গীতা।২।২০

প্রাণী শরীর পঞ্চভূতাত্মক, সুতরাং কাল সহকারে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না।

"জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি।

ছান্দোগ্যোনিষৎ।৬।১১।৩

জীব পরিত্যক্ত এই শরীর মরে (বিনষ্ট হয়) কিন্তু জীব মরে না।

চৈতন্য জড় দেহের গুণ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনকারের যুক্তি ও মীমাংসা অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত। ক্রমশঃ

রায় বাহাদুর শ্রীকালীচরণ সেন।

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

শোক জয়ের উপায়।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—পুত্রশোকার্ত্তা দয়াময়ী ও পতিশোকবিধুরা সুবর্ণনলিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

শোকজয়ের উপায় আছে কি?

জিজ্ঞাসু দয়াময়ী }—বাবা! একমাত্র পুত্ররত্নকে ভগবানের চিরশান্তিময় ক্রোড়ে সমর্পণ পূর্ব্বক, তার শোকানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হইতে শান্তি পাইবার আশায়, তের বৎসরের পতিশোকবিধুরা পুত্রীসমা নিরুপমা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া

৺কাশীধামে আপনার শরণাগত হইয়াছিলাম। সে দিনের কথা ভাবিলে এখনও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। তখন আর কিছু জানিবার ইচ্ছা ছিল না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার শক্তিও তখন ছিল না, শোক জয়ের উপায় কি, তাহাই তখন একমাত্র জিজ্ঞাসা, তাহা জানিবার জন্যই আপনার কাছে গিয়াছিলাম, আপনার দর্শন লাভ হইলে, আপনাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে যখন কাশী যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন, যদি আপনার চরণ দর্শন করে, আমাদের শোকের জ্বালা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপশমিত না হয়, তাহা হইলে, সদ্য সর্ব্বপাপসংহন্ত্রী, সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, জাহ্নবী জলে কিংবা যে সরযূ তটে ভূভারভঞ্জন, করুণাকর শোকার্ত্তবিশোককর প্রাণাভিরাম সকলের সর্ব্বদুঃখহারী, শ্রীহরি শ্রীরামচন্দ্র বিচরণ করিয়াছেন, যাঁহার পবিত্র চরণ স্পর্শে পবিত্রীভূত বালুকাকণাসমূহ যে সরযূ তটে হয়ত এখনও আমাদের মত মহাপাতকীদিগের উদ্ধারার্থ অপেক্ষা করিতেছেন, যে সরযূতে স্নান পূর্ব্বক অযোধ্যাবাসিপ্রাণিমাত্রেই করুণাবতার ভগবানের আদেশানুসারে চির সুখময় স্বর্গধামে নীত হইয়া ছিলেন, সেই সরযূতটে লুণ্ঠিত, বিলুণ্ঠিত হইয়া, যে অমৃততত্ত্বময় মনোরম নামের স্মরণ মাত্রে, জন্ম, জরা, আধি ও মরণভয় দূরে পলায়ন করে, সেই "রাম" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, যাঁহার পৃথিবীতে অবস্থান কালে কোন রমণীকে পতিবিয়োগ যাতনা সহিতে হয় নাই, কোন মাতাকে পুত্রশোক শরে বিদ্ধ হইতে হয় নাই, সেই পতিতপাবন, করুণাবতার শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বদুঃখহরনাম স্মরণ করিতে করিতে, শঙ্কর অবিরাম যে নাম জপ করেন, কাশীবাসি মুমূর্ষুদিগের কর্ণে যে তারক নামের উপদেশ করেন, সেই "রাম" নাম জপ করিতে করিতে পুত্রবধূকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সরযূ জলে শোকাগ্নিদহ্যমান নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, তাহা জানিতাম, এবং মহাপাপ ব্যতিরেকে যে, পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, তাহাও বিশ্বাস করিতাম, এই জ্ঞান ও বিশ্বাস আমাকে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছে, দেহত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে আমি প্রায় তিন মাস কেবল দুই তিনটী ভিজা মটর খাইয়া দিন কাটাইয়াছি। আমার মধ্যম দেবর আপনার ভক্ত ছিলেন, তিনি আমাকে আপনার "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" পড়িতে দেন। "আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ" পড়িবার ও বুঝিবার শক্তি আমার তখন ছিল না, তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ হস্তগত হইবার পর হইতে আমার আপনার চরণ দর্শন করিবার

প্রবল ইচ্ছা হয়, আমায় কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া দেন, 'আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপ যাঁহার লেখনী প্রসূত তাঁহাকে দর্শন কর, তাহা হইলে, তোমার পুত্র শোকানল প্রশমিত হইবে, তুমি পরম শান্তি পাইবে'। পিতৃদেব, যিনি শ্রী ও সরস্বতী উভয়েরই প্রিয়পুত্র ছিলেন, যাঁহার হৃদয় অপত্য স্নেহ পরিপূর্ণ ছিল, যাঁহার পরোপকারপ্রবৃত্তি, রাজভক্তি, স্বদেশপ্রেম সমাজের উন্নতিবিধানেচ্ছা অতুলনীয় ছিল, ধনীদিগের অগ্রণী হইলেও, যাঁহার বৈষয়িকসুখভোগাকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি অনুপমেয় পিতৃ ভক্তিমান্ ছিলেন, আমাকে বলিয়াছিলেন, মা! যাহা করিলে, তোমার পুত্র শোক উপশমিত হইবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি যদি মনে কর, পুরাণাদি শুনিলে, তোমার শোকের হ্রাস হইবে, আমি তাহা হইলে, সত্বর হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব, যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তীর্থ দর্শন করিলে শান্তি পাইবে, তাহা হইলে আমি বিনা বিলম্বে তোমাকে তীর্থ দর্শন করিতে পাঠাইয়া দিব। মাতৃ-দেবীর কথা আর কি বলিব বাবা! এত স্নেহ, এত সহানুভূতি, এত প্রেম, মানুষের হৃদয়ে থাকিতে পারে, মাকে যদি না দেখিতাম, তাহা হইলে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। মাতৃদেবী আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ পাইবার পরে যখন আপনাকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, অন্তর্যামীর প্রেরণায় যখন দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছিল, আপনার চরণদর্শন করিলে, আমার দুর্ব্বিষহ পুত্রশোকবহ্নির জ্বালা প্রশমিত হইবে, আমি শান্তি পাইব, তখন আমি স্নেহময় পিতৃদেবকে আমার ৺কাশীধামে (অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়াছিলাম আপনি তখন ৺কাশীধামে অবস্থান করেন) যাইবার ইচ্ছা জানাইয়া ছিলাম। পিতৃদেব কালক্ষেপ না করিয়া আমাকে আমার কনিষ্ঠ দেবরের সঙ্গে কাশীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, আমার প্রাণসমপ্রিয়া অশেষ গুণবতী, পতিশোককাতরা পুত্রবধূ ও দৌহিত্রী সরস্বতী (যাহার অল্প বয়সেই আপনার দর্শন মাত্রে আপনার প্রতি অসাধারণ ভক্তি হইয়াছিল, যাহাকে আপনি বড় ভাল বাসিয়াছিলেন) আমার সহিত ৺ধামে গমন করিয়াছিলেন। কাশীতে পঁহুছিয়াই, আমি আমার দেবরকে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, আমাদের আপনার চরণ দর্শনের ইচ্ছা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনি আমার দেবরকে প্রথমে বলিয়াছিলেন, 'আমার ইহাঁদের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইতেছে না'। দুই তিন দিন ফিরিয়া আসিয়া, অনেকটা হতাশ হইয়া, আমার দেবর আপনাকে বলিয়াছিলেন,—

'দেখুন, একটী পুত্র শোকানলে দহ্যমানা ও আর একটী অল্প বয়সে পতিশোক-বিধুরা এই দুইটী প্রাণ শান্তি পাইবার আশায় বহুদূর হইতে আপনার দর্শনার্থিনী হইয়া আসিয়াছেন, ইহাঁরা সাধারণ ঘরের মেয়ে নহেন, এখন আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহা করুন, আমার আর কিছু বলিবার নাই। ইহা শুনিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, 'আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখিব; ইহাঁদের সহিত দেখা করা উচিত, যদি আমার ইহা মনে হয়, তাহা হইলে, কাল আমি আপনাকে সংবাদ দিব, আপনি ইহাঁদিগকে লইয়া আসিবেন'। বাবা! যাঁহার প্রেরণায় আমি আপনার দর্শনার্থিনী হইয়া ৺কাশীধামে আসিয়াছিলাম, আমার বিশ্বাস, তিনিই আপনার মনে আমাদের সহিত দেখা করা উচিত, এইরূপ প্রেরণা দিয়াছিলেন, নতুবা আপনি সেই রাত্রিতেই লোক দ্বারা আমাদিগকে পরদিন আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবার অনুমতি দিতেন না।

যে দিন আমি আপনার প্রথম দর্শন পাইয়াছিলাম, সেই দিনই আমার পুত্রশোকজ্বালা কিয়ৎ পরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল।

দয়াময়ী—বাবা! আপনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমার হৃদয় এক-প্রকার অনির্ব্বচনীয়, পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেরূপ শান্তিময়, মনোরম ভাব আর কখন অনুভব করি নাই, আপনার করুণাপূরিত শুভ নয়ন, আপনার সুমধুর, সুস্নিগ্ধ আশ্বাস বাণী, আপনার অনুপমেয় সহানুভূতি, আমাদের শোক-বহ্নিকে যেন নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিল, ফলতঃ আপনার দর্শন যে আর্ত্তের আর্ত্তিহর, শোকদহ্যমানের শোকাপহ, আপনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা স্পষ্টভাবে তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ আমি নীরবেই ছিলাম, কি বলিব তাহা স্থির করিতে পারি নাই, আমার কিছু বলিবার শক্তি হয় নাই। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, "বাবা! পুত্র শোকানলে দগ্ধ হইতে হইতে শান্তি পাইবার আশায় পতিবিরহবিধুরা প্রাণসমা এই বালিকা পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া, আপনার শান্তিময় পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি, আপনার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, আপনাকে দেখিবামাত্র আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আমি যে আশা করে আসিয়াছি, আমার সে আশা পূর্ণ হইবে, বাবা! শোকজয়ের উপায় আছে কি? শোকবহ্নির তীব্র জ্বালা কি করে প্রশমিত হয়?" "আমার মুখ হইতে এই

কথা বাহির হইয়াছিল। আমার কথা শুনিয়া, সংসার অনিত্য, জন্মগ্রহণ করিলেই, এক দিন না এক দিন মরিতে হয়, সংসার পান্থশালা, কাহার নিত্য বাসস্থান নহে, অতএব শোক করা অনর্থক, শোকে অভিভূত হইলে, মহতী ক্ষতিই হয়, কোন লাভ হয় না, এই বিয়োগসাগরে শোকতরঙ্গের তীব্র আঘাত সহ্য করেন নাই, এমন কি কেহ আছেন? এমন একটী হৃদয়ও কি দেখাইতে পার, যাহা সুতীক্ষ্ণ শোকশরকৃত ছিদ্র রহিত? যাহা হইতে মধ্যে মধ্যে 'হায়! কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলে, কোন্ পাপে আমি তোমাকে হারাইয়া বাঁচিয়া আছি,' ইত্যাকার সহৃদয়ের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উত্থিত না হয়? অতএব শোক ত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত চিত্ত হইবার চেষ্টা কর, যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের মুখ পানে তাকাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর", আপনি আমাদিগকে এই ভাবে উপদেশ দেন নাই, এই ভাবের উপদেশ আমাদিগকে অনেকেই দিয়াছেন, অনেকেই দিয়া থাকেন, বহু শোকার্ত্তকে আমিও এইভাবে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছি, করিয়া থাকি, কিন্তু এতদ্দ্বারা যে কিছু উপকার হয় না, এই প্রকার উপদেশ যে, শোকের জ্বালাকে প্রশমিত করিতে পারেনা, এতাদৃশ প্রবোধ বাক্য শোকঘন হৃদয়ে যে, স্থান পায়না, আপনি তাহা জানেন, তা'ই আমাদিগকে এইরূপে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন নাই। আপনার শোকচিকিৎসার রীতি বিভিন্ন, অন্ততঃ আমাদের কাছে ইহা বিভিন্ন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, এই বিভিন্ন রীতি শোকচিকিৎসা দ্বারা আমাদের আশু উপকার হইয়াছিল।

আপনার শোক চিকিৎসার বিশিষ্টতা।

বাবা! আমি সে সময়ে আপনাকে যাহা বলিতে পারিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া, আপনি আমাদিগকে যে অমৃতময় উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ মৃতসঞ্জীবনী, তাহার শোকজ্বালা নিবারণের বীর্য্য অমোঘ। বহু দিন হইতে আমরা যাহা শুনিতে চাহিতেছিলাম, আর কেহ আমাদিগকে তাহা শুনান নাই; যে ভেষজ আমাদের দুর্ব্বিষহ যাতনা নিবারণ করিতে সমর্থ, আর কেহ আমাদের জন্য তাদৃশ ভেষজের ব্যবস্থা করেন নাই। আপনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন, মা! শোকজয় দুঃসাধ্য, পরম জ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী, ভক্তচূড়ামণি দেবর্ষি নারদও মুক্ত কণ্ঠে ভগবান্ সনৎকুমারের কাছে উত্তম অভিজন (ব্রহ্মপুত্র, অতএব নারদের অভিজন শ্রেষ্ঠ), বিদ্যা প্রভৃতি সাধনশক্তিনিমিত্ত অভিমান (যে জন্য অভিমান হইতে পারে, দেবর্ষি নারদের তৎসমুদায় পূর্ণভাবেই ছিল)

ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাকৃত (সাধারণ) পুরুষের ন্যায় স্বীকার করিয়াছিলেন, ভগবন্! সর্ব্ববিদ্যাবান্ হইলেও, ভক্ত ও যোগি শ্রেষ্ঠ হইলেও, তথাপি আমি আত্মবিৎ— আত্মজ্ঞানী হইতে পারি নাই, কারণ এখনও আমার শোক হয়। ভবাদৃশ আত্মজ্ঞ পুরুষবৃন্দের মুখ হইতে শুনিয়াছি, যথার্থ আত্মবিদের শোক হয়না। অতএব যাহাতে আমি শোক সাগরের পারে যাইতে পারি, আত্মজ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা শোকার্ণব পার হইতে পারি, যাহাতে আমার 'কৃতার্থ হইয়াছি' এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হয়, আমি সর্ব্বথা অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হই আমাকে তাদৃশ কৃপা করুন। * অতএব তোমরা যে, প্রিয়তম পুত্র-পতিকে হারাইয়া, শোকে অভিভূত হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। শোক জয় দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই, তবে অসাধ্য নহে। আত্মজ্ঞান হইলে, ভগবানের শরণাগত হইলে শোক বহ্নির জ্বালা জলসেক দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির জ্বালার উপশমের ন্যায় শান্তশিখ হইয়া অচিরে প্রশমিত হইয়া থাকে। তোমাদের হারাণ জিনিস, একেবারে বিনষ্ট (ধ্বংস প্রাপ্ত) হয় নাই। তোমরা যদি আত্মবিৎ হইতে পার, যথার্থভাবে যোগাভ্যাস করিয়া হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে, জানিতে পারিবে, তোমাদের হারাণ জিনিস তোমাদের হৃদয়েই বিদ্যমান আছে। শোক জয়ের ইহাই একমাত্র উপায়। কি সুন্দর, আশাপ্রদ, অমৃতময় উপদেশ, আমরা ত ইহাই জানিতে চাহিতেছিলাম, আমাদের হৃদয়রত্ন আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, নষ্ট হয় নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেই ত আমরা অনেকতঃ শান্তি পাইতাম, আমাদের হারাণ জিনিস একেবারে নষ্ট হয় নাই, আপাততঃ দেখিতে না পাইলেও, তাহাকে দেখিতে পাইবার উপায় আছে, যথোপযুক্ত সাধনা দ্বারা তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ কথা শুনিবার জন্য বহু দিন হইতে তৃষ্ণার্ত্ত যেমন সুশীতল জল পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুলীভূত হৃদয়ে শোকানলে দগ্ধ হইতে হইতে দিন কাটাইতেছিলাম।

বক্তা—মা! যাঁহারা আত্মবিৎ নহেন, তাঁহারা যে, শোকে অভিভূত হন না, পুত্রাদি আত্মীয়গণের মৃত্যুতে অধিক ক্লিষ্ট হ'ন না, তাঁহারা যে স্বল্প কাল মধ্যে অনায়াসে হারাণ সামগ্রীকে ভুলিয়া যান তাহার কারণ, তাঁহাদের আত্মজ্ঞান

---

* "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি" * * * —ছান্দোগ্যোপনিষৎ

নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের হৃদয় সংকীর্ণ, প্রেম বা ভাবশূন্য, তাঁহারা স্থূল দেহ ছাড়া আর কিছু বুঝেন না, তাঁহাদের প্রকৃতি আসুর। অনাত্মবিদের শোক-জয় প্রশংসনীয় নহে, ইহা হৃদয়শূন্যতারই, আত্মার সংকীর্ণতারই পরিচয় প্রদান করে। ধনই যাঁহাদের একমাত্র প্রিয়, তাঁহারা ধন পাইলে পুত্রাদির শোক বিনা বিলম্বে বিস্মৃত হইয়া থাকেন। শোকে অভিভূত হইয়া আত্মার কল্যাণ সাধনে পরাঙ্‌মুখ হইয়া শরীরকে নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে বটে, কিন্তু ইহাও অবশ্য বক্তব্য, কি কারণে প্রিয় বস্তুকে পাইয়া হারাইতে হয়, কি কারণে মাতা-পিতা জীবিত থাকিতে পুত্রের অকালমৃত্যু হয়, কি কারণে পতিগতপ্রাণা রমণীকে বৈধব্যযাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা না করা, যথার্থ-ভাবে শোকজয়ের উপায়ের অন্বেষণ না করা, মরণতত্ত্ব বিচার না করা, আত্ম-তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিমুখ থাকা, প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর কর্ত্তব্য নহে। যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার একেবারে নাশ হয়না, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, পুত্রাদিকে হারাইয়া, ইহারা কোথায়, কি ভাবে আছে, ইহাদি-গকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব কি না, যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে, কোন্ উপায়ে, অপহৃত প্রিয়জনগণকে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য যথা শক্তি চেষ্টা করা মনুষ্যোচিত, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু স্বর্ণ নলিনী — বাবা! যাহা শুনিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছিল না, আপনি দয়া করিয়া স্বয়ং সেই সকল কথা শুনাইতেছেন। হৃদয়ের ভাব জানিয়া, হৃদয়ের কোথায় কি বেদনা আছে, স্বয়ং তাহা উপলব্ধি করিয়া, রোগীকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, যে চিকিৎসক রোগ বিনিশ্চয় পূর্ব্বক ঔষধ ব্যবস্থা করেন, আহা! তাঁহার মত সুচিকিৎসক পাওয়া রোগার্ত্তের অল্পভাগ্যের কথা নহে, যেখানে আমাদের ব্যথা, আপনি ঠিক সেই সেই স্থানেই ঔষধ দিতেছেন। কোন সুখময় পুণ্যলোকে ব্যাধিমুক্ত হইয়া তিনি সুখে অবস্থান করিতেছেন, আবার আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারিব, ইহা জানিতে ও বিশ্বাস করিতে পারিলেই, বোধ হয়, আমরা অনেকতঃ শান্তি পাইব, আমাদের শোকবহ্নির জ্বালা কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে। তা'ই বলিয়াছি, 'বাবা! আমরা যাহা শুনিতে চাই, যাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদিগকে তাহাই শুনাইতেছেন, আমাদের যেখানে ব্যথা, আপনি সেই স্থানেই ঔষধ দিতেছেন।' শোক করিওনা, শোক করিয়া কোন লাভ হইবেনা, এতদ্বারা শরীর ও মনের ক্ষতিই হইবে, সংসার অনিত্য, ইহা দুঃখ

ভোগের স্থান, এখানে সকল সংযোগই বিয়োগান্ত, এইরূপ উপদেশ আমাদের শোকঘন হৃদয়ের কোন উপকার করিতে পারিবেনা। বাবা! যাঁহারা মৃত্যু কবলে কবলিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি আবার দেখা যায়? তাঁহাদের সহিত কি, আবার মিলিত হইতে পারা যায়? যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে, কৃপাপূর্ব্বক বলিয়া দিন, কি করিলে, মৃত্যু কর্ত্তৃক অপহৃত প্রিয়সামগ্রীকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপ সাধনা করিলে মৃত পতিপুত্রাদি প্রিয়জনের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইতে পারা যায়।

জিজ্ঞাসু— দয়াময়ী } বাবা! আমার পুত্র রত্ন যে ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্যাধি বশতঃ সে মরণের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দুগ্ধ পর্য্যন্ত গিলিতে পারে নাই, আমি এই নিমিত্ত অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াছি, সে স্মৃতি অদ্যাপি আমার হৃদয়কে প্রতপ্ত লৌহ শলাকার ন্যায় বিদ্ধ করিয়া থাকে। আমি যদি কোন একদিন আপনার কৃপায় স্বপ্নেও তাহাকে দেখিতে পাই, সে যদি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলে, 'মা! এই দেখ আমি কেমন রোগমুক্ত সুন্দর দেহ পাইয়াছি, আমার আর কোন কষ্ট নাই, এখন আর আমার খাইতে ক্লেশ হয় না, আমি পরম সুখে, সুখময় স্থানে বাস করিতেছি, তুমি আমার জন্য শোক করিওনা,' তাহা হইলে, আমি কৃতার্থা হই, তাহা হইলে, আমার অনেক কষ্ট দূরীভূত হয়। বাবা! আমার এইরূপ ইচ্ছা কি, পূর্ণ হইতে পারে?

বক্তা—মা! এইরূপ প্রশ্নের আমি যে উত্তর দিব, তাহা শুনিয়া তোমরা কি শান্তি পাইবে? আমার কথাতে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে? মৃত ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার দেখা যায় কিনা, তাহার সহিত আবার মিলিত হওয়া সম্ভব কিনা, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর যথার্থ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সরলপ্রাণ বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহ ভিন্ন অন্য কেহ দিতে পারেন না। যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, তাঁহারা এইরূপ উত্তর দেওয়াত দূরের কথা, যাঁহারা এই প্রকার প্রশ্ন করেন, তাঁহাদিগকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। "প্রত্যক্ষ" প্রমাণই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া সমাদৃত হইয়াছে, হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষের মধ্যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই (চোকে দেখাই) সর্ব্বোপরি প্রমাণ। যে বলে, 'আমি ইহা দেখিয়াছি,' তাহার কথাকেই লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করিয়া থাকে। শতপথব্রাহ্মণ ও ঐতরেয়ব্রাহ্মণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণে

উক্ত হইয়াছে "বিবাদকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি একজন বলে, 'আমি ইহা দেখিয়াছি,' এবং অপর জন বলে, 'আমি ইহা শুনিয়াছি,' তাহা হইলে, লোকে, যে 'দেখিয়াছি' বলে, তাহার কথাই বিশ্বাস করিয়া থাকে।" স্থূল চক্ষু দ্বারা যে সকল বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় না, স্থূল প্রত্যক্ষবাদীরা, সেই সকল বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন না বা করিতে চান না। "মৃত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকে, একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না", এই কথার স্থূল প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা সত্যতা অবধারিত হইতে পারে না। আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি, "মৃত ব্যক্তি কোন স্থানে বিদ্যমান থাকে","মরণ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি নহে" "মৃত্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়", "মৃত্যু ব্যক্তির সহিত মিলিত হইতে পারা যায়" অতীন্দ্রিয়-পদার্থদর্শী বেদ বা তন্মূলক শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা এই সকল কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে না। তবে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, বেদই অবাধিত, ব্যাপকতর প্রত্যক্ষ, বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, স্থূল বা পরিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও, বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাতে ভ্রান্তির লেশ থাকিতে পারে না, বিচক্ষণ পুরুষবৃন্দ তাহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন। মৃত ব্যক্তির আত্মা কোন স্থানে বিদ্যমান থাকে, মরণ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি নহে, বেদ এবং বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে এই কথা স্পষ্টস্বরে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। যথাবিধি যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহারা ত্রিকালদর্শী হইতে পারেন, তাদৃশ যোগিগণ, মৃত ব্যক্তিরা যে, বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাদিগকে যে দেখিতে পাওয়া যায়, বেদ প্রচারিত এই সত্যের সাক্ষী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (যিনি চাক্ষুষ প্রমাণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াছেন) উক্ত হইয়াছে, যে পুরুষ বেদোপদিষ্ট ভাবনারূপ অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন, সেই পুরুষের ইহলোকে যে কোন বস্তু নষ্ট হয়, পুত্রাদি যে কোন প্রিয়জনের বিয়োগ হয়, ইহলোকে তিনি যাহা কিছু হারান, স্বর্গলোকে তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (যদ্ধ বা অস্য কিঞ্চ নশ্যতিযন্ ম্রিয়তে, যদপাজন্তি সর্ব্বং হৈবেনং তদমুষ্মিং ল্লোকে * * * ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫।৩।৩)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও ছান্দোগ্যোপনিষদেও যে এইরূপ কথা আছে তাহা আমি তোমাদিগকে পরে শুনাইব। মা! তোমরা কি মহাভারত পড়িয়াছ?

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! মহাভারত পড়িয়াছি বটে, তবে মহাভারতের সব কথা মনে নাই, এবং সব কথা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—মহাভাতের আশ্রমবাসিক পর্ব্ব হইতে আমি তোমাদিগকে মৃত

ব্যক্তিগণের একেবারে ধ্বংস হয়না, তাঁহাদের সহিত দেখা হওয়া অসম্ভব নহে, যাহাতে তোমাদিগের এই বিষয়ে বিশ্বাস হয়, তজ্জন্য কিছু শুনাইতেছি।

বেদবিৎ পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, বাগ্মিবর মহাতেজা ব্যাস অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি পুত্র বিয়োগ জনিত শোক দ্বারা দগ্ধ হওয়ায়, তোমার হৃদয়ে যে ভাব উদিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। মহারাজ! গান্ধারীর হৃদয়ে নিয়ত যে, দুঃখ অবস্থান করিতেছে, কুন্তী ও দ্রৌপদীর অন্তরে যাহা সতত বিদ্যমান রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা পুত্রবিনাশ জনিত যে তীব্রতর দুঃখ মনোমধ্যে ধারণ করিতেছেন, সে সমস্তই আমার বিদিত হইয়াছে। নরনাথ! এই স্থানে তোমাদের সকলের সমাগম হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া তোমাদের সংশয় ছেদনার্থ আমি আসিয়াছি। এই দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ অদ্য আমার চিরসঞ্চিত তপস্যার প্রভাব অবলোকন করুন। মহারাজ! তোমার কি কামনা আছে, তাহা আমাকে বল, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিতেছি, আমার তপস্যার ফল দেখ, আমি বরদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র অমিত বুদ্ধি ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা পূর্ব্বক, নিজ অভিলাষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমি ধন্য, যেহেতু আপনা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম, অদ্য আমার জীবন সফল হইল, অদ্য আপনাদের সহিত আমার সমাগম হইল। হে তপোধনগণ! আজ ব্রহ্মকল্প আপনাদের সহিত আমার সমাগম হওয়ায়, আমি ইহলোকেই নিজ অভিলষিত গতি লাভ করিলাম। হে অনঘগণ! আপনাদের দর্শনেই আমি নিশ্চয় পবিত্র হইলাম, পরলোক হইতে আর আমার ভয় রহিল না। কিন্তু আমি পুত্র বৎসল বলিয়া, সেই দুর্বুদ্ধি মূঢ় পুত্রের দুর্নীতি সকল স্মরণ পূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইতেছে। যে পাপবুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিষ্পাপ পাণ্ডুপুত্রগণ নিরাকৃত এবং হয়-হস্তি-সমন্বিতা এই পৃথিবী ও নানাজন পদবাসী মহাত্মা নরপালগণ বিনাশিত হইল, সেই মন্দভাগ্য পুত্রের নিমিত্তই আমার হৃদয় বিশীর্ণ হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যাঁহারা আমার পুত্রের জন্য মাতা, পিতা, পত্নী, প্রাণ ও মনের প্রিয়তম পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া মিত্রের নিমিত্ত মৃত্যুর বশীভূত হইয়া প্রেতরাজ নিকেতনে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের গতি কি হইল? আমার পুত্র ও পৌত্রগণের মধ্যে যাহারা মহাবল শান্তনুতনয় বৃদ্ধভীষ্ম ও দ্বিজসত্তম দ্রোণকে সমরে সংহার করিয়া নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের নিমিত্ত আমার চিত্ত অতীব সন্তপ্ত

হইতেছে, পৃথিবী রাজ্যাভিলাষী, সুহৃদ্দ্বেষী পাপাত্মা আমার সেই পুত্রগণ কর্ত্তৃক এই প্রদীপ্ত কুলের ক্ষয় হইল, দিবানিশি এই সকল স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখে ও শোকে সমাহত ও দগ্ধ হইয়া, আমি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না, সর্ব্বদা এই বিষয় স্মৃতিপথারূঢ় থাকায় আমায় কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি হইতেছে না। ধৃতরাষ্ট্রের এতাদৃশ বিবিধ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রুপদরাজতনয়া দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অন্যান্য নর, নারী ও বন্ধুগণের শোক পুনর্ব্বার নবীকৃত হইয়া উঠিল। পুত্রশোক বিধুরা বদ্ধনয়না গান্ধারী কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া, শ্বশুর ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে মুনি পুঙ্গব! অদ্য ষোড়শবর্ষ গত হইল, নিহত পুত্র সকলের শোকে এই নরপতির কিছুমাত্র শান্তি হইতেছে না, হে বিভো! পুত্রশোক সমাবিষ্ট এই ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র নিরন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রজনী অতিবাহিত করেন, একবারও শয়ন করেন না। হে মহামুনে! আপনি তপোবলে অন্যান্য সমুদায় লোক সৃষ্টি করিতে সমর্থ, অতএব আপনি কি, এই রাজার লোকান্তরগত পুত্রগণকে দেখাইতে পারেন না? পুত্র বধূদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়া জ্ঞাতি-পুত্র বিহীনা এই দ্রৌপদী অতিশয় শোক করিতেছেন। ভদ্রভাষিণী শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুবধে অতিমাত্র সন্তপ্তা, যারপরনাই শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ইতঃপর কুন্তী ব্যাসদেবকে নিজ মনোভাব জানাইলেন। ব্যাসদেব ইহাঁদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, ভদ্রে! গান্ধারি! তুমি রজনীতে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তিদিগের ন্যায় সেই পুত্র, ভ্রাতা, সখা ও পিতৃবর্গের সহিত বন্ধুগণকে দেখিতে পাইবে। কুন্তী কর্ণকে, সুভদ্রা অভিমন্যুকে, দ্রৌপদী পঞ্চপুত্র, পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাইবেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাকে যাহা বলিলেন, তুমি ও কুন্তী আমাকে যাহা বলিলে, পূর্ব্বেই আমার মনে তাহা উদিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিশাকাল উপস্থিত হইলে, সকলে সায়াহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্যাসদেবের সমীপে গমন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পবিত্র ও একাগ্র চিত্তে পাণ্ডব ও ঋষিগণের সহিত উপবেশন করিলে, গান্ধারীর সহিত সমস্ত নারী, পৌত্র ও জনপদবাসিগণ বয়ঃক্রম অনুসারে ক্রমশঃ উপবেশন করিলেন। তৎপরে মহাতেজা মহামুনি ব্যাসদেব ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক মৃত কুরু পাণ্ডব সৈন্য ও নানাদেশনিবাসী, মহাভাগ নরপতিগণকে আহ্বান করিলেন। তদনন্তর জলমধ্যে কুরু-পাণ্ডব সেনাগণের পূর্ব্বের ন্যায় তুমুল শব্দ উত্থিত হইল, পরে সেই পার্থিবগণ ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রমুখ সেনা সমভিব্যাহারে গঙ্গা সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। সত্যবতীতনয় মুনিবর ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের

প্রতি পরমপ্রীত হইয়া, তপোবলে তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। দিব্যজ্ঞান-বল সমন্বিতা, যশস্বিনী গান্ধারী সমরে নিহত পুত্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন, জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নির্নিমেষ লোচনে সেই লোমহর্ষজনক, অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। অত্যুৎকৃষ্ট প্রহৃষ্ট নরনারী-সমাকুল আশ্চর্য্যভূত সেই উৎসব, চিত্র পটস্থের ন্যায় সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র মহামুনি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য নেত্রে তাঁহাদিগকে দর্শন পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর সেই পুরুষপ্রবরগণ ক্রোধ, মাৎসর্য্য ও পাপবিহীন হইয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। ইহাঁরা সুরলোকে সমাগত সুরগণের ন্যায় প্রহৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মর্ষি বিহিত পরম পবিত্র বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্র পিতা ও মাতার সহিত, ভার্য্যা পতির সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতৃভাবে এবং মিত্র মিত্রের সহিত সঙ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা অতীব হর্ষসহকারে মহারথী কর্ণ, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম প্রীতি অনুভব পূর্ব্বক সৌহৃদ্যের সহিত একত্র অবস্থান করিলেন। যোধগণ পরস্পর একত্রিত হওয়ায় তৎকালে তাঁহাদের শোক, ভয়, দুঃখ, প্রভৃতি কিছুই রহিল না। মহিলাগণ পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রের সহিত সমাগত হইয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, এককালে সর্ব্বদুঃখ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বীর ও যোষিৎ সকল এইরূপে একরাত্রি বিহার করিয়া পরস্পর আমন্ত্রণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক যে স্থান হইতে যে বীরগণ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় গমন করিলেন। সকলে গমন করিলে, কুরুকুল হিতৈষী ধর্ম্মশীল, মহাতেজা, মহামুনি ব্যাসদেব পুণ্যপ্রদা ভাগীরথী সলিলে অবস্থান করিয়া, পতিহীনা ক্ষত্রিয় রমণীগণকে বলিলেন যে, যে যে রমণীর পতিবৃত লোকে গমন করিতে বাসনা আছে, তাঁহারা সত্বর, অতন্দ্রিত হইয়া, এই জাহ্নবী জলে অবগাহন করুন। তদনন্তর বরাঙ্গনারা ব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, শ্বশুরকে নিজ অভিপ্রায় নিবেদন পূর্ব্বক সত্বর সুরসরিৎ সলিলে প্রবেশ করিলেন, সাধ্বী স্ত্রী সকল তখন মানুষ-শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইলেন, সেই শীলবতী পতিব্রতা ক্ষত্রিয় রমণীরা এইরূপে জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক মুক্ত দেহ হইয়া, স্বামি সলোকতা লাভ করিলেন। সর্ব্বশীল-গুণ-সমন্বিত সেই স্ত্রীসকল বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রমবিহীন হইয়া স্ব-স্থানে গমন করিলেন। তৎকালে যাঁহার যেরূপ কামনা হইয়াছিল, ধর্ম্ম বৎসল বরদাতা ব্যাসদেব তাঁহার সেই কামনাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে মানব ইহাঁদিগের এই প্রিয় সমাগম সম্যগ্রূপে শ্রবণ করেন,

তিনি ইহলোকে ও পরলোকে নিত্য প্রিয় লাভ করিয়া থাকেন। যে ধার্ম্মিকবর বিদ্বান্ মানব এই অনাময় ইষ্ট বান্ধব সংযোগ অনায়াসে শ্রবণ করান, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে যশঃ ও শুভগতি লাভ করিয়া থাকেন। * মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্ব্ব হইতে আমি তোমাদিগকে যাহা— শুনাইলাম, তাহা শুনিয়া তোমাদের কি মনে হইল? এই মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের সহিত পুনর্ম্মিলন সম্ভব হইতে পারে কিনা, তোমাদের মনে কি এইরূপ সংশয় উত্থিত হইতেছে? মহাভারতের এই সকল কথা সারহীন মিথ্যা গল্প ভিন্ন আর কিছু নহে, তোমাদের মনে কি এইরূপ ভাব উদিত হইতেছে? বিনা সংকোচে, লজ্জা না করিয়া সরলভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দেও।

জিজ্ঞাসুদ্বয়—বাবা! আপনার এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। মহাভারতের এই কথা শুনিয়া আমাদের শোক পূর্ণ হতাশ হৃদয় যে কত আশ্বস্ত হইয়াছে, আমরা যে কত শান্তি পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। মহাভারতের এই অমৃতময়ী কথাকে মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করিবার সামর্থ্য এই হতভাগিনীদের যেন কখনও না হয়, আমরা ত এখন নিতান্ত দুরবস্থাতে অবস্থান করিতেছি, পঞ্চম বেদ মহাভারতের কথা ত দূরের, যদি কোন প্রাকৃত মানুষও আমাদিগকে এখন আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থাতে এইরূপ মৃত সঞ্জীবনী কথা শোনায়, তাহা হইলে, আমরা কৃতার্থ হই, তাহা হইলে, আমাদের সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াইয়া যায়, আমাদের নিরাশ চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, আমাদের শোকানল

---

* "ততো ব্যাসো মহাতেজাঃ পুণ্যং ভাগীরথী জলং। অবতীর্য্যাজুহাবাথ সর্ব্বাল্লোকান্ মহামুনিঃ॥ পাণ্ডবানাং চ যে যোধাঃ কৌরবাণাং চ সর্ব্বশঃ। রাজানশ্চ মহাভাগা নানাদেশনিবাসিনঃ। প্রতীক্ষ্যতস্তুস্তে সর্ব্বে তেষামাগমনং প্রতি॥ ততঃ সুতুমুলঃ শব্দো জলান্তে জনমেজয়। প্রাদুরাসীৎ যথাযোগং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ॥ ততস্তে পার্থিবাঃ সর্ব্বে ভীষ্মদ্রোণ পুরোগমাঃ। সসৈন্যাঃ সলিলাত্তস্মাৎ সমুত্তস্থুঃ সহস্রশঃ॥ * * ধৃতরাষ্ট্রস্য চ তদা দিব্যং চক্ষুর্নরাধিপ। মুনিঃ সত্যবতী পুত্রঃ প্রীতঃ প্রাদাত্তপোবলাৎ॥ দিব্যজ্ঞান বলোপেতা গান্ধারী চ যশস্বিনী। দদর্শ পুত্রাংস্তান্ সর্ব্বান্ যে চান্যেঽপি মৃধে হতাঃ॥ তদদ্ভুতমচিন্ত্যং চ সুমহদ্রোমহর্ষণম্। বিস্মিতঃ স জনঃ সর্ব্বো দদর্শানিমিষেক্ষণঃ॥ তদুৎসবমহোদগ্রং হৃষ্টনারীনরাকুলম্। আশ্চর্য্যভূতং দদৃশে চিত্রং পটগতং যথা॥ ধৃতরাষ্ট্রস্তু তান্ সর্ব্বান্ পশ্যন্ দিব্যেন চক্ষুষা। মুমুদে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাত্তস্য বৈ মুনেঃ॥"—

মহাভারত, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ৩৪ অধ্যায়।

দগ্ধ হৃদয় শোকাপহ শান্তি বারি ধারা দ্বারা সিক্ত হয়। যাহা শুনিলাম, তাহা সম্ভব কি অসম্ভব, তাহা বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমাদের বর্ত্তমান মনের অবস্থাতে তাহা বিচার করিবার শক্তি আমরা যেন না পাই। আহা মিথ্যা গল্প হলেও ইহার প্রত্যেক অক্ষরে শোক বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার অমৃতময় আশা বারি বিন্দু বিদ্যমান আছে। আজ ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, আশাতীত ফল লাভ করিলাম, মুক্ত কণ্ঠে এই কথা উচ্চারণ করিবার নিমিত্তই জিহ্বা ব্যগ্র হইতেছে।

বক্তা---প্রত্যক্ষ করা ত দূরের কথা, যাহা কখনও শ্রবণও করে নাই, যাহা বস্তুতঃ পরমাদ্ভুত, তাহা শ্রবণ করিলে, সকলেই প্রথমে বিস্মিত হইয়া থাকে, সকলের মনেই ইহা একেবারে অসম্ভব, ইহা মিথ্যা কল্পনার বিজৃম্ভণ, এবম্প্রকার ভাবের উদয় না হইলেও, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানানুসারে আমরা ইহাকে কিরূপে সম্ভব বলিয়া অবধারণ করিতে পারিব, ইহাকে কিরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইব, এইরূপ জিজ্ঞাসা হওয়া ন্যায় বিগর্হিত নহে, তত্ত্ব বিনিশ্চয়ের জন্য সংশয়কে দূর করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, শিবপুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে। * অতএব ত্যক্তদেহদিগের পুনর্ব্বার আগমন পতিব্রতা রমণীগণের স্বামিসলোকতা লাভ কিরূপে হইতে পারে, তাহা তোমরা, যদি ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা করিতে পার।

জিজ্ঞাসু সুবর্ণনলিনী— } বাবা! মৃত ব্যক্তিগণ কোথায়, কিরূপে বিদ্যমান থাকেন, কিরূপে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সম্ভাব্যতাতে সন্দিহান হইয়া, তাহা হইতে পারে কিনা এই প্রকার সংশয় দোলাতে দুলিতে, দুলিতে বিচার দ্বারা আমাদের তাহা নিশ্চয় করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহা বেদে আছে, ইতিহাস, পুরাণ, প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহা সত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার সত্যতাতে সন্দিহান হওয়া, দুর্ভাগ্য শ্রদ্ধাবিহীন নাস্তিকের কার্য্য। আপনি যদি দয়া করে আমাদের বুঝিবার শক্তি অনুসারে এই বিষয়ে কিছু বলেন, তাহা হইলে, আমরা পরম উপকৃত হইব, আমরা যথাশক্তি সাবধান হইয়া তাহা শ্রবণ করিব, তাহার মনন করিবার চেষ্টা করিব।

---

* "বায়ুরুবাচ—স্থানে সংশয়িতং বিপ্রা ভবদ্ভি র্হেতু চোদিতৈঃ।
জিজ্ঞাসা হি ন নাস্তিক্যং সাধয়েৎ সাধুবুদ্ধিষু—॥"—শিবপুরাণ, ২৭ অধ্যায়।

বক্তা—মা! তোমার আস্তিক্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। গুরুদেব এবং বেদ ও শাস্ত্রবাক্যে যথার্থ বিশ্বাসকে যথার্থ আস্তিক্য বলা হয়, ("শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্য মুচ্যতে।"—শ্রীজাবালদর্শনোপনিষৎ) আমি তোমাদিগকে বেদ-শাস্ত্র এবং বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধিনী যুক্তি দ্বারা এই বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এখন তোমাদের কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু দয়াময়ী— } বাবা! শোকজয়ের উপায় আছে কিনা, যদি থাকে, তবে কিরূপে তদুপায়ের আশ্রয় পূর্ব্বক শান্তি পাইব, এখন তাহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা, তদ্ব্যতীত আর কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা আমাদের এখন হইতেছে না। পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে, একবার স্বপ্নে আমার পুত্রকে দেখাইয়া দিন, স্বপ্নে দেখাইয়া, সে আমাকে বলুক, মা! আমি সুখময় স্থানে পরমসুখে বাস করিতেছি, আমার আর কোন কষ্ট নাই, তুমি আমার জন্য আর শোক করিও না।

বক্তা—ভগবান্ তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

স্বপ্নে মৃত পুত্র দর্শন ও তাহার কথা শ্রবণ।

জিজ্ঞাসু দয়াময়ী— } বাবা! আমি অনেকতঃ শান্তচিত্ত হইয়াছি, গত রজনীতে আমার পুত্র স্বপ্নে হতভাগিনীকে দেখা দিয়াছিল, সে আমাকে বলিয়াছে, মা! তুমি আমার জন্য আর শোক করিও না, তুমি শোক করিলে, আমার ক্ষতি হইবে, আমি অত্যন্ত সুখে আছি, আমার কোন কষ্ট নাই। তুমি পূর্ব্ব পুণ্য বলে যাঁহার দর্শন পাইয়াছ, তাঁহা হইতেই তোমার সর্ব্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। স্বপ্ন হইলেও, আমি ইহাতে অত্যন্ত শান্তি পাইয়াছি, আমিও ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসু সুবর্ণনলিনী— } বাবা! পূর্ব্ব জন্মের বিশিষ্ট সুকৃতি নিবন্ধন আমরা আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি, এখন আমাদের যাহাতে আপনার চরণে অচল ভক্তি হয়, যাহাতে আমরা আপনার উপদেশানুসারে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হই, আপনি কৃপা পূর্ব্বক তাহা করুন, এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন প্রার্থনা নাই। যাঁহাকে হারাইয়াছি, পুনর্ব্বার তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করা উচিত কি না, এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাকে পাইলে, আর কিছু প্রাপ্তব্য আছে বলে মনে হয় না, যাঁহাকে জানিলে সব জানা হয়, আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না, যাহাতে আমরা তাঁহাকে পাইতে

পারি, জানিতে পারি, যাহাতে আমরা তাঁহার চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্মভার সমর্পণ করিতে পারি, আপনি তাহাই করুন আমরা যেন ইতঃপর আপনা হইতে আর কিছু প্রার্থনা না করি।

বক্তা—মা! শোক জয়ের চেষ্টা এবং যোগ দ্বারা আত্মদর্শনের চেষ্টা এক কথা। আত্মবিৎ না হইলে, কেহ শোক সাগরের পারে উপনীত হইতে পারে না। যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যোগ দ্বারা আত্ম দর্শনই পরম ধর্ম্ম।

জিজ্ঞাসু সুবর্ণনলিনী— বাবা! যদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়, সেই যোগের স্বরূপ কি? আমরা কি, সেই যোগ সাধনে উপযুক্তা হইতে পারি? আমরা কি, দুষ্পার শোক পারাবারের পারে যাইতে পারি? বাবা! এখন বোধ হইতেছে, ভগবানের কত দয়া। যদি আমাদিগকে শোক বহ্নি দ্বারা দগ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমরা আজ আপনার সুশীতল, সর্ব্বদুঃখহর, শান্তিময় চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লাভে সমর্থ হইতাম? তাহা হইলে কি, আমরা মানবের প্রকৃত কল্যাণমার্গের অনুসন্ধান করিতে অভিলাষিণী হইতাম? তাহা হইলে, একদিন পূর্ব্বে যে আমরা দয়াময় ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর বলিয়াছি, সেই আমরা আজ কি, 'ভগবান যদি আমাদিগকে প্রদীপ্ত শোকানল দ্বারা দগ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে, আমরা কি আপনার সর্ব্বদুঃখহর শান্তিময়, চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লাভে সমর্থ হইতাম?' এইরূপ কথা বলিতে পারিতাম? বাবা! আমরা আপনার শরণাগত, যাহাতে আমাদের ভাল হইবে, আপনি তাহা করুন, কিসে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে, যথার্থ ভাবে তাহা স্থির করিবার শক্তি কি, আমাদের আছে? দুর্ব্বিষহ শোকাগ্নির জ্বালা প্রশমিত করিয়া, যে শান্তি দিলেন, তাহা যেন কখন বিস্মৃত না হই, হৃদয় যেন চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকে, জ্ঞানদাতা গুরু ও ভগবান্ যে অভিন্ন, এই বোধ যেন সুদৃঢ় হয়।

জিজ্ঞাসু দয়াময়ী— বাবা! বধূমাতা যাহা বলিলেন, তাহা ছাড়া আমার আর কিছু বলিবার নাই, দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, আপনার চরণেই আমাদের প্রকৃত ভদ্র নিহিত আছে। ক্রমশঃ

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—শিবের স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি কি মনে রাখিতে পারিয়াছি দাদা! আমি কি, যথার্থ ভাবে তাহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার যোগ্য? তথাপি আপনার উপদেশ শুনিয়া, যাহা মনে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। আপনার শিবতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, "শিবই সব" 'আমি শিবের,' শিব সুখময়, শিব জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, শিব দয়াময়, শিব প্রেমপারাবার, শিব মৃত্যুঞ্জয়, শিব অমৃত স্বরূপ, সুখময় শিব, সর্ব্বসুখের দাতা, ত্রিবিধ দুঃখের স্পর্শ করিবার অযোগ্য 'শিব', সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা, নিষ্পাপ শিব, সর্ব্বকলুষহন্তা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ শিব, মূর্খেরও জ্ঞানদাতা 'শিব', ধনহীনের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, শিব রোগার্ত্তের অব্যর্থ মহৌষধ, শিব বিশ্বের পিতা, শিব বিশ্বের মাতা, শিব সর্ব্বভাবময়, শিব ভব রোগ বৈদ্য, বিশ্ব প্রাণ শিব, বিশ্বের প্রাণদাতা, যাহা সৎ তাহাই "শিব", শিব ছাড়া সকলই অসৎ, বুঝুক না বুঝুক, জীব এই শিবের জন্যই সতত চঞ্চল, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অমৃতময়, শিবকে পাইবার জন্যই জীব নিয়ত ব্যাকুল। শিবকে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিয়া, দৃঢ় ভূমিক না হইলেও, আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে। "কর্ম্ম না করিলেও কি, শিব ফল দেন?" আমার এই প্রশ্নের আপনি যে সমাধান করিয়াছেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিয়াছে। যিনি যথার্থভাবে শিবপূজা করেন, তিনি কি, কোন কর্ম্ম করেন না? "কর্ম্ম করা" বলিতে, পূর্ব্বে যাহা বুঝিতাম, কর্ম্ম সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিয়া, 'কর্ম্ম করা' বলিতে আমি এখন আর [illegible] তাহা বুঝি না। সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি নাই বটে, তথাপি এখন বুঝিয়াছি, "কর্ম্ম করা" বলিতে, আগে যাহা বুঝিতাম তাহা কর্ম্মকরার স্থূল রূপ। "মন" ও "কর্ম্ম", "অগ্নি" ও "উষ্ণতার" ন্যায় যে, অভিন্ন পদার্থ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। মানস কর্ম্মও যে, কর্ম্ম, মানস কর্ম্ম যে, সর্ব্বপ্রকার শারীর কর্ম্মের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা একটু বুঝিতে পারিয়াছি। "ভাবনা", কোন্ পদার্থ তাহাত আগে মোটেই বুঝিতাম না, আপনার কৃপায় এখন "ভাবনা" কাহাকে বলে, তাহার যেন একটু বোধ হইয়াছে।

বক্তা—"মন"কোন্ পদার্থ,আমি তোমাকে ক্রমশঃ ভাল করে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। 'মন' হইতেই বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে, মনের স্পন্দনই, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য কর্ম্মের মূল কারণ, ভাবনার মহিমা অপার, তুমি ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে। "যাহার যাদৃশ ভাবনা, যাদৃশ শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপ হইয়া থাকে," এই কথার গর্ভে যে, কত মহামূল্য তত্ত্ব রত্ন আছে পরে তাহা উপলব্ধি হইবে। স্থূলশরীরের ক্রিয়া ব্যতিরেকে, মানুষ যে, কেবল মানস কর্ম্ম দ্বারা সব করিতে পারে, সব জানিতে ও পাইতে পারে, যখন তুমি ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার যথার্থ শিবপূজা হইবে, তখনই তোমার, শিবই, সব, শিবই, সর্ব্বসুখদাতা, শিবই ত্রিবিধ দুঃখের হন্তা, এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইবে। মানসশক্তিই যে, সর্ব্বস্থূল বা ভৌতিক শক্তির মূল, অধুনা, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল বুধগণের মধ্যে, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন। 'মানস শক্তি; 'ভাবনা', 'সংকল্প' ইত্যাদির তত্ত্বানুসন্ধান যে, অতিমাত্র উপকারক, কেহ কেহ তাহা বুঝিয়াছেন। * যাহা বলিতেছিলে, বল।

জিজ্ঞাসু—"শিব" ও "শিবা" এক—অভিন্ন, তাহা শুনিয়া, আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে; আমি কৃতার্থ হইয়াছি। 'শব' হইতে শিব হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা একটু বুঝিয়াছি, "শব হইতে না পারিলে, শিব হওয়া যায় না," শিবকে জানা বা পাওয়া যায় না, ইহা অমূল্য কথা বলে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। পূর্ণভাবে শব হইতে পারিলে, শিবকে সব দিতে পারিলে, তবে যে যথার্থ শিব পূজা হয়, আমার তাহা ধারণা হইয়াছে। যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন, যিনি সকলের আধার, সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, তিনিই যে,

* "There is no study that will so well repay the student for his time and trouble as the study of the workings of this mighty law of the world of thought—the Law of Attraction".—

Thoughtvibration or the Law of Attration in the Thought World, by W. W. Atkinson. P. 2.

"Thought is the force underlycing all. And what do we mean by this ? Simply this your every act, every conscious act is preceded by a thought. * * * "As a man thinketh in his heart so is he"—Character-Buildnig : Thought Power by R. W. Trnie P. 2. and P. 15

কি বুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সংকল্প উভয়েরই মূল। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে তদ্রূপ হইয়া থাকে। বিশিষ্ট সংস্কার বা ভাবনাযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ সর্ব্বপ্রাণি জাতের শ্রদ্ধা হইয়া থাকে (শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো, যো য শ্রদ্ধঃ স এব সঃ।"—গীতা) এই সকল কথার মূল্য অধিকতর।

সর্ব্বপ্রকার সুখ দাতা, তিনিই যে, সর্ব্বদুঃখ হর "হর", তিনিই যে, ভব ভেষজ, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিলে, কৃতকৃত্য হইব, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। অজ্ঞানের নাশার্থ শিবকেই ডাকিব, ইহাঁরই শরণাগত হইব, ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে, ইহাঁকেই বলিব, 'বাবা গো! আমার ক্ষুধা হইয়াছে, আমার পিপাসা হইয়াছে,' ধনের অভাব হ'লে, শিবকেই বলিব 'ঠাকুর! আমার ধনের অভাবে কষ্ট হচ্চে;' ঋণ জনিত দুঃখ হইলে, ঋণ মোচক শিবের কাছেই প্রার্থনা করিব, 'ঠাকুর! আমাকে ঋণ মুক্ত কর;' ব্যাধির যাতনা অসহ্য হ'লে, করুণাময় বিশ্বচিকিৎসক শিবকেই, বলিব, 'ঠাকুর! আমাকে ব্যাধিমুক্ত কর, শান্তিময়! আমার হৃদয়ে শান্তি দাও', দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, 'শিব' নাম জপ করিব, যথাশক্তি শিবের পূজা করিব, আপনার কাছ থেকে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে শিখিব; সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বদা শিবের চরণে নমোনমঃ করিতে অভ্যাস করিব, যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখী দেখিব, আপনার উপদেশানুসারে তাঁহার জন্যই সর্ব্বদুঃখ হর, ভক্ততাপ নিবারক 'হর' চরণে নমো নমঃ করিব, জগৎকে "শিবময়" কর বলে প্রার্থনা করিব, আপনার আদেশানুসারে শিবের সেবা ছাড়া যেন আর কোন কামনা আমার হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে না পারে। এই নিমিত্ত রাত-দিন, দিন-রাত, 'নমঃ শিবায়' 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্ব্বক জপ করিব। দাদা! শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার সংকল্প হইয়াছে।

বক্তা—ধনার্থী দরিদ্র সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে শিবের নিকট হইতে "ধন" প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদ্যার্থী শিবের নিকট হইতেই বিদ্যালাভ করেন, রোগার্ত্ত শিবের সকাশ হইতেই, নিরাময় হ'ন, ফলতঃ শিবই যে, জীবের একমাত্র "শিব" বা সুখদাতা, তুমি যে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, আমি তজ্জন্য অত্যন্ত সুখী হইলাম।

"শিব দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার," সর্ব্বশক্তিমান্, করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বক্লেশ নাশক কল্যাণগুণগ্রামের আকর, বিশ্ব পিতা, তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার সর্ব্বস্বের, তাঁহার যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, সদ্‌গুরুর কৃপায় ইহা অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বপিতার অনন্ত কোষাগারের দ্বার তাঁহার নিমিত্ত সদা উন্মুক্ত, তিনি ভগবানের সকাশ হইতে প্রার্থনা মাত্রে অথবা বিনা প্রার্থনায় সব পাইয়া থাকেন, পূর্ণের সৎ-সন্তান পিতার পূর্ণতাতে পূর্ণ হইবেন, ইহা কি অসম্ভব? ইহা কি অবিশ্বাস্য? শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, জগৎ নির্ব্বাহের নিয়মজ্ঞ বা পূর্ণ বিজ্ঞানবিৎ হইয়া, একাগ্রচিত্তে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন, অভাবের ভয়ে তাঁহাকে আর ভীত হইতে হয় না, কোনরূপ ক্লেশের আশঙ্কা আর তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। একজন প্রতীচ্য সুবিদ্বান্, ধীমান্ ঈশ্বরানুরাগী অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমদৃষ্টি, বেদময় শিবের কৃপায়, ইহাঁর চিত্তে অনেক বেদবোধিত সত্যার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, 'যিনি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিসমূহের যথার্থভাবে

ব্যবহার করেন, সর্ব্বশিবঙ্করী শিবা বা প্রকৃতির কোষাগার তাঁহার কাছে সদা উন্মুক্ত দ্বার, এতাদৃশ পুরুষের প্রার্থনামাত্রেই (যথাবিধি প্রার্থনা হওয়া চাই) সকল অভাব পূর্ণ হয়।* এখন "রাত্রি" কোন্ পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর।

রাত্রি কোন্ পদার্থ।

উণাদি সূত্রকারের মতে দামার্থক (দান করা হইয়াছে অর্থ যাহার) 'রা' ধাতু হইতে "রাত্রি" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখ প্রদান করে, তাহা "রাত্রি"। নিরুক্তের নৈঘণ্টুক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, 'যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণীরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতিকর্ত্তব্যতা কর্ম্ম হইতে উপরত করে, স্থির করে, (রাত্রি আসিলেই দিবাচর প্রাণীগণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে, রাত্রি, দিবাচরদিগের আরামের সময়) তাহা "রাত্রি"। "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী," ইহারা রাত্রির অপর নাম। নিঘণ্টু টীকাতে "দিবসে স্ব-স্ব কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণ—শ্রান্ত প্রাণিদিগকে যাহা স্বাপ দ্বারা (নিদ্রিত করিয়া) রক্ষা করে, তাহা "ক্ষপা," এবং যাহাতে—যে কালে নিদ্রিত হইয়া, প্রাণিরা প্রাতঃকালে পুনর্ন্নবৎ (শ্রান্তিদূর হওয়ায় পুনর্ব্বার যেন নূতনের ন্যায় হইয়া) উত্থিত হয়, নিদ্রার্থ যাহার শরণ গ্রহণ করে, তাহা "শর্ব্বরী", রাত্রির "ক্ষপা" ও "শর্ব্বরী এই নাম দ্বয়ের এই প্রকার অর্থ উক্ত হইয়াছে। †

বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ।

"রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত॥" ঋগ্বেদ সংহিতা ৮।৭।১৪।১—বেদে এবং বেদমূলক, বেদরূপান্তর পুরাণাদিতে "জীবরাত্রি" ও "ঈশ্বর রাত্রি," রাত্রি দেবতার এই দ্বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "রাত্রি" শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের মনে যে অর্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অর্থাৎ যাহাতে

---

* The one who is truly wise, and who uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great universe always opens her treasure house. The supply is always equal to the demand,—equ al to the demand when the demand is rightly wisely made. When one comes in to the realization of these higher laws, then the fear of want ceases to tyrannize over him"—In Tune with the Infinite by R. W. Trine P. P. 175-176

† "রাত্রিঃ কস্মাৎপ্ররময়তি ভূতানি নক্তঞ্চারীণ্যুপরময়তীতরাণি ধ্রুবী করোতি।"—নিরুক্ত নৈঘণ্টুককাণ্ড।

"স্বৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ অহনি ক্ষীণান্ প্রাণিনঃ ইয়ং স্বাপেন পাতীতি ক্ষপা, অস্যাং হি সুপ্তাঃ পুনর্ন্নবা ইব প্রাণিনঃ প্রাতরুত্তিষ্ঠন্তি। শরণমস্যাং স্বাপার্থং ব্রিয়ত ইতি শর্ব্বরী।"—নিঘণ্ট টীকা।

অস্মদাদি জীবগণের দৈনন্দিন (প্রতিদিনের) ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা "জীবরাত্রি" যে রাত্রিতে ঈশ্বর ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা "ঈশ্বর রাত্রি"।

মহাপ্রলয়কালে অন্য বস্তুর অভাব বশতঃ কেবল সর্ব্বকারণ "অব্যক্ত" পদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক বস্তুই বিদ্যমান থাকেন, ইহাঁকেই "ঈশ্বররাত্রি," এই নাম দ্বারা অভিহিত করা হয়। দেবী পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রি" পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা। পরমেশ্বরেরও লয়াত্মিকা এই রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী "ভুবনেশী" নামে প্রকীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ("ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশ লয়াত্মিকা। তদধিষ্ঠাতৃদেবীতু ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা ॥"—দেবীপুরাণ)।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্চে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়," এই কথার অভিপ্রায় কি? "পরমেশ্বর" কি, তাহা হইলে, অনিত্য? যে পরমেশ্বরের লয় হয়, তাঁহার স্বরূপ কি? সাংখ্যদর্শন যে, নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, "নিত্য ঈশ্বর" সিদ্ধ হয় না, এই কথা বলিয়াছেন, দেবীপুরাণ কি, এখানে সেই সাংখ্যের মতই অঙ্গীকার করিয়াছেন? 'পরমেশ্বর" কি, ব্রহ্ম-মায়াত্মক নহেন? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, 'জীব', মায়া বা অবিদ্যার অধীন, ঈশ্বর মায়ার অধীন নহেন, "মায়া" ঈশ্বরের বশীভুত, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে "মায়া" ক্রিয়া করেন, "মায়া," ঈশ্বরেরই শক্তি। "শিব" ও "শিবা" যে, অভিন্ন, আপনি তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। আমি তা'ই বলিলাম, আমার যেন সব "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হচ্চে।

বক্তা—তুমি এই নিমিত্ত হতাশ হইও না, বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, লজ্জিত হইও না। "রাত্রির" কথা হইতেছে, প্রথমে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ ত হবেই। তবে বেদ যে রাত্রির কথা বলিতেছেন, তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ নাই, তিনি প্রকাশময়ী, তিনি দ্যোতনশীলা, সর্ব্ববস্তুকে তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তুমি ধীরভাবে বেদবর্ণিত রাত্রিদেবীর স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা কর, তাঁর চরণপানে তাকাইয়া থাক, চিন্ময়ী রাত্রি দেবীর কৃপায়, তোমার সকল অন্ধকার অচিরে দূরীভূত হইবে, ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে, তুমি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়রূপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়, এই কথা শুনিলে, অনেকেরই "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হয়, তুমি বালিকা, তোমারত হবারই কথা। "নিত্য ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হন না," সাংখ্যদর্শনের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি সময়ান্তরে তোমাকে তাহা বুঝাইব। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত "বিজ্ঞানামৃত" নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'কেবল জীবাত্মার স্বরূপ দর্শন হইলেও, মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বৌদ্ধমতের অভ্যুপগম (অঙ্গীকার) বাদ দ্বারা, প্রতিজ্ঞাত আত্ম-অনাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশাস্ত্রে প্রয়োজনাভাব বশতঃ) পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। "ব্রহ্মা", "বিষ্ণু" ও "মহেশ্বর" ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন, বহু আয়াস সাধ্য, অপিচ ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শন প্রণেতা ঈশ্বর

প্রতিপাদন করেন নাই। * বিজ্ঞান ভিক্ষুর এই কথা দ্বারা পরমেশ্বরেরও লয় হইয়া থাকে, ইহা শুনিয়া, তোমার যে "অন্ধকার" "অন্ধকার" বোধ হইতেছিল, তাহা বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত হইবে।

"রাত্রিসূক্ত" অত্যন্ত গম্ভীরার্থক, ইহাতে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে (উপনিষৎ বেদেরই অঙ্গ বিশেষ, যেখানে 'বেদ' ও 'উপনিষৎ' এই পদ দ্বয়ের পৃথক্ উল্লেখ দৃষ্ট হইবে, সেখানে "বেদ" শব্দ বেদের মন্ত্রভাগ ও উপনিষৎ ব্যতিরিক্ত ব্রাহ্মণভাগ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'সোপনিষৎ, সেতিহাস, সপুরাণ বেদ', ‡ এইরূপ প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে), বেদমূলক স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে, আগমে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সারাংশ রাত্রি-সূক্তে বিদ্যমান আছে। অতএব রাত্রিসূক্তের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশ্বজগতের বেদশাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি এই জন্য তোমাকে প্রথমে বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইতেছি।

যাহা বস্তুতঃ অসৎ, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহা কখন 'সৎ' হয়না, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কদাচ জন্ম হয়না, এবং যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখনও একবারে নাশ বা ধ্বংস হয়না। বেদের এবং বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের এই উপদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি স্থিতি ও লয়বিষয়ক উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইবে না। "নাশ" ও "লয়" এই শব্দ দ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, যাহা সৎ, যাহা বিদ্যমান, তাহার যে, একেবারে ধ্বংস হয়না, তাহা যে, একেবারে অসৎ হয়না, "নাশ" ও "লয়" এই পদদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেই, তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। "নশ" ধাতু হইতে "নাশ" পদ এবং "লী" ধাতু হইতে "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "নশ" ধাতুর অর্থ অদর্শন, যাহাকে আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না, তাহাকেই আমরা ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকি। বস্তুতঃ বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধি না হইবার, সূক্ষ্মত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ আছে। মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন আমরা মনে করি, উহার একেবারে নাশ হইল, উহা আর কোন দেশে, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই। কিন্তু "নাশ" শব্দের যথার্থ অর্থ জানা থাকিলে, মনে হইবে, মৃত ব্যক্তির একেবারে ধ্বংস হয় না, উহা যে, কোথাও, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই, তাহা নহে।

---

* "অত্রোচ্যতে কেবলজীবাত্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং সাংখ্যা অনীশ্বর বৌদ্ধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়ন্তি, ঈশ্বরব্যবস্থাপনস্য স্বশাস্ত্রেঽনুপযোগাৎ। শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাতিরিক্তেশ্বরসাধনে প্রয়াসবাহুল্যাৎ। ব্রহ্মমীমাংসয়ৈব তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।"—বিজ্ঞানামৃত।

‡ "চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বেতে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে।"—গায়ত্রীহৃদয়। অর্থাৎ গায়ত্রী হইতে সোপনিষৎ, সেতিহাস, চারবেদ উৎপন্নহইয়াছে।

আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, "যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার কখনও একেবারে নাশ হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার কখনও জন্ম হয়না", এই সত্য পূর্ণভাবে অনুভূত না হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়তত্ত্বের যথার্থ বোধ হইবেনা। "বিসর্গ" বা ত্যাগার্থক "সৃজ" ধাতুর উত্তর "ক্তিন্" প্রত্যয় করিয়া "সৃষ্টি" পদ এবং "শ্লেষণ" বা আলিঙ্গনার্থক "লী" ধাতুর উত্তর "অচ্" প্রত্যয় করিয়া "লয়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অভিব্যক্ত হওয়াকে, বর্ত্তমান অবস্থায় আগমন করাকে 'উৎপত্তি' এবং কারণে লয় হওয়াকে, অভিব্যক্ত বা অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হওয়াকে, "নাশ" বলা হয় ("নাশঃ কারণলয়ঃ।"—সাং দং ১।১২১)।

ঋগ্বেদসংহিতা কারণের সহিত সঙ্গত—কারণে লীন, অবিভাগাপন্ন, একীভূত, অখণ্ড তমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল, কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর।

সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয়দশাতে বিশ্বজগৎ, নৈশতমঃ যেমন সর্ব্বপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ তমঃ (আত্মতত্ত্বের আবরক মায়া নামক ভাবরূপ অজ্ঞান) দ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে ("তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদম্।"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

ভগবান্ মনুও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। * কারণের সহিত একীভূত—অবিভাগাপন্ন তৎকার্য্যজাত (বিশ্বজগৎ) তপের মাহাত্ম্য দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনা রূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ ("তুচ্ছ্যেনাভ্য পিহিতং যদাসীত্তপ সস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।২৯। রমা ! কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার মুখ দেখিয়া, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপায় কিছু বুঝিতে পারিব। "পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনা রূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয় প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ",এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—"তপঃ" শব্দ শাস্ত্রে বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে তপকে জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে, তাহা স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের—যাহাদের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকলের পর্য্যালোচনাত্মক, অর্থাৎ কোন্ স্রষ্টব্য পদার্থ কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রকৃতি গর্ভে নিদ্রিত হইয়াছে, তদ্বিচারমূলক। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ পরমেশ্বরের তপঃ জ্ঞানময় ("যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্তজ্ঞানময়ং তপঃ।"—মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।৯)। অথর্ব্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টিসময়ে স্রষ্টা পরমেশ্বরের স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, পুণ্য পুণ্যাত্মক, সুখ দুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কর্ম্ম, এই দুইটী বিদ্যমান ছিল,ইহারই সৃষ্টির কারণ ("তপশ্চৈবাস্তাং কর্ম্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।—

---

*"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতম লক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি॥"—মনুসংহিতা।

অথর্ব্ববেদসংহিতা ১১।১০।২)। সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে "কাম"— জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

জিজ্ঞাসু—পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় কেন? করুণাময়ের দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি দাদা?

বক্তা—জীবগণ যে, জগতে আসিতে চায়, দুঃখময় হইলেও, চিরশান্তি নিকেনত, নিত্য সুখময় অমৃতধাম ছাড়িয়া, জীব যে, সংসারে আসিবার কামনা করে, করুণাময়ের কথা শোনে না। বেদ বলিয়াছেন, প্রলয় কালে জীবগণের বাসনা বাসিত অন্তঃকরণ সমূহ মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রাণিদিগের অতীত কল্পকৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের রেতঃ (বীজ) স্বরূপ। এই সকল কর্ম্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনি সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্ম সাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, কল্পান্তরে জীবসংঘকৃত কর্ম্মই যে, বর্ত্তমান সৃষ্টির কারণ,তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণের অনুভবকেও, এই স্থলে ইহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, 'ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত, কারণলীন কর্ম্মসকলকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালদর্শি যোগিরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক—সমাধি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারেন ("কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুমসতিনির-বিন্দন্ হৃদিপ্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২৯)।

কুসূলে (ধান্যাদির বীজ রাখিবার নিমিত্ত মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র বিশেষকে "কুসূল" বলে) সংস্থাপিত ধান্যাদির বীজে, যেমন শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রিদেবী বা ভুবনেশ্বরীতে বিশ্বজগৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে। কুসূলে সংস্থাপিত বীজ, ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অঙ্কুরোন্মুখতারূপ অবস্থাকে মায়া বা প্রকৃতির "জাগ্রৎ" অবস্থা বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে ইহা "মহত্তত্ত্ব" এই নামে অভিহিত হইয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগে, উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, এই অবস্থা পরমেশ্বরের "তপঃ", জগৎ সৃষ্টি করিবার কাম, "ঈক্ষণ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। * অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, কারণ, শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টির কথা আছে। অতএব অচেতন জড়-শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা "অশব্দ" ইহা শব্দ বা বেদ বিরুদ্ধ ("ঈক্ষতের্নাশব্দম্।"—বেদান্তদর্শন ১।১।৫।৫)।

এইবার রাত্রিসূক্তের আদ্য মন্ত্রটীর ব্যাখ্যানের অবসর হইল। 'যে দেবী সর্ব্বদেশে প্রকাশমান তেজ দ্বারা সর্ব্ববস্তুকে প্রদ্যোতিত করেন,—প্রকাশিত করেন, যে দেবী মহত্ত্বাদি দ্বারা প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান বিশ্বজগৎকে ব্যক্তাবস্থাতে

---

* "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
"স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজ" * * *—ঐতরেয় আরণ্যক।

আনয়ন করেন, ব্রহ্ম—মায়াত্মিকা সেই রাত্রি, সেই ভুবনেশ্বরী, প্রথমে—জগৎ সৃষ্টি করিবার অগ্রে স্বোৎপাদিত (স্ব-আপন হইতে সৃষ্ট) জগতের—স্রষ্টব্য অখিল পদার্থের,সদসৎ (শুভাশুভ,পুণ্যাপুণ্যাত্মক) কর্ম্মাদি সম্যগ্‌রূপে ঈক্ষণ করেন, পর্য্যালোচনা করেন, প্রলয় কালে তাঁহার সর্ব্বাশ্রয় ক্রোড়ে নিদ্রিত—প্রলীন প্রাণিদিগের মধ্যে, কাহার কিরূপ কর্ম্ম, কে কিরূপ কর্ম্ম করিয়া, প্রলীন হইয়াছে, রাত্রি দেবীর সর্ব্বাধার কোলে ঘুমাইয়াছে, নিচায় নেত্র দ্বারা তাহা বিশেষতঃ দেখেন। তৎপরে প্রাণিদিগের কর্ম্মানুরূপ ফলস্বরূপ বিশ্বকে প্রদান করেন—সৃষ্টি করেন। ভগবতী রাত্রিদেবী—ভুবনেশ্বরী,পূর্ব্বকল্পীয় স্বীয় ক্রোড়ে নিদ্রিত অনন্ত জীবগণের অপরিপক্ক, সদসৎ কর্ম্মসমূহের যখন ফল দানের সময় উপস্থিত হয়, তখন মহত্ত্বাদি দ্বারা বিশ্ব প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তত্তৎ প্রাণিদিগের কর্ম্মপর্য্যালোচনা করেন,কোন্ প্রাণী কিরূপ কর্ম্ম করিয়া প্রলীন হইয়াছে, তাঁহার কোলে ঘুমাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া কর্ম্মফল প্রদান করেন। ভগবতী রাত্রিদেবীর সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, কিরূপ, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা বলিলাম, তুমি বোধ হয়, তাঁহার কিছুই বুঝিতে পার নাই।

জিজ্ঞাসু—একেবারে যে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে, তবে ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ, সুবিদ্বান্ পুরুষদিগেরই দুর্ব্বোধ্য, আমি কি করে সেই দুর্ব্বোধ্য বিষয় শুনিবামাত্র সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব দাদা? বহুদিন আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছি, তা'ই ইহারা একেবারে অবোধ্য বলিয়া, মনে হইতেছে না। আমি যদি ঠিক জিজ্ঞাসু হইতাম, তাহা হইলে, আপনার দয়ায় আরো বুঝিতে পারিতাম। আমার মন যে, বড় চঞ্চল, আমি কি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার কাছে এই সকল অমৃতময়ী কথা শুনিতে আসি? আপনি দয়া করে, ডাকেন, এই সকল কথা শোনান, তাইত আমি এই সকল কথা শুনিতে পাই। আপনার দয়ার অন্ত নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। আহা! এ শুভদিন, এ সুযোগ যে, চিরকাল থাকিবে না, তাহা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়া কি করিতেছি? সর্ব্বদা না হইলেও, মধ্যে মধ্যে বড় অনুতাপ হয়, আপনার অভাবরূপ ঘোর তামসী নিশা যেন সবেগে অগ্রসর হইতেছে, বলিয়া বোধ হয়, এ বোধ, হৃদয়কে আকুলীভূত করে। যদি একদিনও, যথার্থভাবে শিবরাত্রি করিতে পারি, তাহা হইলে, শিবরাত্রির কৃপায়, আপনার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে, আপনা ছাড়া হইয়া, এই ভীষণ মরুভূমিতে থাকিতে হইবে না। করুণাময় ভৃগুদেব! তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।

ক্রমশঃ।

রাম—বুদ্ধিকে আত্মাতে ধরিয়া রাখা যায় কিরূপে ?

বশিষ্ঠ—মহাবাক্য-লক্ষণ-শাস্ত্র অবলম্বনে—বাসনা এবং বাসনা-জাত এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অসৎ জানিয়া নির্ব্বাণে স্থিতি লাভ করা যায়।

নানাদুঃখ বিকারাণি শুষ্কতর্ক মতানি যে ;
যান্তি শ্বভ্রং জলানীব স্বলাভং নাশয়ন্তি তে ॥৩৪

যাহারা নানাদুঃখ বিকার পূর্ণ শুষ্কতর্ক আশ্রয় করে তাহারা গর্ত্তমধ্যে জলের ন্যায় অধোগামী হয় এবং আত্মলাভে বঞ্চিত হয়।

স্বানুভুতি প্রসিদ্ধেন মার্গেণাগমগামিনা।
ন বিনাশো ভবত্যঙ্গ গচ্ছতাং পরমাং গতিম্ ॥৩৫

আগম বা শ্রুতি অনুসারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুভূত পথে যাঁহারা গমন করেন হে সৌম্য! তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হন না কিন্তু পরমাগতি লাভ করেন। "ইহা আমার" "ইহা আমার হউক" এইরূপ বুদ্ধি দৈন্য ও দৌর্ভাগ্য আনয়ন করে। আর পুরুষার্থ নষ্ট হইলে ভস্ম পর্য্যন্ত ও লাভ হয়না—সর্ব্বত্রই নিরাশ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আমি ভাব ছাড়িয়া আমি কে আকাশের মত সীমাশূন্য করিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিতে উদারমতি হও—ত্রৈলোক্য তৃণের মত হইয়া যাইবে। তখন ভুজঙ্গের জরত্বং—জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগের ন্যায় আপদ সকল তোমাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

"পরিস্ফুরতি যস্যান্তর্নিত্যং সত্ত্ব চমৎকৃতিঃ" যাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা সত্ত্বচমৎকৃতি পরিস্ফুরিত হয়—সীমাশূন্য আকাশের মত আমি ভাবনায় যিনি প্রকাশময়—রজস্তমরূপ পাপের দ্বারা তিনি আচ্ছন্ন নহেন বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে চমৎকার সত্ত্বগুণ পরিস্ফুরিত হয়। লোকপালগণ অখণ্ড-ভাব-ভাবিত তাঁহাকে—আপনাদের উপজীবিকা স্বরূপ আধার ব্রহ্মাণ্ডের মত পালন করেন।

অপ্যাপদি দুরন্তায়াং নৈব গন্তব্যমক্রমে।
রাহু রপ্যক্রমে নৈবং পিবন্নপ্যমৃতং মৃতঃ ॥৩৭

দুরন্ত আপদ আক্রমণ করিলেও অসৎপথে যাইবেনা। রাহুও অপথে গমন করিয়া এবং অমৃতপান করিয়া অমর হইতে পারেন নাই অপিচ শিরচ্ছেদ দশা প্রাপ্ত হন।

রাম—সৎপথটি কি?

বশিষ্ঠ—সৎ-শাস্ত্রসাধুসম্পর্কমর্কমুগ্রপ্রকাশদম্।

যে শ্রয়ন্তে ন তে যান্তি মোহান্ধ্যস্য পুনর্ব্বশম্ ॥৪০

সৎ শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ উপনিষদ্‌বর্ণিত আত্মজ্ঞান এবং তন্নিষ্ঠা—এই সম্পর্ক হইলে সূর্য্যসম, সংসার সংহারক প্রকাশময় জ্ঞানের উদয় হয়। যাঁহারা এই জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করেন তাঁহারা আর কখন মোহান্ধকারের বশীভূত হন না। নর পশু হইয়া থাকিতে যদি ইচ্ছা না কর তবে এখন হইতে প্রস্তুত হও।

(১) বৈরাগ্য আশ্রয় কর—সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই দোষযুক্ত—তবে আর অভিলাষ কিসের করিবে বল?

(২) শম—মনের নিগ্রহ এবং দম—ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অবলম্বন কর। মন বস্তু বিষয়েই ছুটিতে চায়—ইন্দ্রিয়ও কত দেখিতে শুনিতে চায়। কিন্তু সমস্তই যখন ক্ষণিক, সমস্তই যখন অসার—দোষযুক্ত তখন মনের দ্বারা আর ভাবনা করিবে কাহার—ইন্দ্রিয় লইয়াই বা কি দেখিবে বা কি শুনিবে?

(৩) বৈরাগ্য, শম, দমাদিতেও তোমার অসন্তোষ হউক। "যেষাং গুণেষ্বসন্তোষঃ" বিষয়ে বৈরাগ্য, বিষয় হইতে মনকে ফিরাণ, দেখাশুনা হইতে ইন্দ্রিয় নিবৃত্তি ইহাও ত তুচ্ছ—এ সব আর কি করিবে—অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ মননে মাত্র তোমার অভিলাষ থাকুক—"রাগো যেষাং শ্রুতং প্রতি" নিরন্তর অধ্যাত্মশাস্ত্র দেখ—দেখিয়া নিজের ভিতরের চৈতন্য বিন্দুমত যাহা দেখ তাহাই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বিচার কর। ইহাই সত্য। সত্য যাহা তাহার প্রতিই চিত্ত আসক্ত হউক—এই হইলেই আপদ আর থাকিবেনা, সম্পূর্ণ শ্রেয়োলাভ হইবে। ইহাই মানুষ হওয়া আর যাহা কর তাহাতেই তুমি পশুবৎ ব্যর্থ-জন্মা।

"সত্য ব্যবসিনো যে চ তে নরাঃ। পশবোপরে।৪৩

যশশ্চন্দ্রিকয়া যেষাং ভাসিতং জস্তুহৃৎসরঃ।
তেষাং ক্ষীর সমুদ্রাণাং নূনং মূর্ত্তৌ স্থিতো হরিঃ ॥৪৪

বৈরাগ্য, শম, দমাদি গুণজাত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্রিকা দ্বারা যাহাদের হৃৎসরোবর আহ্লাদ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাষিত সেই ক্ষীরসমুদ্রে পরমাত্মা বিষ্ণু শ্রীহরি মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বদা বাস করেন।

(৪) ভুক্তং ভোক্তব্যমখিলং দৃষ্টা দ্রষ্টব্য দৃষ্টয়ঃ।
কি মন্যত্তব ভঙ্গীয় ভূয়োভোগেষু লুব্ধতা ॥৪৫

ভোগ ত কতই ভোগ করিয়া দেখিলে, দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ত কতই দেখিলে শুনিলে তবে আবার ভোগ লুব্ধতা কেন? কেন আবার পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়া, মরিয়া মরিয়া—আত্মহত্যায় নিযুক্ত থাকিবে তাই বল।

যথাক্রমং যথাশাস্ত্রং যথাচারং যথাস্থিতি।
স্থীয়তাং মুচ্যতামন্তর্ভোগজালমবাস্তবম্ ॥৪৬

যথাক্রমং—স্বস্ব অধিকারানুরূপং; যথাশাস্ত্রং—তাদৃশ-অধিকারিক-চিত্তশুদ্ধ্যাদি-অনুকূল শাস্ত্রাদিরূপম; যথাচারং—পূর্ব্ব পূর্ব্ব-আচার্য্য প্রবর্ত্তিত-সম্প্রদায়ানুরূপম, যথাস্থিতি—তত্রাপি একৈকভূমিকায়াং যাবৎ পরিপাকং স্থিতিঃ অনতিক্রম্য। আপন আপন অধিকারের অনুরূপ; যে যে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ পালনে চিত্তশুদ্ধি হয় সেই সেই শাস্ত্রমত; গুরু আচার্য্যপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় মত; এবং এক ভূমিকার স্থিতিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্যভূমিকার কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়া—এই সমস্ত কার্য্য করিতে থাক এবং মনে মনে অখিল ভোগ সমুদায়কে মিথ্যা ক্ষণিক অসার জানিয়া মুক্ত হও। তোমার বৈরাগ্য—তোমার শম—তোমার দম সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হউক।

উৎকৃষ্ট পুরুষকার অবলম্বন কর, পুনঃ পুনঃ যত্ন কর, উদ্যম কর এবং উদ্বেগরহিত হইয়া যথাশাস্ত্র সাধনতৎপর হও—কেননা সিদ্ধি হইবে?

যথাশাস্ত্রং বিহরতা ত্বয়া কার্য্যা ন সিদ্ধিষু।
চিরকাল পরিপক্কা সিদ্ধি পুষ্টকলা ভবেৎ ॥৫৩

যিনি যথাশাস্ত্র কার্য্য করেন, তাঁহার কেন সিদ্ধি হইতেছে না বলিয়া আদৌ উদ্বেগ রাখা কর্ত্তব্য নহে; বহুকাল কার্য্য করিলে সিদ্ধি পুষ্টফল প্রদান করিবেই। তুমি শোক করিওনা; ভয় করিওনা; অতি ক্লেশ করিওনা; গর্ব্ব ও নির্ব্বন্ধ রাখিওনা; যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিয়া চল; "ব্যবহারো যথাশাস্ত্রং ক্রিয়তাং মা বিনশ্যতাম্" তোমার জীব বহু বিষয়ে লিপ্ত হইলেও যেন উদ্দাম ইন্দ্রিয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অন্ধকূপ স্বরূপ সংসার গর্ত্তে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। আর অধোগতি প্রাপ্ত হইওনা।

"ইদং বিচার্য্যতাং শাস্ত্রমস্ত্রমাপন্নিবারণম্।" প্রতিদিন সর্ব্ববিধ আপদ্ নিবারক এই যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্র বিচার কর। ইহা অবশ্যই সর্ব্বসিদ্ধ হইবে।

জীবমুদ্রা চ কিং পঙ্কে ভোগগন্ধো নিরস্যতাম্।৫৪
কি মর্থ মাত্রয়া কার্য্যমার্য্যাঃ শাস্ত্রমবেক্ষ্যতাম্ ॥৫৪

অতিশয় গ্রীষ্ম সন্তপ্ত পল্বল দুর্গন্ধি পঙ্কসদৃশ সংসারে পুনঃ পুনঃ মণ্ডূকের মত জন্মিবে মরিবে—এই ভাবে জীবিতাশা কেন রাখিবে তাই বল। হে আর্য্য! হৃদয় হইতে ভোগবাসনা দূর কর—ভোগ্যবস্তু অর্জ্জন কেন করিবে? সত্বর সংশাস্ত্র অবলম্বন কর।

ইদং বিম্বমিদং বিম্বমিতি সত্যং বিচার্য্যতাম্।
ধিয়া পর প্রেরণয়া যাত মা পশবো যথা ॥৫৫

এই বিম্ব, এই বিম্ব এই সত্য বিচার কর। পশুবৎ অপর বস্তুদ্বারা বুদ্ধির প্রেরণা করা অনুচিৎ।

রাম—বিম্ব ও প্রতিবিম্ব ধরিয়া বিচার কিরূপ করিতে হইবে ভগবন্! স্পষ্ট করিয়া তাহা বলুন।

বশিষ্ঠ—(১) এই যে অপার পর্য্যন্ত নভ মত নীল কি ঝুলিতেছে মনে কর এই মহাকাশ মত বস্তুই আপনি-আপনি ব্রহ্ম। যখন কিছু

না থাকে তখনও ইনি আপনি-আপনি। স্থান নাই, কাল নাই ইনি আছেন। কোথায় আছেন? কেবল সময়ে আছেন? কে বলিবে—স্থান নাই, কাল নাই; ইহার নির্দ্দেশ করিবে কে? স্থান কাল ভিন্ন কোন কিছুর ধারণা মানুষ করিতে পারেনা। কাজেই আপনি-আপনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়—কোথাও নাই অথচ যেখানে মনে করিব সেইখানে তিনি।

(২) একটি প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করা হইল। এখনও জল উঠে নাই। মহাকাশ লইয়াই এই জলশূন্য জলাশয় দেখা যাইতেছে। জলশূন্য জলাশয় দ্বারা যেন সেই সীমাশূন্য, পরিচ্ছেদ শূন্য মহাকাশ খণ্ডিত মত দেখা গেল। এই খণ্ডিত মত মহাকাশকে বল সগুণব্রহ্ম—মায়াখণ্ডিত ব্রহ্ম—বা ঈশ্বর চৈতন্য।

(৩) জলাশয়ে জল উঠিল। আর জলের উপরে মহাকাশের ছায়া ভাসিল। এই প্রতিবিম্ব আকাশকে বলা হউক জীব চৈতন্য।

মহাকাশ হইতেছেন বিম্ব আর জলপ্রতিবিম্ব আকাশ হইতেছে প্রতিবিম্ব। জলাশয়ে যখন জল উঠে নাই—তখন ঐ প্রকাণ্ড খাদ হইতেছে মহাকাশের প্রথম উপাধি। এই উপাধি খণ্ডিত মত বিম্ব মহাকাশই বিম্ব চৈতন্য। আবার জলাশয়ে জল যখন উঠিল তখন জলে প্রতিবিম্বিত মহাকাশই সেই বিম্ব মহাকাশেরই প্রতিবিম্ব। উপাধি অসত্য কিন্তু এখানেও প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যে বিম্ব চৈতন্যকে দেখাইতেছে তাহার সহিত মায়া খণ্ডিত চৈতন্যের কোন ভেদ নাই। এই অভিন্ন ভাবে যিনি এই বিম্ব চৈতন্য, এই বিম্ব চৈতন্য এই সত্য বিচার করেন—আর বুদ্ধিকে অন্য সমস্ত অসত্য প্রেরণা হইতে নিরুদ্ধ করেন তিনিই জীবন্মুক্ত হয়েন। বিম্ব ভাবনা করিয়া করিয়া ইঁহার দর্শনই সম্যক্ দর্শনে। রাম ২২ সর্গের উপদেশ স্মরণ কর।

কে আমি? কিরূপে আমি হইলাম বিচার কর।
কোহং কথমিদং চেতি যাবৎ ন প্রবিচারিতম্।
সংসারাড়ম্বরং তাবদন্ধকারোপমং স্থিতম্ ॥২২

দেহে অহং ত্যাগও অহংকে আকাশমত কর।
মিথ্যাভ্রমভরোদ্ভূতং শরীরং পদমাপদাম্।
আত্মভাবনয়া নেদং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৩

শরীরের সুখদুঃখ ন মম। দেবকালবশোত্থানি ন মমেতি গতভ্রমম্।
শরীরে সুখ দুঃখানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৪

অহং আকাশবৎ সীমাশূন্য। অপার পর্য্যন্ত নভো দিক্কালাদি ক্রিয়ান্বিতাম্।
অহমেবেতি সর্ব্বত্র যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৫

সর্ব্ব সম্পর্ক শূন্য অতি সূক্ষ্ম অহং। বালাগ্রলক্ষভাগাত্তু কোটিশঃ পরিকল্পিতাৎ।
অহং সূক্ষ্ম ইতি ব্যাপী যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৬

সর্ব্বত্র সর্ব্ব বস্তু চিৎ জ্যোতিমাত্র। আত্মানমিতর চ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া।
সর্ব্বংচিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

চিৎই সর্ব্বশক্তিমান্ ভিতরে বাহিরে আর কোন কিছু নাই। সর্ব্বশক্তিরনতাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।
অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২

অন্যপ্রকারে ইদং বিম্বমিদং বিম্বং বলিতেছি শ্রবণ কর।

বাহিরে পর্ব্বত বন বৃক্ষলতা যাহা কিছু দেখ তাহা বিষয়-আকারে আকারিত চিত্তই। চিত্তের স্বভাব হইতেছে বৃত্তিরূপে সর্ব্বদা পরিণত হওয়া। বৃত্তি বলে উপজীবিকাকে। বিষয় আকারে আকারিত চিত্ত বা চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত যে চিৎএর প্রতিবিম্ব সকল তাহারা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই, ইহারা সেই বিম্বই।

আবার চিত্ত যখন বিষয়াকারে আকরিত না হয় তখন অন্তঃকরণে প্রতিফলিত যে শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য তাহাও বিম্ব।

প্রতিবিম্বটা ও তাহার উপাধি যাহা তাহা অসত্য। বিম্বই সত্য। অন্তঃকরণরূপ অসত্য উপাধিতে যে তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং ইহারই সমান, নিয়ত চিদাভাস বিম্বভূত ব্রহ্ম চৈতন্য এই দুই বিম্বের যে ভেদ তাহা মিথ্যা—এক বিম্ব—সর্ব্বত্র প্রতিফলিত হইয়া বিভিন্ন মত দেখাইলেও প্রতিবিম্ব মিথ্যা—বিম্বই অখণ্ড সত্য। প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্যই অবশেষ থাকেন—এই বিচার সর্ব্বদা কর।

দৌর্ভাগ্যদায়িণী দীনা শুভাহীনা বিচারণা।
ঘন দীর্ঘমহানিদ্রা ত্যজ্যতাং সম্প্রবুধ্যতাম্ ॥ ৫৬
সুস্তং মা স্থীয়তাং বৃদ্ধ কচ্ছপেনেব পল্বলে।
উত্থান মঙ্গীক্রিয়তাং জরামরণ শান্তয়ে ॥ ৫৭

জীবন ধন পশু পুত্রাদি সাংসারিক বিচারই হইতেছে তোমার শুভহীন বিচারণা বা অশুভ বিচার। এই অশুভ বিচারই তোমার দৌর্ভাগ্য আনয়ন করে, তোমাকে দীনহীন করিয়া রাখে। ইহাই তোমাকে ঘন দীর্ঘ মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তুমি এই অশুভ বিচার ত্যাগ কর—করিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার অবলম্বনে সম্যকরূপে প্রবুদ্ধ হও। পল্বল মধ্যে—অতি ক্ষুদ্র জলাশয় মধ্যে জরা জীর্ণ বৃদ্ধ কচ্ছপের মত সুপ্ত থাকিবে কেন? জরামরণ শান্তির জন্য বিচারোত্থান অঙ্গীকার কর।

অর্থ সম্পত্তি অনর্থের হেতু, ভোগ সকল ভবরোগপ্রদ জানিও। সমস্ত আপদকে সম্পদ বিচার কর আর অনাদরকে জয় স্বরূপ জানিও। লোকের মঙ্গলপ্রদ লোক তন্ত্রের অনুসরণ কর, শুভ ব্যবহার যাঁহারা করেন তাঁহাদের বিচার অবলম্বন করিয়া কার্য্য কর, শাস্ত্রানুসারে নিত্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর—এইরূপ কর্ম্ম করিয়া শুভ ফল লাভের জন্য সচেষ্ট হও।

আচার-চারু-চরিতস্য বিবিক্তবৃত্তেঃ
সংসার সৌখ্য ফল দুঃখদশাস্ব গৃধ্নোঃ।
আয়ুর্যশাংসি চ গুণাশ্চ সহৈব লক্ষ্ম্যা
ফুল্লন্তি মাধবলতা ইব সৎফলায় ॥ ৬০

বিবিক্তবুদ্ধের্বিবেকী বুদ্ধেঃ। অগৃধ্নোঃ অনভিলাষস্য। ফুল্লন্তি-বিকসন্তি। মাধবলতা ইব বসন্তকাল-পল্লবিত লতাইব। সৎ ফলায় উত্তম ফলায়।

যাঁহারা সদাচার পালন দ্বারা চরিত্রবান্, যাঁহারা বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কার্য্য করেন, যাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ দশার উপভোগে অভিলাষী নহেন, তাঁহাদের জন্যই আয়ু, যশ, গুণ ও সম্পদ্ বসন্তকালে পল্লবিত লতার ন্যায় সৎ ফল প্রদানে উল্লসিত হয়।

যোগবাশিষ্ঠে স্থিতি ৩৩ সর্গঃ।

অহঙ্কার বিচার ও তপস্যায় মৃত্যুজয়।

"শুভোদ্যোগং ন সন্ত্যজ"—শাস্ত্রীয় মোক্ষ সাধনে—জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যে উদ্যোগ—যে শুভ চেষ্টা তাহা কিছুতেই ত্যাগ করিও না। সাধনা কর—সিদ্ধিলাভ হইবেই। যে বিষয় লাভে যত্নাতিশয্য করিবে তোমার সেই অভিলাষ অবশ্যই সফল হইবে। "সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ" সর্ব্বদা অভ্যাস কর, সর্ব্বদা ইহার বিচার কর—নমঃ—ন মম সর্ব্বদা অভ্যাস কর—বৈরাগ্য আসিবেই—তখন সর্ব্বদা স্বরূপ ভাবনা কর।

শুভ উদ্যমে—নন্দিকেশ্বর এক জন্মেই মৃত্যু জয় করিয়া শিবের অনুচর হইয়া ছিলেন। দানব ব'ল শুভ উদ্যম করিয়া দেবতাগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া ছিলেন। মরুত্ত যজ্ঞে মহর্ষি সম্বর্ত্ত উদ্যোগ বলে ব্রহ্মার ন্যায় অপর সুর—অসুর সৃজন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ চেষ্টা দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। যে উপমন্যু ভাগ্যহীনতা প্রযুক্ত বহু রোদনের পর অতি কষ্টে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টাম্বু পান করিয়া অমৃত পান করিতেছি মনে করিয়াছিলেন সেই উপমন্যুই তপঃ প্রভাবে ভগবান শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষীর সমুদ্র বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। যে কাল—যমের নিকটে ব্রহ্মা বিষ্ণুও তৃণবৎ শ্বেত নামক মুনি তপো-বলে সেই কালকেও জয় করিয়া ছিলেন। সাবিত্রী উদ্যোগ বলেই মৃত স্বামীকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন।

রাম—ভগবন্। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই। এই জন্মেই মৃত্যুজয় ও করা যায়। নন্দিকেশ্বর এই জন্মেই তপস্যা দ্বারা মৃত্যুজয় করিয়া ছিলেন। নন্দিকেশ্বর কে ছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বশিষ্ঠ—শিলাদ নামা কিল মুনিঃ সর্ব্বজ্ঞং পুত্রং কাময়মানস্তপসা ভগবন্তং রুদ্রং প্রসাদয়ামাস। তস্মৈ চিরেণ তপসা প্রসন্নো বরং দাস্যন্ কিল স ভগবানুবাচ—ন মত্তোঽন্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবতি। অতোঽহং

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষ নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহাশয় প্রণীত গ্রন্থাবলী কি ভাষায় গৌরবে, কি ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটনে, কি মানব-হৃদয়ের ঝঙ্কার বর্ণনায় সর্ব্ব-বিষয়েই চিত্তাকর্ষক। সকল পুস্তকই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও সংবাদপত্রাদিতেও বিশেষভাবে প্রশংসিত। প্রায় সকল পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী।

১। গীতা প্রথম ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] বাঁধাই ৪৷৷০
২। " দ্বিতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০
৩। " তৃতীয় ষট্‌ক [দ্বিতীয় সংস্করণ] " ৪৷৷০
৪। গীতা পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০।
৫। ভারত-সমর বা গীতা-পূর্ব্বাধ্যায় (দুই খণ্ড একত্রে) বাহির হইয়াছে। মূল্য আবাঁধা ২৲, বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।
৬। কৈকেয়ী [দ্বিতীয় সংস্করণ] মূল্য ৷৷০ আট আনা
৭। নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি—বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ আনা।
৮। ভদ্রা বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১।০
৯। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ [দ্বিতীয় খণ্ড] মূল্য আবাঁধা ১।০
১০। বিচার চন্দ্রোদয় [দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ৯০০ পৃঃ মূল্য— ২৷৷০ আবাধা, সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই ৩৲
১১। সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব [প্রথম ভাগ] তৃতীয় সংস্করণ ৷৷০
১২। শ্রীশ্রীনাম রামায়ণ কীর্ত্তনম্ বাঁধাই ৷৷০ আবাঁধা ।০

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি।

অর্থাৎ—বঙ্গদেশীয় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কুলপ্রথা সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়। ২৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে চারি আনা অধিক লাগে বলিয়া, অনেক ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া ক্ষতি করেন। খামের মধ্যে বার আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হয়। দশ বা ততোধিক লইলে কমিশন দেওয়া যায়। পত্রে জ্ঞাতব্য। প্রাপ্তিস্থান ডাক্তার শ্রীবটকৃষ্ণ গাঙ্গুলী ২৩, নং গোপাল লাল চৌধুরীর লেন, সানাপাড়া, বোটানিক গার্ডেন পোঃ আঃ, হাওড়া, অথবা কলিকাতা ১৬২ নং বহুবাজার উৎসব কার্য্যালয়।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্য ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্য চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।]   মাঘ, ১৩৩২ সাল।   [১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও
১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"
শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩২ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

বৈদিক আর্য্যের ৺সরস্বতী পূজা।

(১)

আজ কাল হিন্দুস্থানে বাস করিলেই হিন্দু হওয়া যায়। আফ্রিকা দেশে ভারতের যে কেহ গমন করে সেও হিন্দু—তা সেই সব ব্যক্তি মুসলমানই হউক, পারসীই হউক, বা দেশী খৃষ্টানই হউক। আবার জার্ম্মাণ, ইংরাজ, রুসিয়ান, ফ্রেঞ্চ সকলেই আর্য্য। এই হিন্দু বা এই আর্য্যের জন্য ৺সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা নাই। ইহাদের এই পূজার সামর্থ্য নাই বলিয়াই নাই।

বৈদিক আর্য্যের জন্যই পূজার ব্যবস্থা। বৈদিক আর্য্য নাই বলিলেই চলে। তাই পূজাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি বড় একটা হয় না। বেদের আচার, বেদের অনুষ্ঠান পালন করিয়া চলেন এরূপ আর্য্য আজ কয় জন আছেন? বিচেয় তারকা শর্ব্বরীর মত আজ ভারতাকাশতলে কোথাও কোথাও এইরূপ দুই একটি তারকা মিট্ মিট্ করিতেছে। তাই পূজার ব্যাপারও মিট্ মিট্ করিতেছে। সে বিশ্বাস নাই, সে শ্রদ্ধা নাই, সে ভক্তি নাই, সে কর্ম্ম নাই, সে আচার নাই। মানুষ এখন ধর্ম্মের ব্যভিচার করে, অনুষ্ঠানের ব্যভিচার করে, পবিত্রতার ব্যভিচার করে, সতীত্বের ব্যভিচার করে, কিন্তু বুঝে না যে, সে পাপ করিতেছে; কেহ দেখাইয়া দিলেও স্বীকার করে না যে, তাহাতে পাপ হয়। মানুষ এখন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলাকে পাপ বলে না—শাস্ত্রবিধিকে নিজের ব্যভিচারী হৃদয়ের

মত গড়িয়া লওয়াকে পাপ বলে না। গুরু, মন্ত্র, ইষ্টদেবতা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছা মত চলাতেও আজ কাল পাপ হয় না। এই ত ভারতের অবস্থা। তথাপি কুমারটুলীতে বহু সরস্বতী মূর্ত্তি দেখা যায়—কত রকমের এই সব মূর্ত্তি। বৈদিক আর্য্যের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম এই সমস্ত মূর্ত্তি—এই সমস্ত পূজা এখন কোন্ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আর যেন বলাও যায় না। তবুও কিছু বলিতে হইবে। তাহাই হউক।

(২)

প্রথম কথা হইতেছে, দেবতার সঙ্গে যদি পরিচয় না থাকে, তবে পূজা হয় কার? "দেবে পরিচয়ো নাস্তি বদ পূজা কথং ভবেৎ?" আবার "তাবৎ পূজাং ন মনুতে যাবৎ পরিচয়ো নহি" যাবৎ পরিচয় না হয় তাবৎ দেবতা, পূজকের পূজা জানিতেই পারেন না। এই অপরিচয় পক্ষে দেবতার পূজা দুর্ঘট দেখান হইল।

ভাল, যখন পরিচয় হয়, তখন ত পূজা হইবে? তাহাও ত দুর্ঘট। "জাতে পরিচয়ে দেবঃ পূজামপি ন কাঙ্ক্ষতি" আবার পরিচয় হইয়া গেলে দেবতা পূজাও চান না। এখানেও পরিচয় পক্ষে পূজা দুর্ঘট হইয়া যায়।

মা সরস্বতি! যখন তুমি সচ্চিদানন্দরূপিণী, নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণী, যখন আর দ্বিতীয় কোন কিছু নাই, তখন কোন্ বিধিতে তোমার পূজা হইবে? পূর্ণের আবাহন কোথায়? সকলের আসন যিনি—সকলের বস্তুর আধার যিনি, তাঁর আবার আসন কি? যিনি নিতান্ত স্বচ্ছ, নিতান্ত নির্ম্মল, সূক্ষ্ম, তাঁর পাদ্য অর্ঘ্য কিরূপ? যিনি পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ তাঁহার আচমনে প্রয়োজন কি? যে চৈতন্য-রূপিণী সদা নির্ম্মল তাঁহার স্নান কোথায়? যিনি বিশ্বোদরী তাঁহাকে বস্ত্র পরাইবে কিরূপে? যিনি আপনি আপনি—কোন কিছুতে লগ্ন হন না, তাঁহার গলদেশে কোন্ উপবীত ঝুলাইয়া দিবে? যাঁহা অপেক্ষা সুন্দরী আর কেহ নাই, তাঁহাকে কোন আভরণ পরাইয়া সুন্দরী করিবে? যিনি নির্লিপ্ত, তাঁহার গন্ধ লেপ কি? যাহার কোন বাসনা নাই তাঁহাকে পুষ্প দিয়া কোন্ আঘ্রাণবাসনা জাগাইবে? যিনি কোন গন্ধ গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে কোন্ ধূপ দিবে? যিনি স্বপ্রকাশ তাঁহাকে কোন্ দীপ দিবে? নিত্যতৃপ্তাকে নৈবেদ্য, নিষ্কামকে ফল, সর্ব্বগুণ-প্রভুকে তাম্বুল, নিত্যানন্দকে দক্ষিণা—এ সব কিরূপে হইবে? যিনি আপনি আপনি প্রকাশ, তাঁহাকে আরতি আর কি করিবে? যিনি আকাশের মত সীমাশূন্য, তাঁহার প্রদক্ষিণ হইবে কিরূপ? যিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই—তাঁহাকে প্রণাম করিবার লোক কোথায়? যিনি ভিতরে বাহিরে পূর্ণ তাঁহার

সম্বন্ধে মূদ্রা আসন কি? সত্যই নির্গুণা যিনি, তাঁহাকে পূজা করা যায় না। "ন জানে ক পলায়ন্তে ধূপদীপাদ্যস্তাদয়ঃ। অস্মাকং দেবপূজায়াং দেব এবা—বশিষ্যতে॥" নির্গুণ সাধকের দেবপূজাতে ধূপদীপ আতপাদি কোথায় পলায়ন করে জানিনা—এমন সাধকের বা সিদ্ধের পূজায় শুধু দেবতাই থাকেন। একমাত্র দেবতাই আছেন, এই বুদ্ধি লইয়া পূজা করিতে গেলে যখন পূজার ক্রম ভুল হইয়া যায়, তখন পূজার বিঘ্ন ঘটে। আবার এই বিঘ্ন যখন ঘটে তখনই পূর্ণ পূজার ফল পাওয়া যায়। "পূজায়াং জায়তে বিঘ্নং পূর্ণপূজাফলং হি তৎ"। তাই নির্গুণ উপাসক বলেন—

আনন্দঘন গোবিন্দ পূজনারম্ভকর্ম্মণি।
বোধে স্ফুরতি মোহাত্মা যজমানঃ পলায়িতঃ॥

আনন্দঘন গোবিন্দের পূজারম্ভ কর্ম্মে যখন দিব্যজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তখন মূঢ়বুদ্ধি যজমান পলায়ন করে।

(৩)

সত্যই যখন তুমি আপনি আপনি স্বরূপে থাক, তখন তোমার পূজার কেহই নাই। কিন্তু তুমি—রূপ ও অরূপের প্রকাশয়িত্রী, গুণাতীতাও তুমি, আবার সকল গুণময়ীও তুমি। কি স্থূলে কি সূক্ষ্মে, কোন্ বিষয়ে তুমি নাই? তোমাকে পাওয়াও তখন যায় না, তোমার তত্ত্বও কেহ জানে না। "ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেহপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে" একথা সত্য, তথাপি তুমি "বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবরনমিতে নিষ্কলে শুদ্ধরূপে" তুমি বিশ্বময়ী আবার বিশ্বের অন্তরালেও তুমি—শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ তোমাকে নমস্কার করেন। তুমি কলাতীতা ও নিত্যশুদ্ধস্বরূপা। দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিতে হয়—চৈতন্য হইলেই চৈতন্যের পূজা চলে। জড়দ্বারা চৈতন্যের পূজা হয় না। আমরা যুক্তি দিয়া বুঝি আমরা চেতন। শাস্ত্র যুক্তি দিয়া বুঝাইতেছেন কোন মানুষেরই, কোন জীবেরই, মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই—আর জীবের সুখ দুঃখ বলিয়াও কিছু নাই। মানুষ বুঝিতেও পারে সে আত্মা, সে দেহও নহে, মনও নহে। কিন্তু মায়ার প্রভাব এত বেশী যে, ব্যবহার কালে সে ইহা মনে রাখিতে পারে না—বড় দুঃখ করে, বড় "আমার" "আমার" করে। মায়ার বন্ধনে ব্যাকুল হইয়া নরনারী সর্ব্বদা ভ্রমে পড়িয়া যা তা করে। মানুষকে এই ভ্রমরাশি হইতে, এই দুঃখ হইতে, এই অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তুমি না জন্মিয়াও জন্মধারণ কর, নিরাকারা হইয়াও সাকারা

হও, সুখদুঃখের অতীতা হইয়াও আনন্দময়ী হও, করুণাময়ী হও। জীবকে নির্ম্মল করিবার জন্যই তুমি রূপ ধরিয়া পূজা গ্রহণ করিয়া থাক।

(৪)

বৈদিক আর্য্য যদি কেহ হইতে চাও এস, আমরা মায়ের পূজা করি। মা সরস্বতীই নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন "ভক্তিশ্রদ্ধাঽভিযুক্তস্য ষণ্মাসাৎ প্রত্যয়ো ভবেৎ।" শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া বেদমন্ত্র দ্বারা মা সরস্বতীর পূজা নিত্য করিলে —এবং স্তব পাঠ করিলে, মা দেখা দিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞান প্রদান করেন।

"অশ্রুতো বুধ্যতে গ্রন্থঃ প্রায়ঃ সারস্বতঃ কবিঃ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং বিপ্রাঃ সা হোবাচ সরস্বতী ॥"

(৫)

দাঁড়াও দেখি ঐ রূপের নিকটে--দেখ দেখি ঐ অঙ্গকান্তি! নীহারের ধবলতা, মুক্তার ধবলতা, কর্পূরের ধবলতা, চন্দ্রের ধবলতা—কাহার সহিত উহার তুলনা দিবে? ঐ গম্ভীর মূর্ত্তিতে কি আনন্দ ছড়াইয়া পড়িতেছে! আহা! তোমার আমার মত দুর্ভাগ্য জীবকে কল্যাণ দিবার জন্যই মা আমার বরদণ্ডমণ্ডিতকরা। দেখ দেখি ঐ সুবর্ণময়ী চম্পকমালে মায়ের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! প্রণাম না করিয়া কি থাকা যায়? নিস্তরঙ্গ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মসমুদ্রের প্রথম স্পন্দনই মা তুমি। যেখানে স্পন্দন সেইখানেই শব্দ। তোমার হস্তে বীণা নিরন্তর শব্দ ঝঙ্কার তুলিতেছে। তুমি বাগ্‌বাদিনী—সকল শব্দের মাতা তুমি। তুমি বেদমাতা। তুমি যে শব্দ কর, সেই শব্দ হইতে জগৎ ভাসে। মা তুমি ভবসন্তাপ নির্ব্বাপণের সুধানদী—কি সুন্দর ঐ চন্দ্রলেখালঙ্কৃত ঐ চূর্ণ কুন্তলরাজি! ভবরাণি! তুমিই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখকমল বনের হংসবধূরূপিণী। আহা! যদি একবার এই সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী মানুষের মানসসরোবরে বিহার করেন, তবে মানুষের কি হয়? ঐ সুন্দর আরক্ত ওষ্ঠ! ঐ সর্ব্বাভরণ ভূষিত মুর্ত্তি কত সুন্দর হইয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিয়া যায়। এস এস এই শ্বেতপদ্মোপরিসমাসীনা, শ্বেতদীপ্তিশালিনী, শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত, শ্বেতবীণাধারিণী ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতি দেব বন্দিতা, জড়তানাশিনী এই মহাদেবীকে প্রণাম কর। বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ সমস্ত শাস্ত্র বিদ্যালয় সমূহকেও প্রণাম কর। প্রণতজন মনোমোদ সম্পাদয়িত্রী, মুরহরদয়িতে, হিমরুচিমুকুটে, বল্লকী-ব্যগ্রহস্তে মা আমাদের প্রতি কৃপা কর। প্রার্থনা করিতেও আমরা জানি না, যাহাতে আমরা তোমার পূজা করিতে পারি, তোমাকে চিন্তা করিয়া অন্য সমস্ত চিন্তা হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারি—শুধু তোমাকে দেখিতে,

তোমার কথা শুনিতে, তোমাকে সর্ব্বদা লইয়া থাকিতে পারি—তুমি তাহাই করিয়া দাও। শুনি—

যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তিমুক্তিঞ্চ বাঞ্ছতি।
সোঽভ্যর্চ্চ্যৈনাং দশশ্লোক্যা নিত্যং স্তৌতী সরস্বতীম্॥

যে কেহ মায়ের ভাব ভরা কবিত্ব চায়, সকল অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে নির্ভয় হইয়া থাকিতে চায়; যদি কেহ মায়ের সর্ব্বপ্রকার প্রসাদ ভোগ চায়, আর শেষে মুক্তি চায়, তবে বেদোক্ত দশশ্লোকী মহামন্ত্রে সে যেন নিত্য মা সরস্বতীর পূজা করে।

সময়-মহামূল্য নিধি।

জীবনের ভরসা কি? তুমি ত নানাভাবে বলিতেছ—সময় বৃথা নষ্ট করিও না, যতটুকু সময় হাতে পাও তাহার ব্যবহার কর—সদ্‌ব্যবহার কর—তাহাকে স্মরণ কর, ক্রমে তুমি আমার সব সুবিধা করিয়া দিবে—ইহাও ত শতবার দেখাইয়া দিয়াছ—তবে কেন বলিবে সংসারের কাজ করিতে ছুটিতে হইবে—সময় ত পাইনা—কখন তোমায় ভজিব? এই কথা গুলি ছাড়। যতক্ষণ এই কথা কহিতেছ—যতক্ষণ এই সব কথা গ্রাহ্য করিতেছ--ততক্ষণও ত যাহা অগ্রাহ্য করিবার কথা, তাহা গ্রাহ্য করিয়া মহামূল্য সময় নষ্ট করিতেছ। শ্রীভগবান্ যে বলিতেছেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিও না, তাহা মন হইতে তাড়াইয়া দাও—তাহা অগ্রাহ্য কর; ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও ভাবিওনা, তাহাও অগ্রাহ্য কর, তাহার ভাবনাও মন হইতে তাড়াইয়া দাও—উপস্থিত কি লইয়া আছ, উপস্থিত কি ভাবনা করিতেছ—উপস্থিত কি স্মরণ করিতেছ তাহাই লক্ষ্য কর; করিয়া স্মরণ কর গ্রাহ্য করিবার বস্তুটি তুমি, আর সমস্তই অগ্রাহ্যের বস্তু। মন হইতে সমস্ত তাড়াইয়া দিয়া নাম কর; নাম করিতে করিতে সব ভাবনা মন হইতে দূর করা যায় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত কর—করিয়া যতটুক সময় পাও যে অবস্থায় পাও তাহারই সৎব্যবহার কর, দেখ দেখি সে তোমার হৃদয়ে সব সময়ে সাড়া দেয় কিনা?

নাম করিয়া করিয়া সময়ের সৎ ব্যবহার কর। এই তোমার প্রধান সাধনা হউক। তোমার কর্ম্ম অনুসারে সংসার তোমায় কর্ম্ম দিতেছে, ইহা ত দিবেই। তথাপি তারে স্মরণ করিবার জন্য সময় আছেই। কত সময়—মিথ্যা ভাবনা, মিথ্যা কার্য্য, মিথ্যা হা হুতাশ লইয়া নষ্ট করিতেছ তাহা দেখ। আর সময় নষ্ট করিওনা।

নাম যে করিবে তাহা কিরূপে করিবে জান? "মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে" ধ্যান নিরত হইয়া আমার উপাসনা কর। ধ্যান বলে চিন্তাকে। রূপের চিন্তাও ধ্যান, গুণের ভাবনাও ধ্যান, লীলার ভাবনাও ধ্যান, স্বরূপের ভাবনাও ধ্যান। রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ ইহার কোন একটির ভাবনা লইয়া নাম কর; ইহাও যদি না পার, ইহার কোনটিতেও যদি লাগিতে না পার, তবে আরও সহজ উপায় বলিতেছি কর, পারিবেই। এই সহজ উপায় হইতেছে প্রার্থনা। কোথায় কোন্ রাজ্যে পড়িয়াছ বিচার কর। একদিন তাহারই কাছে ছিলে, তার আদরেই ভরিয়া থাকিতে, অগ্রাহ্যের বিষয়কে গ্রাহ্য করিয়া পাপ করিয়াছিলে, তাই তার কাছে থাকিতে পারিলে না—আবার সে ভিন্ন যাহা গ্রাহ্য করিয়াছ তাহা অগ্রাহ্য কর—আবার তার কাছে যাইতে পারিবে। যেখানে পড়িয়াছ সেখানে গ্রাহ্য কি করিবে বল? যাহা কিছু করিবে বা ভাবিবে বা বলিবে তাহাতেই তাহাকে স্মরণ কর—যাহা করিবে, ভাবিবে, বলিবে তাহা তাহাকে মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়া করার অভ্যাসটা পাকা কর, তবেই জীবনকে সফল করিতে পারিবে। যেখানে পড়িয়াছ, এটা তার নিত্য রাজ্য নয়—এটা অস্থায়ী রাজ্য। এরাজ্যে যে তুমি বিতাড়িত হইয়াছ তাহা তোমার পাপের জন্য, এখানে কর্ম্ম ভোগ করিতেই হইবে। কর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে করিয়াছ তাহা সন্তুষ্ট মনে ভোগ করিয়া যাও, ভোগ করিতে করিতে, তাহার দিকে চাহিয়া তাহার নাম কর, সহ্য কর আর নাম কর—আবার স্বস্থানে যাইতে পারিবে। যে পৃথিবীতে তুমি পড়িয়াছ—তাহার স্বরূপ বিচার না করিলে পৃথিবীর ঈশ্বরকে ভজন করা হইবে না। তাই ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন—"অনিত্যমসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" এই যে মর্ত্ত্যধাম ইহা অনিত্য—ইহাতে সুখলেশও নাই। এখানে সব ক্ষণিক, সব ক্ষণস্থায়ী, এখানে সব অল্প ইহা জান। জানিয়া আমার ভজনা কর।

ঐ যে বলিতেছিলাম নাম কিরূপে করিবে জান—তাহার উত্তরে বলিতেছি প্রার্থনা করিতে করিতে নাম কর। তোমার মনে কত কি যে ভাবনা উঠে

তাহাই তোমার নাম করার বিঘ্ন। তুমি প্রার্থনা কর আর সমস্ত ভাবনাই ত ক্ষণস্থায়ীর ভাবনা, অন্সের ভাবনা—ভগবান্ এই মায়ার ভাবনা আমার মন হইতে দূর করিয়া দাও এইটি ভাবিতে ভাবিতে নাম কর। নাম করিবার সময় নাভিতে অগ্রে মনকে ধর, পরে হৃদয়ে মনকে ধরিয়া নাম কর বা ভ্রূমধ্যে নামকে বসাইয়া নাম কর। নাম করিতে করিতে যখন অবশ হইয়া যাও তখন সহস্রারে যাও—গিয়া স্থির শান্তভাবে সেই জ্যোতি-সমুদ্রে ডুবিয়া আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় ভাবনা করিয়া নাম কর। নামকে বসাইবার তিনটি স্থান। ১। হৃদয় ২। ভ্রূমধ্য ৩। সহস্রার। আর একটি স্থান আছে সেটি নাভি। যাঁহারা কোন প্রকার যোগ করেন তাঁহাদের জন্য অতি আবশ্যক এই নাভি। প্রথমে নাভির কার্য্য করিয়া, হৃদয়ে শক্তি ও শক্তিমানের সুস্পষ্ট মূর্ত্তির পূজা কর। এই দুই মূর্ত্তি যখন ভ্রূমধ্যে ধ্যান করিবে তখন প্রণবের ভিতরে দুই মূর্ত্তি এক হইয়াছে—তখনও ইহা শক্তি ও শক্তিমান মিলিত মূর্ত্তি বটে—ইহা অর্দ্ধনারীশ্বর। যখন সহস্রারে ইঁহারা গমন করেন তখন দুই থাকেনা—এক হইয়া যায়। এই একের মূর্ত্তি ত্রিকোণের ভিতরে যুগলহংসের উপরে অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র এই তিন বেষ্টিত হইয়া। ইহার পরে আর মূর্ত্তি নাই। শুধু জ্যোতি—শুধু মহিমা মণ্ডিত পরম সত্য।

যতক্ষণ মনে অন্য ভাবনা উঠে ততক্ষণ তুমি মন্মনা হইতে পার নাই। মন্মনা হইবার জন্য নাম অবলম্বন কর—প্রার্থনা করিতে করিতে নাম কর, ধ্যান করিতে করিতে নাম কর—শ্রীভগবান্ তোমার কাছে আর কিছুই চাননা—চান শুধু তোমার মনটি। মনটি তাঁহাকে দাও—মন, সে ছাড়া যাহা ভাবনা করে তাহাতেই ব্যাভিচার হয়। সর্ব্বপ্রকার ব্যাভিচার শূন্য হইয়া মনটি তাঁহার নাম করুক, তাঁহার ধ্যান করুক, জীবন সফল হউক।

———

কি বুঝিতেছ ?

বুঝিতেছি কিছুই ত করা হইল না। দিন ত গেল কিন্তু হইল কি ? গুরু কত আদর করিয়া—কত আশীর্ব্বাদ করিয়া কত শিখাইলেন কিন্তু মূর্খ আমি—আমি কিছুই ত মনের মত করিয়া করিতে পারিলাম না। তোমাতে অনুরাগ কৈ হইল ? যদি হইত তবে ত তুমি যাহা হাতে করিয়া না দিতেছ তাহাতেই অনাস্থা আসিত ? অনাস্থা কি আসিল ? তুমি ভিন্ন অন্য সকলে কি অনাস্থা হইল ? মুখে ত বলি কিছুই ভাল লাগেনা—কিন্তু পরে দেখি অনেক কোন কিছুতে বেশ মাতিয়া যাই। যাহাতে অনিষ্ট হয়, যাহাতে আমার নিত্য কর্ম্মের ক্ষতি হয়—যাহাতে আমার যথাসময়ে কর্ম্ম করার ক্ষতি হয়, তাহাও ত বেশ মাতিয়া করি—কেহ মনে করিয়া দিলেও বলি যাহারা ভদ্র তাহাদের সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার করা যায় কিরূপে ? হরি হরি লোকের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতে গিয়া তোমার কথা মানিয়া চলিনা—তুমি যে বলিয়াছ আমি ভিন্ন অন্য সমস্তই অগ্রাহ্য করিবে—আমার আজ্ঞা পালন জন্য অন্য সমস্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে—কৈ আমার ইহা হইল ? তবে ত অন্য বিষয়ে আমার অনুরাগ নানাপ্রকারে রহিয়া গিয়াছে। তোমাতেই যদি ঠিক ঠিক অনুরাগ লাগিত তবে কি তোমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া ভদ্রতার খাতির রক্ষা করিতে এত যত্ন হইত ? হায় ! আমার কপটতা ! আত্মকপটতা ধরিতেও পারিনা। তুমি ভিন্ন আমায় কে রক্ষা করিবে ?

তোমাতে অনুরাগ লাগিলনা বুঝিলাম। অনুরাগের স্থানে বসাইয়াছিলাম তোমার আজ্ঞা। তোমার আজ্ঞা পালনও হইল কি ? হইতেছি কি ? কত আদর করিয়া কত কথাই ত শিখাইলে—কিন্তু আর সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহা পালন করি কোথায় ?

তাই বলিতেছি কিছুই ত হইল না। শাস্ত্রত সাধ্যমত দেখিলাম কিন্তু শাস্ত্রের কোন্ উপদেশ আমার মধ্যে ফলিত হইল ? শাস্ত্র বৈরাগ্যকে প্রথমেই অবলম্বন করিতে বলিলেন। পিতা গেলেন, মাতা গেলেন, পুত্র গেল, কন্যাগেল, ভ্রাতা গেল, ভগ্নী গেল, যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সকলেই সরিয়া গেলেন—দৈন্য দশাও আসিল—ইন্দ্রিয় সকলও ক্ষীণবল হইতে লাগিল

কিন্তু বৈরাগ্য কোথায় আসিল? মুখে বৈরাগ্যের কথা বলি—লোককে বৈরাগ্যের উপদেশ করি কিন্তু নিজের বেলায় বৈরাগ্য কোথায়? যদি বৈরাগ্য আসিত তবে কি ভদ্রতা অভদ্রতার অত বিচার থাকিত? তবে কি খাতির এত গ্রাহ্য হইত? তবে কি অন্য সমস্তই যে মোহ ইহার ধারণা হইত না?

রাবণ শ্রীসীতাকে হরণ করিয়া আনিল। জগন্মাতার হৃদয় বলপূর্ব্বক অধিকার করিবার জন্য রাবণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কখন লোভ দেখায়, কখন কাকুতি মিনতি করে, কখন আবার ভয় দেখায়। মা কিন্তু কিছুতেই বশ হইলেন না। শেষে রাবণের ও চেড়ীর অত্যাচারে প্রাণ বাহির করিতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে রামদূত রামের কথা শুনাইলেন। প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিল—আশ্বাস জাগিল। জগন্মাতা দূতকে প্রত্যক্ষে আসিতে বলিলেন। রামদূত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে সম্মুখে আসিলেন। মা কিন্তু বড়ই ভয় পাইলেন। বলিতে লাগিলেন "মাং মোহয়িতুমায়াতো মায়য়া বানরাকৃতিঃ" আমার মোহ উৎপাদন জন্য রাবণ মায়াতে বানর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছে—আসিয়া আমায় রুচিকর কথা বলিতেছে। হায়! আমি যদি পঞ্চমুখী রাবণের বশে যাই তবে কোন্ রাম আমার উদ্ধার জন্য আসিবেন? তুমি ভিন্ন সবইত মোহ। মোহের কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া আমার ইহা বোধ হইল কোথায়? আবার বলি তুমি ভিন্ন আর সবই ত আমার মোহ উৎপাদন করে—কত ঠকিলাম—সে সময়ে কত বলিলাম কিন্তু আবার ত প্রথমে না না করিয়াও শেষে মাতিয়া যাই। যদি তোমাতে মাতিতে পারিতাম তবে কি আর এদিক ওদিক সেদিক চাওয়া থাকিত—তবে কি ভদ্রতার অভদ্রতার খাতির এত দেখিতে পারিতাম? তবে ত আর মোহে যাহাতে পড়িতে পারি সে দিক্ দিয়াও যাইতামনা। তুমি ভিন্ন সঙ্গ আর কোথাও করিতাম না। এই সব হইল কোথায়?

অনুরাগও জন্মিলনা—আজ্ঞাপালনও ভদ্রতার খতির রাখিতে গিয়া শ্লথ হইয়া গেল—তবে আমার হইল কি? বৈরাগ্য হইলনা, জ্ঞানত সুদূর পরাহত, ভক্তিও জন্মিলনা, কর্ম্মও ত তোমার জন্য মনের মত করিয়া করিলাম না—এদিকে দিনত বহিয়া গেল—আমার তবে হইল কি? সব দোষইত রহিয়া গেল—পরিষ্কার হইল কি? বাক্ লাম্পট্যও গেলনা, ইন্দ্রিয় জয়ও হইল না, মনের ঘসর মসরও মিটিলনা। অবসাদ তন্দ্রাও ছুটিলনা, হইল কি?

তবে এখন করিব কি? ভক্ত বলেন দুইটা বাঘ গর্জ্জে গর্জ্জে আশে পাশে বেড়াচ্ছে—আমি নাম ছাড়িলেই খাইয়া ফেলিবে—একথাও ত বলিতে পারিলাম

না। অনুরাগেও ভজন হইল না—ভয়েও হইলনা। মরিবার ভয়ও কি করিলাম? সে ভয়ও ত আসেনা—নরক ভয়ও হয় না। রোগ হয়—যাতনা পাই, সকলে যেমন অস্থির হয় আমিও তাই হই। তাই বলিতেছি হইল কি? আমি এখন করি কি?

কি আর করিব? নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না—শ্রীগুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায় না, স্বাধ্যায়ও ত্যাগ করা যায় না—সকলই করিতে হইবে। কিন্তু মনের মত ত কিছুই হয় না। কাজেই তোমাকে ডাকার অভ্যাস যত টুকু করিয়াছি তাহাই প্রবল করিতে হইবে—অন্য সঙ্গ ত্যাগ করিয়া—সর্ব্বদা গম্ভীর হইয়া তোমাকেই ডাকিতে হইবে—সর্ব্বদা ডাকিতে প্রাণপণ করিতে হইবে—ইহাতে যদি তোমার কৃপা হয়—তবে হইবে নচেৎ চেষ্টাতেই প্রাণ যাউক ইহাই প্রার্থনা।

এইরূপ প্রার্থনাও ত করিয়াছ কতবার, তবুও ত মনের মত হইল না। না—তাহা হইতেছে না সত্য। তবেই ত বুঝিতেছি ঠিক ঠিক প্রাণপণ চেষ্টারই অভাব আছে। সর্ব্বাপেক্ষা আমি পারিতেছি না তুমি করিয়া দাও এই প্রার্থনাই অধিক আবশ্যক। হা প্রভু! তোমার কাছে যাইবার বিঘ্নও যেন আমি বুঝিতে পারিনা কিন্তু তুমিত সব জানিতেছ! তুমি আমার সকল বিঘ্ন দূর করিয়া দাও, তুমি আমাকে তোমার হইতে হইলে যাহা করা আবশ্যক তাহা করিয়া দাও। আমি যাহা করিতেছি তাহাত করিবই, তুমি করিয়া না দিলে আমার কিছুই হইবেনা—এইটি মনে রাখিয়া আমাকে সব করাও আর সর্ব্বদা তোমার নাম করাইয়া লইয়া তোমাতে ডুবাইয়া রাখ। আমাকে দেহের অভিমান আর মনের অভিমান ছাড়াইয়া তোমাতে অভিমান করাও প্রভু।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে পুরুষ আমি করি, আমি খাই, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অহংকার রহিত, যিনি শান্তচিত্ত, যাঁহার কোন কিছুতে প্রীতি ও নাই, দ্বেষ ভাবও নাই, যাঁহার নিকট মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমান তাঁহার হৃদয়ই তোমার থাকিবার যোগ্য স্থান।

যে পুরুষের সঙ্কল্প বিকল্প ও বিচার তোমাকেই লইয়া, যিনি সদা সন্তুষ্ট, আর সকল কর্ম্ম যিনি তোমাতেই অর্পণ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন এইরূপ পুরুষের মনই তোমার শুভ মন্দির।

যে পুরুষ অপ্রিয় বস্তু পাইয়া দ্বেষ করেন না, প্রিয় বস্তু পাইয়াও হর্ষে বেহুঁস হইয়া যান না—আর সমস্তই মায়া ইহা নিশ্চয় করিয়া তোমারই ভজনা করেন এইরূপ পুরুষের মনই তোমার মন্দির।

ষড়ভাব বিকার হইতেছে "জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীতি ষড়্‌ভাব বিকারাঃ"। যে পুরুষ দেখেন জন্ম, সত্তা বা অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয় প্রকার বিকার দেহের—আত্মাতে কোন বিকার নাই; ক্ষুধা, পিপাসা, প্রাণের ধর্ম্ম; সুখ ভয় ও দুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম; সংসার ধর্ম্ম যে পুণ্য আর পাপ—যে পুরুষের এই সমস্ত অপগত হইয়াছে; এইরূপ জ্ঞানীর হৃদয় তোমার স্থান।

যাঁহারা দেখেন—সকলের বুদ্ধি রূপ গুহাতে স্থিত যে তুমি, তুমি চৈতন্য ঘন, সত্য, অনন্ত, এক, নির্লিপ্ত, সর্ব্বব্যাপক, সকলের উপাসনার যোগ্য তাঁহাদের হৃদয় কমলে সীতার সহিত তুমি বাস করিয়া থাক।

হে রাম! নিরন্তর তোমাতে চিত্ত একাগ্র করিবার, চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস যাঁহাদের দৃঢ় হইয়াছে, তোমার চরণ সেবাতে যাঁহারা নিতান্ত নিষ্ঠাবান, তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া করিয়া যাঁহারা জন্ম জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় করিয়াছেন, সীতার সহিত তুমি তাঁহাদেরই হৃদয় কমলে বাস করিয়া থাক।

গোস্বামী তুলসী দাস অধ্যাত্ম রামায়ণের এই বাল্মীকি—রাম সংবাদ নিজের অতুলনীয় ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। নিজের জীবন গড়িয়া তুলিতে যিনি প্রয়াসবান্, তাঁহার পক্ষে এই বাল্মীকি—রাম সংবাদ যে কত মূল্যবান তাহা সাধক মাত্রেই অনুভব করেন। সীতারাম বলিতে যিনি সেই মহিমা মণ্ডিত সান্দ্রানন্দ নির্ম্মল নিজ বোধরূপ এবং "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং" কেই বুঝেন, যিনি সীতারাম, গৌরীশঙ্কর এবং রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ সেই পরম সত্য পরম ব্যোম, সমস্ত দেবতাধিষ্ঠিত, সেই তদ্বিষ্ণো পরমপদকেই বুঝেন তিনিই জানেন সীতারাম কোন্ হৃদয়ে বাস করেন; স্বরূপের ধারণা ভিন্ন জপ ধ্যান পূজা ইত্যাদি সম্যক্ ফল প্রদান করে না। সেই জন্য আমরা নানা দিক দিয়া এই এক বিষয়েরই আলোচনা করিতেছি। তুলসীদাস লিখিতেছেন—বাল্মীকি রামকে বলিতেছেন—

শুনহু রাম অব কহৌঁ নিকেতা।
জঁহা বসহু সিয় লষণ সমেতা॥

শুন রাম এখন তোমার বাসস্থান কোথায় তাহা বলি—যে নিকেতনে তুমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বদা বাস কর তাহাই এখন বলিতেছি।

(১) জিনকে শ্রবণ সমুদ্র সমানা। কথা তুম্হারি সুভগ সরিনানা॥
ভরাহিঁ নিরন্তর হোহিঁ ন পুরে। তিনকে হৃদয় সদন তব রূরে॥

যাঁহার কর্ণ সমুদ্রের সমান, সুশোভন রাম কথা রূপ নানা নদী যে কর্ণে নিরন্তর প্রবেশ করিতেছে তথাপি যাহা পূর্ণ হয় না, আরও শুনিতে ইচ্ছা হয় সেই হৃদয়ই তোমার থাকিবার সুন্দর ভবন—সুন্দর মন্দির।

(২) লোচন চাতক যিনি করি রাখে। রহহিঁ দরশ-জলধর অভিলাখে॥
নিদরহিঁ সিন্ধু-সরিত সর বারি। রূপবিন্দুলহি হোহিঁ সুখারী॥
তিনকে হৃদয় সদন সুখদায়ক। বসহু লষণসিয় সহ রঘুনায়ক॥

কর্ণ ও চক্ষু—ইহারাই প্রধান ইন্দ্রিয়। কর্ণ নিরন্তর কোন কর্ম্ম করিবে তাহা বলা হইল এখন চক্ষের কর্ম্ম বলা হইতেছে।

শ্যাম জলধর দর্শন অভিলাষে চাতকের মত যে জন আপন চক্ষুকে নিরন্তর নিযুক্ত রাখে, সিন্ধু, নদী, সরোবরের জল অনাদর করিয়া যে জন রামরূপ বারি-বিন্দু লাভ করিয়া ভারি সুখী হয়, তাঁহার হৃদয় রূপ সুখ ভবনে হে রঘুনায়ক তুমি সীতা ও লক্ষণের সহিত বাস কর।

(৩) যশ তুম্হার মানস বিমল, হংসিনী জীহা জাসু॥
মুক্তাহল গুণগণ চুগহিঁ, বসহু রাম হিয় তাসু॥

কর্ণ ও চক্ষুকে কি ভাবে থাকিতে হইবে বলা হইল, এখন জিহ্বার কথা বলা হইতেছে।

তোমার গুণ, তোমার কীর্ত্তি, তোমার লীলা, তোমার যশ—ইহা নির্ম্মল মানস সরোবর। যাঁহার জিহ্বা হংসীর মত তোমার যশ-রূপ নির্ম্মল মানস সরোবরে তোমার গুণ রূপ মুক্তা নিচয় বাছিয়া বাছিয়া লইয়া—নিরন্তর এই যশঃ কীর্ত্তন করে, নিরন্তর এই গুণগাণ করে রাম তুমি তাহার হৃদয়ে বাস কর।

(৪) প্রভু প্রসাদ শুচি সুভগ সুবাসা। সাদর জাসু লহৈ নিত নাসা॥
তুমহি নিবেদিত ভোজন করহিঁ। প্রভু প্রসাদ পট ভূষণ ধরাহিঁ॥
শীশ নবহিঁ সুর-গুরু-দ্বিজ দেখি। প্রীতি সহিত করি বিনয় বিশেষী॥
কর নিত করাহিঁ রাম পদ পূজা। রাম ভরোস হৃদয় নহিঁ দূজা॥
চরণ রামতীরথ চলি জাহাঁ। রাম বসহু তিনকে মন মাহী॥

চক্ষু কর্ণ জিহ্বার কার্য্য বলিয়া নাসিকা, হস্ত, পদ ইত্যাদির কার্য্য বলিতেছেন—প্রভুর পবিত্র রমণীয় প্রসাদের গন্ধ যার নাসিকা নিত্য সাদরে গ্রহণ করে, তোমাকে নিবেদন করিয়া যে মানুষ ভোজন করে, বস্ত্র ও অলঙ্কার তোমার প্রসাদ করিয়া লইয়া যে ধারণ করে; দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া যে মস্তক অবনত করে; প্রীতির সহিত বিশেষ বিনয় করিয়া যে তাঁহাদের কথা কয়, যাহার হস্ত নিত্য রাম চরণ পূজা করে, যাহার হৃদয় রামের উপরেই ভরসা রাখে—আর কাহার ও সুখের বা আনন্দের ভরসা আদৌ রাখে না—যাহার চরণ রাম তীর্থের দিকেই চলে, রাম তুমি তাঁহারই মনে বাস কর।

(৫) মন্ত্ররাজ নিত জপহিঁ তুম্হারা। পূজহিঁ তুমহিঁ সহিত পরিবারা॥
তর্পণ হোম করহিঁ বিধি নানা। বিপ্র জেঁবাই দেহিঁ বহুদানা॥
তুমতে অধিক গুরুহি জিয় জানি। সকল ভাব সেবহিঁ সনমানী॥
সব কর মাঁগহিঁ এক ফল, রাম চরণ রতি হোউ।
তিনকে মন মন্দির বসহু, সিয় রঘুনন্দন দোউ॥

তোমার মন্ত্ররাজকে যিনি নিত্য জপ করেন, সপরিবারে যিনি তোমার পূজা করেন, তর্পণ, হোমাদি বিবিধ বিধি যিনি পালন করেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া যিনি তাঁহাদিগকে বহু দান করেন, নিজ গুরুকে—রূপধারী তোমার অনুগ্রহ শক্তি জানিয়া তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান করেন, এবং সকল প্রকারে শ্রীগুরুকে সম্মানের সহিত সেবা করেন; "রামের চরণে রতি হউক" এই একমাত্র ফল যিনি প্রার্থনা করেন তাঁহারই মন-মন্দিরে সীতা রাম তোমারা বাস কর।

(৬) কাম ক্রোধ মদ মান ন মোহা। লোভ ন ক্ষোভ ন রাগ ন দ্রোহা॥
জিনকে কপট দম্ভ নহিঁ মায়া। তিনকে হৃদয় বসহু রঘুরায়া॥

কাম ক্রোধ অহংকার মান মোহ যাঁহার নাই, লোভ, ক্ষোভ, রাগ ও দ্বেষ যাঁহার নাই; কপটতা, দম্ভ, মায়া যাঁহার নাই সেই হৃদয়ে রঘুনাথ বাস করেন।

(৭) সবকে প্রিয় সবকে হিতকারী। দুখ সুখ সরিস প্রশংসা গারী॥
কহহি সত্য প্রিয় বচন বিচারী। জাগত শোবত শরণ তুম্হারী॥
তুমহি ছাঁড়ি গতি দুসরি নাহীঁ রাম বসহু তিনকে উরমাহীঁ॥

যিনি সকলের প্রিয়, সবার হিতকারী, যাঁহার কাছে সুখ দুখ গালী প্রশংসা সমান; সত্য বাক্য ও প্রিয় বাক্য যিনি বিচার করিয়া বলেন; শয়নে জাগরণে তুমি যাঁহার শরণ, তোমা বিনা যাঁহার অন্য গতি নাই রাম তাঁহার হৃদয়ে তুমি বাস কর।

(৮) জননীসম জানহিঁ পর নারী। ধন পরায় বিষতে বিষভারী।
যে হর্ষহিঁ পর সম্পতি দেখি। দুঃখিতহোহিঁ পরবিপতি বিশেষী॥
জিনহিঁ রাম তুম প্রাণপিয়ারে। তিনকে উর শুভ সজন তুম্হারে॥

পরের স্ত্রীকে যিনি মাতার সমান জানেন, পরের ধনকে বিষ হইতে বিষময় যিনি ভাবেন, পরের সম্পত্তি দেখিয়া যিনি সুখী এবং বিপত্তিতে যিনি দুঃখী রাম! তুমি যাঁর প্রাণসম প্রিয় তাঁহার হৃদয় তোমার শুভ গৃহ!

(৯) স্বামী সখা পিতুমাতু গুরু, জিনকে সব তুম তাত।
তিনকে মন মন্দির বসহুঁ সীয় সহিত দেউভ্রাতা॥

স্বামী সখা পিতা মাতা গুরু—যাঁর সব তুমি তাঁর মন-মন্দিরে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ বাস করেন।

(১০) অবগুণ তজি সবকে গণ গহহিঁ। বিপ্রধেনু-হিত সঙ্কট সহহিঁ॥
নীতি নিপুণ জিনকী জগলীকা। ঘর তুম্হার তিনকে মন নীকা॥

মানুষের দোষ না দেখিয়া যিনি গুণ মাত্র দেখেন, ব্রাহ্মণ ও ধেনুর জন্য যিনি সঙ্কট সহ্য করেন, জগত জুড়িয়া যাঁহার নীতি নিপুণতা, তাঁর মনোহর মনই তোমার বাস ভবন।

(১১) গুণ তুম্হার সমুঝহিঁ নিজ দোষু। জেহিঁ সব ভাঁতি তুম্হার ভরোসু॥
রাম ভক্ত প্রিয় লাগহিঁ জেহী। তেহি উর বসহু সহিত বৈদেহী॥

তোমার গুণ দেখিয়া যিনি নিজের দোষ বুঝিতে পারেন, সকল প্রকারে তুমিই যাঁর ভরসা, রাম ভক্ত যাঁর অতি প্রিয়, সীতার সহিত তুমি তাঁর হৃদয়ে বাস কর॥

(১২) জাতি পাঁতি ধন ধর্ম্ম বড়াই। প্রিয় পরিবার সদন সমুদাই॥
সব তজি তুমহিঁ রহহিঁ লয় লাই। তাকে হৃদয় বসহু রঘুরাই॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি জাতি পাঁতি (শ্রেণী) ধন ধর্ম্ম গৌরব, প্রিয়তম পরিবার গৃহাদি সমস্ত—সমস্ত ত্যাগ করিয়া যে কেবল তোমাকে লইয়া থাকে—রঘুরাই তুমি তাহার হৃদয়ে বাস কর।

(১৩) স্বর্গ নরক অপবর্গ সমানা। জহঁ তহঁ দীখ ধরে ধনু বাণা॥
মনক্রমবচন জো রাউর চেরা। রাম করহু তিনকেঁ উরডেরা॥

স্বর্গ নরক মোক্ষ যাঁর সমান—যেখানে সেখানে যে ধনুর্ব্বাণ ধারীকেই দেখে আর কায়মনোবাক্যে যে তোমার দাস হয় শ্রীরাম তুমি তাঁরই হৃদয়ে বাস কর।

জাহি ন চাহিয় কবহুঁ কছু, তুম সন সহজ সনেহ।
বসহু নিরন্তর তাসু উর সো রাউর নিজ গেহ॥

তোমার কাছে কখন কিছুই চায় না, তোমার সঙ্গে অহৈতুক স্নেহ যার তার হৃদয়ে তুমি নিরন্তর বাস কর তাহাই তোমার নিজের গৃহ॥ বাল্মীকি কত কথাই কহিলেন। শেষে বলিলেন—

রাম ত্বন্নাম মহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্।
যৎ প্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্॥

রাম তোমার নাম মহিমা কেমন করিয়া বর্ণনা করিতে হয় তাহা কে বলিতে পারে? তোমার নাম প্রভাবেই আমি মহর্ষি হইয়াছি। আমার যে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম তাহা নাম মাত্র। আমি কিরাতের সঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বদাই শূদ্রাচার রত ছিলাম। শূদ্রার গর্ভে বহু সন্তানও উৎপন্ন করিয়াছিলাম। পরে চোরের সহিত আমি চোর হইলাম। কত চুরী করিলাম, কত ডাকাতি করিলাম, কত নর নারী বধ করিলাম—আমার হৃদয় পাষাণ হইয়া গেল। কোন পাপ করিতে আমার শঙ্কা হইত না—কিছুতেই আমার অনুতাপ হইত না। আমি নর-রাক্ষস হইয়া গেলাম। আমি সর্ব্বদাই ধনুর্ব্বাণ লইয়াই ফিরিতাম। আমি সকল প্রাণীর অন্তক মত হইয়া উঠিলাম। মহারণ্যে একদা সাত ঋষি আমার সম্মুখে পড়িলেন। জ্বলন্ত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাঁহাদের প্রচণ্ড তেজ। আমি লোভ বশতঃ তাঁহাদের পরিচ্ছদাদি গ্রহণের জন্য "তিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" বলিতে বলিতে তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলাম। মুনিগণের প্রশ্নে আমি উত্তর করিলাম পরিবার প্রতিপালনের জন্য আমি গিরি কাননে বিচরণ করিয়া থাকি, আপনাদের দ্রব্যাদি আমি অপহরণ করিব। দ্বিজাধম! আমরা এইখানে অপেক্ষা করিতেছি। তুমি তোমার কুটুম্ববর্গকে পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিয়া আইস—

"যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপ সঞ্চয়ঃ"
যূয়ংতদ্ভাগিনঃ কিং বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্॥

দিন দিন তোমাদের সকলের জন্য আমি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছি তোমরা সেই পাপের অংশ লইবে কিনা? আমি তাহাই করিলাম। সকলেই বলিল "সমস্ত পাপ তোমার" আমরা তোমার উপার্জ্জিত ধনাদির ফলভাগী। আমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল—অন্তরে নির্ব্বেদ সঞ্চার হইল। করুণা পূর্ণ ঋষিগণকে দেখিয়াই আমার মন নির্ম্মল হইয়াছিল—আমি তাঁহাদিগের নিকটে দৌড়িয়া আসিলাম—কার্ম্মুকাদি পরিত্যাগ করিলাম দণ্ডবৎ তাঁহাদের চরণে

পতিত হইয়া বলিলাম—রক্ষা করুন রক্ষা করুণ—আমি পাপ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছি। আহা! করুণাময় তাঁহারা—তাঁহারা আমাকে বলিলেন "উঠ" তোমার এই সাধু সমাগম নিষ্ফল হইবার নহে—আমরা তোমাকে উপদেশ করিব—ইহাতেই তুমি মুক্তিলাভ করিবে। মুনিগণ আপনা আপনি আলোচনা করিলেন—এই দ্বিজাধম দুর্ব্বৃত্ত—যদিও সদাচার ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি এ ব্যক্তি আমাদিগের শরণাপন্ন হইয়াছে। "রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপ-দেশতঃ" ইহাকে সযত্নে মোক্ষপথের উপদেশ দিয়া রক্ষা করাই কর্ত্তব্য আহা! করুণাবরুণালয় মুনিগণ তখন আমাকে রামনাম দিলেন। আমি এই মধুময় রাম নাম উচ্চারণ করিতে পারিলাম না। আকণ্ঠ পাপে আমি ভরিয়া রহিয়াছি—এই নাম করিব কিরূপে—এই নাম জপ হইবে কেন? তাঁহারা বিপরীত অক্ষরে নাম করাইলেন—বলিলেন আমরা যতদিন ফিরিয়া না আসিতেছি ততদিন তুমি—

"একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদা"

একাগ্র মনে অক্ষরেই মন ধরিয়া সর্ব্বদা "মরা" "মরা" জপ করিতে থাকে। দিব্যদর্শন মুনিগণ এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথা করবমঞ্জসা।
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্॥

মুনিগণ যেমন উপদেশ দিয়া গেলেন আমি সেইরূপই করিতে আরম্ভ করিলাম। মনকে "রাম" "রাম" এই অক্ষর দুটিতে একাগ্র করিয়া জপ করিতে করিতে বাহিরের ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমস্ত আমি ভুলিয়া গেলাম। কতকাল গেল—আমি নিশ্চল হইয়া গেলাম, কোন সঙ্গ—কোন আসক্তিই আমার রহিল না। আমার উপরে বল্মীক জন্মাইয়া গেল। সহস্র যুগ এই ভাবে কাটিয়া গেল, ঋষিগণ পুনরায় আগমন করিলেন। বল্মীক হইতে আমাকে উত্থিত হইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ নীহার মধ্যস্থ সূর্য্য দেবের ন্যায় বল্মীকের ভিতর হইতে বাহির হইলাম। মুনিগণ বলিলেন এই তোমার দ্বিতীয় জন্ম। তোমার নাম হইল বাল্মীকি। মুনিগণ এই বলিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। রাম যখন তোমার এই "রাম" নামের প্রভাবেই আমার এই সুন্দর পরিণাম ঘটিল তখন এই রাজীব লোচন তোমাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেখিয়া আমার আর মুক্তি বিষয়ে কোন সংশয় কি থাকে? এস ঠাকুর আমি তোমার থাকিবার স্থান দেখাইয়া দি। এই বলিয়া শিষ্য পরিবৃত মুনি লক্ষ্মণের সঙ্গে পর্ব্বত ও গঙ্গার

মধ্যস্থানে গমন করিলেন। সেখানে সুন্দর বিস্তীর্ণ এক পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইল। একখানি গৃহ পূর্ব্ব পশ্চিমায়তন এবং অন্যটি দক্ষিণ উত্তরায়তন। শ্রীলক্ষ্মণ বন হইতে নানা প্রকার বৃক্ষ আনিয়া এই পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, ঐ গৃহ কবাট বদ্ধ। গৃহ অতি সুদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন সৌমিত্রে এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে। বহুদিন জীবন ধারণের আকাঙ্ক্ষা যাঁহারা করেন তাঁহাদের বাস্তু শান্তি করা আবশ্যক। "কর্ত্তব্যং বাস্তশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ"। তুমি কৃষ্ণ মৃগ বধ করিয়া আন। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধি পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। "কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টোহি বিধিধর্ম্মমনুস্মর"। অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্ত্তও সৌম্য। লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ মাংস পাক করিলেন—পাক কিরূপ—না মাংস প্রদীপ্ত অগ্নিতে দিয়া অত্যন্ততপ্ত করিয়া মাংসের রক্ত শুষ্ক করা হইল।

রাম স্নান করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ সমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তু শান্তি করিলেন এবং দেবতাগণের পূজা করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়া তিনি রৌদ্র, বৈষ্ণব এবং বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তু দোষ প্রশমন করিলেন ভগবান্ ন্যায়তঃ জপ করিয়া এবং যথাবিধি স্নান করিয়া আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন-গণপতি আয়তন ও বলিহরণ বেদিস্থল নির্ম্মাণ করিলেন। দেবতাগণ যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেব সভায় প্রবেশ করেন রাম সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত বায়ু সঞ্চার রহিত মনোজ্ঞ পর্ণকুটীর প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সুরম্য মাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ॥

রাম সেই অতি রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত এবং মৃগ বিহঙ্গকুল সমাকুলা উৎকৃষ্ট অবতরণ পথ শোভিতা মাল্যবতী নদী লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হইলেন; অযোধ্যা বিয়োগ জনিত দুঃখ তাঁহার কিছুই রহিলনা।

আর জানকী কি ভাবে চিত্রকূটে রহিলেন?
সুমিরত রামহিঁ তজহিঁ জন, তৃণসম বিষয় বিলাসু।
রাম প্রিয়া জগ জননী সিয় কছু ন আচরজ তাসু॥

রামকে স্মরণ করিয়া রামদাস যেমন তৃণের মত বিষয় বিলাস ত্যাগ করে সেইরূপ যিনি জগৎজননী, যিনি রাম প্রিয়া তিনি যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চিত্রকূটে তাঁহার রামের নিকটে সুখে বাস করিবেন তাহা কি আর আশ্চর্য্য ?

চিত্রকূটে রাম সীতাও লক্ষণকে কিরূপে রাখিলেন, না—পলক যেমন নেত্রমণি রক্ষা করে সেইরূপ। সীতা ও লক্ষ্মণ কিরূপ রাম সেবা করিলেন, না "জিমি অবিবেকী পুরুষ শরীর হিঁ" অর্থাৎ অবিবেকী পুরুষ যেমন নিজের শরীর সেবা করে সেইরূপ।

ইহ বিধি প্রভু বন বসহিঁ সুখারী।
খগ মৃগ সুর তাপস হিতকারী ॥

প্রভু এইরূপে পক্ষী মৃগ দেবতা ও মুনিগণের হিতের জন্য সুখে বনে বাস করিতে লাগিলেন।

কহউঁ রাম বনগমন সুহাবা।
শুনহু সুমন্ত অবধ জিমি আবা ॥

চিত্রকূটে সুশোভন রাম বনবাস বলা হইল এখন সুমন্ত্র অবধ পুরীতে যে ভাবে আসিলেন তাহাই বলা হইবে।

নির্ভর প্রয়াস।

আমি তোমারি প্রেম মহিমা লব হে অন্তরে ভরিয়া
পথকণ্টকে বিদ্ধ চরণে সকল বাসনা দলিয়া।
তব বেদনার দান বহিতে রহিব বক্ষ পাতিয়া;
ও রাঙাচরণ রাঙায়ে তুলি হৃদয় রক্ত দানিয়া।
তুমি নিজ হাতে দিবে যাহা, নীরবে রহিব বহিতে,
তোমারি শকতি দিবে আনি; মুখ-পানে চেয়ে সহিতে।
তব প্রসন্ন আস্য ভরি দিবে শুভ্র কিরণে রঞ্জিয়া।
সকল সাধন। সফলতা নয়নে লবগো আঁকিয়া ॥

শ্রীশ্রীরামঃ

শরণং মম।

রমাবোধ।

অভিমান যাবে কিসে ?

বক্তা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—রমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"অভিমান কোন্ পদার্থ ?"

জিজ্ঞাসু—আপনি প্রায়ই বলেন, "অভিমান রূপ রাহুর গ্রাস হইতে মনকে মুক্ত না করিলে, বিমল জ্ঞানের উদয় হয় না," যাঁহারা বৃদ্ধের (জ্ঞানবৃদ্ধের, বহু শাস্ত্রবিৎ ও বহুদর্শী প্রবীন পুরুষদিগের) সেবাশালী, যাঁহারা যথাবিধি বেদ-শাস্ত্র সমূহের শুশ্রূষা করেন, যাঁহারা বিগলিত অভিমান তাঁহাদের হৃদয়েই প্রতিভা লক্ষণা (যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়) ভগবতী বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পূর্ণভাবে বিকাশ হইয়া থাকে। "বৃদ্ধের সেবা" কিরূপে করিতে হয়, বৃদ্ধের সেবা বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা জানিনা, বেদ ও শাস্ত্র সকলের যথোচিত শুশ্রূষা করিবারও অধিকার নাই, অতএব প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, অভিমান কোন্ পদার্থ? অভিমান রূপ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? "অভিমান"কে রাহুরূপে রূপিত করার অভিপ্রায় কি ?

বক্তা—"রাহু" কোন্ পদার্থ, তাহা তুমি জান কি ? রাহু কোন্ পদার্থ, তাহা জানিলে, অভিমানকে কেন "রাহু"রূপে রূপিত করা হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, 'রাহু' অসুর বিশেষ, এই অসুর যখন চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হইয়া থাকে, পূর্ণভাবে গ্রাস করিতে পারিলে পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়া যায়, তখন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। "রাহু" বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ ? রাহু শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—"অসুর" শব্দ, তোমার একেবারে অপরিচিত নহে। অসুর বলিতে তুমি কি বুঝিয়া থাক ?

জিজ্ঞাসু—বিশেষ কিছু বুঝি না। যাহারা অধার্ম্মিক, যাহারা দুষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ, যাহারা সুরগণের বিরোধী—শত্রু, অন্যের প্রতি অত্যাচার করা যাহাদের স্বভাব, "অসুর" শব্দ উচ্চারিত হইলে, আমার মনে তাদৃশ পুরুষ বিশেষের ভয়ঙ্কর রূপই পতিত হয়।

বক্তা—"অসুর" শব্দের বহু অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। বহু অর্থে ব্যবহার হইলেও, "অসুর" শব্দের মূল অর্থের সহিত অন্যান্য অর্থের যে, কোনই সম্বন্ধ নাই তাহা নহে। "অসু" শব্দের অর্থ প্রাণ, যাহারা প্রাণেই রত, যাহারা শারীর সুখার্থ সদা সচেষ্ট, শরীরকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, শরীরেই যাহারা নিত্য অবস্থান করে, ঐন্দ্রিয়ক সুখ ভোগ ভিন্ন যাহাদের জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই, তাহারা "অসুর"। অথবা যাঁহারা প্রজাপতির প্রশস্ত আত্মা হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা "সুর"; যাঁহারা তদ্বিপরীত, যাহারা প্রজাপতির সত্ত্বগুণ প্রধান সুতরাং প্রশস্ত আত্ম-প্রদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহাদের প্রকৃতি এই নিমিত্ত অসাত্ত্বিক, যাহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিহীন, যাহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রধান, যাহারা সুরগণের পরতন্ত্র—অনীশ্বর, তাহারা "অসুর" * ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ শাস্ত্রোদ্ভাসিত—সাত্ত্বিক তাঁহারা "দেব", যাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল তদ্বিপরীত, যাহারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, যাহারা প্রাণন ক্রিয়াতেই—জীবনানুকূল চেষ্টাতেই সদা রত, তাহারা "অসুর"। † যাহা আলোকের অবরোধক, যাহা প্রকাশকে বাধা দেয়, যাহা জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, যাহা তমঃ, তাহাই বস্তুতঃ সুরবিরোধী, তাহাই "অসুর" শব্দের মূল অর্থ। "সংসার দেবাসুরের সংগ্রামভূমি," এই কথার গর্ভে যে, কত তত্ত্বনিধি আছে, তাহা চিন্তনীয়। ভৃগুদেব বলিয়াছেন, যাহা প্রকাশ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সুখ, তাহাই জ্ঞান বা বেদ, যাহা অপ্রকাশ

---

* "অসুরা অসুরতাঃ স্থানেষ্বস্তা স্থানেভ্য ইতি বা। অপি বা সুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তদ্বন্তঃ। সোদেবানসৃজত তৎসুরাণাং সুরত্বম্, অসোরসুরানসৃজত। তদসুরাণামসুরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।"—

নিরুক্তে নৈঘণ্টু কাণ্ড।

† "দেবা দীব্যতেদ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয় বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্ত-দ্বিপরীতাঃ স্বেষ্বেবাসুষু বিষ্বগ্বিষয়াসু প্রাণন ক্রিয়াসু রমণাৎ। স্বাভাবিক্য স্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয় বৃত্তয় এব।"—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য

তাহাই অধর্ম্ম, তাহাই দুঃখ, তাহাই অজ্ঞান বা তমঃ। "অসুর" শব্দের অর্থ কি, তাহা শুনিলে, অসুর শব্দের তুমি যে অর্থ জান, তাহা যে, একেবারে ভুল নহে, বোধ হয় তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। এখন "রাহু" পদের অর্থ কি, তাহা বলিব। "ত্যাগার্থক" (ত্যাগ করা হইয়াছে, অর্থ যাহার) "রহ" ধাতু হইতে "রাহু" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক ত্যাগ করে (রহতি গৃহীত্বা ত্যজতি চন্দ্রার্কৌ) তাহা "রাহু" অমরকোষের টীকাতে "রাহু" শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—ত্যাগার্থক "রহ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন "রাহু" শব্দ, "যাহা গ্রহণ পূর্ব্বক ত্যাগ করে," এই অর্থের বাচক হইল কেন?

বক্তা—"কর্ম্ম" মাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক, গ্রহণ না করিলে, ত্যাগ হইবে কিরূপে? "আত্মা" স্বভাবতঃ পূর্ণ; স্বভাবতঃ পূর্ণ আত্মার কিছুই গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য নাই। অবিদ্যার, অজ্ঞানের প্রেরণায়, জীব ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্ম করিয়া থাকে, অজ্ঞান বশতঃ আমি অপূর্ণ, জীবের এই প্রকার বোধ হয়, এবং তাই জীব নিরন্তর ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্ম করে। যাহা গ্রহণ করে, তাহাতে যথার্থ সুখ পায়না, এই নিমিত্ত তাহা ছাড়িয়া, 'আমি যাহা চাই, ইহা তাহা নহে, বুঝিয়া,' জীব অন্য বস্তু গ্রহণ করে, এবং তাহাও বস্তুতঃ গ্রাহ্য নহে, জানিয়া, তাহাকে ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ণ হইতে আমি জন্মিয়াছি, অতএব আমি অপূর্ণ নহি, আমার কোন অভাব নাই, জীবের যখন এই জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হয়, তখন সে আর কোন জিনিস গ্রহণ করে না, সুতরাং তখন তাহার আর কিছু ত্যাগ করিবার থাকেনা। "সন্ন্যাস" শব্দের অর্থ সম্যগ্ রূপে ন্যাস, সম্যগ্ রূপে ত্যাগ। যথার্থ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলেই, যথার্থ সন্ন্যাস হয়, তখনি জীব সর্ব্বতো ভাবে রাহু মুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বতোভাবে রাহুমুক্ত হইলে, আর ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মভূমিতে আসিতে হয় না। সর্ব্বতোভাবে মায়া মুক্ত হওয়া, ও সর্ব্বতোভাবে রাহু মুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অভিমান রহিত হওয়া এককথা। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে, গোপথ ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে গ্রহণের স্বরূপ বর্ণন কালে, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, "রাহু" কোন্ পদার্থ, "গ্রহণ" হয় কেন, রাহুকে "অসুর" বলিবার কারণ কি, এই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইবে। হে সূর্য্য! হে প্রেরক দেব! (সূর্য্যই জগতের সবিতা, সূর্য্যই অখিল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, প্রাণোদক শক্তি), আসুর স্বর্ভানু—মায়া নির্ম্মিত তমঃ, যখন তোমাকে আবৃত করে, তখন সমস্ত ভুবন অন্ধকারাবৃত

হয়, তখন ভুবনস্থ সর্ব্বজন অক্ষেত্রবিৎ হইয়া—স্ব স্ব স্থানকে জানিতে না পারিয়া, মূঢ়বৎ হইয়া থাকে, (যত্বাসূর্য্যস্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ। অক্ষেত্রবিদথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ৫।২।১২)। ক্রিয়াশীল রজোগুণ, যখন স্থিতিশীল তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের অভিভব হইয়া থাকে, তখনই অন্ধকার হয়, প্রকাশের অবরোধ হয়, বেদ এই কথাই বলিয়াছেন। চন্দ্রগ্রহণ সময়ে চন্দ্রমা ভূমির (পৃথিবীর) ছায়ামধ্যে এবং সূর্য্যগ্রহণ সময়ে সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেন (ভূচ্ছায়াং স্বগ্রহণে ভাস্করমর্কগ্রহে প্রবিশতীন্দুঃ। গ্রহণমতঃ পশ্চাদ্রেন্দোর্ভানোশ্চ পূর্ব্বাধাৎ॥”—বৃহৎসংহিতা)। আর্য্যভট্টও বলিয়াছেন ‘জলময় চন্দ্রমা, অগ্নি স্বরূপ সূর্য্যকে, সূর্য্যগ্রহণ কালে আচ্ছাদন করে, এবং মৃত্তিকাময় পৃথিবীর মহতী ছায়া, চন্দ্রগ্রহণ কালে চন্দ্রমাকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে (“চন্দ্রো জলমর্কোঽগ্নির্মৃদ্ভূচ্ছায়াপি তমস্তদ্ধি। ছাদয়তি শশী সূর্য্যং শশিনং চ মহতীভূচ্ছায়া॥”—আর্য্যসিদ্ধান্ত গোলপাদ)। “অভিমান” কোন পদার্থ, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, “অসুর,” “রাহু” ও “গ্রহণ” সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম কেন, তাহা তুমি এমন বুঝিতে পার নাই, “অভিমান” কোন পদার্থ, যখন তাহা বুঝাইব,তখন তোমার উপলব্ধি হইবে, “অসুর,” “রাহু” ও “গ্রহণ” সম্বন্ধে এত কথা বলার, কি প্রয়োজন। সূর্য্যগ্রহণ কোথাও না কোথাও প্রতিদিন হইয়া থাকে, পরন্তু স্থান বিশেষ নিবন্ধন, ইহা কোথাও দৃষ্ট হয়, কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইড়া নাড়ী হইতে, প্রাণ যখন কুণ্ডলী স্থানে সমাগত হয়, তখন আধ্যাত্মিক চন্দ্রগ্রহণ এবং পিঙ্গলা নাড়ী হইতে যখন কুণ্ডলী স্থানে সমাগত হয়, তখন আধ্যাত্মিক সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে; শ্রীজাবালদর্শনোপনিষদের এই কথা শুনিয়া রাখ। এখন “অভিমান” কোন্ পদার্থ তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। “অভি” উপসর্গ পূর্ব্বক জ্ঞানার্থক “মন” ধাতুর উত্তর “ঘঞ্,” অথবা হিংসার্থক “মী” ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে “ল্যুট্” প্রত্যয় করিয়া “অভিমান” পদ সিদ্ধ হইয়াছে। “অভিমান” ধন-জনাদি নিমিত্ত গর্ব্ববিশেষ, “অজ্ঞান,” “অহংকার” ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (“গর্ব্বোঽভিমানো ঽহংকারঃ।” “অভিমানো ঽর্থাদিদর্পে ঽজ্ঞানে প্রণয় হিংসয়োঃ”।—অমরকোষ)। “অভি” = সর্ব্বতঃ “মান” = “অভিমান”।

জিজ্ঞাসু—“মান” শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—অমর কোষে উক্ত হইয়াছে, ‘আমার সমান নাই,’ এইরূপ যে মনন, এই প্রকার যে চিত্ত সমুন্নতি—আপনাতে অক্ষুদ্রতা বোধ, আপনাতে যে

পূজ্যতা বুদ্ধি, তাহার নাম "মান"। মিত হয়, পরিচ্ছিন্ন হয়, পরিমিত হয়, জ্ঞাত হয়, যদ্দ্বারা তাহা "মান," 'মা' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে "লুাট" প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ "মান" শব্দ এতদর্থের বাচক। ঋগ্বেদে "পরিচ্ছেদক," "মন্ত্র" ও নির্ম্মাতা বুঝাইতে "মান" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—"অভিমান" কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য আপনি কত পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমি এতই অপাত্র যে, আপনার পরিশ্রমকে সার্থক করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র এই জন্য অনধিকারীকে, অজিজ্ঞাসুকে জ্ঞান দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

বক্তা—তুমি চঞ্চল হইও না তন্দ্রালু হইও না, চপলতা অসুরের স্বভাব, তমোগুণের প্রাধান্যই জীবকে তন্দ্রালু করে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার ভাল লাগিতেছে না নয়? এই সকল কথা প্রথমে ভাল না লাগিবারই কথা, তবে যথাশক্তি সাবধান হও, শুনিতে, শুনিতে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে, তমোগুণের হ্রাস হইলেই, বোধ শক্তির উন্মেষ হইবে, তখন এই সকল কথা খুব ভাল লাগিবে। রাহুগ্রস্ত হইয়া আছ, যাবৎ তমোরূপ রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে না পারিবে, তাবৎ মূঢ়বৎ থাকিতে হইবে। যাহাতে তুমি রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পার, আমি তাহারই চেষ্টা করিতেছি। রাহু বা তমোগুণের আবরণ মুক্ত হইলে, যখন স্নান করিবে, তখন দেখিবে তোমার মনশ্চন্দ্রমা বিমল হইয়াছে, তমোবিমুক্ত হইয়াছে, ইহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—আমার জ্ঞান সূর্য্য তমোগুণ প্রধান মনশ্চন্দ্রমা দ্বারা যে, আচ্ছাদিত আমার জ্ঞান সূর্য্যের কিরণ বা জ্যোতিঃ যে, এতদ্দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি স্বল্প কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারি।

বক্তা—"গ্রহণ" আংশিক গ্রাস, মাধ্য গ্রাস ও সর্ব্বগ্রাস এই তিন প্রকার হইয়া থাকে, তাহা তুমি জান। গ্রাস তিন প্রকার হয় কেন, তাহা পরে বুঝাইয়া দিব। তোমার জ্ঞান সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হয় নাই, সর্ব্বগ্রাস হইলে, তুমি মোটেই আমার কথাতে মনোনিবেশ করিতে না, আমিও তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এত যত্ন করিতাম না। আমি অনেক লোক দেখিয়াছি, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অধুনা অধিকাংশ ব্যক্তির জ্ঞানসূর্য্য ক্রমশঃ আসুর (মায়াজাত) স্বর্ভানুর তমো দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইতেছে, প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসার হ্রাস হইতেছে। যিনি অন্ধকারকে নাশ পূর্ব্বক জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন তিনি "গুরু"। যথার্থ গুরু ও শিষ্য এই উভয়েরই এখন যে বিলোপ হই-

তেছে ; তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব তোমার কোন দোষ নাই ; আমি যে সকল কথা বলিতেছি, সেই সকল কথাতে তোমার মত ধীর ভাবে মনোযোগ করেন, এমন লোকও এদুর্দ্দিনে অধিক পাওয়া যায় না। আমি যে, তোমাকে জিজ্ঞাসুর স্থানে বসাইয়াছি, তাহার কারণ তোমার বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার প্রবল শাস্ত্র বিরোধী নহে, অভিমান রাহু তোমার মনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিতে পারে নাই, অতএব তোমার এখনও কিঞ্চিন্মাত্রায় শিষ্যত্ব আছে। "অভিমান সম্পূর্ণ রূপে বিগলিত না হইলে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় না," এই কথা সুখ বোধ্য নহে, ইহা অত্যন্ত গহন, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বহু, ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে। "জ্ঞান" কোন্ পদার্থ, জ্ঞানের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির নিয়ম কি, কেহ বিমল বুদ্ধি হয়, বিশিষ্ট প্রতিভাশালী হয়, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়, কেহ যে, তদ্বিপরীত হইয়া থাকে, কেহ জ্ঞান লাভার্থ দেশে, দেশে ভ্রমণ করে, সদগুরুর অন্বেষণ করে, * জ্ঞানকে অমৃতোপম মনে করে, কেহ পার্শ্বস্থ জ্ঞানদানোন্মুখকেও উপেক্ষা করে, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না, ইহার কারণ কি, অভিমানের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে হইলে, এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইবে। যিনি জ্ঞান দান করেন, অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষুর উন্মীলন করেন তাঁহাকেই প্রকৃত মাতা পিতা বলিয়া জানিবে, বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবী দান ও ব্রহ্মজ্ঞান দাতার পর্য্যাপ্ত প্রতিদান যথেষ্ট নিষ্ক্রয় নহে। পৃথিবীতে এমন দ্রব্য নাই, যদ্দ্বারা একাক্ষর দাতা গুরুর ঋণ হইতে শিষ্য মুক্ত হইতে পারে ইত্যাদি বেদ-শাস্ত্র বাণী সমূহকে যথার্থভাবে সমাদর করিবার শিরোধার্য্য করিবার লোক এক সময়ে এই বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু এখন সেই বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে। যাক্ এ কথা, এখন "অভিমান" কোন্ পদার্থ, যথাসম্ভব সংক্ষেপে, তাহা তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, তোমার বোধ ও ধারণা শক্তির দিকে তাকাইয়া কথা বলিব, তুমি ভীত হইও না। বিদ্যার্জ্জন, অর্থার্জ্জন পর্ব্বতে আরোহণ, বহুদূরে গমন শনৈঃ শনৈঃ—ত্বরা না করিয়া করিতে হয় ("শনৈ র্বিদ্যাং শনৈরর্থা নারোহেৎ পর্ব্বতং শনৈঃ। শনৈরধ্বসু বর্ত্তেত। যোজনানি পরং ব্রজেৎ।"—নারদীয় শিক্ষা)।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাতে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যার জন্য গরুড়ও হংসবৎ সুদূর দেশে গমন করিবে ("সুদূরমপি বিদ্যার্থং ব্রজেদ্ গরুড় হংসবৎ।")।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং
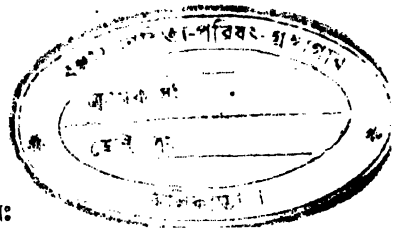
নমোগণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণ কমলেভ্যো নমঃ।

যোগতত্ত্ব।

যোগের অন্তরায় ও তৎ প্রতিষেধ বিষয়ক পাতঞ্জলদর্শন প্রোক্ত উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

বক্তা—ভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ।

জিজ্ঞাসু—শ্রীইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস, সি, এম্, বি।

যোগের অন্তরায়।

জিজ্ঞাসু—আপনার অনন্ত কৃপায় যোগের স্বরূপ, যথাশক্তি অবলোকন করিয়াছি, পূর্ণভাবে না হইলেও, কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, যোগ দ্বারা আত্ম-দর্শনই পরমধর্ম্ম, বিশ্বাস হইয়াছে, আত্মার স্বরূপ দর্শন ব্যতিরেকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না, যোগ ব্যতিরেকে আত্মার স্বরূপ দর্শন হয় না, সমাধিই আত্মার স্বরূপ দর্শনের একমাত্র উপায়, বিশ্বাস হইয়াছে সমাধি বিনা প্রকৃতির সর্ব্বপর্ব্বের রূপ নয়নে পতিত হয় না, সমাধি বিনা পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় না, সমাধিই তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র সাধন, "যাঁহারা ধন, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিদ্যাচার্য্য ও রাজ্যেশ্বরাদি হয়েন, অন্যের উপরি প্রভুত্ব করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা ধ্যান বা চিত্তের একাগ্রতা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকেন, বিদ্যাদি দ্বারা মহত্ব প্রাপ্তির যোগবলই একমাত্র কারণ," ছান্দোগ্যোপনিষদের এই কথা যে পূর্ণ সত্য, তাহা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব হইয়াছে। প্রবল জিজ্ঞাসা হয়, তথাপি যথাবিধি যোগ সাধন করিতে পারিনা কেন? একান্তভাবে যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি না হইবার হেতু কি? পাতঞ্জল দর্শন পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ প্রভৃতি যথাবিধি যোগসাধন পথের অন্তরায়, ইহারা একান্তভাবে যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তিকে বাধা দেয়। অপার করুণাসাগর পতঞ্জলি দেব কাহারা যোগের অন্তরায় তাহা

বলিয়াই নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হ'ন নাই, যে উপায়ে যোগের অন্তরায় সমূহের নিবারণ হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাও বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু মলিন চিত্ততা বশতঃ আমি পতঞ্জলি দেবের যোগের অন্তরায় ও উহাদের প্রতিষেধক বিষয়ক অমূল্য উপদেশ গুলির তাৎপর্য্য সম্যগ্ভাবে পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই।

বক্তা—"উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই কেহ কৃতকৃত্য হয় না, উপদেশ শ্রবণানন্তর পরামর্শ (গুরু মুখ শ্রুত বাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণায়ক বিচার) না করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারেনা; সকৃৎ (একবার) উপদেশ শ্রবণ করিলে যদি জ্ঞানের অভিব্যক্তি না হয়, তাহা হইলে উপদেশের আবৃত্তি কর্ত্তব্য; রাগাদি দ্বারা মলিন-চিত্তে উপদেশ রূপ জ্ঞানবৃক্ষের বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয়না" * ইত্যাদি উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করিলে তুমি বিশেষতঃ উপকৃত হইবে। যোগানুষ্ঠান রূপ ক্রিয়াযুক্তের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে, যোগানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়া বিহীনের যোগ সিদ্ধি হইবে কেন? যোগ শাস্ত্র পাঠ মাত্রে যোগ সিদ্ধি হয় না, † শাস্ত্রের পঠন, পাঠন করেন, অন্যকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করান, কিন্তু কখন শাস্ত্রোপদেশানুসারে ক্রিয়া করেন না, এতাদৃশ পুরুষের সংখ্যা যে, এক্ষণে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে না। যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান করিলে অশুদ্ধির—(অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ হেতুর) ক্ষয় হয়, অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে, সম্যগ্ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সাধন ব্যতিরেকে সিদ্ধি হয় না, যেমন যেমন সাধন সকলের অনুষ্ঠান করা যায়, তেমন তেমন অশুদ্ধির ক্ষয় হয় এবং অশুদ্ধি ক্ষয়ের মাত্রানুসারে জ্ঞানের দীপ্তি হইয়া থাকে, শ্রুতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, অথবা শ্রুতি-শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ বৃন্দের সঙ্গ করিলে, বিবেক জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের সংস্কার যোগানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষীণ না হইলে, এই বিবেক জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। অনিত্য বিষয়াসক্তি দুঃখের কারণ ইহা জানিয়াও বিষয়াসক্তিকে ক্ষীণ করিতে পারেন না, যাবজ্জীবন বিষয়ার্জ্জন ও তদ্রক্ষণেই

---

* "নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ।"—সাংদং ৪র্থ অধ্যায় ১৭ সূত্র।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।"—সাংদং ৪।৩, বেদান্তদর্শন ৪।১

"ন মলিন চেতস্যুপদেশ বীজ প্ররোহোঽজবৎ।"—সাং দং ৪।২৯

† "ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।

ন শাস্ত্র পাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥"—হঠযোগপ্রদীপিকা।

যত্নবান্ থাকেন, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিষয়াসক্তি দুঃখের হেতু, ইহা জানিয়া যাঁহারা বিষয়াসক্তিকে ক্ষীণ করিবার নিমিত্ত সতত যত্নবান্, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের জ্ঞানের দীপ্তি (বৃদ্ধি) হইতেছে, এবং যাঁহারা বিষকে ত্যাগ পূর্ব্বক আর উহাকে গ্রহণ করেন না, বুঝিতে হইবে তাঁহাদের জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুটতা হইয়াছে। করুণাময় পতঞ্জলিদেব যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠান, কিরূপে জ্ঞানের কারণ হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় স্মরণ কর। পতঞ্জলিদেব কাহারা যোগের অন্তরায় এবং কোন্ উপায়ে যোগের অন্তরায় সকলের নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ কথা তোমার বিশেষতঃ দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে? কোন্ কোন্ কথার তুমি সম্যগ্‌রূপে তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হও নাই?

জিজ্ঞাসু—পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, যাহারা চিত্তের বিক্ষেপ জন্মায়, চিত্তের একাগ্রতাকে নষ্ট করে, তাহারা যোগের অন্তরায়। ব্যাধি, স্ত্যান (চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা—চিত্তের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাব, চিত্তের চাঞ্চল্যাদি বশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে অযোগ্যতা), সংশয় (ইহা এইরূপ কিনা, এইরূপ উভয় প্রকার জ্ঞান), প্রমাদ (সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠান না করা), আলস্য (চিত্তের তমোগুণের আধিক্য বশতঃ এবং শরীরের কফাদির আতিশয্য নিবন্ধন, গুরুতা প্রযুক্ত প্রযত্নের অভাব, কর্ম্ম করিতে অপ্রবৃত্তি) অবিরতি (বিষয়তৃষ্ণা), ভ্রান্তিদর্শন (কোন এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া জানা) অলব্ধ ভূমিকত্ব (মধুমতী প্রভৃতি সমাধি ভূমির লাভ না হওয়া) এবং অনবস্থিতত্ব (সমাধি ভূমি পাইয়াও, তাহাতে অবস্থান না করা), পতঞ্জলিদেব এই নয়টীকে চিত্তের বিক্ষেপ, যোগ বা সমাধির অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ("ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধ ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্ত বিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়ঃ।"—পাঃদঃ ১।৩০) শরীর ব্যাধিত হইলে, যোগের প্রযত্ন হইতে পারে না, তাহা সুখবোধ্য। "স্ত্যান" ও "আলস্য" এই উভয়ের পার্থক্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা এবং গুরুত্ব বশতঃ ইহার কর্ম্মের অপ্রবৃত্তি, এই উভয়ের মধ্যে কি ভেদ আছে তাহা বুঝাইয়া দিন্। যোগাভ্যাসের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণানন্তর যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি না হইয়া থাকিতে পারে না, ক্ষুধার্ত্ত অন্ন পাইলে তাহা না খাইয়া থাকিতে পারে না, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ সুশীতল জল পাইলে তৎপানে নিবৃত্ত থাকিতেপারেনা, কিন্তু যোগই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির হেতু, যোগ দ্বারা আত্মদর্শনই পরমধর্ম্ম, যথাবিধি যোগানুষ্ঠান

করিলে দুঃখময় সংসার তারক জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া যায়, সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্তব্য সম্পূর্ণরূপে তাহা পাওয়া যায়, ইহা জানিয়াও যে, যোগানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়না, তাহার কারণ কি? সম্মুখে অন্ন থাকিলেও ক্ষুধার্ত্তের যে তাহা ভোজন করিবার প্রবৃত্তি হয়না, সম্মুখে সুশীতল জল থাকিলেও তৃষার্ত্ত যে তাহা পান করে না, তাহার হেতু কি? অজ্ঞান বশতঃ সম্মুখেস্থিত অন্ন বা জলকে জানিতে না পারিলে, ক্ষুধিত অন্ন ভোজন না করিতে পারে, পিপাসাক্ষামকণ্ঠ জল পান না করিয়া মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয়, আমার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক এইরূপ নহে, আমি দয়ার্দ্রহৃদয় ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার সকাশ হইতেও যোগের স্বরূপ ও যোগাভ্যাসের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বহু অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি; দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে যাহা শুনিয়াছি তাহা সারগর্ভ কথা, তাহা অশ্রদ্ধেয় কথা নহে, অসভ্যের কথা নহে, উন্মত্তের প্রলাপ নহে, তথাপি যথাবিধি যোগাভ্যাস করিতে পারিনা কেন, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। অন্ন না পাইলে, আর প্রাণরক্ষা হইবে না, জল না পাইলে, আর বাঁচিব না, যে ক্ষুধার্ত্তের, যে পিপাসুর, এইপ্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, অপিচ যাহাদের প্রাণের প্রতি মমতা আছে, প্রাণকে যাহারা প্রিয়তম বলিয়া জানে, তাহারা যেমন সম্মুখবর্ত্তী অন্ন বা সুশীতল জলকে উপেক্ষা করিতে পারেনা, আমার বোধ হয়, আমার যোগাভ্যাসের আকাঙ্ক্ষা তাদৃশী হয় নাই, যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে আমার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে না, আমার প্রাণ রক্ষিত হইবেনা, আমি মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব না, অদ্যাপি আমার এইপ্রকার ধারণা অচল হয় নাই। পরম কারুণিক পতঞ্জলিদেব কাহারা যোগের অন্তরায়, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা বলিয়াছেন আমার বিশ্বাস হইয়াছে, বিশুদ্ধভাবে তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমার সর্ব্বসংশয় দূরীভূত হইবে, আমি এই নিমিত্ত যোগের অন্তরায় সম্বন্ধে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, বিশুদ্ধভাবে তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য (ইচ্ছার বিঘাত হেতু মনের ক্ষোভ), অঙ্গমেজয়ত্ব (শরীরের কম্পন) এবং শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহারা বিক্ষেপের সহচর, বিক্ষিপ্ত চিত্তই দুঃখাদির ক্রিয়া ক্ষেত্র, বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই দুঃখাদি হইয়া থাকে, সমাধি হইলে, দুঃখাদি হয়না। *

* "দুঃখ দৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাস প্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ"—পাং-দং

শ্রীরামঃ

শরণং মম।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা।

এবং

ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ক চিন্তা।

শ্রীইন্দু ভূষণ সান্যাল, এম্, এস্, সি, এম্ বি দ্বারা লিখিত,

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

আয়ূর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ক চিন্তা করিবার অবসর আসিয়াছে।

উন্নতি (Progress) প্রাকৃতিক নিয়ম, জগৎ অবনত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অবাধিত গতিতে উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে, নবীনক্রমবিকাশবাদীদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ মতাবলম্বী। শাস্ত্র ও পক্ষপাত বিরহিত যুক্তি দ্বারা বিচার করিলে, প্রতীতি হয়, উন্নতিই (Progress) প্রাকৃতিক নিয়ম, জগৎ অবনত অবস্থা হইতে ক্রমশঃ অবাধিত গতিতে উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে, এই মত—সার্ব্বভৌম সত্য নহে। সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক যথার্থভাবে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে নিরত বা প্রকৃত পুরাণতত্ত্ববিদ্ পুরুষবৃন্দের কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে, উপলব্ধি হইবে, "উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়ম," এই মত সার্ব্বভৌম সত্যমূলক নহে, জড়-বিজ্ঞান-কুশল খ্যাতনামা জার্ম্মন দেশীয় অধ্যাপক হেকেলের বচনানুসারে বলিতেছি, এইরূপ অনুমান, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্মত তথ্যানুসন্ধানের (Purely scientific investigation) ফল নহে। উন্নতিই যে সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, অবাধিত গতিতে উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হওয়া যে, সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে পারেনা, উন্নতি ও অবনতি এই উভয়ই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম, বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম, পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম যে, উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক, সনাতনবেদ ও

উন্নতিই (Progress) সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে।

তন্মূলক শাস্ত্রসকল পাঠ করিলে, তাহা প্রতিপন্ন হয়, প্রতীচ্য ধীমান্ সত্যানুসন্ধায়িগণের মধ্যেও কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, উন্নতি অব্যভিচারি-প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে পারেনা, পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক। পক্ষপাত শূন্য বিস্তৃত প্রত্যক্ষপ্রমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সপ্রমাণ হয়, উন্নতিই সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, উন্নতিই সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে, ভারতবর্ষ এক সময়ে উন্নতির প্রান্তভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বৈদিক আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বথা শোচনীয় হইলেও, এই জাতি এক সময়ে সর্ব্ববিষয়ে পৃথিবীর গুরু হইয়াছিলেন, এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, আমাদের দৃঢ় ধারণা তাদৃশ পুরুষের সংখ্যা ক্রমশই বিরল হইতেছে।

পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্যকার জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, বৃদ্ধির পর অপায় অবশ্যম্ভাবী, বৃদ্ধি ও অপায় বা উন্নতি ও অবনতি প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র এই উভয়াত্মক ("যাবদনেন, বর্দ্ধিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে, তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র"।—মহাভাষ্য। প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই সমান ও প্রতিকূলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, মহামতি নিউটনের এই কথা স্মরণ করিলে, 'উন্নতি ও অবনতি' এই উভয়ই যে প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহাই উপপন্ন হয়। 'বৃদ্ধি ও অপায় প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বত্র এই উভয়াত্মক', মহাভাষ্যকারের এই কথার সহিত, প্রত্যেক ক্রিয়ার সকল স্থলেই সমান ও প্রতিকূলাভিমুখ প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে, নিউটনের এই কথার যে সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যায়। ফ্রান্স দেশীয় সুচিন্তাশীল ক্রমবিকাশবাদী সুধীবর ক্যাঁজেলে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন 'উন্নতিই সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম নহে,' বিশুদ্ধ বা পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়ম উন্নতি ও অবনতি এই উভয়াত্মক। *

উন্নতি সার্ব্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে পারেনা কেন?

---

* "A law that expresses progress only, can be merely a law of movement in one direction, a part only of the law of human advance. The true law, the complete law, must be a law of retrogression as well as law of progress."—

Outline of the Evolution Philosoply by

Dr. M. E. Cazelles P. 38.

'উন্নতি' ও 'অবনতি' এই দুই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, তাহা অনুভব হয়, কিন্তু উন্নতি ও অবনতি এই দুই প্রাকৃতিক নিয়ম হইল কেন, তাহা বোধ হয় সুখ বোধ্য নহে। সাংখ্য পাতঞ্জল ব্যাখ্যাত ত্রিগুণ তত্ত্ব দ্বারা উন্নতি ও অবনতি এই দুইটীই প্রাকৃতিক নিয়ম হইল কেন, কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। গুণত্রয় নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করে, পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা গুণত্রয়ের স্বভাব, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হইয়া থাকে। অতএব উন্নতি ও অবনতি এই উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম হইয়াছে। জগতের যে কোন দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করা যায়, যে কোন জাগতিক পদার্থকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, তাহাই গুণত্রয়ের পর্য্যায় ক্রমে জয় পরাজয়ের রূপই দেখাইয়া থাকে।

'উন্নতি ও অবনতি এই উভয়ই প্রাকৃতিক নিয়ম,' এই তথ্যকে তথ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে, বহু সন্দিগ্ধ ও বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসা হইবে। কিন্তু তাহা বুঝিবার চেষ্টা সকলের হইতে পারে না।

সত্যের অনুসন্ধিৎসা অভ্যুদয়শীলের হৃদয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে, রাগ দ্বেষের বশগ হৃদয় কখনও পূর্ণ সত্যের রূপ দেখিতে পান না। ভারতবর্ষ বা বৈদিক আর্য্যজাতি যে, পূর্ব্বে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার তুলনায় সমধিক উন্নত হইয়াছিলেন, যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু অত্যল্প চেষ্টাতেই তাহা অবগত হইতে পারেন। কিন্তু সকলেই কি, ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন? সকলেই কি, এই বিষয়ের যাথার্থ্য অবধারণ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন? সকলেই কি পক্ষপাত শূন্য হৃদয় হইয়া এই বিষয়ের তথ্য নিরূপণার্থ যথা প্রয়োজন চেষ্টা করেন?

যাঁহাদের হৃদয় শম-দমাদি সদ্গুণ সমূহের আধার, যাঁহাদের হৃদয় মাৎসর্য্যাদি দোষবিরহিত, অতএব যাঁহারা একাগ্রচিত্ত, যাঁহাদের মন চঞ্চল নহে, তাঁহারাই যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিবার যোগ্য। ক্ষুদ্র হৃদয়, মাৎসর্য্যাদি দোষ সমূহ দ্বারা মলীমস চিত্ত, পরিচ্ছিন্ন স্বার্থপর কদাচ একাগ্রচিত্ত বা ধ্যানশীল হইতে পারে না। ক্ষুদ্রচিত্ত কলহশীল হয়, পিশুন হয়, পরের দোষোদ্ভাসনেই সতত ব্যস্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তি কখন কোন বিষয়ের তথ্য নিরূপণার্থ চিত্তকে নিরোধ পূর্ব্বক সমাধি করিতে পারিবে কিরূপে? পরিচ্ছিন্ন স্বার্থপর চিত্ত, মাৎসর্য্যাদি দোষ সমূহ দ্বারা মলিন হৃদয় সর্ব্বদা অপ্রসন্ন থাকে। সর্ব্বদা বাধা (Resistance) পায়, এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল হয়, একাগ্র হইতে পারে না, কোন বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে

সমর্থ হয় না। য়ুরোপ ও আমেরিকা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছেন, ধনে, বিদ্যায়, বাণিজ্যে, ক্ষাত্রবলে, য়ুরোপ ও আমেরিকা যে, মহত্ত্বপ্রাপ্ত হইতেছেন তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতির বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

কিরূপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আপনার ও পরের হিতসাধনে সমর্থ হ'ন? একাগ্রতা ব্যতিরেকে কেহ ধন, বিদ্যা বা অন্যান্য গুণগ্রাম দ্বারা মহান্ হইতে পারেন না। সংসারে যাঁহারা বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, অন্যের প্রভু বা নিয়ামক হইয়াছেন, পূজার্হ হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত, তাঁহাদের ব্যুত্থান শক্তি হইতে নিরোধ শক্তি প্রবলতর, তাঁহারা ধ্যানশীল বা যোগী (যোগী বলিলাম বলে, বিস্মিত, বিরক্ত বা ভীত হইবার কারণ নাই, যোগী শব্দ উচ্চারিত হইলেই সন্ন্যাসীর বেশধারী নগ্ন, জটাজূটধারীকে বুঝায় না, একাগ্রচিত্তই বস্তুতঃ যোগী)।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এই সকল কথা বলিতেছি কেন? বৈদিক আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বথা অধঃপতিত অবস্থা; বৈদিক আর্য্যজাতি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি-তেই নিবদ্ধ দৃষ্টি ছিলেন না, এই পুরাতন জাতি বিজ্ঞান, শিল্প কলা প্রভৃতি লৌকিক বিষয়েরও যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, পার্থিব জীবনকে যথাসম্ভব সুখময় করিবার জন্যও বৈদিক আর্য্যজাতি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। শিল্প ও বিজ্ঞানের ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, সত্যানুসন্ধিৎসু উদার হৃদয় স্যার উইলিয়ম জোন্স, প্রভৃতি প্রতীচ্য সুধীবর্গের গ্রন্থ পাঠ করিলে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা অবগত হওয়া যায়। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি পুরাণতত্ত্বানুসন্ধায়ী যথাসম্ভব সত্যনিষ্ঠ পুরুষগণ বৈদিক আর্য্য জাতির বিজ্ঞান-শিল্পাদি বিষয়ে যাদৃশ উন্নতির সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। স্যার উইলিয়ম জোন্স বলিয়াছেন, য়ুরোপী-য়েরা গণনা করিয়াছেন, সার্দ্ধদ্বিশতাধিক (২৫০) শিল্পের আবিষ্কার হইলে, মানুষ প্রকৃতি হইতে সুখময় জীবনের উপযুক্ত সাধন ও ভূষণ স্বরূপ বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পরাগ হয়। ভারতবর্ষীয় শিল্প বা কলা বিদ্যা যদিও চতুঃষষ্ঠী (৬৪) সংখ্যাতে লঘূকৃত হইয়াছে, তথাপি আবুল ফ্যাজল (Abul Fazl) কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, হিন্দুরা তিন শত শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্র গণনা করিতেন। হিন্দুদিগের শিল্প শাস্ত্র এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্পীভূত হইলেও আমরা সিদ্ধান্ত

করিতে পারি, অধুনা আমরা যে সকল শিল্পের ব্যবহার করি, প্রাচীন হিন্দুরা অন্ততঃ সেই সকল শিল্পের ব্যবহার করিতেন। বিশপ হিবারও (Bishop Hiber) অবিকল এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য প্রণীত সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, বিবিধ স্বয়ংবহ যন্ত্র (যে সকল যন্ত্র ঘটিকাদি যন্ত্রের ন্যায় আপনা হইতে চলে) কুহকবিদ্যা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে ("এবং বহুধা যন্ত্রং স্বয়ং বহং কুহক বিদ্যয়া ভবতি।"—সিদ্ধান্ত শিরোমণি—গোলাধ্যায়)। "কুহক বিদ্যার" কথা সূর্য্য সিদ্ধান্ত এবং ইহার টীকাতেও অভিহিত হইয়াছে। কুহক বিদ্যাতে কি আছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না, কুহক বিদ্যার নামই সম্ভবতঃ অনেকেই শুনেন নাই। ভৌতিক কলা বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে মহর্ষিদিগের রচিত বহু গ্রন্থের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় ঐ সকল মহামূল্য গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি অগস্ত্য প্রণীত শক্তি তন্ত্র (How Energies could be traced and utilised) নামক উপাদেয় গ্রন্থের নাম শুনিয়াছি, এই মহামূল্য গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সংবাদও পাইয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অবিকল রূপ অদ্যাপি নয়নে পতিত হয় নাই। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রণীত 'যন্ত্র সর্ব্বস্ব,' (Description of all Machinery) নামক গ্রন্থের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু আজিও ইহার সম্পূর্ণ রূপ দেখি নাই। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রণীত যন্ত্র সর্ব্বস্বে কি কি আছে, তাহা শুনিয়াছি, শুনিয়া ইহার অপরূপ রূপ দেখিবার নিমিত্ত চিত্তে তীব্র কৌতূহল জন্মিয়াছে, কিন্তু কৌতূহল মিটাইবার ভাগ্য অদ্যাপি হয় নাই, যন্ত্র সর্ব্বস্বের বিমানাধিকরণে বিমানের (air-ships balloons &) বিশেষ বিবরণ আছে। যে যন্ত্র পক্ষীর ন্যায় আকাশে বিচরণ করে (That machime which moves like birds in the air) অথবা যাহার উপমা নাই, তাহার নাম 'বিমান'। বিমানাধিকরণে 'মান্ত্রিক,' 'তান্ত্রিক' ও 'কৃতক' এই ত্রিবিধ বিমানের বর্ণন আছে। মহর্ষি ভরদ্বাজের যন্ত্র সর্ব্বস্বে শৌনক, নারায়ণ গর্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক রচিত বিমান চন্দ্রিকাদি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন, আমি যত্ন পূর্ব্বক বিমানচন্দ্রিকাদি গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন ও উহাদের সুবিচার করিয়া যথাবিধি বৈমানিকাধিকরণ বলিতেছি। ব্রহ্মপদপ্রাপ্তই যাঁহাদের পরম পুরুষার্থরূপে বিবেচিত হইত, সেই মহর্ষিদিগের রীত্যানুসারে যে বিমানগত হইলে, সকলেই পরমব্রহ্মপদে উপনীত হয়েন, শ্রুতি মস্তকগোচর—অর্থাৎ উপনিষদ্বেদ্য

সেই পরমানন্দময় পরব্রহ্মকে আমি প্রণাম করিতেছি, মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রথমেই এই বলিয়া পরব্রহ্মকে নমস্কার করিয়াছেন ("যদ্বিমান গতাসর্ব্বে যান্তি ব্রহ্মপদং পরম্। তন্নত্বা পরমানন্দং শ্রুতি মস্তক গোচরম্॥ বিমান চন্দ্রিকাদীনি সুবিচার্য্য যথা মতি। বৈমানিকাধিকরণং কথ্যতেঽস্মিন্ যথাবিধি॥"—) আনন্দ রামায়ণে পুষ্পক বিমানের যেরূপ বর্ণন আছে, তাহা অবগত হইলে বিস্মিত হইতে হয়, একালে কেহ তাদৃশ বিমানের কল্পনা করিতে পারেন বলিয়া ত আমাদের মনে হয় না। যদি কাহারও কৌতূহল হয়, তাহা হইলে, আনন্দ রামায়ণের যাত্রা কাণ্ড পাঠ করিবেন।

আশ্বলায়ন মহর্ষি প্রণীত "অগতত্ত্ব লহরী" নামক ওষধি বিজ্ঞানের নাম শুনিয়াছি, এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয় সকলের একটু বিবরণও পাইয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দেখিবার ভাগ্য হয় নাই। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের যথার্থ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছুক, যাঁহারা উদ্ভিদ্ বিদ্যার প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, সত্যানুসন্ধিৎসা যাঁহাদের হৃদয়ের ভূষণ স্বরূপ তাঁহাদের "অগতত্ত্ব লহরী" দেখিবার দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল হইবেই। অগতত্ত্ব লহরীতে প্রাণ শক্তির স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাণ শক্তি হইতেই ওষধি সমূহ উৎপন্ন হয়, অন্ন (যাহা খাইয়া প্রাণিগণ প্রাণ ধারণ করে, যাহা প্রাণ পোষক) ঔষধি হইতে জন্মায়। সনাতনী শ্রুতির উপদেশ, অন্ন হইতে অখিল প্রাণীর জন্ম হয়, অন্নই সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণন, প্রাণ পোষক (ওষধীনাং রেতোঽন্নমন্নস্য রেতো রেত রেতসো রেতঃ প্রজা * **—ঐতরেয় আরণ্যক)। মহর্ষি আশ্বলায়ন এই সাক্ষাৎ সনাতনী শ্রুতি প্রমাণেই বলিয়াছেন, ওষধি হইতে প্রাণিগণের জন্ম হয়, ("তস্মাদোষধয়ো জাতাঃ ওষধী-ভ্যোঽন্নমুচ্যতে। অন্নাৎ সর্ব্বং প্রাণিন ন শ্চেত্যাহ সাক্ষাৎ সনাতনী। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তস্মাৎ প্রাণনঃ প্রাণ পোষকঃ॥"—অগতত্ত্ব লহরী)।

আয়ুর্ব্বেদের যে অবস্থা এখন আমাদের নয়নে পতিত হয়, আয়ুর্ব্বেদের তাহা নিতান্ত শোচনীয় পতিত অবস্থা। আয়ুর্ব্বেদের এই পতিত অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদে শারীর বিদ্যার এবং রসায়ন ও উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হয় নাই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করেন নাই, করেন না, যথার্থভাবে সত্যের অনু-সন্ধান করিবার শক্তি, সুতরাং ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না বা নাই। আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা ও পুনরুন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা যে বৈদিক আর্য্যজাতির ভৌতিক কলা বিষয়ক উন্নতির কথা তুলিয়াছি, যথার্থভাবে সত্যের

অনুসন্ধান করিতে হইলে, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঝটিতি কোন বিষয়ের কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, এই কথা স্মরণ করা, যাঁহারা বৈদিক আর্য্য-জাতির ইতিহাসের অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহাদিগকে এই কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া, তাহার উদ্দেশ্য। যাঁহারা এই অতি পুরাতন, সাক্ষাৎ—পরম্পরা ভাবে পৃথিবীর অন্য জাতির আদিগুরু বৈদিক আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস জানিবার অভিলাষী, তাঁহাদের বৈদিক আর্য্যজাতির বস্তুতঃ কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, যথার্থ-ভাবে তাহার অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

জগৎ-পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষদিগের যথার্থ প্রসংসা শুনিতে আমাদের একান্ত ইচ্ছা হয়, সন্দেহ নাই। আমরা বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যুগধর্ম্ম বা দুরতিক্রমণীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ আমাদের হৃদয় এখন মলিন হইলেও, বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রতিভা, বিকৃত হইয়াছি বলিয়া, অযোগ্য জ্ঞানে আমাদিগকে ত্যাগ করিলেও 'অদ্যাপি, কাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ (Ances-tors) তাহা ভাবিতে যাইলে, তপস্তেজ প্রদীপ্যমান, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ মরীচি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণের মনোরম পবিত্র ছবিই আমাদের চিত্ত দর্পণে প্রতিফলিত হয়, তাঁহাদিগকেই আমরা দেখিতে পাই, সন্তানদিগের শোচনীয় অধঃপতন হেতু বিষণ্ণ বদন পিতৃ-পিতামহাদিই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকেন। সনাতন বেদের উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া, বেদ প্রাণ ঋষিদিগের কথাকে উপেক্ষা করিয়া, ডারুবিন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হকসলী, হেকেল প্রভৃতি অদূরদর্শী স্বয়ং সংশয় দোলাতে দোদুল্যমান নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগ দ্বারা প্রদর্শিত প্রোটিষ্ট (Protist) বা এক কোষাত্মক (unicellular), পূর্ব্বপুরুষের, ক্রিমি সদৃশ পূর্ব্বপুরুষের (Worm-like ancestors), মৎস্য সদৃশ পূর্ব্বপুরুষের (Fish like Ancestors) পঞ্চপদ পূর্ব্বপুরুষের (Five toed Ancestors) ও শাখা মৃগ পূর্ব্বপুরুষের (Ape ancestors) মূর্ত্তিকে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারি না, পতিত হইলেও, আমাদের বুদ্ধি দর্পণে ইহাঁরা (প্রোটিষ্ট ক্রিমি প্রভৃতি) আমাদের পূর্ব্বপুরুষরূপে পতিত হন না। অহোরাত্রাত্মক দিন সকল যেমন পূর্ব্বানুক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়, বসন্তাদি ঋতু সকল যেমন বিনা বিপর্য্যাসে—ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন পিতৃগণকে অবরকালীন

আমরা বড়লোকের ছেলে ছিলাম, অতএব ভাগ্য দোষে দরিদ্র হইলেও আমাদের সম্মান পাওয়া উচিত, আমরা এইরূপ মতাবলম্বী নহি। সত্যের অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য।

(পশ্চাৎ জাত) পুত্রগণ ত্যাগ করে না, পূর্ব্বকালীন পিতৃগণের স্বভাব, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের জ্ঞান, তাঁহাদের পুত্রে সংক্রমণ করে। এতএব হে ধাত!—হে পালক দেব! আমাদের কুলীন—অস্মৎকুলে জাত জীবদিগকে তুমি আয়ুষ্য প্রদান কর, দীর্ঘজীবী কর; কার্য্য, কারণ গুণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, কার্য্যে কারণের গুণ সংক্রমণ করে। আম্র বৃক্ষ হইতেই আম্র বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, আম্র বীজ হইতে নিম্ব বৃক্ষ জন্মে না। "যথা হান্যনুপূর্বং ভবন্তি যথা ঋতব ঋতুভির্যন্তি সাধু। যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাম্॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ১০ম ১৮ সূক্ত)। অদ্যাপি সন্তান বৎসল, প্রেম পারাবার পূর্ব্বপুরুষগণের এই হতভাগ্য, অযোগ্য, সন্তানদিগের জন্য প্রার্থনা কখন কখন স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহান্ ছিলেন, বিশ্ব পূজ্য ছিলেন, বিশ্বের আদিগুরু ছিলেন, ইহা ভাবিতে ভাল লাগে, ইহা ভাবিলে হৃদয় যেমন অনন্দে পূর্ণ হয়, তেমতি দুঃখে ভরিয়া যায়, পূর্ব্বপুরুষদিগের গগন স্পর্শী কীর্ত্তিস্তম্ভ আমাদিগ দ্বারা মলিনীভূত হইতেছে, মনে হইলে, অনির্ব্বচনীয় যাতনাই হয়। দরিদ্র রাজপুত্র কখন ইচ্ছা করেন না যে, লোকে তাঁহাকে লোক মাঝে রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। দরিদ্র রাজপুত্র, রাজপুত্ররূপে খ্যাত হইতে চাহেন না বটে, কিন্তু অলক্ষিত-ভাবে নিজ পিতৃ-পিতামহাদির প্রশংসা শুনিতে অভিলাষী হন। পিতৃ-পিতামহের যশোগান শুনিলে তাঁহার পরমানন্দ হয়। যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ, মিথ্যা কখন আনন্দপ্রদ হইতে পারে না, মিথ্যা যে আনন্দ দেয়, তাহা সত্যের বেশ ধরে বলিয়া, সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় এই নিমিত্ত। সৎ বা সত্যই বস্তুতঃ আনন্দ দিতে পারে, আনন্দপ্রার্থী মানুষ তাই সত্যের অনুসন্ধান করিতে চায়, প্রাকৃতিক নিয়মে সত্যের অনুসন্ধান করিতে ভাল বাসে। সত্যের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মহর্ষিরা ভৌতিক কলা সম্বন্ধে কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হইয়াছে সকলেই নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, হইতেছে। "উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়ম," যথার্থভাবে সত্যের অনুসন্ধান করিলে, প্রতিপন্ন হয়, এই মত সর্ব্বথা সত্য নহে। বৈদিক আর্য্যজাতির উন্নতি ও অবনতির যথার্থ ইতিহাস্ জানিতে চাহিলে, মহর্ষিরা যে, নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছিলেন, এই মতের প্রতিষ্ঠা হয় না। আমরা আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, এই নিমিত্ত অল্প কথায় দেখাইবার চেষ্টা করিলাম, বৈদিক আর্য্যজাতি (পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যখন গভীর অন্ধকারে

ডুবিয়াছিল) তখন সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি-প্রভাকরের বিমল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছিলেন, ভৌতিক কলারও (যাহাই এখন উন্নতির মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হয়) তাঁহারা প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন, কল্পনা বিজৃম্ভিত আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই (যদ্যপি ইহাই তাঁহাদের অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইত) তাঁহারা সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিতেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির অবিরোধে, লোকহিতার্থ তাঁহারা ভৌতিক কলাদিরও যথাপ্রয়োজন উন্নতি বিধানে যত্নবান্ ছিলেন। ডাক্তার রয়েল প্রভৃতি সত্যনিষ্ঠ প্রতীচ্য কোবিদগণও মুক্ত কণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। *

যাহা বলা হইল তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমরা বড়লোকের সন্তান আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা বলিবার জন্য আমরা লেখনী ধারণ করি নাই, বড় লোকের ছেলে বলে, বিন্দু মাত্র সম্মানের দাওয়া করিবার অধিকার আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের তুলনায় আমরা যে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, তাহা আমরা জানি, এই নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদা দুঃখী, নিয়ত অনুতাপানলে দহ্যমান। সত্যের অনুসন্ধান, তথ্যদর্শন, সত্যকে পাইবার চেষ্টা এতদ্বারাই মানুষের উন্নতি হয়, অতএব আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে অসভ্য বা বর্ব্বর ছিলেন না, তাঁহারা যে অন্যদেশের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরম সীমাতে উপনীত হইয়াছিলেন, যথার্থভাবে এই সত্যের অনুভব করিতে পারিলে,

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর আসিয়াছে এই কথার অভিপ্রায়

"* If from their literature and philosoply we pass to the science of the Hindoos, we shall find equal reason to conclude, that it was not only in vividness of imagination and powers of philosophical abstraction that they excelled, but that the exact sciences were equally cultivatod, and apparently with an Original and successful result"—

An essy on the Antiquity of Hindoo Medicine by J. F. Royle, M.D., F. R. & L, S, Porf. Materia—Medica and Therapeutics King's College, London P. 159.

কেবল আমাদের নহে, অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষি মনুষ্যজাতির উপকার হইবে, সত্যের অপলাপ দ্বারা কখন উন্নতি হয়না, সত্যের অপলাপ করিয়া কেহ কখন উন্নত বা বিজয়ী হইতে পারেন নাই ("সত্য মেব জয়তে নানৃতম্।"—মুণ্ডকোপনিষৎ)।

পুরাণতত্ত্বানুসন্ধায়ি—প্রতীচ্য কোবিদ্‌গণের দৃঢ়ধারণা মানুষমাত্রেই নিতান্ত অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে, হইতেছে, অতএব ইহাঁরা (যথেষ্ট প্রমাণ পাইলেও) ইহাঁদের প্রতিভা বশতঃ স্বীকার করিতে পারিবেন না, বৈদিক আর্য্যজাতি অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, এজাতির কদাচ সার্ব্বভৌম অসভ্যাবস্থা ছিলনা। যাহা হোক্ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে কি করা উচিত? কি করিলে, আমরা আমাদের জগৎপূজ্য পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা করিতে সমর্থ হইব, কি করিলে আমাদের পুনরুন্নতি হইতে পারে, কোন্ মার্গকে আশ্রয় করিলে, আমরা আবার অম্লানমুখে বৈদিক আর্য্য বলিয়া পরিচয় দিতে ক্ষমবান্ হইব, এখন তাহা ভাবিবার অবসর আসিয়াছে। দেখিতেছি, অধুনা কতিপয় বৈদিক আর্য্যসন্তানের যাহাতে এই প্রাচীন জাতির পুনরুত্থান হয়, যাহাতে পূর্ব্বপুরুষদিগের গগনস্পর্শী কীর্ত্তি-স্তম্ভের আবরণ বিদূরিত হয়, তজ্জন্য একটু চেষ্টা হইয়াছে। আমরা এই নিমিত্ত বলিয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইহার পুনরুন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিবার অবসর আসিয়াছে।

সৎ কথা।

(১)
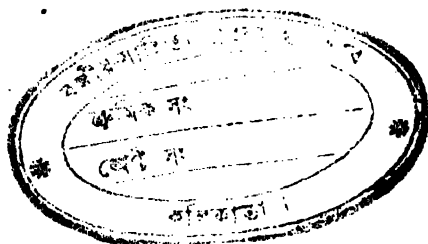
সংসার স্বপন, ভাঙ্গিল যখন,
দেখিলাম সব ফাঁকা।
কেহ কোথা নাই, মাতা পিতা ভাই,
কেবল রয়েছি একা।
স্বপ্নে হ'ল সঙ্গ, স্বপ্নে সঙ্গ ভঙ্গ,
স্বপ্নে দারা পুত্র গেহ,
স্বপ্ন জাগরণে, মায়া অবসানে
ছুটিল মোহ দুর্ম্মোহ।
যাদের ক্ষণিক প্রেম ক্ষণ প্রভা প্রায়,
তাদের প্রণয় পঙ্কে লিপ্ত কর কায় ?
যাঁহার সহিত নাই বিচ্ছেদ কখন,
মাখাবেনা তার অঙ্গে প্রণয় চন্দন ?
অরে রে অবোধ মন ! মুগ্ধ কি কারণ,
রতনের লোভে হও কুপেতে মগন ?
প্রথমে বালক ছিলে সুকুমার অতি,
এখন তরুণ তনু মোহন মূরতি।
কালে হবে কাল কেশ তুষার বরণ,
গলিত হইবে অঙ্গ স্খলিত দর্শন।
পরে কোথা ভেসে যাবে কে বলিতে পারে,
জ্ঞান নেত্রে চেয়ে দেখ কি ঘটিবে পরে।
যদি নিজ হিত চাও ত্যজি মায়া খেলা,
পরব্রহ্ম চিন্ত চিতে বয়ে গেল বেলা॥

(২)

সদা বলি হরি হরি, কবে দেহ পরি হরি
হরি পদে লইব শরণ।
হেন দিন কবে হবে, সব জ্বালা জুড়াইবে,
শান্তিধামে করিব গমন।
দাসে দয়া কর নারায়ণ॥

ওঁ সত্য নারায়ণ কৃষ্ণ নাম যারি,
ভেদিয়া হৃদয় গুহা উঠে বার বার।
কি ভয় কি ভয় তার এজগতে আর
তাহাতে যমের আর নাহি অধিকার।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকি বার বার,
এ মহা পাপীরে হরি কর হে উদ্ধার।
মৃত্যু হারী কোথা হরি এস নারায়ণ,
পতিতে উদ্ধার কর পতিত পাবন।
মা মা বলে ডাকে যথা রোগার্ত্ত বালক,
জলধরে ডাকে যথা তৃষিত চাতক,
ধেনুতরে বৎস যথা করে হাম্বা রব,
আমিও তেমতি তোমা ডাকি হে কেশব ?
দিনান্তেও একবার যেই মূঢ় জন,
ভক্তি করি হরি নাম না করে গ্রহণ ;
পৃথিবীর ভার সেই সে নহে মানব,
হেন পুত্র মাতা যেন না করে প্রসব।
হরি নাম অর্থ দিয়া কিনিতে না হয়,
ভক্তি ভাবে করিলেই যায় মৃত্যু ভয় ;
বিনা মূল্যে হেন সুধা যে না করে পান,
তাহার সমান আর কে আছে অজ্ঞান।
স্মর কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণানন্দে আত্মা মোর হও আত্মারাম।

নিত্য চিন্তা কর মন, চিন্তামণি হরি ধন,
যে ধনের নাহিক নিধন।
যাহা কিছু দেখ আর, সকলি অসার তার,
স্বপ্ন-লব্ধ ধনের মতন॥
হরি ধন মহা ধন, চিন্ত চিতে অনুক্ষণ,
বৃথা কাল না করি ক্ষেপণ।
সে ধনে চিনিলে পরে, পাবে পার ভব পারে,
ভেঙ্গে যাবে এ ঘোর স্বপন।

———

(জনৈক সাধু প্রেরিত)

আত্ম প্রসাদ।

আত্ম প্রসাদ বা পরাশান্তিই জীবের চরম প্রাপ্তব্য বিষয় বা পরম পুরুষার্থ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতে যতকিছু সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেবল স্বরূপ অবগত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিবার জন্য, গীতায় উক্ত হইয়াছে,

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।" ২।৬৫

অর্থাৎ আত্ম প্রসাদ লাভ করিলে সকল দুঃখেরই নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন চিত্ত বহু বিষয়গামী না হইয়া শ্রীভগবানের ভজনেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে, এই বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চয় হয়। এইরূপ ব্যক্তি যিনি রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়াছেন তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও শান্তি লাভ করেন, তাই উক্ত হইয়াছে—

"রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্
আত্ম বশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।" ২।৬৪

এই আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে হইলে কিরূপ সাধন শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা করা যাউক।

অনাদিকাল মানুষ ভগবৎ বহির্মুখ হইয়া যে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে শ্রীভগবানের চরণে একান্ত ভাবে প্রপন্ন হইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থে সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদন করা, আত্ম নির্ভর বা শরণাগতি বহু সাধন ভিন্ন কেহ কখনও সহসা লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের যে চিত্ত অবিদ্যাবরণে আবৃত হইয়াছে এবং রাশি রাশি সঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারমল দুষ্ট হইয়াছে তাহা কি প্রকারে নির্ধৃত কষায় হইতে পারে এ বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যে, ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাধন মার্গে নিজের সামর্থ্যে এই মল ক্ষালন করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ই স্বেচ্ছাচারী, তাহারা কেহই এখন আমাদের অধীন নহে, চক্ষু কুরূপ দর্শনে নিযুক্ত, বাক্য কুকথা উচ্চারণে অভ্যস্ত, কর্ণ অসৎ প্রসঙ্গালাপে উৎসুক—এইরূপ সর্ব্বদা শত্রু সমূহের মধ্যে বাস করিয়া শ্রীভগবানের

কৃপা ব্যতীত সচ্চিন্তা করা বড়ই কঠিন কার্য্য, সেই জন্য শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্ত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে হয়; ঐশী শক্তি লাভ করিলে এই দেহ-গেহে যে শত্রু সকল আমাদের অভিষ্ট লাভে সদাই বাধা দিয়া থাকে তাহারা চিচ্ছক্তির নিকট পরাহত হইয়া আত্মার দাসত্ব স্বীকার করিবে এবং সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা তখন ইন্দ্রিয় নিয়ামকেরই সেবা হইবে। তাই নারদ পঞ্চ রাত্রে উক্ত হইয়াছে "হৃষিকেন হৃষিকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" এইরূপ ভক্তির অনুষ্ঠানে সাধক ক্রমে ক্রমে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং কালে চিত্তের সকল মলিনতা অপনীত হইয়া তাহা যেন স্বচ্ছদর্পণের মতই হইয়া যায়।

ভগবান্ পতঞ্জলি এই চিত্ত প্রসাদ লাভের জন্য যোগ সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন—

"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য
বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" পং দং ১।৩৩

অর্থাৎ সুখ দুঃখ সৎ অসৎ এই কয়টী ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধুতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। যাহার সুখে আমাদের স্বার্থ ব্যাহত হয় তাহার সুখ সম্পদে চিত্তে প্রায়ই ঈর্ষার উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু সে ভাব মন হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে সকল জীবের প্রতি বন্ধুত্ব ভাব পোষণ করিলে মনে শান্তি লাভ করা যায়, সেইরূপ দুঃখীজনের প্রতি করুণা করা বিধেয়। আমরা যেমন প্রিয় জনের দুঃখে ব্যথিত হই, সেইরূপ সকল জীবেরই দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করা বিধেয়, এইরূপ অভ্যাসের ফলে চিত্তের কুবৃত্তিনিচয় সংযত হয়। পূজ্যপাদ যোগসূত্রকার আরও বলিয়াছেন যে চিত্ত এইরূপে রজস্তমগুণে অনভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের স্বচ্ছ প্রভায় আলোকিত হয়, নির্ব্বিচার সমাধি অবস্থায় যোগী এই অবস্থা প্রত্যক্ষানুভূতি করিয়া থাকেন, যথা "নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।" যাহা হউক এইরূপে চিত্তকে ক্রমশঃ সংস্কার শূন্য করিয়া ত্রিবিধ দুঃখ হইতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করিয়া কিরূপে আত্মা স্বরূপে বা কৈবল্যে স্থিতিলাভ করে তাহার বিষয় ভগবান্ পতঞ্জলি সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ সকল তত্ত্ব দ্রষ্টা মনীষীগণ জীবের শাশ্বতী শান্তির উপায় চিন্তা করিয়াছেন। মানুষের প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে নানা সাধন মার্গের এক কিম্বা অন্যতম পন্থা সাধক নির্ব্বাচন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনা ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে

নিখিল শাস্ত্র বেত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বহু পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি প্রণয়ন্ করিয়া যখন স্বরস্বতী তীরে বিমনায়মান হইয়া বসিয়াছিলেন তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার হৃদয়ের অপ্রসন্নতা জানিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের লীলা বিলাসাদি বর্ণন করিতে উপদেশ করিলেন, এইরূপেই জগতে ভুবন মঙ্গল ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ভাগবৎ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইল। ইহাতে ভক্তির পরম উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে, এবং সূতমান প্রথমেই শৌনকাদি ঋষিগণের শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন শুনিয়া বলিতেছেন,—

"যৎকৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি" আরও বলিতেছেন,"

"স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতোর্ভক্তি রধোক্ষজে অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি"।

অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী, অহৈতুকী স্বাভাবিকী ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কারণ সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন।

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণা নববিধা ভক্তির সাধনা করিয়া থাকেন তাঁহার অনায়াসেই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে সকল অনাদি সংস্কার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ব্যুত্থান অবস্থায় পুনরায় উদিত হইয়া যোগীর চিত্ত বহির্মুখ করে নাম কীর্ত্তন প্রভাবে সেই সংস্কার রাশি সহজেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়, যেরূপ স্তুপীকৃত কাষ্ঠ অগ্নি কণিকার সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যায় সেইরূপ পুঞ্জীভূত পাপও ক্ষণকালের নাম প্রভাবে লয় প্রাপ্ত হয়, কলিতে জীবের পক্ষে শাস্ত্রোপদেশানুসারে কীর্ত্তন যজ্ঞে ভগবানের আরাধনাই প্রশস্ত ও সুখ সাধ্য, যথা—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ যজন্তিহি সুমেধসঃ", এই সাধনায় যে মন কঠোর অভ্যাস দ্বারাও সংযত করা সুকঠিন মনে হয়, তাহা ভগবানের চিন্তায় স্বতই মগ্ন হইয়া যায় ও বিষয়ান্তরে ধাবমান হয় না, এইরূপে আনন্দাস্বাদন করা মানবের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং যখন মন এত শক্তিহীন হইয়া পড়ে যে অন্য কোনরূপ সাধনেই সমর্থ হয় না তখন দেখা যায় যে উহা নীরবে নীরবে ইষ্টদেবতার নাম লইতে সক্ষম হয়, যিনি এই শ্রীনাম জীবনের ভূষণ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন তাঁহার সকল অশুভই নাশ হইয়া যায় এবং চিত্ত বিমল আত্ম প্রসাদে ভরিত হইয়া থাকে। এই আত্ম প্রসাদ শ্রীভগবানের প্রসাদ ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়ং
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিনো
নচান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্' ।

সেই জন্য শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,

"তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্।" ১৮।৬২

শ্রুতিও বলিয়াছেন

"তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্ মহিমাণমাত্মনঃ"

গীতা শাস্ত্রেও এই পরাশান্তি পাইবার বহু পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি যে মার্গই অবলম্বন করুন তিনি সেই এক স্থানেই উপনীত হইবেন অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় অদ্বয়ানুভূতি বা সর্ব্বত্র ব্রহ্ম সত্বানুভব করিবেন। গীতায় কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই সকল গুলির সুচারু সমন্বয় দেখা যায়। কর্ম্মযোগ নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধ হয়, কর্ম্মের ততদিনই আবশ্যক যতদিন না চিত্তের লয় বিক্ষেপ ও মলিনতা দূরীভূত হইয়া একনিষ্ঠা জন্মায়, যথা—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে।",

অর্থাৎ যিনি জ্ঞান যোগে আরোহন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম যোগই সহায় এবং যিনি জ্ঞান যোগারূঢ় তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগই শ্রেয়ঃ। ভাগবতেও কথিত আছে,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।"

তাহা হইলে দেখা গেল চিত্তকে বহু বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিবার জন্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মগুলি ভগবানের প্রীত্যর্থে অনাসক্ত ভাবে করণীয়, তাহার পর যাহারা জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিবেন তাঁহাদিগকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বিচার, ইহা মূত্র ফল ত্যাগ, শমদম তিতিক্ষাদি অভ্যাস, ও মুক্তি বাঞ্ছা করিয়া আপনাকে নিখিল জড় পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবনা করিতে হইবে অথবা জীবাত্মা যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির পারে তুরীয় চৈতন্য, অহঙ্কার

মহতত্ত্বাদি প্রকৃতির সহিত তাহার যে কোন সম্বন্ধ নাই—তিনি কেবল দ্রষ্টা বা সাক্ষী স্বরূপ—তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত—সেই আত্মাই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞান ময় চারি কোশের পর আনন্দময় কোষাত্মক ব্রহ্ম এইরূপ বিচারবান হইয়া জ্ঞানীকে অহং-গ্রহোপাসনা করিতে হইবে। তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম তৎ পদার্থ—জীব ত্বং পদার্থ, স্বরূপে তৎ ও ত্বং পদার্থ অভেদ কেবল উপাধি দ্বারা ভেদবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, প্রথমে ত্বং পদার্থ জ্ঞান পরে তৎ পদার্থ জ্ঞান শেষে তত্ত্বং পদার্থের অভেদানুভূতি, এইরূপে ত্বং পদার্থের শুদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। ইহাই সংক্ষেপে জ্ঞান মার্গের সাধনারও সিদ্ধি। যোগ মার্গে ও জ্ঞান মার্গে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহা জ্ঞান মার্গেরই অবান্তর ভেদ, যোগ সাধনায় জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত তদাকার কারিত হইলেই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চৈতন্যের স্বরূপে অবস্থান বা কৈবল্যে স্থিতি হয়। ভক্তি মার্গে জ্ঞান মার্গের শেষ অবস্থাটী অর্থাৎ ব্রহ্ম সাযুজ্য অভিষ্ট বিষয় নহে। এই মার্গে জীব আপনাকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মের নিত্যদাস ভাবের অভিমান রাখিবে। তথাপি ভগবান্ ভক্তকে নিজত্ব দিয়া দিবেন। ভক্ত শ্রীভগবানেরসহিত চিরদিন পৃথক্ ও অপৃথক্ ভাবে আনন্দ সম্ভোগ করিতে প্রয়াসী। শাস্ত্রে যে সাধনার তিনটী পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে যথা—"তস্যৈ বাহং মমৈবাসৌ স এবাহ" মিতি ত্রিধা ইহার মধ্যে ভক্ত শেষ ধাপে আরোহন করিতে ইচ্ছা করেন না, কারণ সে অবস্থায় জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, ব্রহ্ম সত্তায় তাহা বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থা ভক্তাচার্য্যগণ মানব মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিষয় মনে করেন না। জ্ঞাতাশূন্য কেবল জ্ঞানের অবস্থা ভক্তেরা স্পৃহনীয় মনে করেন না। সেইজন্য অন্যাভিলাষতা শূন্য, জ্ঞান কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন কেই শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তৎপ্রণীত ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে উত্তম ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। এখানে অনাবৃত শব্দের অর্থ এমন নয় যে জ্ঞানশূন্য ভক্তি, কারণ সেরূপ ভক্তি প্রায়শঃই ভাব প্রবণতা ও গোড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ করে যেমন কেবল জ্ঞান শুষ্ক বিচারের মধ্য দিয়া প্রাণহীন বুদ্ধি বৃত্তির চালনা ও নাস্তিকতায় পরিণত হয়। ভক্তি মার্গে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া জ্ঞানকে তাহার অবান্তর ব্যাপার রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, গীতায় আমরা ভক্তি পক্ষে যেমন দেখি,

"সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং"

তেমনি জ্ঞান পক্ষে দেখি,—

"তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।"

ভক্তকে যেরূপ ভগবান আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছেন যথা—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ।"
'কৌন্তেয় প্রতি জানিহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'।

জ্ঞানীকেও তেমনি বলিয়াছেন,—

"অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।"
"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

সেইজন্য গীতার উপসংহারে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন।

'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ইত্যাদৌ ভেদ দর্শনাৎ। নচৈবং সতি তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি শ্রুতি বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাজ্ জ্ঞানস্য "নহি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে ইত্যাদি।

অর্থাৎ এখানে কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই। যেমন কাষ্ঠ পাক করিতেছে বলিলে অগ্নি ও কাষ্ঠের উভয়ের সাধনত্ব বুঝিতে হয় সেইরূপ জ্ঞান ভক্তির অন্তব্যাপারহেতু ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইল। তাহা হইলে দেখা গেল যেখানে দুটীর সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে সেই থানেই ধর্ম্মের চরম বিকাশ সেখানে আচার্য্য শঙ্করের জ্ঞানদীপ্ত প্রখরধীশক্তির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চির মধুর সমুদ্র-গম্ভীর অসীম প্রেমের সমন্বয় সেই থানেই অধ্যাত্ম জীবনের পরম উৎকর্ষ—শ্রেষ্ঠ পরিণতি। জ্ঞানী তাঁহার ক্ষুদ্র অহমিকা ভূমা ব্রহ্মসত্তায় বিলীন করিয়া দেন, ভক্ত অহং বুদ্ধিকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া কেশাগ্রের শতাংশের এক অংশ পরিমাণ করিয়া 'দাসোঽহং' ভাবটী রাখিয়া দেন। আচার্য্য রামানুযের মতে এই অহং ভাব মুক্তাবস্থাও যাইবার নহে। এই দুই মার্গেই আত্ম প্রসাদ লাভ করা যায়—একটী সংশ্লেষণ ও আর একটী বিশ্লেষণ দ্বারা। বিশ্লেষণ পথে 'নেতে নেতি' করিয়া সমগ্র প্রকৃতির বহির্দ্দেশে জ্ঞানী ব্রহ্ম সত্তার অনুসন্ধান করেন এবং জগৎকে মায়া জ্ঞানে লীলানন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করেন, আবার ইচ্ছামতকরেন না; আর সংশ্লেষণ পথে ভক্ত লীলানন্দে ডুবিয়া স্বরূপানন্দ ভোগে সমর্থ হয়েন না কিন্তু যিনি বিশ্লেষণ পথে গমন করিয়া পুনরায় সংশ্লেষণ পথে আসিয়া লীলাস্বাদন করেন তাঁহার জীবনই পূর্ণ। কোন গন্তব্য স্থানে যাইতে হইলে যদি দুই পথ থাকে তবে যেটী হউক কএটী

দিয়া তথায় যাইলেই হইল যদি গৃহে বসিয়া কোন্ পথ উত্তম এই বিচারে দিন কাটিয়া যায় তাহা হইলে যেমন কেহ কথন গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না সেইরূপ সাধন মার্গে যদি কেহ আজীবন ভক্তি পথ কি জ্ঞান পথ কোনটী উত্তম এই লইয়া বিচার করেন তবে প্রকৃত আত্ম প্রসাদে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীবিভাষ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ।

প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণ সেবা সুখ ইচ্ছা প্রেম তার নাম॥"

প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিবা মাত্রই আজকাল সাধারণ মানবের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? প্রেম বলিতে কি অবৈধ প্রেমই বুঝায়? অর্থাৎ অমুক মহাশয়ের নিজ বধূর সঙ্গে প্রেম, আচার্য্য বাবুর সহিত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর প্রেম, এবং কুকুরের সহিত গুপ্ত বাবুর প্রেম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যুবতী বিধবার সঙ্গে প্রেম, অথবা পাঠক মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রেম; এবম্প্রকার লঘুর সঙ্গে গুরুর প্রেম, ঠাকুরের সঙ্গে কুকুরের প্রেম, কুকুরের সঙ্গে ঠাকুরের প্রেম ইত্যাদি প্রেমকেই এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ প্রেম বলিয়া জানেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেম উক্ত প্রকার হেয় বা ঘৃণার পদার্থ নহে। উক্ত প্রকার প্রেম বা ভালবাসাকে আসুরী মায়া বা পাশব বৃত্তি বলিয়া বোধ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রণয় বা প্রেম কি মধুর শব্দ! প্রেম শব্দটি যেন সুধা দ্বারা নির্ম্মিত। প্রেমামৃত রসে ঘৃণা বিষ প্রয়োগ করা পশুত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। আহা! প্রেম শব্দটি উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই হৃদয় গ্রন্থি গলিয়া আনন্দে শিথিল হইয়া পড়ে। এবং তখন আর আমাতে আমি থাকি না, কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে আত্মহারা হইয়া যাই সে ভাব লেখনী দ্বারা লিখিয়া বাক্য দ্বারা বলিয়া অপরকে বুঝাইতে পারি না।

ইহাই কি প্রেম? প্রেম কি রূপ? প্রেম কি যৌবন? প্রেম কি কামিনীর কৃষ্ণকুন্তল না অশীতিপর তাপসের পিঙ্গল জটাজাল? প্রেম কি শুষ্ক

যৌবনের চঞ্চল কটাক্ষ না একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র? প্রেম কি কেবল যৌবনের সহচর? কিম্বা দীর্ঘনিশ্বাস, হা হুতাশ ও হৃদয় বেদনার অধিষ্ঠাতা? এই কি প্রেম? যদি তাহাই হয় তবে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত প্রেমে নিয়মিত ও প্রেমের পূজায় পূজিত সেই বিশ্ববিরাট প্রেম ত অর্ব্বাচীনের প্রলাপ মাত্র! তাহাই যদি হয় তাহা হইলে প্রেমের নাম এই জগৎ হইতে চিরতরে লুপ্ত হউক! কিন্তু তাহাই কি ঠিক? কখনই নহে। প্রেম সৎ, প্রেম চিৎ, প্রেমই আনন্দ। অনিত্য জগতের অনিত্যতা বোধে প্রেম। সচ্চিদানন্দ প্রেমের বিকাশ সর্ব্বত্র। এক কথায় প্রত্যেক অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ চিন্ময় ব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রেমের ডোরে আবদ্ধ। বৈরাগ্যের আগুনে নিজের দেহকে ও ক্ষুদ্র সুখাভিলাষকে পোড়াও-প্রেম মিলিবে। প্রেম সমস্ত নিয়ম ও ক্রিয়ার মূল, ধর্ম্মেরও আদি এবং মূল প্রেম। প্রেমই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য! কিছুতেই প্রেমের হাত এড়াইবার যো নাই। সকল জিনিসের সার বস্তু প্রেম। সর্ব্ব পদার্থের পদার্থত্বই প্রেম। এখন বুঝিলেন প্রেম কি? প্রেম ও কাম দুটো খুব পাশাপাশি কিনা। সেই জন্য গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন "কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।" মানুষ বুদ্ধি থাকিলে কাম আর ভগবদ্বুদ্ধি থাকিলেই প্রেম। কিন্তু এ সমস্তের মূলে কি আছে? মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে প্রেম হয় না। প্রেম কি তাহা বুঝান, এই পাগল অধম ও অক্ষম লেখকের পক্ষে অসম্ভব তবে অতি সামান্য মাত্রায় পাগলের পাগলামীর আশ্রয় লইলাম।

প্রেম অতি দুর্ল্লভ (বস্তু) স্বর্গীয় পদার্থ। ধরণীবাসী নর নারীগণ, ব্যবহার দোষে স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্পটী বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ, তাহার শ্রী, সৌরভ ও গৌরব এককালে নষ্ঠ করিয়া ফেলিয়াছে। হায়!! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ছার মানব জাতির ঘৃণিত জীবনে সহস্র ধিক্! আর কি বলিব? হৃদয় ভাণ্ডারের অমূল্য নিধি প্রেম কি ঘৃণিত মানবকে অর্পণ করিবার বস্তু? এ যে দুর্ল্লভ পদার্থ! এ অমূল্য ধনের গৌরব বা আদর ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে জানিবার বা বুঝিবার অধিকারী নহে। তবে যাঁহারা দেব লোক ছাড়িয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ দেব জাতির মানব অবশ্যই প্রেমের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম, অন্যে নহে।

প্রেম একটি মাত্র বস্তু। একটি বস্তু একজন ভিন্ন দুই ব্যক্তিকে কখনই অর্পণ করা যাইতে পারে না। কিন্তু এখনকার প্রেমিক প্রেমিকাগণ এক

প্রেমকে বহু শাখা প্রশাখায় বিভাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঐ যুবক বাবুর বহু যুবতী বিধবায় নানাভাবে প্রেম, আর বাবুর সকলের সঙ্গেই সমান প্রেম, আহা! লোকটা কি প্রেমিক, কলিকালের কৃষ্ণ অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন প্রেমিকের গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

তাই বলি প্রেম সামান্য বস্তু নহে। মনে করুন আমি একজন রমণী আজ যদি জনৈক মানবের অভিনয়ের মায়ায় ভুলিয়া আমার হৃদয়ের অমূল্য নিধি প্রেম, তাঁহার করে অর্পণ করিয়া হৃদয় ভাণ্ডারটি শূন্য করিয়া বসিলাম, কিন্তু— প্রেমরূপ গুরুভার অমূল্য নিধি, দুর্ব্বল নর কতদিন বহনে সক্ষম? আর ঐ ব্যক্তি কি আমায় ঈশ্বর মিলাইয়া দিবে? রত্নাকর ভিন্ন যেমন অন্য কোন এমত জলাশয় নাই—যে নদীর বেগ ধারণ করে—সেই মত ঈশ্বর স্বরূপ রত্নাকর ভিন্ন, প্রেমরূপ নদীর স্রোত, অন্য কেহই ধারণে সক্ষম নহে। মানবে প্রেম ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থায়ী তাহার কোটী কোটী প্রমাণ নানা শাস্ত্রে, পুরাণে, উপন্যাসে শুনিতে পাওয়া যায়। মানবের যে প্রেম সে প্রেমের অপর নাম-কাম,—প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা। আর মানুষকে অশাস্ত্রীয় উপায়ে ঈশ্বর মনে করাও পাশববৃত্তির উপরে মৌখিক ঈশ্বরভাব আরোগ করিয়া অতি জঘন্য, অতিক্ষুদ্র লাম্পট্য চরিতার্থ করা মাত্র।

এস্থলে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, মানব প্রেম যখন কাম বা কামনা অর্থাৎ ইচ্ছার অধীন এবং ক্ষণভঙ্গুর, তখন লোকে জানিয়া শুনিয়া, ভুক্তভোগী হইয়াও এমন সুধাসিক্ত বস্তুর অপব্যবহার করে কেন?

হে মানব ছার! গাঁথি প্রেম হার,
দিলাম তোমার গলে,
তুমি দুরাচার! কি বুঝিবে তার,
দলিলে চরণতলে।
ভূমি হ'তে হায়! কুড়াইয়া তায়,
ধুইয়া নয়ন জলে,
ঈশ্বর চরণে, অর্পিণু যতনে
যতনে লইয়া তুলে।
ইতিপূর্ব্বে যার, ছিল না বাহার,
পড়িয়া তোমার করে,
এবে দেখ তায়, কিবা শোভা পায়,
প্রেমিকে অর্পণ করে।

তুমি নরাধম, প্রেমের মরম,
কেমনে জানিবে হায়!
সুধার সুতার কি জানে ছাতার,
চকোরেতে যাহা খায়।
নিঃস্বার্থ সরল প্রেমেতে গরল
অর্পণ করিয়াছিলে,
নাহি জান শেষে, আপনি সে বিষে,
জ্বালায়ে মরিবে জ্বলে।
অতএব নর, মম বাক্য ধর,
ঈশ্বরে অর্পহ প্রেম,
ভ্রম অন্ধকার, থাকিবেনা আর,
হইবে মঙ্গল ক্ষেম॥

দীন হীন—
শ্রীশিশির কুমার বক্সী।
গোরক্ষপুর।

সমালোচনা।

বৈদিক সন্ধ্যা—প্রথম খণ্ড—বৈদিকা শ্রীসোমেশ চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত মূল্য ১৷৹ প্রাপ্তিস্থান (১) ৬নং নলগোলা ঢাকা (২) এস সি আঢ্য এণ্ড কোং ১২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈদিক আর্য্যের সন্ধ্যাপদ্ধতির প্রথম খণ্ড। ইহাতে আছে সন্ধ্যা প্রতিষ্ঠা, সন্ধ্যা বিজ্ঞান, সন্ধ্যার অন্তরঙ্গ সমালোচনা, সন্ধ্যার অন্ত্যভাগ। বিশেষ যত্ন ও বহু পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার মহাশয় এই গ্রন্থে সন্ধ্যা সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ত্ব কথার আলোচনা কঠিন। কাজেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই পুস্তক সুখবোধ্য না হইলেও যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার নিবেদনে লিখিয়াছেন "প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য দেহভুক্ আত্মাকে যে ভাবে প্রস্তুত করা আবশ্যক তাহার সমস্ত উপাদানই সন্ধ্যায় একাধারে বিদ্যমান" * * * "ইহার অনুশীলনে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন সত্য, সুন্দর ও সুখাবহ হয়"। এইরূপ পুস্তক যত বাহির হয় সমাজের ততই মঙ্গল। আশা করি গ্রন্থকার মহাশয় পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজের উপকার সাধিত করিবেন।

পরকাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঞ্চভৌতিকঃ দেহঃ। সাংখ্যসূত্র ৩ অঃ ১৭শ সূত্র।

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকদৃষ্টে। ঐ ২০শ সূত্র।

দেহ পাঞ্চভৌতিক। জীবের চৈতন্য উক্ত ভূতের বিমিশ্রণে উপজাত নহে; কারণ পৃথক্‌রূপে অবস্থিতিকালীন কোন ভূতে চৈতন্য দৃষ্ট হয় না।

প্রপঞ্চ মরণাদ্য ভাবশ্চ। ঐ ২১ সূত্র।

চৈতন্য ভূত সকলের ধর্ম্ম হইলে দেহধারীর মরণ, সুষুপ্তি প্রভৃতি চৈতন্য বিহীন অবস্থা সকল দৃষ্ট হইত না। চৈতন্য দেহধর্ম্ম হইলে সর্ব্বদাই দেহে বর্ত্তমান থাকিত।

যদশক্তিবচ্চেৎ, প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ। ঐ ২২শ সূত্র।

যদি বল যে, সুরা প্রভৃতির মাদকতার ন্যায় ভূত সকলের মিশ্রিত অবস্থায়ই চৈতন্যরূপ ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তবে তদুত্তর এই যে, মাদকতা শক্তি কেবল বিমিশ্রিত অবস্থায় উপজাত হয় না। অবিমিশ্রিত অবস্থায়ও ঐ সকল দ্রব্যে অল্প পরিমাণে মাদকতা আছে, বিমিশ্রিত অবস্থায় তাহারই বিকাশ হয় মাত্র। কাজেই চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, এবং দেহের সহিত ঐ চৈতন্য নষ্ট হয় না। এই চৈতন্যই আত্মা বা জীবাত্মা।

এই বিশ্ব সংসার দেখা যায় যে প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল আছে। এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহার কোন কারণ নাই; অবশ্য কার্য্যের কারণ সঠিক নির্ণয় করা অনেক সময় শক্ত হইয়া উঠে। যদি দেহের সহিত জীব নষ্ট হয়, তবে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। কর্ম্মের বিনাশ নাই; জীব যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহার ফল ভোগ তাহাকেই করিতে হইবে। দেখা যায় জীব অনেক সময় কর্ম্ম করিয়া তাহার কোন ফল ভোগ না করিয়াই মরিয়া যায়। যদি মৃত্যুর সহিত তাহার সব ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কৃত কর্ম্মের ফল কে ভোগ করিবে? এক জনের কৃত কর্ম্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করেনা। অন্যায় কর্ম্ম করিব আমি, আর রামদাস বা শ্যামদাস ফলভোগ করিবে, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধ। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অভোচি নাশ্নাতি কৃতং হি কর্ম্ম।

এক জনের কৃত কর্ম্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করে না। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং॥

মনু ৪।২৪০

জীব একাকীই উৎপন্ন হয় এবং একাকীই বিলয় পায়। একাকীই স্বস্ব সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করে।

অনেক স্থলে দেখা যায় যে, পিতা নিজ দুরাচার বশতঃ সে সকল ব্যাধি অর্জ্জন করিয়াছে, পুত্রে তাহা সংক্রামিত হইতেছে। লোকে বলে নিরপরাধ পুত্রে পিতার পাপের ফল ফলিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুত্রের জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই সে তদনুকূল অবস্থাপন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নচেৎ পিতার দুষ্কৃত সন্তানে ফলিবে ইহা কখনও বিশ্বনিয়ন্তার ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারেনা। কাজেই দেখা যায় যে আমরা যে সকল কর্ম্ম করিয়া মরিয়া যাই, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে পুনরায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হইবে।

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা।
কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তু স্বকর্ম্মভিঃ॥
না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্ম শুভাশুভং॥

জীব নিজকর্ম্ম বশে দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি ও স্থাবর বৃক্ষাদি জন্মলাভ করিয়া থাকে। ভোগ ভিন্ন শত কোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। জীবকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন যে, নিত্য নূতন জীব সৃষ্ট হইতেছে এবং পূর্ব্ব জন্ম নাই তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যদি দেহ বিনাশের পরে কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে দেহ প্রাপ্তির পূর্ব্বে ও কিছু একটা ছিল। নচেৎ নূতন জীব সৃষ্ট হইলে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হইবে কেন? সকলেই সমান অবস্থা সম্পন্ন হইত। কেহ বাল্যকাল হইতেই প্রতিভা সম্পন্ন; অন্যে শত চেষ্টা দ্বারাও তাহার সমকক্ষ হইতে পারেনা। কেহ প্রবল বিষয় বাসনা নিয়া, কেহ প্রবল বৈরাগ্য নিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমাদের যদি পূর্ব্বের কোন কর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে সংসারে এত বিভিন্ন জীব দৃষ্ট হইতনা। সৃষ্টি বৈচিত্রই পূর্ব্ব জন্মের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৩ সূত্রে বলিয়াছেন ;—

ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম ভেদে সৃষ্টি ও সংহারাদি দ্বারা ব্রহ্মের বৈষম্য (পক্ষপাতিত্ব) ও নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) প্রকাশিত হয় না। কারণ লোকের সুখ দুঃখাদি বিভিন্ন ফল তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সাপেক্ষ ; যেমন ধান্য যবাদির পার্থক্যের কারণ মেঘ নহে, তত্তৎ বীজগত বৈষম্যই কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ধান হইতে ধানের গাছ এবং যব হইতে যবের গাছ হইবে ; এই পৃথকত্বের কারণ মেঘ নহে ; বীজই পৃথক্ পৃথক গাছের কারণ। মেঘ যেমন জল দিয়া সকল বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া দেয় মাত্র, ঈশ্বরও তদ্রূপ সকল জীবের সৃষ্টির সাধারণ কারণ হইলেও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া জন্মিবার কারণ উহাদের পৃথক পৃথক কর্ম্ম। ঈশ্বর সকলের পিতা ও মাতা, তাঁহার করুণার ইতরবিশেষ কুত্রাপি নাই। কাহারও সুখ বা কাহারও দুঃখ হউক, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় হইতে পারে না। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তিনি তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন বলিয়া তিনি কর্ম্মাদিসাপেক্ষ কর্ত্তা। তিনি খাম খেয়ালী করিয়া কোন কিছু করেন না। তাঁহার নিকট কেহ দ্বেষ্যও নহে, প্রিয় ও নহে।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

গীতা ৯।২০

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বপ্রাণী সম্বন্ধেই সমদর্শী ; বাস্তবিক পক্ষে আমার দ্বেষ্য ও কেহ নাই, আর প্রিয় ও কেহ নাই।

যে যে প্রকার কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুসারে সে জাতি, আয়ু ও ভোগ প্রাপ্ত হইবে। জীব ইহজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুসারে ঈশ্বর পরজন্মে ফল প্রদান করেন, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।

পাতঞ্জল দর্শন ২।১৩

কর্ম্মের পরিণাম তিন প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। জীব কোন্ দেশে, কোন্ কুলে, কাহার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহার আয়ু কতদিন হইবে, কি পরিমাণ সুখ ও দুঃখ তাহার জীবনের সহিত জড়িত থাকিবে, এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। এই "জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" প্রধানতঃ জীবের প্রারব্ধ কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়। ইহজন্মে যাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—(যেমন পিতা, মাতা, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি) জীবন যাত্রার উপকরণ যে প্রকারের

ও পরিমাণের হয়, সমাজের সে স্তরে তাহার আসন নির্দ্দিষ্ট হয়, যে পরিমাণ সুখ ও দুঃখের সহিত তাহার সংস্রব হয়, এ সমস্তই তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল। এইরূপে পরজন্ম ও কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হয়।

"ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি" (গরুড় পুরাণ উত্তরার্দ্ধ ১৩।১৮) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার জীবের অনুগমন করে।

পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম থাকিলে আমাদের তাহার স্মৃতি থাকে না কেন? এরূপ একটা প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হয়। অবশ্য এ জন্মের সকল সময়ের কথা আমাদের স্মরণ নাই। আমাদের অতি শৈশব কালের কথা আমরা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছি; কিন্তু তা বলিয়া শৈশবকাল ছিল না, এরূপ সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইবেন না। শাস্ত্র বলেন,—ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা চিত্ত মার্জ্জিত ও নির্ম্মল হইলে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈবচ।
অদ্রোহেন চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকং॥

মনু ৪।১৪৮

সর্ব্বদা বেদাভ্যাস, আন্তর্বাহ্য শৌচ, তপস্যা ও প্রাণীর অংহিসা, এই সকল কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের জাতিস্মর হয়।

সাধু মহাত্মাগণ জ্ঞান দৃষ্টি প্রভাবে নিজের ও অপরের পূর্ব্ব-জন্ম বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মনে এক সময়ে এইরূপ একটী প্রশ্নের উদয় হয়,—"পূর্ব্বজন্ম আছে কিনা? স্বামী তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলিয়া ছিলেন;—

"দেখ, তুমি যে বিষয় মনে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, তাহা সত্য। ত্রিকালদর্শী-আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ তপোবলে, জ্ঞানবলে ও যোগবলে যে সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্য জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়; ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। যদি কেবলমাত্র এক জীবন অর্থাৎ ইহ জীবন শেষ জীবন হইত, তাহা হইলে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ বেহারা, কেহ মেথর; তাহা ব্যতীত কেহ রোগী, কেহ নীরোগ, কেহ মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, কেহ অতিকষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন;— জীবনের এত প্রভেদ কেন? কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য না করিলে কোন প্রকার

দণ্ড কখনই ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের কি তবে কোন প্রকারের ভালমন্দ বিচার নাই? যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়েছেন?—কখনই না। কর্ম্মফল অনুসারে জীবনের এত প্রভেদ হইয়া থাকে। নানাপ্রকার কর্ম্মফলের অধীন হইয়া লোকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ভাল কার্য্য করিলে ভাল হয়, মন্দ কার্য্য করিলে মন্দ হয়। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে এ জন্মে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। যদি ব্রাহ্মণোচিত সৎকার্য্য করিয়া যাও ও সৎপথে থাক তবে—আত্মোন্নতি করিতে পারিবে। পরজন্মে কি প্রকার জন্ম হইবে, এক্ষণে তুমি নিজেই তাহা স্থির করিতে পারিবে।"

স্বামী তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত ও বলিয়া দিয়াছিলেন।

"অমুক গ্রামে অমুক নামে যে লোকটী বাস করেন, তিনি তোমাকে অতিশয় ভাল বাসেন; তুমিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাস এবং স্নেহকর। ইহার কারণ কি জান? তিনি তোমার পূর্ব্বজন্মে পিতা ছিলেন। তুমি পুত্র, তিনি পিতা বলিয়া পূর্ব্বের যেমন স্নেহ তেমনই আছে; কেবল মাত্র দেহ পরিবর্ত্তন হেতু কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না।" গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন;—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি নত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৪।৫

হে অর্জ্জুন আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তাহা সমস্তই অবগত আছি; কিন্তু পরন্তপ! তুমি কিছুই জানিতেছ না।

ভগবানের আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায়, তিনি চিরদিন ভ্রম প্রমাদ শূন্য, এজন্য তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয়না; আর জীবের জ্ঞান শক্তি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকা নিবন্ধন এক জন্মের ঘটনা নিচয় অন্য জন্মে স্মরণ থাকে না। সাধারণ জীব মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া কর্ম্মানুসারে ভৌতিক দেহ ধারণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দেহ ধারণ তাঁহার লীলা মাত্র। তিনি মায়া ও কর্ম্মের অধীন নহেন। জীব মায়ার অধীন, আর তিনি মায়ার অধিনায়ক। জীব কর্ম্ম দ্বারা অবিদ্যা মুক্ত হইলে জাতিস্মর হয়।

মাহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী যখন গয়ায় ছিলেন, তখন একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে ফল্গুর অপর পারে রাম গয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; হঠাৎ তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল।

"পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি সমস্তই আমার সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে জেগে উঠ্‌ল।" বহু তীর্থ দর্শন ও বহু স্থান পর্য্যটন করতে করতে কেহ পূর্ব্ব জন্মের সাধন ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব্ব ভাব বা স্মৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে উদয় হ'তে পারে।"

আমাদের প্রথম জন্মে সুখ দুঃখ কোথা হইতে আসিল, এই তর্কের কোন মূল নাই; কারণ সৃষ্টি প্রবাহের আদি নাই। জীব অনাদি কাল হইতে কর্ম্মবশে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতেছে। বিধাতা চিরকালই বিধাতা। তিনি পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া সংহার এবং সংহার করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন। সৃষ্টি ও প্রলয় অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং প্রলয়াবসানে সৃষ্টি প্রারম্ভ হইলে পূর্ব্ব সৃষ্টির জীব সকল পুনরায় প্রকাশিত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বকালীন তাহাদের কৃত কর্ম্মানুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বাধীনে কর্ম্মফল ভোগ করে। জীব অনন্তকাল এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেমন নিদ্রার পূর্ব্বের সংস্কার নিদ্রার পরে উদিত হইয়া ফলদান করে, তদ্রূপ প্রলয়ে জীব নিজ নিজ কর্ম্মের বীজ নিয়া তাঁহার (ঈশ্বরের) মধ্যে সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া প্রলয়াবসানে পুনরায় কর্ম্মফল সহ জাগিয়া উঠিতেছে; ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যাঁহারা মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব এবং জন্ম ও তদুপযুক্তভোগ ভূমি স্বীকার করেন, আর্য্য শাস্ত্র মতে তাঁহারাই আস্তিক, আর যাহারা তাহা করে না, এখানেই কর্ম্মভোগ শেষ হয় বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা নাস্তিক। নাস্তিকেরা পরলোক ও পারলৌকিক ধর্ম্মোপদেশক বেদকেও মানে না এজন্য আর্য্য শাস্ত্রে 'নাস্তিকা বেদ নিন্দুকাঃ' বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। হিন্দুর ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মিমাংসা (বেদান্ত) এই ছয় খানি বেদানুমোদিত দর্শন শাস্ত্রে পারলৌকিক নিত্য আত্মার সদ্ভাব ও শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমুহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বাঁধাই ১৸০ আবাঁধা ১৷০।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ—মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষ নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১৷০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণ—দোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের ক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২৷৷৹ টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মুল্য ২৷৹ ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাই-য়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তক খানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধা-রিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না। ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উৎসব আফিসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ প্রণীত (১) মধ্যলীলা—১৲,(২) উচ্ছাসাঃ ৸৹ আনা (৩) লক্ষ্মীরাণী—১৷৷৹ (৪) লোকালোক—১৲ (৫) আহ্নিকম্—৷৷৹।

BIRESVAR'S BHAGAVAT GITA, IN ENGLISH RHYME.

Highly praised by Eminent Oriental Scholars Price Rs. 3.

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

উৎসবের নিয়মাবলী।

১। "উৎসবের" বার্ষিক মূল্য সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাঃ মাঃ সমেত ৩৲ তিন টাকা প্রতিসংখ্যার মূল্য ।/০ আনা। নমুনার জন্ত ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। বৈশাখ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না হইলে প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে "উৎসব" প্রকাশিত হয়। মাসের শেষ সপ্তাহে উৎসব "না পাওয়ার সংবাদ" না দিলে বিনামূল্যে "উৎসব" দেওয়া হয় না। পরে কেহ অনুরোধ করিলে উঁহা রক্ষা করিতে আমরা সক্ষম হইব না।

৩। "উৎসব" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে "রিপ্লাই-কার্ডে" গ্রাহক-নম্বর সহ পত্র লিখিতে হইবে। নতুবা পত্রের উত্তর দেওয়া অনেক স্থলে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

৪। "উৎসবের" জন্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষ এই নামে পাঠাইতে হইবে। লেখককে প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। "উৎসবে" বিজ্ঞাপনের হার—মাসিক এক পৃষ্ঠা ৫৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩৲ এবং সিকি পৃষ্ঠা ২৲ টাকা। কভারের মূল্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

৬। ভি, পি, ডাকে পুস্তক লইতে হইলে উহার অর্দ্ধেক মূল্য অর্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে। নচেৎ পুস্তক পাঠান হইবে না।

অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ— { শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীকৌশিকীমোহন সেনগুপ্ত।

Registered No. C. 583

২০শ বর্ষ।] ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল। [১১ সংখ্যা।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

সম্পাদক—শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম, এ।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যকাব্যতীর্থ।

সূচীপত্র।

কলিকাতা ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"উৎসব" কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ও

১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, "শ্রীরাম প্রেসে"

শ্রীসারদা প্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

২০শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল। { ১১শ সংখ্যা

জাতির কর্ত্তব্য।

নর নারীকে, পরিবারকে, সমাজকে, মানব জাতিকে যতদিন না আদর্শ দিতে পারিবে ততদিন ইহাদের সুখশান্তি আদৌ হইবে না। বৃক্ষ পৃথিবীর উপরে দাঁড়াইয়া পৃথিবীর বক্ষে মূল সঞ্চারিত করে, করিয়া শিশুর স্তন্য পানের মত রস পান করিয়া পুষ্ট হয়। জাতিটাকেও একস্থানে দাঁড়াইয়া রস আকর্ষণ করিতে হইবে তবে এটা পুষ্ট হইবে। বৃক্ষকে যদি একস্থানে থাকিতে না দেওয়া হয়, আজ এখানে কাল ওখানে নাড়িয়া নাড়িয়া রাখা যায় তবে বৃক্ষ মরিয়া যায়। আজ যে জাতিটা পুষ্ট হইতেছেনা এটা একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই বলিয়া। বহু লোকে বহু ভাবে জাতিটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া মারিয়া ফেলিতেছে।

বৈদিক আর্য্য জাতি দাঁড়াইয়া ছিলেন স্বধর্ম্মের উপরে। ভারতের স্বধর্ম্মে এই জাতি-বৃক্ষ পুষ্ট হইয়াছিল। আবার ভারত এই স্বধর্ম্ম পাইয়াছিল বেদ হইতে। গীতা যেমন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়, সেইরূপ বেদ হইতেছেন ব্রহ্মের হৃদয়। এই হৃদয় শুধু অনুভূতি। বেদ, ব্রহ্ম অনুভূতি, বেদ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ঋষিগণ এই অনুভূতিকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন, ধরিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের দ্রষ্টা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই জাতি গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে জাতি কত

পশুগণও দৃষ্টপ্রয়োজন সাধক—খাইলে পেট ভরে খাইয়া ফেল—তা আমার বা অন্যের বস্তু দেখিবার প্রয়োজন নাই—যদি কেহ বাধা দেয় তবে তাহাদিগকে বিনাশ কর। সংখ্যায় বেশী বলিয়া ইহারা জ্যেষ্ঠ আর দেবতাগণ শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত—ইঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া কনিষ্ঠ, ইঁহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরোধী। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই পাপ। শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই পাপ প্রশমনের জন্য শত শত উপায় দেখা যায়। সদ্য পাতক সংহন্ত্রী—গঙ্গার প্রণামে দেখা যায়—শুদ্ধস্তমৈনসঃ ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাতে দেখা যায়। অসুরগণই দেবতাগণকে পাপ বিদ্ধ করেন। চক্ষুর নিকৃষ্টরূপ দর্শন করা পাপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করা পাপ, ত্বগিন্দ্রিয়ের যা তা স্পর্শ করা পাপ, কর্ণের যা তা শ্রবণ করা পাপ, মনের যা তা সঙ্কল্প করা পাপ এবং বাক্ এর যা তা বলা পাপ। পাপ হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

স্বয়ং ঈশ্বরই বলিয়াছেন "মৎ কীর্ত্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ" আমার কীর্ত্তনই জগতে পাপ হরণ করে জানিও। ইহাই ভাল করিয়া বুঝিতে চাই।

আদর্শ ব্যতীত মানুষ উন্নত হইতে পারে না। স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও আদর্শ লক্ষ্য কর—আদর্শ অনুসরণ করিয়া চল পাপ নাশ করিয়া নিজের অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে।

কে আমার আদর্শ? আহা! যাঁহার জন্ম সকল প্রাণীর উপকার জন্য তিনি আদর্শ পুরুষ। দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মানুষ পর্য্যন্ত—সকলের উপকার করিতে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন তিনিই আদর্শ পুরুষ। কে আমার আদর্শ? আহা যিনি মানুষের সহস্র অপকার ভুলিয়া একটি মাত্র উপকারও যে মানুষ করে তাহার সেই একটি মাত্র উপকার দেখিয়া ক্ষমাসার, তিনিই আমার আদর্শ। যিনি সকলের উপকারের জন্য নিজের দুঃখ একবারেই গ্রাহ্য করেন না তিনি আদর্শ। যিনি রাজর্ষি মহর্ষিগণের পথে চলেন—স্বকপোল কল্পিত কোন মতকে পুণ্যপঙ্ক মনে করেন না—পাপ বলেন তিনিই আদর্শ। যিনি লোকের অযথা লোক-নিন্দা হইতেও সাধারণের চরিত্রের অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া লোকনিন্দা পরিহার জন্য আপনার অতি প্রিয় জনকেও বিসর্জ্জন করিতে পারেন তিনিই আমার আদর্শ। যিনি শিষ্ট জনকে রক্ষা করেন এবং দুষ্ট দমনের জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন তিনিই আমায় আদর্শ।

জাতীয় মহাগ্রন্থ রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র সকল মানুষের আদর্শ। সকল গুণের

বিকৃত হইবে তাহাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন—আপদ ধর্ম্মে জাতির কর্ত্তব্য কি তাহাও তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। কোথাও তাঁহারা জাতিকে স্বধর্ম্ম-ভূমি হইতে নাড়িয়া বসান নাই। পরিবর্ত্তন আনিতে হয় আন কিন্তু জাতির মূল, বেদ প্রসূত স্বধর্ম্মে প্রোথিত থাকুক তবেই শুভ হইবে নতুবা জাতিটা পাপে প্রাপে শুষ্ক হইয়া যাইবে। উপস্থিত সময়ে তাহাই হইতেছে। তখনকার সমাজ সংস্কারকগণও কবি ছিলেন, আইনজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কবি বলিতে কত কি তখন বুঝাইত এখনই বা কি বুঝায়? বেদমাতা সরস্বতীই কবিত্ব শক্তিরূপে কবির আস্য মধ্যে আগমন করেন। সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন "আমা হইতে কবি পৃথক্ নহেন," কবি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান্ সকল বিষয়ই অবগত থাকেন, কবি সত্যবাদী কবি সত্য প্রতিষ্ঠিত। জগতে কবিই ধর্ম্মবক্তা ও সর্ব্বরসাভিজ্ঞ। কবি বর্ণিত বিষয় কখন মিথ্যা হইবার নহে, কারণ কবিই অপর সৃষ্টি কর্ত্তা। "কবির্বৈ ধর্ম্মবক্তাচ কবিঃ সর্ব্বরসৈকবিৎ। ন কবের্ব্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।" শাস্ত্র আবার বলিতেছেন "সর্ব্বোপর্য্যেব পশ্যন্তি কবয়োঽন্যেন চৈব হি।" কবিগণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম দর্শন করিতে পারেন এমন আর কেহই পারে না। তাঁহারা যে কাব্য রচনা করেন তাহা ভগবানেরই রচনা। যা হউক তা হউক কল্পনা করিতে পারিলে এখন কবি হওয়া যায়, আর মনের স্বাভাবিক লালসাপূর্ণ করিতে পারিলে রসস্রষ্টা হওয়া যায়। ইহারা যখন সমাজের সংস্কার করিতে আইসেন তখন রাবণকে দেখিয়া সীতা যেমন আপনাতে আপনি যে লুক্কায়িত হইতে চাহিতেন সেইরূপ ইহাদিগকে দেখিয়া সমাজ, ভীত, ত্রস্ত, সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, ইহারা যখন সমাজকে বলেন "মাং দৃষ্টা কি বৃথা সুভ্রু স্বাত্মন্যেব বিলীয়সে" তখন সমাজ ইহাদের কামভাবে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করে।

সমাজরক্ষক ঋষিগণ পাপকে বড় ভয় করিতেন। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিই পাপের দিকে। এই ইন্দ্রিয় জয় ভিন্ন ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করা যাইতেই পারেনা। শ্রুতি দেবতাকে ও অসুরকে তাহা বহুস্থানে দেখাইয়াছেন। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ, ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ। সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির সন্তান দুই প্রকার-দেবতা এবং অসুর। ইহার মধ্যে দেবতাগণ কনিষ্ঠ এবং অসুরেরা জ্যেষ্ঠ। শাস্ত্র জনিত জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা দ্যুতিমান তাঁহারা দেবতা আর স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ অনুমান জনিত দৃষ্ট-প্রয়োজন কর্ম্ম ও জ্ঞান ভাবিত যাহারা তাঁহারাই অসুর। অসুরেরা স্বাভাবিক কর্ম্ম লইয়াই থাকে— ইহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞান দৃষ্টপ্রয়োজন সাধক। এই সমস্ত লোকের সংখ্যাই বেশী

আধার—কি লৌকিক কি পারমার্থিক যে দিক দিয়াই দেখ শ্রীরাম চন্দ্র সর্ব্বমঙ্গলে পূর্ণ। আদর্শ পুরুষের গুণ স্মরণে, গুণ কীর্ত্তনে যখন তদ্ভাব ভাবিত হইতে পারিবে তখনই তোমার জীবন সফল হইবে, তখনই তুমি পাপ মুক্ত হইয়া তাঁহার ধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়াও সংসারে নির্ম্মল হইয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে।

আমার ভগবান্।

আমার ভগবান্ না ভগবানের আমি এই সাধনার কথা এখানে বলিতেছিনা, অথবা আমার মধ্যে ভগবান্ না ভগবানের মধ্যে আমি এই বিচারের কথাও এখানে বলিতেছিনা, বলিতেছি কে আমার ভগবান্?

আমার ভগবানের রূপ নাই কিন্তু তিনি ভাগ্যবানের জন্য রূপ ধরেন, আমার ভগবানের নাম নাই কিন্তু যে তাঁহাকে ভজিতে চেষ্টা করে তাহার জন্য তিনি নাম গ্রহণ করেন—তিনি তাই কত রূপই ধরেন আর কত নামই গ্রহণ করেন তাহার সংখ্যা কে করিবে? কে করিতে পারে?

আমার ভগবান্ আমার গুরু মূর্ত্তিতে তোয়দমধ্যস্থিতা বিদ্যুল্লতার সহিত—আমার গুরুপত্নী মূর্ত্তিতে আমার গুরুর সহিত বামাঙ্গে দধতং হইয়া থাকেন। তাঁহার এই প্রথম স্থান জ্যোতিরাশির মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে সহস্রার তলে দ্বাদশ কমল মধ্যে ত্রিকোণ কামকলার ভিতরে। আমার ভগবান্ আবার আমার জিহ্বাগ্রে জ্যোতিরাশির মধ্যে জ্যোতির অক্ষরে আমার মন্ত্র মূর্ত্তিতে থাকেন। আবার আমার ভগবান্ আমার হৃদয়কমল মধ্যে জ্যোতিরাশির মধ্যে অতি রমণীয় দর্শন হইয়া আমার ইষ্টমূর্ত্তিতে সর্ব্বদা বিহার করেন। শাস্ত্র এই আমার ভগবান্ আমার মধ্যে কোথায় কোথায় থাকেন তাহারও সংবাদ দিতেছেন। আরও বলিতেছেন তাঁহার নিকট যাইতে হইলে প্রথমে আমার নাভিকমল মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহার অঙ্গ জ্যোতিতে আমার এই নশ্বর দেহকে ঊর্দ্ধাধঃ তীর্য্যক্ ভাবে ভরিত করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতে করিতে আমাকে জ্যোতির্ম্ময় ভাবনা করিয়া তাঁহার ভাবনা করিতে হইবে।

আমি চেষ্টা করি কিন্তু আমি মূর্খ, আমি কপট, আমি তাঁহাকে রূপে পাইনা চেতন নামেও পাইনা। কেমন করিয়া পাইব? বড় বড় সাধকও যখন নিজের দিকে চাহিয়া বলেন "ম্যায়সম কোউন কপট খল কামী," যখন বলেন "কলিকাল তুলসি সে শঠ হি, হঠি রাম সমুখ করতঃ কো" তখন সাধনা শূন্য আমি, তার জন্য নিজের ভোগ সুখ বিসর্জ্জনে অসমর্থ আমি, তার জন্য কোন কিছু ছাড়িতে অপারগ আমি, তার প্রসন্নতার জন্য আমার নীচ নিজত্ব পরিত্যাগে অসমর্থ আমি—আমি কেমন করিয়া তাঁকে রূপে দেখিব? তাঁর কথাই বা আমি শুনিব কিরূপে? সে কথার স্বর লহরী শুনিবার কর্ণ আমার কি আছে যে শুনিব? নতুবা সে যে আসে কথা কহিতে—কিন্তু কথা কহিতে না পারিয়া ফিরিয়া যায়। সাধকের মুখে শুনি সে আসে, কথাও কয় কথাও শুনে।

নামে পাই, মন্ত্রে পাই কিন্তু চেতন ভাবে পাইনা, রূপেও পাইনা, কথাতেও পাইনা। তবে পাই কেমন করিয়া বলিব? তবুও আছি। কেমন করিয়া আছি? যাঁহারা পাইয়াছেন, যাঁহারা সেইরূপে, সেইমধুর মূর্ত্তিতে, যাঁহারা সেই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম কর্ণান্ত দীর্ঘ নয়নে নয়ন রাখিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন, ভগবান্ বাল্মীকির মত যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছেন, তাঁহাকে অন্যের সহিত কথা কহিতে শুনিয়াছেন, শুনিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের জীবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের দেখা রূপ বর্ণনায়, তাঁহাদের শোনা কথায় তাঁহার রূপ ভাবিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া হরি হরি করিয়া কোন রূপে থাকি। আর দুঃখ করি—সাক্ষাতে দেখিলে যেরূপ ধ্যান হয়, প্রত্যক্ষ কথা শুনিলে যেরূপ সর্ব্বদা সেই কথা কাণে লাগিয়া থাকে সেরূপ আমার হয় না। হয়ত সে আমার দেখা লোকের রূপে রূপ মিশাইয়া আসে, হয়ত কথায় কথা মিশাইয়া কথা কহিয়া যায় আমি ক্ষণকালের জন্য আশ্চর্য্য হইয়া এই মূর্ত্তিতে যেন সেই মূর্ত্তি দেখি, এই কথাতে সেই কথা শুনিয়া যেন ভরিত হইয়া যাই কিন্তু বহুদিন ধরিয়া তাহা রাখিতে পারিনা।

তবে আমার ভগবান্‌কে আমি ভজি কিরূপে? তিনি ত বলিয়াছেন "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্"—আমি যে এই লোক—এই মর্ত্ত্যলোক যে অনিত্য, সুখ লেশ শূন্য তাহা দেখিয়াও দেখিলাম না, তাহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না তবে আমার ভজন কিরূপে ঠিক হইবে?

তবে কি করি বলিব কি? বলিয়াই বা কি হইবে? তথাপি বলি--আমি ভজি শূন্যে শূন্যে। শূন্যে শূন্যে কথা কওয়া, শূন্যে শূন্যে কাছে থাকা, শূন্যে শূন্যে দেখা, শূন্যে শূন্যে জপ পূজা, শূন্যে শূন্যে সেবা—শূন্যে শূন্যে সব। তাও যে ঠিক মত হয় না এই আমার দুঃর্ভাগ্য। করিতে চাই ত অনেক—হয়ত না। শুনিবে আমার আদর্শ কি? আমার মনে যখন যা উঠিবে আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া শূন্যকে বলিব এইত মনে উঠিতেছে কি করিব বল? যখন কোন কথা কহিবার সময় আসিবে তখনই দৌড়িয়া গিয়া বলিব কথা কি কহিব? যখন কিছু কাজ আসিবে তখনই ছুটিয়া গিয়া বলিব এই সব কাজ ত আসিল করিব কি? মনে হউক, বাক্যে হউক, কর্ম্মে হউক কোন কিছু হইলেই হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিব আর এই সময়ে একটি হাসিভরা মুখ, দুটি উজ্জ্বল চক্ষুর সহিত এই আনন্দের মুখ আনন্দের চক্ষু মিলিত হইয়া কি কথা যেন বলা কওয়া করিবে—আহা! ইহা দেখিতে আমার বড় সাধ। তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর—শূন্যে শূন্যে কি এই সব করা যায়? আমি বলিব—আমার যে আর উপায় নাই—সে সত্য আসিল না—তারে ত দেখিলাম না—অন্যরূপেও যদি আসিল তাহাতেও ত হইল না আমি আর কি করিব? শূন্য হইয়াই আসুক বা যে মূর্ত্তিই ধরুক না কেন, সেই কিন্তু আমার আত্মা। যখন ঘোর অন্ধকারে সকল দিক্ আচ্ছন্ন থাকে তখন শাস্ত্র বলেন শূন্য সে আর অন্ধকার তার মায়া। আহা! এমন ক্ষমাসার আর কেহ যে নাই—এমন করুণা—বরুণালয় আর কোথাও যে দেখি নাই, এমন বাঞ্ছাতিরিক্ত দাতা যে আর নাই, এমন দাসের যোগ্যতা না দেখিয়াও নিত্য মঙ্গল আর ত কোথাও দেখি নাই। শূন্যকে ক্ষমাসার বলি কিরূপে—এইত তুমি বুঝিতে চাও? না না সে শূন্য নয় সে যে আত্মা সে ভরিত চৈতন্য। শাস্ত্র ইষ্টদেবকে—গুরুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আত্মা ত্বং গিরিজামতি" "আত্মা এবাসি মাতঃ" আত্মাই যে সব। আর আত্মাই যে সর্ব্বদা আমাতে আছেন, অথবা আত্মাতে আমি আছি এ কথায় কি সন্দেহ আছে? আমি আছি ইহাতে কি কাহারও সন্দেহ হয়? হয় না। জগতে চেতন বস্তু ত আত্মাই—আর যা কিছু সেই আত্মার দীপ্তিতে প্রকাশমান হইয়া—চেতন না হইয়াও চেতনের মত। আত্মাকে হৃদয়ে অনুভব ত সকলেই করে। কিরূপে করে জান? দেখনা কেন তোমার ভিতরের সব বস্তু আত্ম জ্যোতির প্রতিবিম্ব লইয়া কত কি বলিতেছে, কত কি করিতেছে ইহারা সর্ব্বদা চলা ফেরা, খাওয়া, নাওয়া সব করিতেছে। নতুবা মনটা জড়, ইন্দ্রিয় সকলও জড়, দেহও জড়। তবু কিন্তু

এরা চেতনের মতনই কত কি করিতেছে। আর আমার আত্মা—আমার মনে যাহা হইতেছে--আমি যা ভাবি, যা লোকের কাছে বলিতে পারি না—যা করি—লোকের সাক্ষাতে করি বা গোপনে করি আমার আত্মা সবই দেখেন। আমি কত কি করিয়া ফেলিয়াছি—"অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশিং ময়া" কিন্তু আমার আত্মা ত সেই সব ক্ষমা করিয়াছেন—আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকি, থাকিয়া কত কি অন্যায় করি—তিনি কিন্তু আমার সব ক্ষমা করিয়া এমন দুরাচার আমি আমাকেও কখন ত্যাগ করেন না—আহা! আমার ঠাকুর এমনি ক্ষমাসার। আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় কোথায় ছুটি—আমি ত তখন তাঁহাকে তাড়াইয়া দি, তিনি কিন্তু তবুও কাঁদিতে কাঁদিতে যেন আমার পশ্চাতে ছুটেন কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করেন না—আহা! এমন ভাল বসিতে আর কে জানে—আহা! আমি ভাল হই ইহার জন্য সে কত রকমে উপদেশ করে আমি ভাল হইলে তার কত আনন্দ—সে ত মুখে বলা যায় না। আহা এই ত আমার আমি, আমার ভগবান্, আমার গুরু। ইঁহার নামই—ইঁহার প্রিয় নামই—আমার মন্ত্র।

ঈশ্বর চৈতন্য আর ঈশ্বরী চৈতন্যের শক্তি। জ্যোতির্ম্ময় ও জ্যোতির্ম্ময়ী—ইঁহাদের লীলায় জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে—পুনঃ পুনঃ হইতেছে। সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গই লীলা।

যে চৈতন্য স্বরূপে অস্পন্দ স্বভাব তিনি স্পন্দ স্বভাব অঙ্গে মাখিলেন। ভিতরে সর্ব্বদা আপন অস্পন্দ স্বভাবে থাকিয়াও তিনি স্পন্দ স্বভাব স্বীকার করিয়া লইলেন, লীলাময় আবার স্পন্দ স্বভাবাত্মিকা শক্তি চৈতন্যদীপ্তা হইয়া হইলেন লীলাময়ী।

তখনও সৃষ্টি নাই। অহং আপনার ভিতরে দেখিলেন ইদং। ইহাই হইল অন্তর্লীন বিমর্শ, ইহা হইতেছে ইদং বা প্রপঞ্চের অনুভূতি। পরমাত্মাই পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান পূর্ণজ্যোতি। পরিপূর্ণা অহন্তাব ভাবনা গর্ভিত ইনি। এখনও সৃষ্টি নাই। অহং ভাবি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ভাবি কারণ। অহং মর্শন পূর্ব্বকং ইহাই। অহং হইতেছে বিশ্বকারণ। অহংএর ভিতরে বিশ্ব-প্রপঞ্চ-ইদং। এখন ও বিশ্ব প্রকাশিত হয় নাই। পরিপূর্ণ অহং—পরিপূর্ণ চৈতন্য—পরিপূর্ণ আত্মা ভিতরে দেখিলেন বিমর্ষ।

বাহিরে সৃষ্টি করিলেন কিরূপে? জ্ঞানময় তপস্যা দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইল। বিমর্ষের ভিতরে সমস্ত সৃষ্টির বীজ রহিয়াছে। ভগবান জ্ঞান চক্ষে সমস্ত জীবের

অন্তর্লীন কর্ম্ম-রাশি আলোচনা করিলেন। ইহাই ঈক্ষণ। এই ঈক্ষণের পরে সৃষ্টি।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটি জীব অনন্ত কর্ম্ম বাসনা লইয়া বিমর্ষে সুপ্ত, এই কর্ম্ম বাসনা দেখিবার সামর্থ্য একমাত্র ভুবনেশ্বরীরই আছে। মানব ইহা চিন্তা করিতে গেলেও স্তম্ভিত হইয়া যায়। একটি প্রাণীর কর্ম্মও নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। অনন্তকোটি জীবের অনন্ত অনন্ত কর্ম্ম আলোচনা করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে জগৎ সৃষ্টি কি ব্যাপার কে ধারণা করিতে পারে? মানবের সামর্থ্য এখানে নাই। যিনি ইহা করেন তিনিই জানেন, তিনিই পারেন।

অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বুবাহের মত, অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গের মত অহং। বৃষ্টি ধারা পরিপূরিত বিশাল মেঘ—একটিও ধারা এখনও বাহিরে আইসে নাই। অন্তর্লীন তরঙ্গমালা অথচ বিশাল সমুদ্রে একটিও তরঙ্গ ভাঙ্গিতেছে না ভাসিতেছে না। অহং ওঁ। ওঁগর্ভে জীবভরা ভূর্ভুবস্বঃ। যিনি এই ভূর্ভবস্ব প্রসব করিবেন তিনিই গায়ত্রী। তিনিই শক্তি। সেই সবিতা সেই প্রসবিতার সেই জ্যোতিশীল ক্রীড়াশীল দেবতার বরণীয় ভর্গই এই গায়ত্রী। এস ইঁহার ধ্যান করি। ইঁহার ভাবনা ভাবিত হই। ইনিই ইঁহার ধ্যানে ও জ্ঞানে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন। এই ভর্গ, ইনিই সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেবতা—আদিত্য দেবতা ইনি। জগতের প্রাণ স্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যই ভর্গের শরীর। এই আদিত্য দেবতা সর্ব্ব সামর্থ্য মণ্ডিত, সর্ব্ব মহিমা মণ্ডিত। ইঁহার ধ্যান করিতে হয়। ইনিই ধ্যেয় আকারে সূর্য্য মণ্ডলে নিত্য বিরাজিত। ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ" বলা হইয়াছে হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। এই ভাবই আবার আমার হৃদয়ে। আছেন ত এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যের ভিতরে, আছেন ত সর্ব্বজীব হৃদয়ে; আমি দেখিতে পাই না তাই বিশ্বাসে শূন্যপানে চাহিয়া চাহিয়া ইহাকেই ভাবিয়া ভাবিয়া দিন কাটাইতে চাই। হবে কি বাসনা পূর্ণ?

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী-কৈকেয়ী।

রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডে—মধ্যলীলা।

রাম বন গমন।

৫ম খণ্ড

দ্বিতীয় বিষাদ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

সুমন্ত্রের অযোধ্যা প্রবেশ।

"পুরং তদাসীৎ পুনরেব সঙ্কুলম্"

বাল্মীকি!

গুহ ও সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া রাম গঙ্গার দক্ষিণ কূলে যখন আসিলেন তখনও গুহ ও সুমন্ত্র দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। দুঃখার্ত্ত গুহ বহুক্ষণ ধরিয়া সুমন্ত্রের সহিত রামকে দেখিতে দেখিতে রাম কথা কহিতেছিলেন। আর দেখা গেল না। তখন গুহ সুমন্ত্রকে লইয়া স্বগৃহে আসিলেন। গুহ প্রেরিত লোক-মুখে তাঁহারা শুনিলেন রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন পরে তথা হইতে চিত্রকূটে গমন করিয়াছেন। গুহের অনুজ্ঞা ক্রমে সুমন্ত্র রথে অশ্বযোজনা করিলেন এবং গাঢ় দুর্ম্মনা হইয়া অযোধ্যা মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বহু সুগন্ধি কানন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগর তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল। তিনি সত্বর সাবধানে ঐ সমস্ত অতিক্রম করিলেন। শৃঙ্গবের পুর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে অযোধ্যায় আসিলেন—দেখিলেন অযোধ্যা একবারে আনন্দহীনা। জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ অযোধ্যাপুরী দেখিয়া সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বুঝি এই নগরী রাম শোকাগ্নিতে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলের সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি অতি বেগে রথ চালাইলেন। দেখিতে দেখিতে রথ নগরদ্বারে আসিল, সুমন্ত্র সত্বর নগরে প্রবেশ করিলেন। সুমন্ত্রকে দ্রুতবেগে রথ চালাইতে দেখিয়া শত শত সহস্র সহস্র লোক "রাম কোথায় রাম কোথায়" জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সুমন্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাইয়া আসিতে লাগিল। গঙ্গাতীরে রামকে ছাড়িয়া আসিয়াছি— সুমন্ত্র এইমাত্র বলিয়া মুখ আচ্ছাদন করিলেন। আহা—রাম গঙ্গা পার হইয়া

গিয়াছেন—পুরবাসিগণ ইহা জানিয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে হায় আমাদিগকে ধিক্ এই বলিতে বলিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া "হা রাম" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। লোক সকল স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া বলিতেছে, হায় আমরা হত হইলাম, রাঘবকে আর এই রথে দেখিতে পাইব না, সুমন্ত্র ইহা শুনিতে পাইতেছেন। সুমন্ত্র আরও শুনিতেছেন দান যজ্ঞ বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে ধার্ম্মিক রামকে পুনরায় আর দেখিতে পাইব না।

কিং সমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্।
ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতাম্॥

এই জনগণের কিসে মঙ্গল হইবে, কি আমরা ভালবাসি, কিসে আমাদের সুখ আসিবে রাম এই সমস্ত চিন্তা করিয়া—পিতার ন্যায় এই নগর প্রতিপালন করিতেন। বিপণি মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া স্ত্রীলোকেরা রামের শোকে বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। সুমন্ত্র বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপথ দিয়া, যে প্রাসাদে রাজা দশরথ আছেন সেই দিকে চলিলেন। শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষ পার হইয়া রাজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদ হইতে পুরস্ত্রীগণ সুমন্ত্রকে দেখিলেন কিন্তু রাম নাই দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। অশ্রুবেগ পরিপ্লুত বিমল কর্ণান্ত—দীর্ঘনয়ন-পুরনারীগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে কি এক অব্যক্ত কথায় চাহিতে লাগিলেন। রাম শোকাভিতপ্ত দশরথস্ত্রীগণের মৃদু বিলাপধ্বনি সুমন্ত্র শুনিতে পাইতেছিলেন। সুমন্ত্র সারথি রাম শূন্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রোদনকারিণী কৌশল্যা দেবীকে কি বলিবে? ইহার বাক্য শ্রবণে কৌশল্যা বোধ হয় বাঁচিবেন না; ইহা যে আমরা ভাবিতেছি তাহাও ঠিক নহে কারণ রাম তাঁহার অনুরোধ না রাখিয়া বনে গেলেও কৌশল্যা এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। রাজস্ত্রীগণের এই সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোক প্রদীপ্ত হইয়া সুমন্ত্র সহসা অষ্টম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডুবর্ণ গৃহে দীন মনে উপবিষ্ট পুত্র শোক মলিন রাজার সমীপে গমন করিয়া সুমন্ত্র অভিবাদন করিলেন। সুমন্ত্র রামের বাক্য যথাযথ নিবেদন করিলেন। রাজা স্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিলেন, শুনিতে শুনিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। অন্তঃপুর চারিণী সকলে রাজাকে পতিত হইতে দেখিয়া বাহু উত্তোলন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাণী কৌশল্যা সুমিত্রার সহিত রাজাকে উত্থাপিত করিয়া বলিতে লাগিলেন মহাভাগ! দুষ্কর কর্ম্মকারী এই রাম দূত বনবাস

হইতে ফিরিয়া আসিল তুমি কেন ইহার সহিত কোন সম্ভাষণ করিতেছ না? এই কাজ করিয়া কি তোমার লজ্জা হইয়াছে? উঠ! সত্য পরিপালন রূপ পুণ্য তোমার হউক। তুমি এইরূপ শোক করিলে তোমার পরিজনেরা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যাহার ভয়ে সারথিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না সে কৈকেয়ী ত এখানে নাই। অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া ইহার সহিত আলাপ কর। এই বলিয়া কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরে বড় আর্ত্তনাদ উঠিল। পুনরায় অযোধ্যা তুমুল হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুমন্ত্র ও রাজা।

হা রাম রামানুজ হা, হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখৈ র্ম্রিয়মান মনাথবৎ॥ বাল্মীকি।

রাজার মোহ অপগত হইয়াছে, স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। রাজা আশ্বস্ত হইয়া সুমন্ত্রকে রামবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার সমীপস্থ হইলেন, দেখিলেন দুঃখ শোক সমন্বিত রাজা রামের জন্য শোক করিতেছেন, নূতন গৃহীত হস্তীর মত নিশ্বাস ফেলিতেছেন, যেন আপনার মধ্যে আপনি নাই এইভাবে ধ্যানস্থ হইতেছেন। ধূলি ধূসরিতাঙ্গ, শ্মশ্রুব্যাপ্তবদন, দীন-ভাবাপন্ন সুমন্ত্রকে রাজা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সূত—ধর্ম্মপরায়ণ রাম বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবেন? অত্যন্ত সুখী রাঘব এক্ষণে কি ভোজন করিবেন? সুমন্ত্র! দুঃখ যাঁহার আসা উচিত নহে, সেই রাম দুঃখ প্রাপ্ত হইল—উত্তম শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যাস সেই রাজপুত্র কিরূপে অনাথবৎ ভূমি শয্যায় শয়ন করিতেছেন? গমন কালে যাঁহার সঙ্গে পদাতি রথ হস্তী গমন করিত সেই রাম এক্ষণে কি প্রকারে নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে গমন করিতেছেন? অজগর সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু, কাল ভুজঙ্গ যে বনে সর্ব্বদা বিচরণ করে সেই বনে বৈদেহীর সহিত আমার পুত্রদ্বয় কিরূপে বাস করিবে? সুমন্ত্র! সুকুমারী তপস্বিনী সীতার সহিত রাজার পুত্র হইয়া তাহারা কিরূপে রথত্যাগ করিয়া পাদচারে গমন করিল? সূত! যখন তুমি মন্দর প্রবেশকারী অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের ন্যায় আমার পুত্র দ্বয়কে বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ তখন তুমিই ধন্য।

কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ।
সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী॥

সুমন্ত্র বনে প্রবেশ করিয়া রাম কি বলিলেন, লক্ষ্মণই বা কি বলিলেন আর মৈথিলীই বা কি বলিলেন? সূত! রামের শয়ন, অশন, উপবেশনের কথা তুমি বল—তাহা শুনিয়া আমি স্বর্গপতিত রাজা যযাতির সাধু কর্ম্ম উল্লেখ শ্রবণের ন্যায় পুত্রবার্ত্তাশ্রবণ রূপ সাধু কথা শ্রবণে জীবন ধারণ করিব। সুমন্ত্র তখন বাষ্পগদ্‌গদ্‌ স্খলিত বচনে বলিতে লাগিলেন—সীতা রাম ও লক্ষ্মণকে আমি রথে করিয়া শৃঙ্গবের পুরের নিকটে গঙ্গাকুল পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলাম। গুহ ফল মূলাদি লইয়া রামের নিকটে আসিলেন—রাম গুহানীত ফল মূলাদি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন কিন্তু গ্রহণ করিলেন না। রাম তখন গুহকে বটক্ষীর আনিতে বলিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ঐখানে বটক্ষীর দ্বারা জটা বন্ধন করিলেন—তখন রাম আমাকে বলিলেন—

"সুমন্ত্র ব্রূহি রাজানং শোকস্তেঽস্তু ন মৎকৃতে।
সাকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নো ভবিষ্যতি॥
মাতুর্মে বন্দনং ব্রূহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে।
আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্॥

সুমন্ত্র! রাজাকে বলিও যেন আমার জন্য তিনি শোক না করেন। অযোধ্যা অপেক্ষা বনে আমরা সুখে থাকিব। মাতাকে আমার প্রণাম দিও তিনিও যেন আমার জন্য দুঃখ না করেন। তিনি যেন বৃদ্ধ, শোকাতুর রাজাকে আশ্বাস প্রদান করেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার বিমাতা গণকে আমার সমুচিত প্রণাম ও আরোগ্য বিবরণ বলিও। আরও আমার মাতা কৌশল্যা দেবীকে বলিও হে দেবি! আপনি নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হউন, যথা সময়ে অগ্নির আরাধনা করিয়া অনবরত দেবতার ন্যায় রাজা দশরথের চরণ সেবা করুন। আহা! অসহনীয় শোকেও এইত কর্ত্তব্য। নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুসেবা দ্বারা অসহনীয় যাহা তাহাও সহ্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়। রাম, মাতাকে আরও বলিয়া দিয়াছেন মাতঃ আপনি অভিমান ও সম্মান ত্যাগ করিয়া সমুদায় সপত্নী গণের প্রতি সাধু ব্যবহার করিবেন এবং আর্য্যা কৈকেয়ী দেবীর প্রতি রাজা দশরথকে অনুরক্ত করিয়া দিবেন। আর কুমার ভরতের প্রতি মাতা যেন রাজ-তুল্য ব্যবহার করেন। সুমন্ত্র! তুমি ভরতকে বলিও তিনি যেন সমস্ত মাতৃগণের

প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করেন, যেন বৃদ্ধ রাজা দশরথকে রক্ষা করেন, এবং পিতার বিরোধী না হইয়া পিতার আদেশানুসারে যৌবরাজ্য পরিদর্শন করতঃ জীবন ধারণ করেন। রাম সমধিক অশ্রুমোচন করতঃ আমাকে পুনরায় বলিলেন সুমন্ত্র! তুমি তোমার নিজের মাতার মত আমার সেই পুত্র বৎসলা মাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিও।

লক্ষ্মণ অতি ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন "কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ" কোন্ অপরাধে এই রাজপুত্র বিবাসিত হইলেন? রাজা কৈকেয়ীর লঘু আদেশে যে কার্য্য করিলেন বা অকার্য্য করিলেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইলাম। যে কারণেই রাজা রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকুন, রাজার ইহা নিতান্ত অকার্য্য হইয়াছে। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেও এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহাতে আর বলিবার কি আছে? তথাপি বলিব "রামস্থ তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে" রামকে পরিত্যাগ করিবার কোন কারণই লক্ষ্য করা যায় না। মহারাজ বুদ্ধিলাঘবতা হেতু উচিত অনুচিত বিবেচনা না করিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহা অযশই হইল।

অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তাচ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥

আমি মহারাজে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না। রাম আমার ভ্রাতা ভর্ত্তা, বন্ধু এবং পিতা। যিনি ধার্ম্মিক, সর্ব্বলোকাভিরাম, যিনি সকলের হিত সাধনে রত, সকলের প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজা দশরথ কিরূপে সকলের অনুরাগভাজন হইবেন? ধার্ম্মিক পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তিনি কি প্রকারেই বা রাজপদে স্থির থাকিবেন? মহারাজ! তপস্বিনী জানকী ঘন ঘন বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতাবিষ্ট চিত্তা স্ত্রীলোকের ন্যায় সমস্ত প্রয়োজন বিস্মৃতা ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যশস্বিনী রাজপুত্রী পূর্ব্বে কখন ব্যসন প্রাপ্ত হন নাই, তিনি দুঃখ বশতঃ রোদন করিতে লাগিলেন—আমাকে কিছুই বলিলেন না। কেবল শুষ্কমুখে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন। লক্ষণ কর্ত্তৃক সেব্যমান রাম যতক্ষণ অশ্রুমুখে আমার সহিত কথোপকথন করিলেন ততক্ষণ তপস্বিনী সীতা দেবীও রোদন করিতে লাগিলেন এবং রথের দিকে ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে রাম অরণ্যমুখে চলিলেন, আমি তখন রথ লইয়া ফিরিব কিন্তু অশ্বগণ উষ্ণ অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল—কিছুতেই যেন রাম শূন্য রথ লইয়া ফিরিতে

চাহিল না। আমি রাম লক্ষ্মণের বিয়োগ দুঃখে অতি মাত্র ব্যথিত হইলেও তাহা সহ্য করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। শৃঙ্গবের পুরে তিন দিন অপেক্ষা করিলাম যদি রাম আবার ডাকেন এই আশায়। কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আমি অগত্যা রথ লইয়া ফিরিলাম।

অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ॥
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্ক পলাশানি বনান্যুপবনানি চ॥
ন চ সর্পন্তি সত্বানি ব্যালা ন প্রসরন্তি চ।
রাম শোকাভিভূতং তন্নিষ্কূজমিব তদ্বনম্॥
লীন পুষ্কর পত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ।
সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীন বিহঙ্গমাঃ॥
জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ।
নাতিভান্ত্যল্প গন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্॥
অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীন বিহগানি চ।
ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ॥

মানুষের মন যখন যে অবস্থায় থাকে প্রকৃতিও সর্ব্বত্র সেই অবস্থাই ফুটাইয়া তুলে। সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন, মহারাজ আসিবার সময় দেখিলাম রাম বিয়োগ সন্তপ্ত হইয়া বৃক্ষ সকল পুষ্প অঙ্কুর ও কোরকের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী, পল্বল, ও সরোবর সকলের জল যেন শুষ্ক ও উত্তপ্ত, বন ও উপবনের বৃক্ষ লতাদি শুষ্কপত্র ; প্রাণী সকল নিস্পন্দ এবং হিংস্র জন্তুগণ গমনাগমন করিতেছে না—রামের শোকে বনও যেন নীরব হইয়া আছে। পুষ্কর পত্র অর্থাৎ নলিনী দল সঙ্কুচিত, নদীর জল কলুষিত, পুষ্করিণী সকল শুষ্কপদ্মা, জলে মৎস্য সকল ও স্থলে বিহঙ্গমগণ যেন বিলীন হইয়া রহিয়াছে ; স্থলজ ও জলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ব্ববৎ নাই, আপনার পুষ্প বাটিকা সকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে না, কৃত্রিম বন সকলও রমণীয় নাই। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলাম—কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না, রামকে না দেখিয়া সকলে মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রামশূন্য রথ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। প্রাসাদ হইতে পুরস্ত্রীগণ শূন্য রথ দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার করিতে লাগিলেন—তাঁহারা বাষ্প বারিপ্লুত আয়ত সুবিমল

লোচনে কি এক অব্যক্ত ব্যথায় পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আরও দেখিলাম সকল লোকই আর্ত্ত, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কে উদাসীন, কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। মানুষের মনে হর্ষ নাই, হস্তী অশ্ব পর্য্যন্ত দীনভাবাপন্ন। মহারাজ! রাম নির্ব্বাসনাতুরা নিরানন্দা অযোধ্যা কোথাও আর্ত্তস্বর পরিম্লানা—দীর্ঘ নিশ্বাস নিস্বনা হইয়া পুত্রহীনা কৌশল্যা দেবীর মত বোধ হইতে লাগিল।

রাজা সুমন্ত্রের কথা শুনিলেন, চক্ষে অশ্রুধারা। রাজা দীন মনে বাষ্পগদ্‌গদ্ বচনে বলিতে লাগিলেন সুমন্ত্র আমি মন্ত্রণা নিপুণ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অকার্য্য করিয়াছি, অজ্ঞান বশতঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই স্ত্রীর জন্য রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। এখন মনে হইতেছে ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছা বশতঃই এই কুল উৎসন্ন হইবে—এইজন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্।
তাং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সন্তরয়ন্তি মাম্॥

সূত! আমি যদি তোমার কখন কোন প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকি তবে তুমি আমাকে সত্বর রামের নিকট লইয়া চল—আমার প্রাণ সমস্ত নির্গমনোন্মুখ হইয়া আমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে।

যদ্যদ্যাপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্ত্তয়তু রাঘবম্।
ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্ত্তমপি জীবিতুম্॥
অথ বাপি মহাবাহু র্গতো দূরং ভবিষ্যতি।
মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয়॥
বৃত্ত দংষ্ট্রো মহেষ্বাসঃ ক্বাসৌ লক্ষ্মণপূর্ব্বজঃ।
যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ॥
অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকু নন্দনম্।
ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্॥
হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি।
ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মানমনাথবৎ॥

যদি অদ্যাপি আমার আজ্ঞা তুমি গ্রাহ্য কর, ভরত এখন রাজা তাঁহার আজ্ঞা বিনা আমি যাইব কিরূপে যদি তুমি এখনও ইহা মনে না কর, তবে তুমি রামকে

ফিরাইয়া আন, আমি রামকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও আর জীবন রাখিতে পারিতেছি না। অথবা মহাবাহু রাম হয় ত বহুদূরে গিয়াছেন তুমি আমাকে শীঘ্র রথে করিয়া লইয়া গিয়া রামকে দর্শন করাও। হায় সেই কুন্দ-কোরকোপম দন্ত, মহাধনুর্ধারী, লক্ষণাগ্রজ রাম এখন কোথায়? যদি আমার ভাগ্যে আমার জীবন থাকে তবেই জানকীর সহিত আমার রামকে আমি দেখিতে পাইব! হায়! এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও আমি ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাই না ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখদায়ক আর আমার কি হইতে পারে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধিনি জানকি! আমি যে অনাথের ন্যায় দুঃখে মরিতেছি তোমরা তাহা জানিতেছ না। অত্যন্ত দুঃখার্পিত চিত্ত রাজা অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন হায়! রাম শোক এই সাগরের মহাবেগ, সীতা বিরহ ইহার অন্তঃসীমা, দীর্ঘশ্বাস ইহার উর্ম্মি বহুল আবর্ত্ত, বাষ্পবেগ ইহার আবিল জল, বাহু বিক্ষেপ ইহার মৎস্য, ক্রন্দন ইহার গভীর কল্লোল ধ্বনি, বিক্ষিপ্ত কেশ জাল ইহার শৈবাল, কৈকেয়ী ইহার বাড়বানল, আমার এই অশ্রু বেগোৎপাদক কুব্জা বাক্য ইহার নক্র কুম্ভীর, নৃশংস স্বভাবা কৈকেয়ীর বর ইহার বেলা ভূমি আর রাম প্রব্রাজনই ইহার বিস্তার। হায়! কৌশল্যে! আমি এই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রাঘব বিনা এই দুস্তর শোকসাগর হইতে জীবন রক্ষা করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। আজ আমি লক্ষণের সহিত রামকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও যে দেখিতে পাই না ইহা অপেক্ষা অশোভন— ইহা অপেক্ষা মহৎ পাপ আর কি আছে? এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা শয্যায় নিপতিত হইলেন। রামের জন্য এইরূপ করুণ বিলাপে রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া রাম মাতা দেবী কৌশল্যা যারপর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।
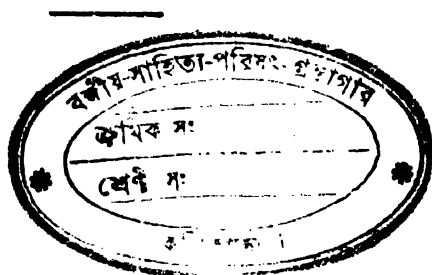
শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিসূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

"ওর্ব্প্রা অমর্ত্যানিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

বক্তা—রাত্রিদেবীর প্রথম কৃত্য—প্রথম কার্য্যের বর্ণন পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় কৃত্যের বর্ণন করা হইয়াছে।

মন্ত্রটীর অর্থ—অমর্ত্যা—মরণরহিতা—নিত্যা দেবী—দেবনশীলা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে—সর্ব্বপ্রপঞ্চকে, প্রপঞ্চগত নীচ তরুগুল্মাদি এবং উচ্চ বৃক্ষাদি সকল পদার্থকে স্ব-স্বরূপ দ্বারা আপূরণ করেন, বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বীয় অধিষ্ঠানরূপে আপনা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান কল্পনা করেন। নৈশতম, যেমন সর্ব্ব পদার্থজাতকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, রাত্রিতে যেমন পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও, অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রলয়কালে ভূত-ভৌতিক সর্ব্বজগৎ সর্ব্বভূতনিবেশনী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাঁহার সর্ব্বাধার ক্রোড়ে, তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন কোন জাগতিক পদার্থের প্রকাশ থাকে না ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং।"—ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। প্রলয়কালে নিখিল ভূত-ভৌতিক জগৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রপঞ্চগত জীবগণের মধ্যে যাঁহারা বেদোক্ত অনুষ্ঠানপর, বেদোক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক কর্ম্ম দ্বারা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, চিচ্ছক্তি—ভুবনেশ্বরী—রাত্রিদেবী তাঁহাদিগের তমঃ—মূল-অজ্ঞান স্ব-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন, বেদোক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও জাগরিত হইয়া থাকেন। রাত্রিতে সর্ব্বপদার্থজাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী রাত্রির কৃপায় যাঁহারা জাগরণশীল, যাঁহাদের চক্ষু একেবারে

জ্যোতির্বিহীন নহে, তাঁহারা যেমন জ্যোতিষ্ক গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোক দ্বারা নৈশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত বস্তুজাতকেও দেখিতে পান, সেই প্রকার বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষবৃন্দ প্রলয়কালেও, বিশ্ব জগতের নিশা, সংযমিনী চিন্ময়ী কৃষ্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরীর কৃপায় জ্ঞানহীন হ'ন না, তাঁহাদের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না। * 'প্রলয়কালে বেদোক্ত অনুষ্ঠানশীল সুতরাং শুদ্ধচিত্ত পুরুষদিগের চিত্ত ভগবতী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রকাশশূন্য হয় না', একালে এই কথা যে অনেকের কাছে অর্থশূন্য কথারূপে—উন্মত্তের প্রলাপ রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি বেদকে সম্মান করেন, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণপূজিত বেদের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, প্রলয়কালেও ঋষিগণ যে, জাগরিত থাকেন, তাঁহাদের বেদলব্ধ জ্ঞানের যে বিলোপ হয় না, বেদে, বেদমূলক ইতিহাসপুরাণাদিতে, বেদের অঙ্গোপাঙ্গে তাহা স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালে বেদ কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করেন, অপিচ বেদের প্রচার কিরূপে হয়, উদ্ধৃত বেদমন্ত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রজাপতি হইতে গুরুপরম্পরালব্ধ 'বেদ' বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যভাবে প্রবর্ত্তিতা হয়েন।

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভিসংনবন্তে॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৭১।

অর্থাৎ, "যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা বেদের পদবীয়—বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট হইয়া বেদের মার্গযোগ্যতা—বেদগ্রহণসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট,

---

* "যা রাত্রির্ভুবনেশ্বরী সা প্রপঞ্চগতানাং প্রাণিনাং বেদোক্তানুষ্ঠানপরাণাং চিত্তশুদ্ধিমবলোক্য তেষাং তমো মূলাজ্ঞানং জ্যোতিষা স্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত স্বস্বরূপচৈতন্যজ্যোতিষা বাধতে নাশয়তি।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

"* * * তদনন্তরং তত্তমোঽন্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপেণ তেজসা বাধতে পীড়য়তি॥"—সায়ণভাষ্য।

প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবে ঋষিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান বেদকে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে বেদকে আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা ইহাঁর প্রচার করেন। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ যুগান্তে অন্তর্হিত সেতিহাস বেদকে স্বয়ম্ভূ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও উপদিষ্ট হইয়া তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়াছেন ("যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভুবা ॥"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)। অতএব 'প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না', এই কথা অর্থশূন্য কথা নহে, বিনা বিচারে উন্মত্তের প্রলাপ বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

"নিরুস্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যাবয়তী অপেদুহাসতে তমঃ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

আগমনশীলা দেবী রাত্রী—চিচ্ছক্তি ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা নিজ ভগিনী উষাদেবী দ্বারা তমঃ—অন্ধকার বা অবিদ্যাকে নাশ করেন।

মন্ত্রটীর গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ত্ব বিদ্যমান আছে, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে কিরূপে জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। নিরুক্তে 'উষা' শব্দের 'যাহা তম বা অন্ধকারকে বিবাসিত করে—নাশ করে,' এইরূপ নিরুক্তি করা হইয়াছে ("বিবাসয়তি হীয়ং তমাংসি"—নিরুক্ত টীকা)। উষাকে রাত্রির ভগিনী বলা হইয়াছে কেন? উষা রাত্রিরই অপরকাল ('উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।'—নিরুক্ত)। ঋগ্বেদের অন্য মন্ত্রে 'রাত্রি' ও 'উষা' এই উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে, 'উষা' ও 'রাত্রি' সমানবন্ধু, ইহাঁদের বন্ধনস্থান সমান, আদিত্যের অস্তময়ের প্রতি রাত্রি বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা এবং ইহাঁর উদয়ের প্রতি 'উষা' বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা। 'উষা' ও 'রাত্রি' উভয়েই অমৃত—উভয়েই 'অমরণধর্ম্মা', ইহাঁরা কখনও মরেন না, ইহাঁরা ইতরেতর-সংশ্লিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। উষা স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রকাশমানা, রাত্রিও স্বীয় তমোবীর্য্য বা শক্তি দ্বারা প্রদ্যোতমানা, 'উষা' রাত্রির এবং 'রাত্রি' উষার আত্মদা (যাহা যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা তাহার কারণ)। উষা রাত্রির পূর্ব্ববর্ত্তিনী এবং রাত্রি উষার পূর্ব্ববর্ত্তিনী, উষার পর রাত্রির এবং রাত্রির পর উষার আবির্ভাব হইয়া থাকে, 'উষা' ও 'রাত্রি'

সদা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, ইহাঁদের পর্য্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের—আবির্ভাব-তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহাঁদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই। *

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—কেন বুঝিতে পারিবে না, হতাশ হইতেছ কেন? ইহারা যে দুর্ব্বোধ্য কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমাকে এই সকল দুর্ব্বোধ্য কথাকে ক্রমশঃ সুখবোধ্য করিয়া দিব। 'মায়া' এই শব্দটী তোমার অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

জিজ্ঞাসু—'মায়া' শব্দটী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে বটে, কিন্তু 'মায়া' কোন্ সামগ্রী, তাহাত বুঝি না দাদা। শুনিয়াছি, 'মায়া' মিথ্যা, অসৎ পদার্থ, আবার ইহাও আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, 'মায়া' ও 'প্রকৃতি' এক পদার্থ, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়া দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন করেন। 'মায়া' কি অজ্ঞান? 'মায়া' যদি অজ্ঞান হন, তাহা হইলে, 'মায়া' কি সামগ্রী তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবে না, কারণ আমি যাহাতে আছি, তিনি আমার একেবারে অপরিচিত হইবেন কেন? নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে দিবা-নিশ বাস করি, কিছুই ত জানি না, কিছুই ত জানিতে পারি না।

বক্তা—সুন্দর কথা বলিলে রমা। কিন্তু একটু চিন্তা করে বল শুনি, 'মায়া' যদি কেবল অজ্ঞান বা অসৎ পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে, তুমি যে, নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে, দিবা-নিশ-বাস কর, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পার? যে মায়া কেবল 'অজ্ঞান'রূপা, যে 'মায়া' একেবারে অসৎ পদার্থ, সে 'মায়া' কি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন? 'মায়া' কেবল অজ্ঞান নহেন, 'মায়া' সর্ব্বতোভাবে অসৎ পদার্থ নহেন। 'প্রকৃতি,' 'মায়া,' 'অজ্ঞান' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৎ পদার্থ অভিহিত হ'ন, তৎপদার্থ অনৃত বা মিথ্যা নহেন, কারণ তৎপদার্থ শক্তি স্বরূপা।

---

* 'সমানবন্ধু' এতে রাত্র্যুষসৌ, 'সমানবন্ধনে' সমানমনয়োর্বন্ধনম্। আদিত্যস্তেয়ং হ্যস্তময়ং প্রতি রাত্রির্বদ্ধা সংশ্লিষ্টা, উদয়ং প্রত্যুষাঃ এবং সমানবন্ধু॥ 'অমৃতে' 'অমরণধর্ম্মাণৌ' ন হি রাত্র্যুষসৌ ম্রিয়েতে। * * ইতরেতরং সংশ্লিষ্টে হ্বেতে। * * উষা হি স্বেন প্রকাশেন দ্যোততে। রাত্রিরপি স্বেন তমোবীর্য্যেণ নক্ষত্রগণেন বা স্বমধিকারং প্রতিদ্যোততে। * * উষা অপি রাত্রেরধি আত্মানং নির্ম্মিমীতে রাত্রিরপি উষসঃ, ইতরেতর-সংশ্লিষ্টে হীমে রাত্র্যুষসৌ।"—নিরুক্তটীকা।

এই মায়াই পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণী শক্তি ("শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যং।" —শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র)। মায়া যে মিথ্যা বা সর্ব্বথা অসৎ পদার্থ নহেন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই তাহা বুঝাইয়াছেন। যাহা কিছু সৎ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তৎসমস্তই প্রকৃতপক্ষে উভয়াত্মক—শিব-শিবাত্মক। আমি তোমাকে পূর্ব্বে শিব ও শিবার স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথা বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমাহার—সাম্যাবস্থা, তাহাই 'অব্যক্ত', 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত হয়েন। গুণত্রয়ের সাম্য বশতঃ অবিশেষ—অপ্রকাশ বিশেষ বলিয়া প্রকৃতির 'অব্যক্ত' নাম হইয়াছে। মহত্তত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য সমূহের আশ্রয় বলিয়া প্রকৃতিকে প্রধান—শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। 'প্রকৃতি' সূক্ষ্ম, নিত্য ও সদসদাত্মক—কার্য্যকারণ শক্তিসম্পন্ন। নিরুক্ততে 'মায়া' শব্দ 'প্রজ্ঞা' নামমালাতে ধৃত হইয়াছে। যদ্দ্বারা পদার্থ সকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা 'মায়া' নিঘণ্টুটীকাতে 'মায়া' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ("মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ।")। 'মায়া' বিচিত্র কার্য্যকারণশক্তির বাচক, 'মায়া' বস্তুতঃ অলীক পদার্থ নহেন ("মীয়তে বিচিত্রং নির্ম্মীয়তেঽনয়েতি বিচিত্রার্থকরণশক্তিবাচিত্বমেব"—পরমাত্মসন্দর্ভ)। হে মহাদেবি! তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপিণী ("অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ অহমানন্দানানন্দাঃ। বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানে অহম্।"—(দেবী উপনিষৎ)। ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে 'মায়া' শব্দ জ্ঞান, পরমেশ্বরের সংকল্প শক্তি—অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর স্বীয় 'মায়া' জ্ঞান বা সংকল্প শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। * বিদ্যা ও অবিদ্যা

* "রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরিস্বাম্।"—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩।৩।২০।

"* * মায়াঃ অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্যোপেতাঃ * *।"—সায়ণভাষ্য।

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৭।৩৩।

" * * * অপিচায়মিন্দ্রো মায়াভিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈরাত্মীয়ৈঃ সংকল্পৈঃ পুরুষরূপো বহুবিধশরীরঃ সন্ * *।"—সায়ণভাষ্য।

মায়ার এই দুই বৃত্তি। মায়ার অবিদ্যাখ্য ভাগের আবার 'আবরণাত্মিকা' ও 'বিক্ষেপাত্মিকা' এই দুইটী বৃত্তি। অবিদ্যার আবরণাত্মিকা বৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি জীবকে অন্যথা জ্ঞান—অযথার্থজ্ঞান দ্বারা জয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। পরমেশ্বরের মায়া নাম্নী শক্তি 'জ্ঞান', 'ইচ্ছা' ও 'ক্রিয়া' ভেদে ত্রিবিধরূপে দৃশ্য হয়েন। সীতাতত্ত্বে এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, 'দ্রষ্টা পরমেশ্বরের সদসদাত্মিকা মায়া নাম্নী যে শক্তি, পরমেশ্বর তদ্দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করেন ("সা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।"—শ্রীমদ্ভাগবত)। অতএব শিবা ও মায়া ভিন্ন পদার্থ নহেন, শিব ও শিবা অভিন্ন সামগ্রী। কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে, 'সর্ব্ব জগতের করুণাসাগরা জননী শিবাকে যে পূজা না করে, তাহার জন্মকে ধিক্ ধিক্ ধিক্ ("ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্বজগতঃ করুণারসসাগরম্॥")। 'রাত্রি ও উষা' উভয়েই এক মায়া নাম্নী পরমেশশক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাঁদিগকে 'বেদ' ভগিনী বলিয়াছেন। 'জীবরাত্রি' ও 'ঈশ্বররাত্রি' এই দ্বিবিধ রাত্রির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে রাত্রিতে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা 'জীবরাত্রি' এবং মহাপ্রলয়ে, যখন অন্য সর্ব্ববস্তুর তিরোধান হয়, যখন কেবল সর্ব্বকারণ অব্যক্তপদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াত্মক পদার্থই বিদ্যমান থাকেন, তখন ঈশ্বর ব্যবহারেরও বিলোপ হয় বলিয়া, তাহাকে 'ঈশ্বররাত্রি' এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। * রাত্রিসূক্তে এই দ্বিবিধ রাত্রিরই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তিরূপা রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা উষাদ্বারা যখন অবিদ্যার আবরণ শক্তিকে নিরাকৃত করেন, দগ্ধবীজভাব প্রাপ্ত করান, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তিরও যখন নাশ হয়, তখনি অজ্ঞানরূপ তমঃ অপগত হয়। রাত্রিসূক্তের তৃতীয় মন্ত্রটীর ইহাই ভাবার্থ।

" * সা রাত্রিদেবতা দ্বেধা জীবরাত্রিরীশ্বররাত্রিশ্চ। তত্রাদ্যা প্রসিদ্ধা। যস্যামস্মদাদীনাং জীবানাং প্রতিদিনং ব্যবহারো লুপ্যতে। দ্বিতীয়া তু যস্যামীশ্বর-ব্যবহারোলোপো ভবতি। মহাপ্রলয়কালে তদানীমন্যবস্ত্বভাবাৎ কেবলং ব্রহ্মমায়াত্মকমেব বস্তু সর্বকারণমব্যক্তপদবাচ্যং তিষ্ঠতি সা দ্বিতীয়া রাত্রিঃ।"—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

"সানো অদ্য যস্যাবয়ং নিতে যামন্নবিক্ষমহি বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ ॥"

ঋগ্বেদসংহিতা।

রাত্রি দেবতা অদ্য—এইকালে, প্রসন্না হোন্‌, আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন, তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই, আমরা সুখে—স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব, আর যেন আমরা তাঁহার শান্তিময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত না হই, আর যেন এই দুঃখময় সংসার সাগরে পতিত না হই, পক্ষীরা যেমন রাত্রিতে নীড়াশ্রয় (বাসা) বৃক্ষে সুখে নিবাস করে, আমরাও যেন রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরীর সর্ব্বসুখময় কোলে সুখে নিবাস করি।

"নিগ্রামাসো অবিক্ষত নিষদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ।
নিশ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।"—ঋগ্বেদসংহিতা।

মা! তুমি সর্ব্বভূতনিবেশনী, তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননী, তুমি বিশ্ব জগতের নিশা, তুমি শ্রান্ত জীবমাত্রকেই, স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সুখী কর, তোমার অনন্ত সর্ব্বাধার ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও। গ্রামবাসী পামর, অপামর সকলেই নির্ব্বিশেষে তোমার কোলে সুখে শয়ন করিয়া থাকে, তুমি কাহাকেও কোলে লইতে বিমুখ হও না, পাপীরাও তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত হয়না। রাত্রি সমাগতা হইলে পাদযুক্ত-গবাশ্বাদি, তোমার কোলে আশ্রয় লয়, পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, কামার্থি-পথিকগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, শীঘ্র গমনযুক্ত শ্যেন পক্ষিরাও তোমার আশ্রয় লয়, আহা! যে সকল জীব পরমেশ্বরীর নাম পর্য্যন্ত জানে না, তোমার এমনি করুণা, তাহারাও তোমার কোলে শয়ন করে, তোমার কোলে সুখে নিবাস করে। অতি মূঢ় বালক সন্তানগণ যেমন করুণাবিগলিতহৃদয় মাতার কোলে সুখে নিবাস করে, পরম করুণাময়ী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী সেইরূপ সকলকে সুখে স্বীয় সর্ব্বাশ্রয় কোলে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন।

"যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্ম্যে। অথানঃ সুতরাভব ॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! তুমি যে অতি দয়াবতী, তাই মাগো! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চির শান্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে

সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম মা! আমরা তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন সুকৃতি আছে কি না, তাহা তুমি দেখিও না, আমরা পাপমলীমস, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দুর্বাসনা-রূপ বৃক (আরণ্য কুক্কুর ব্যাঘ্র) এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদিগ হইতে পৃথক্ কর, চিত্তাপহারক কামাদি তস্করগণকে আমাদিগহইতে বিযুক্ত—দূরীভূত কর এবং তাহা করিয়া আমাদিগের সুখে ভবার্ণবতারিণী হও, আমাদের ক্ষেমঙ্করী হও, মোক্ষদাত্রী হও।

"উপমা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং, ব্যক্তমস্থিত। উষঋণেব যাতয় ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে! হে চিচ্ছক্তে, ভুবনেশ্বরি! আমাদের সর্ব্ববস্তুতে আক্লিষ্ট তমঃ—অজ্ঞান, তমঃপ্রাধান্য বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্ব পদার্থের স্বরূপাবরক—সর্ব্বপদার্থের স্বরূপকে যাহা ঢাকিয়া রাখে তাহা যেন আমাদের সমীপে আর না উপস্থিত হয়, হে উষঃ—উষদেবতে, ধন প্রদান করিলেই, যেমন ঋণমুক্ত হওয়া যায়, আর উত্তমর্ণের করুণাশূন্য দৃষ্টিগত হইতে হয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই, তাহা কর।

"উপতেগা ইবাকরং বৃণাষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥

—ঋগ্বেদসংহিতা।

হে রাত্রে—হে ভুবনেশ্বরি! আমি পয়স্বিনী ধেনুর ন্যায় স্তুতি-জপাদি দ্বারা তোমাকে অভিমুখিনী করিব, হে পরমাকাশরূপ পরমাত্মার পুত্রি! (সায়ণাচার্য্যের মতে দ্যোতমান্ সূর্য্যের পুত্রী) তোমার প্রসাদে আমি কামাদি শত্রুগণকে জয় করিব, আমার স্তোম—স্তোত্র এবং যথাশক্তিদত্ত হবিঃ তুমি স্বীকার কর।

ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকের সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গানন্তর
পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে
'রাত্রি' পদের যদর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

বক্তা—'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে 'রাত্রি' শব্দের মূল অর্থ কি, বেদে কোন্ কোন্ অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে,

তাহা জানাইতেছি। রাত্রিসূক্তে যদর্থে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাত্রিসূক্তে যদর্থে 'রাত্রি' পদের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, তাহা বল, শুনি।

জিজ্ঞাসু—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছি, এবং এখন যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে আমার যে ধারণা হইয়াছে (এ ধারণাকে আমি দৃঢ়ভূমিক, যথার্থ ধারণা বলিতে পারি না, কারণ অদ্যাপি আমার আপনার মুখ হইতে শ্রুত বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক উপদেশ সমূহের যথার্থ অনুভূতি হয় নাই, আমি যাহা বলিতেছি, আমার বিশ্বাস, তাহা আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র, এ প্রতিধ্বনিও ঠিক প্রতিধ্বনি কি না, তাহা বলিতে পারি না) তাহা বলিতেছি। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা অনাদিকাল হইতে হইতেছে, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম হয় না, এবং যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। জগৎ পর্য্যায়ক্রমে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে। সৃষ্টি ও প্রলয়কে দিন ও রাত্রির সহিত তুলিত করিতে পারা যায়, জাগরণ ও নিদ্রাকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়ের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; শাস্ত্রে নাকি জাগরণ ও নিদ্রাকে দৈনন্দিন সৃষ্টি ও লয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, রাত্রিসূক্ত বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বকেই আমাদের পরিচিত দিন ও রাত্রিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক বিশদীকৃত করিয়াছেন।

বক্তা—রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তোমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, রাত্রিসূক্ত পাঠ পূর্ব্বক সাধারণের যে, রাত্রিসূক্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হয়, আমি তাহা মনে করি না। এখন 'রাত্রি' শব্দের বেদ হইতে আরো দুই একটী প্রয়োগ উদ্ধৃত ও সংক্ষেপে উহার ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।

"আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরঃ প্রাযুধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসআত্বেষং বর্ত্ততে তমঃ॥"—

রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট।

হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীলোককে স্বীয় তমঃ (সংহারিণী—প্রলয়কারিণী

শক্তি) দ্বারা আপূরণ—আচ্ছাদন কর। কেবল পৃথিবী-লোক কেন, তুমি অন্তরিক্ষকেও তমঃ দ্বারা আবৃত কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি দ্যুলোকস্থিত সদন সমূহ (যাহাতে দ্যুলোকবাসীরা বাস করেন, সেই সকল স্থানকেও) তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত কর। তুমি ত্রিলোকের লয়কারিণী, তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমি পর্য্যায়ক্রমে ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধাত্রী। হে বিশ্বজননি! হে সচ্চিদানন্দময়ি! হে কল্যাণময়ি! হে মহাভয়বিনাশিনি! হে মহাকারুণ্যময়ি! হে দুর্গে! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা কর, হে সংসারার্ণবতারিণি! তুমি আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, মাগো! ভবভীত তোমার প্রপন্ন সন্তানদিগকে এই ভীমভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর, ভদ্রে! তোমার শান্তিময় ক্রোড় হইতে আর আমাদিগকে দূরীকৃত করো না।

যিনি অগ্নিসমানবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান যাঁহার বর্ণ, যাঁহার রূপ) যিনি স্বকীয় প্রজ্জলিত তপঃ—সন্তাপ দ্বারা আমার শত্রুগণকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশেষতঃ রোচনশীল--স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী, যিনি উপাস্যদিগদ্বারা সদা জুষ্টা—সেবিতা, স্বর্গাদিলাভার্থ ভক্তোপাসকেরা নিয়ত যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংসারার্ণবতারিণী, আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। মাগো! তুমি আমার তমঃ বা অজ্ঞানরাশিকে প্রোৎসারিত করিয়া দেও ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্॥" "সংবেশিনীং সংযমিনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।" "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ। সুতরসি তরসে নমঃ॥"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)।

দেবীউপনিষদে যে দেবীর স্তুতি আছে, সেই দুর্গাদেবীই যে, রাত্রিদেবী, রাত্রিসূক্তে যে সেই দুর্গাদেবীই স্তুতা হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সামবিধান ব্রাহ্মণে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ—

যিনি কামনা করিবেন, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব না, এই ভবপারাবারে আগমনের বাসনা যাঁহার মিটিয়াছে, তিনি পুনর্জ্জননশীলা, সর্ব্বপ্রাণীর কল্যাণকারিণী, প্রশান্তকেশকলাপান্বিতা পাশহস্তা, যুবতী কুমারী, কন্যারূপিণী রাত্রিদেবীর শরণাপন্ন হইবেন। রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্য দেবতা আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; বায়ুদেবতা মদীয় দেহান্তর্বর্ত্তী

পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; সোমদেবতা গন্ধপ্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্; জলদেবতা আমার ত্বগিন্দ্রিয়ের চাক্‌চিক্য বিধায়ক হোন্; মদীয় মানস, বহুজ্ঞতা লাভ করুক; পৃথিবীদেবতা মদীয় শরীরের দৃঢ়তা বিধায়ক হোন্। পুনর্জ্জন্মের নিরোধের অভিলাষী এইরূপে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিবেন, তাঁহার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সরলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে মহাকারুণ্যময়ী রাত্রিদেবী প্রসন্না হইয়া বলিবেন—'অমুক বৎসরে, অমুক অয়নে, অমুক ঋতুতে, অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক দ্বাদশাহে, অমুক ষড়হে, অমুক ত্রিরাত্রে, অমুক অহোরাত্রে, অমুক দিনে, অমুক রাত্রে, অমুক বেলায়, অমুক মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইবে; স্বর্গে গমন কর, দেবলোকে বা ব্রহ্মলোকে অথবা ক্ষত্রলোকে, যথায় রুচি তথায় গিয়া অবস্থান কর; ভোগাবসান হইলে, পুনর্ব্বার আগমন করিবে, যথেচ্ছ যোনিতে প্রবেশ করিবে'। তখন তাঁহাকে বলিও (দয়াবতী শ্রুতির উপদেশ), "মা! জন্মিলেই ত মরিতে হইবে, মরিলেই ত পুনর্ব্বার দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইবে, অতএব আমি আর ঋতুমতী সর্ব্বভূতোত্তম ব্রাহ্মণ কন্যার যোনিতেও প্রবেশ করিব না; রাত্রিদেবি! বিশ্বজননি! আমাকে পবিত্র করুন; মাগো! যদি আমার হৃদয়ের কোন স্থানে কোন কামনা লুক্কায়িত হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে নষ্ট কর, যাহাতে আমি সর্ব্বথা নিষ্কাম হইতে পারি, আপ্তকাম ও আত্মকাম হইতে পারি, তাহা কর; জননি! এই দুঃখময় সংসারে কোন অবস্থাতেই আর আসিবার ইচ্ছা নাই; মাগো! দুঃখানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছি, একবার করুণাপূর্ণ নয়নে শরণাগত সন্তানের দিকে তাকাও মা! সংসারদাবানলে ইহার হৃদয় কিরূপ জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে, একবার তাহা দেখ মা! আর আমাকে প্রলোভিত করোনা মা! আর আমাকে পরীক্ষা করোনা জননি! হে রাত্রে! এই যে পুষ্পান্ত, পুরাতন (নিত্য) আকাশ—পরমব্যোম, ইহাতেই আমার স্থান কর, আর যেন আমাকে জন্মাইতে না হয়; মা গো! সব সাধ মিটিয়াছে, তোমার পরম শান্তিময় কোল ছেড়ে আর কোথাও যাইবার অভিলাষ নাই, আর কোন অবস্থার প্রতি লোভ নাই, ব্রহ্মার পদও চাই না, ইন্দ্রত্ব, বরুণত্ব ও চাই না, পৃথিবীর সম্রাট্ হইবারও ইচ্ছা নাই, যে স্থানে যাইলে, আর এই উত্তুঙ্গ ক্লেশতরঙ্গময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে না হয়, মাগো! আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।" * সরল প্রাণে, সর্ব্বান্তঃকরণে মার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে

* "অথ যঃ কাময়েত পুনর্ন প্রত্যাজায়েয়মিতি রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূর্ময়োভূর্ও

পুনর্জ্জন্ম নিরোধ হয়, এইরূপ প্রার্থনাই করুণাময়ী রাত্রিদেবীর উপাসনা, এ উপাসনাতে উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, কোনরূপ উপকরণের প্রয়োজন নাই, এ উপাসনার নিষ্কপট হৃদয়ের প্রার্থনাই একমাত্র উপকরণ।

জিজ্ঞাসু—যিনি পুনর্জ্জন্মভীরু হইয়াছেন, আর জন্মাইতে না হয়, যাঁহার এইরূপ প্রবল কামনা হইয়াছে, তিনি 'রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়াভিমানী দেব আদিত্য আমার সম্যগ্ দর্শনার্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, বায়ু দেবতা মদীয় দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, সোম দেবতা গন্ধ-প্রাপক ইন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, জলদেবতা ত্বগিন্দ্রিয়ের রুক্ষতা নাশ পূর্ব্বক শরীরকে স্নিগ্ধ করুন, রাত্রিদেবীর অনুগ্রহে আমার মন, জ্ঞানবিশিষ্ট হোক্—বহুজ্ঞতা লাভ করুক, পৃথিবী দেবতা আমার শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করুন', এই প্রকার প্রার্থনা করিবেন কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—ভাল ক'রে পরে বুঝাইব, এখন এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহারা যদি স্বচ্ছন্দ না হয়, ইহাদের যদি যথোচিত উৎকর্ষতা না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু যথোচিত কর্ম্ম করিতে পারে না, বৈদিক ছান্দস কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, কাহারও কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কেহ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভাজন হইতে পারে না, কেহ স্থির ও পূর্ণ কল্যাণ বা মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা উন্নতি, উন্নতি (Progress), সভ্যতা, সভ্যতা (Civilization), ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ (Evolution) বলিয়া চীৎকার

কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতিং কুমারিণীমাদিত্যশ্চক্ষুষে বাতঃ প্রাণায় সোমোগন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোঽনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরং সা হৈন মুবাচাস্মিন্ৎসংবৎসরে মরিষ্যস্যস্মিন্নয়নেঽস্মিন্ ঋতাবস্মিন্ মাসেঽস্মিন্নর্দ্ধমাসেঽস্মিন্ দ্বাদশরাত্রেঽস্মিন্ ষড়্‌রাত্রেঽস্মিং স্ত্রিরাত্রেঽস্মিন্ দ্বিরাত্রেঽস্মিন্নহোরাত্রেঽস্মিন্নহন্যস্যাং রাত্রাবস্যাং বেলায়ামস্মিন্ মুহূর্ত্তে মরিষ্যস্যেহি স্বর্গং লোকং গচ্ছ দেবলোকং বা ব্রহ্মলোকং বা ক্ষত্রলোকং বা বিরোচমানস্তিষ্ঠ বিরোচমানামেহি যোনিং প্রবিশ নাহং যোনিং প্রবেক্ষ্যামি ভূতোত্তমায়াং ব্রহ্মণো দুহিতুঃ সংরাগবস্ত্রায়া জায়তে ম্রিয়তে সন্ধীয়তে চ রাত্রিস্ত্বা মা পুনাতু রাত্রিঃ খমেতৎ পুষ্পান্তং যৎপুরাণমাকাশং তত্র মে স্থানং কুর্ব্বপুনর্ভবায়াপুনর্জ্জন্মন এতাবদেবরাত্রৌ রাত্রেব্রর্তঞ্চ রাত্রেব্রর্তঞ্চ ॥"—সামবিধান ব্রাহ্মণ।

করেন, তাঁহারা যদি যথার্থ মননশীল হ'ন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, বৈদিক বা ছান্দস কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত—অবিকলভাবে কৃত না হইলে, মানুষ ইহলোকেও স্বাস্থ্যসুখ লাভে সমর্থ হয় না, দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, সমাজের কোন উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না। মুক্তির কথা, পুনর্জ্জন্ম নিরোধের কথা ত দূরের, একালে অত্যল্প ব্যক্তিরই তাহার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। কি শারীর বিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি কর্ত্তব্যনীতি, বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ ইহাঁরা ছান্দস কর্ম্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন, আত্মকল্যাণ-প্রার্থী প্রেক্ষাবান্ ছান্দস কর্ম্ম করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছান্দস কর্ম্মই বস্তুতঃ 'ধর্ম্ম,' ইহাই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল, প্রকৃত সুখের নিদান। শরীর যদি দৃঢ় না হয়, প্রাণন ব্যাপার (Metabolism) যদি যথার্থভাবে নিষ্পন্ন না হয়, মন যদি বহুজ্ঞ না হয়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যদি যথাপ্রয়োজন সংরক্ষিত ও প্রবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে কাহারও কি, উন্নতি হইতে পারে? কাহারও সুখী হওয়া সম্ভবপর হয়? কেহ কি আত্মপরের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন? শারীর, ঐন্দ্রিয়ক, প্রাণন ও মানসকর্ম্ম ছন্দোঽনুসারে না হইলে, মানুষের জীবন বস্তুতঃ অনর্থক হইয়া থাকে। মানুষ যে, রোগপ্রবণ হয়, দুর্ব্বলশরীর হয়, মানবোচিত চিত্তবিহীন হয়, অকৃতজ্ঞ হয়, পরপীড়ক হয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়, নাস্তিক হয়, যথাযথভাবে ছান্দসকর্ম্ম না করাই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—'ছান্দস' কর্ম্ম কাহাকে বলে?

বক্তা—ছন্দঃ শব্দ বেদের একটী নাম, কিন্তু আমি এখন 'ছান্দস কর্ম্ম বলিতে বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম বুঝিতে হইবে,' এই কথা বলিব না, এই কথা বলিলে লোকের উপহাসাস্পদ হইব, অনেকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া, অসভ্য বলিয়া আমাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করিবে। যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুমোদিত কর্ম্ম, আপাততঃ তাহাকেই ছান্দস কর্ম্ম বলে, বুঝিয়া থাক। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কর্ম্ম করাই ছান্দস কর্ম্ম করা, এই কথা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে, এবং 'বেদ' কোন্ পদার্থ, তাহা বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবগত হইলে, বেদের অবিরুদ্ধ কর্ম্মই যে "ছান্দস কর্ম্ম" চিন্তাশীলের তাহা প্রতীতি হইবে। ইতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আদিত্যাদি দেবতাগণের কাছে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে কেন? আলেন্, ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ প্রভৃতি সুধীগণ অর্দ্ধসভ্য বৈদিক আর্য্যদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক অনেক নিন্দা করিয়াছেন, উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার

ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। রমা! আমি তোমাকে রাত্রিদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা বলিলাম, তোমার যদি এই সকল বিষয়ের যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু উপদেশ প্রদান করিব। আদিত্যাদি দেবতা বস্তুতঃ আছেন, দেবতার সাক্ষাৎকারলাভের সাধনা আছে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিলে, দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বেদে, পাতঞ্জলদর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে, যে উপায় দ্বারা দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বিশদভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই উপায়ের আশ্রয় করিয়া অনেকে দেবদর্শন লাভ করিয়াছেন, ভাগ্যবান্ আস্তিক এখনও করিয়া থাকেন। অতএব দেবতা আছেন কিনা, শুষ্ক তর্কদ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে কি ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার কত দয়া, আহা এত দয়া আর কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতছে না। কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত অজস্র নয়নজলে আপনার চরণযুগল ধুইয়া দিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আহা! এ দানের কি পর্য্যাপ্ত প্রতিদান আছে? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, "বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুদেবের পর্য্যাপ্ত নিষ্ক্রয় নহে," আপনার এই কথার মূল্য কত, আজ যেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে। ধন্যা হইলাম, কৃতকৃত্যা হইবার পথ দেখিলাম, এখন 'শিবরাত্রি' যে বস্তুতঃ 'শিবরাত্রি' তাহা বুঝিতে পারিতেছি, পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ কি নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এতদিন কি তাহা বুঝিতাম দাদা! আর যেন কোন কামনা না থাকে, আর যেন রাত্রিতে জ্ঞানহীনের মত ঘুমাই না, আর যেন রাত্রিকে অন্ধকারময়ী বলে, কৃষ্ণা বলে, মনে করি না, আর যেন রাত্রিকে ভয় না করি, মাগো! তুমি যে সর্ব্বভূত নিবেশনী, তুমি যে সকলের আশ্রয়, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সংসারাসক্ত তোমা-বিমুখ সন্তানগণকে কৃপা ক'রে সংহার কর, শ্রান্ত সন্তানদিগকে স্নেহ বশে কোলে টানিয়া লও, তাহাদের ইন্দ্রিয়াদিকে নিরোধ কর, জাগতিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেল, নিশ্চেষ্ট কর, সংসার-সংজ্ঞাশূন্য কর। আমি পূর্ব্বে মৃত্যুকে বড় ভয় করিতাম, কিন্তু এখন আর আমি মৃত্যুকে ভয় করিব না, এখন বিশ্বজননী ভগবতী রাত্রিদেবী কে, তাহা একটু বুঝিয়াছি, আবার বলিতেছি, ধন্যা হইয়াছি, কৃতকৃত্যা হইবার, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় কি, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দাদা! 'পুষ্পান্ত' শব্দের অর্থ কি ?

বক্তা—রমা! তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা তুমি বলিলে, কিন্তু আমার যাহা বক্তব্য, যাহা মন্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমা! একবার ভাবিয়া দেখ, বস্তুতঃ কাঁহার অনন্ত কৃপাসাগরের, অসীম জ্ঞানপারাবারের, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসিন্ধুর করুণাবিন্দু, জ্ঞানকণা, প্রেমশীকর আজ তোমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে, আলোকিত করিতেছে, শীতল করিতেছে? ইহার উত্তরে—'বেদময় শিব-শিবার, সীতা-রামের, ভৃগুদেবের' এই কথাই কি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে না?

জিজ্ঞাসু—আমি, দাদা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, 'ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের' এই কথা বাহির না হইবে কেন? আমি ত' শিব-শিবাকে দেখি নাই, আমি ত' সীতা-রামকে দেখি নাই, আমি ত' ভৃগুদেবকে দেখি নাই, ইহাঁরা ত অদ্যাপি আমার পরোক্ষ, দাদাগো! আপনি যে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানদাতা।

বক্তা—তোমার উত্তরকে কাটিবার শক্তি আমার নাই, রমা। এই দৃশ্যমান জগৎকে 'পুষ্প' বলা হয়; এই দৃশ্যমান জগতের যেখানে অন্ত হয়, যে স্থান সংসারের ঊর্দ্ধে, তাহা 'পুষ্পান্ত'।

জিজ্ঞাসু—দৃশ্যমান জগৎকে পুষ্প বলিবার হেতু কি?

বক্তা—পুষ্প হইতে ফল হয়, ফল হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে আবার পুষ্প হয়। সংসার বা জগৎ এইরূপে প্রবাহরূপে নিত্য, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ, সংসার এই ছয় প্রকার ভাব বিকারে নিয়ত বিক্রিয়মাণ, জন্মের পর স্থিতি, তৎপরে বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ, তৎপরে আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, আবার অপক্ষয় ও বিনাশ, সংসারচক্রের এইরূপ আবর্ত্তন নিয়ত হইতেছে। যাঁহারা যথার্থভাবে রাত্রিদেবীর যথোক্ত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদেরই সংসারভ্রমণের নিবৃত্তি হয়, পুনর্জ্জন্মগ্রহণ নিরুদ্ধ হয়, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহারাই চিরশান্তিময়, চিরস্থির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! এইবার যে 'শিবরাত্রি' প্রতিবৎসর করিয়া থাকি, যে শিবরাত্রি ব্রত করিবার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে ভাবিলে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়, যে শিবরাত্রির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, নষ্টকপর্দ্দক, তাহার হারাণ কপর্দ্দকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রকার অমূল্য জ্ঞানস্পর্শমণি লাভ করিতেছি, সেই 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, কি

জন্য নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশাতে এই ব্রহ্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা বলিয়া দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রিকে কেন "শিবরাত্রি" এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে? 'শিবরাত্রি' এই শব্দের অর্থ বিচার।

বক্তা—শিবরাত্রিকে 'শিবরাত্রি' এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে 'শিবরাত্রি' ব্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন তোমার ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, "যিনি শিব, তিনিই শিবা', 'যিনি শিব তিনিই 'রাত্রি', তিনিই 'ভুবনেশ্বরী'। 'রাত্রি' কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি 'শিবরাত্রি' কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, 'শিব' কে, 'রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্ রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে।" আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি কত আশান্বিত হইয়া, 'শিবরাত্রির' স্বরূপ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছ, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আস্তিকতা আছে, সে এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে 'শিবরাত্রি' কোন্ পদার্থ, তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলী না হইয়া থাকিতে পারে কি? আশাকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সত্যা ও অনৃতা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। * যে আশা কখন ফলবতী হয় না, যে আশা, আশারূপেই থাকে, তাহা অনৃতা বা মিথ্যা আশা, যে আশা ফলবতী হয়, তাহা সত্যা। আজ না হয়, কালান্তরে আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ়

---

* "তমাশাব্রবীৎ। প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি। অহমুবা আশাস্মি। মাং নু যজস্ব। অথ তে সত্যাশা ভবিষ্যতি॥"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩.১২।২

"নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা। অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ।" "* ** সা দ্বিবিধা হ্যাশা, অনৃতা, সত্যা চ॥ ফলরহিতা আশা অনৃতা।"—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণভাষ্য

বিশ্বাসের সহিত যাঁহারা কাল প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে, সত্য আশা স্থান পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রমা! 'শিব' কে, রাত্রি' কোন্ পদার্থ, সম্যগ্‌রূপে তাহা বুঝিয়া একটী শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবার পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, আমার এই কথা শুনিয়া, তুমি কিরূপ আশান্বিত হইয়া, কালপ্রতীক্ষা করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করি নাই, আমার যেরূপ বিশ্বাস, আমি তদনুরূপ কথাই তোমাকে বলিয়াছি। আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে, মিথ্যা নহে, তাহা যে অতিশয়োক্তি নহে, তাহা প্ররোচন কথা নহে, আমার তাহাই দৃঢ়প্রত্যয়। আমার যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? শাস্ত্র ও গুরুদেবের অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। অনেকেই ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িতেছেন, অনেকে শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই কি, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে, 'না'। শাস্ত্র পড়িলে কি হইবে? শাস্ত্রসংস্কৃতমতি না হইলে, শাস্ত্রপাঠ ঈপ্সিত ফলদানে সমর্থ হয় না। আর এক কথা, সিদ্ধ গুরুদেবের সকাশ হইতে প্রাপ্ত না হইলে, বিদ্যা অভীষ্ট ফল দান করিতে পারে না। আমি বহু পূর্ব্বসুকৃতি বশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা, নররূপে বিরূপাক্ষ গুরুদেবের কৃপা পাইয়াছিলাম, তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বচন আমার হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণায় আমি তোমাকে ঐরূপ আশাপ্রদ কথা শুনাইয়াছি। বিশ্বাস করিও, শ্রদ্ধাই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, এবং যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইলেই মানুষ কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। তুমি যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবতী হইতে পার, তাহা হইলে, পরে অনুভব করিতে পারিবে, আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিই নাই। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতি সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। যাক্ এ সকল কথা, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর, আমি তোমার সরল ও কোমল হৃদয়ে যে আশাকে সঞ্চারিত করিয়াছি, তাহা যেন মিথ্যা না হয়, শিবযুক্ত শিবার কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 'শিবরাত্রির' স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছি।

পঙ্ক হইতে পদ্ম ছাড়া অন্যান্য বস্তু জন্মিলেও, যে কারণে (অর্থাৎ রূঢ়ি শক্তি দ্বারা) উহা পদ্মের বোধক হয়, সেই কারণে 'শিবরাত্রি' মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতের বোধক হইয়া থাকে। রমা! তুমি বোধ

হয় এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছ না। ইহারা দুর্ব্বোধ্য কথা নহে। শব্দ উচ্চারিত হইলে, যদ্দ্বারা উহার অর্থবোধ হয়, তাহাকে শব্দের শক্তি বলে। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে 'যোগ', 'রূঢ়ি' ও 'যোগরূঢ়ি' এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধক শক্তি ত্রিবিধ বলিয়া শব্দসমূহকে 'যৌগিক', 'রূঢ়', ও 'যোগরূঢ়' এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যিনি পাক করেন, তাঁহাকে 'পাচক' বলা হয়। 'পাচক' শব্দ কি জন্য, 'যিনি পাক করেন,' তাঁহার বোধক হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়', এই অর্থ হইতে, কি কারণে পঙ্ক হইতে জন্মায় এমন অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া 'পঙ্কজ' শব্দ পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, তাহা জানিতে যাইলে, প্রতীতি হইবে, 'যাহা পঙ্ক হইতে জন্মায়' এই অর্থ অন্য কোন শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হয়, তা'ই 'পঙ্কজ' শব্দ পঙ্ক হইতে জাত অন্যান্য বস্তুকে না বুঝাইয়া পদ্মেরই বোধক হয়। শব্দের যে শক্তি যৌগিক অর্থকে নিয়ামিত করে, বিশেষিত করে, শব্দের সেই শক্তিকে 'যোগরূঢ়ি' এই নামে অভিহিত করা হয়। 'শিবের রাত্রি' = 'শিবরাত্রি' অথবা 'শিবপ্রিয় রাত্রি' = 'শিবরাত্রি', 'শিবরাত্রি' শব্দের ইহাই 'যোগ' শক্তি বোধ্য অর্থ, রূঢ় শক্তি এই অর্থকে বিশেষিত করিতেছে। রূঢ়ি শক্তি বুঝাইতেছে, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপূর্ব্বক যে শিবের পূজন হয়, সেই 'ব্রত' 'শিবরাত্রি' শব্দের অর্থ। 'শিবের রাত্রি' = 'শিবরাত্রি', 'যোগ' শক্তি দ্বারা এই অর্থ অবগত হওয়া যায়, ইহা 'রূঢ়' শক্তি দ্বারা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপ কালবিশেষে নিয়ামিত হইয়া থাকে ("তত্র শিবস্য রাত্রিরিতি তৎপুরুষ সমাসেন যোগেন বর্ত্তমানশব্দো রূঢ্যা মাঘকৃষ্ণচতুর্দ্দশীরূপে কালবিশেষে নিয়ম্যতে।"—কালমাধব)। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত কালমাধব নামক গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'শিবরাত্রি' শব্দ যোগরূঢ়, শিবের প্রিয়া রাত্রি যে ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রত 'শিবরাত্রি' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে।

("শিবস্য প্রিয়া রাত্রির্যস্মিন্ ব্রতেঽঙ্গত্বেন বিহিতা, তদ্‌ব্রতং শিবরাত্র্যাখ্যম্। তস্মাৎ নির্ম্মথ্য-ন্যায়েনাত্র যোগরূঢ়ঃ শিবরাত্রিশব্দঃ।"—কালমাধব)।

শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা।

শিবরাত্রি-ব্রতের পুরাণাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশংসা আছে। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'পর হইতে পরতর থাকিতে পারে না, শিবরাত্রি পরাৎপর, যে জীব

এই শিবরাত্রিতে ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্রদেবকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে না, সে নিশ্চয় সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করে' ("পরাৎপরতরং নাস্তি,. শিবরাত্রি পরাৎপরম্। ন পূজয়তি ভক্ত্যেশং রুদ্রং ত্রিভুবনেশ্বরম্। জন্তুর্জন্ম সহস্রেষু, ভ্রমতে নাত্র সংশয়ঃ॥"—স্কন্দপুরাণ)। সাগর যদি শুষ্ক হয়, হিমালয় যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মেরু-মন্দরাদি পর্ব্বত যদি বিচলিত হয় (অর্থাৎ সাগরের শুষ্ক হওয়া সম্ভব হইতে পারে, হিমগিরির ক্ষয়ও সম্ভব হইতে পারে, মেরু প্রভৃতির বিচলিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে) কিন্তু নিশ্চল শিবব্রত কদাচিৎ বিচলিত হয় না ("সাগরো যদি শুষ্যেত, ক্ষীয়তে হিমবানপি। মেরুমন্দর শৈলাশ্চ শ্রীশৈলো বিন্ধ্য এবচ। চলন্ত্যেতে কদাচিদ্বৈ নিশ্চলং হি শিবব্রতম্॥"—স্কন্দপুরাণ)। শিবচতুর্দ্দশীতে শিবের পূজা করিয়া, যে জাগিয়া থাকে, তাহাকে আর মাতার স্তন্যপান করিতে হয় না ("শিবং পূজয়িত্বা যো জাগর্ত্তি চ চতুর্দ্দশীম্। মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন॥"—স্কন্দপুরাণ)। যিনি মুমুক্ষু—অতএব যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই, শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত মোক্ষলাভ করেন, যিনি কোনরূপ কামনাপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারও এতদ্দ্বারা কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে। শিবরাত্রি ব্রত সর্ব্বপাপের প্রণাশক, ইহা আচণ্ডাল মনুষ্যের ভুক্তি ও মুক্তির প্রদায়ক, এই ব্রতে সকলেরই অধিকার আছে, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলেরই এই ব্রত কর্ত্তব্য। যিনি শিবরাত্রি-ব্রত-বহির্মুখ—যিনি এই ব্রত করেন না, তিনি অন্য দেবতার পূজা করিয়া কোন ফল পান না ("শিবরাত্রি ব্রতং নাম সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। আচণ্ডালমনুষ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥"—ঈশানসংহিতা। "সৌরো বা বৈষ্ণবো বাহন্যো দেবতান্তরপূজকঃ। ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহির্মুখঃ॥"—নৃসিংহপরিচর্য্যা ও পদ্মপুরাণ)।

শিবরাত্রি ব্রতের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে, রমা?

জিজ্ঞাসু—অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছে দাদা।

বক্তা—কি, কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—'শিব' ও 'রাত্রি' এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া 'শিবরাত্রি' ব্রতের এইরূপ প্রশংসাতে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই আমার তাহা বোধ হইয়াছে, যে শিব বিশ্বের ঈশ্বর, যে শিব সর্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যে শিবই যথার্থ মাতা-পিতা, যে শিবই সর্ব্বভাবময়, যে প্রেমময়

শিবের প্রেমকণা পাইয়া জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেমবিশিষ্ট হইয়াছে, এককথায় যিনিই জগতের সব, তাঁহাকে পূজা করিলে, তাঁহাকে যথার্থভাবে ভক্তি করিলে, তাঁহার প্রপন্ন হইলে, নিয়ত তাঁহার ধ্যান করিলে, এমন কি আছে, যাহা মানুষ পাইতে পারে না ? আর রাত্রি বা শিবা, ভুবনেশ্বরী— তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাইয়াছি, রাত্রিসূক্তে তাঁহার যে রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমি নির্ভয় হইয়াছি, আমার এখন মনে হইতেছে, মা যেন তাঁহার সকল সন্তানকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া আছেন, মা যেন আমার সকল দিকে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমি যেন মা'র করুণাপূর্ণ সহাসবদন সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি, যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন আমার পরম করুণাময়ী, সর্ব্বদুঃখনিবারিণী মাকে আমি দেখিতে পাই। আহা, এ মাকে পূজা না করিয়া, এ মাকে নিয়ত ধ্যান না করিয়া, এ মায়ের চরণে প্রপন্ন না হইয়া থাকা যায় কি ?

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, এখন 'শিবরাত্রি' ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 'শিবের রাত্রি' 'শিবরাত্রি,' অথবা 'শিবপ্রিয়া রাত্রি' 'শিবরাত্রি,' শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ হইতে কি নিমিত্ত তাহা মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অনুষ্ঠেয় ব্রতবিশেষের বাচক হয়, মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন করিলে কি জন্য সর্ব্বকামনা চরিতার্থ হয়, কি জন্য মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন। শুনিয়াছি, না জানিয়া উক্ত শিবচতুর্দ্দশীতে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস করিয়াছিল বলিয়া, এক ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ইহা শুনিয়া প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইবার কারণ কি ? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির রাত্রি শিবের বিশেষতঃ প্রিয় হইবার কারণ কি ? শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদশনার্থ আপনি ঋগ্বেদ ও সামবিধান ব্রাহ্মণ হইতে 'রাত্রি' শব্দের যে অর্থ জানাইলেন, শিবপ্রিয়া রাত্রি= 'শিবরাত্রি,' এই স্থলে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই ; 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' এখানে সাধারণের পরিচিত 'রাত্রি' শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইয়াছে, এখানে 'রাত্রি' শব্দ চিৎশক্তির, সর্ব্বাধারভূতা শিবা বা ভুবনেশ্বরীর বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ? রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 'রাত্রি' বলিতে যাঁহাকে

বুঝিয়াছিলাম, 'শিবপ্রিয়া' রাত্রি='শিবরাত্রি' এখানে তদর্থে 'রাত্রি' শব্দের ব্যবহার হয় নাই, আমার ইহাই মনে হইয়াছে। রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীর যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে রূপ কত মনোহর, কত আশাপ্রদ, সে রূপের ধ্যান করিলে, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সব ভুলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শিবপ্রিয়া রাত্রি=শিবরাত্রি, 'রাত্রি' শব্দের এই অর্থ আমার পরমকরুণাময়ী সংসারার্ণবতারিণী, অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবীকে মনে পড়াইয়া দেয় না, মার শান্তময়ী অভয়া মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিফলিত করে না। আমি স্বল্পমতি, আমাকে বুঝাইয়া দিন, ঋগ্বেদ যে রাত্রিকে সর্ব্বভূতনিবেশনী বলিয়াছেন, বিশ্বজননী বলিয়াছেন, মঙ্গলময়ী বলিয়াছেন, যাঁহাকে একমাত্র শরণ্যা বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার ভয়নিবারণী বলিয়া বুঝাইয়াছেন, যাঁহার শরণাগত হইলে, অপরাধের আলয়ও নিষ্পাপ হয়, মুক্তি পায় এই কথা বলিয়াছেন, 'শিবপ্রিয়া রাত্রি'='শিবরাত্রি' শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ শুনিয়া আমি যে, আমার সে মাকে দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রিসূক্তে বর্ণিত মা'র রূপ আমারও মৃত্যুভয় কমাইয়াছিল, কিন্তু এ রাত্রির রূপ পরিচিত অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণ রূপই নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে। 'শিবরাত্রি' যদি সাধারণের পরিচিতা রাত্রি হন, তাহা হইলে আপনি বেদ হইতে রাত্রির সেই পরম কমনীয় রূপ দেখাইবার জন্য এত পরিশ্রম করিলেন কেন? পুনর্জ্জন্মভীরুদিগকে সামবিধান ব্রাহ্মণ যে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, সে রাত্রি কি সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি? সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি কি, জন্মনিরোধ করিতে পারেন? ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন?

বক্তা—রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে রাত্রির যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণভাবে তাহা অবগত হইলে, উপলব্ধি হয়, রাত্রিকে নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অসুর বা রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে ("যে তে রাত্রী নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।"—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। ইন্দ্র দধীচ মুনির অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে—নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদ ও সামবেদে ইহা উক্ত হইয়াছে (দুর্গা ও দুর্গার্চ্চনতত্ত্বে আমি ইহা জানাইয়াছি)। রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টেও রাত্রিদেবীকে নবসংখ্যক নবতি নরভক্ষক, জীবের জ্ঞানাবরক রাক্ষস বা অসুরযুক্তা বলা হইয়াছে। যে রাত্রিসূক্তে রাত্রিদেবীকে জীবের একমাত্র শরণ্যা বলা হইয়াছে, সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলা হইয়াছে, মহাকারুণ্যময়ী চিন্ময়ী, ভীমভবার্ণবতারিণী

বলা হইয়াছে, সেই রাত্রিকেই নবসংখ্যক নব রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে। ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, রাত্রিতে অসুরদিগের প্রবলতা হইয়া থাকে, রাত্রি অজ্ঞানান্ধকারের—আবরণাত্মিকা শক্তির বাচক *। মহানিশান্বিতা মাঘমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে ('মহানিশান্বিতায়াং তু তত্র কুর্য্যাদিদং ব্রতম'), পুরাণে এই কথা আছে। যথোক্ত কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এই ব্রত কর্ত্তব্য কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, রাত্রিতে (বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে) ভূত (পিশাচাদি)-সকল, দেবীগণ এবং শূলভৃৎ শঙ্কর, ইহাঁরা বিচরণ করেন, অতএব চতুর্দ্দশী থাকিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্ত্তব্য ("নিশি ভ্রমন্তি ভূতানি শক্তয়ঃ শূলভৃদ্যতঃ। অতস্তস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সত্যাং তৎপূজনং ভবেৎ।"—স্কন্দপুরাণ)। শঙ্কর স্বয়ংই বলিয়াছেন, কলিতে আমি মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবসে যাইব না ("মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং সুরেশ্বর। অহং যাস্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ॥"—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)। এই তিথির রাত্রিতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপ সমূহের বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, জঙ্গম-স্থাবর অখিল লিঙ্গে আমার শক্তির আবেশ হইয়া থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, চতুর্দ্দশীরাত্রিতে যে মানব আমার পূজা করিবে সে নিশ্চয় নিষ্পাপ হইবে ("লিঙ্গেষু চ সমস্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ। সংক্রমিষ্যাম্যসন্দিগ্ধং বর্ষপাপবিশুদ্ধয়ে। তস্মাদ্রাত্রৌ হি মে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মন্ত্রেরেতৈঃ সুরশ্রেষ্ঠ বিপাপ্মা স ভবিষ্যতি॥—নাগরখণ্ড, স্কন্দপুরাণ)।

কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফল লাভ হয়, স্কন্দপুরাণ হইতে তোমাকে তাহা শুনাইলাম। রাত্রিতে ভূতাদির আবির্ভাব হয়, রাত্রি অসুরদিগের প্রবল হইবার সময়, বেদেও যে, এই কথাআছে, তাহাও তুমি শ্রবণ করিলে। এখন তোমার কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—স্কন্দপুরাণের এই কথা শুনিয়া, শাস্ত্র-শ্রদ্ধাবানের, অতএব ভাগ্যবানের শিবরাত্রি ব্রত কেন মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে করিতে হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

---

* "* * * যদ্দিবা দেবানসৃজত তদ্দেবানাং দেবত্বং যদস্বর্য্যং তদসুরাণামসুরত্বং * * *।"—ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ।

বক্তা—তোমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আমি ত কিছুই জানিনা, আমি আর কি বলিব। তবে আমার জিজ্ঞাসা যে, ইহা শুনিয়াও পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অল্পমতিকে বুঝাইতে হইলে, উপদেষ্টার বেশী শ্রম হইয়া থাকে।

বক্তা—যাবৎ তোমার সংশয় বিদূরিত না হইবে, তাবৎ তুমি জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইও না, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করিব। তুমি যে শিবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছ, যথার্থভাবে যে শিবের পূজা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তিনিই সকলের সংশয় দূর করেন, তিনি ভিন্ন আর কে, অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিতে পারেন রমা! আমাদের তিনি ছাড়া আর কে আছেন? বুঝিতে না পারিলে, তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমার সংশয় ছেদন করে দেও' ব'লে, সরল হৃদয়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমার কোন্ বিষয়ের সংশয় এখনও নিরস্ত হয় নাই, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—কথিত আছে মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিব, পৃথিবীতে বিচরণ করেন, ঐ সময়ে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বলিঙ্গে শিবের আবেশ হয়, রাত্রি নব-সংখ্যক নবতি (৯×৯০) অসুরযুক্তা, এই সকল কথার আশয় কি? শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন, 'রাত্রি', তাহা হইলে, বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ? আমার এই সকল প্রশ্নের এখনও সমীচীন সমাধান হয় নাই। 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল এবং কালের অবয়ব ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকলের তত্ত্ব জানিতে হইবে। শুভ, অশুভ যে কোন কর্ম্ম হোক্, তাহাতে যে, কালের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রকে বেদের নয়ন বলা হইয়াছে। জ্যোতিষ 'গণিত' ও 'ফলিত' ভেদে দ্বিবিধ। ফলিত জ্যোতিষের সম্মান, এখন খুব কমিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগম্য পদার্থ সকল অসৎরূপেই পতিত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষ বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সারতম প্রসব। ক্ষণ ও তৎক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞাননিধি, যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার মূল্য কত, তদবধারণের শক্তি আমাদের আছে কি? অবনতির দিন যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অনেক বিষয়ই ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু একটী বিষয়ও গড়িতে পারে না। বিশুদ্ধ ফলিত জ্যোতিষ যোগেরই স্থূলরূপ। গণিতজ্যোতিষের যাঁহারা ফলবিজ্ঞান জানেন না, জানিবার

চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের গণিতের জ্ঞান নিষ্ফল। যে কোন বিজ্ঞান হোক্, তাহার ফলবিজ্ঞানের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন না, তাঁহার বিজ্ঞানানুশীলন অনর্থক, সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ভৃগুদেব যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখাইবার জন্য এই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতগগনে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার যথার্থভাবে অনুসন্ধান করেন? জ্যোতিষই বস্তুতঃ বেদের নয়ন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কালতত্ত্ব অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কি জন্য মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি শিবপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা হইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, কি জন্য উক্ত চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফল প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে, 'রাত্রি' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, এবং বেদের, শাস্ত্রের, ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং আচার্য্যদিগের, জীবের প্রতি কিরূপ কৃপা, তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় তাহা অনুভব হইবে, তাহা হইলে, 'অহো বেদ'! 'অহো বেদ'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো শাস্ত্র'! 'অহো গুরো'! 'অহো গুরো!' অবশভাবে তোমার মুখ হইতে এই সকল কথা উচ্চারিত হইবে। কাল কোন্ পদার্থ, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দিবস, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকল শব্দের অর্থ কি, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

পরকাল।

মৃত্যু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
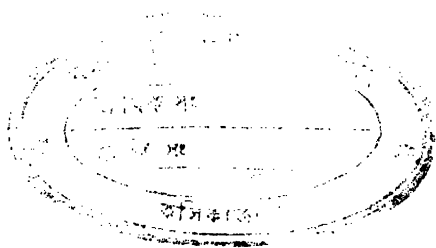
যতদিন নশ্বর দেহের সহিত জীবাত্মার মিলন থাকে, ততদিন জীবদেহ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং জগতে জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে। জীব এই দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেহান্তরে গমন করিলে, ইহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি বা মৃত্যু ঘটিল—এই রূপ কথিত হয়। জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না, কর্ম্মবন্ধন হেতু জীব অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয় মাত্র।

জীবঃ সংক্রমতেঽন্যত্র কর্ম্মবন্ধ নিবন্ধনঃ

(মহাভারত—বনপর্ব্ব ২০৯। ২৪)

অর্থাৎ কর্ম্মনিমিত্ত জীব অন্যদেহে গমন করে।

পঞ্চেন্দ্রিয় সমাযুক্তঃ সকলৈর্বিবুধৈঃ সহ।
প্রবিশেৎ স নবে দেহে গৃহে দগ্ধে গৃহী যথা॥

(গরুড় পুরাণ—উত্তর খণ্ড—তৃতীয় অধ্যায়)

গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহী যেমন গৃহান্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় যুক্ত ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত হইয়া নূতন দেহে প্রবেশ করেন।

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করেন।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২।১৩ গীতা।

আত্মার এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তনে বার্দ্ধক্য অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা স্বতন্ত্র অবস্থা মাত্র। মৃত্যুতে কেবল এই দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হয়েন না।

এই দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের বিচ্ছেদই মৃত্যু। জড়দেহ ছাড়িয়া জীবাত্মা চর্ম্মচক্ষুর অগোচর বিবিধ প্রকার সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া তদুপযোগী লোকে

লোকে গমন করেন ও তথায় নানাপ্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া পুনরায় এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম করিবার জন্য প্রত্যাগত হইয়া প্রাণি দেহ ধারণ করেন।

প্রমাণ—তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যাঽস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে। শ্রুতি।

সূক্ষ্মলোক।

বৈদিক আর্য্য মহাপুরুষগণ যোগবলে এই পার্থিব রাজ্যের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ অন্যরূপ আরও ছয়টা রাজ্যের বিষয় বিদিত ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য অসীম, অনন্ত এবং এই রাজ্যের মত নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গম প্রাণিপুঞ্জ ও নদনদী পর্ব্বতাদি দ্বারা বিচিত্রিত। ইহাদের নাম যথাক্রমে ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এই সমস্ত লোক গুলিই বৈদিক আর্য্যজাতির পরলোক। এই লোকগুলি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম উপাদানে রচিত। ইহার পরেও আর একটী রাজ্য আছে তাহার নাম লোকাতীত লোক, গুণাতীত লোক, চিতিধাম, আত্মধাম বা ব্রহ্মধাম। ইহাই গীতোক্ত পরমধাম।

> ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
> যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
>
> গীতা ১৫।৬

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশ করিতে পারেনা; এবং তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ। এই দিব্য লোক প্রাপ্তির নামই মুক্তি। ইহাই জীবের চরম অবস্থা। যতদিন জীবের দিব্যজ্ঞান লাভ না হয়, ততদিন এই লোক প্রাপ্তি হয় না।

আমাদের শাস্ত্রে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের কথাই অধিক শুনিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, সাধারণ মানবের এই তিন লোকের সহিতই সম্বন্ধ। তাহারা এই তিন লোকেই যাতায়াত করিয়া থাকে, ইহার ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে না।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকগুলি ভৌগলিক স্থান বিশেষ নহে। সমস্ত লোক একই স্থানে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুস্যূত; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে রচিত বলিয়া এক লোকের সত্তা অপর লোকবাসী উপলব্ধি করিতে পারেনা। যেখানে ভূর্লোক, সেইখানেই ভুবর্লোক, এবং সেইখানেই স্বর্গলোক। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আমরা যাতায়াত করিতে যেমন কোনরূপ বাধা অনুভব করিনা, সেইরূপ আমরা বায়ু অপেক্ষা বহুগুণে সূক্ষ্ম ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকের মধ্যে থাকিলেও

সেই সকল লোকের সহিত আমাদের সংঘর্ষ হয় না এবং আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা সেই সকল লোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিনা। ভুবর্লোকের প্রথমস্তরের পরমাণু আমাদের ভূর্লোকের অতি সূক্ষ্ম ব্যোমের পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যোগিগণ এখানে থাকিয়াই সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রভাবে ঐ সকল লোক প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। এজন্য আমরা পুরাণ শাস্ত্রে প্রমাণ পাই যে, যোগিগণ কথায় কথায় যমলোক কি স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতেন। বাস্তবিক একলোক হইতে অপর লোকে যাইতে হইলে পথ হাটিয়া বা রেল কি জাহাজ ভাড়া করিয়া যাইতে হয় না। বিভিন্ন লোকের প্রত্যক্ষ আমাদের বিভিন্ন অনুভূতির উপর নির্ভর করে। স্থূল ভৌতিক দেহ হইতে অনুভূতি গুটাইয়া লিঙ্গদেহের যে স্তরে যিনি ফেলিতে পারিবেন, তিনি লিঙ্গদেহের সেই স্তরের উপযোগী লোকে উপস্থিত হইতে পারিবেন। অবশ্য পুরাণশাস্ত্রে অনেক স্থলে রাস্তা হাঁটিয়া একলোক হইতে অপর লোকে যাওয়ায় প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু তাহা রূপক কল্পনামাত্র। বিশেষ অবস্থাধীন বিশেষ কারণে এক লোকবাসীর সত্তা অপর লোকবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ভারত যুদ্ধের অবসানে ভগবান্ বেদব্যাস যোগবলে শোক বিধুরা কামিনী-গণকে ভুবর্লোকে লইয়া তাঁহাদের আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন।

সূক্ষ্মদেহ।

আমাদের জীবদেহ তিন প্রকার যথা—স্থূল, লিঙ্গ ও কারণ শরীর।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতং। পঞ্চদশী ৭।২২

হস্তপদাদি সমন্বিত অন্নপানাদি দ্বারা সংগঠিত পরিদৃশ্যমান শরীরই আমাদের স্থূল দেহ। জীবাত্মা মৃত্যু সময় এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিলেও লিঙ্গ দেহ ও কারণ শরীর পরিত্যাগ করিতে পারেন না। জীবাত্মা এই দুই দেহ লইয়াই ভুবর্লোকে গমন করেন। লিঙ্গ দেহ আমাদের স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম; আমাদের স্থূল দৃষ্টির গোচরীভূত নহে, কিন্তু উহা কারণ দেহ অপেক্ষা স্থূল। এই লিঙ্গ শরীর অবস্থা ভেদে আতিবাহিক, প্রেত দেহ, ভোগ দেহ, কাম দেহ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দর্শনে এই দেহ ত্রিতয়ের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

Man lives in three environments, the physical, the ethereal and the matethereal that which is called the heaven world.

(Myer's Human Personality)

বুদ্ধি-কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রাণ পঞ্চকৈ মনসাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ পঞ্চদশী ১।২৩

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর গঠিত, ইহাই লিঙ্গ শরীর নামে কথিত হয়। বেদান্ত সারকার ও এই লিঙ্গ শরীরকে সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;

সূক্ষ্ম শরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গ শরীরাণি। অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং, বুদ্ধিমনসী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ-অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরই লিঙ্গ শরীর।

সাংখ্য কারিকা লিঙ্গ দেহের এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা;—

পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদ্য সূক্ষ্ম পর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং॥

(সাংখ্য কারিকা ৪০)

কল্পারম্ভে সৃষ্টি কালে এক একটী পুরুষের নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপাদিত হয়। সূক্ষ্ম শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার রোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিলা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। তাহা নিয়ত বা সুচির কালস্থায়ী—অর্থাৎ, সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। মহৎ হইতে সূক্ষ্ম তন্মাত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহৎ (বুদ্ধি) অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) ইহাদের সমষ্টিকে—সূক্ষ্ম শরীর বলে। স্থূল শরীরের সংযোগ ব্যতিরেকে সূক্ষ্ম-শরীর ভোগ জন্মাইতে পারে না, এই জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-সহকারে একটী স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী স্থূল দেহ গ্রহণ করে। মহাপ্রলয়ে লিঙ্গ শরীরের লয় অর্থাৎ তিরোভাব হয় বলিয়া ইহার নাম লিঙ্গ শরীর। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে লিঙ্গ দেহও একটী সূক্ষ্ম ভৌতিক শরীর। সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই লিঙ্গ শরীরে থাকে। যখন মহাপ্রলয়ে এই লিঙ্গ শরীরের তিরোধান হয়, তখন কেবল কারণ শরীর বিদ্যমান থাকে। পুনরায় পরবর্ত্তী সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের কর্ম্মানুযায়ী নূতন লিঙ্গ শরীরের আবির্ভাব হয়। লিঙ্গ শরীরের গতি কিছুতেই আটকায় না; এমন কি উহা শিলান্তর ভেদ করিয়াও যাইতে পারে। উহাকে অস্ত্রাঘাতে ছেদন, কি অগ্নিতে ভস্ম করা যায় না। স্থূল দেহের মর্দ্দনে উহা আহত হয় নাই।

নোপমর্দ্দেনাতঃ। (সাঃ সুঃ)

লিঙ্গ শরীর স্থূল শরীরের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে ভোগ জন্মাইতে পারে না। এই জন্য লিঙ্গ শরীরকে স্থূল শরীর গ্রহণ করিতে হয়। লিঙ্গ শরীর স্থূল দর্শীর অদৃশ্য এবং সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষগণের দৃশ্য। (ক্রমশঃ)

অহং হারাইয়া ফেলা।

তুমি, তুমি, তুমি,—সবই তুমি এই ভাবিতে ভাবিতে যখন আমি, আমি, আমি—দেহে অহং বোধ, দেহই আমি এই বোধ হারাইয়া যায় তখন তোমার "তোমার আমি" সাধনা পূর্ণ হয়। দেহে অহং বোধ করা—ইহাই মূল অজ্ঞান। ইহা হইতেই সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দৈন্য, সমস্ত নীচতা, সমস্ত ক্ষুদ্রতা মানুষ কে দুঃখ সাগরে ডুবাইয়া রাখে।

দুর্গা দুর্গা জপ করিয়া বা রাম রাম জপ করিয়া, বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিয়া যাঁহার দেহে অহং হারাইয়া যায়, অথবা ধ্যান করিয়া বা বিচার করিয়া, যাঁহার দেহাত্ম বোধ ছাড়িয়া যায় তিনিই সুখী, তিনিই সিদ্ধ সাধক, তিনিই স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করেন।

দেহে আত্মবোধ, দেহটাই আমি মনে করা, দেহে অহং বোধ করা—এটা নিকৃষ্ট অহংকার—এইটাই সকল দুঃখের জনক। অহংকে প্রসারিত করিয়া—বিশ্বের সকল বস্তুই আমি ভাবনা করা—এই অহং উৎকৃষ্ট অহং। ইহা সংসার মুক্তি আনিয়া দেয়। অথবা অহংকে—আমিকে স্বরূপে জানিয়া--আমি সকল বস্তু হইতে ভিন্ন—আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মা—এই ভাবনা করাও উৎকৃষ্ট অহং প্রাপ্ত হওয়া—ইহাও জনন মরণ হইতে মুক্তি আনিয়া দেয়।

শাস্ত্র এই ত্রিবিধ অহং এর কথা বলিতেছেন। দুইটি উৎকৃষ্ট অহং—মোক্ষপ্রদ আমি, তৃতীয়টি সর্ব্বদুঃখ প্রদ অহং, নিকৃষ্ট অহং—সংসারী জঘন্য আমি। শাস্ত্রের করা পরে বলা যাইবে এখন দেহে অহং—দেহই আমি—এই অহং হারাইবার কথা আলোচনা করা যাউক।

তুমি, তুমি, তুমি—সবই তুমি অভ্যাস করিতে পারিলে দেহে-বদ্ধ আমিকে উদ্ধার করা যায়—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" বুঝিতে পারা যায়, তুমি আমির সম্বন্ধ বুঝা যায়, স্বরূপ চ্যুত আমিকে স্বরূপভূত আমি দেখাইয়া দেওয়া যায়--ইহাই উৎকৃষ্ট সাধনা।

কিরূপে ইহা হইবে--দেখিতে চেষ্টা করি এস। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর আছেন, ভিতরে বাহিরে চৈতন্য আছেন—চৈতন্য না থাকিলে—বিশ্বের মূলে অধিষ্ঠান চৈতন্য না থাকিলে, জড়ের অনুভব কর্ত্তা না থাকিলে, জড়ের অস্তিত্ব

পর্য্যন্ত থাকেনা। আমার অনুভবে যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব যেমন আমার মধ্যে নাই, সেইরূপ ঈশ্বরের অনুভবে যাহা নাই তাহার অস্তিত্বও কোথাও নাই। আমি অজ্ঞানে খণ্ড চৈতন্য সাজিয়া আছি আর ঈশ্বর জ্ঞানে পূর্ণ চৈতন্য। পূর্ণ চৈতন্যের উপরে, পূর্ণ চৈতন্য অবলম্বন করিয়া বিশ্ব ভাসিয়াছে। ভিতরে বাহিরে যাহা ভাসিয়াছে তাহা চৈতন্য লইয়াই ভাসিয়াছে। কাজেই বাহিরে তুমি বিশ্বরূপ আর ভিতরে তুমি বিশ্বের অনুভব কর্ত্তা। পূর্ণ চৈতন্যই দুর্গা, কালী, শিব, রাম বা কৃষ্ণ। বাহিরে বিশ্বের প্রতি বস্তু সাজিয়া রাম আর ভিতরে অনুভব কর্ত্তা রাম। বড় সাধক অনুভব করিয়া যখন বলেন "সব মেরে রাম" তখন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলেন—ভিতরে সবের অনুভব কর্ত্তাও রাম। আবার রাম কখন সীতা ছাড়িয়া থাকেন না। শক্তিমান্ যখন ধরা দেন তখন শক্তি লইয়া ধরা দেন। সূর্য্য যেমন দীধিতি ছাড়িয়া থাকেননা, চন্দ্র যেমন চন্দ্রিকা ছাড়িয়া থাকেননা রাম ও সেইরূপ সীতা ছাড়িয়া থাকেন না। গোস্বামী তুলসী দাস এই বুঝিয়াই লিখিয়াছেন :—

জড়-চেতন জগ জীব জে, সকল রামময় জানি।
বন্দৌ সবকে পদ কমল, সদা জোরি যুগপাণি॥
আকর চারি লাখ চৌরাশী, জাত জীব নভ জল থল বাসী।
সিয়া রামময় সব জগজানি, করৌ প্রণাম জোরি যুগপাণি॥

জড় চেতন, জগতে যত জীব আছে সমস্তই রাম ময় জানিয়া, সর্ব্বদা জোড়হাতে সকলের পদ কমলে প্রণাম করি। সবাই শুধু রামময় নয়—সীতারামময়। তাই বলিতেছেন জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ—জীবের এই চারিখান, চতুর অশীতি লক্ষ যোনি, আকাশ, জল, স্থল বাসী সমস্ত জীব—জাত—সকল জগৎ সীতারাম ময় জানিয়া আমি জোড়হস্তে সকলকেই প্রণাম করিতেছি।

আমার বড় দুঃখ রহিয়া গেল আমি দেহে অহং ছাড়িতে পারিলাম না। আমি করি, আমি খাই, আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চলি, আমি ফিরি, এই দেহ লইয়াই আমি অহং অহং করিলাম—অন্যের সুখ দুঃখ চলাফিরা দেখিয়া আমি চলিতেছি ফিরিতেছি আমি সুখী দুঃখী এ বোধ আমার আসিলনা। আমার উপায় কি হইবে?

উপায় আছে। বিশ্বাস কি রাখ যে আমার হৃদয়ে সীতারাম আছেন? শ্রীহনুমান যেমন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের সীতারাম সকলকে দেখাইয়া ছিলেন—

তুমি ইহা দেখাইতে পারনা সত্য কিন্তু বিশ্বাসত রাখ ঐরূপ সকলের হৃদয়ে সীতারাম আছেন। এইটি যদি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পার তবে তোমারও হয়। তুমি যদি বলিতে পার আমি সীতারামের দাস—"দাসোহহং" ইহাতেও তোমার হয়। শ্রীহনুমানের মত দাসোহহং ইহার বল কত তাহা কি দেখিবে?

এই সীতারামই কিন্তু "সত্য পরং" ইহাই পরমসত্য। এই পরম সত্যই নিজ মহিমায় মায়ার সমস্ত কুহক নিরস্ত করিয়া বিরাজ করেন। এই সীতারাম হইতেই মায়ার এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে। সৎ বস্তুতে তাঁহাদের অন্বয় অসৎ হইতে তিনি ব্যতিরিক্ত। সীতা জড়িত রামই, দীধিতি জড়িত সূর্য্যের ন্যায়, চন্দ্রিকা জড়িত চন্দ্রের ন্যায়—এই সীতারামই সর্ব্বজ্ঞ, ইনি আপনিই শোভা পাইতেছেন, ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বেদ না পড়াইয়াই তাঁহার হৃদয়ে বেদ প্রকট করিয়া দিয়াছেন। মরীচিকাতে যেমন জল ভ্রম হয়, শুক্তিতে যেমন রজত ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয় তেমনি এই সীতারামে, এই গায়ত্রী জড়িত ব্রহ্মে জগত বোধ হইয়া অসত্য জগৎও সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে—বলিতেছি সমস্ত মায়িক দেহের দেহী এই সীতারাম—এইটি স্মরণ রাখিতে পারিলেই হয়। এইটি স্মরণ রাখিয়া সীতারামময় সব জগ জানি যদি যোড়হাতে যা দেখি তাহাতেই সীতারাম স্মরিয়া প্রণাম করিতে পারি—আমার আর কেহ নাই, আমর নিজের কিছু নাই ভাবিয়া নমঃনমঃ সর্ব্বদা করিতে পারি তবে আমার মত মূর্খেরও বুঝি গতি লাগে।

আহা! দেখহু খোঁজি ভুবন দশচারী।
কহঁ অস্ পুরুষ কহাঁ অস্ নারী॥

চতুর্দ্দশ ভুবন খুঁজিয়া আইস কোথায় এমন পুরুষ আর কোথায় এমন নারী পাইবে? আহা এই সীতারাম তোমার হৃদয়ে, এই সীতারাম জড় চেতন সবার হৃদয়ে; এইটি আর মনে রাখিতে পারিবেনা? করনা দৃঢ় অধ্যবসায়, করনা এই সাধনা। নিত্য কর্ম্ম কর ইঁহাকে জানাইয়া, কথা কও ইহাঁকে জানাইয়া, সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম কর বক্ষে ইঁহাকে স্মরিয়া, একান্তে বৈদিক ভাবনা কর ইঁহাকে মনে রাখিয়া—পারিবেনা ইহা করিতে? এই মনোভিরাম পুরুষকে হৃদয়ে দেখিতে চক্ষুকে নিযুক্ত কর, ইনিই যে তোমাকে নাম ধরিয়া ডাকেন ইহা শুনিতে, স্থির হইয়া শুনিতে কর্ণকে অপেক্ষা করিতে বল—ইঁহার অপেক্ষায় তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয় সর্ব্বদা থাকুক—কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যা পার—লোক হিতকর

কর্ম্ম তাঁহারই জন্য কর—জ্ঞানেন্দ্রিয় সীতারামে বদ্ধ রাখিয়া—কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সীতারামের কর্ম্মে ছাড়িয়া রাখ, তোমার সাধনা এই হউক—এই সহজ উপায়ে তোমার গতি লাগিবে। পারিবে ইহা ? মরিতে হয় এই করিয়াই মর। তোমার যোগ্যতা না থাকিলেও সেই তোমার সব করিয়া দিবে, এই বিশ্বাসে জীবন ধারণ কর, সব হইবে। তোমার নিকৃষ্ট অহং দূর হইবে।

সর্ব্বদা ভাবনা রাখিবে তোমার দেহের অণুতে পরমাণুতে সীতারাম, তোমার প্রাণে সীতারাম, তোমার মনে সীতারাম, তোমার বুদ্ধিতে সীতারাম, তোমার অহংএ সীতারাম, তোমার চক্ষুতে সীতারাম, তোমার কর্ণাদিতে সীতারাম, তোমার হস্ত পদাদিতে সীতারাম, এই পৃথিবী রূপ দেহের দেহী সীতারাম, এই জল দেহের দেহী সীতারাম, এই অগ্নি দেহের দেহী সীতারাম, এই বায়ু দেহের দেহী সীতারাম, এই আকাশ দেহের দেহী সীতারাম, এই তোমার দেহের দেহী সীতারাম. এই চন্দ্র দেহের দেহী সীতারাম, এই সূর্য্য দেহের দেহী সীতারাম—এইরূপ সর্ব্ব দেহের দেহী এই সীতারাম—করনা এই অভ্যাস—করনা নিত্যকর্ম্ম করিয়া সর্ব্বদা এই অভ্যাস—দেখনা তুতু করতে তু ভয়া হয় কিনা ? কর—হইবে।

অসুর থাকা ছাড়িবে ?

অসুর থাকা ভাল নয়—ছাড়িবে ইহা ? অসু বলে প্রাণকে। প্রাণে যাহারা রমণ করে তাহারা অসুর। প্রাণ হইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়। যাহারা প্রাণে রমণ করে তাহারাই ইন্দ্রিয়ারাম, ইহারাই অসুর। দেখিতে আরাম পাই দেখি, শুনিতে ভাল লাগে শুনি—শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয় আবার কি ? ইহাই অসুরের বুলি। আর যাঁহারা শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে দ্যুতিমান হইতে চেষ্টা করেন তাঁহারা দেবতা হইতে চেষ্টা করেন। করিবে দেবতা হইতে চেষ্টা ? ছাড়িবে অসুরের কার্য্য ? নিজের ইচ্ছামত চল অসুর থাকিয়া গেলে, শাস্ত্রীয় জ্ঞানে ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে ও শাস্ত্রীয় সদাচারে চল দেবতা হইতে চলিলে। শাস্ত্রেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পাওয়া যায়। নিজের আসুরিক ইন্দ্রিয়ারাম জনিত ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলিতে চেষ্টা করাই দেবতা হইতে চেষ্টা করা। শাস্ত্রের আজ্ঞাকে নিজের ইচ্ছামত গড়িয়া লওয়াও অসুরত্ব। শাস্ত্রমত তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান লইয়া থাকাই অমরত্বের শুভ পথ—ইন্দ্রিয়ারাম হওয়া ব্যর্থ জীবন—মরণের পথ। ভগবান্ দেবতার সহায়—অসুরের বিনাশক-অসুরের যম।

এব অংশেনাবতীর্ণস্তে পুত্রো ভবিষ্যামি। স তে মদংশজঃ পুত্রঃ ষোড়শবর্ষে মৃত্যুপদং যাতেতি। তচ্ছ্রুত্বা শিলাদস্তদ্বচনং প্রতিকূলয়িতু মশক্নুবং স্তমেব শরণং গতস্তথাস্ত্বিত্যনুমেনে। অথ তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ পুত্রো নন্দিনামা বভূব। স বাল এব পিতুঃ সকাশাৎ স্বস্য ভাবিমৃত্যু-পাশ বন্ধনং শ্রুত্বা তপসা তমেব রুদ্রমারাধয়ামাস। অথ ষোড়শে বর্ষে সরস্তীরে লিঙ্গার্চ্চনকালে মৃত্যুনা পাশৈর্ব্বধ্যমান স্তত্রৈবাবির্ভূতেন শিবেন মৃত্যুং বামপাদাগ্রেণ হত্বা পাশাংশ্ছিত্বা স জরামৃত্যুবর্জ্জিতঃ সানুচরঃ কৃত ইতি লৈঙ্গে প্রসিদ্ধম্।

লিঙ্গ পুরাণে আছে শিলাদ নামা কোন মুনি সর্ব্বজ্ঞ পুত্র কামনা করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে তপস্যা দ্বারা প্রসন্ন করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ বরদান করিতে আসিয়া বলিলেন হে মুনে! আমা অপেক্ষা অন্য সর্ব্বজ্ঞ সম্ভব নহে। অতএব আমিই অংশরূপে তোমার পুত্র হইয়া জন্মিব। কিন্তু আমার অংশজ তোমার সেই পুত্র ষোড়শ বর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তখন শিলাদ শিববাক্য অন্যথা করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং তথাস্তু বলিয়া তাহাই মানিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার নন্দি নামক সর্ব্বজ্ঞ পুত্র জন্মিল। সেই বালক পুত্র পিতার নিকটে আপনার ভাবি মৃত্যু পাশবন্ধনের কথা শ্রবণ করিয়া তপস্যা দ্বারা রুদ্র দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি এক সরোবরের তীরে শিব লিঙ্গ অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। দেখিতে দেখিতে ষোড়শ বর্ষ কাল আসিল। শিবার্চ্চন কালে মৃত্যু তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য পাশহস্তে সেই সরোবর তীরে আসিলেন এবং নন্দিকে মৃত্যুপাশে বন্ধন করিলেন। আর ভগবান্ মহেশ্বরও সেই সময়ে নন্দির রক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব বাম পদের অগ্রভাগ প্রহারে মৃত্যুকে বিতাড়িত করিলেন এবং মৃত্যুপাশ ছেদন করিয়া নন্দিকে জরামরণ বিমুক্ত করিলেন এবং চিরদিনের জন্য স্বীয় অনুচর করিয়া রাখিলেন। অন্যান্য দৃষ্টান্ত সমূহ মহাভারতে আছে। কল্পে কল্পে মহাভারত, রামায়ণ একই প্রকার জানিও। তাই বলিতেছি—

ন সোস্ত্যতিশয়ো লোকে যস্যাস্তি ন ফলং স্ফুটম্।
ভবিতব্যং বিচার্য্যান্তঃ সর্ব্বাতিশয়শালিনা ॥ ৯

রাঘব! ইহ লোকে এমন লোক কোথাও দেখা যায় না যিনি উদ্যোগের আতিশয্যে ইপ্সিত ফল লাভ করেন নাই। অন্তরে বিচার পূর্ব্বক্ সকলেরই উচিত, মহৎ কার্য্যে গুরুতর যত্ন করা। আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান কার্য্য। কারণ আত্মজ্ঞানই সুখ দুঃখ জনন মরণাদি ভ্রান্ত দৃষ্টির মূলচ্ছেদ করিতে পারে। প্রথমেই ভোগরাগ দৃষ্টি বিনাশের জন্য সেই সেই বিষয়ের দোষ সর্ব্বদা অন্বেষণ কর।

নাশায়াপদগতার্থিন্যা দৃষ্ট্যা দৃশ্যাদি দৃষ্টয়ঃ।
দুঃখাদৃতে নিরাবাধং সুখং কিঞ্চিদবাপ্যতে ॥ ১১

ভোগ দৃষ্টিই সমস্ত আপদ ঘটাইয়া থাকে। ভোগ দৃষ্টি নাশের জন্য সর্ব্বদা বিষয় দোষ দর্শনের দৃষ্টি অন্বেষণ কর। চক্ষুত কতই দেখিল কিন্তু সে বস্তু কোথায় দেখিল যাহা দেখিয়া ইহা তৃপ্ত হইয়া গেল? চক্ষু কিছু দেখিতে লালসা করিলেই অমনি চক্ষুকে বল চক্ষু কি দেখিতে লালসা করিতেছ? ক্ষণস্থায়ী কোন কিছুতেই তোমার চির তৃপ্তি হইবে না। ভূমা-অপরিচ্ছিন্ন যিনি তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর। সেই বস্তুর অন্বেষণ করিতে হইলে বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে সদ্যোদুঃখ আছেই ইহা বলিতে পার বটে, কিন্তু বৈরাগ্যাভ্যাস রূপ দুঃখ ভিন্ন নিরাবাধ ভূমানন্দ সুখ কি কখন পাওয়া যায়? যায় না।

অশমঃ পরমং ব্রহ্ম শমশ্চ পরমং পদম্।
যদ্যপ্যেবং তথাপ্যেনং প্রথমং বিদ্ধি শঙ্করম্ ॥ ১২

রাগ দ্বেষাদি চিত্তবৃত্তি প্রশমনের শক্তিই শম গুণ। কিন্তু পরম ব্রহ্মে রাগ দ্বেষাদি নাই। পরব্রহ্ম অশম। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে যখন রাগাদি দোষ প্রশমনের আবশ্যকতাই নাই তখন বৈরাগ্য অবলম্বনে রাগাদি দোষ প্রশমনের চেষ্টা করিতে বল কেন? সত্য কথা রাগাদি

দোষ প্রশমনের আবশ্যকতা ব্রহ্মে নাই। কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় জীবে রাগাদি দোষ আছে। সেই জন্য রাগাদি দোষ প্রশমনের চেষ্টা রূপ শম গুণকে পরম পদ বা পরম পুরুষার্থ বলিতেছি। এইজন্য শমই শং অর্থাৎ ভূমানন্দ সুখ অভিব্যক্ত করে, শমই শঙ্কর।

অভিমানং পরিত্যজ্য শম মাশ্রিত্য শাশ্বতম্।
বিচার্য্য প্রজ্ঞয়া যত্নাৎ কুর্য্যাৎ সজ্জনসেবনম্॥ ১৭

দেহাভিমানই ত রাগ দ্বেষ জন্মায়। এই জন্য অভিমান ত্যাগ করিয়া যাহা কৈবল্য প্রদান করিতে পারে—যাহা তোমাকে তুমি যে "কেবল," এই স্বরূপে লইয়া যাইতে পারে সেই শাশ্বত শম আশ্রয় কর। এই জন্য বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া মোক্ষ যোগ্য জন্মলাভের জন্য সজ্জন সেবা করিতে থাক। সজ্জন সেবা ভিন্ন কি তপ, কি তীর্থ, কি শাস্ত্র কেহই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। সজ্জন কাহাকে বলে জান ?

লোভ মোহরুষাং যস্য তনুতানুদিনং ভবেৎ।
যথাশাস্ত্রং বিহরতি স্বস্ব কর্ম্মসু সজ্জনঃ॥ ১৫

যাঁহার লোভ, মোহ ও ক্রোধ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় আর যিনি শাস্ত্র বিহিত আপন কর্ম্মে বিহার করেন তিনি সজ্জন। সজ্জন সেবা পরায়ণ সাধু পুরুষের কখন না কখন আত্মজ্ঞানীর সঙ্গ অবশ্যই লাভ হয়। আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ হওয়ায় এই দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব ক্রমেই হইতে থাকিবে। দৃশ্যদর্শনের অত্যন্তাভাব হইলেই অর্থাৎ দৃশ্য বলিয়া কিছুই নাই—কখন উঠে নাই—মায়ার ইন্দ্রজালে একমাত্র পরম চৈতন্যকেই দৃশ্য রূপে দেখা যাইতে ছিল, ভগবৎ কৃপায় যখন মায়ার ক্ষয়ে ইন্দ্রজাল সরিয়া গেল তখন রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হইল এবং পরম পুরুষই—স্বরূপই অবশিষ্ট রহিলেন। অন্য কিছুই আর নাই এই ভাব আসিলে জীব তখন ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রাহ্মীস্থিতিই লাভ করিলেন। অর্থাৎ আমি জীব এ বোধ আর জন্মিবেনা।

ন চোৎপন্নং ন চৈবাসীৎ দৃশ্যং ন চ ভবিষ্যতি।
বর্ত্তমানেপি নৈবাস্তি পরমেবাস্ত্যবেধিতম্॥ ১৮

দৃশ্য যাহা কিঁছু তাহা কখন উৎপন্ন হয় নাই, পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও থাকিবেনা। বর্ত্তমানেও নাই; কেবল একমাত্র পরমাত্মাই আছেন। পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যুক্তি দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখনও বলা হইতেছে। সমস্ত জ্ঞানীর ইহা অনুভূত তত্ত্ব অধুনা আমিও তাহাই দেখাইতেছি।

এই যে ত্রিজগৎ দেখিতেছ ইহা "চিদম্বরম্ই" ইহা কেবলই চিদাকাশ—কেবলই সম্বিৎ। ইহাই তত্ত্ব। এই চৈতন্য স্বরূপ নির্ম্মল আত্মবস্তুতে অতত্ত্ব অর্থাৎ মায়ারচিত দৃশ্যাদি কোথা হইতে আসিবে, কি প্রকারেই বা থাকিবে?

রাম—যদি জগৎটা উৎপন্নই না হইয়া থাকে তবে সকলে এটাকে অনুভব করিতেছে কিরূপে?

বশিষ্ঠ—শ্রবণ কর।

চিচ্চমৎকুরুতে চারু চঞ্চলাচঞ্চলাত্মনি।
যত্তয়ৈব তদেবেদং জগদিত্যববুধ্যতে॥ ২১

অচঞ্চলাত্মনি কল্পিতচাঞ্চল্যেন চঞ্চলা মায়াপ্রতিবিম্বচিৎ যৎ চমৎ কুরুতে জগদ্ভাবমিব কল্পয়তি তদেব জগদিতি তয়ৈবাববুধ্যত ইত্যর্থঃ। অচঞ্চল আত্মাতে কল্পিতচাঞ্চল্যে চঞ্চলা—কল্পনা চঞ্চলা মায়া (স্ত্রীলোকেই কেবল কল্পনা করে) প্রতিবিম্বিত হইলে সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত চিৎ যে চারু চমৎকার দেখাইতেছে—জগৎভাবের মত যাহা কল্পনা করিতেছে তাহাকেই লোকে জগৎ বলিয়া বোধ করিতেছে। এই ত্রিলোকে ইহা উহা তাহা বলিয়া যে অনুভূতি সেই সমস্তই সেই চিৎ সূর্য্যের কিরণমালার ন্যায় স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন মত প্রতীত হইতেছে। কিন্তু অংশুমালীর সহিত অংশুমালার যেমন পদার্থ-গত ভেদ নাই সেইরূপ বিকল্পশূন্য চিৎ ব্রহ্মের সহিত তদংশভূত অনু-ভূতির ভিন্নতা কোথায়? সুতরাং ভিন্নতা জ্ঞান রূপ বিকল্পবোধই

যখন মিথ্যা, তখন লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্য অনুভূত হউক না কেন অনু-ভূতি স্বভাব চিৎব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্প স্বভাব বলিতেই হইবে। মায়িক কল্পনা চঞ্চল চিতের স্বাভাবিক উন্মেষণেই এই জগতের উদয় এবং নিমেষণেই এই জগতের অস্ত অনুভূত হয়। নির্ব্বিকল্প চিৎই মায়িক প্রতিবিম্বনে সবিকল্প হন। প্রতিবিম্বচিৎ বা চিদাভাসই জীব—ইনিই সবিকল্প—নানাপ্রকার ভেদযুক্ত কিন্তু অপ্রতিবিম্বিতচিৎ বা ব্রহ্ম-চিৎ যিনি তিনি নির্ব্বিকল্প। কোন কল্পনা তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি একরূপ, একরস, পূর্ণ। তাই বলা হইল সবিকল্পচিতের বা চিদা-ভাসের যে উন্মেষ তাহাই জগৎ অনুভবের উদয় আর তাহার যে নিমেষ তাহাই জগৎ অনুভবের অস্ত। যাবৎ অহং এই অনুভবের প্রকৃত মর্ম্ম অপরিজ্ঞাত থাকে তাবৎ পরমার্থাকাশে ঐ অহং বোধই মলরূপে বিদ্য-মান থাকে—তাবৎ পরমার্থাকাশ যেন মলিন থাকে কিন্তু উহা পরি-জ্ঞাত হইলেই ঐ অহং তত্ত্বই পরমার্থরূপে প্রকাশ পায়। অহম্ভাব পরিজ্ঞাত হইলেই অনহম্ভাব আপনা হইতে হইয়া যায়। জল যেমন জলের সহিত এক হইয়া যায় সেইরূপ অহং বা চিদাভাসও চিদাকাশের সহিত এক হইয়া যায়।

রাম—অহং তত্ত্ব জানা হইলে উহাই পরমতত্ত্ব পরমপুরুষ হইয়া যায় ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ—আমি আছি—অহং আছি এই বোধ সকলেরই আছে। আমি আছি এই অনুভবের জন্য কোন যুক্তি, কোন প্রমাণ আবশ্যক করেনা। কিন্তু এই অহং বোধটার উদয় হয় কখন? অপরিসীম অনুভব যখন থাকে, সীমাশূন্য একটি বস্তুই যখন থাকে আর কোন কিছুই থাকেনা, এই সীমাশূন্য বস্তুর সঙ্গে সীমাশূন্য অনুভব মিশিয়া আছে—এই যখন থাকে তখন অহং নাই। অহংএর উদয় তখন হয় যখন একটা কিছু সীমা বিশিষ্ট হয়। সেই জন্য খণ্ডভাবই অহং। পরমপুরুষ আপনার অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন ভাবকে খণ্ডিত যখন করেন তখনই অহং জাগে। এই খণ্ড অহং যখন আপনার অপরিছিন্ন স্বরূপে যায় তখন যেটা অহং অহং করিতেছিল সেইটাই পূর্ণ হইয়া আপন

স্বরূপে বিশ্রাম করে। সেইজন্য বলিতেছিলাম অহম্ভাব জানিলেই নাহম্ভব আসিয়া যায়।

অহমাদি জগদ্দৃশ্যং কিল নাস্ত্যেব বস্তুতঃ।
অবশ্যমেব তৎ তস্মাচ্ছিষ্যতেহং বিচারতঃ॥ ২৬

পূর্ণ ব্রহ্মের অপূর্ণভাবটাই অহং। পূর্ণ যিনি তিনি অপূর্ণ কল্পনাও করিতে পারেন। এই কল্পনাটা মিথ্যা-মায়া মাত্র। তথাপি এই মিথ্যা কল্পনা জগৎরূপে প্রতীত হইতেছে। অহমাদি জগদ্দৃশ্য বস্তুতঃই নাই। অহংভাবকে বিচার পূর্ব্বক দেখিতে গেলে অবশ্যই দেখা যায় পূর্ণ চিদাকাশই অবশিষ্ট থাকেন। মিথ্যা কল্পনা ছাড়িলেই পূর্ণ হইয়া স্থিতি ঘটে। শিশু অপিশাচকে পিশাচ বোধ করে কিন্তু তাহার বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিয়া দিলেই মিথ্যা পিশাচ বোধ দূর হইয়া যায়। সেইরূপ বিচার দ্বারা বুদ্ধিকে নির্ম্মল করিতে পারিলেই সমস্ত অনাত্মবুদ্ধি বিলোপিত হয়।

চিজ্জ্যোৎস্না যাবদেবান্তরহঙ্কার ঘনাবৃতা।
বিকাশয়তি নোতাবৎ পরমার্থ কুমুদ্বতীম্॥ ২৮

বালকের মোহ যেমন তাহার বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ প্রৌঢ়ের অভিমানও পূর্ণের জ্ঞানকে নিরোধ করিয়া রাখে। অন্তরের চিৎ জ্যোৎস্না যতদিন অহঙ্কার মেঘে আবৃত থাকে ততদিন পরমার্থ রূপ কুমুদ্বতীর বিকাশ অনুভূত হয় না। আমি করি, আমি খাই, আমি চলি, আমি ফিরি, আমার দেহ, আমার পুত্র কলত্র এই সব "আমি" "আমার" রূপ অহঙ্কারই আমাকে পূর্ণভাবে থাকিতে দেয় না। জ্ঞান স্বরূপ আত্মদেব যখন অহঙ্কার বর্জ্জিত হন তখন আর কি স্বর্গ নরক, মোক্ষাদির কল্পনা থাকে?

হৃদি যাবদহম্ভাবো বারিদঃ প্রবিজৃম্ভতে।
তাবদ্বিকাসমায়াতি তৃষ্ণা কূটজ মঞ্জরী॥ ৩০
আক্রম্য চেতনাং নিত্যমহঙ্কারাম্বুদে স্থিতে।
জাড্যমেব স্থিতিং যাতি ন প্রকাশঃ কদাচন॥ ৩১

হৃদয়কে যাবৎ অহম্ভাবরূপ জলদমণ্ডলী ছাইয়া রাখে তাবৎ হৃদয়ে ইহা চাই, উহা চাই, ইহা পাইতেছি, উহা পাইলামনা, এই সমস্ত তৃষ্ণা রূপ কূটজমঞ্জরী জন্মিবেই। চেতনা বা প্রকাশকে আক্রমণ করিয়া অহঙ্কার রূপ অম্বুদ স্থিতি লাভ করে—ইহাতে জাড্যভাব বা তমোভাব বা আত্মানন্দ স্ফুরণাভাবই থাকে কখন আত্মভাবের প্রকাশ হয় না। অসত্য এই অহঙ্কার আপনি আপনি মিথ্যা প্রকল্পিত। ইহা দুঃখ দেয়, আনন্দ দিতে পারে না। মিথ্যা কল্পিত যক্ষ যেমন বালকের ভ্রম উৎপন্ন করে সেইরূপ। বৃথা কল্পিত অহঙ্কার দামাদি অসুর ত্রয়ের ন্যায় মানবের অভিমান-দূষিত-হৃদয়ে অনন্ত সংসার যন্ত্রণা-দায়ক মোহ জাল বিস্তার করে। এই দেহই আমি ইত্যাকার স্ফুরণ সেই মোহ হইতেই উৎপন্ন হয়। সেই মোহই, যাহা কখন হয় নাই, হইবেও না—এইরূপ সর্ব্বানর্থকর সংসার বিস্তার করে।

যৎ কিঞ্চিদিদমায়াতি সুখদুঃখমলং ভবে।
তদহঙ্কারচক্রস্য প্রবিকারো বিজৃম্ভতে ॥ ৩৫

সংসারে সুখদুঃখাদি যাহাকিছু সমস্তই অহঙ্কার চক্রের বিকার হইতে বিজৃম্ভিত। বিচার মার্জ্জিত মনই হইতেছে হল। ইহার দ্বারা অহঙ্কার রূপ অঙ্কুর নাশ করে। তবেই আত্মক্ষেত্রে সংসার নাশন জ্ঞান শস্য সহস্র শাখা বিস্তার করিয়া দুশ্ছেদ্য হইয়া ফল প্রদান করিবে। অনুচ্ছেদ্য স্বভাব জন্ম-বৃক্ষ সকলের অঙ্কুর হইতেছে অহংভাব। ইহারই শত সহস্র বিস্তীর্ণ শাখা হইতেছে মম ভাব—"আমার" "আমার"।

জন্ম বৃক্ষ সকলের ফল হইতেছে অর্থাদি বাসনা। এই সমস্ত ফল কিন্তু কাকাদির ঈষৎ পবন ভরে স্ফুটিত হয় এবং মনোহর তরঙ্গ পংক্তির ন্যায় ক্ষণ মধ্যেই বিনষ্ট হয়! জ্ঞানোদয় মাত্রেই আমি ও আমার বিনষ্ট হয়। প্রকৃত পক্ষে আত্মা অহম্ভাব বর্জ্জিত। কিন্তু তিনি অহম্ভাব জড়িত হইয়াই যেন আত্মভাব বিস্মৃত হইয়াই এই সংসার চক্রের বাহক রূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

অহম্ভাব-তমো যাবৎ জন্মারণ্যে বিজৃম্ভতে।
তাবদেতা বিবল্গন্তি চিন্তা মত্তাঃ পিশাচিকাঃ॥ ৪০
অহঙ্কার পিশাচেন গৃহীতো যো নরাধমঃ।
ন শাস্ত্রাণি ন মন্ত্রাশ্চ তস্যাভাবস্য সিদ্ধয়ে॥ ৪১

এই জন্ম রূপ অরণ্যে যতদিন অহম্ভাবরূপ তম বিজৃম্ভিত থাকিবে ততদিন চিন্তারূপিণী উন্মত্তা পিশাচিনী নৃত্য করিবেই। যে নরাধম অহঙ্কার পিশাচের বশীভূত হয়—শাস্ত্রই বল আর মন্ত্রই বল কিছুতেই তাহার পিশাচ ভাব নিবৃত্ত হয়না।

রাম— কেনোপায়েন ভগবন্ অহঙ্কারো ন বর্দ্ধতে।
তং ত্বং কথয় মে ব্রহ্মন্ সংসারভয়শান্তয়ে॥৪২

কোন্ উপায়ে ভগবন্ অহঙ্কার না বর্দ্ধিত হয় ব্রহ্মন্ সেই উপায় আপনি আমাকে বলুন—তাহা হইলে সংসার শান্ত হইবে।

বশিষ্ঠ—মানুষ স্বরূপে চিরতরে ডুবিয়া থাকিতে পারেনা যে "অহং" জন্য; সেই অহঙ্কার দূর করিবার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

চিন্মাত্রদর্পণাকারে নির্ম্মলে স্বাত্মনি স্থিতে।
ইতি ভাবানুসন্ধানাদহঙ্কারো ন বর্দ্ধতে॥ ৪৩
মিথ্যেয়মিন্দ্রজালশ্রীঃ কিং মে স্নেহ বিরাগয়োঃ।
ইত্যন্তরানুসন্ধানাদহঙ্কারো ন জায়তে॥ ৪৪
নাহমাত্মনি নো যস্য দৃশ্যশ্রিয় ইতি স্বয়ম্।
শান্তেন ব্যবহারেণ নাহঙ্কারঃ প্রবর্দ্ধতে॥ ৪৫
অহং হি জগদিত্যন্ত হেঁয়াদেয়দৃশোঃ ক্ষয়ে।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে॥ ৪৬
অহঞ্চিজ্জগদিত্যন্ত হেঁয়াদেয় দৃশোঃ ক্ষয়ো।
সমতায়াং প্রসন্নায়াং নাহম্ভাবঃ প্রবর্দ্ধতে॥ ৪৭
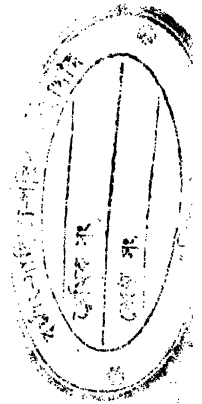
(১) আত্মার ভাব—স্বভাব—স্বরূপ সর্ব্বদা অনুসন্ধান কর—সর্ব্বদা স্মরণ কর, অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইবে না। আত্মার স্বরূপ হইতেছে

সাবিত্রী ও উপাসনা তত্ত্ব—তৃতীয় সংস্করণ। পরিবর্দ্ধিত, সুদৃশ্য এবং ভাবোদ্দীপক চিত্রসমন্বিত। সতীত্বের আদর্শ-দর্শনের সঙ্কল্প জাগিবামাত্র সতী সাবিত্রী যেন হৃদয় জুড়িয়া বসেন। তাঁহার ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং পুরুষকার যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নয়নের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। বিশেষতঃ গ্রন্থকার তাঁহার মোহন তুলিকা ও সাধনার হরিচন্দন দ্বারা-সাবিত্রীর যে অনুপম অঙ্গরাগ করিয়াছেন তাহাতে সাধনা-পথের প্রথম প্রবর্ত্তক ঐ মাতৃরূপ মানসনয়নে দর্শন করিবা মাত্র কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। অনুরাগিনী স্ত্রী এবং অনুরাগী স্বামীর পবিত্রভাবের কথায় উপাসনা-তত্ত্ব বিবৃত করাই এই সাবিত্রীর বিশেষত্ব। মূল্য ॥• আনা মাত্র

"সাবিত্রী পরিশিষ্ট ও উপাসনা তত্ত্ব" উৎসব পত্রে প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়াছে, শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

শ্রীবিচার চন্দ্রোদয় ২য় সংস্করণ—এই পুস্তক নিত্য পাঠ্য করিয়া বাহির করা গেল। আবাঁধাইয়ের মূল্য ২॥• টাকা। অর্দ্ধ বাঁধাইয়ের মূল্য ২৮• ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। পুস্তকখানি ১০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উপস্থিত সময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাগজ, কালি, কাপড় বোর্ড প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানগুলিই দুর্ম্মূল্য। পুস্তকখানি ভাল কাগজে ভাল করিয়া ছাপা, সুন্দর করিয়া বাঁধা সুতরাং যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের কোন প্রকার অসন্তোষের কারণ হইবে না।

ভগবচ্চিন্তার জন্য সকল শ্রেণীর লোকের যাহা প্রয়োজন এই পুস্তকে সমস্তই সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরাও সাধনায় উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এইজন্য নিত্য পাঠ্য স্তব স্তুতি সহজভাবে বুঝান হইয়াছে।

ইহাতে সমস্ত দেবতার স্তব, ধ্যান এবং কবচ আছে। মধ্যখণ্ডে বেদান্তের সরল ব্যাখ্যা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। নিত্য স্বাধ্যায় জন্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতা ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে। বিদেশ যাত্রাকালে এই একখানি গ্রন্থ সঙ্গে থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্য পুস্তকের আবশ্যক হইবে না।

প্রাপ্তিস্থান, "উৎসব" আফিস, ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা—ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগ ত্রয়ানন্দ প্রণীত।

"উৎসবে" প্রকাশিত "শিবরাত্রি" ও "শিবপূজা" সম্পূর্ণ হইয়া পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। যাঁহারা পুস্তক লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সত্বর "উৎসব" অফিসে সংবাদ লইবেন।